September. Reg. No. C. 134.

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা

ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

ভাদ্র, ১৩২৮—সেপ্টেম্বর, ১৯২১।

সূচী

১।	বর্ষপ্রবেশ	১৩১
২।	নববর্ষে (কবিতা)—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল,	১৩২
৩।	"শিশুশিক্ষাদি" পত্রপ্রবর্ত্তক—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-টি	১৩৩
৪।	সাফল্য (কবিতা)—শ্রীমতী চারুলতা দেবী	১৩৮
৫।	এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং—শ্রীযুক্ত কমলকুমার সান্যাল	১৩৯
৬।	প্রেম (কবিতা)—শ্রীযুক্ত—	১৪১
৭।	মেঘ (কবিতা)—শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী	১৪২
৮।	গানের স্বরলিপি { রচনা—শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ চক্রবর্ত্তী; সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	১৪২
৯।	ওটপোকার আবাদ—শ্রীযুক্ত—	১৪৫
১০।	স্মৃতিছায়া (উপন্যাস)—শ্রীমতী নলীবালা দেবী	১৪৮
১১।	নৈরাশ্যের উপমা (কবিতা)—শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র	১৫৫
১২।	আমাদের খাদ্য—শ্রীযুক্ত—	১৫৫
১৩।	বাধিতা (গল্প)—শ্রীমতী চারুলতা দেবী	১৫৮
১৪।	অনন্তের প্রতি (কবিতা)—শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী	১৬০
১৫।	অপ্রাপ্তিতে বিশ্বাস—শ্রীযুক্ত সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬০
১৬।	নিরুত্তর (কবিতা)—শ্রীমতী বিনয়বালা দেবী	১৬৩
১৭।	বিবিধ	১৬৬

৫৩ নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, করুণা প্রেসে শ্রীকমলাচরণ সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷৵০ অগ্রিম মাসিক মূল্য ১৵০
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা) মাত্র।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

বাজারের জিনিসের মত নয়।

ব'ক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড মূল্য ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

২ সেট রিড মূল্য ৩০৲, ৪০৲, ৪৫৲, ৫০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

কোল্ডিং অরগেন—মূল্য ৩৬৲, ৫৫৲, ৭০৲, ৭৫৲ ও ৯০৲ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৮৲, ১০৲, ১৫৲ ও ২৫৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এসরাজ—মূল্য ১২৲, ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন,

৮১ নং ডালহাউসি স্কোয়ার, লালদীঘী, কলিকাতা।

বিদ্রোহী-শাসক

বিপ্লববাদের

একখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের আধুনিক উৎকর্ষতাময় রাজনৈতিক উপন্যাস।

এই উপন্যাসখানির স্বরূপ বুঝাইবার জন্য একটু রাজা-প্রজার সম্বন্ধের কথা বলিতে হয় ঃ—

রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ—

রাজা বা রাজপ্রতিনিধি প্রজাকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে পালন করিবেন—প্রজাগণের সর্ব্ববিধ উন্নতি-বিধানে স্বতঃপরতঃ যত্নবান হইবেন—অভাবঅভিযোগের প্রাণপণে প্রতিবিধান করিবেন এবং শাসন, রক্ষণ ও উন্নতি করিবার নিতান্ত সঙ্গত ব্যয় নির্ব্বাহের-জন্য প্রজার অবস্থা মত ট্যাক্স গ্রহণ করিবেন—দেশরক্ষণে, দেশশাসনে, সংস্কার ও উন্নতিবিধানে, কৃষি-বাণিজ্য-শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রজা সঙ্ঘের মতামত গ্রহণ করিবেন। ইহার অন্যথায় যে রাজা বা রাজশক্তি প্রজার দুঃখ-দারিদ্র্য না দেখিয়া প্রজার উন্নতিবিধানে যত্নবান না হইয়া—আত্মসুখভোগবিলাস তৃপ্তির জন্য অন্যায় করভারে প্রজাকে নিষ্পেষিত করে—যে রাজশক্তি প্রজার সন্তোষের—লোকমতের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—তাহা কখনই স্থায়ী হইতে পারে না! ইহা আমাদের কথা নহে—সুচিন্তাশীল মনীষি মহাত্মা গন্ধীর কথা!

তাই বলিতেছিলাম,—বিদ্রোহী শাসক

একখানি রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির সংঘর্ষের অমর আলেখ্য! এ সংঘর্ষণের ফলে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হইয়াছে, তাহা কালপ্রভাবে কেমন সুকৌশলে প্রলয়ঙ্কর বিপ্লব-বহ্নি সৃষ্টি করিল—

সে লোমহর্ষণ প্রবাহ

কি ভাবে রাজপ্রতিনিধির বিলাস-বৈভব মুহূর্ত্তে ভস্মসাৎ করিয়া শাসক গবর্ণরের আত্মপ্রাণাহুতি গ্রহণ করিলে—তাহা দেখিয়া—বুঝিয়া—শিহরিয়া—সভয়ে বিকম্পিত হইয়া উঠুন। আর শ্রীভগবানের নিকট কামনা করুন,—যেন ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে কোন যুগে এমন মহা পাপের প্রাদুর্ভাব না হয়!

রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির কি বিভীষণ সংঘর্ষ!

গভর্ণরের কি অমানুষিক ভীষণ অত্যাচার

কল্পনাতীত বীভৎস অনাচার—কি লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড—

বিচার অভিনয় দেখাইয়া অকাতরে প্রজা নির্য্যাতন!!

অজস্র করভার-বৃদ্ধিতে প্রজার হৃদয়-রক্ত শোষণ—পড়িতে পড়িতে শরীরের রক্তপ্রবাহ উত্তেজিত হইয়া খরতর বেগে প্রবাহিত হয়—স্বয়ং অত্যাচারী শাসনকর্ত্তার শাস্তি প্রদানের জন্য উন্মাদনায় লাফাইয়া উঠিতে হয়!

যে শাসন যন্ত্রের বিঘূর্ণনে শত শত নিরপরাধ ব্যক্তি কঠোরতর বৈজ্ঞানিক শাস্তি পাইতেছে—

শত শত প্রজা অনাহারে—অর্দ্ধাহারে থাকিয়া শাসকের বিলাসতৃষ্ণা-তৃপ্তির পর্য্যাপ্ত অর্থ সরবরাহ করিতেছে—আপত্তি করিলে প্রকাশ্য স্থানে রাজদ্রোহ গুণী করিয়া হত্যা করিতেছে—সেই শাসনযন্ত্রের উচ্ছেদের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হয়। বিচিত্র প্রহেলিকাময় উৎপীড়নের সঙ্গে যাহাই সংহরন

সাধারণ পাঠাগারের প্রতি

নব-বধূ প্রিয়জনের হস্তে উপহার দিবার সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ পুস্তক, ৯ খানি তিন রঙের চিত্র আছে। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

একাল সেকাল।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, উপহারের শ্রেষ্ঠ পুস্তক। পাকে বাঁধা, মূল্য ২৷৷০ টাকা।

বরের বাপ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, মূল্য ১৲ এক টাকা।

পল্লি সংসার।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মূল্য ১৷০ টাকা।

অপরাধিনী প্রবীণ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৷০ টাকা।

বাদসাহ পিরু শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, মূল্য—১৲ টাকা।

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

প্রবীণ উপন্যাসিক শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মূল্য—১৷০ টাকা।

বন্দিনী জনপ্রিয় সুলেখক শ্রীযুক্ত শ্রীপতীমোহন ঘোষ প্রণীত। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

আকালের মা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

প্রজাপতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা

কালের কোলে।

শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত, মূল্য ১৲ এক টাকা।

ঘরজামাই শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

বড় ছোট শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত তুলার প্যাডে উৎকৃষ্ট বাঁধাই, মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ভাগ্যলক্ষ্মী প্রিয়জনের হস্তে উপহার দিবার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পুস্তক, শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত মূল্য ১৷০ দেড় টাকা।

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত।

সহচরী প্রিয়জনদের হাতে দিবার অতুলনীয় সামগ্রী। প্রবাসীর মতে—"বইখানিতে বিশেষত্ব আছে।" আজই অর্ডার দিন মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

বনদেবী দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

সিঁথির সিঁদুর।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। সীমন্তিনীগণের সীমন্তশোভা উজ্জ্বল করিবে। মূল্য ১।০ টাকা।

কাল-বৈ শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস প্রণীত। আপনারা বাছিয়া লউন, কালো চাই কি ধলা চাই। মূল্য ৷৷০ আনা।

পুণ্যের সংসার জনপ্রিয় সুলেখক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। পুণ্য ও পাপের সজীব চিত্র। মূল্য ১৷০ দেড় টাকা

ঘরভাঙ্গা শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, বঙ্গ-সমাজের নিখুঁত চিত্র, মূল্য ৸০ আনা।

কন্যেদীয় পুত্র।

শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল্ প্রণীত। মূল্য ১।০।

অঙ্গহীনা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মূল্য—১।০ পাঁচ সিকা।

শুভদৃষ্টি শ্রীযামিনীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য, মূল্য—১।০ পাঁচসিকা।

বীজ ! গাছ ! বীজ !

আমাদের সকল প্রকার সব্জী ও ফুল বীজ আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। গ্রাহকগণ অর্ডারের জন্য সত্বর পত্র লিখুন। প্রতি তোলার মূল্য ।০ ; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

১। বাঁধা কপি।—অগ্রহেড্ ১৲, লুইসভেলিজলদী ১৲, ফ্লাট্ ইণ্টারমিডিয়েট ১৷৷০, নারিকেল ৸০, জার্সিওয়াকফিল্ড ১৲, ফ্লোরিডাহেডার ১।০, প্রাইজমেডাল ১৷৷০, আলিব্রামহেড ১৲, ফ্লাটডচ্ ঈষৎ নাবি ১৲। ফুলকপি।—এক্সেল ইম্পিরিয়াল ১৷৷০, আলি লণ্ডন ১৲, লিনর মণ্ড ১।০, আলিবুয়োনো অতিবৃহৎ ৪৲, আলি প্যারিস ১।০, পাটনাই জলদি ৷৷০, পাটনাই নাবি ৷৷০। বেগুন-৵৬ সের, কাঁটা শূন্য ১৲, ব্লাকবিউটি ৸০, ইটালিয়ন সাদা ১৲, মুক্তকেশি ।০, বেনারসি ৷৷০। বীট লাল ।৵০, ঐ গোলাকার ।৵০। ওলকপি সাদা ১৲, পার্পল ৸০। সালগম ফ্লাট্ডচ ।৵০, রাটাবাগা ।৵০ গজার লাল ।৵০, ঐ হরিদ্রা ।০, মূলা আমেরিকার লাল গোল ।০, কাল মূলা ।০, মাণিক কুণ্ডুর ।০ বোম্বাই মূলা ৵০। লঙ্কা হাতিশুঁড় ৸০, রাক্ষুসে ৸০। টমাটো ৸০, ঐ। লাউ রাক্ষুসে ৸০ কুমড়া আড়াই মনে ৸০, পিয়াজ আমেরিকার ১৲, পাটনাই ।৵০।

২। ফুলের স্বাভাবিক বর্ণের রঙ্গিন ছবিযুক্ত নানাবিধ মনোহর বিলাতী নমুনা ফুল বীজ প্রতি প্যাকেট ।০ আনা, ৫ প্রকারের পাঁচ প্যাকেট একত্রে ১৲ টাকা।

সকল রকম, কলম চারা গাছ ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া থাকি। পত্র লিখিলে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

ইষ্ট বেঙ্গল নর্শরি

২৫৬ নং অপার চিৎপুর রোড, বাগবাজার,

কলিকাতা।

Post Box No. 477.

স্বর্ণসুযোগ।

যদি আপনার প্রিয়-জনের ছবি (ফটো)-চিরস্থায়ী করিতে চাহেন, তাহা হইলে আপনার ফটো সহ ২৷৷০ টাকা আমাদের নিকট পাঠাইলে আমরা ১৮″×১৪″ সাইজের সুন্দর একখানি ক্রোমাইড এন্‌লার্জমেণ্ট করিয়া পাঠাইব। ফটো যদি ভাল কিংবা পরিষ্কার হয়, তবেই ঐ দরে দিতে পারিব, নচেৎ আরও ৪৲ টাকা বেশী লাগিবে। গ্রুপ ফটো এন্‌লার্জমেণ্টের জন্য পৃথক চার্জ্জ লাগিবে না।—

পরীক্ষা প্রার্থনীয়—

সান্যাল এণ্ড কোং,

৬৫নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাহানা।

শ্রীমতী সুনীতি দেবী প্রণীত ক্ষুদ্র পুস্তক। কবিতাগুলি যেন শিশুকণ্ঠের কোমল মধুবাণী স্বরূপ। ভাষা ভাব অতিপ্রাঞ্জল। কাগজ ও ছাপা অতিসুন্দর। মূল্য চারি আনা মাত্র। সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণকে কাচের খেলার পরিবর্ত্তে ইহা দিলে তাহাদের আমোদ ও উপকার দুই-ই লাভ হয়। প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী সরস্বতী। কেশবধাম, বেনারস সিটী।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে বিক্রেয় পুস্তক।

(৩০শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত অল্পমূল্যে দেওয়া হইবে)

১।	ধর্ম্মসাধন (প্রথম ভাগ)	।০ স্থলে	৶০
২।	ঐ (২য় ভাগ)	।৵০ ,,	।০
৩।	কৃষককালা	॥০	।০
৪।	বেদিয়া বালিকা	৵০	/০
৫।	বনবাসিনী	/১০ ,,	/০
৬।	স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা	৫১০ ,,	৫
৭।	নারী শিক্ষা (১ম ও ২য় ভাগ)	॥০ ও	৸০
৮।	কারাকুসুমিকা	।৵০	
৯।	ইঙ্গিত ও আদর্শ	।০ স্থলে	৶০
১০।	মানব সখা	৶০	
১১।	ডিপুটি-বিভূতিযোগ	৵ স্থলে	/০
১২।	প্রত্যেক বর্ষের পুরাতন বামাবোধিনী ···	২৲	

ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

ভাদ্র, ১৩২৮।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপনের হার।

১।	অর্দ্ধ কলম বা সিকি পৃষ্ঠা	মাসিক	২৲
২।	এক কলম বা অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	”	৩৷৷০
৩।	বিজ্ঞাপন এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ”	৩৲
	ঐ	পূর্ণ পৃষ্ঠা ”	৫৲
৪।	মলাট বা মলাটের সম্মুখস্থ পৃষ্ঠা এবং মূল পুস্তকের প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ পৃষ্ঠা		৭৲

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

গ্রাহক-গ্রাহিকা-গণের প্রতি।

শারদীয়া পূজা আগতপ্রায়। এই সময় আমাদিগের ঋণ পরিশোধ করিতে হয়। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক স্ব স্ব দেয়টী সত্বর প্রেরণ করিয়া আমাদিগের কার্য্যে সহায়তা করিলে অনুগৃহীত হইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

অপদার্থ অনুকরণ

নিবারণকল্পে আমাদের ২০ বৎসরের পরীক্ষিত ও সর্ব্বজনসমাদৃত

অকৃত্রিম শৃগালমার্কা

অশ্বগন্ধা ওয়াইনের পরিবর্ত্তিত নাম

অশ্বারিণ

পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক ও স্বাস্থ্য-সঞ্চারক। ইহা বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, কৃশ এবং ভগ্ন-স্বাস্থ্য ব্যক্তির পরম কল্যাণকর। ইহা প্রসবান্তের দৌর্ব্বল্যে এবং স্ত্রীরোগেরও মহোপকারী ঔষধ। ২৫৬ মাত্রা বোতল ৩৷৷০ টাকা, ৬৪ মাত্রা বোতল ১৲ টাকা।

ম্যালোর

(রেজিষ্টার্ড)

জ্বরঘ্ন ও ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক।

পালা, কম্প, দৌকালীন, ঘুষঘুষে জ্বর, নূতন ও পুরাতন সর্ব্ববিধ জ্বর, প্লীহা ও যকৃতাদি রোগের এমন ঔষধ আর নাই। ইহা ক্ষতপাপ্‌ড়া, গুলঞ্চ নিম্, চিরেতা প্রভৃতির উগ্র বীর্য্য হইতে প্রস্তুত। ২৫ মাত্রা ।৵০ ৫০ মাত্রা ১৵০, ১০০ মাত্রা ২৲ টাকা।

ডাইজেষ্টীন (রেজিষ্টার্ড)

অজীর্ণ, অম্ল, অগ্নিমান্দ্য উদরাময়, গ্রহণী, সূতিকা প্রভৃতি রোগের অমোঘ মহৌষধ। উপাদান—যমানী তৈল, পেপেইন ইত্যাদি। ২৫ ট্যাব্‌লেট ।৵০ আনা, ৫০ ট্যাব্‌লেট ৹ আনা; ১০০ ট্যাব্‌লেট ২৲ টাকা।

"য়্যাজমল"

(ট্রেডমার্ক)

সেবনমাত্র কাঁপানি টানের দারুণ যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয় এবং ক্রমশঃ উপসর্গাদি প্রশমিত হইয়া শরীর সুস্থ হইতে থাকে। প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ম্যালোর এবং ডাইজেষ্টিন বিনা প্যাকিং ও ডাকমাশুলে আর পাটান হয় না, সকল ঔষধেরই ডাকমাশুলাদি গ্রাহকগণকে দিতে হয়।

ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্,

১নং হোগলকুড়িয়া সিমলা, কলিকাতা।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲ ; নির্ম্মাল্য—(গল্পগ্রন্থ) দ্বিতীয় সংস্করণ—রেশমী বাঁধাই—১।০ ; কেতকী—(গল্পগ্রন্থ)—সিল্ক বাঁধাই—১৲ ; স্পর্শমণি—(উপন্যাস) দ্বিতীয় সংস্করণ—২৲ ।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

BHARAT DHARMA MAHAMANDAL

The All-India Hindu-Socio-Religious Association.

General President H. H. the Maharaja of Darbhanga, *G. C. I. E.*

Fees for General Members Rs. 2 a year.

Members have the privileges of (*a*) the Mahamandal Benevolent Fund ; (*b*) the Mahamandal Magazine (in English),—a High Class Monthly *free* ; (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications at three-fourth price.

PROSPECTUS & SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE

The General Secretary: Sri Bharat Dharma Mahamandal, Benares Cantt.

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—"অম্লশূলান্তক-সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C. I. E মহোদয় বলেন,

"শ্রীযুক্তবাবু মধুরানাথ মজুমদারকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। বৈদ্যকে ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের ছাত্র। ইহার চিকিৎসায় বেশ যশ আছে। ইনি বাঙ্গলায় কবিরাজী-সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশ আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের ৺ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহোদয় বলেন,

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি মহাশয় আমার সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। আমার নিজ ও পরিবারবর্গের জন্য তিনি যে সকল ঔষধ-ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই সুফল পাইয়াছি। তিনি জীবনে উন্নতি লাভ করিলে, আমি অত্যন্ত সুখী হইব।"

কবিরাজ শ্রীমধুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি,
৬৮ নং বোসপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

মণ্ডল ফ্লুট।

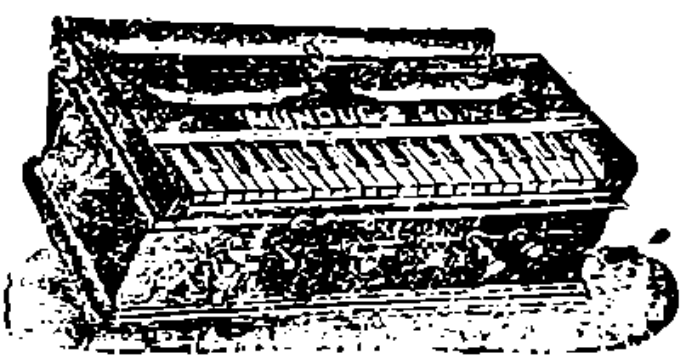

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতির দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত— দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অক্টেভ ৩ ষ্টপ ৩৫৲, ঐ সূক্ষ্ম কাজ করা ৪০৲ টাকা। ঐ দুই সেট ষ্টীল্ ৩ ষ্টপ ৬০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং— ৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নূতনসংবাদ ! নূতন সংবাদ !

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া সরস্বতী রচিত

ঐতিহাসিক ঘটনাবলম্বনে অঙ্কিত সুবৃহৎ পঞ্চাঙ্ক নাটক

মোহের প্রায়শ্চিত্ত সদ্যঃ প্রকাশিত হইল ! মূল্য ১।০ মাত্র

জীবন্ত উন্মাদনার জ্বলন্ত বিদ্যুৎ-বাহিনী সম্মোহন-মন্ত্রময়ী অভিনব সৃষ্টি। ভাষার পরিচয় দিবার নয়। পাঠক পাঠিকা সত্বর হউন! 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিক প্রকাশিত মণীষীজন প্রশংসিত, ভাবুক হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস

ইমানদার (যন্ত্রস্থ) শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

লেখিকার অন্যান্য বই :— সেখ আন্দু ১৷৷০, নমিতা—২৲, আড়াই চাল—৷৷০ মিষ্টি সরবৎ ১৷৷০।

প্রাপ্তিস্থান :— গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের জীবন-দশা

অর্থাৎ

আমাদের অধঃপতনের মূল-কারণ, ইন্দ্রিয়-সংযম না করিবার পরিণাম, বসবাসের অবস্থা, অসঙ্গত ভোজন-পদ্ধতি, মনঃ-সংযমের উপকারিতা এবং আমাদের এই দুরবস্থা কবে অপনীত হইবে ইত্যাদির বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত পুস্তক বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে বিতরণ করা হয়।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক- নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস্ লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯৷১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা-রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্মমিটার, ষ্টিথসকোপ, গ্লবিউল, গিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী-কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে; —মূল্য ৸৵০; —হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 607. September, 1921.

"কন্যাপেব্যং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশ চন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৯ বর্ষ। ৬৯৭ সংখ্যা।	ভাদ্র, ১৩২৮। সেপ্টেম্বর, ১৯২১।	১২শ কল্প। ২য় ভাগ।

বর্ষপ্রবেশ।

যে অনাদি অনন্ত মহিমময় অসীমশক্তি মহাপুরুষ অহর্নিশ উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয়ের মধ্য দিয়া আপনাকে আপনিই প্রকাশিত করিতেছেন, জগতের ক্ষীণ ও মহতী প্রত্যেক শক্তি স্ব স্ব অভিব্যক্তির দ্বারা যাঁহারই মঙ্গলময়ী লীলা পরিব্যক্ত করিতেছে, যে অসীমের অসীম লীলার অপূর্ব্ব বিকাশস্থল হইয়া অনন্ত ভুবনের প্রত্যেক অণু-রেণু পবিত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে বিরাজ করিতেছে, যাঁহার স্পর্শ বক্ষে ধারণ করিয়া কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড ও অনন্ত কোটী জীব অনুপ্রাণিত হইয়া অপূর্ব্ব ছন্দে অনির্ব্বচনীয় গতি-ভঙ্গিতে যাঁহার মহা আরতিতে প্রবৃত্ত থাকিয়া যাঁহারই মধ্যে লয় পাইতেছে, সেই দেবাদিদেব, সকলের নিয়ন্তা ও সকলের অধিপতিকে স্মরণ করিয়া বিগত অষ্টপঞ্চাশদ্ বর্ষে স্বকীয় জীবনে তাঁহারই মঙ্গলময়ী ইচ্ছা প্রকট দেখিয়া বামাবোধিনী আজ তাহার ঊনপঞ্চাশত্তম বর্ষে প্রবেশ করিতেছে। এই সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস একবার পর্য্যালোচনা করিলে, ব্যক্তিগত উন্নতি-অবনতির কথা পরিত্যাগ করিয়া দেখা যায়, এই জগৎ এক মহা উন্নতির অভিমুখে ধাবিত হইতেছে—এক মহা মঙ্গলের ক্রোড়ে লালিত হইতেছে! অষ্টপঞ্চাশদ্ বর্ষ পূর্ব্বে এতদ্দেশের নারীগণের অবস্থার সহিত তাহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে, এই সত্য কিয়ৎ-পরিমাণে উপলব্ধি করা যায়। আজ এ দেশে প্রত্যেক হৃদয়ে হৃদয়ে যে জাগরণের নিদর্শন দিনে দিনে প্রস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, তাহা স্ফুট বা অস্ফুট, অনুকূল বা প্রতিকূল বহুশক্তির একনিষ্ঠ প্রযত্নের ফল। নারীহিত-সাধনায় বহু শক্তি সাপেক্ষ- অথবা নিরপেক্ষ-ভাবে জন্মলাভ করিয়া প্রভূত কার্য্য করিতেছে, দেখিয়া বামাবোধিনী আজ যার পর নাই আনন্দ লাভ করিতেছে। অষ্টপঞ্চাশদ্বর্ষীয়ও

প্রাক্‌কালে এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন বঙ্গভূমিতে যে উদ্দেশ্য-সাধনে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহা একাকী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, আজ সে-উদ্দেশ্য বহুভাবে বহু বিভিন্ন প্রযত্নের দ্বারা সংসাধিত হইতে চলিয়াছে। এই ব্যষ্টি-শক্তির সমষ্টির মধ্যে বামাবোধিনী তাহারও অবস্থিতি দেখিয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিতেছে। জাগতিক বস্তুমাত্রই নশ্বর; বামাবোধিনীও তাদৃশী নশ্বর-প্রকৃতি লইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে। আজিও ইহা এ জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু কিয়ৎকাল পরে ইহার সত্তাও হয়ত উপলব্ধ হইবে না। কিন্তু যে অবিনাশি-শক্তি হইতে ইহার উৎপত্তি, তাহা চিরকালই বিদ্যমান থাকিয়া ইহার ন্যায় অপরাপর শক্তিকে অনন্তকাল উৎপন্ন করিবে। এইরূপে বিনাশশীল হইলেও এই শক্তি উৎপত্তিধর্ম্মা ও অবিনাশশীল-শক্তির ক্রোড়ে শায়িত।

আজ নববর্ষে প্রবেশের মুহূর্ত্তে বামাবোধিনী ইহার জন্মদাতা এবং যে-সকল ইহলোকস্থ বা পরলোকস্থ মহাপ্রাণ ব্যক্তি ইহার প্রাণ-বায়ুস্বরূপ হইয়া নানাপ্রকারে ইহাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন ও রাখিতেছেন, তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতাঞ্জলি প্রদান করিতেছে; এবং ইহার গ্রাহক-গ্রাহিকা, লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, ও সেবক-সেবিকা সকলের শুভ ইচ্ছা গ্রহণ করিয়া এবং সকলের মস্তকে ঈশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া নববর্ষে প্রবেশ করিতেছে। বিধাতা তাঁহা হইতে প্রসূতা, তাঁহার দ্বারা সঞ্জীবিতা, এই পত্রিকার দ্বারা তাঁহারই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করুন্।

ওঁ "ব্রহ্মার্পণং ব্রাহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম-কর্ম্ম-সমাধিনা।"

ওঁ স্বস্তি। ওঁ।

নববর্ষে।

(কালেংড়া)

১। নতুন করে'
ফোটাতে হবে
প্রাণের কমল
নবীন প্রাতে!—

নতুন করে
মেলাতে হবে
প্রাণের সেতার
বিশ্ব-সাথে!

২। নতুন করে
পাত্‌তে হবে
তাঁরি আসন
হৃদয়-তলে!—

নতুন করে'
ডাক্‌তে হবে
চরণ ধরে
নয়ন-জলে!

৩। নতুন করে'
আন্‌তে হবে
হৃদয়-মনে
নবোৎসাহ ;—
নব আশায়
ভালবাসায়
ভর্‌তে হবে
সকল গেহ !

৪। নতুন করে'
তাঁর চরণে
লুটিয়ে দিতে
হবে জীবন ;—
সকল দুঃখ
বরণ করে'
ধর্‌তে হবে
তাঁরি চরণ ॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

"শিশুশিক্ষার" পথপ্রদর্শক।

'শৈশব-শিক্ষা' বঙ্গের অনেক শিশুজননীর নিকট হয় ত একটা অর্থহীন কথা বলিয়া প্রতীত হইবে। শিশুকালে আবার শিক্ষার স্থান কোথায় ? 'লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি'—পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুকে লালন করিবে। এই সময়ে শিশু নিজের শরীরের যত্ন নিজে লইতে পারে না, নিজের আহার-বিহার নিজে করিতে পারে না, নিজের বেশভূষায় নিজে সজ্জিত হইতে জানে না ; নিজের খেলাধূলা লইয়াই সে নিজে ব্যস্ত থাকে ! এ-সময় আবার কিরূপে শিক্ষা প্রদত্ত হইতে পারে ? শিশুকেও শিক্ষা-প্রদানের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন সভ্যদেশে শিশুর বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিশুকে শিক্ষা প্রদান করিলে যে আশাতীত ফললাভ করা যাইতে পারে,—ইহা তাঁহাদের কল্পনার অতীত। তাঁহারা হয় ত মনে করিবেন, ইহা অবাস্তব মানস-পরিকল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

বস্তুতঃ বঙ্গদেশে শিশুর প্রথম পাঁচ বৎসর এক প্রকার মাঠে মারা যায় বলিলেই হয়। এই সময়ে না লওয়া হয় তাহার শরীরের যত্ন, না লওয়া হয় তাহার মনের যত্ন। উপযুক্ত এবং নিয়ন্ত্রিত খাদ্য ও ব্যায়ামের অভাবে যেরূপ তাহার শরীরের ক্রম-পরিপুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে, শিক্ষার প্রথম সোপান-প্রণালীবদ্ধ ক্রীড়া-কৌতুকের অভাবে ও সেইরূপ তাহার মনোবৃত্তি-বিকাশের সুযোগ বিনষ্ট হয়। অবশ্য আমাদের দেশে শিশু-জনোচিত নানাপ্রকার ক্রীড়া-কৌতুকের প্রচলন আছে। কিন্তু তাহার মধ্যে না আছে কোনও ব্যবস্থা, না আছে কোনও প্রণালী। আমরা জানি না যে, সে-গুলির সাহায্যে অতিসহজে ও অতিসরলভাবে শিশুদের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি, উদ্ভাবন-শক্তি, এবং কল্পনা ও বিচার-শক্তির উন্মেষ সাধিত হইতে পারে। আমরা জানি না, সেগুলির সাহায্যে কিরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শিষ্টাচার, সাহস, সাহচর্য্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়

প্রভৃতি নৈতিক গুণগুলি তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করা যায়।

কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যজাতির বর্ত্তমান শিক্ষার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহারা "শিশুর শিক্ষা" বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন। ঋষি-তুল্য ফ্রোবলের "কুমার-কানন"-(Kinder-garten) শিক্ষা-পদ্ধতি শিশুর শিক্ষারাজ্যে এক বিপ্লবের সূচনা করিয়াছে,—ইহা সকলেই বিদিত আছেন। সম্প্রতি ইটালীর বিদুষী রমণী ডাক্তার মণ্টেসেরী তাঁহার 'কুমার-আলয়ে' (Children's home) শিশুশিক্ষার এক নব-পদ্ধতি উদ্ভাবিত করিয়া 'কুমার কানন'-শিক্ষা-পদ্ধতিকে পরাজিত করিবার উপক্রম করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদেরও পূর্ব্বে যে মহাত্মা সর্ব্বপ্রথম ইউরোপে শিশুবিদ্যালয় স্থাপন করেন, আজ সংক্ষেপে তাঁহার কথাই বলিব।

আদি শিশু-বিদ্যালয়ের সংস্থাপক ও শিশু-শিক্ষার পথ-প্রদর্শক ওবারলিন্ মধ্য-ইউ-রোপের ষ্ট্রাস্‌বর্গ নামক সহরে প্রায় আশী বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতাপিতা উভয়েই সুশিক্ষিত ও চরিত্রবান্ ছিলেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় এবং তাঁহাদের সদুপদেশ ও সুশিক্ষার প্রভাবে বাল্যকালেই ওবারলিনের হৃদয়ে কোমলবৃত্তি-সমূহ বিকশিত হইয়া উঠে। বিপন্নের দুঃখ-মোচন, নিঃস্ব জনের সহায়তা-সম্পাদন এবং সমপাঠীদিগের প্রতি সহানুভূতি-প্রদর্শন করিতে পারিলে একদিকে যেমন তাঁহার পরদুঃখ-কাতর কুসুমকোমল হৃদয় নাচিয়া উঠিত, অপরদিকে কোনরূপ পাপাচরণ সন্দর্শন করিলে তাঁহার পাপদ্বেষী বজ্রকঠিন হৃদয় পাপবিনাশনে, অত্যাচার-নিবারণে, নিগ্রহদমনে সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিত। তাঁহার মাতা পুত্রের চরিত্র-গঠনের জন্য বাল্যকালে হৃদয়ে যে বীজ রোপণ করেন, ভবিষ্যৎকালে তাহাই শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট প্রকাণ্ড এক মহীরূপে পরিণত হইয়া অসংখ্য নিঃসহায় নরনারীর আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়াইয়া-ছিল।

শিক্ষা-সমাপন করিয়া ওবারলিন পিতার ইচ্ছাক্রমে ধর্ম্মযাজকের পবিত্র জীবন গ্রহণ করিলেন। তিনি যে-স্থানে পেষ্টর বা ধর্ম্ম-যাজকের পদে নিযুক্ত হইলেন, সে-স্থানটি জ্ঞানালোক-বর্জ্জিত কতিপয় গৃহস্থের আবাস-ভূমি ছিল। একটি পার্ব্বত্য-প্রদেশে এই গ্রামটি অবস্থিত। এই স্থানের অধিবাসি-বৃন্দ সাধারণতঃ কৃষিজীবী। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-পরিপূর্ণ নগরের বিলাস-দ্রব্য তাহাদের নয়নপথে কখনও পতিত হয় নাই। তাহারা জীবনধারণোপযোগী সামান্য আহারে পরি-তুষ্ট, নিরীহ ও ধর্ম্মপরায়ণ; কিন্তু শিক্ষাভাবে তাহাদের হৃদয় অপ্রশস্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

স্থানটি ষ্ট্রাসবার্গ-নগর হইতে একদিনের পথ। যাতায়াতের কোনও বন্দোবস্ত ছিল না, নগরের সঙ্গে কোনরূপ সংস্রবও ছিল না। কাজেই শিক্ষার অবস্থা এখানে অতীব শোচ-নীয় ছিল। এই গ্রামে একটি ক্ষুদ্র পাঠশালা ছিল। পাঠশালার সেই অপ্রশস্তগৃহে শিশুগণ আবদ্ধ হইয়া থাকিত। তাহাদের পাঠোপ-যোগী পুস্তক ছিল না, অথবা উপযুক্ত শিক্ষকও ছিল না।

ওবারলিনের পূর্ব্বে ষ্টাউবার এই স্থানের

পেষ্টর ছিলেন। তিনি একদিন সেই পাঠশালায় যাইয়া উপস্থিত হইয়া একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেন,—'তোমাদের গুরুমহাশয় কোথায়?' ছাত্র গৃহকোণে শায়িত এক বৃদ্ধ লোককে দেখাইয়া দিল। ষ্টাউবার (Stouber) তাহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়, আপনি ছাত্রদিগকে কি পড়ান?' সে বলিল, 'কিছুই না, কিছুই না। এ কিরূপ কথা!—আমি নিজে কিছুই জানি না; আমি আবার কি পড়াইব?' তখন ষ্টাউবার বলিলেন, 'তবে আপনাকে গুরুপদে নিয়োগ করা হইল কেন?'

সেই বৃদ্ধ উত্তর করিল, 'মহাশয়, আমি অনেক বৎসর এ-স্থানের শূকর-রক্ষক ছিলাম। যখন জরাবার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত সে-কার্য্যে সম্পূর্ণ অক্ষম ও অনুপযুক্ত হইলাম, তখন আমাকে এই শিশুদের ভারগ্রহণ করিতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।'

শিক্ষার এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া ষ্টাউবার মর্ম্মাহত হইলেন, এবং এই দুর্দ্দশা-মোচনে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু শিক্ষা-ব্যবসায় সাধারণের চক্ষে এত হীন হইয়া পড়িয়াছিল যে, কেহই সেই কার্য্য গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইল না। তিনি অবশেষে এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। স্কুল-মাষ্টার (School-master) নাম উঠাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে তিনি এক নূতন আখ্যা প্রদান করিলেন। তদবধি তাঁহারা রিজেণ্ট (Regent) নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন,এবং দলে দলে লোক আসিয়া সেই Regent বা শাস্তার পদের প্রার্থী হইল। তিনি গ্রাম্য লোকদিগের শিক্ষা-বিধানের জন্য বর্ণমালা ও আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত করিলেন। সেই রক্ষণশীল-জনসমাজ কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এই নব-প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল; কিন্তু অবশেষে তাহাদের সেই মোহ অপগত হইল এবং লেখাপড়া শিখিয়া তাহারা বাইবেল (Bible) পড়িতে সমর্থ হইল। এইরূপে ষ্টাউবার তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার ও কুসংস্কার কথঞ্চিৎ দূর করিলেন।

ওবারলিন আসিয়া ষ্টাউবারের আরব্ধ-কার্য্যের পরিসমাপ্তি ও পূর্ণতা-সম্পাদন করিলেন। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, অক্ষম বৃদ্ধদের হস্তে শিক্ষার ভার থাকিলে কোনরূপ সুফল পাওয়া যাইবে না। তাই তিনি এক যুবকদল গঠিত করিলেন এবং শিক্ষাদানপ্রণালী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা-কার্য্যের উপযোগী করিয়া তুলিলেন। এই উৎসাহী যুবকদল শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়া শিক্ষার উৎকর্ষ ও প্রভাব চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিতে লাগিল। যে-সকল অজ্ঞান মূঢ় লোক প্রথমে এই নূতন সদনুষ্ঠানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, তাহারাও এখন নানাপ্রকারে এই অশেষ-কল্যাণকর বিধানের সহায়তা-সাধন করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

বালকদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হইলে সূক্ষ্মদর্শী ওবারলিনের দৃষ্টি অন্যদিকে আকৃষ্ট হইল। বাল্যে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই, শিশুগণের শৈশবোপযোগী শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু তাহাদের শিক্ষার প্রতি মাতাপিতার কোনরূপ মনোযোগ ছিল না। বিশেষতঃ দিবাভাগে তাঁহাদিগকে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। কাজেই এই সকল শিশুগণের ভার কোনও বৃদ্ধ অক্ষম

স্ত্রীলোকের উপর অর্পিত হইত। সেই বৃদ্ধাগণ নিজ নিজ অজ্ঞানতা ও শারীরিক দৌর্ব্বল্য-প্রযুক্ত শিশুদিগের উপযুক্তরূপে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করিতে পারিত না।

ওবারলিনের ধ্রুব-বিশ্বাস ছিল যে, মাতৃ-ক্রোড় হইতে শিশুগণের শিক্ষা আরম্ভ হয়। শৈশবকালে শিশুগণ অনুকরণ-বৃত্তির প্রভাবে ও ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্য দিয়া ভাল মন্দ, ক্রোধ-ক্ষমা, পরিচ্ছন্নতা ও অপরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করে। সুতরাং এই শৈশব অবস্থায় তাহাদের শিক্ষা-বিষয়ে মাতাপিতা অমনোযোগী হইলে বিষময় ফল উপস্থিত হইবে। এই দোষ অবধারণে তিনি যে-মুহূর্ত্তে সমর্থ হইলেন, অমনি কর্ম্মপ্রিয়, সমাজসেবী, ওবারলিন শিশু-বিদ্যালয়-স্থাপনোদ্দেশ্যে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিলেন। এই কার্য্যে তিনি তাঁহার বিদুষী সহধর্ম্মিণীর যথেষ্ট সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী প্রাপ্তবয়স্কা কোমল-প্রকৃতি কতিপয় মহিলা সংগ্রহ করিলেন এবং শিশু-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর উপযোগী শিক্ষা তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। ওবারলিন কতিপয় শিশু-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিশুদিগের শিক্ষার ভার এই শিক্ষয়িত্রী-দিগের (mistress) হস্তে অর্পণ করিলেন। শিক্ষয়িত্রীগণের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থ প্রদান করিতে তিনি অসমর্থ ছিলেন। কাজেই প্রথমতঃ সপ্তাহে মাত্র একদিন করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিতে লাগিল। অন্য ছয় দিন জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য উক্ত মহিলাগণকে অন্যান্য কার্য্য করিতে হইত। কিন্তু ওবারলিনের অক্লান্ত চেষ্টায় ও অবিশ্রান্ত উদ্যোগে শীঘ্রই অর্থাভাব বিদূরিত হইল এবং শিক্ষাকার্য্য পরিচালনে উন্নতি সাধিত হইল।

শিক্ষয়িত্রীগণ পূর্ব্বেই শৈশবশিক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ে নানাপ্রকার শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা শিশুবিদ্যালয়ে তাঁহাদের শিক্ষাপ্রসূত অভিজ্ঞতার প্রভাবে ক্রীড়াকৌতুকের সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্ম্মের মধ্য দিয়া অলক্ষিতভাবে শিশুদিগের মানসিক উৎকর্ষ বিধান করিতে লাগিলেন। ক্রীড়া-শীলতা ও চঞ্চলতা শিশুদিগের সহজ ধর্ম্ম। তাহারা একটা কাজ ভিন্ন ক্ষণকালও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং যখন তাহারা কোনরূপ ভাল কাজ দেখিতে পায় না, তখনই তাহারা নানাপ্রকার অকাজ করিয়া গৃহ বা বিদ্যালয়ের উৎপাত বর্দ্ধন করে। এইরূপ অকার্য্য-স্পৃহা দমন করিয়া, মঙ্গলজনক কার্য্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত রাখিবার বন্দোবস্ত করা উচিত এবং সেই কাজের ভিতর যাহাতে স্বভাবতঃ আমোদ-প্রিয় শিশুগণ একটু বিমল আনন্দ অনুভব করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তাই সূক্ষ্মদর্শী ওবারলিন অপেক্ষাকৃত অধিক-বয়স্ক শিশুদিগকে মেষলোম ও তূলা-বুনন শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন; আর কোমল-বয়স্ক বালিকাগণ সূতাকাটা, সেলাই ও বুনন-কার্য্য শিক্ষা করিতে লাগিল। যাহারা একে-বারে ছোট ও এ-সকল কার্য্যে অক্ষম ছিল, তাহারা বসিয়া বসিয়া বড় ভাইবোনদের এ-সকল কার্য্য দর্শন করিয়া আমোদ উপভোগ করিত। কারণ, যে-সকল শিশু কাজ করিতে পারে না, তাহারা অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক শিশুর কাজ দেখিতে ভালবাসে। শিশুগণ যখন এইরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত, তখন শিক্ষয়িত্রীগণ তাহাদের নিকট বাইবেল বা

অন্যান্য প্রাচীন পুস্তকের নানাপ্রকার গল্প বর্ণন করিয়া তাহাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিতেন। কখনও কখনও বা তাঁহারা প্রাণিজগৎ-সম্বন্ধে নানাপ্রকার মনোহর গল্প করিয়া শিশুদের তৃপ্তি সাধন করিতেন।

যে-শিক্ষায় পাশব প্রবৃত্তিসমূহ সংযত ও ও বশীভূত করিয়া শিশুচরিত্রে সত্যপ্রিয়তা, দয়াশীলতা এবং শান্তিপ্রিয়তা বিকশিত করিয়া তুলে, যে-শিক্ষা পরম পিতা পরমেশ্বরের অসীম করুণা ও অপার মহিমার উজ্জ্বল চিত্র শিশুদিগের সমক্ষে উপস্থিত করে, যে-শিক্ষা দৃষ্টজগতের সৌন্দর্য্য-সজ্জা ও বিশ্বের মহা মিলন-মহিমা প্রকাশিত করে, সেইরূপ শিক্ষা যাহাতে অলক্ষিতভাবে শিশুচরিত্রে তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, ওবারলিনের শিশুবিদ্যালয়ে তাহার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করা হইত।

শিক্ষয়িত্রী শিশুদিগকে ধর্ম্মসঙ্গীত স্তোত্রপাঠ, ভূগোল ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের (Botany) স্থূল স্থূল বিবরণ শিক্ষা দিতেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বাক্যালাপে বিনয় ও নম্রতা এবং ভক্তিপরায়ণতার অভ্যাস গঠন করিয়া তুলিবার জন্য সবিশেষ যত্ন লওয়া হইত। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ, বিশেষতঃ কুসুমরাজির মনোহর সৌন্দর্য্য যাহাতে শিশুমন আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের প্রকৃতিকে কোমল ও মধুময় করিয়া তুলে, এবং যাহাতে কোমলমতি বালকগণের হৃদয়ে সৌন্দর্য্যস্পৃহা ও সৌন্দর্য্য-বোধ দিন দিন বর্দ্ধিত হয়, শিক্ষাপ্রদানকালে শিশুবিদ্যালয়ে সে-বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত।

ছয়-বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তির ও নৈতিক গুণের বিকাশোপযোগী এইরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হইত। তাঁহাদের শিক্ষাদান-প্রণালী এত চিত্তাকর্ষক ছিল যে, শিশুগণ কখনও কোনরূপ বিরক্তি-প্রকাশ করিত না। সপ্তবর্ষ বয়সে তাহারা প্রাথমিক শিক্ষালাভের জন্য পাঠশালায় প্রবেশ করিত। এই বাল্য-জীবনে তাহারা শিশুবিদ্যালয়ে সুশিক্ষার মধুময় ফল উপভোগ করিত। অনায়াসে তাহারা তখন তাহাদের বাল্যকালোপযোগী শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইত। পূর্ব্বসঞ্চিত শিক্ষানুরাগ ও অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি উত্তোরোত্তর বিকশিত হইয়া উঠিত। ধর্ম্মভাব ও নৈতিক জীবনের যে বীজ শিশুবিদ্যালয়ে উপ্ত হইয়াছিল, তাহা এখন অঙ্কুরিত হইয়া সুশোভন ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস প্রদান করিত।

ওবারলিন নিজে এই সকল শিশুবিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। সপ্তাহে একদিন তিনি ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ের অপোগণ্ড শিশু ভিন্ন অন্যান্য সকল ছাত্রকে ডাকিয়া আনিয়া নিজ গৃহপ্রাঙ্গণে একত্র করিতেন এবং তাহাদের পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন। সপ্তাহে একদিন তিনি তাহাদের ধর্ম্মসঙ্গীত ও স্তোত্রপাঠ শ্রবণ করিতেন এবং ধর্ম্মবিষয়ক নূতন উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহার স্বর এত কোমল, চিত্তাকর্ষক ও স্নেহপূর্ণ ছিল যে, তাঁহার উপদেশ-বাক্যগুলি সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ আগ্রহসহকারে শ্রবণ করিত। শিশুগণ তাঁহাকে এত ভালবাসিত যে, তাহারা ওবারলিনের উপদেশবাক্য শুনিবার জন্য ছয়দিন পর্য্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত এবং সপ্তম দিনে তাঁহার সহাস্যবদন-নিঃসৃত কথামৃত সাদরে ও পরম-পরিতোষ-সহকারে পান করিত।

ওবারলিন শিশুদিগের ব্যবহারের জন্য তাহাদের পাঠোপযোগী মনোহর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক-পরিপূর্ণ পাঠাগার প্রতিবিদ্যালয়ে স্থাপন করিলেন। এই সময় তাঁহার মনে একটি সম্পূর্ণ নূতন মৌলিক চিন্তা উপস্থিত হইল। যদিও তাহার জীবিতকালে সকল স্থানে ইহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই, কিন্তু ঘটনাও দেশ পরে তাঁহার উদ্ভাবিত অভিনব প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া শিক্ষা-প্রচারের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। তিনি ভ্রমণশীল পাঠাগার ইউরোপে প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক একটি পুস্তকাধারে তিন মাস পর্য্যন্ত এক গ্রামে থাকিত। সেই গ্রামের সমস্ত লোক সেই তিন মাস উক্ত পুস্তক-সমূহ পাঠ করিয়া বিমল আনন্দ ও প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ করিত। তিন-মাসের অন্তে সেই পুস্তকাধার অন্য এক গ্রামে স্থাপন করা হইত। এইরূপে সমস্ত গ্রামে তিন তিন মাস অন্তর এই পুস্তকাধার ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। আর গ্রামবাসিগণ নিজ নিজ বাড়ীতে বসিয়া জ্ঞানবৃদ্ধির ও আনন্দ-লাভের এই অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়া ওবারলিনকে ধন্য ধন্য করিতেন।

ইহা প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। যখন বঙ্গদেশে ইংরাজ-শাসনের সূত্রপাত হয়, সেই সময়ে জর্ম্মণ-রাজ্যে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। সে-সময় হইতে এ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে রাজনীতিক্ষেত্রে ও সমাজ-মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে য়ুরোপে দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে যে সত্যটি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, যে সত্যের প্রচারকল্পে উক্ত মহাদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিক্ষা-সংস্কারক প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াছেন এবং যাহাদের দীর্ঘকালব্যাপী অক্লান্ত চেষ্টার ফলে আজ য়ুরোপে শিশুশিক্ষা-বিষয়ে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, সেই সত্যটি এখনও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। ইহা বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। ইহা আমাদের অপূর্ণ ও অঙ্গহীন শিক্ষারই পরিচায়ক! য়ুরোপের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া আমেরিকা ও জাপান এই দেড়শত বৎসরের মধ্যে শিক্ষারাজ্যে কত উন্নতি সাধন করিয়াছে! আর আমরা বর্ত্তমান অন্ধ ভারতবাসী প্রাচীন শিক্ষা ও সভ্যতার কাল্পনিক গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়াই সন্তুষ্ট। তাই কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

'আর ঘুমাইও না, দেখ চক্ষু মেলি',
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী
কিবা সুসজ্জিত, কিবা কুতূহলী
বিবিধ মানব-জাতিরে লয়ে!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেশ চন্দ্র বসু।

সাফল্য।

জীবনের হাসি খেলা প্রতি পলে পলে
মিশে যায় অতীতের অজানিত দেশে,
শত আশা জেগে উঠে মরমের তলে,
তখনি ঝরিয়া পড়ে শোকা-হারা বেশে!

ফুটিতে ফুটিতে অশ্রু শুকাইয়া যায়,
হাসিটিও চাপা থাকে অধরের কোণে,
বলিবার কথাগুলি মনেই মিলায়,—
জীবন ঢলিয়া পড়ে মরণ-শয়নে !

না ফুরাতে দিবসের ছোট কাজগুলি,
রজনী আসিয়া করে প্রভাব বিস্তার,
প্রতিনিমেষের সাথে দূরে যায় চলি
হৃদয়ের আশাভরা স্বপন-সম্ভার।

আমি জানি সফলতা মনোরম সাজে
জেগে থাকে জীবনের ব্যর্থতার মাঝে !

শ্রীমতী চারুলতা দেবী।

এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলের একটা বিশেষত্ব এই যে, সে-সময়ে সাহিত্যক্ষেত্রে নারীজাতির প্রতিপত্তিটা কিছু বেশীমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছিল। তখন উপন্যাস লিখিতে-ছিলেন জর্জ্জ ইলিয়ট, মেরি মিট্‌ফোর্ড প্রভৃতি আর গীতি-কবিতায় আপনা হারাইতেছিলেন এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং, ক্রিশ্চিয়ানা রসেটি ইত্যাদি। উজ্জ্বল তেজস্বী ছোট মেয়েটী; চোখের তারা-দু'টী বেশ নীল ; গোল মুখের চারিপাশ হইতে কালো চক্‌চকে চুল আসিয়া পড়িয়াছে ;—মুখে একটু চিরস্থায়ী প্রভা, চাহনিতে একটু স্বতঃপ্রস্ফুটিত বিস্ময়ের চিহ্ন। সেই মেয়েটীর নাম ছিল এলিজাবেথ ব্যারেট, মোল্টন ব্যারেট, অথবা শুধু 'বা'।

লণ্ডনের নিকটস্থ এক পল্লিগ্রামে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ব্যারেটের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা এড্‌ওয়ার্ড ব্যারেট এক পাহাড়ে জায়গায় গিয়া বাস আরম্ভ করেন ; সেখানেই এলিজাবেথের শৈশব কাটে। তাঁহার ৮ ভাই আর ৩ বোনের মধ্যে যে কয়জন বাঁচিয়াছিল, তিনি তাহাদের সকলের চেয়ে বড়। তা ছাড়া তিনি পিতারও খুব প্রিয় ছিলেন ; কেন না, এড্‌ওয়ার্ডের মত খিট্‌খিটে মেজাজের লোক সাধারণতঃ পুত্র-কন্যার গৌরবে নিজের গৌরব ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেন না। এলিজা-বেথের যখন আট বৎসরেরও কম বয়স, তখন হইতেই তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন। লেখাপড়া তিনি খুব ভালবাসিতেন, বিশেষতঃ গ্রীক পুরাণকে। গ্রীকদের তিনি একরকম দেবতা বলিয়া কল্পনা করিতেন। তাঁহার একটা বাগান ছিল, সে বাগান তিনি ট্রয়ের রাজকুমার হেক্টরের নামে উৎসর্গ করিয়া-ছিলেন এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সে বাগানে হেক্টরের আত্মা অধিষ্ঠান করিতেছেন।

১৫ বৎসর বয়সেই ব্যারেট্ রোগে একেবারে পঙ্গু হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার সাথী ছিল কেবল বই আর চিন্তা। ২০ বৎসর বয়স হইতেই তাঁহার লেখা বাহির হইতে আরম্ভ হয়। কয়েক বৎসর পরে তাঁহারা পল্লীবাস উঠাইয়া লণ্ডনে গেলেন। এখানে বিখ্যাত কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ ও প্যাণ্ডর এবং প্রসিদ্ধ লেখিকা মিস্ মিটফোর্ড এবং হিতৈষী-বন্ধু কেনিয়নের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তিন বৎসর মাত্র লণ্ডনে বাস করার পরই তাঁহার

স্বাস্থ্য এরূপ অবস্থায় পৌঁছিলে, তাঁহাকে সেই আগামী শীতকালটা কোন বন্দরে গিয়া কাটাইতে হইবে, এইরূপ ঠিক হইল। তখন তাঁহার ছোট ভাই এড্‌ওয়ার্ড বিলির কান্নায় একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল ও এলিজাবেথের সঙ্গে বন্দরে বাস করিতে গেল। সেখানে গিয়া এলিজাবেথ নড়িতে চড়িতে পারিতেন না; কোনক্রমে বিছানা হইতে সোফা পর্য্যন্ত তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইত। কিন্তু ইহাতে তাঁহার মনের বল কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। কিছুকাল পরে এড্‌ওয়ার্ড নৌকায় বাচ খেলিতে গিয়া ডুবিয়া মারা যায়; তাহাতে এলিজাবেথের প্রাণে অতিগুরুতর আঘাত লাগে। তাঁহার জন্যই এড্‌ওয়ার্ড সেখানে গিয়াছিল; সুতরাং তাহার মৃত্যুর জন্য তিনিই দায়ী।—এই ভাব প্রায়ই তাঁহার মনে জাগরূক থাকিত। তাহাতে শরীর আরও ক্ষীণ হইতে লাগিল, এবং এক বৎসর পরে তবে তাঁহাকে কোনরূপে বাটীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

এদিকে তাঁহার কবিত্বের গৌরব ক্রমশঃই বাড়িতেছিল। তখনকার খনি ও কারখানাতে বালকদের সহিত অতিকঠোর ব্যবহার করা হয়, জানিতে পারিয়া, তিনি 'শিশু-রোদন' ("The cry of the children") নামে একটি কবিতা লেখেন্। তাহাতে সাহিত্য-জগতে তিনি সবিশেষ খ্যাতি লাভ করেন, এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার কবিতাবলী একত্র বাহির করা হইল, তখন স্ত্রী-কবিদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সমাদৃত হইতে লাগিলেন। ও-দিকে যখন তিনি রোগশয্যায় পড়িয়া যাতনায় অধীর হইতেছেন, তখন তাঁহার জীবনে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। বন্ধু কেনিয়নের সহিত হঠাৎ এক দিন এক হোটেলে প্রসিদ্ধ কবি রবার্ট ব্রাউনিংএর পরিচয় হইয়া গেল। কেনিয়ন প্রায়ই রবার্টের কাছে ব্যারেটের কথা বলিতেন এবং ব্রাউনিংকে একখানি ব্যারেটের কবিতার বই উপহার দিয়াছিলেন। রবার্ট সেই কবিতা পড়িয়া মুগ্ধ হন এবং কেনিয়নের কথামত ব্যারেটের কবিতার প্রশংসা করিয়া একখানি পত্র লেখেন। তারপর হইতে উভয়ের মধ্যে পত্রাদি চলিতে লাগিল।

একদিন রবার্টের অনেক অনুনয়-বিনয়ের ফলে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকার হইল। সে-সাক্ষাতে একমাত্র বাধা ছিল, ব্যারেটের ক্ষীণ স্বাস্থ্য। কারণ, ডাক্তার তাঁহাকে একেবারে নির্জ্জন ঘরে থাকিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু দেখা হওয়ার পরও দু'জনের কাহারও মনের উদ্বেগ ঘুচিল না; কারণ, প্রথমতঃ ডাক্তারের বারণ, দ্বিতীয়তঃ পিতার মনত,—এই দুই প্রতিবন্ধক ঠেলিয়া ব্যারেট কিরূপে ব্রাউনিংয়ের সহিত বিবাহে সম্মত হইতে পারেন, এই ভাবনা তাঁহাদিগকে আকুল করিয়া তুলিল। কিছু দিন পরে দেখা গেল যে, এই নূতন আহ্লাদে ব্যারেটের স্বাস্থ্যের গতি ফিরাইয়া দিয়াছে। তখন একদিন তাঁহারা অতিগোপনে তাঁহাদের অভিপ্রেত পরিণয়-কার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিলেন, এবং পর সপ্তাহে লুকাইয়া ইটালি-যাত্রা করিলেন্। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "পর্ত্তুগীজ চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" নামে একখানি পুস্তক বাহির হয়। বইখানি কেবল কতকগুলি উচ্চ প্রেরণাময় প্রেম-কবিতার সমষ্টি; উহার প্রথমেই এমন একটি কবিতা আছে যে, একজন সমালোচক বলেন, তাহা ইংরেজী ভাষার ঐ

প্রকারের অন্য কোন কবিতার অপেক্ষাই হীন নহে। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, 'পর্ত্তুগীজ হইতে চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী', এ নাম পুস্তকের হইল কেন? ব্রাউনিং আদর করিয়া তাঁহার পত্নীকে "আমার ছোট পর্ত্তুগীজ" বলিয়া ডাকিতেন। তাই স্বামিসোহাগিনী এলিজাবেথ পতিভক্তি দেখাইয়া বইএর ঐরূপ নাম করিয়াছিলেন। এ-দিকে লোকে বুঝিত, হয়ত, কবিতাগুলি যথার্থই পর্ত্তুগীজ হইতে অনূদিত।

যে বৎসর "পর্ত্তুগীজের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী প্রকাশিত হয়, সেই বৎসর রাজকবি (poet laureate) ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মৃত্যু ঘটে। তখন কোন মাসিক পত্রিকায় নাকি এমন প্রস্তাব হইয়াছিল,—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে অনেক স্ত্রীলোকই সাহিত্যে বেশ খ্যাতি অর্জ্জন করিতেছেন, আর রাণী নিজেও স্ত্রীলোক; সুতরাং, এলিজাবেথকে রাজকবি নিযুক্ত করিলে নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও গুণের বিচার দুইই হইবে।

১৫ বৎসর ধরিয়া তাঁহারা স্বাধিস্ত্রীতে সুখে ইটালীতে কাল কাটাইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রণয়কে আদর্শ প্রণয় বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। ইটালীতে থাকিতে এলিজাবেথের কয়েকখানি বই বাহির হইয়াছিল, তাহার মধ্যে নাম করিবার মত কেবল "অরোরা লি" (Aurora Leigh)। উহা একখানি পদ্যে রচিত উপন্যাস; তাহার নায়ক হইতেছেন একজন তরুণ সমাজসংস্কারক এবং নায়িকা একজন ভাবপ্রবণ ও উৎসাহশীলা যুবতী। সে-যুবতীটীকে এলিজাবেথেরই ছায়া বলিয়া বোধ হয়। অরোরা লি লিখাতে এলিজাবেথের গৌরব খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। এ ছাড়া আরও একখানি বইএর কথাও বলা যাইতে পারে। কারণ, তাহাতে আমরা কবিহৃদয়ের চিন্তা ও অনুভূতি সম্বন্ধে কতকটা জানিতে পারি। সে বইখানির নাম "ক্যাসা গাইডি উইণ্ডোজ।" তাহাতে লেখিকা অষ্ট্রিয়ার অধীনতা হইতে ইটালীর মুক্তিলাভের জন্য কতকগুলি কারণ দর্শাইয়াছে।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে এলিজাবেথের পুরাণ ব্রন্‌কাইটিস্ আবার দেখা দিল; কিন্তু তাহাতে কেহই তাঁহার প্রাণের আশঙ্কা করেন নাই। ২৮শে তারিখে সকলেই নিজ নিজ কাজ সারিয়া শুইতে গেল, কেবল রোগীকে দেখিবার জন্য বসিয়া থাকিলেন একা ব্রাউনিং। শেষ বিদায়ের জন্য যে শীঘ্রই প্রস্তুত হইতে হইবে, তাহা কেহই ভাবেন নাই। তবে মরণোন্মুখ বুকের মাঝে ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের এক অপূর্ব্ব ফোয়ারা ছুটিতেছিল। সরলা বালিকার মত হাসিমুখে এলিজাবেথ ব্রাউনিংয়ের প্রাণে এক অদ্ভুত হিল্লোলের সৃষ্টি করিলেন। মিনিট-কয়েকের মধ্যে আঁধার ঘর আরও গাঢ় অন্ধকারে ডুবিয়া আসিল। এলিজাবেথ তাঁহার চির আকাঙ্ক্ষার সেই স্বামীর গায়ের উপর মাথা রাখিলেন। ব্রাউনিং জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন বোধ হইতেছে?' তিনি উত্তর দিলেন, "সুন্দর" "সুন্দর" এই বলিয়া অনন্ত সুন্দরের কোলে তিনি আশ্রয় লইলেন। তখন রাত্রি সাড়ে চারিটা। ভোরের আলো এ-ধার ও-ধার হইতে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। বুঝি তাহারও ব্যাকুলতা শুধু ব্যারেটের প্রতীক্ষায়।

শ্রীকমলকুমার সান্যাল।

প্রেম।

(অনুবাদ)

যে জীবনে প্রেম জাগে নাই কভু,
কহ মোরে তা'র কিবা আছে প্রয়োজন ?
প্রেম হয় যে গো জীবনের আলো,
মনের মন্দিরে তারে করিও বরণ !

মেঘ।

নীল আকাশের নীলিমা ঢাকিয়া
নবীন জলদ ভাসে ;
শুষ্ক ধরার দগ্ধ হৃদয়ে
আশার বারতা আসে।
বৈশাখে তা'র কঠোর সাধনা
প্রখর অনল জ্বালি,
তুচ্ছ করেছে জীবনে মরণ
তোমারে পাইবে বলি !
ওগো বাঞ্ছিত ! উদিত আকাশে
ধরার ধ্যানের ধন।
সার্থক কর সাধনা তাহার
স্নেহ করি বরিষণ।
কত যে দীর্ঘ বিরহ সহিয়া
নয়নে বরণ করি,
চেয়ে আছে পথ, আসিবে গো তুমি
নিখিলের তৃষাহারী !
(তব) মন্দ্র ভাষণে হাসিছে তাহার
শুষ্ক নীরস প্রাণ ;
মিলন-অশ্রু ঢালি কর যত
বিরহের অবসান ॥

শ্রীমতী প্রতিভা সুন্দরী দেবী।

গানের স্বরলিপি।

পিলুমিশ্র—দাদ্‌রা।

আমার থাকুক একলা ঘরে
আপন মনে জানাজানি—
এই বাতায়নে চেয়ে দেখা
ঐ আকাশ-ভরা উদার বাণী !
সারাটি দিন কতই সুরে
স্বপন আমার বেড়ায় ঘুরে !—
কেই বা জানে ? কা'র কাছে তা
থাকুক গানে দেবো আনি ?
থাকুক্ আমার একলা ভবে
আপন মনে জানাজানি।
এই হৃদয়ের অতল নীরে
সন্ধ্যাতারার পড়ুক ছবি—
নানাক্ষণের ভাবনাগুলি
দিক্ রাঙিয়ে-সন্ধ্যারবি।
গভীর রাতে চাঁদের আলো
চাইবে আমার সেই ত ভালো !—

কি হ'বে আর সবার মাঝে
মনকে নিয়ে টানাটানি ?

আমার থাকুক একলা ঘরে
আপন মনে জানাজানি ॥

রচনা—শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ চক্রবর্ত্তী। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

[মা জ্ঞা -রসা]
II (জ্ঞা জ্ঞা -সা । সা সা -া I রা -া মা । (পা পা -া) । I
আ মা র্ থা কু ক্ এ ক্ লা ঘ রে

। পা পা পপা I । মা পা -া । দা পা -া I মা পা -া ।
ম রে এই আ প ন্ ম নে জা না ।

। (মা জ্ঞা -া) । I মা জ্ঞা পপা I । পা র্সা -া । র্রা র্সা -া I
জা নি । জা নি এই বা তা য় নে ।

I গা গা -া । (দা পা -া) । I দা পা পপা I মা পা -া ।
চে য়ে । দে খা দে খা অই আ কা শ্

। দা পা -া I মা পা -া । মা জ্ঞা -া II
ভ রা উ দা র্ বা ণী

অন্তরা।

II (মা পা -া । দা ণা -া I র্সা র্সা র্রা । ণা র্সা -া) I
সা রা টি দি ন ক ত ই প্ র রে

I জ্ঞর্জ্ঞা জ্ঞা -া । র্রা র্সা -া I ণা ণা -া । দা পা -া । I
স্ব প ন আ মা র্ বে ড়া য় রে

I | গা গা গা । দা গা -া I পা -া দা । মা পা -া | I
কে ই বা জা নে কা র্ কা ছে তা

I মমা পা -া । দা পা -া I মা পা -া । মা জ্ঞা -া I
যা কু ল্ গা নে যে বো আ নি

I | জ্ঞা জ্ঞা -া । সা সা -া I রা -া মা । (পা পা -া) | I
থা কু ক্ আ মা র্ এ ক লা ভ বে

I পা পা পপা I মা পা -া । দা পা -া I মা পা ।
ত বে এই আ প ন্ ম নে • জা না

। মা জ্ঞা -া II
জা নি • •

সঞ্চারী।

| পপা II পা ধা -া । ধা -ণা । I ধা ধা -ণা । পা ধা । -া I
এ ই ছ দ • যে র্ • অ ত ল্ নী রে •

I পা -দধা । । সা সা -া I রা জ্ঞা -রা । সা রা -া I
স নধা তা রা র্ প ড়ু ক ছ বি

I পা পা । । দদা পা -া I মা -জ্ঞা জ্ঞা । রা রা । I
না না ক পে র্ ভা ব্ না ও লি

I সা -া রা । জ্ঞা রা -া I সা -পণা । । ধা পা । । I
দি ক্ রা ঙি যে স নধা র্ ধ্বি

আভোগ :

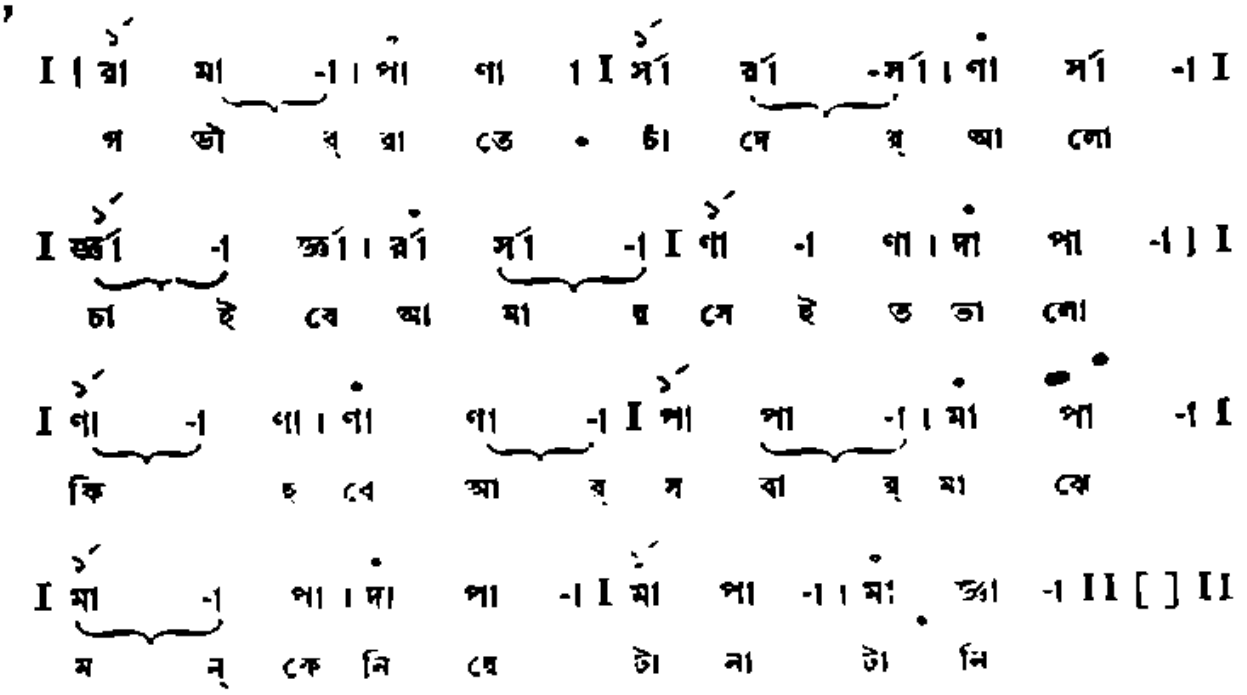

গুটীপোকার আবাদ।

এ-দেশে বিদেশীয়দের বাণিজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অনেক ব্যবসায়ই একেবারে লোপ পাইয়াছে। যে-গুলি এখনও তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাবে ও জনসমাজে উৎসাহের অভাবে তাহাদেরও অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুই একটী যে দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইলে ঐ ব্যবসায়াবলম্বী ব্যক্তিদিগের উদরপূরণ ও পরিবার-প্রতিপালনের উপযুক্ত পন্থা হইতে পারে—ইহা অনেকেই ধারণা করিতে পারেন না। ইহার প্রমাণস্বরূপ আমাদের দেশের গুটীপোকার ব্যবসায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই ব্যবসায়ে বৈশী মূলধন কিংবা অধিক লোকের প্রয়োজন হয় না। মুর্শিদাবাদের পল্লীগ্রামের অনেক গৃহস্থ পরিবার সামান্ত কিছু মূলধনের সাহায্যে এবং নিজেদের পরিশ্রম দ্বারা এই ব্যবসায়-পরিচালনা করিয়া নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিয়া থাকে।

এই ব্যবসায়-পরিচালনের প্রণালীও কিছু কষ্টকর নহে ; এবং ইহার এই একটা বিশেষ সুবিধা যে, ইহার অধিকাংশ কার্য্যই বাড়ীর স্ত্রীলোকদের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে ; এবং তাহারাই এ-কার্য্যে পুরুষ অপেক্ষা অধিক দক্ষতা দেখাইয়া থাকে।—এমন কি ঐ স্থানে পল্লীগ্রামের অনেক বিধবাস্ত্রীলোক কোন

পুরুষ-মানুষের সাহায্য ব্যতিরেকেও একাই ঐ ব্যবসায়ের কার্য্য করিতেছে।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে এই ব্যবসায় পরিচালিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে কতকগুলি গুটীপোকার বীজ ক্রয় করিয়া আনিতে হয়। গুটীপোকার বীজ মুর্শিদাবাদ-অঞ্চলে চলিত কথায় "হুঙ্ক" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে এবং গুটীপোকাকে "দলু" পোকা ও ঐরূপ ক্রয় করাকে "হুঙ্ক ধরা" বলে। গুটীপোকার বীজ বলিতে,—যে সমস্ত গুটীর ভিতর জীবন্ত পোকা আছে সেইগুলি বুঝায়; এবং ঐরূপ গুটী পরীক্ষা করিবার সহজ উপায় উহা বাজাইয়া লওয়া, অর্থাৎ গুটাগুলি এক একটী করিয়া নাড়াইলে যদি প্রত্যেকটীতে বেশ শব্দ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সেগুলির মধ্যে পোকা বাঁচিয়া রহিয়াছে এবং সেইগুলি প্রকৃত বীজ।

বীজ ক্রয় করিয়া আনিবার দুই চারি দিন পরে গুটী-পোকাগুলি একে একে গুটী কাটিয়া বাহির হয়। তখন ঐ পোকাগুলিকে কতকগুলি বড় বড় ডালার উপর রাখা হয়। ডালাগুলি সচরাচর আমরা যেরূপ ডালা দেখিয়া থাকি, সেরূপ নহে। ডালাগুলি বাঁশ হইতে প্রস্তুত হয়। উহাদের এক একটী দৈর্ঘ্যে চারি পাঁচ হাত ও প্রস্থে প্রায় তিন হাত হইয়া থাকে। ডালাগুলির আর একটি বিশেষত্ব এই যে, উহাদের উপরে প্রায় প্রায় দুই ইঞ্চি উচ্চ কতকগুলি সমকেন্দ্র বৃত্ত নির্ম্মিত থাকে। ঐ ডালার উপর পোকাগুলি ডিম পাড়ে। যতদিন পর্য্যন্ত ডিমগুলি না ফোঁটে ততদিন বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়। কারণ, নিয়মিত উত্তাপের অভাবে কিম্বা তাহার আধিক্যে ডিম ফোঁটার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। ডিম হইতে পোকা বাহির হইলে তুত গাছের পাতা খুব ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া পোকাগুলিকে খাইতে দেওয়া হয়। উহারা বড় হইলে, আর ঐরূপভাবে পাতা কাটিয়া দিতে হয় না। তখন তাহারা অনায়াসেই সপ্ত পাতা খাইতে পারে।

এই স্থানে তুত গাছের কিছু বিবরণ দেওয়া দরকার। এই অঞ্চলে অনেকে জমিতে প্রচুর পরিমাণে তুত লাগাইয়া থাকে। এই তুতের আবাদে তাহাদের ধান্য কিংবা অন্যান্য রবিশস্যের আবাদ অপেক্ষা অধিক লাভ হয়। তুত-গাছ বীজ হইতে উৎপন্ন হয় না। ঐ গাছের ডাল লাগাইলে সেই ডাল হইতে কিছুদিনের মধ্যে শিকড় বাহির হয় এবং উপরে কাণ্ডে কচি কচি পল্লব জন্মায়। তুত-গাছ লাগাইতে হইলে প্রথমে জমিতে বেশ চাষ দিয়া মাটি নরম করিতে হয়, এবং বর্ষার পরে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে জমি সরস থাকিতে থাকিতে উহাতে তুতের ডাল পুঁতিতে হয়। ডালগুলি প্রায় এক হাত পরিমাণে কাটিয়া লওয়া হয় এবং কতকগুলি ডাল একত্র করিয়া এক হাত দেড়হাত অন্তর লাগান হইয়া থাকে। গাছগুলি শীঘ্র শীঘ্র ঝাঁকড় হইয়া উঠে এবং তাহাদের বৃদ্ধি এত দ্রুত হয় যে, এক বৎসরে তিন চারি বার ঐগুলি কাটিয়া বিক্রয় করা চলে। এই এক বোঝা তুতের দাম আড়াই টাকা তিন টাকা এবং সময় সময় তাহারও অধিক হইয়া থাকে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে যদি কোন একটি তুত-গাছকে একাকী বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা কালে প্রায় দুই হস্ত পরিধি-

বিশিষ্ট একটী বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয় এবং উহা হইতে দুগ্ধ-দোহনোপযোগী একরূপ সুন্দর পাত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এখন পুনরায় গুটীপোকার কথা বলা যাউক্। গুটীপোকাগুলি ঐরূপ পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে, তাহারা প্রত্যেকে পূর্ব্বকথিত ডালার উপরে তাহাদের মুখ হইতে লালা বাহির করিয়া এক একটী ডিম্বাকার আবরণ প্রস্তুত করে। এই আবরণগুলি তাহারা এরূপ কৌশলে প্রস্তুত করে যে, তাহারা পরিশেষে উহার ভিতর আবদ্ধ হইয়া যায় এবং উহাতে আর কোনরূপ ছিদ্রও থাকে না। এই ডিম্বাকার আবরণগুলি রেশমীগুটী এবং উহা হইতেই পরে সূতা বাহির করিয়া নানারূপ রেশম-বস্ত্র প্রস্তুত করা হয়। এই গুটীপোকা যে শুধু গুটীই উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহা নয়। পাত্রবিশেষে রাখিতে পারিলে উহারা বিভিন্ন প্রকার আবরণ প্রস্তুত করিয়া থাকে। আমরা একবার সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তিন চারিটী গুটীপোকাকে একটী শরার মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলাম। পরদিন প্রাতে উঠিয়া দেখি যে, পোকাগুলি উক্ত শরার উপরিভাগ আবৃত করিয়া একটী আসনাকার সুন্দর আচ্ছাদন নির্ম্মাণ করিয়াছে।

পোকাগুলি ঐরূপে গুটী প্রস্তুত করিলে যে-গুলি বীজের জন্য রাখা হইবে, সেইগুলি ব্যতীত অন্যগুলিকে রৌদ্রের উত্তাপে রাখিয়া তাহাদের ভিতরকার পোকা মারিয়া ফেলা হয়। কারণ, ঐরূপ না করিলে কিছুদিনের পর পোকাগুলি গুটী কাটিয়া বাহির হইয়া পড়ে। তখন ঐরূপ ছিদ্রযুক্ত গুটী হইতে সূতা বাহির করিতে হইলে সূতাগুলি সংযুক্তভাবে বাহির হইয়া আসে না। সুতরাং ঐগুলি কোনই কার্য্যে লাগে না। এই জন্য গুটীগুলি সূতা বাহির করার উপযুক্ত হইলে, সূতা-প্রস্তুতকারী ব্যবসাদারেরা আসিয়া ঐ গুলি ক্রয় করিয়া লইয়া যায়।

গুটী হইতে সূতা বাহির করিবার প্রণালী, তুলা হইতে সূতা বাহির করিবার পদ্ধতি হইতে অন্যরূপ। গুটীগুলি গরম জলে সিক্ত না করিলে, উহা হইতে সূতা বাহির হয় না। একটী বৃহৎ পাত্রে গরম জল রাখিয়া তাহার ভিতর কতকগুলি গুটী ফেলিয়া দেওয়া হয়। পাত্রটীর পার্শ্বে একটী চক্র থাকে এবং ঐ চক্র এক কিংবা দুই জন লোক ঘুরাইতে থাকে। আর এক ব্যক্তি গরম জলের পাত্রের নিকট থাকিয়া একটী বক্রাকার দণ্ডের সাহায্যে জল-স্থিত গুটী হইতে সূতার আঁশ বাহির করিয়া ঘূর্ণ্যমান চক্রের সহিত তাহা সংযুক্ত করিয়া দেয়। চক্রের ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে সূতা বাহির হইতে থাকে; এবং ঐ ব্যক্তি দক্ষতার সহিত একটি গুটী নিঃশেষ হইয়া যাইবার পর অপর গুটী হইতে সূতা বাহির করিয়া পূর্ব্বের সূতার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয়। ইহাতে সূতার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এইরূপে রেশমী সূতা প্রস্তুত হয়। যে সূতা মোটা হয়, তাহা দ্বারা মটকা প্রভৃতি কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং যেগুলি বেশ সূক্ষ্ম ও মসৃণ হয় সে-গুলির দ্বারা গরদের কাপড়, রেশমী চাদর প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর সৌখীন বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

এই বিবরণের দ্বারা কিরূপে মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানের পল্লিগ্রামে গুটিপোকার আবাদ হয়, এবং কি প্রণালীতে গুটী হইতে সূতা বাহির করা হয়, তাহা সংক্ষেপে বলা হইল। কিন্তু এই ব্যবসায়ের মূলে কাহাদের পরিশ্রম

নিহিত থাকিয়া ইহাকে এখনও সজীব রাখিয়াছে, এবং কাহাদের পরিশ্রম জনসাধারণের দৃষ্টির অগোচরে রহিয়া দেশের উন্নতি-সাধন করিতেছে তাহার কিছু আভাস দেওয়া দরকার। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই ব্যবসায়ের অধিকাংশ কার্য্যই বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা সম্পাদিত হয়। স্ত্রীলোকে যে পুরুষমানুষের সময়ের অভাব-হেতু এ-কার্য্যে যোগদান করিয়া থাকে, তাহা নহে। কতকগুলি কাজ আছে যে-গুলি পুরুষদের যথেষ্ট অবসর থাকিলেও তাহাদের দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। ভিন্ন গ্রাম হইতে গুটীপোকার বীজ ক্রয় করিয়া লইয়া আসা, ক্ষেত্র হইতে তুঁত গাছ কাটিয়া আনা প্রভৃতি কায়িক-পরিশ্রমজনক কার্য্য পুরুষেরা করিয়া থাকে বটে, কিন্তু গৃহে বসিয়া অতিসূক্ষ্মভাবে তুঁত পাতা কাটিয়া ডিম্ব হইতে সদ্যোবহির্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিপোকাকে অতি-সন্তর্পণে খাওয়ান পুরুষদের সহিষ্ণুতায় কুলায় না। এ-ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের সাহায্য ভিন্ন উপায় নাই। তাহারা দিবারাত্র সতর্ক রহিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে পোকাগুলিকে খাওয়ায় এবং সময় মত তাহাদিগকে ঘরে লইয়া যায় এবং বাহির করিয়া আনে। তাহারা যেন পোকাগুলিকে নিজেদের শিশুর মত দেখে। যখন তাহারা এই কাজে লিপ্ত থাকে, তখন তাহাদিগকে দেখিয়া বোধ হয় না যে, তাহারা নিজেদের স্বার্থের জন্য এইরূপ পরিশ্রম করিতেছে। তাহারা যেন কোন কর্ত্তব্যের জন্য এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। এই আবাদ-কার্য্যে তাহাদের ব্যস্ততা ও আগ্রহাতিশয্য দেখিলে মনে হয় যে, তাহাদের উৎসাহ ও কার্য্য-প্রবৃত্তি অফুরন্ত; এবং তাহাদিগের উপর যদি ইহা অপেক্ষা কোন গুরু কার্য্যের ভার অর্পিত হয়, তাহা হইলে তাহাও তাহাদের দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। আমরা এইরূপ কর্ম্ম-পরায়ণ নারীজাতিকে সমাজের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দূরে রাখিয়া শুধু যে তাহাদের শক্তির পরিস্ফুটনের ব্যাঘাত জন্মাইতেছি, তাহা নহে; ইহা-দ্বারা আমরা আমাদের দেশের ও জাতির যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতি করিতেছি। বাঙ্গালার সুদূর পল্লীর নিভৃত স্থানে রহিয়া কতকগুলি অশিক্ষিত স্ত্রীলোক, যাহাদিগকে গৃহকার্য্য ছাড়া অন্য কোনও কার্য্যে যোগ দিবার কখনও অবসর দেওয়া হয় না, তাহারাই যে এইরূপ একটা ব্যবসায়কে আজও সজীব রাখিয়াছে, ইহা কি জনসাধারণের সমক্ষে সমগ্র স্ত্রীজাতির কার্য্য-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে না?

স্মৃতি-হারা।

(১১)

এতদিনে মণিমোহনের গৃহের বিষাদ-অন্ধকার অপসৃত হইল। গৃহের একমাত্র আলো যে কোহিনূরের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে তাঁহাদের উভয়ের জীবনও বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, সেই কোহিনূর আজ নিজের দুর্ভাগ্য বিস্মৃত হইয়া আবার সরল বালিকার

মত হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল! সত্যই যেন সে গত জীবনের সুখ-দুঃখ মৃত্যুর হাতে সঁপিয়া দিয়া নূতন জীবনে নূতন স্মৃতি লইয়া প্রবেশ করিল!—এ কেবলি নূতনের দেশ। গত দিনের যাহা কিছু,—আজ সব মৃত—সব ধৌত—সব লুপ্ত! পূর্ব্বস্মৃতির কণাটুকুরও ইহাতে প্রবেশের পথ নাই!

পাছে পুরাতন কোন দৃশ্য কোহিনুরের স্মৃতি-উদ্দীপনার সাহায্য করে, সেই ভয়ে মণিমোহন আর দেশে না গিয়া স্ত্রীকন্যা লইয়া একেবারে কলিকাতায় আসিয়া বাসা করিলেন। গৃহস্থালীর দ্রব্য সব নূতন করিয়া প্রস্তুত করাইলেন। কেবল সরোজা সুশীলের ফটো ও অন্যান্য দুই একটি দ্রব্য লুকাইয়া নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি সেই গুলি নাড়াচাড়া করিতেন।—হায়! সুশীল যে তাঁহার পুত্রাধিক প্রিয়!

সুশীলকে তাঁহারা বিবাহে যে আংটি দিয়াছিলেন, তাহার উপরে হীরা বসান ছিল বলিয়া ভিতরদিকে সুশীলের নাম লেখা ছিল। সরোজা যে নাম মুখে উচ্চারণ করিতে পাইতেন না, সেই নামটুক চক্ষু দিয়া দেখিবার সাধে আংটিটী তাঁহার গহনার বাক্সে রাখিয়াছিলেন। ফটোখানিও সেই খানে থাকিত। এইজন্য সে চাবি তিনি সর্ব্বদা অতিসাবধানে লুকাইয়া রাখিতেন। কিন্তু এত সাবধান না হইলেও এখন ভয়ের কোনই কারণ ছিল না। কারণ, কোহিনুর টাকা-কড়ি বা সোণারূপার বিশেষ কোন ধার ধারিত না। পিতার সহিত বেড়ানো, পাখী-পোষা, ছবি আঁকা, মায়ের সঙ্গে স্নেহের বিনাদ করা, আর ইচ্ছামত ঘর-সংসারের কাজ করা এই তাহার কাজ ছিল। মণিমোহন বলিতেন, "তোমার মা আর ভাল খাবার তৈয়ার করিতে পারেন না, তুমি মা আমার খাবার তৈরী কর তো।" কোহিনুর তাহাতে ভারী খুসী। পিতার আহার্য্য সে নিজে সব প্রস্তুত করিত। সরোজ হাসিয়া বলিতেন, "আঃ আমি বাঁচিয়াছি।"

গভীর রাত্রি। কোহিনুর পার্শ্বের ঘরে ঘুমাইতেছে। মণিমোহন ধীর-কম্পিত-কণ্ঠে ডাকিলেন, "সরোজা!"—স্বামীর শয্যার পার্শ্বে আসিয়া সরোজা বলিলেন, "কিছু বল্‌বে?" মণিমোহন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "একটা কথা তোমায় বল্‌বার ছিল।" স্বামীর কুণ্ঠিত ভাব দেখিয়া সরোজা একটু বিস্মিতা হইলেন; বলিলেন, "আমায় কথা বল্‌বে, তা আবার ভাব্‌চ কি?" মণিমোহন ধীর গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"একটু অপ্রিয় কথা সরোজা! সরোজা স্বামীর মুখের প্রতি উৎসুক দৃষ্টি স্থাপন করিল। মণিমোহন বলিতে লাগিলেন—"দেখ সরো, কোহিনুরকে ফিরে পেয়ে আমার মনে একটা নূতন সাধ জেগে উঠেছে; কোহিনুরের তো পূর্ব্ব-কথা কিছুই মনে নেই; তবে কেন মা'কে চির-সন্ন্যাসিনী ক'রে রাখি? আমার কথা বুঝ্‌তে পাচ্চ সরোজা?"

সরোজা সায় দিয়া বলিল, "বুঝেছি; কিন্তু—!"—"কিন্তু! কিন্তু কি? তোমার মত নেই?" সরোজা স্বামীর বক্ষের ভিতর মুখ লুকাইল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কিন্তু কোহিনুর যে আমার সুশীলের স্মৃতি। যাকে একদিন তার হাতে চির-জন্মের মত তুলে দিয়েছ, তাকে আজ অপরকে সমর্পণ করবার আমাদের কি অধিকার আছে? আমার সুশীল যে কোহিনুরের মধ্যেই তার স্মৃতি জড়িয়ে রেখে গেছে। তাকে তুমি একেবারে মুছে ফেল্‌বে?"

অতিযত্নে স্ত্রীর চক্ষুজল মুছাইতে মুছাইতে মণিমোহন বলিলেন, "সে কি আমিও জানি না? কিন্তু সুশীল যাকে রেখে গিয়েছিল, সে তো তারি কাছে চলে গিয়েছে। এ তো আমার বক্ষ-রক্তের সতী আবার উনা হয়ে এসেছেন। সরোজা, যাকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছি, নিজের সন্তানের অধিক করে ভালবেসেছি, সে কি ভুলবার জিনিষ! যত-দিন আমরা থাকবো সে সুশীল আমাদের বক্ষ জুড়ে থাকবে। কিন্তু ভেবে দেখ, আমাদের এমন আর কে আছে যে, যদি আজ আমরা দু'জনেই মরি, আমার কোহিনুরের ভার নিতে পারে? কে বলতে পারে এরূপ ভাবে থাকলে দু'দিন পরে কোহিনুরের মনে পূর্ব্বস্মৃতি জেগে উঠবে কি-না? সরোজে, তোমার সেই মর্ম্ম-পীড়িতা কোহিনু-রের স্মৃতি একবার স্মরণ করে দেখ! তুমি কি মা হ'য়ে আবার তা'র সেই চিত্র দেখতে চাও? যদি এই সময় কোহিনুরকে সৎপাত্রস্থ করি, দু' এক বছর যেতে যেতেই সে ছেলে-পিলের মা হয়ে পড়বে, তখন আর পূর্ব্ব কথা স্মরণ করবার তার সুযোগ হবে না, কিংবা মনে তার আভাস এলে সে তাতে আর অভি-ভূত হ'তে পারবে না। আমার কথা বেশ্ করে ভেবে দেখ সরোজা! আমি যতই চক্ষুর এখন-কার এই আনন্দময়ী মূর্ত্তির সঙ্গে তার কিছুদিন পূর্ব্বের সেই বিষাদ-মলিন মূর্ত্তির তুলনা করি, ততই আমার হৃদয় আশঙ্কায় ভরে ওঠে। আর বেশীদিন হয়ে গেলে, তখন পাত্রস্থ করাও কঠিন হবে।"

"তুমি যা বলেছ তা ঠিক; কিন্তু আমার কোহিনুরের উপযুক্ত পাত্র না দেখে কোন কাজ ক'র না। আমাদের বুদ্ধির দোষে মা'র আমার অদৃষ্টে যেন আবার নূতন করে কষ্ট-ভোগ না হয়। সুশীলকে আমরা কি রত্নই পেয়েছিলাম। হায় রে, আমার কপাল!"

মণিমোহন সরোজার সম্মতি পাইয়া বলিলেন—"সে আর বলতে! আমরা যে হতভাগ্য, তারও কিছুমাত্র ভুল নেই। সরোজা, আজ যে কথা তোমায় বলছি, ভেবে দেখ, এরও বলবার দিন তো আমাদের ফুরিয়ে গিয়েছিল, সেই মহাপুরুষের অনুগ্রহ না হলে।"

বাধা দিয়া সরোজা বলিল, "থাক্, আর সে কথা তুলো না। সেদিনের কথা মনে হলে, আমি কেমন হয়ে যাই। যে-দিন গিয়েছে যাক্। তোমার কথাই ঠিক্। আমরা আবার সম্পূর্ণ নূতন জীবনে প্রবেশ করব।"

ইহার পর হইতে মণিমোহন কোহিনুরের বিবাহের জন্য চেষ্টিত হইলেন। ফলও অতি-শীঘ্রই ফলিল। কোহিনুরের অপার্থিব সৌন্দর্য্য ও সরলতাপূর্ণ মধুর আচরণে একটী যুবক দিনে দিনে মুগ্ধ হইয়া পড়িল।

যুবকটীর নাম বিনোদ। সে ধনবান্ সমাজ-সংস্কার-প্রিয় পিতার একমাত্র সন্তান। শৈশবে মাতৃহীন হওয়ায় পিতার বক্ষই তাহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। অনেক যত্নে অতিসাবধানে বিনোদের পিতা পুত্রকে সুশিক্ষা দান করিয়া-ছিলেন। বিনোদ রূপবান্ তো বটেই, পরন্তু সে-রূপের এমনি একটা মাধুর্য্য ছিল যে, তাহারই জন্য শত রূপবানের ভিতরেও তাহারই দিকে লোকের তৃষিত আঁখি বারংবার আকৃষ্ট হইত। পিতা অনেক অর্থ-ব্যয়ে নিজের সতর্ক-দৃষ্টিতে আশৈশব যে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছিলেন, বিনোদের জীবনে তাহা

ব্যর্থ হয় নাই। রূপ ও ঐশ্বর্য্যের সহিত বিনয়-নম্র চরিত্র মণি-কাঞ্চন-যোগ করিয়াছিল।

বিনোদের পিতা কাশ্মীরের উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী ছিলেন। বিনোদের শৈশব-কাল সেই স্থানেই অতিবাহিত হইয়াছিল। কিছু দিন হইতে বিনোদ কলিকাতায় আর্ট স্কুলে শিক্ষা করিতেছিল।

এখানে আসিয়া বিনোদের যে-কয়টি সঙ্গী হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অমল-নামক একটী যুবকের সহিত তাহার বন্ধুতা প্রগাঢ়তা লাভ করিয়াছিল। অমল অতিসচ্চরিত্র যুবক; কোহিনূরের পিতা মণিমোহনের অতিপরিচিত। নূতন চিত্রাদি প্রস্তুত হইলে মণিমোহন ও তাঁহার পরিবারবর্গকে তাহা দেখাইবার জন্য সে তাহার অবসর-দিনে তাঁহাদিগকে তাহাদের চিত্রশালায় লইয়া যাইত। একদিন চিত্র-প্রদর্শনীতে অমল মণিমোহন ও তাঁহার পত্নী-কন্যাকে লইয়া আসিল। এইস্থানে কোহি-নূরের অপূর্ব্ব রূপরাশি বিনোদের চক্ষে পড়ে। জগতে রূপ বা যৌবন চারিদিকেই বিস্তৃত আছে, কিন্তু কে কোন্ দিন কাহাতে অকৃষ্ট হয়, কিছুই জানা যায় না। কোহিনূরকে প্রথম দেখিয়াই, জগতে যে সৌন্দর্য্যের এরূপ অপূর্ব্ব সৃষ্টি হয়, তাহা ভাবিতে ভাবিতে বিনোদ তন্ময় হইয়া গেল,—সে আত্মহারা হইয়া পড়িল! সে-দিন গৃহে ফিরিয়া বিনোদ তুলিকা লইয়া কোহিনূরের চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু চঞ্চল মন তাহার সে চেষ্টা অনবরত ব্যর্থ করিতে লাগিল। তখন তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, আর একটীবার কি করিয়া সে মেয়েটীর দেখা পায়! অতিকষ্টে কয়েকটী দিন অতিবাহিত হইবার পর পুনরায় একদিন ঠিক সেই পূর্ব্বদিনের সেই-সময়ে পত্নীকন্যা-সমভিব্যাহারী মণিমোহনকে তথায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া বিনোদের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও বিনোদ এত আনন্দ যেন পায় নাই! যখন মণিমোহন কন্যাকে তাহার নিজ-নির্ব্বাচিত কয়েকখানি অতিমনোহর চিত্র ক্রয় করিয়া দিলেন, তখন সেই চিত্রগুলির মধ্যে বিনোদের স্বহস্তাঙ্কিত দুইখানি চিত্র দেখিয়া বিনোদ আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিল এবং হর্ষোন্মত্ত হইয়া অপলকনেত্রে সে-দিনও কোহিনূরকে দেখিল। সে তাহাকে যতই দেখিতে লাগিল ততই তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন এরূপটী জগতে আর নাই! মণিমোহনের সবিশেষ পরিচয় এবং বালিকাটি চিত্রবিদ্যা জানে কি না ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য তাহার নিতান্ত কৌতূহল হইলেও সঙ্কোচবশতঃ মণি-মোহনের সহিত সে আলাপ করিতে পারিল না বা অমলকেও সেজন্য অনুরোধ করিতে পারিল না। বিনোদ যদি কোহিনূরকে দেখিয়া এত মুগ্ধ হইয়া না পড়িত, তাহা হইলে, বোধ হয়, এই অতিসহজ কার্য্যে তাহার অত কুণ্ঠার আদৌ উদ্রেক হইত না। কারণ, অপরিচিত ভদ্রব্যক্তি প্রত্যেকেই অপরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারে। কিন্তু বিনোদের মনে হইতে লাগিল, মণিমোহনের সঙ্গে আলাপের প্রসঙ্গ হইলেই, তাহার মনের এই নবোচ্ছ্বসিত প্রেমটুকু বুঝি সকলের চক্ষেই ধরা পড়িয়া যাইবে। সে যে অতিনূতন! অতিমধুর! অতিকোমল!! বুকের নিভৃত—নিভৃততম স্থানে অতিগোপনে রুদ্ধার ধন! লোকের

সকৌতুক চক্ষের সম্মুখে বাহির করিবার সে যে সম্পূর্ণ অযোগ্য।

কিন্তু অধিক দিন বিনোদ মনের ভাব দমন-করিয়া রাখিতে পারিল না। একদিন সে অমল কে তাহার চিত্রক্রেতা মণিমোহনের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দিবার:জন্ত অনুরোধ করিল। অমল মণিমোহ-নের পরিচয় দিয়া তাঁহার সহিত বিনোদের পরিচয় করাইয়া দিতে সম্মত হইল। কিন্তু কথা- প্রসঙ্গে বিনোদের মনের প্রকৃত ভাবও অমলের চক্ষু এড়াইল না। ঈষৎ হাসিয়া সে গাহিল—

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কবে ধরা পড়ে কে জানে!"

মণিমোহন সুপাত্র খুঁজিতেছিলেন বটে, কিন্তু এমনটি যে পাইবেন, তাহা আশা করেন নাই। একটু বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠতার দ্বারা ভাল করিয়া জানিয়া শুনিয়া তবে বিবাহ দিবেন স্থির করিয়া, তিনি নিজের পরিবারের মধ্যে বিনোদকে আসিতে দিতে লাগিলেন। বিনোদের গল্পের ভঙ্গি, হাসির মাধুর্য্য ও অমা-য়িক ব্যবহারে মণিমোহনের ন্যায় সরোজাও ক্রমে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কোহিনুর এ-পর্য্যন্ত কোনও সঙ্গী পায় নাই; সেও ক্রমে নির্ব্বিকারচিত্তে বিনোদকে অল্পকথানি ভালবাসা দিয়া ফেলিল। মণিমোহন সেটুকু লক্ষ্য করিয়া কোন কোন দিন বা কোহি-নুরকে জিজ্ঞাসা করিতেন—"বিনোদের সঙ্গে তোর বিয়ে দিই না? কেমন সুন্দর ছেলে-টি!" কোহিনুর লজ্জায় লাল হইয়া নিরুত্তরে মুখ ফিরাইয়া লইত। মণিমোহন সরোজার দিকে চাহিয়া চাহিয়া হাসিতেন। এই সময়ে নানাভাবে ও নানাকারণে বিনোদের পিতার সহিত মণিমোহনের বিশিষ্ট সৌহার্দ্দ্য জন্মিল।

বিনোদের আজ-কাল প্রায়ই মণিমোহনের গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। তাহার পর বিনা নিমন্ত্রণেও বিনোদ তথায় উপস্থিত হইতে লাগিল। শেষে ঘনিষ্ঠতা আরও একটু গাঢ়তর হইলে বাড়ীর কাহারও সামান্য অসুখ হইলেই ডাক্তার ডাকা, ঔষধ আনা, সেবা প্রভৃতির ভার নিজে লইয়া বিনোদ সর্ব্বদাই তথায় উপস্থিত হইতে লাগিল। এটা যে ঠিক পরোপকার করার জন্য, সত্যের মর্য্যাদা রাখিতে হইলে, সেটা ভাবা যায় না। যে-কোনও ছলে যতটুকু সময়ের জন্যই হউক্, বিনোদের কোহিনুরকে দর্শন করাই উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছিল। মণিমোহনের বিচক্ষণ দৃষ্টি বিনোদের এই ব্যাকুল প্রেমটুকু সাগ্রহে লক্ষ্য করিতেছিল।

একদিন সময় বুঝিয়া তিনি বিনোদের নিকট বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন। এ বিষয়ে বিনোদের কতখানি সম্মতি ছিল, তাহাও কি বলিবার! বিনোদ আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। মণিমোহন বলিলেন, "কিন্তু এ-পর্য্যন্ত আমি কোহিনুরকে এ-বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানাই নাই; তুমি তাকে আমার সম্মতি জানিয়ে তার মতামত জিজ্ঞাসা কর। সে এখন বড় হইয়াছে, তার মত না পাইলে তো বিবাহ দিতে পারি না।"

বিনোদ সর্ব্বদা এ-বাড়ীতে আসা-যাওয়া করিলেও, নির্জ্জনে বা গোপনে কোহিনুরের সাক্ষাৎকার-লাভ তাহার অদৃষ্টে কখনও ঘটে নাই বা কেহ ঘটায় নাই। এ-বিষয়ে সরোজা ও মণিমোহন অতিসতর্ক ছিলেন। আজ মণি-

মোহনের অনুমতি পাইয়া বিনোদ কম্পিত-চিত্তে কোহিনুরের দর্শন-লাভের আশায় বাটী-সংলগ্ন উদ্যানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু এত আনন্দেও অজ্ঞাত আশঙ্কায় বিনোদের অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল ;—কোহিনুর যদি অসম্মতা হয়! বিনোদের এই যে হৃদয়-প্লাবী প্রেম একি একটুও কোহিনুরকে আকর্ষণ করিবে না? অকৃত্রিম প্রেম চিরদিনই তো প্রণয়ীকে সফলতার সুধাপাত্র দান করিয়া আসিয়াছে! আজ বিনোদের ভাগ্যেই কি তাহা বিফলতায় পরিণত হইবে! যদি কোহিনুর আজ প্রত্যাখ্যান করে, বিনোদের সে আঘাত কি অসহনীয় হইবে! সে ভীষণ আঘাত অপেক্ষা চিরদিন ভ্রান্ত আশায় বক্ষ বাঁধিয়া ওই মুখের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া জীবন কাটানও ত ভাল। বিনোদ ভাবিতে লাগিল, সে কোহিনুরকে বলিবে কি না বলিবে? কিন্তু কোহিনুরের হাসি, কথা, ব্যবহার প্রত্যেকটি যতই সে মনে করিতে লাগিল, ততই তাহাতে মধুর ভালবাসার অমিয়নিদর্শন ছাড়া আর তো কিছু বিনোদের চক্ষে পড়িল না। তবে কেন এ মিথ্যা আশঙ্কা? বিনোদ যাহাকে এত ভালবাসে, সে কেন না ভালবাসিবে! এ জগৎ ত পবিত্র প্রেমের জগৎ?

মণিমোহন বারান্দায় ইজি চেয়ারে শুইয়াছিলেন ; কোহিনুর পিতাকে জল খাওয়াইয়া বাতাস দিতেছিল। মণিমোহন বলিলেন, —"মা, রঘুয়াকে পাখা দাও, বাতাস করবে। তুমি আজ বাগান থেকে একগাছি মালা গেঁথে নিয়ে এস ; তোমার গাঁথা মালা আমার মা'র ছবিতে পরিয়ে সন্ধ্যাবেলা আরতি করবো।"

কোহিনুর বাগানে প্রবেশ করিয়াই দেখিল বিনোদ অদূরে এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে উৎসুক-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। কোহিনুরের যদি পূর্ব্বেকার যৌবনোচিত ভাব জাগরূক থাকিত, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিত, বিনোদ কি খুঁজিতেছে। সরলা তরুণহৃদয়া কোহিনুর মধুর হাসিতে দিক্ উজ্জ্বল করিয়া বলিল, "আপনি এসেছেন! কই বাবার কাছে যান নি যে? বাবা যে উপরে বারান্দায় আছেন।"

বিনোদ।—না এখনও যাই নি। আজ বড় গরম, তাই বাগানে ঠাণ্ডায় একটু বেড়াচ্ছি। এই ফুলগুলি কেমন ফুটেছে। চমৎকার গন্ধ বেরিয়েছে—তাই দেখ্‌ছি।

"ওইগুলিই আমি তুলতে এসেছি।—আচ্ছা, আপনি মালা গাঁথতে জানেন? বাবা আমায় মালা গেঁথে নিয়ে যেতে বলেছেন। ঠাকুমার ছবিতে পরান হবে। আমি কিন্তু তত ভাল জানি নে।"

বিনোদ সুন্দর মালা গাঁথিতে জানিত ; বলিল, "আচ্ছা, আমি দেখিয়ে দেব। কিন্তু তা হলে শুধু ওই ফুলেই হবে না ; এস, আর ও রং-বেরংয়ের ফুল তুলে নিই। মালার মধ্যটিতে লাল ফুলে তোমার নাম লিখে দেব। সে নামটি সত্যই কোহিনুরের মত ঝল্ ঝল্ করবে।"

ফুল তোলা হইলে দুইজনে মালা গাঁথিতে বসিল। বিনোদ বলি বলি করিয়াও বার কয়েক পারিল না ; শেষে অনেক চেষ্টায় নিজের স্পন্দিত হৃদয় একটু সংযত করিয়া ধীর-কোমল-স্বরে ডাকিল— "কোহিনুর!" হাসিয়া কোহিনুর বলিল, "মালা গাঁথ্‌তে গাঁথ্‌তে

আপনার ঘুম আসছে না কি? অমন তন্দ্রার ঘোরের মত কথা কইছেন যে!" "ঘুমের ঘোর? না কোহিনুর, ঘুমের ঘোর নয়।...কোহিনুর, আচ্ছা, আমি তোমায় কত ভালবাসি, তুমি কি বুঝতে পার?"

বিনোদের মুখের উপর নীল ভাসা আয়ত চক্ষু স্থাপিত করিয়া কোহিনুর বলিল,"পারি নে! আপনি কি বলেন? আমি কি ছেলেমানুষ যে, আমায় কে কত ভালবাসে, তাও আমি জানতে পারি না?"

"পার! তুমিও কি আমায় ভালবাস?"

"কেন? আপনি কি বুঝতে পারেন না? আপনি তো আমার চেয়েও বড়।"

সাগ্রহে বিনোদ বলিল, "কোহিনুর যদি তোমায় সর্ব্বস্ব দান করে ধন্য হই, তুমি নেবে?"

কোহিনুর বিস্মিতার মত তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল! তাহার মুখে আর বাক্য সরিল না। বিনোদ সাগ্রহে আবার বলিল, "আচ্ছা, বল দেখি, আমাকে বিবাহ করতে তোমার অমত আছে?"

সেই কোমল কপোলে রক্তরাগ অরুণ-বিকাশের মত ফুটিয়া উঠিল। যে দৃষ্টি অলক্ষ্যে বিনোদের মুখের উপর স্থাপিত ছিল, প্রভাত পদ্মের মত সে চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত হইয়া দৃষ্টি ভূমিতে বদ্ধ করিল; ললাটে কুঞ্চিত অলকার নিম্নে মুক্তাবিন্দুর মত দুই একটি ঘর্ম্মবিন্দু ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। হস্তখানি ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। বিনোদ অনিমিষে কোহিনুরের প্রতি চাহিয়া রহিল।

কোহিনুরের লজ্জাবনত মুখে কোন কথা ফুটিল না। বিনোদ আবার বলিল—"বল তোমার উত্তরের উপর আমার সব নির্ভর করছে। বল, তোমার কি মত?"

কোহিনুর অর্দ্ধস্ফুটস্বরে উত্তর করিল—"যান্, আমি সে কি বলব।"

"তা হলে তোমার অমত নেই।"

কোহিনুর মৌন থাকিয়া সম্মতি জানাইল।

"তবে আমি বাবাকে জানাই গে—বলিয়া, মুহূর্ত্তকে বর্ষ জ্ঞান করিতে করিতে কোহিনুরের হস্তে একটি পুষ্প দিয়া হর্ষোন্মত্ত বিনোদ উঠিয়া দাঁড়াইল। কোহিনুর তখন সহাস্যে বলিয়া উঠিল,—"বা বেশ লোক তো! খুব মালা গেঁথে দিলেন যা হোক্!" "তুমি ততক্ষণ গাঁথ না, আমি বাবার কাছ থেকে এখনি এসে গেঁথে দিচ্ছি-" বলিয়া বিনোদ প্রস্থান করিল।

প্রেম বা দাম্পত্য-জীবনের সফলতা বহু-সাধনার বহু-পুণ্যের দ্বারা প্রাপ্য। দেখা গিয়াছে, যাহাকে দেখিলে নয়ন মুগ্ধ হয়, যাহাকে পাইবার জন্য হৃদয় ব্যাকুলতা প্রকাশ করে, অনেক সময়ে তাহাকেই বহুকষ্টে বক্ষে ধরিয়া হয় তো মানুষ হতাশভাবে আক্ষেপ করিয়া থাকে! এ-জগতে "প্রেম মরীচিকা-মাত্র।" সমস্ত জীবন ধরিয়া আকুল আকাঙ্ক্ষায় যাহাকে মন চাহিয়া চাহিয়া আসিয়াছে, দেখা গিয়াছে, হয়ত তাহারই মিলন জীবনে দুষ্প্রাপ্য হইয়া জীবনকে মরুভূমি করিয়া দিয়াছে; মন যাহাকে চাহিয়াছে, তাহাকে পায় নাই, কিংবা যাহাকে পাইয়াছে,তাহাকে চাহে নাই! কোথাও বা করাল কাল আসিয়া বাঞ্ছিতকে কাড়িয়া লইয়া সুখের মিলনে দুঃখের কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে! ইহাই ত প্রায়ই প্রণয়-রাজ্যের অখণ্ড বিধান! কিন্তু যে ভাগ্যবানের অদৃষ্টে সেই প্রণয় ও পরিণীতার মধ্যে সামঞ্জস্য

সাধিত হয়, তাহার জগৎ আর জগৎ থাকে না,—তাহা প্রেমের স্বর্গে পরিণত হয়! সুখের কল্পতরু-মূলে সে প্রেমিক যুগলের সার্থক-জীবনতটিনী মন্দাকিনীর পূত-ধারার মত অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে বহিয়া যায়! বিশ্ব তাহাতে স্তম্ভিত, পূত ও বিভূষিত হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীননীবালা দেবী।

নৈরাশ্যের উপমা।

তার—হৃদয় মধুর প্রণয়ে লিপ্ত,
নয়নে খেলিছে আনন্দ দীপ্ত,
পরাণ সদাই সুখেতে তৃপ্ত,
হর্ষের উল্লিতে আনন ভরা।
মার—হৃদয় নিয়ত কালিমা-ঢাকা,
আঁখিতে দারুণ বিষাদ আঁকা,
জীবন অনন্ত যাতনা-মাখা,
বিষণ্ণ বদন জীয়ন্তে মরা।
তার—হৃদয়ে রোপিত শান্তির মূল,
নিত ফোটে তাতে কতই ফুল,
গুঞ্জরে সেথায় ভ্রমরকুল,
বিহগ-কূজনে ধ্বনিত প্রাণ!
মোর—অন্তর শুধুই অশান্তিময়,
ফোটে নাকো হেথা কুসুমচয়,
মধুপ-গুঞ্জন-ধ্বনি না হয়;—
নীরব হেথায় কাকলি-তান!
সে যে—প্রণয়-ভিখারী পুষ্প-বালার,
—তেজসিংহ বীর কি রূপ তার,—
সে রূপে ফুটিছে জ্যোছনা-ধার,
তার সনে মিলি কেমন ক'রে!
আমি—কালো ভীলবালা পর্ব্বত-বাসী,
উপল-খণ্ড লয়ে খেলি হাসি,
নির্ঝর-ঝর্ঝরে ছুটিয়ে আসি,
গোপন-প্রণয় মরমে ধরে।*

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র।

আমাদের খাদ্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গম।—ভাতের পরই গম আমাদের দ্বিতীয় খাদ্য। কিন্তু বাঙ্গালা-দেশ ছাড়া ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের দেশসমূহে ও ইউরোপীয় দেশে গমই প্রধান আহার এবং ভাত তথায় অপ্রধান। গমের মধ্যভাগের উপাদান শতকরা ৭৪ ভাগ শ্বেতসার ও চিনি। বীজাণু অংশে কিছু আটাল উপাদান, কিছু শ্বেতসার, চিনি ও খনিজ পদার্থ আছে। গমের ভূষাতে উপরিউক্ত সকল পদার্থই বর্ত্তমান, সেজন্য আটা ময়দা অপেক্ষা পুষ্টিকর। সুজীতে (samalina) মধ্যভাগ ও বীজাণু ভাগের অংশই অধিক থাকে; সেজন্য ইহা অত্যন্ত আটাল।

ময়দা ভিজাইয়া অথবা জলে সিদ্ধ করিয়া সূতার ন্যায় চোঙের আকৃতিবিশিষ্ট যে পিষ্টক

* ৺রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার-সন্ধ্যা'-গ্রন্থের ভাবার্থবলম্বনে লিখিত।

তৈয়ারি হয়,তাহাকে Macaroni,Spaghetti অথবা Varmicelli বলে। ইহাকে দুধের সহিত সিদ্ধ করিয়া পরমান্ন প্রস্তুত হয়।

ময়দার রুটির প্রায় পাঁচ ভাগের তিনভাগ পুষ্টিকর উপাদান।

ভুট্টা।—যদিও ভুট্টা বাঙ্গালা-দেশের প্রধান খাদ্য নয়, কিন্তু ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ও অন্যান্য দেশে এবং ইউরোপীয় সকল দেশেই ভুট্টা একটি প্রধান খাদ্যের মধ্যে গণ্য। পুষ্টি-কারিতার হিসাবে ইহা খনিজ উপাদানে গম অপেক্ষা নিকৃষ্ট; এবং তৈলময় উপাদানে ইহা যই অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট। ভুট্টার তৈলময় অংশ গম কিংবা যবের দ্বিগুণ। এই সকল উপাদানের জন্য ইহা একটী প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য। ভুট্টার দানার খোসা ও বীজাণু-অংশ বাদ দিয়া ময়দা প্রস্তুত করা হয়। শ্বেত ও হরিদ্রাবর্ণ ভুট্টার পুষ্টিকারিতা গুণে কোনই প্রভেদ নাই। ভুট্টার আটার অল্প মূল্যের জন্য, ইহা প্রায়ই ময়দার সহিত মিশ্রিত করিয়া বাজারে বিক্রীত হয়। Corn-flour যাহা বাজারে বিক্রীত হয়, তাহা কেবল ভুট্টার শ্বেতসার অংশ হইতে প্রস্তুত। Hominy ও Flaked maize চূর্ণ ভুট্টার দানা হইতে প্রস্তুত। ইহাতে সুন্দর পিষ্টক প্রস্তুত হয়।

যই।—যই সকল শস্যের মধ্যে অত্যন্ত পুষ্টিকর। ইহাতে আঠাল উপাদান, শ্বেত-সার, তৈলময় উপাদান ও খনিজ পদার্থ সকলই বর্ত্তমান,কিন্তু তৈলময় ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বাজারের oat meal যইএর দানা গঁরম করিয়া পেষণীর মধ্যে চাপিয়া চূর্ণ করিয়া রন্ধনের উপযোগী করিয়া বিক্রীত হয়।

যব।—যবে খনিজ উপাদান অন্যান্য শস্য অপেক্ষা অধিক, এবং গম অপেক্ষা তৈল-পদার্থ ইহাতে অধিক। ইহা হইতে প্রস্তুত নানা প্রকার Barley পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে Barley meal চূর্ণদানা হইতে প্রস্তুত; ইহা আমাদের যবাসম-জাতীয়। Scotch Barley খুব মোটা; আটা হইতে প্রস্তুত হয়। Pearl Barley খুব মাজিত দানা হইতে প্রস্তুত হয়। Malt গাঁজান (fermented) দানা হইতে প্রস্তুত হয়।

আলু।—আলু যদিও আমাদের দেশীয় খাদ্যবস্তু নয়, তথাপি অধুনা ইহা আমাদের একটী অত্যাবশ্যক আহার। ইহাতে শ্বেত-সারের অংশই অধিক। আলুর উপাদান-সমূহ ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভিন্নরূপে বিভক্ত। আলুর খোসার নিম্নস্তরে আঠাল অংশ, তৈলময় ও খনিজ উপাদান; মধ্যস্থলে শ্বেতসার এবং এই দুইএর মধ্যস্থিত অংশ জল ও খনিজ-পদার্থে পূর্ণ। ইহাকে রুটীর পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে না; কারণ প্রথমতঃ ইহা অত্যন্ত গুরুপাক ও দ্বিতীয়তঃ শ্বেতসার-হিসাবে ইহার আঠাল উপাদান অত্যন্ত কম।

উদ্ভিজ্জ আহারীয়ের রন্ধন-প্রণালী, বিশেষতঃ মূল-জাতীয় উদ্ভিদের রন্ধন-প্রণালীতে একটু বিশেষত্ব আছে। ইহা খোসার সহিত সিদ্ধ করাই উচিত; কারণ, খোসা ছাড়াইয়া সিদ্ধ করিলে ইহার সারাংশ অনেক নষ্ট হয়। নৈনিতাল-জাতীয় পাহাড়ী আলু,যাহার মধ্যাংশ ঘোমের ন্যায় নরম, তাহা সিদ্ধ করিলে আঠাল হয়। নূতন আলুতে ইহা বিশেষ পরিলক্ষিত

হয়। যে সকল আলুর মধ্যাংশ ময়দার ন্যায়, তাহা সহজ-পাচ্য।

আট সের আলু খোসা ছাড়াইয়া সিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে জলে ভিজাইয়া রাখার সময় তাহার সারাংশ যাহা নষ্ট হয়, তাহা প্রায় আধপোয়া মাংসের সমতুল। ইহা পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে।

শাক্-সব্জি।—পুষ্টিকারিতা-হিসাবে শাক্ সব্জির মূল্য অত্যন্ত অল্প। কিন্তু কয়েকটী কারণে ইহা আমাদের অত্যাবশ্যক আহার। ইহাতে পাকস্থলীর উত্তেজনাকারক দ্রব্যসমূহ বর্ত্তমান থাকায় ইহা পচন-ক্রিয়ার সাহায্য করে। ইহাতে খনিজ পদার্থ অধিক-পরিমাণে থাকায় ইহা ক্ষার-ধর্ম্মাক্রান্ত এবং সেজন্য শরীরের অম্লরস ইহা দূর করে। ইহার লৌহ উপাদান শরীরের পক্ষে একটী আবশ্যক আহার। খাদ্যের পচন-সাহায্যকারী বস্তু (vitamin) ইহাতে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। এই সকল উপাদান বর্ত্তমান থাকায় শাক্-সব্জি আরোগ্য-সাধক ও স্বাস্থ্য-বর্দ্ধক। ইহাতে তৈল-ভাগ অল্প থাকায়, ইহা মাখন কিংবা তৈল-সংযোগে রন্ধন করা হয়।

কাঁচা কিংবা অসিদ্ধ শাক্-সব্জি শীঘ্র পরিপাক কিংবা শরীরে শোষিত হয় না। শাক্-সব্জি খুব টাট্‌কা অবস্থায় আহার করাই উচিত, নচেৎ ইহা শীঘ্রই পচিতে আরম্ভ করে। কোন কোন শাক্-সব্জির আচার অনেক দিন পর্য্যন্ত রাখা যায়।

বাঁধাকপি।—বাঁধাকপির জলীয় ভাগ শতকরা ৮৯। বাঁধাকপি আপেক্ষা ফুলকপির শীঘ্রই পরিপাক হয়।

সীমের মধ্যে আঁস ভাগ অধিক থাকায়, ইহার পরিপাক হওয়া ও শরীরে শোষণ হওয়া দুরূহ।

সাগুদানার শতকরা ৮৬॥ ভাগ শ্বেতসার। সেজন্য ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকর। ইহা তালজাতীয় সাগুদানা-বৃক্ষের কাণ্ডের অন্তঃসার হইতে প্রস্তুত হয়।

বাদাম-জাতীয় দ্রব্য অর্থাৎ যাহার কঠিন ছালের মধ্যে কোমল বীজ থাকে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর আহার্য্য। ইহার তৈলময় অংশ শতকরা ৫০।৬০ ভাগ, আঠাল দ্রব্যের অংশও ১৫।২০ ভাগ এবং চিনি ও আঁশের অংশ অধিক। বাদামের উপাদান শুষ্ক ও টাট্‌কা দানার উপর নির্ভর করে।

দুগ্ধের ছানা অপেক্ষা বাদাম পুষ্টিকর; কিন্তু ইহার আঁশ ও তৈলীয় ভাগের জন্য ইহার পরিপাক হওয়া একটু কষ্টকর। বাদাম-জাতীয় ফল হইতে আজকাল margerine প্রস্তুত হয়। ইহা আকার ও আস্বাদে মাখনের সমতুল ও আজকাল মাখনের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত। ইহা মাখন অপেক্ষা খুবই সস্তা। নারিকেল, চিনাবাদাম, বাদাম প্রভৃতি এই জাতীয়।

মটর, সীম ও মুসুরীর প্রধান উপাদান protein অথবা আঠাল পদার্থ।—সেজন্য ইহাকে বিলাতে "Poorman's Beef" অথবা গরীবের মাংস বলে। ইহাতেও চিনির ভাগ বেশী। এই সকল আহার্য্যই অত্যন্ত পুষ্টিকর। ইহার ধীরে ধীরে পরিপাক হয় এবং ইহা সম্পূর্ণরূপে শরীরে শোষিত হয়। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা আহার,—কিন্তু ইহাতে তৈলময় ভাগ কম থাকায়, ইহা অন্য আহার্য্য দ্রব্য হইতে লইতে

হয়। শুষ্ক মটর ও সীমের বীজ খুব ভাল রূপে জলে ভিজাইয়া উপরের ছাল নরম হইলে পরে রন্ধন করা উচিত, যদিও ইহাতে ইহাদের কোন কোন প্রয়োজনীয় উপকরণ নষ্ট হয়। যে জলে চুণের পরিমাণ অধিক, তাহাতে কোন দ্রব্য ভিজান কিংবা রন্ধন করা উচিত নয়। ফুটান জল অবশ্য ব্যবহার করা যাইতে পারে; কিংবা কিছু সোডা জলের সহিত মিশাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

কাঁচা মটরের মধ্যে চিনির ভাগ বেশী এবং সীমের বীজে আঠাল অংশ মটরের অপেক্ষা অধিক। মুসুরির মধ্যে এই অংশ আরো অধিক এবং ছোট জাতীয় মুসুরই উৎকৃষ্ট। লৌহ ইহার একটী প্রধান উপাদান। ইহা মটর ও সীম অপেক্ষা শীঘ্র পরিপাক হয়।

ব্যথিতা।

(গল্প)

শেফালিকা বারান্দার রেলিংএর কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শঙ্করী আসিয়া ডাকিল—"বৌদি, নাইতে যাবে না?" মুখ না ফিরাইয়াই শেফালিকা জবাব দিল—"না।" "কেন?" "যেতে ইচ্ছা নেই।" অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া চোখের তারা কপালে তুলিয়া শঙ্করী কহিল—"যেতে ইচ্ছা নেই! সে কি কথা? আজ দশহরা, আজ গঙ্গায় নাইতে যেতে ইচ্ছে নেই?" কথায় বেশ একটু জোর দিয়া শেফালিকা উত্তর দিল—"সত্যই যেতে মন নেই ঠাকুর-ঝি, তোমরা যাও।" শাশুড়ী কয়েকবার ডাকিলেন, যায়েরা সাধিল, শেফালিকা প্রত্যেককেই ফিরাইয়া দিল।

রেলিংএর উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে ভাবিতে লাগিল, গঙ্গা নাইতে গিয়া আজ সে কি করিত! দশ রকমের পাপ ধুইয়া আসিত, —না, কিছু অর্জ্জন করিয়া আনিত? ভাবিতে ভাবিতে মাস-পাঁচ-ছয় আগেকার কথা তা'র মনে পড়িল।

তখন শেফালিকা বাপের বাড়ীতে। বিমাতার সংসারে তা'র কিছুমাত্র দাবী নাই, এ-কথা সে সর্ব্বদা মনে রাখিতে চেষ্টা করিলেও এক এক সময়ে বিমাতার উপরে স্নেহের অধিকার জানাইতে তার ইচ্ছা হইত। তা'দের বাড়ীতে রুক্মিণী বলিয়া একটী ঝি ছিল। তা'র মেয়ের যখন খুব অসুখ,—তখন সে গৃহিণীর কাছে গোণা দুইটী দিনের ছুটি চায়। শেফালিকা সেখানেই দাঁড়াইয়া ছিল। মা কিছু বলিতেছেন না দেখিয়া সে কহিল—"দু'-দিনের ছুটি দিয়েই দিন্ না মা! সে দু'দিন কাজ-কর্ম্ম সব আমিই করব।"

ঝির সম্মুখেই মা জবাব দিলেন—"আমার সংসারের মধ্যে তুমি গিন্নিমো করতে এসো না। তোমার উপদেশে আমি চল্‌তে পারব না।" এ-কথায় শেফালিকার যেন মাথা কাটা গেল। রুক্মিণীর মুখের দিকে দ্বিতীয়বার না তাকাইয়াই সে সে-ঘর হইতে বাহিরে আসিল।

রাত্রিতে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে, রুক্মিণী

আসিয়া শেফালিকার পায়ের কাছে আছ্-ড়াইয়া পড়িল ; বলিল—"মা তো আমাকে ছুটি দিলেন না দিদিমণি! ও-মাসের বাকী মাইনেটাও দিলেন না। আমি এখন কি করি? কি ক'রে মেয়েটাকে বাঁচাই? গরীবলোককে কেউ যে হাওলাতও দেয় না!" শেফালিকা তখন কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া শুধু কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়াছিল। হাতে তার কিছুই ছিল না। শ্বশুর-বাড়ীতে, বাপের বাড়ীতে সকলেরই এক ধারণা—খাওয়া-পরার অতিরিক্ত শেফালিকার আর কিছু খরচ থাকিতেই পারে না। তাই শূন্য-হাতে শেফালিকা ঝিকে ফিরাইয়া দিবার কথা ভাবিতে বাধা হইল। কিন্তু সে ভাবনা যে অত্যন্ত মর্ম্মপীড়াদায়ক। শেফালিকা নিজের কাণের একটি ফুল খুলিয়া ঝির হাতে দিল।

পরদিন সকাল বেলা যখন শেফালিকার কাণের একটি ফুল পাওয়া গেল না, তখন বিধাতা তাকে রীতিমত গালাগালি দিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না; সেই মুহূর্ত্তে ঘটনাটিকে বেশ করিয়া অতিরঞ্জিত করিয়া সাজাইয়া, তাহার শাশুড়ীকে এক চিঠি দিলেন।

শেফালিকা কতবার ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছে যে, নিজের গহনা সে যাকে ইচ্ছা তাকেই দিয়াছে ;—ইহার মধ্যে আবার দোষ কোথায়? কিন্তু দোষ যে কোথায় তাও শেফালিকা জানিত। গহনাগুলিকে যদি নিজের বলিয়া ভাবিবার তার অধিকার ছিল, তবে সে এমন লুকাইয়া তা দান করিল কেন? যে কাজ প্রকাশ্যে করিবার উপায় অথবা সাহস নাই, সে কাজের স্বপক্ষে যুক্তি-তর্ক খাড়া করাই যে আত্ম-প্রতারণা করা, শেফালিকা তাহা বুঝিত।

যে-দিন সে শ্বশুর-বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল, তার পরদিন মহাবারুণী। তার মনে আশা ছিল, আত্মপ্রবঞ্চনার পাপ গঙ্গাদেবীকে নিবেদন করিয়া সে পবিত্র হইতে পারিবে। গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া আসিবার পথে শেফালিকা দেখিল গাড়ীর দুই ধারে অনেকগুলি ভিক্ষুক জমিয়াছে। তার মধ্যে একটি ছেলে।—কি ভয়ানক রোগা সে! হাত-পা-গুলি যেমন সরু সরু, চোখের দৃষ্টিটিও তেমনি করুণ। তার দিকে তাকাইয়া শেফালিকা আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না; মৃদুস্বরে বলিয়া ফেলিল, "মা ওকে দুটি পয়সা দিন।" শাশুড়ী বলিলেন, "কেপেচ বৌমা! কত কষ্টের রক্ত-জল-করা পয়সা এই সব গোদা-গোপ্সা মাগী-মিন্সেদের মধ্যে বিলোবে? ও-সখ হবে টবে না বাপু।"

শেফালিকা আর কিছুই বলিল না। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সেই রোগা ছেলেটির সঙ্গে শেফালিকার করুণ দৃষ্টিবিনিময় হইয়াছিল। মৌন করুণ দৃষ্টির ভিতরে করুণার সন্ধান পাইয়া দুর্ব্বল বালক যথাশক্তি গাড়ীর পিছু পিছু দৌড়িয়া।

গাড়ী যখন চোখের আড়াল হইল, তখন সেই বালকটি কি করিয়াছিল? নিরাশার প্রবল আঘাতে এবং শারীরিক পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া নিশ্চয় সে বসিয়া পড়িয়াছিল।

—কি তখন ভাবিতেছিল সে?—

শেফালিকা আর ভাবিতে পারিল না। বারান্দার উপরে বসিয়া পড়িয়া আকাশের

দিকে তাকাইয়া যোড় হাতে বলিল—"হায় ভগবান্, আমাকে যদি অন্ধত্বের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছ, তবে অন্ধ কর নাই কেন?"

শ্রীমতী চারুলতা দেবী।

অনন্তের প্রতি।

অনন্ত আকাশ-তলে জাগে ওই অনন্তের ছবি!
মিছেই মরিনু ঘুরে, তাঁরে তো কখন নাহি ভাবি!
সুন্দর ধরায় আমি বৃথা হায়, পাতিলাম কত,
একবার ভাবি নাই কা'র কাজে আছি নিয়োজিত!
ধনের লালসা করি ঘুরে মরি এ-দেশ সে-দেশ!
কোথাও গো সুখ নাই, প্রাণে নাহি শান্তির লেশ।
ক্রমেতে যেতেছে কেটে জীবনের গণা দিন-ক'টা।
সম্মুখেতে ভীম মেঘ আসিতেছে করি ঘন ঘটা!
এত মরিলাম খেটে, মিটিল না জীবনের তৃষা!
এখন আঁধার সব, সম্মুখেতে মহা অমানিশা!
কেমনে আঁধারে হাঁটি' যাব সেই অনন্তের পথে?
এই সব পরিজন কেহ তো যাবে না মম সাথে!
এখনো তাপিত প্রাণে যেতে চাই অনন্তের কোলে;
তাপিত জনার স্থান মিলিবে কি সেই পদতলে!

শ্রীমতী প্রতিভা সুন্দরী দেবী।

অপ্রাকৃতে বিশ্বাস।

আজকাল ইয়ুরোপে প্রেততত্ত্ব (Spiritualism) লইয়া খুব আলোচনা চলিতেছে। বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছেন। গণ্ডায় গণ্ডায় মিডিয়াম্ (Medium) আবির্ভূত হইতেছে এবং ভূতের সহিত সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় কথাবার্ত্তা চালাইয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতেছে। মহা মহা জড়বাদিগণ, যাঁহারা এতদিন জড়বাদের (Materialism) স্তম্ভস্বরূপ দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহারা এখন ক্রমে ক্রমে ভূতে বিশ্বাসী হইতেছেন; এমন কি কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকও ভূতবাদীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন। আবিষ্ট অবস্থায় মিডিয়ামের গাত্র হইতে একটী আশ্চর্য্য জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ নির্গত হয়; ইহার নাম Ectoplasm; এই Ectoplasmই মৃতের আকার ধারণ করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং আত্মীয়স্বজনগণের সহিত কথাবার্ত্তা কহে। এই Ectoplasmএর স্বরূপ-নির্ণয়ে এখন বৈজ্ঞানিকগণ অতিব্যস্ত। কেহ ইহাকে দগ্ধ করিতেছে, কেহ ইহার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিতেছেন, কেহ বা বোধ করি, রসায়নাগারে ইহা প্রস্তুত করার চেষ্টাও করিতেছেন। ভূত-তত্ত্বে বৈজ্ঞানিকগণ এতটা অগ্রসর হইয়াছেন যে, মৃত আত্মীয়স্বজনের সহিত সাধারণ দেখা-শুনা কথা-

বার্ত্তা ত সামান্য কথা, তাহাদের দ্বারা অনেক কার্য্য সাধন করা হইতেছে, পরলোক-সংক্রান্ত বহু সংবাদ পাওয়া যাইতেছে এবং ইহার দরুণ নিজকে পূর্ব্ব হইতেই পরলোকের জন্য প্রস্তুত রাখিবার সুবিধা হইতেছে। ব্যাপার এতদূর গড়াইয়াছে যে, সেদিন একখানি মাসিকপত্রে দেখিলাম, কোন এক বিজ্ঞান-ধুরন্ধর ভূতদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য পরলোক ও পৃথিবীর মধ্যে টেলিফোন্ চলিতে পারে,এরূপ যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন্। এই অভিনব টেলিফোনের পার্শ্বে চেয়ারে বসিয়া, Mouth-piece টী ধরিয়া প্রেত-লোকস্থ আত্মীয় স্বজনের সহিত আরামে কথা-বার্ত্তা কওয়া যাইতে পারে ; তাঁহাদিগকে আর কষ্ট স্বীকার করিয়া এই মর-পৃথিবীতে আসিতে হইবে না। ব্যাপার যখন এতদূর গড়াইয়াছে, তখন কোন্ দিন বা তনিব-ভূত-রাজ্য জয় করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে ; বড় বড় ৫।৬ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত Howcitzar লইয়া প্রেতরাজ্য ধ্বংস করিয়া, ভূতদিগকে ধরিয়া আনিয়া পৃথিবীতে 'ভূতের মত' খাটান হইতেছে।

আমাদের আদর্শ সভ্যদেশ ইয়ুরোপেই যখন এই অবস্থা, তখন অন্যান্য দেশের কথা বলা বাহুল্য মাত্র। বাস্তবিক যতই সভ্যতা-লোকে আলোকিত হউক না কেন, ভূতে বিশ্বাস কোন দেশ হইতে সমূলে উৎপাটিত হয় না। অসভ্য ও অর্দ্ধ-সভ্য দেশগুলিতে ভূতের অস্তিত্ব জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধির ন্যায় সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়। ঐ সকল দেশে এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কেহ যাইতে সাহস করে না, যাইবার ইচ্ছাও করে না, যাইবার ক্ষমতাও কাহারও নাই। সভ্যতা-হিসাবে যে জাতি যত নিম্নে, সে জাতির ভূত-বিশ্বাস ততই অধিকতর প্রকট। কিন্তু কোন জাতি যখন নিম্নস্তর হইতে ক্রমশঃ উচ্চে উঠিতে আরম্ভ করে, অন্যান্য পরিবর্ত্তনের সহিত তাহার ভূতে বিশ্বাসও শিথিল হইয়া আসে ; এবং যখন অতিউচ্চে উঠিয়া সভ্য বলিয়া গণ্য হয় ও স্বাধীন চিন্তা করিতে শিখে তখন এই বিশ্বাস প্রায় অন্তর্হিত হইয়া যায় ; কিন্তু একেবারে লুপ্ত হয় না। মনের অতিগভীর অংশে ইহা সমাহিত হইয়া থাকে এবং সুযোগ পাইলেই ইহা পুনরায় প্রকট হইয়া উঠে। ইয়ুরোপের এখন সেই অবস্থা হইয়াছে। এতদিন সমাহিত অবস্থার পর তথায় ভূতে বিশ্বাস সুপ্ত বিষ্ণু-বিগ্রহের ন্যায় পুনরায় জাগিয়া উঠিয়াছে।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, ভূতে বিশ্বাস করাটা মানুষের স্বভাব। মনুষ্য প্রকৃতি এরূপভাবে গঠিত যে, ইহা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ-ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না। একটা কিছু অপ্রাকৃত, যাহা এই পৃথিবী হইতে বিভিন্ন, একটা কিছু আশ্চর্য্য, একটা কিছু অদ্ভুত, যাহা সচরাচর ঘটে না, একটু কিছু ধূমাচ্ছন্ন কুহেলিকাময় রহস্যময় অর্দ্ধদৃশ্য অর্দ্ধাদৃশ্য ব্যাপার, যাহার সম্পূর্ণ মর্ম্ম পরিগ্রহ করা যায় না—এইরূপ একটা কিছু মৃত্যুর পর ঘটে, এই বিশ্বাস না করিয়া সাধারণ মনুষ্য বাঁচিতে পারে না। ছাদ যেরূপ স্তম্ভ না থাকিলে পড়িয়া যায়, সাধারণ মনুষ্যও তদ্রূপ একটা কিছু কাল্পনিক অপার্থিব বস্তুর উপর ভর না করিলে দাঁড়াইতে পারে না। মৃত্যুতেই সব শেষ; যতদিন পৃথিবীতে আছি, ততদিনই অস্তিত্ব আছে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চিরকালের

জন্ত অনস্তিত্বে (nothingness) ডুবিয়া যাইব, বিশ্বের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়া যাইব, অথবা আত্মীয়-স্বজন মৃত্যু-মুখে পতিত হইলে পুনরায় কখনও তাহাদের দেখিতে পাইব না, কখনও তাহাদের সহিত মিলিত হইতে পারিব না, গতকল্য যাহাকে সহাস্যমুখে কথা কহিতে দেখিয়াছি আজ তাহার মৃত্যুতে সে চির-কালের জন্ত লুপ্ত হইয়া গেল, আর তাহার কখনও দেখা পাওয়া যাইবে না, ভালবাসার সামগ্রী প্রেমের পাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ লুপ্ত হইবে, সে আদৌ না থাকিলে যাহা হইত সেইরূপ হইবে, অনন্ত-কালের জন্ত তাহার আর কোন সন্ধানই পাওয়া যাইবে না,—এই সকল ভয়াবহ কল্পনার উপর দাঁড়াইবার শক্তি সাধারণ মনুষ্যের নাই। সেইজন্ত মানুষ কাল্পনিক কিছু খাড়া করিয়া তাহার উপর দাঁড়াইতে চায়। এই প্রকারে পরলোকে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, এই বিশ্বাস স্বভাবজ। অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বাধীনচিন্তাশক্তি-হীনতা হেতু নিজ নিজ স্বভাব-দ্বারা চালিত হইয়া ভূতে বিশ্বাস করে। ক্রমে তাহাদের স্বাধীন-চিন্তাশক্তি যতই বর্দ্ধিত হয়, ততই তাহারা সহজ স্বভাব-চালিত পথে না চলিয়া, যাহা সভ্য তাহার অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে। সেইজন্ত তখন তাহাদের ভূতে বিশ্বাসের হ্রাস হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, ভূতে বিশ্বাস করা মানুষের স্বভাব। একণে দেখা যাউক ভূতবাদি-গণ ভূতের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে কি প্রমাণ দেন। প্রথমতঃ ভূত কি ?* ভূতের সম্বন্ধে সকলেরই কিছু না কিছু ধারণা আছে; সুতরাং এ প্রশ্নের উত্তর লইয়া মাথা ঘামাইবার দরকার নাই।

মৃত্যুর পরের অবস্থা ভূত। কিন্তু সকলকে কি ভূত হইতে হয়? ইহার উত্তরে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন কথা বলে। কোন জাতি বলে, অপঘাতে মৃত্যু হইলে ভূত হইতে হয়; কোন জাতি বলে জীবন ধরিয়া অসৎকার্য্য করিলে ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়; আবার কোন কোন জাতি বলে সদসদ্-নির্বিশেষে সকলকেই ভূত হইতে হয়। যাহা হউক, একটী বিষয়ে সকলেই একমত যে, ভূতাবস্থা মৃত্যুর পরের

* কেহ বলেন ভূত একপ্রকার অশরীরী প্রাণী, কেহ বলেন, ইহা এক প্রকার হাওয়া, কেহ বলেন, ইহা সূক্ষ্ম দেহধারী জীবাত্মা। এইরূপ নানা মত প্রচলিত আছে। ইহাদের আকারসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন। কেহ বলেন, ইহা তালগাছের ন্যায় লম্বা, কেহ বলেন ইহা মনুষ্যের কঙ্কালের ন্যায় দেখিতে, আবার কেহ বলেন ইহা জীবিতাবস্থায় যে আকারে ছিল সেই আকারেই দৃষ্ট হয়। ভূতদিগের বর্ণ সাধারণতঃ মসী-বিনিন্দিত হয়। ইহাদের মুখাকৃতি যে যত ভীষণ কল্পনা করিতে পারিবে, সে ততই সত্যের নিকটবর্ত্তী হইবে। প্রতিদেশেই ভূতের শ্রেণী-বিভাগ আছে আমাদের দেশে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীর ভূতের কথা শুনা যায়। সাধারণ ভূত, পেত্নী, শাঁকচুন্নী, গোভূত, ব্রহ্মদৈত্য, মামদো ইত্যাদি! পাঠক ভূতপেত্নী-নামক পুস্তকে খোঁজ করিলে আরও বিস্তর নাম পাইবেন। মনুষ্যের ন্যায় ভূতদিগের লিঙ্গ-ভেদ আছে; পেত্নী ও শাঁকচুন্নী স্ত্রী-ভূত, অন্যান্য গুলি পুরুষ-ভূত। ইহাদের আবার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান আছে; সেই স্থানকে হান্টা জায়গা (haunted) বলে। ইহাদের বাহির হইবার একটী সময় বাঁধা আছে। (১) দুপুর বেলা (২) দুপুর রাত্রি। অমাবস্যার রাত্রিতে ইহাদের সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত হয়। ইহারা নাকী-সুরে কথা কয়ে ও সুবিধা পাইলে মানুষের ঘাড় ভাঙ্গে। স্ত্রীভূতগণ বড় মৎস্যপ্রিয়। এইরূপ বহু প্রবাদ আছে।

অবস্থা। এক্ষণে প্রশ্ন, মৃত্যুর পরে মনুষ্যের কি অবস্থা হয়?

এই প্রশ্নের অনেক উত্তর আছে। মৃত্যুর পরের অবস্থা জীবিতাবস্থায় কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সব কয়টা উত্তরই আনুমানিক। এই আনুমানিক উত্তরগুলির মধ্যে যেটা একটু বিশ্বাস্য সেইটাই গ্রহণযোগ্য। প্রথমতঃ ধরা যাউক, মৃত্যুর পর আমাদের কি অবশিষ্ট থাকে? মৃত্যুর অর্থ জড় দেহের ধ্বংস। অতএব জড়দেহ মৃত্যুর পর থাকে না। সুতরাং, দেখা যাইতেছে, মনুষ্যের প্রাণ বলিয়া যদি দেহাতিরিক্ত কিছু থাকে, মৃত্যুর পর তাহাই অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু এই প্রাণ জড়েরই যদি রাসায়নিক রূপ-পরিবর্ত্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে দেহের ধ্বংসের সহিত প্রাণেরও ধ্বংস হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে মৃত্যুর সহিত সব শেষ। এতদনুযায়ী ভূত বলিয়া কোন জিনিষ থাকিতে পারে না। ইহারই নাম জড়বাদ (materialism)। ইহার মূলমন্ত্র চার্ব্বাকের সেই অমর কাহিনী 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।' এক্ষণে প্রাণ বলিয়া জড় হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তুর অস্তিত্ব ধরিয়া লওয়া যাউক। প্রাণের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করিলেও ভূতে বিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না। জড় দেহ পরিত্যাগ করিয়াই যে আমাদের সূক্ষ্ম দেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূত সাজিতে হইবে, তাহার প্রমাণ কি! প্রাণের স্বরূপ কেহ জানে না। এই প্রাণের কত-প্রকার অবস্থা হইতে পারে, কে তাহা জানিবে? বস্তুতঃ, এরূপ অনেক লোক আছেন, যাঁহারা প্রাণের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, এমন কি পুনর্জ্জন্মে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করেন, কিন্তু ভূতে বিশ্বাস করেন না।

অতএব দেখা যাইতেছে, ভূতবাদিগণ এ-দিক্ হইতে কিছু বলিতে পারেন না। এক্ষণে তাঁহারা প্রত্যক্ষের দিক্ হইতে কি বলেন দেখা যাউক। প্রত্যক্ষ ভূত দেখাইতে পারিলে অকাট্য তর্ক অপেক্ষাও অধিক বিশ্বাস হয়। ভূতবাদিগণের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের অভাবও নাই; তবে দুঃখের বিষয় প্রত্যেক প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হইতেই আজকাল কিছু না কিছু গলদ বাহির হইতেছে। প্রেত-তত্ত্বের মধ্যে এই প্রত্যক্ষপ্রমাণ অংশটাই নিতান্ত আজগবী-ব্যাপার; সুতরাং, সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ-যোগ্য। (ক্রমশঃ)

শ্রীদাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিরুত্তর।

স্তব্ধ জোছনা-রাতে
কে যেন রে কোথা হতে
বলে মোরে ডেকে ডেকে—
"ওরে দিন বহে যায়,
এখনো মোহের ঘোর
ভাঙ্গিল না কিরে তোর?

জীবনের দিনগুলি
একে একে গেলে চলি,
হতাশের শ্বাস ফেলি
শেষে কি কাঁদিবি, হায়?"
আমি আকাশের পানে
চেয়ে রই শূন্যমনে

সুধাংশু-বদন হেরে
ভাসি শুধু অশ্রু-নীরে!

কি কথা যে কব তারে
ভেবে কিন্তু নাহি পাই!

শ্রীমতী বিনয়কালী দেবী।

বিবিধ।

১। একজন ফরাসীদেশীয় বিজ্ঞ চিকিৎসক অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যাঁহাদের মাথার চুল কম, তাঁহারাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্। তিনি বলেন যে, চুল গজাইতে অত্যধিক পরিমাণে শক্তির প্রয়োজন হয়। যদি আমাদের মস্তিষ্কের অত্যধিক পরিচালনা হয়, তাহা হইলে জীবনীশক্তি ঐ কাজেই ব্যাপৃত থাকে, চুল উঠিবার জন্য আর তাহা ব্যয়িত হইতে পারে না। অধিকন্তু চিন্তার চাপে মস্তিষ্ক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং খুলিকে ঠেলিয়া তুলে। সেইজন্য মস্তকের চর্ম্মের উপর যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, সে-গুলি রুদ্ধ হয়, এবং চুলের গোড়ার ক্ষতি হয়। পরিণাম এই হয় যে, অত্যন্ত চিন্তাশীলতার জন্য মাথায় টাক পড়িয়া যায়।

চিকিৎসকপ্রবর পশুজীবন হইতে উদাহরণ দিয়াছেন। লোমাবৃত ভেড়া বুদ্ধিহীনতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। হস্তীর গাত্রে লোম খুব কম; ফলে হস্তীর অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি। সীল-মৎস্য, অশ্ব প্রভৃতি যে সমস্ত জন্তু মনুষ্য-কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়া অত্যধিক-পরিমাণে বুদ্ধির পরিচয় দেয়, তাহাদের গাত্রে অধিক লোম জন্মে না।

যাঁহার মস্তক কেশহীন, তাঁহার এত-দিন কেবল এই সান্ত্বনা ছিল যে, টাক টাকার চিহ্ন, কিংবা কেশের অভাব-দুঃখ অদূর ভবিষ্যতে টাকার প্রাচুর্য্যে দূরীভূত হইয়া যাইবে। আজ এই সিদ্ধান্ত আর একটি নূতন আশ্বাসবাণীর সৃষ্টি করিল।

২। যাঁহারা দিবসে অনেকক্ষণ ধরিয়া মস্তিষ্ক-চালনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে কাজ করিবার পর পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া বেড়ান ভাল; আর নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে একবার মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করা উচিত। ইহাতে মস্তিষ্কের ক্লান্তি দূর হইয়া যায়। মুক্ত-বায়ুতে ভ্রমণ সম্ভব না হইলে ঘরের জানালা খুলিয়া দিয়া কিছুক্ষণ রাত্রিকালের শীতল বায়ু সেবন করা উচিত।

রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে একবাটী উষ্ণ দুগ্ধ পান করিলে শরীর স্নিগ্ধ হয় ও শীঘ্র ঘুম আসে। সম্ভব হইলে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে আধ-ঘণ্টা দিনের কার্য্য হইতে পৃথক অন্য কোন কার্য্যে ক্ষেপণ করা উচিত। ছাত্রেরা সঙ্গীত-সাধনায়, ব্যবসায়ীরা লঘু-সাহিত্যচর্চ্চায় এবং গৃহকর্ম্ম-নিরতা স্ত্রীলোকেরা কোন আনন্দপ্রদ-পুস্তক-পাঠে এই সময় অতিবাহিত করিতে পারেন। তাহাতে শরীর ও মন কিছুক্ষণের জন্য প্রফুল্ল হইয়া নিদ্রার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে পারে।

৩। অধিকাংশ লোককেই যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তাহার দেহের শুষ্কত্বের অধিকাংশ ভাগ কি হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা

হইলে তিনি খুব সম্ভবতঃ বলিবেন যে, অস্থি হইতে। সেটী তাঁহার ভুল। দেহের ওজনের প্রায় তিন চতুর্থাংশ জল। দেহ-রক্ষার নিমিত্ত জল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের শরীরের উত্তাপ যদি বাহিরের উত্তাপের সমান হয়, তাহা হইলে আমরা বাঁচিতে পারি না। কারণ, আমাদের দেহের সাধারন উত্তাপ ৯৮॥ ডিগ্রি আর বাহিরের সাধারণ উত্তাপ ১০৪ ডিগ্রি। আমাদের শরীরের উত্তাপ ১৮॥ ডিগ্রির অধিক হইলেই আমরা তাহাকে জ্বর বলি। আমাদের দেহের উত্তাপ যাহাতে না বাড়ে, সেইজন্যই আমরা জল পান করিয়া থাকি এবং জলই আমাদের শরীরকে ঠাণ্ডা রাখে। জল আমাদের খাদ্য-পরিপাকে অনেক সাহায্য করে। যাঁহারা অজীর্ণ-রোগে কষ্ট পান, তাঁহাদের ঔষধের পরিবর্ত্তে জল পান করা কর্ত্তব্য।

অনেকে মার্কিনদিগের কার্য্য-তৎপরতা দেখিয়া বিস্মিত হন এবং ভাবেন—ইহাদের এই সকল উদ্ভাবনাশক্তি ইহাদের মিশ্রজাতিত্ব-সমুদ্ভূত। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, ইহার কারণ, মার্কিনদিগের অত্যন্ত অধিকপরিমাণে জল-পান করা।

৪। জনৈক দন্তচিকিৎসক সম্প্রতি দন্ত পরিষ্কার রাখিবার বিষয়ে কয়েকটী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

(ক) প্রত্যেকবার আহারের পর বেশ করিয়া দাঁত মাজিয়া কুলকুচা করিবে।

(খ) দাঁতন না পাইলে বেশ করিয়া কুচা করিয়া মুখ ধুইয়া ফেলিবে।

(গ) খুব শক্ত অথবা লম্বা দাঁতন বা ব্রাস ব্যবহার করিবে না। ছোট দাঁতন সকলের পক্ষেই উপযুক্ত।

(ঘ) উপরের ও নিম্নের দাঁত দাঁতন বা ব্রাসের দ্বারা পরিষ্কার করিবে; কিন্তু দাঁতের মাড়িতে যেন আঘাত না লাগে। দাঁতে কিছু লাগিয়া থাকিলে, দেশলাই বা অন্য কাঠি বা পিন প্রভৃতি দিয়া তাহা খুটিয়া বাহির করা অকর্ত্তব্য।

(ঙ) ব্রাসে মুখ ধুইলে ব্রাসটী তাহা সপ্তাহে একবার করিয়া কার্ব্বলিক সলিউসান-দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লইবে।

(চ) নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে একবার দাঁতন করা একান্ত কর্ত্তব্য। দাঁতের উপরিভাগ বেশ করিয়া দাঁতন দিয়া পরিষ্কার করিবে। বৎসরে অন্ততঃ একবার চিকিৎসকের দ্বারা দন্ত-পরীক্ষা করাইবে। আহারের শেষে দাঁত পরিষ্কার রাখে এমন ফল খাওয়া উচিত।

৫। আমাদের সুরাজ শীতকালে এখানে আসিবেন বলিয়া কথা হইয়াছে। এদেশে তাঁহাকে কিরূপভাবে অভ্যর্থনা করা হইতে পারে তাহার আন্দোলন হইতেছে। ভারতবর্ষ-ভ্রমণ শেষ করিয়া সম্ভবতঃ তিনি জাপান যাইবেন। জাপান-সরকার তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

৬। লণ্ডন-সহরে মহাভারতের সাবিত্রী-কাহিনী এক অঙ্কের গীতি নাট্য-আকারে অভিনীত হইয়াছে। রচনা ইংরেজী ভাষায়। গান, দৃশ্য, প্রভৃতি মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল।

৭। পাটনা হাইকোর্টে শ্রীমতী সুধাংশু-বালা হাজরা নাম্নী এক মহিলা ওকালতি করিবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন।

৮। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারে সহরে এবৎসর এক নূতন গ্রীষ্মকালীন পরিচ্ছদ আমদানী হইয়াছে। মিশর দেশোৎপন্ন এক প্রকার

ঘাসের আঁস হইতে ইহা তৈয়ারী হইয়াছে। মিশর-দেশে ইহা হইতে উপাদেয় শাকের ঘণ্ট রান্না হয়। এই অদ্ভুত পরিচ্ছদ না-কি রেশম-তুলার পরিচ্ছদ অপেক্ষা বেশী টিকিবে।

৯। মার্কিণ রাজ্য কোটিপতির দেশ। মহিলাগণের মধ্যেও অনেকে প্রভূত সম্পত্তির অধিকারিণী। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইউরোপের সম্ভ্রান্ত অভিজাত বংশে বা রাজবংশে বিবাহ করিতেছেন। ইহাতে মার্কিণ রাজ্যের অনেক ধনসম্পত্তি তাঁহাদের বিবাহের সহিত বিদেশে স্থানান্তরিত হইতেছে। আমেরিকার পক্ষে ইহা একটা বিষম ভাবনার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

১০। মাননীয় স্বাস্থ্য-সচিব মহাশয়ের অনুরোধে গত ১৩ই আগষ্ট রমণীদিগকে স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিবার জন্য কাশীপুর চিৎপুর মিউনিসিপ্যাল টাউন হলে একটী পর্দ্দা সভা আহূত হইয়াছিল। ইহাতে কন্যা,পুত্রবধূ, মাতা, শ্বশ্রূ প্রভৃতি সমভিব্যাহারে প্রায় ৮০ জন ভদ্র মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। শিশু-মঙ্গল প্রভৃতি সাধনের জন্য বঙ্গীয় সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগের বিশেষ-সহকারিণী কুমারী ম্যাকিন্‌টোস সহকারী বিভাগের পরিদর্শিকা কুমারী ম্যাবেল সিংহের সহায়তায় নানাপ্রকার চিত্র, বায়োস্কোপ প্রভৃতি দেখান ও তাহার অর্থ বুঝাইয়া দেন। ম্যালেরিয়ার চিত্র দেখাইয়া বিশেষভাবে বলা হয় যে, এই রোগ দূর করিবার উপায় প্রত্যেক পরিবারের হস্তেই কিয়ৎ-পরিমাণে রহিয়াছে। বাটীর সন্নিকটে ভাঙ্গা টিন ও জিনিষপত্র, খোলা চৌবাচ্চা প্রভৃতিতে ম্যালেরিয়ার মশা জন্মে। সমুদায় স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে আর মশা জন্মিতে পারিবে না এবং ম্যালেরিয়াও দূরীভূত হইবে।

নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ এ-বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।—

ইংরাজি-অনার্স

প্রথম শ্রেণী।

সুদারাবা—ডাওসেসন কলেজ, ইলফম সোভারলেট ইমেলিয়া—ঐ।

দ্বিতীয় শ্রেণী।

লীলা নাগ—বেথুন কলেজ, এস বোস—এফ, এন, সীতা চট্টোপাধ্যায়—ডাওসেসন কলেজ, শ্যামমোহিনী ঘোষ এমিলি—ঐ, সুবোধবালা রায়—বেথুন, সিসিল ডি একা—, এফ, এন, নিখিলবালা গুপ্ত—বেথুন, ফিরোজ মানেকজা মাহের—ডাওসেসন।

বিশেষ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণা।

সরযুবালা বসু—বেথুন, মণিক চট্টোপাধ্যায়-ঐ, সুধা দত্ত—ঐ, গৌরীপ্রভা ভুয়ারা—ডাউসেসন, সুধীরবালা গুহ— বেথুন, মার্গারেট শান্তিময়ী রাওরাণী—ডাওসেসন, কমলা সরকার—এফ, এন, মালতী সরকার—ডাওসেসন

পাশলিষ্ট।

লাবণ্যলেখা ব্যানার্জ্জি—বেথুন, লাবণ্যপ্রভা বসু—ঐ, অমিয়প্রভা ভট্টাচার্য্য—ঐ, আশালতা খ্রীষ্টিয়ান—ডাওসেসন, সুমতিবালা দাস—বেথুন, সুমতিবালা দত্ত—ঐ, এনি সারা—ডাওসেসন, সুমতিবালা গুহ—ঐ, লক্ষি অম্বুমল—বেথুন।

সীলেট চূণ।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না ;
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকালস্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

কিলবরণ এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।

৪ নং ফেয়ারলি প্লেস্, কলিকাতা।

৺শারদীয়াপূজা উপলক্ষে

এক মাসের জন্য আনন্দ-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে।

বাড়ী যাইবার পূর্ব্বে প্রিয়জনের জন্য কি উপহার লইয়া যাইবেন একবার আসিয়া দেখিয়া যাইবেন।

বিশেষ সুবিধা।

আমরা বিবাহের, অন্নপ্রাশনের, যৌতুকের গহনা ২৪-ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করিয়া থাকি।

বিনামূল্যে ক্যাটালগ গ্রহণ করুন।

অসম্ভব সম্ভব হইল! ১ম উপহার। কল্পনা সত্য হইল!

১০৲ টাকায় গিনির আংটী।

উপরি উল্লিখিত ১নং প্লেন শাপ

আংটী সোনা ও মজুরী

সমেত ১০৲ টাকায় ও ২নং লেডী রিং পাপর সমেত ১৫৲ টাকায় প্রাপ্ত হইবেন; মাপ পাঠাইবেন।

কুমারীমাকড়ী

গাঁটি গিনি স্বর্ণে প্রস্তুত অথচ মায় মজুরী মূল্য ৬৷৷০ ছয় টাকা আট আনা মাত্র; মাশুলাদি ৷৵০ আনা।

২য় উপহার।

প্লেন বালা.

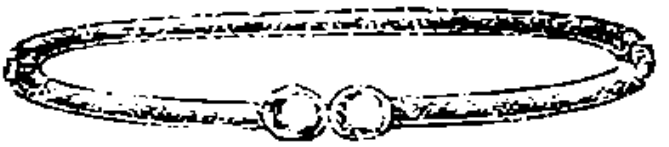

ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য এরূপ সুন্দর ও সুলভ অলঙ্কার আর নাই। প্লেন গিনির বালা—হাইপালিশ অভিনব গঠন—প্রতি জোড়া মূল্য ছোট ২০৲ টাকা, বড় ৩০৲ টাকা। মাপ পাঠাইবেন।

মণিলাল এণ্ড কোং

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চ্চেণ্টস্

৪০নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। কলিকাতা। টেলিগ্রাম্স—[illegible]

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক্ রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলে গাত্রের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধিকরিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন্। এক শিশি মূল্য ১৲ এক টাকা ভিপিতে ১৷৵৹; তিন শিশির মূল্য ২৷৷৹, ভিপিতে ২৸৵৹। এক গ্রোস ১০৮৲।

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লীকষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদ-জনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

দেশীয় সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই সালসা সেবনমাত্রই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১৷৷৹ দেড় টাকা, ভি-পিতে লইলে মোট ২৷৵৹ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অভাবনীয় ব্যাপার। রমণীরঞ্জন চুড়ী। অলঙ্কারের যুগান্তর।

মায়াপুরী মেটেলে প্রস্তুত।

মায়াপুরী মেটেলে প্রস্তুত।

যাহা হইবার নয়—যাহা কেহ কল্পনায় এ পর্য্যন্ত আনিতে পারেন নাই—সেই অসম্ভব সম্ভব হইতে চলিল। রমণীরঞ্জন চুড়ি এ-যাবৎ কেবলমাত্র গিনি-স্বর্ণেরই প্রস্তুত হইত—কেমিক্যাল বা অন্য কোনও ধাতুতে ইহা এ পর্য্যন্ত কেহই প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। আমরা বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে ইহা প্রস্তুত করিয়াছি; কেমিক্যালের কিংবা অন্য ধাতুর সমস্ত চুড়িই সাধারণে ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে একবার রমণীরঞ্জন চুড়ি এক সেট ক্রয় করিতে অনুরোধ করিতেছি। এক সেট পাঁচ টাকায় ক্রয় করিলে আপনার পাঁচ শত টাকার গিনির চুড়ির অভাব মোচন করিবে।

মূল্যাদি এক সেট ৮ গাছা ৫৲ পাঁচ টাকা।

"মায়াপুরী মেটেলের" লক্ষ লক্ষ প্রশংসাপত্রের মধ্যে একান্ত স্থানাভাবে কেবল কয়েকখানিমাত্র প্রকাশিত হইল।

সংবাদ পত্রের মতামত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"মায়াপুরি মেটেল" আবিষ্কৃত হইবার পর সমস্ত সংবাদপত্রে ইহার সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল। স্থানাভাবে কয়েক খানি মাত্র উদ্ধৃত হইল।

"হিতবাদী" সংবাদপত্র। • • দেখিতে ঠিক সোনার চুড়ির মত • • বহুদিন ব্যবহারেও রং নষ্ট হইবে না। কারণ ইহা গিলটি নহে, ধাতু-বিশেষের দ্বারা নির্ম্মিত।

"বঙ্গবাসী" সংবাদপত্র। • • মায়াপুরি মেটেলের অলঙ্কারের রং চিরদিন স্বর্ণের ন্যায় থাকিবে। কখন পালিস নষ্ট হইবে না। ইঁহাদের কারবারে প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা নাই।

"বসুমতী" সংবাদপত্র। • • আর কেহই এই পূজার সময়ে বিলাতী চুড়ী কিনিবেন না। ইঁহাদের গহনার রং চিরস্থায়ী বলিলেও হয়। ইঁহাদের সোনার জিনিষগুলিও সুন্দর হইতেছে।

দৈনিক পত্র "সন্ধ্যা"—পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহাদের গহনার রং বহুকাল-স্থায়ী। ইহাদের কাছে ঠকিবার ভয় নাই; ইহাদের দোকানে মহাপূজার মহাব্যাপার।

"হাওড়া হিতৈষী" সংবাদপত্র লিখিয়াছেন—ইহা অষষ্ঠ গহনা নহে। আদত গিনির গহনা ইহাদের গহনার কাছে হার মানিয়াছে। গহনার রং বহুকালস্থায়ী। জিনিষগুলি সুন্দর ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে।

"নায়ক" দৈনিকপত্র। চুড়ি বড় সুন্দর হইতেছে। বিলাতী চুড়ী ও কেমিকেল গহনার পরিবর্ত্তে সকলেরই ইহাদের গহনা ব্যবহার করা উচিত।

এইচ, ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং, ১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম

ভারতের সেরা।

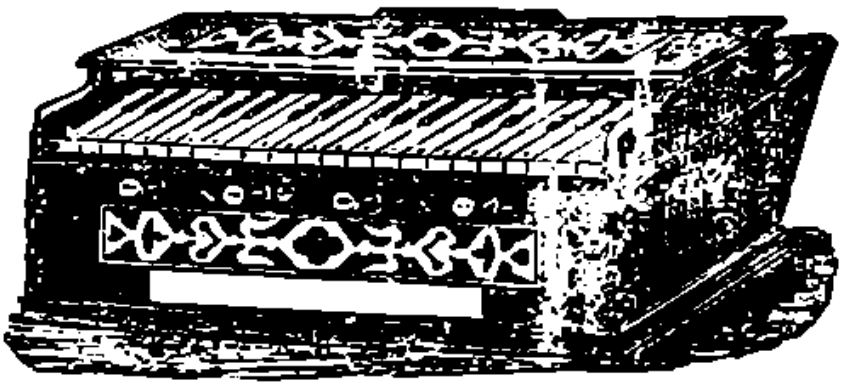

যাঁহারা শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম ব্যবহার করেন, তাঁহাদের কোনরূপ ভুগিতে হয় না। সুর নামিয়া যাওয়া, কিঁ কিঁ করা, ছাড়িয়া যাইয়া ছওয়া প্রভৃতি ব্যাধায় শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মকে ধরে না বলিলেই হয়। এই সকল গুণের জন্যই শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মের এত আদর ও খাতির।

3 Oct. Single Reed,	4 stops	Rs. 20 & 25
,, Double	5	35.40&45
Other Varieties—	from	50 to 300

হারমোনিয়ম-শিক্ষা Rs. 1 &2

আলিবাবার গানের স্বরলিপি—1-8

সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র, গ্রামোফোন, রেকর্ড, পিন প্রভৃতি আমরা বিক্রয় করি।

শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৪নং ডালহউসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE

Sarat Ghose & Co.

CALCUTTA

গোল্ডেন ব্রেন পিল্স

ভারতবাসীর নিজস্ব।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ব্রেন পিলের জন্মকথা বিনামূল্যে।

"গোল্ডেন ব্রেন পিল"

মাণ্ডুলাবুচারিং কোং।

কুণ্ডা, হাওড়া, (এস, পি)।

বীণাপাণি শাঁখা সম্বন্ধে

মহামহিমান্বিতা ময়ূরভঞ্জের মহারাণীর অভিমত।

H. H. The Dowajer Maharanee of Mayurbhanj Household Dept.
"RajaBagh" Kidderpore, Calcutta. 30th April, 1921.

"Her Highness has been greatly pleased with the neat and nice workmanship of the several pairs of "Binapani Bracelet" (বীণাপাণি শাঁখা) of different sizes you supplied her with. She wishes every success to your new enterprise."

(sd) D. Roy, Secretary.

বীণাপাণি শাঁখা

উৎকৃষ্ট হস্তিদন্তের উপর গিনি সোণার মোড়া—

প্রমাণ—১৫৲ টাকা

ছোট—১২৶০ হইতে ১৸০

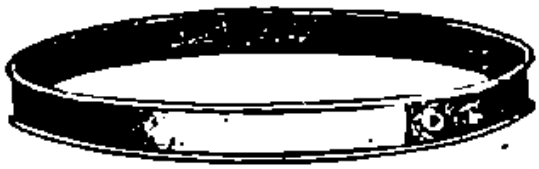

গৃহলক্ষ্মী শাঁখা

বিশুদ্ধ তামার উপর গিনি সোণার মোড়া—

প্রমাণ—১২৲ টাকা

ছোট—১০৶০ হইতে ৮৸০

প্রত্যেক শাঁখার সহিত সোণার ওজন দর মূল্যাদি সহ গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়। কব্জির মাপ আঁকিয়া অর্ডার করিলে ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। অপছন্দে বদল করা বা ফেরৎ দেওয়া চলিবে।

ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কস্,

৩৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—খুলনা টাউন।

November. Reg. No. C. 134

৫৯ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা

ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

কার্ত্তিক, ১৩২৮—নবেম্বর, ১৯২১।

সূচী

১। বিশ্ব প্রীতি (গান)—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্
২। বিশ্বের শিক্ষা—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-টি ২০৮
৩। বিসর্জ্জনী { গান—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী; স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা ২১৩
৪। স্মৃতিচারা (উপন্যাস)—শ্রীমতী নলীবালা দেবী ২১৬
৫। নিবেদন (কবিতা)—শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী ২২১
৬। ইঙ্গিত (কবিতা)—শ্রীমতী চারুলতা দেবী ২২৩
৭। প্রলোভন (কবিতা)—শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন ২২৩
৮। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল—শ্রীমতী সুনীতিবালা চন্দ, বি-এ ২২৪
৯। আলোর ধারা (গান)—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল ২৩০
১০। ব্রহ্মের মূর্ত্তিপরিচয়—শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, এম-আর-এ এস্ ২৩০
১১। স্মৃতিচারণা—শ্রীযুক্ত সরোজকুমার মুখোপাধ্যায় ২৩৪
১২। স্মৃতিচারণা (কবিতা)—শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৩৮
১৩। বঙ্গবধূ (পারিবারিক-চিত্র)—শ্রীযুক্ত ২৩৯
১৪। নানা কথা— ২৪৯

৫৩ নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কল্পনা প্রেসে শ্রীঅমূল্যচরণ সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩১ নং এন্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৶৹ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৹
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৹ (চারিআনা) মাত্র।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

বাজারের জিনিসের মত নয়।

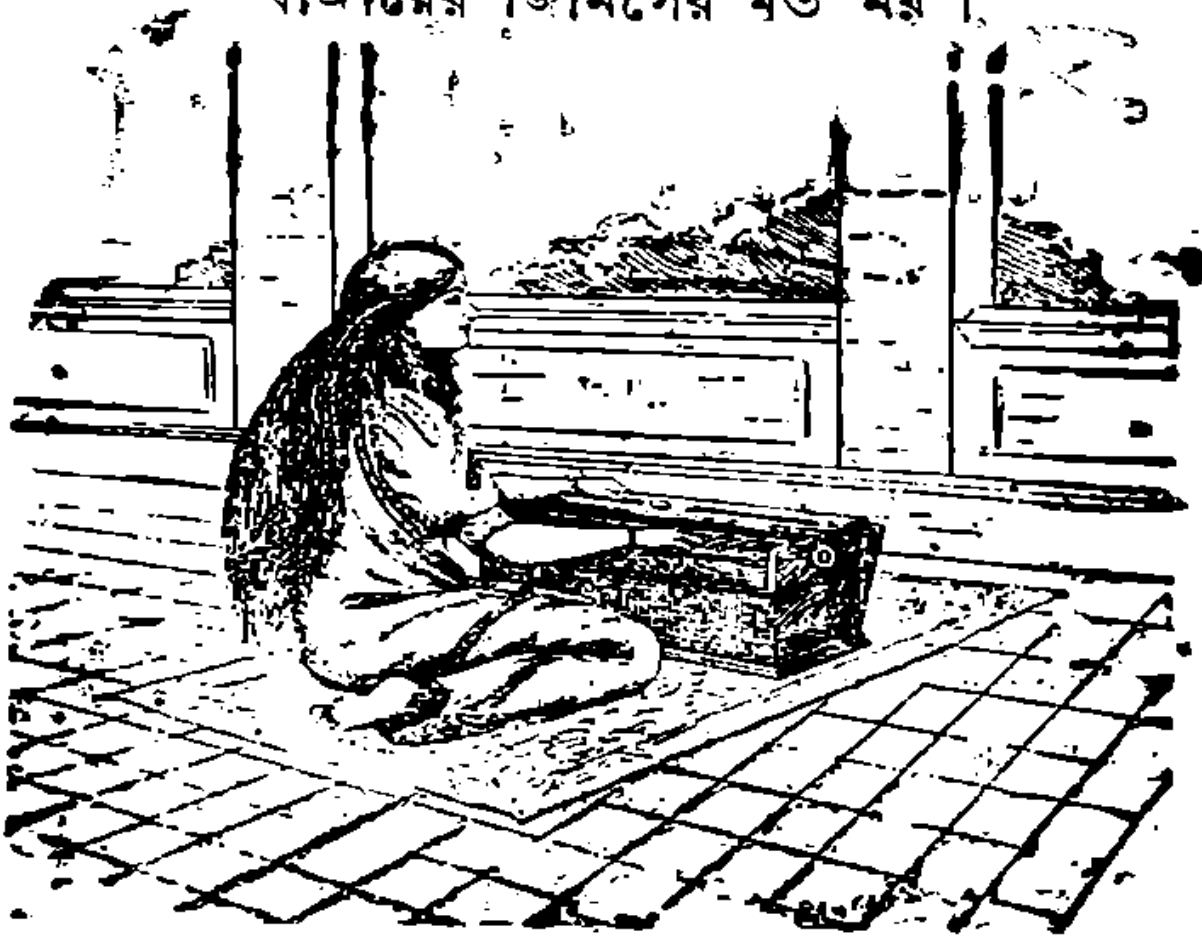

বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড মূল্য ২০৲ ও ২৪৲ টাকা।

২ সেট রিড মূল্য ৩০৲, ৪০৲, ৪৫৲, ৫০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত

কোর্টিং অর্গেন—মূল্য ৩০৲, ৪৫৲, ৭৫৲, ৭৫৲ ও ১০০৲ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৫৲, ১২৲, ১৫৲ ও ২৫৲ হইতে ৩০০ টাকা পর্য্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এসরাজ—মূল্য ১২৲, ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম যন্ত্রাদির তালিকা পাঠান হয়।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন,

৮৮ নং আলবার্টস্লি ষ্ট্রেমার, বালবাজার, কলিকাতা।

সাধারণ পাঠাগারের প্রাত

নব-বধূ প্রিয়জনের হস্তে উপহার দিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক, ৯ খানি তিন রঙের চিত্র আছে। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

একাল সেকাল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, উপহারের শ্রেষ্ঠ পুস্তক। প্যাডে বাঁধা, মূল্য ২৷৷০ টাকা।

বরের বাপ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, মূল্য ১৲ এক টাকা।

পল্লি সংসার। শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মূল্য ১৷৷০ টাকা।

অপরাধিনী প্রবীণ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৷০ টাকা।

বাদসাহ পিরু শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, মূল্য—১৲ টাকা।

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা প্রবীণ উপন্যাসিক শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মূল্য—১৷৷০ টাকা।

বন্দিনী জনপ্রিয় সুলেখক শ্রীযুক্ত শ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

আকালের মা। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

প্রজাপতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

কালের কোলে। শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত, মূল্য ১৲ এক টাকা।

মজজামাই শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

বড় ছোট শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। তৃতীয় প্যাডে উৎকৃষ্ট বাঁধাই, মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ভাগ্যলক্ষ্মী প্রিয়জনের হস্তে উপহার দিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক, শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত; মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত।

সহচরী প্রিয়জনদের হাতে দিবার অতুলনীয় সামগ্রী। প্রবাসীর মতে—"বইখানিতে বিশেষত্ব আছে।" আজই অর্ডার দিন। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

বনদেবী দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

সিঁথির সিঁদুর। শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। সীমন্তিনীগণের সীমন্তশোভা উজ্জ্বল করিবে। মূল্য ১।০ টাকা।

কাল-বৈ শ্রীসরচ্চন্দ্র দাস প্রণীত। আপনারা বাছিয়া লউন, কালো চাই কি দশা চাই। মূল্য ৷০ আনা।

পুণ্যের সংসার জনপ্রিয় সুলেখক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। পুণ্য ও পাপের গভীর চিত্র। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

ঘরভাঙ্গা শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, বঙ্গসংসারের নিখুঁত চিত্র, মূল্য ৸০ আনা।

কল্পেদীর পত্র। শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল্, প্রণীত। মূল্য ৷৷০।

অঙ্গহীনা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মূল্য— ১।০ পাঁচ সিকা।

শুভদৃষ্টি শ্রীযামিনীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য, মূল্য—১।০ পাঁচসিকা।

মজুমদার লাইব্রেরী, ১০৬নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

রাজনৈতিক গ্রন্থরাজি !

কর্ম্মময় জগতে জীবনসংগ্রামের দিনে, অসার শিক্ষাহীন উপন্যাস পাঠে জীবন ও সময় নষ্ট করিবার অবসর বাঙ্গালীর নাই।

পৃথিবীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারী জার্ম্মাণ সম্রাট্

কৈসর

ক্ষাত্রশক্তে দম্ভে আত্মহারা, বিশ্বজয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় অধীর কৈসর কিরূপ ৪০ বৎসর-ব্যাপী সমর আয়োজনে পৃথিবী ধ্বংসের মত অস্ত্র—বিমান—রণপোত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহারই সুবিবৃতি। চতুর্থ সংস্করণ; সচিত্র বাঁধাই মূল্য ৸০ আনা।

কৈসর রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ—য়ুরোপ লঙ্কা-কাণ্ডের হনুমান

ক্রাউনপ্রিন্স

সেই যুবরাজ যিনি যে দিকে গিয়াছেন যে ক্ষেত্রে সৈন্য সঞ্চালন করিয়াছেন—তাহাই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে—সেই এ্যাণ্টোয়ার্প ভারডন বিধ্বংসী জলন্ত উল্কাসম ক্রাউনপ্রিন্সের বীরত্বলীলা ও প্রেমের খেলা। তৃতীয় সংস্করণ সচিত্র বাঁধাই মূল্য ৸০ আনা।

চাণক্য-কল্প কূটরাজনীতিক—
জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা

বিসমার্ক

কৈসরের গুরু, জার্ম্মাণীর সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতির প্রবর্ত্তক, কাথেলখাল নৌবহরের বিজেতা। সচিত্র তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ৸০ আনা।

জার্ম্মাণীর গুপ্তচর-বিভাগ

সমর-বিভাগের গুপ্ত-কাহিনী।

পাশ্চাত্য রণদেবতা কৈসর কি সুকৌশল-চাতুর্য্যে সমগ্র পৃথিবীর গুপ্ত সংবাদ সমস্ত দেশের সমস্ত জনপদপল্লীর ম্যাপ, ফটোচিত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন—সমস্ত শক্তি-বৃন্দের রাজনীতিক শক্তিসামর্থ্য, গুপ্ততত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া নখদর্পণে রাখিয়াছিলেন, বার্লিনে বসিয়া কেমন করিয়া সমস্ত পৃথিবীটাকে ঘরের ভিতর চক্ষের উপর দেখিয়াছিলেন, তাহাই সুবিবৃত। গুপ্তচরের অসাধ্য-সাধনে প্রাণপণ! ২য় সংস্করণ সৌখীন বাঁধা মূল্য ১।০ সিকা।

সাম্য-মৈত্রী—স্বাধীনতার বিজয় বৈজয়ন্তী

ফরাসী-বিপ্লব

যে বিপ্লব-সংঘর্ষে প্রজাশক্তির উত্থানে সমগ্র য়ুরোপের সম্ভ্রান্ত রাজগণ থরহরি কাঁপিয়াছিল—ক্ষিপ্ত প্রজাবিদ্রোহ প্রশমিত করিতে না পারিয়া সম্রাট্ ষোড়শ লুই—সাম্রাজ্ঞী অক্তনেত রাজা, সম্ভ্রম, ঐশ্বর্য্যচ্যুত হইয়া অবশেষে গিলোটিন-যন্ত্রে প্রাণ হারাইয়াছিলেন—সেই লোমহর্ষণ বিপ্লববাদ, বাঁধাই মূল্য ॥০ আনা।

রুসিয়ার মহাপ্রলয়

প্রলয়ের অগ্নিস্রোত ছুটিতেছে—রুসিয়ার প্রজার হৃদয় যে বিপ্লববহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল রাজশক্তির প্রবল অত্যাচারের—নৃশংসতার আহুতি প্রাপ্ত হইয়া সেই বহ্নি প্রতিজনপদপল্লীতে প্রলয়াগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতেছিল। সেই অগ্নিস্রোত লাভা-প্রবাহের মত সাম্রাজ্য-শক্তি—শান্তি—ঐশ্বর্য্য—পদমর্য্যাদা আভিজাত্য—ধনগৌরব মুহূর্ত্তে ভস্মসাৎ করিয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছে! অতুলা-প্রতাপশালী রুসসাম্রাজ্ঞীর ছিন্নমুণ্ড সেই জাতীয়-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইয়াছে! এ পৈশাচিক তাণ্ডব কিসের জন্য? প্রতিশোধ! প্রতিহিংসা! প্রতিবিহিংসা! রক্তে রক্তে প্রতিশোধ! সুন্দর ছাপা-সিল্কের বাঁধা মূল্য ১।০।

বিপ্লব-বিদগ্ধ বর্ত্তমান যুগের নূতন উৎপাত—নিগৃহীত প্রজাশক্তির একটা ভীষণ বিপ্লব-বহ্নি—

বলশেভিকবাদ

বলশেভিকবাদ কি? কিসে ইহার উদ্ভব? কোন্ শক্তির বলে ইহা বিশ্বজয়ী? কোন্ প্রলোভনের উন্মাদনায় বলশেভিকবাদ পৃথিবীতে বিদ্যুদ্বেগে প্রচারিত হইতেছে? এ বলশেভিক-বাদ ভাল কি মন্দ? লাভজনক কি ক্ষতিকারক? এ মতবাদ সভ্যতা ও স্বাধীনতার সমর্থক কি বিরোধী, তাহা প্রত্যক্ষ দেখুন, এ কি ঐন্দ্রজালিক-শক্তি, না লাভাপ্রবাহ। এণ্টিকে ছাপা, সচিত্র বাঁধা, মূল্য ১৷৷০ টাকা।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির—১৬৬নং বহুবা ড ষ্ট্রী, কলিকাতা।

অপদার্থ অনুকরণ

নিবারণকল্পে আমাদের ২০ বৎসরের
পরীক্ষিত ও সর্ব্বজনসমাদৃত
অকৃত্রিম শৃগালমার্কা

অশ্বগন্ধা ওয়াইনের পরিবর্ত্তিত নাম

অশ্বারিণ

পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক ও স্বাস্থ্য-সঞ্চারক। ইহা বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, কৃশ এবং ভগ্ন-স্বাস্থ্য ব্যক্তির পরম কল্যাণকর। ইহা প্রসবান্তের দৌর্ব্বল্যে এবং স্ত্রীরোগেরও মহোপকারী ঔষধ। ২৫৬ মাত্রা বোতল ৩৷৷০ টাকা, ৬৪ মাত্রা বোতল ১৲ টাকা।

ম্যালোর

(রেজিষ্টার্ড)

জ্বরঘ্ন ও ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক।

পালা, কম্প, দ্বিকালীন, ঘুষঘুষে জ্বর, নূতন ও পুরাতন সর্ব্ববিধ জ্বর, প্লীহা ও যকৃতাদি রোগের এমন ঔষধ আর নাই। ইহা ক্ষেতপাপ্‌ড়া, গুলঞ্চ, নিম্, চিরেতা প্রভৃতি উগ্র বীর্য্য হইতে প্রস্তুত। ২৫ মাত্রা ।৵ ৫০ মাত্রা ১৵০, ১০০ মাত্রা ২৲ টাকা।

ডাইজেষ্টীন (রেজিষ্টার্ড

অজীর্ণ, অম্ল, অগ্নিমান্দ্য উদরাময়, গ্রহণী, সূতিকা প্রভৃতি রোগের অমোঘ মহৌষধ। উপাদান—যমানী তৈল, পেপেইন ইত্যাদি। ২৫ ট্যাব্‌লেট ৷৷৵০ আনা, ৫০ ট্যাব্‌লেট ১৲০ আনা; ১০০ ট্যাব্‌লেট ২৲ টাকা।

"য়্যাজমল"

(ট্রেডমার্ক)

সেবনমাত্র হাঁপানি টানের দারুণ যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয় এবং ক্রমশঃ উপসর্গাদি প্রশমিত হইয়া শরীর সুস্থ হইতে থাকে। প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ম্যালোর এবং ডাইজেষ্টিন বিনা প্যাকিং ও ডাকমাশুলে আর পাঠান হয় না, সকল ঔষধেরই ডাকমাশুলাদি গ্রাহকগণকে দিতে হয়।

ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্,

১নং হোগলকুড়িয়া, সিমলা, কলিকাতা।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲ ; নির্ম্মাল্য—(গল্পগ্রন্থ) দ্বিতীয় সংস্করণ—রেশমী বাঁধাই—১।০ ; কেতকী—(গল্পগ্রন্থ)—সিল্ক বাঁধাই—১৲ স্পর্শমণি—(উপন্যাস) দ্বিতীয় সংস্করণ—২৲ ।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

BHARAT DHARMA MAHAMANDAL

THE ALL-INDIA HINDU-SOCIO-RELIGIOUS ASSOCIATION.

General President H. H the Maharaja of Darbhanga, *G. C. I. E.*

Fees for General Members Rs. 5 a year.

Members have the privileges of (*a*) the Mahamandal Benevolent Fund ; (*b*) the Mahamandal Magazine (in English),—a High Class Monthly *free* ; (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications at three-fourth price.

PROSPECTUS & SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE

The General Secretary: Sri Bharat Dharma Mahamandal, Benares Cantt.

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

নগীয় অধ্যাপক স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—"অম্লশূলান্তক-সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C. I. E. মহোদয় বলেন,

"শ্রীযুক্তবাবু মথুরানাথ মজুমদারকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। বৈদ্যকে ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের হাত। ইহার চিকিৎসায় বেশ যশ আছে। ইনি বাঙ্গালার কবিরাজী-সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশ আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের ৺ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহোদয় বলেন,

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মথুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি মহাশয় আমার সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। আমার মিত্র ও পরিবারবর্গের জন্য তিনি যে সকল ঔষধ-ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই সুফল পাইয়াছি। তিনি জীবনে উন্নতি লাভ করিলে, আমি অত্যন্ত সুখী হইব।"

কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি,
৪৮ নং বোসপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

মণ্ডল ফ্লুট।

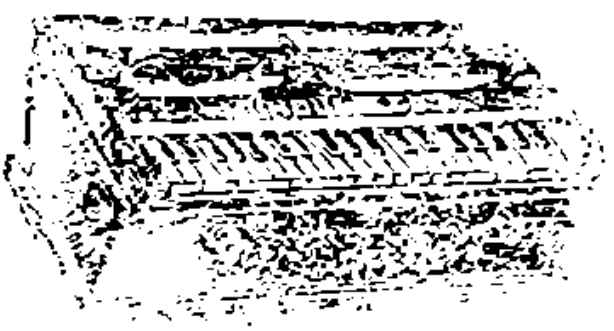

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতির দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অক্টেভ ৩ ষ্টপ ৩৫৲, ঐ সুক্ষ্ম কাজ করা৪০৲ টাকা। ঐ দুই পেট রীড্ ৪ ষ্টপ ৬০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং— ১৯নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নূতনসংবাদ! নূতন সংবাদ!

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া সরস্বতী রচিত

ঐতিহাসিক ঘটনাবলম্বনে অঙ্কিত বৃহৎ পঞ্চাঙ্ক নাটক

মোহের প্রায়শ্চিত্ত সদ্যঃ প্রকাশিত হইল! মূল্য ১।০ মাত্র

জীবন্ত উদ্মাদনার জ্বলন্ত বিদ্যুদ্-বাহিনী সম্মোহন-মন্ত্রময়ী অভিনব সৃষ্টি। ভাষার পরিচয় দিবার নয়। পাঠক পাঠিকা সত্বর হউন! 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিক প্রকাশিত মনীষিজন-প্রশংসিত, ভাবুক-হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস

ইমানদার (যন্ত্রস্থ) শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

লেখিকার অন্যান্য বই ঃ—সেখ আব্দু ১৷৷০, নমিতা—২৲, আড়াই চাল—৷৷০, মিষ্টিসরবৎ ১৷৷০।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের জীবনদশা

অর্থাৎ

আমাদের অধঃপতনের মূল-কারণ, ইন্দ্রিয়-সংযম না করিবার পরিণাম, বসবাসের অবস্থা, অসঙ্গত ভোজন-পদ্ধতি, মনঃ-সংযমের উপকারিতা এবং আমাদের এই দুরবস্থা কবে অপনীত হইবে ইত্যাদির বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত পুস্তক বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে বিতরণ করা হয়।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস্ লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯৫।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা-রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্মমিটার, ষ্টিথসকোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী-কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে;—মূল্য ৸৵০;—হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 699. November, 1921.

"কন্যাপেব্যং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশ চন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৯ বর্ষ। ৬৯৯ সংখ্যা। কার্ত্তিক, ১৩২৮। নবেম্বর, ১৯২১। ১২শ কল্প। ২য় ভাগ।

বিশ্ব-প্রীতি।

মিশ্র পূরবী।

আহা! এই হাওয়াতে প্রাণে আমার
কি গান গায়!
গোপনে মোর মরম-মাঝে
কি শুনায়!
এই যে শ্যামল তৃণের রাশি
কি যে আমি ভালবাসি!
আহা! কাঁচা-সবুজ এমন হাসি
কে জাগায়!
ওগো মোহন, ওগো মধুর
এই তুমি—
আছ এই ভুবন, দেহ,
মন চুমি'!

ফুলে ফুলে সন্ধ্যাকাশে,
রবি তারায় শশীর হাসে—
আহা! স্থলে জলে রূপ বিকাশে
কি শোভায়!
আমি যে আর পারি নে গো,
দে-গো আমায় ডুবিয়ে দে গো,
ঘুচিয়ে দে মোর হিয়া-কায়া
ঐ আভায়!
নিখিল সনে মধুর হব,
পাব বঁধুর পরশ নব,
ভাসিয়ে দেব তরী হঠাৎ
অজানায়!

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

শিশুর শিক্ষা। *

শিশুর শিক্ষা ও পেষ্টালট্‌সি।

(১৭৪৬—১৮২৭)

য়ুরোপীয় শিক্ষার ইতিহাসে পেষ্টালট্‌সির (Pestalozzi) প্রভূত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর শিক্ষাকে একটি বিশেষ বিজ্ঞানরূপে গঠন করিয়া তুলিতে যে-সকল মনীষী চেষ্টা করিয়াছেন, পেষ্টালট্‌সি তাঁহাদের পিতামহ। মানসিক বৃত্তির বিকাশ-ও উন্মেষ-সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞান যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, শিক্ষাক্ষেত্রে সে-গুলিকে প্রয়োগ করিবার জন্য বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু সর্ব্বাগ্রে পেষ্টালট্‌সি এই পথ প্রদর্শন করেন। তাঁহার আরব্ধ কার্য্যের পরিসমাপ্তির ভার যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে ফ্রোবেল (Froebel), হার্ব্বার্ট (Herbart ও হোরেস্ মান (Horace Mann) সর্ব্বপ্রধান। পেষ্টালট্‌সি শিশুর শিক্ষার বিষয়- ও প্রণালী-সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, এখানে শুধু তাহাই বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।—

যখন তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন য়ুরোপের কোনও কোনও স্থানে শিশু-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাতে অনেক দোষ ও ত্রুটি ছিল। সেই সকল বিদ্যালয়ে শিশুদিগের মনোবৃত্তি-বিকাশের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না। "ধর্ম্মশিক্ষা" "ধর্ম্মশিক্ষা" করিয়া লোকগুলি এত উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, যে প্রত্যেক পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গেই তাহারা 'বাইবেলের' মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিত। যদি 'ফুল'-সম্বন্ধে কোনও পাঠ প্রদান করিতে হইত, তবে বাইবেলের যেখানে লিখিত আছে যে 'মানুষ ফুলের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়া, আবার ঝরিয়া পড়ে', সে স্থলের উল্লেখ করিতে হইত; ইত্যাদি। ছাত্রেরা অর্থ বুঝুক্ বা না বুঝুক্, কার্য্য করুক্ বা না করুক্, বাইবেলের কথা মুখস্থ করিতে পারিলেই তাহাদের ধর্ম্মলাভ হইল—এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসের তাহারা বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিল।

যেখানে বৈষয়িক শিক্ষার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হইত, সেই বিদ্যালয়েও "অকালপক্ক শিশু" প্রস্তুত করিবার দিকেই লোকের ঝোঁক ছিল। যখন বিদ্যালয়ে পরিদর্শক উপস্থিত হইতেন, তখন শিক্ষকগণ তাঁহাদের সেই "অতি-বুদ্ধি শিশুর" অলৌকিকী শক্তি দেখাইয়া পরিদর্শকের মনে বিস্ময় উৎপাদনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিতেন্। ইহার বিষময় ফল এই হইত যে, সেই শিশুগুলির মধ্যে দিন দিন অহঙ্কারের ভাব প্রবল হইয়া উঠিত। পক্ষান্তরে অন্যান্য শিশুগণের মধ্যে সংশয় ও সন্দেহের ভাব উদিত হইয়া তাহা-দিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিত। এইরূপে অধিকাংশ শিশুই নিরুৎসাহ, নিরাশ ও ভগ্ন-হৃদয় হইয়া শিক্ষার প্রতি আগ্রহহীন হইয়া পড়িত।

---

* 'শিশু-শিক্ষার পথপ্রদর্শক'-নামক যে প্রবন্ধ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে, ইহা তাহারই অনুবৃত্তি।

ভ্রমের ভিতর দিয়াই ভ্রম-নিরসনের শক্তি অর্জ্জিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়ের দোষ-ত্রুটি দর্শন করিয়া শিশুশিক্ষা-প্রচারের পক্ষপাতী ও বিস্তোৎসাহী ব্যক্তিগণ ভবিষ্যতে উক্ত শিক্ষাকে দোষ-ত্রুটীহীন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।—কিরূপ নীতি, কিরূপ প্রণালী, কিরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহারা কৃত-কার্য্যতা-লাভে সমর্থ হইবেন, তাহার আভাস বা সন্ধান তাঁহারা তথা হইতে পাইয়াছিলেন।

তৎকালীন শিশু-বিদ্যালয়গুলির পক্ষে এ-কথা বলা যাইতে পারে যে, তথায় দয়া মায়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তির উন্মেষসাধন ও নৈতিক-জীবন-গঠনের প্রচেষ্টা ছিল। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদেরও একটু ব্যবস্থা ছিল। একটি শব্দেরও অর্থ না বুঝিয়া ল্যাটিন ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করিয়া করিয়া বালকগণ উচ্চতর বিদ্যালয়ে যেরূপ সময় নষ্ট করিত, এই সকল শিশু-বিদ্যালয়ে অন্ততঃ সেইরূপটি হইত না। তথাপি শিশু-বিদ্যালয়-গুলি বালক-বিদ্যালয়ের অবিকল নকল বা প্রতিরূপ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। অধিক-বয়স্ক বালকদিগকে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট পাঠ প্রদান করিয়াই শিক্ষকগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্যের সমাধান করিতেন,—শুধু তাহাদের মনে জ্ঞানরাশি ঢালিয়া দিয়াই তাঁহারা যেরূপ সন্তুষ্ট হইতেন, শিশু-বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও শিক্ষা-প্রদান-কালে শিশুদের কোমল বয়স বা কোমল মস্তিষ্কের কথা না ভাবিয়া, সেই উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীই অন্ধের ন্যায় অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। "শিশু-শিক্ষার" যে নব আদর্শ ও প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া পেষ্টালট্‌সি ও তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য ফ্রোবেল শিক্ষাক্ষেত্রে এক নব-যুগের সূচনা করিয়াছিলেন, উহার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা তখনও য়ুরোপ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় নাই।

পেষ্টালট্‌সির শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপ্রণালী মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী শিক্ষা-সংস্কারকগণ তদুপরি সুশোভন শিক্ষা-সৌধ নির্ম্মাণের প্রয়াস পাইয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার শিক্ষার আদর্শ অতি উচ্চ ও মহান্; এবং সেই উন্নত আদর্শে পৌঁছিবার যে সোপানাবলী তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও অতি প্রকৃষ্ট। তিনি বলেন—"মানব-হৃদয়ে ভগবান্ যে-সকল বৃত্তি নিহিত করিয়াছেন, অবাধ-ব্যবহার-দ্বারা তাহাদের পূর্ণ বিকাশ-সাধনই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। মানব যে অবস্থাতেই থাকুক্ না কেন, সে তাহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের যন্ত্র-স্বরূপ জ্ঞান করিবে এবং স্বকীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে ভগবদ্দত্ত শক্তির যথোচিত প্রয়োগ করিয়া জীবনের পূর্ণ পরিণতি-লাভে সচেষ্ট হইবে। যে শিক্ষা মানবকে এই গুরুকর্ত্তব্য-সাধনের উপযুক্ত করিয়া তুলে তাহাই প্রকৃত শিক্ষা।" সুতরাং শুধু জ্ঞানদান বিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়, বিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য—শিশুর হৃদয়নিহিত ভগবদ্দত্ত শক্তির উন্মেষ-সাধন। উচ্চ-নীচ, ধনি-দরিদ্র, সকলের হৃদয়েই এই শক্তি নিহিত রহিয়াছে। সমাজের নিম্ন-স্তরের লোকগণও শিক্ষাগুণে তাহাদের সেই ভগবদ্দশক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে পারে। তাই কৃষককুল যাহাতে সেই শক্তির সন্ধান পাইয়া উহার উন্মেষসাধনে যত্নপর হয়, তাহাই পেষ্টালট্‌সির জীবনে প্রধান ব্রত হইয়া উঠে, এবং এই ব্রত উদ্‌যাপনে তিনি স্বার্থসুখ বিসর্জ্জন দিয়া সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন।

তাঁহার বিশ্বপ্রেম. তাঁহার স্নেহমমতা, তাঁহার কোমল-কঠোর শাসন শিশুদের হৃদয়ে প্রাণের স্পন্দন ও আশার তরঙ্গ তুলিয়া শিক্ষাকে সরস, সজীব ও প্রাণবান্ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মনোবৃত্তির উন্মেষ-সাধন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য না হইলেও, উহা উদ্দেশ্য-লাভের উপায়ভূত শিক্ষার যে এক প্রধান অঙ্গ, এ-কথা তিনি কখনও বিস্মৃত হন নাই। তবে তিনি বলেন—লিখন, পঠন ও গণনা-শিক্ষা শিশুর পক্ষে তত প্রয়োজনীয় নয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পরিচালনা ও হৃদয়ের উন্মেষ বিধান করিয়া প্রকৃত মনুষ্য-পদবাচ্য হওয়া তাহার পক্ষে যত প্রয়োজনীয়। কাজেই শিশুকালে লেখাপড়ার দিকে সমস্ত মনোযোগ না রাখিয়া, শিশুর হস্তকৌশল ও বাক্-শক্তির চর্চ্চা-বিষয়ে পিতা মাতা ও শিক্ষকের যথোপযুক্ত যত্ন লওয়া উচিত। যে জ্ঞান কর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহার মূল্য অতিশয় অল্প। সুতরাং বিদ্যালয়ে গৃহ-শিল্পশিক্ষাকে প্রধান স্থান প্রদান করিয়া মৌখিক-শিক্ষাকে দ্বিতীয় স্থান প্রদান করা উচিত। শিশুগণ যাহাতে লেখাপড়ার বাহ্যাড়ম্বরের মোহে মুগ্ধ না হইয়া, নিজ নিজ অবস্থা ও বয়সের উপযোগী কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেম- ও ধৈর্য্য-সহকারে ধীর-স্থির-চিত্তে অগ্রসর হইতে পারে, এবং তাহাদের কোমল চিত্তে শিশুকাল হইতেই যাহাতে জীবে প্রেম ও ভগবানে ভক্তির সুমহান্ আদর্শ বদ্ধমূল হইতে পারে, তাহাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল।

তিনি সর্ব্বদা বলিতেন,—চিন্তাশক্তি ও কার্য্যকরী শক্তি জন্মিবার পূর্ব্বেই শিশুর হৃদয়ে স্নেহ, প্রীতি এবং বিশ্বাস ও ভক্তি জন্মিয়া থাকে। "বৃক্ষের পক্ষে মূল যেরূপ শিশুর পক্ষে হৃদয়ের দুইটি গুণ—বিশ্বাস এবং ভক্তিও তদ্রূপ।" মূল ভিন্ন বৃক্ষের পক্ষে বর্দ্ধিত হওয়া যেরূপ অসম্ভব, হৃদয়ের বিকাশ ভিন্ন শিশুর অন্যান্য বৃত্তির উন্মেষ হওয়াও তদ্রূপ অসম্ভব। বস্তুতঃ, আমাদের হৃদয় নিহিত কোমল ভাব—স্নেহ, প্রীতি, দয়া মায়া, বিশ্বাস, ভক্তি প্রভৃতিই আমাদিগকে ন্যায় ও সত্যের পথে চালিত করে; আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি অনেক সময় আমাদিগকে বিপথে লইয়া যায়। সুতরাং ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় সকল বিষয়ের মধ্যে অগ্রগণ্য। প্রত্যেক শিশুকে সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা করিতে হইবে যে, কিরূপে সরল প্রাণে বিশ্বাস-ভক্তি-সহকারে ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতে হয়। কাজেই এক কথায় বলিতে গেলে, পেষ্টালট্‌সির মতে আদ্য শিক্ষার উদ্দেশ্য—শিশুকে প্রার্থনা, চিন্তা, ও কার্য্য করিতে শিক্ষা দেওয়া —to pray, to think and to work)।

হৃদয়ের বৃত্তির পরিচালনা এবং মস্তিষ্কের পরিচালনার ন্যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচালনাও আবশ্যক। শিশু নীচবংশে শ্রমজীবীর ঘরেই জন্মগ্রহণ করুক, বা উচ্চবংশে সম্ভ্রান্ত পরিবারেই জন্মগ্রহণ করুক, তাহার শরীর-চালনা প্রয়োজনীয়। সুতরাং বিদ্যালয়ে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে, সকল শিশুকেই যেন কোন না কোনরূপ হাতের কাজ শিক্ষা করিতে হয়। ইহাতে শ্রমশীলতা ও আত্মশক্তির উন্মেষ হয়, অহঙ্কার বিদূরিত হইয়া আত্মসম্মান-বোধ জাগরিত হয় এবং ভবিষ্যৎকালের কর্ম্মময় জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়া থাকে।

শিশুদিগকে যে শিক্ষাই প্রদান করা হউক্ না কেন, তাহা সরল, সহজ ও স্বভাবসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। সুতরাং শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার প্রথম ও প্রধান বিষয় ঠিক্‌ভাবে দেখিতে ও শুনিতে শিক্ষা দেওয়া এবং মনঃসংযোগ করিবার অভ্যাস গঠন করিয়া দেওয়া। তাই পেষ্টালট্‌সির প্রধান শিক্ষা-মত এই যে, শিশুগণ যাহা নিজে নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে, সেই সকল পদার্থ লইয়া শিশুদের শিক্ষা আরম্ভ হইবে। তিনি বলেন—"শিশুদের ইন্দ্রিয়ের উপর সাধারণতঃ যাহা অতিসহজে আঘাত করে, সেই সকল পদার্থের প্রতিই আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি। শিশু সর্ব্বপ্রথম কখন্ শিক্ষালাভের শক্তি অর্জ্জন করে, এ-বিষয়ে আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জন্ম হইতেই শিশুগণ শিক্ষালাভের শক্তি অর্জ্জন করিয়া থাকে। যেই মুহূর্ত্তে শিশুর ইন্দ্রিয় বাহ্য জগতের সংস্পর্শে আসে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে প্রকৃতিদেবী তাহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। যে জীবনীশক্তি এতদিন সুপ্ত ছিল, তাহা এখন জাগ্রৎ হয়; তাহা এখন নব নব অনুভূতিকে গ্রহণ করিবার শক্তি লাভ করে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ শক্তির যথোচিত পরিচালনা করিয়া তাহাদের আধারভূত যে প্রাণবান্ যন্ত্র বা জীব তাহার পরিপুষ্টি ও উন্মেষের সহায়তা করিয়া তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিবার সমস্ত আয়োজন পূর্ণ করিয়া তুলে। সুতরাং, শিক্ষকদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য শিশুর স্বাভাবিক বৃত্তির যথোপযুক্ত বিকাশের পথে সহজ- ও সরল-ভাবে সহায়তা প্রদান করা এবং তাহার বয়সের ও শক্তির তারতম্যানুসারে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থসমূহ তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত করা।"

তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর বর্ণনা-কালে তিনি এই বলিয়া আরম্ভ করেন—"আমি শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে চাই।" সমস্ত শিক্ষাকে তিনি "Anschauung" *—এই মূল ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছেন। মনের যে শক্তির প্রভাবে মানব অপরের সাহায্য ভিন্ন অনায়াসে ও নিঃসংশয়িতরূপে বাস্তব-জগৎ-সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারে, তাহাকেই "Anschauung" বলা যাইতে পারে। মুহূর্ত্তমধ্যে কোনও বস্তু বা ব্যক্তি-সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই "Anschauung।" ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর সম্বন্ধে ধারণা ও ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়-সম্বন্ধে উপলব্ধি—এই দুই-ই ইহার অন্তর্গত। সুতরাং প্রকার-ভেদে ইহাকে তিন শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে:—ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতি (Sensuous), বুদ্ধি-প্রসূত উপলব্ধি (intellectual), এবং বিবেক-জাত জ্ঞান (moral)। অথবা ইহাকে মোটামুটি দুই প্রকারের ধরা যাইতে পারে:—বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অনুভূতি বা অন্তরেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য উপলব্ধি। অন্তরেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য উপলব্ধিকে আবার চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—সত্যের জ্ঞান, সৌন্দর্য্যের জ্ঞান, মঙ্গলের জ্ঞান, এবং অসীমের জ্ঞান, এক কথায় সত্য, শিব, সুন্দর ও অসীমের জ্ঞান।

জ্ঞানই শিক্ষার মূলে নিহিত। লক্

* এই শব্দটি যে অর্থ প্রকাশ করে, উহার উপযুক্ত প্রতিশব্দ এখনও ইংরাজী ভাষায় আবিষ্কৃত হয় নাই। কেহ কেহ ইহাকে ইংরাজীতে "Sense-impression," কেহ কেহ ইহাকে "Observation," কেহ কেহ বা "Intuition" বলিতে চান।

(Locke) পেষ্টালট্‌সির প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে জ্ঞান মনোরূপ অন্তরেন্দ্রিয়ের অনুভূতিমাত্র (Knowledge is the internal preception of the mind)। উপলব্ধি ভিন্ন জ্ঞান লাভ হয় না। কিন্তু এই শক্তি শিশুদের নাই,—শিশুরা এইরূপ জ্ঞান-লাভে অসমর্থ।—ইহাই লকের অভিমত ছিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহার পরবর্ত্তী শিক্ষা-সংস্কারক রুসোও (Rousseau) বার বৎসর পর্য্যন্ত বালকের কোনওরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা পছন্দ করেন নাই। কিন্তু পেষ্টালট্‌সি বলিলেন যে, প্রত্যেক শিশু জন্ম মুহূর্ত্ত হইতে নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে শিক্ষালাভ করিতে আরম্ভ করে। শিশু কি-ভাবে শিক্ষা করে? অপরের মনের চিন্তা বা ভাব বা অভিজ্ঞতা-ব্যঞ্জক বাক্য আবৃত্তি করিয়া নয়, কিন্তু নিজের ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে, নিজের চিন্তাশক্তির প্রভাবে, নিজের ভাব-প্রবণতার (Feelings) গুণে সে শিক্ষালাভ করিতে থাকে।

সুতরাং, মনোবৃত্তির উন্মেষের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে, আদ্য শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য শিশুর চিন্তাশক্তির বিকাশ সাধন। পেষ্টালট্‌সির মতে শিশুর এই চিন্তাশক্তি-বিকাশের প্রধান অবলম্বন — তাহার পরিপার্শ্বিক অবস্থা, তাহার জীবনের বাস্তবরাজ্য যাহা তাহার হৃদয়ে কৌতূহল, আগ্রহ, আমোদ প্রভৃতি ভাব জাগাইয়া তুলে। এক কথায়, যাহা হইতে তাহার প্রাণে স্পন্দন অনুভূত হয়, এইরূপ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ইতস্ততঃ পরিদৃশ্যমান পদার্থসমূহ। শিক্ষকের প্রধান কর্ত্তব্য—শুধু শিশুর সম্মুখে উপযুক্ত পদার্থ উপস্থাপিত করা ও সেই সকল পদার্থ পর্য্যবেক্ষণ করিবার যথোপযুক্ত সুযোগ শিশুকে প্রদান করা এবং পর্য্যবেক্ষণ-কালে স্নেহপূর্ণ অন্তরে শিশুর কার্য্যের তত্ত্বাবধান করা ও তাহাকে কিছু কিছু সাহায্য করা। এইরূপে শিশুগণ যে জ্ঞান অর্জ্জন করে, তাহাই তাহাদের প্রকৃত জ্ঞান; কারণ, এই জ্ঞান তাহারা নিজের বাহ্যেন্দ্রিয় ও নিজের অন্তরেন্দ্রিয়ের সাহায্যে নিরপেক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে লাভ করিয়াছে।

যাহা হউক্, এই জ্ঞানার্জ্জন-ব্যাপারে জননী শিশুকে যেরূপ সাহায্য করিতে পারেন, এ পৃথিবীতে অপর কেহ তদ্রূপ পারেন্ কি-না সন্দেহ। শিক্ষক বা শিক্ষয়ত্রী শিক্ষিত হইলেও তাঁহারা মাতের হৃদয়ের স্নেহ-কোমলতা হইতে বঞ্চিত। অথচ মানবশিশুর শিক্ষার প্রথম অবস্থায় সময় ব্যবহার, সস্নেহ যত্ন, সকরুণ দৃষ্টি ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার যত প্রয়োজন, আর কিছুরই তত আবশ্যকতা নাই। পেষ্টালট্‌সির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এইরূপ শিক্ষাকার্য্য জননী-গণের হস্তে ন্যস্ত থাকিলে যেরূপ সুফলের আশা করা যায়, শিক্ষকের হস্তে তাহা অর্পিত থাকিলে সেরূপ সুফলের আশা দুরাশামাত্র। তাই শিক্ষক ও শিক্ষয়ত্রী প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে জন-সাধারণের সহানুভূতি ও অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়া তিনি যে আবেদন-পত্র প্রচার করেন, তাহাতে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন যে, ভবিষ্যদ্ বংশধরগণ যাহাতে তাহাদের জননীর নিকট হইতে মানসিক উৎকর্ষবিধানের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হয়, সেইদিকে স্থির লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

পেষ্টালট্‌সি শিশু-জননীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন—"শিশুজীবনের বিকাশকার্য্যে

সর্ব্বপ্রধান সহায়ক হইবার উপযুক্ত সমস্ত গুণ দিয়া ভগবান্ মাতৃহৃদয় গঠন করিয়াছেন্। জননীর নিকট হইতে এরূপ আশা করা অতিরিক্ত বা অস্বাভাবিক হইবে না যে, তিনি স্নেহান্ধ না হইয়া একটু সুবিবেচনার সহিত তাঁহার সন্তানকে ভালবাসিতে অভ্যাস করিবেন্।...ভগবান্ শিশুকে মানব-প্রকৃতির সমস্ত বৃত্তিই দান করিয়াছেন; কিন্তু সর্ব্বপ্রধান বিষয় এখনও অমীমাংসিতই রহিয়া গিয়াছে। কিরূপে উহার চিত্তবৃত্তি (heart), উহার বুদ্ধিবৃত্তি (head) ও উহার কর্ম্মশক্তির (hand) চালনা করিতে হইবে, তাহা এখনও একটি প্রধান শিক্ষা-সমস্যাই আছে। কাহার সেবায় তাহার দেহ মনঃ-প্রাণ উৎসর্গীকৃত হইবে, তাহা এখনও রহস্যের গূঢ় জালেই আচ্ছন্ন রহিয়াছে। হে শিশু-জননি! তোমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় সন্তানের ভবিষ্যৎ সুখদুঃখ এই প্রশ্নের সুমীমাংসার উপর নির্ভর করিতেছে। তোমার সন্তানের সম্মুখে স্বর্গারোহণের সোপানাবলী উন্মুক্ত রহিয়াছে। সেই সোপানাবলীর সাহায্যে কিরূপে স্বর্গে আরোহণ করিতে হইবে তাহাই শুধু তোমাকে শিক্ষা দিতে হইবে। সাবধান। তোমার সন্তান যেন শুধু মস্তিষ্কের অসার শক্তির সাহায্য অথবা শুধু হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময় ভাবতরঙ্গের সহায়তায় সেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে চেষ্টা না করে। শরীর মন ও হৃদয়ের সমস্ত শক্তি ও বৃত্তিগুলিকে একীকৃত, সমঞ্জসীভূত ও পূর্ণ-বিকশিত করিতে চেষ্টা কর, তোমার সন্তানের ভবিষ্যৎ গৌরবমণ্ডিত, মহিমময় ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।"

সন্তান-বৎসল শিক্ষিত বঙ্গজননীগণ; তোমাদের সম্মুখে প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। সন্তানের প্রথম শিক্ষার ভার তোমাদিগকে নিজ-হস্তে গ্রহণ করিতে হইবে। উদার শিক্ষার অভাবেই তোমাদের সন্তানগণের হৃদয় সঙ্কুচিত হইতে পারিতেছে না। তাই সে-দিন বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচনাধিকার-ব্যাপারে তোমাদিগকে এতদূর লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হইল। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থ বলিয়াছেন—'সমাজের নিকট ব্যক্তির—নিয়মের ও শিক্ষার শাসন-দ্বারা চির দাসত্বের ও বলপূর্ব্বক আত্ম-বিসর্জ্জনের কি ফল ও পরিণাম আমাদের মাতৃভূমি তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।' আমরা ভুলিয়া যাই যে, "সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ। যাহাতে অপরে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সে-বিষয়ে সহায়তা করা ও নিজের সেইদিকে অগ্রসর হওয়াই পরম পুরুষার্থ। যে-সকল সামাজিক নিয়মে এই স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত করে, তাহা অকল্যাণকর ও যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয়, তাহার করা উচিত।" অতএব যে শিক্ষায় মনোবৃত্তির স্ফূর্ত্তি নাই, হৃদয়ের বিকাশ নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই, আশার তরঙ্গ নাই, ইচ্ছাশক্তির প্রবল উত্তেজনা নাই, তীব্র সহানুভূতি নাই, বিকট দুঃখেরও স্পর্শ নাই, উদ্ভাবনী শক্তির উদ্দীপনা একেবারেই নাই, নূতনত্বের ইচ্ছা নাই,' সেই শিক্ষার মূলোৎপাটন করিয়া, হে বঙ্গজননীগণ-তৎস্থলে সন্তানের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত কর। যে শিক্ষায় 'হৃদয়ের স্নেহ কখনও কাটে না, এ-অবস্থা অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট আছে কি-না মনেও আসে না, আসিলেও বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হইলেও উদ্যোগ হয় না, উদ্যোগ হইলেও উৎ-

সাহের অভাবে তাহা মনেই বিলীন হইয়া যায়', সেই শিক্ষার বিনাশ সাধন করিয়া সন্তানের উদার ও উন্নত শিক্ষার আয়োজন কর। দেখিবে অচিরে নারীর মর্য্যাদা ফিরিয়া আসিবে, সমাজের মুখ হইতে কলঙ্ক-কালিমা অপসৃত হইবে এবং ভারতের মুখ পুনরায় উজ্জ্বল হইবে। তাই পেট্রোটসির কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—

"Then why resign into a stranger's hand
A task as much within your own command,
That God and Nature and feeling too
Seem with one voice to delegate to you ?"

(অর্থাৎ— বিধাতা, প্রকৃতি আর আন্তরিক যাহা
সমস্বরে সাধিবারে ডাকিছে তোমায়,
যে-কার্য্য সাধিতে তুমি নিজেই সবল,
পর হস্তে কেন তবে তুলি দাও তাহা ?)

শ্রীযোগেশ চন্দ্র দত্ত।

বিসর্জ্জনী।

নন্দন আনন্দ-আভা ছড়াইয়ে দিয়ে,
দাঁড়াইলে মা আমার কুটীরে আসিয়ে!
আজি বিদায়ের দিন, হাসি, আলো, বস্ত্রহীন,
নিবিড় তিমির শুধু চমকে ঘনিয়ে।

প্রাণ করে হাহাকার! যাবে তুমি দূরে—!
ভুলে যাই, যথা রহ দূরান্তর পুরে,—
অশ্রু বাষ্প বাহি স্মৃতি পহুঁছিবে পদে নিতি—
ভকতের মনোরক্ত- জবা ডালি নিয়ে।

রচনা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

স্বরলিপি।

মিশ্র ললিত * —একতালা।

	০			১			২			৩			
II	ন্‌	-ঋা	ঋা	মা	মা	-া	I মমা	মঋা	-মা	মা	গা	-া	
	ন	ন্‌	দ	ন	আ	•	নন্‌	দ •	•	আ	ভা	•	
	০			১			২			৩			
	মা	গা	-া	মা	পা	-দা	I দা	পা	-া	-মা	-গা	-া	
	ছু	ড়া	•	ই	য়ে	•	দি	য়ে	•	•	•	•	
	০			১			২			৩			
	মা	গা	মা	পা	-দা	-া	I পা	-দা	পা	পা		-া	
	দা	ড়া	ই	লে			মা	•	আ	মা		য়্‌	

* ললিত, ভৈরো এবং বিভাস মিশ্রিত

০　　১　　২　　৩
। মা　গা　পা। মা　-।　-। I গা　-মা　গা। ঋা　-সা　-। ।।
কু　টী　রে　আ　•　•　সি　•　রে　•　•　•

০　　১　　২　　৩
। সা　না　-।। সা　গা　-। I রা　-।　সা। সা　-।　-।।
আ　জি　কি　কি　দা　•　রে　•　র　দি　•　ন্

০　　১　　২　　৩
। সা　রা　-।। মা　মা　-। I মা　মা　-পা। মা　গা　।।
হা　•　সি　•　আ　লো　•　ব　ল্ক　•　শী　ন্　•

০　　১　　২　　৩
। মা　গা　গা। মা　ধা　ধা I পা　পা　-।। -মা　-গা　-।।
নি　বি　ড়　তি　মি　র　ত　ধু　•　•　•

০　　১　　২　　৩
। সা　গা　গা। -।　-। I ঋা　ঋা　-।। সা　-। II
চ　ম　কে　•　•　ঘ　নি　•　রে　•

অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ।

০　　১　　২　　৩
II (ধা　-পা　।। গা　পা　-। I ধা　র্সা　-। । র্সা　-।　-।।
প্রা　ণ্　ক　রে　হা　হা　কা　র্

০　　১　　২　　৩
। র্সা　ঋা　ঋা। ঋা　-র্সা　-না I র্সা　র্সা　-। । -।　-।　-।) ।
যা　বে　তু　মি　•　•　দূ　রে　•　•　•　•

০　　১　　২　　৩
। পা　র্সা　র্সর্সা। ।　।　। I না　র্সা　-না। দা　পা　-।।
ছু　লে　যাই　•　•　•　ব　থা　•　র　হ　•

০　　১　　২　　৩
। মা　গা　-পা। দা　পা　-। I গা　মা　-গা। -ঋা　-সা　-। II
দূ　রা　ন্　ত　র　•　পু　রে　•　•　•

০　　১　　২　　১
II (সা　ঋঋা　সা। -।　সা　-। I সা　ঋা　-গমা। মমা　মা　-।।
অ　ন্ত　রা　ত্　ম　•　রা　হি　ত্　তি

০ ১ ২ ৩
। মা গা মা। ধা -া -া I পা ধা -পা। মা মা -গা)।
প হঁ ছি বে • • প দে • নি তি •

০ ১ ২ ৩
। পা ধা সা। সা -া -া I না সা -না। -দা -পা -া।
ভ ক তে র • • ম নো • • • •

০ ১ ২ ৩
। মা -গণণা দা। পা -মা -গা I মা পা মা। গা -ঋা -সা II II
র কৃত• জ ঘা • • ডা লি নি রে • •

স্মৃতিহারা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৪)

অনেকদিন পরে কোহিনূরের একটি পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। সহোদরা তাহার নাম দিলেন 'নবমুর'।

বিনোদ পুত্রের জন্মের সংবাদ পাইয়া আসিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন; কিন্তু সঙ্গীরা ছাড়িল না; বলিল, "ব্রহ্মদেশটা ভাল করে না দেখে যাচ্ছি না। ছেলে তো পালাচে না!—দু'দিন পরেই না হয় দেখ্‌লে।"

কোহিনূর এতদিন স্বামীর দর্শনাকাঙ্ক্ষা করিত বটে; কিন্তু যে-দিন হইতে নবমুর তাহার কোল আলো করিল, সে-দিন হইতে প্রতিমুহূর্ত্তেই সে স্বামীর আগমনের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইতে লাগিল। তাহাদের দুই জনের কত সাধের কত আশার সন্তান! এই ভাবী অতিথির আগমন-সূচনায় দুইজনে কত মধুর কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছে, কত নিত্য নূতন সুখের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে! আজ সেই ধন তাহার কোলে আসিয়াছে! এ-সুখের ভার কি সে একা বহনে সমর্থ! এই হাসি শিশুর এই অফুরন্ত সৌন্দর্য্য যাহা অনিমেষ নেত্র দ্বারা পান করিয়াও দর্শনতৃষ্ণা মিটিতেছে না, সেই সৌন্দর্য্য সে কাহার নয়নে ঢালিয়া দিয়া বিভোর হইয়া দেখিবে! কবে কোহিনূর তাহাদের প্রতিচ্ছবি এই সন্তানকে সেই কোলে দিয়া জননীর গর্ব্বোৎফুল্ল নয়নে চাহিয়া চাহিয়া নিজের নারীজন্ম সার্থক করিবে! তাহার অন্তরের গুহ্যতম প্রদেশ হইতে নিরন্তর এই বাণী উত্থিত হইতে লাগিল—'এস প্রিয়, তোমার দাসীর এই অতিসুখের দিনে কি তোমায় দূরে থাকা সাজে!'

কোহিনূর বিনোদকে পত্র লিখিল—"আমি না হয় তোমার অনাদরের হ'তে পারি, কিন্তু খোকা কি দোষ করল? তুমি আজও তা'কে দেখ্‌তে আস্‌লে না? সে বোকা ছেলে হয় তো এমন নিষ্ঠুরকে দেখেও হাস্‌বে; কিন্তু জেনে রেখ, আমি আর কথা কব না।"

ইহার উত্তরে বিনোদ হৃদয়ের আকুল আবেগ জানাইয়া পত্র দিল, কোহিনুরের কাছে শতবার মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল, সে যে তাহাদের দেখিবার জন্য কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছে পত্রের ছত্রে ছত্রে বার বার করিয়া তাহা জানাইতে ভুলিল না।

বিনোদ দূরে থাকিয়াও রোজই জানিতে লাগিল, খোকা দিন দিন কেমন হইতেছে, কেমন হাসে, কখন্ কাঁদে, ইত্যাদি। খোকা যখন এক মাসের হইল, তখন পিতা ও পিতামহের নিকট তাহার হাস্যময় প্রতিবিম্ব গিয়া স্নেহ-চুম্বনের দাবি করিয়া দাঁড়াইল। বিনোদ এবার আর পরিল না ; সে গৃহ-পথ যাত্রী হইয়া পড়িল। কিন্তু এখানে আসিয়া পৌঁছিবামাত্র বিনোদ টেলিগ্রাম পাইল, তাহার পিতা অত্যন্ত পীড়িত, তাহাকে অবিলম্বে তথায় যাইতে হইবে। সুতরাং শ্বশুরকে এই সংবাদ জানাইয়া বিনোদ কাশ্মীর চলিয়া গেল।

* * * *

কার্ত্তিকের প্রথমে সরোজা বলিলেন, "কোহিনুর, একদিন গরম জামাগুলা বাহির করিয়া রোদে দে না মা! ও-গুলা ভাল করে না ঝাড়া-মুছা হ'লে তো গায়ে দেওয়া যাইবে না। আমার মায়া তো ও-সব হবার যো-ই নাই!"

গত পীড়ার পর হইতে সরোজার বুক অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সামান্য পরিশ্রমেই তিনি হাঁপাইয়া পড়িতেন। ডাক্তার বলিয়াছিলেন, হঠাৎ হার্টফেল হওয়ার সম্ভাবনা, সুতরাং উঁহাকে যেন খুব সাবধানে রাখা হয়। মাতার আদেশ পাইয়া কোহিনুর বলিল, "তুমি খোকাকে দেখ মা, আমি সে সব ঠিক ক'রে রাখ্‌বো।"

এই সময় খোকা তাহার মায়ের গলার হার ধরিয়া টানিয়া খেলা করিতেছিল; কোহিনুর বলিল, 'দেখ্‌চ মা, আমার হার কেড়ে নিচ্ছে? সরোজা বলিলেন, 'তাই তো, আমারই অন্যায়! আমার এতদিন ওকে হার পরান উচিত ছিল তো। দাঁড়া, তোর ছোটবেলার হারছড়াটা আর বালাটা বের করে আনি।"

গহনার জন্য সরোজা বাক্স খুলিলেন। গহনার বাক্স খুলিতেই সুশীলের ছবিখানি দেখা তাঁহার অভ্যাসে পরিণত হইয়া গিয়াছিল! সেই অভ্যাসানুসারে তিনি ছবিখানি দেখিতে গিয়া হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন—'ছবি কি হইল!' শেষে ধীরে ধীরে মনে হইল—"অসুখের সময় বিছানায় তলায় রাখিয়া আর তো তুলি নাই!" তখন যে চাকর উঁহার ঘরে কাজ করিত, তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার অসুখের সময় বিছানার একখান ফটো ছিল, দেখেছিস্?"

সে কোহিনুরকে ছবিখানি লইতে দেখিয়াছিল; বলিল, "দিদিমণি রেখেছেন।" সরোজা আত্ম-বিস্মৃত-প্রায় হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন—"দিদিমণি রেখেছে কি রে! সে যে আমার সুশীলের ছবি!" সরোজার ভাব দেখিয়া ভৃত্য খতমত খাইয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। কোহিনুর পাশের ঘরেই ছিল, সরোজার কথা সবই তাহার কানে গিয়াছিল। সে সরোজার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ছবি খুঁজ্‌ছ মা?" কিন্তু মায়ের মুখের চেহারা দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি ভৃত্যকে জল আনিতে বলিল ও নিজে পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল।

জল ও বাতাস দিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইলে কোহিনুর মাতাকে শয্যায় লইয়া শোয়াইয়া দিল। সরোজা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হা ভগবান্!" কোহিনুর জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কাছে ছবি রেখেছি, তাতে তুমি কেন এমন অধৈর্য্য হ'লে মা? সুশীলের ছবি বল্‌ছ, তা আমার তা দেখ্‌লে কি হয়? তুমি আমায় কোন কথা বল না, কিন্তু এই সুশীল কে তা জান্‌বার জন্যে আমার মনে যে কি রকম একটা ঔৎসুক্য আসে, তা তোমায় কি বল্‌বো! সুশীল বল্লেই যেন একটা কি-রকম গোল-মেলে স্বপনের মত মনের মধ্যে তোল-পাড় করে উঠে, অথচ আমি নিজে তার কোন মীমাংসা কর্‌তে পারি নে! তোমায় জিজ্ঞেস্ কর্‌তে ইচ্ছা করে, কিন্তু তুমি নাম শুন্‌লেই কি রকম হয়ে যাও! আমার ভারী আশ্চার্য্য মনে হয়!"

সরোজা কিছুক্ষণ কোহিনুরের মুখের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কোহিনুর, তোর মা'র আর বেশীদিন আয়ু নেই; যে কথা তোকে নিজ হতে বলি নি, সে-কথা বল্‌তে বাধা করে তার প্রাণে আর ব্যথা দিস্ নে! কোথায় সে ছবি রেখেছিস্ এনে দে; আমি মরণ-কালে যদি পারি, বলে যাব সুশীল আমার কে!"

কোহিনুর রাগ করিয়া বলিল, "আমার শুন্‌বার কোন দরকার নেই; তোমার ছবি এনে দিচ্ছি।" কোহিনুর জননীর হাতে ছবি ফেলিয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সরোজা বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মণিমোহন আসিয়া সরোজার চক্ষে অশ্রু দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সরোজা ফটো বাহির করিয়া বলিলেন, "কোহিনুরের কাছে ছিল। সে সুশীল কে জান্‌বার জন্যে ভারী ব্যস্ত হয়েছে। আমি বলি নি বলে সে রাগ করে আমার কাছ থেকে চলে গেছে।" মণিমোহন বলিলেন, "তোমারই অন্যায় হয়েছে। ও-রকম করে ওকে লুকুলে ওর মনে সন্দেহ আস্‌বে! যত তুমি গোপন কর্‌বে ততই ওর মনে ওই কথা তোলাপাড়া কর্‌বে; শেষে ভাব্‌তে ভাব্‌তে হঠাৎ হয় তো সব মনে পড়ে যেতে পারে। আমি আর পারি নে। আমি তাকে যা'হোক্ বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

মণিমোহন কক্ষান্তরে গিয়া কোহিনুরকে অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখিলেন। তিনি তাহাকে তাহার মাতার কক্ষে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "মা, তুমি সুশীল কে জান্‌তে চেয়েছ? তোমার হতভাগা এই জনক-জননী পিতৃ-মাতৃহীন এই সুশীলকে পুত্রস্থানীয় করে প্রতি-পালন করেছিলেন। কিন্তু হায়, সে আমাদের ফেলে চলে গেল! তুমি তখন অতিবালিকা। আমি তোমার মাকে বলে দিই, আমার বাড়ীতে যেন তার নাম, তার প্রসঙ্গ কেউ কখনো উত্থাপন না করে। তোমার মা কিন্তু তাঁর মমত্ব বিসর্জ্জন দিতে না পেরে মধ্যে মধ্যে লুকিয়ে তার ফটো নিয়ে কাঁদ্‌তেন।" মণিমোহনের কথা শেষ না হইতেই শোকোচ্ছ্বাস-হৃদয়া সরোজা চিৎকার করিয়া মূর্চ্ছা যাইলেন।

(১২)

এবারেও সরোজার সুস্থ হইতে দিন-আট-দশ লাগিল। কোহিনুর এত দিন রুগ্না মাতা ও শিশু পুত্রকে লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সংসারের অন্য কাজের সময় ছিল

না। আটদশদিনের পরে আজ দুপুর বেলায় অবসর পাইয়া মায়ের কাছে সে খোকাকে রাখিয়া পুনরায় সেই গরম জামাগুলি সব রৌদ্রে দিল।

পিতার ভাল জামাগুলি ব্রুস দিয়া ঝাড়িয়া সে তুলিতে যাইতেছে, হঠাৎ একটা জামার পকেট হইতে একখান টেলিগ্রামের খোলা খাম পড়িয়া গেল। কোহিনুর সেটা কুড়াইয়া লইয়া ভিতর হইতে কাগজখানা টানিয়া বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল; পড়িয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়িল। এ কি! সে-ই যে তাহার পিতাকে ডাক্তার লইয়া যাইবার জন্য টেলিগ্রাম করিতেছে—তাহার স্বামী পীড়িত! কোহিনুর অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিল, এ কি কাণ্ড! তাহার বিবাহিত জীবনের এই তো সবে দুই বৎসর—মাত্র দুইবৎসর অতিবাহিত হইয়াছে! এই দুইবৎসরের প্রত্যেক দিন প্রত্যেক মুহূর্ত্ত তাহার অন্তরে ক্ষোদিত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে সে পিতাকে স্বামীর অসুখের জন্য টেলিগ্রাম করিল কবে? কিন্তু করিয়াছে যে ইহাও সত্য। তবে এ টেলিগ্রাম বিজয়পুর হইতে করা হইয়াছে। কোহিনুর বিজয়পুরে কবে গেল! বিবাহের পর বিনোদের সহিত সে তো কাশ্মীর ছাড়া আর কোথাও যায় নাই! তবে একি প্রহেলিকা! কোহিনুর অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল; ভাবিল, তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিবে; কিন্তু গভীর-ভাবে ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাহার মনের বহুদিনের রুদ্ধকপাট মুক্ত হইয়া গেল। নিশাশেষে গগনের পূর্ব্বপ্রান্তে যেমন অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া অরুণ-রাগ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ বিস্মৃতির অন্ধকার-যবনিকা সজোরে অপসারিত করিয়া লুপ্ত পূর্ব্বস্মৃতি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে কোহিনুরের মনে রূপে প্রেমে উদ্ভাসিত হইয়া সুশীলের মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল।

কোহিনুরের এতদিনের দারুণ ঔৎসুক্যের অবসানে সে জানিতে পারিল—সুশীল কে? তখন সে ভাবিতে লাগিল—ওঃ তাই সে-ছবি মা'র এত প্রিয়! কিন্তু কোহিনুরেরও তো সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই একমাত্র আরাধ্য ছিল! তবে আজ একি পরিবর্ত্তন! কোন্ যাদুকরের কুহক-মন্ত্রে কোহিনুর তাহার জীবনাধিককে একেবারে বিস্মৃত হইয়া বসিয়া আছে! শুধু বিস্মৃত! কোহিনুর আজ বিনোদের স্ত্রী! নবনুরের মা! তাহাদেরই স্নেহ-প্রেমে আত্মহারা!—কি সর্ব্বনাশ! কোহিনুর আজ তাহার স্বামীর কাছে বিশ্বাসঘাতিনী! যে সতীত্ব গৌরবে সে সব দুঃখ সহিয়াছিল, তার সে রত্নও তো আজ অপহৃত! একি দুর্ভাগ্য! কোহিনুর ভাবিতে লাগিল, কি করিয়া এমন হইল? সুশীলের মৃত্যুর পর হইতে সে এক একটি ঘটনা ধীরে ধীরে স্মরণে আনিতে লাগিল।—পিতার সহিত আগমন, তাহার পর মায়ের অসুখ, তৎপরে শুধু স্বামীর চিন্তামাত্র অবলম্বন করিয়া দিন অতিবাহিত করা, তারপর নিজের পীড়ার কথার স্মরণ;—তারপরে তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়া বৃন্দাবনে একরাত্রে হঠাৎ সুশীল আসিয়া দেখা দিল! কই তার পুনর্জ্জন্ম তো—আর ত কিছু মনে হয় না। সেই ঘটনার পর যে স্মৃতি তাহাতে ত সুশীল নাই। কোহিনুরের সে সাধনার জীবনও ত আর নাই। এ

একটা সম্পূর্ণ নূতন যুগ! কি করিয়া এমন হইল? কোহিনুর সেই সিদ্ধান্ত করিল সেই রাত্রি, যে রাত্রিতে সে সুশীলকে দেখিয়া ছিল, সেই রাত্রি হইতে অত্যন্ত রোগ ও শোকের প্রাবল্যে তাহার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেই মুগ্ধ অবস্থায় তাহার এ-কি সর্ব্বনাশ হইল যে, যে-প্রাণ যে-হৃদয় জনমের মত সে সুশীলকে দিয়াছিল, তাহাই লইয়া সে আবার বিনোদকে সমর্পণ করিয়াছে। সে না হয়, সব ভুলিয়াছিল; কিন্তু তাহার মাতাপিতার তো সবই স্মরণে ছিল। তাঁহাদের চির-হতভাগিনীর এই দারুণ অভাগোর দিনে তাঁহারাও তাহাকে শত বন্ধনের—শত মোহ-অজ্ঞানতার পথে হাত ধরিয়া তুলিয়া দিয়াছেন! আজ যে কোহিনুরের স্বর্গ ও জগৎ দুই-ই অন্ধকার! সুশীলের কাছে আজ কি কঠিন অপরাধই না সে করিয়াছে! সুশীলের চরণে উৎসর্গীকৃত জীবনকে সে আজ কাহার পায়ে তুলিয়া দিয়াছে! তাহার চির-স্মরণীয়কে ভুলিয়া আজ কোহিনুর কাহাকে নিজের ইষ্ট গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে! কাহার সন্তানকে গর্ভে ধরিয়া সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পৃথিবীকে স্বর্গ মনে করিতেছিল!! আর তাহার প্রেমের আরাধ্য দেবতা সুশীল স্বর্গে বসিয়া তাহার এই কার্য্য দেখিতেছে!!! কোহিনুর বার বার বলিতে লাগিল—"পৃথিবী দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি। এ কলঙ্কিনীর আর জগতে মুখ দেখাইবার স্থান নাই।"

কোহিনুর যখন এইরূপে আপনার জীবনকে শত ধিক্কার দিতে দিতে তীব্র অনুশোচনায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িল, তখন সে যেন কাহার মৃদু শান্তিময় স্পর্শ অনুভব করিল! সে যেন গভীর সান্ত্বনা-মিশ্রিত বজ্র-গম্ভীর স্বরে কোহিনুরকে বলিতে লাগিল —'এই মর্ত্তালোকের নরনারী যে অপরাধে অপরাধী তুমিও সেইরূপ অপরাধিনী। কোন বিশিষ্ট অপরাধ তোমার নাই। জগতের জীব যখন শান্তিময় রাজ্যে প্রবেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না, তখন তোমার নিকটও সে দ্বার রুদ্ধ থাকিবে না। পাইবে পাইবে—চির শান্তি। দেখ, তাবৎ চরাচরের একমাত্র স্বামী যিনি, নরনারী তাঁহাকেই তাহাদের একমাত্র পরমপতি—একমাত্র গতি জানিয়াও বিস্মৃত ও বিমূঢ়ের ন্যায় কাম, ক্রোধ লোভ, প্রভৃতি রিপুকে পতিত্বে বরণ করিয়া তাহাদের প্রেমে আপনাদিগকে ধন্য ও সৌভাগ্যশালী মনে করিতেছে। এই সকল রিপুর সংসর্গে ও সেবায় তাহারা কত চিন্তা ও কত অপরূপ কার্য্যের জন্ম দিতেছে এবং তাহাতেই যেন পরমানন্দ সম্ভোগ করিতেছে! একটি বারও তাহাদিগের জীবন স্বামীকে স্মরণ করিবার অবসর হয় না! কিন্তু ঐ আজিকার দিনের ন্যায়, যে দিন হঠাৎ—হঠাৎ—আচম্বিতে তাহাদিগের এ মোহের ঘোর কাটিয়া যাইবে, স্বরূপ এই বিস্মৃতির যবনিকা অপসারিত হইবে, সে-দিন আর তাহারা তাহাদের ঘৃণ্য জীবনভার বহন করিতে পারিবে না; সেই জীবনস্বামীর চরণে লীন হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। আর সে মোহজ ক্রিয়াকলাপ, কাল্পনিক প্রীতির আকুলি বিকুলি শ্রবণে প্রবেশ করিবে না।'

কোহিনুর যখন এইরূপ মনোময় রাজ্যে বিচরণ করিতেছে, তখন সম্রাজ্ঞী তাহার কিছুই জানেন না। বহুক্ষণ পরে তিনি

তাঁহার কক্ষ হইতে ডাকিলেন, 'কোহিনুর, তোর এখনও হয় নি রে? খোকার যে ক্ষিধে পেয়েছে।' কোহিনুর কোন সাড়া দিল না। খোকার কান্নার সুর ক্রমশঃ চড়িতে লাগিল। সরোজা আবার স্নেহকোমল-স্বরে ডাকিলেন —'ও কোহিনুর!—এমন মাও তো দেখি নি বাপু! ছেলে কাঁদ্‌লে পোয়াতি এমন নিশ্চিন্ত থাকে! আয় না মা! ছেলে ঠাণ্ডা ক'রে যা কর্‌বার কর।' তবুও কোহিনুরের কোন উত্তর নাই। সরোজা ভাবিলেন, তবে হয়তো কোহিনুর কার্য্যান্তরে গিয়াছে। দাসীকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "কোহিনুর কোথা দেখ তো।" দাসী দেখিয়া আসিয়া বলিল, "মা, দিদিমণি ছাদের উপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়ে আছেন! ডাক্‌লাম, কিন্তু সাড়া দিলেন না!" "সে কি রে!" বলিয়া সরোজা শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দাসী তাড়াতাড়ি খোকাকে তুলিয়া লইল। তাঁহার যে পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা, সরোজার তাহা মনেই রহিল না! ত্বরিতচরণে ভীতিপূর্ণচিত্তে কোহিনুরের কাছে আসিয়া সরোজা ডাকিলেন—"মা আমার, এমন করে পড়ে আছ কেন?" কোনও উত্তর আসিল না। তখন সরোজা মাথার নিকট বসিয়া পড়িয়া বুঝিলেন, কোহিনুর কাঁদিতেছে! আবার নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু উত্তর দিবে কে? অনেক ডাকাডাকির পর কোহিনুরের মুখ হইতে কয়েকটীমাত্র কথা বাহির হইল—"আর কেন মা!—তোমরা আমার যা কর্‌বার তা ত খুব করেছ! বাপ্-মা হ'য়ে নিজের সন্তানের এমন কর্‌লে? আর তোমরা কেউ আমার কাছে এস না গো! আমি এখুনি এইখানে যেন মরি।" সরোজা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন! তিনি দিবারাত্র যে আশঙ্কা করিতেন, হায়, হায়, তাহাই ফলিল! তাঁহার মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। একেই তো তাঁর হৃৎপিণ্ডের অবস্থা অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল, অল্পতেই মূর্চ্ছিত হইতেন, তাহার উপর আজ এই অসম্ভাবিত ঘটনায় আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দাস-দাসীরা গোলমাল করিয়া উঠিল। একজন কর্ত্তাকে ডাকিতে ছুটিল। কিন্তু কোহিনুর উঠিল না, মুখও তুলিল না।

মণিমোহন আসিয়া স্ত্রী কন্যার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত ভীত ও বিমূঢ় হইয়া গেলেন! মুখে জল-বাতাস দিয়া সরোজা একটু সুস্থ হইলে; হঠাৎ এমন হইল কেন, কোহিনুরই বা পড়িয়া কেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। সরোজা বলিলেন, "এতদিন আমরা যা ভয় ক'রে এসেচি আজ তাই ঘটেছে! কোহিনুরের সব মনে পড়েছে!" পরে স্বামীর পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিয়া সরোজা বলিলেন—"আজ আমার কোহিনুরের জীবনের ভার তোমার উপর; তুমি তা'কে বাঁচাও, সে ওইখানে পড়ে প্রাণত্যাগ কর্‌বে বলেছে!" কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় মণিমোহন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"হা ভগবান্! তোমার মনে এই ছিল!"

তিনি নিকটে গিয়াই দেখিতে পাইলেন, কোহিনুরের হাতে তখনও সেই টেলিগ্রাম রহিয়াছে। সেখানি লইয়া পড়িয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইহাকে অবলম্বন করিয়াই কোহিনুরের পূর্ব্বস্মৃতি আজ পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে; বলিলেন, "হায় মানব! তুমি নিজ-শক্তির গর্ব্বে এত অন্ধ! ঈশ্বরের বিধানের কাছে

তোমার শক্তি কতটুকু! কোন্ সাহস, কোন্ শক্তিতে তুমি পতিপ্রাণা সাধ্বীর হৃদয় হইতে চিরদিনের জন্য স্বামীর স্মৃতি অপসারিত করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলে! রমণী প্রেমের যে মিলনে একবার আবদ্ধ হয়, তাহাকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িবার মানুষের কি সাধ্য!"

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ মণিমোহন ভূপতিতা কোহিনূরের মাথায় হাত দিয়া আদর করিয়া বলিতে লাগিলেন—"মা, ওঠ! আমি তোমায় সব বুঝিয়ে বল্‌ছি।—তুমি মৃত হয়ে নূতন প্রাণ পেয়েছিলে, তাই আমি তোমায় নূতন করে সংসারী করেছিলাম। তোমার সে-জীবনের সঙ্গে এ-জীবনের কোনই সংস্রব নাই। সে-জীবনের এক ক্ষীণ স্মৃতি ছাড়া তুমি তার সঙ্গে আর কোন প্রকারে সংযুক্ত নও। মা, তুমি আমার সাধ্বী কোহিনূর, চিরদিনই তুমি সতী সাধ্বী।" কোহিনূর কোন কথার উত্তর দিল না বা মুখ তুলিয়া চাহিল না; একই ভাবে পড়িয়া রহিল। তখন রোরুদ্যমান শিশুটীকে আনিয়া সরোজা কোহিনূরের বক্ষের কাছে শুয়াইয়া দিলেন্; কোহিনূর একবারমাত্র হাত উঠাইয়া ধীরে ধীরে তাহাকে কাছ হইতে সরাইয়া দিয়া, তেমনি ভাবে পড়িয়া রহিল। আজ স্নেহের সন্তানের করুণ ক্রন্দন মাতৃ-হৃদয়ে অভিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল। এই সন্তান—এ যে আজ কোহিনূরের দারুণ লজ্জা! অলক্ত কৃতঘ্নতার ছবি!!

ক্রমে সন্ধ্যা হইল; ধাত্রীর ক্রোড়েই শিশু আজ কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইল। সরোজা ও মণিমোহন কোহিনূরকে উঠাইবার বৃথা চেষ্টায় শিয়রে বসিয়া রহিলেন। কোহিনূর আর মুখ তুলিল না, বা একটি প্রশ্নও করিল না বা একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিল না। আজ তাহার অন্তরে যে ঝড় উঠিয়াছে, তাহা প্রকাশের আর তাহার ভাষা নাই! তাহার এখন একমাত্র বাসনা—তাহার এই জীবন-নাটকের শেষ যবনিকা এইখানেই পতিত হউক্।—সে আর মানুষের সংস্রবে যাইতে চাহে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীননীবালা দেবী।

নিবেদন

অনেক ঘুরিয়া এসেছি ছুটিয়া
বিশ্রাম লভিব বলে,
পতিত-পাবন, ওহে নারায়ণ,
স্থান দাও পদতলে!
বড়ই যাতনা—সহিতে পারি না,
হৃদয়ে ধরে না আর!
অনাথের গতি, তুমি জগপতি
করুণার পারাবার!
আঁধার হৃদয়ে তুমিই আলয়
অবলার তুমি গতি,
শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিয়া
ভরি দাও লক্ষ্মীপতি!

শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী।

হতাশে।

বীণায় ধরিয়াছিনু বেহাগের সুর
সযতনে নিভৃতে বসিয়া,
সাধের বীণার তার ছিঁড়িল সহসা,
দেখিলাম বারেক চাহিয়া!

উষার শিশির-মাখা ফুলগুলি ল'য়ে
বড় সাধে গেঁথেছিনু হার,
গলায় হ'ল না পরা, রবির কিরণে
শুকাইল মালিকা আমার!

পূজার আরতি তরে দীপ হাতে লয়ে
দাঁড়াইয়া ছিলাম অঙ্গনে,
বাতাসে নিবিয়া গেল আলোক আমার,
অশ্রু-জল ঝরিল নয়নে!

দেখিতেছিলাম আমি নিশার স্বপনে
ধরা সাথে স্বরগ-মিলন,
সহসা প্রভাতরাণী আসিয়া জগতে
ভেঙে দিল সাধের স্বপন!

হিরণ-কিরণ-মাখা মণিময় হার
পরেছিনু আদরে গলায়,
বিধাতা সাপিনী হয়ে সেই হারগাছি
একদিন দংশিল আমায়!

যাহা ধরি, তাই যেন ছাই হয়ে যায়!—
আমি বুঝি নহি এ ধরার!
তাই যদি সত্য হয়, তবে কেন হায়,
প্রাণে এত জাগে হাহাকার!

শ্রীমতী চারুবালা দেবী

প্রলোভন।

হেরি' ঝরণার বারি যাই যদি মিটাতে পিয়াস
কে তুলিয়া দেয় মোরে হৈম পাত্রে নীর
সুবাসিত!
ঘুচাতে মনের জ্বালা করি যদি মলয়ের আশ,
কে আনি' বাজন করে ক'রে তার কঙ্কণকণিত।
বুকের আঁধার ল'য়ে চাহি যদি হাসি জ্যোছনায়
দেখাতে দীপের মালা কে ধাঁধায় আমার নয়ন!
শান্ত কুটীরের কোলে নিবারিতে যাই প্রবভার,
কে রচে সম্মুখে মম হর্ম্ম্য এক চিত্র-দরশন!

পিকের সঙ্গীতে যাই কোলাহল থামাতে হিয়ার,
কে গাহে মধুর কণ্ঠে এস্রাজের সুর মিশাইয়া!
প্রকৃতির পূত অঙ্গ যদি যায় সাধ হেরিবার,
কাহার কৈতবলীলা কে দেখায় তখনি আসিয়া!
কেবল দুখের মূল জানি' নাথ! সবে পরিহরি'
তোমার চরণ-প্রান্ত খুঁজি যবে শান্তি-কামনায়,
ঐশ্বর্য্য-সম্ভার আনি' নয়ন-উপরি মোর ধরি'
কে আবার নিমজ্জিত করি' দেয় ভোগ-লালসায়!

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল্।

"পরে সদা ভালবাসে,
পরের সুখের আশে
চির আত্মবিসর্জ্জন চির আত্মদান!
বাধিতে পড়িলে মনে
ধারা ব'য় দু'নয়নে,
হৃদি-তলে সদা চলে প্রেমের তুফান!"

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ঊনবিংশ-শতাব্দী দ্বিতীয় পাদ অতিক্রম করিয়া তৃতীয় পাদে পদার্পণ করিয়াছে; রুশিয়ার দক্ষিণে ক্রিমিয়া-প্রদেশে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। এক পক্ষে রুশিয়া, অপর পক্ষে তুরস্কের সুলতান, ফরাসী ও ইংরাজ। তুর্কল তুরস্ককে রুশ-লোলুপ রাজ্য-পিপাসু জারের করালগ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইংরাজ আজ সুলতানের পার্শ্বে রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। রুশিয়া আজ তুরস্ককে তাহার স্বাধীনতাধনে বঞ্চিত করিয়া অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছে দেখিয়া, স্বাধীনতার লীলাভূমি ইংলণ্ডের অধিবাসিবৃন্দ জারের ও সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য স্বীয় মস্তকে বিপদ্ ডাকিয়া আনিয়াছে।

বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই; অনবরত যুদ্ধ চলিতেছে। রুশিয়া-দেশে দুরন্ত শীত আরম্ভ হইয়াছে। তুষার-সমাচ্ছন্ন উত্তর-প্রদেশ হইতে হিমবাত প্রবাহিত হইয়া যুদ্ধক্লিষ্ট সৈনিকগণকে প্রপীড়িত করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে বন্যাপ্লাবিত শিবির-মধ্যে একফুট পরিমিত জল দাঁড়াইয়াছে। সৈন্যগণের দুর্দ্দশার সীমা নাই। এমন সময়ে আবার ক্রিমিয়ার দক্ষিণে কৃষ্ণসাগরে ভয়ঙ্কর ঝড় উপস্থিত হইল। দেখিতে না দেখিতে সাগর-বক্ষ বিক্ষোভিত হইয়া উঠিল; উত্তাল তরঙ্গমালা বেলাভূমিতে ভীমবেগে প্রচণ্ড আঘাত করিতে লাগিল। অর্ণবপোতসমূহ আত্মরক্ষায় বৃথা প্রয়াস পাইয়া সাগরগর্ভে বিলীন হইল। তীরভূমিতে সন্নিবেশিত শিবিরসমূহ প্রমত্ত প্রভঞ্জনের প্রচণ্ড প্রকোপ সহ্য করিতে না পারিয়া ভূমিসাৎ হইল। ইংলণ্ড হইতে যে-সকল জাহাজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত সৈনিকগণের আহার-সামগ্রী, পরিধেয় বস্ত্র, ঔষধ-পত্র ও অন্যান্য অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্য বহন করিয়া আনন্দভরে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আগমন করিতেছিল, দৈব-বিড়ম্বনায় তাহারা এই কালান্তক ঝড়ে বিনষ্ট হইল।

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক-পুরুষগণের অবর্ণনীয়, অনুমেয় ও অপরিসীম দুঃখ-দুর্গতি উপস্থিত হইল। যুদ্ধশ্রমাবসন্ন যোদ্ধৃবৃন্দ উপযুক্ত ইন্ধনের অভাবে অপক্ক অন্ন আহার করিয়া, কখনও বা অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাইতে লাগিল। হিমক্লিষ্ট কম্পিত কলেবর জীর্ণবস্ত্রে আবৃত করিয়া তাহারা অতিকষ্টে অর্দ্ধমৃতবৎ জীবন-ধারণ করিতে লাগিল; আর্দ্র ভূমিশয্যায় শ্রান্তক্লান্ত দেহ স্থাপন করিয়া কথঞ্চিৎ নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে লাগিল; তথাপি জাতীয় গৌরব ও মর্য্যাদা-রক্ষার্থ তাহারা প্রকৃত বীরের ন্যায় অম্লান-বদনে প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে ক্ষান্ত হইল না।

কিন্তু রক্তমাংসের শরীরে আর কত সহ্য হয়! অনশন-ক্লিষ্ট শ্রমকাতর শীতার্ত্ত সৈন্য-গণ অচিরে পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িল। শত শত রুগ্ন সৈনিক হাসপাতালের আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু উপযুক্ত ঔষধ, পরিমিত বস্ত্র, পথ্য

ও নিয়মিত শুশ্রূষার অভাবে বহু বীরপুরুষ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে যে, এই যুদ্ধে কেবলমাত্র উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাবে হাসপাতালের ১৮০৫৮ জন লোক প্রাণত্যাগ করে। যুদ্ধক্ষেত্রে যাহারা নিহত হয়, তাহাদের সংখ্যা অতিশয় অল্প—মাত্র ১৫৯৮ জন। হাসপাতালের অবস্থা তখন কিরূপ শোচনীয় ছিল, ইহা হইতে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অতিশয় অল্পসংখ্যক কয়েকজনমাত্র শুশ্রূষাকারিণী ছিল। পীড়িত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন অপরের সহায়তা করিত। ঔষধ-পত্র ও অস্ত্রাদির অভাবে চিকিৎসকগণ নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতিপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহেরও কোনরূপ সুচারু বন্দোবস্ত ছিল না। সর্ব্বত্রই একটা বিশৃঙ্খলা, সর্ব্বত্রই একটা দারুণ অভাব বিরাজ করিতেছিল।

এই সকল হৃদয়বিদারক করুণ কাহিনী সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া পরদুঃখকাতরা, স্নেহপ্রবণা কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল-নাম্নী * এক মহাপ্রাণা মহিলার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি হতভাগ্য পীড়িত সৈন্যগণের ক্লেশলাঘবে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া তাহাদের শুশ্রূষাভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধসচিবের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ঠিক্ এই সময়ে যুদ্ধসচিবও অনন্যোপায় হইয়া আহত সৈনিকদিগের শুশ্রূষার ভার গ্রহণের জন্য কুমারী ফ্লোরেন্সের সাহায্য-প্রার্থনা করিয়া পত্র লেখেন। সুতরাং উভয়ে উভয়ের পত্র পাইয়া যার পর নাই বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। দেশবাসী সকলে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের মহাপ্রাণতার ভূয়সী প্রশংসা

[* স্বদেশ-প্রেমিকা এই রমণী ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ডার্বিসায়ারের অন্তর্গত লিহার্ষ ওয়াল্ডসায়ারের অন্তর্গত এম্‌ব্লে পার্কের কুমারিকারী উইলিয়াম এডওয়ার্ড নাইটিংগেলের সন্তানরূপে ইটালির ফ্লোরেন্স নগরে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে, সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মাতাপিতার মধ্যমা কন্যা। ফ্লোরেন্স-নগরে ইঁহার জন্ম হওয়ায় ঐ নগরের নামানুসারে ইঁহারও নাম ফ্লোরেন্স রাখা হয়। মাতাপিতার তত্ত্বাবধানেই ইঁহার প্রথম শিক্ষা সমাপ্ত হয়। শৈশবকাল হইতেই স্বাধীন-জনমানক প্রকৃতির প্রতি ইঁহার অস্বাভাবিক অনুরাগ ও প্রীতির ভাব দেখা যাইত। ইঁহার ক্রীড়াকৌতুকও বৈচিত্র্যময় ছিল, এবং সেই বাল্য-বয়সেই তিনি ইঁহার ক্রীড়াপুত্তলিকাগুলির শুশ্রূষা করিতেন ও তাহাদিগের আহত স্থানে বরফী বাঁধিয়া দিতে যার পর নাই আনন্দ অনুভব করিতেন। পরবর্ত্তী কালে ইঁহাকে বিধাতার যে কার্য্যের ভার লইতে হইবে, স্বয়ং বিধাতৃ-পুরুষ যেন শৈশব হইতেই ইঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ইঁহাকে সেই কার্য্য শিক্ষা দিতেছিলেন। কথিত আছে একটী দরিদ্র মেষপালকের একটী ভগ্নপদ সর্ব্বপ্রথম রোগিরূপে কুমারীর শুশ্রূষা লাভ করে। বাল্য হইতে ক্রমে তিনি আর্ত্ত মানবদিগের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং যেখানে দুঃখ, ক্লেশ ও রোগের যাতনা, সেই স্থানেই ইঁহার সৌম্য মূর্ত্তি বিরাজ করিত। মানবসেবায় আপনার সমুদয় শক্তি নিয়োজিত করাই ইঁহার ঐকান্তিক বাসনা ছিল। সম্ভ্রান্ত অভিজাতবংশে জন্ম গ্রহণ করিলেও পিতার অধিকারভুক্ত প্রদেশের নিকটবর্ত্তী বিভালয়, রোগি-নিবাস, সংশোধনাগার ও অন্যান্য জনসেবার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য্যকলাপ তিনি মনোনিবেশ সহকারে পরিদর্শন করিতেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি বিদেশীয় বহু রোগি-নিবাসাদিও পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং ইংলণ্ডকে সেবা ও স্বাস্থ্য-রক্ষা-বিষয়ে সকলের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া আপনাকে এই কার্য্যের উপযুক্ত শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন্। এতদ্ভিন্নদেবের বৃত্তান্ত এই প্রবন্ধে পরে বর্ণিত হইয়াছে।]

করিয়া তাঁহাকে তাহাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিলেন, "উপযুক্ত হস্তে উপযুক্ত কার্য্যভার এতদিনে অর্পিত হইল। অচিরে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যগণের ম্লানমুখ অপসারিত হইবে।" নাইটিংগেল দুর্ব্বলা নারী হইলেও তাঁহার হৃদয়ে অপরিসীম সাহস ও বল ছিল। সঙ্কল্প-সাধনে তাঁহার অসাধারণ দৃঢ়তা- ও তেজস্বিতা-সন্দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইত।

হাসপাতাল-সংক্রান্ত কার্য্য-পরিচালনে নাইটিংগেলের অনন্যসাধারণ দক্ষতা ছিল। তিনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ও স্নেহশীলা নারী ছিলেন। যৌবনের প্রথম ভাগেই তিনি তাঁহার প্রতিবেশিনী বালিকাদিগকে বাইবেল-শিক্ষাদানের জন্য একটি 'ক্লাশ' খুলিয়াছিলেন এবং শিশুচিকিৎসার জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত তাহার কার্য্যাবলীর তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি ইংলণ্ডের ও অন্যান্য দেশের অনেক হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইংলণ্ডের হাসপাতালে শুশ্রূষাকারিণী সুশিক্ষিতা নারীর যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। এই অভাব দূর করিয়া হাসপাতালের দুর্দ্দশা-মোচনের চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিল।

তখন জর্ম্মণীতে শুশ্রূষাবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য একটি সুপরিচালিত বিদ্যালয় ছিল। তিনি এই স্থানে আসিয়া দেখিলেন যে, শুশ্রূষা-সম্বন্ধে তিনি মনে মনে যে-সকল ধারণা করিয়াছিলেন, তাহা এখানে কার্য্যতঃ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সুতরাং তিনিও নিজে এই স্থানে রোগীর শুশ্রূষা-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য ছাত্রীশ্রেণীভুক্ত হইলেন। ছয়মাস এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া তিনি সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই শিক্ষা তাঁহার এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল যে, সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না। এই স্থান হইতে তিনি ফ্রান্সের প্যারিস্-সহরেও সেবার বিবিধ বিধি ও রোগি নিবাস-পরিচালনা শিক্ষা করেন এবং ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হন। এক-বৎসর বিশ্রামের পর তিনি স্বাস্থ্যলাভ করিলেন এবং স্বকীয় কার্য্যক্ষেত্রের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি আর্ত্ত-মহিলা-সেবাসদনের (Convalescent Home for Governesses *) প্রতিষ্ঠা করিলেন ও রোগীর সেবায় তাঁহার অধিকাংশ সময় ও বহু অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে ও কার্য্যদক্ষতাগুণে দুইবৎসরের মধ্যে এই নূতন অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে সফলতা লাভ করিল। তাহার প্রথম চেষ্টা জয়যুক্ত হইয়াছে দেখিয়া তিনি আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে আবার তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল এবং তিনি বাধ্য হইয়া বিশ্রামলাভের জন্য পিতৃভবনে গমন করিলেন। ইহার কয়েক মাস পরেই তিনি যে দেবকার্য্য সাধন করিয়া বিনশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই কর্ত্তব্যের আহ্বান আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ২৪ শে অক্টোবর ২৪ (কাহারও মতে ৩৭, কাহারো কাহারো

* এক্ষণে ইহার নাম—"Home for Gentlewomen during temporary Illness" অর্থাৎ ভদ্রমহিলাদিগের সাময়িক রোগ চিকিৎসা-ভবন।

বা মতে ৪২) জন শুশ্রূষানিপুণা সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে নাইটিংগেল মহান্ কঠোর দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাসূচক আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে ক্রিমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিয়া ৫ই নবেম্বর স্কুটরিতে আসিয়া অবতরণ করিলেন। দেবগণের আশীর্ব্বাদ তাঁহার মস্তকোপরি বর্ষিত হইতে লাগিল। এই শুশ্রূষু রমণীদিগের মধ্যে অনেকে স্বেচ্ছাসেবিকা ; অবশিষ্ট রোগিনিবাসের শিক্ষিতা বেতনভোগী শুশ্রূষাকারিণী ছিলেন। এই শুশ্রূষাকারিণীদিগের মধ্যে অনেকে সামাজিক পদমর্য্যাদায় ও সৌভাগ্যসম্পদে গৌরবান্বিতা ছিলেন।

স্কুটারী-নগরটী তুরস্কের রাজধানী কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলের অনতিদূরে বসপোরাস্ প্রণালীর অপরতীরে অবস্থিত। এই স্থানে একটি বড় হাঁসপাতাল ছিল। যুদ্ধকালে আহত ইংরাজ সৈনিকের আবাসরূপে তুরস্কগবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে ইহা ব্যবহৃত হইতেছিল। হাঁসপাতালে প্রবেশ করিয়াই নাইটিংগেল এক লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা। আহত সৈনিকপুরুষেরা রোগযন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছে ! সেবা-শুশ্রূষা করিবার লোক নাই। কেহ বা জ্বরাক্রান্ত, কেহ বা আমাশয়-রোগে শয্যাশায়ী, কেহ বা যুদ্ধে ভীষণভাবে আহত। রুগ্ন-ব্যক্তিগণের শয্যা ধূলায় মলিন, বহুদিন যাবৎ তাহা পরিষ্কৃত হইতেছে না। গৃহের দরজা-জানালায় সুবন্দোবস্ত নাই, বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যালোকের পথ রুদ্ধ। সৈন্যগণ দিন দিন ক্ষীণ ও ম্লান হইতেছে। রোগীদিগের উপযুক্ত পথ্যের পর্য্যন্ত সংস্থান নাই। মৃত্যু-বিভীষিকা সকলের ম্লান মুখচ্ছবিতে যেন প্রতিভাত হইতেছে।

যাহারা স্বার্থসুখ বিসর্জ্জন দিয়া বন্ধুবান্ধব ও প্রাণপ্রিয় স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া, জাতীয় সম্মান ও দুর্ব্বলের স্বাধীনতা-রক্ষার্থে বিদেশে ভীষণ রণক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হইয়া অপূর্ব্ব তেজস্বিতা ও শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছে, অবশেষে তাহারাই আজ বিনা চিকিৎসায় ও বিনা শুশ্রূষায় মৃত্যুদ্বারে আসিয়া উপনীত হইয়াছে ! এই শোকাবহ-দৃশ্য-দর্শনে নাইটিংগেল একেবারে বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি নিরাশ হইবার পাত্রী ছিলেন না ; তাই ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া স্বীয় সঙ্গিনীগণকে লইয়া তিনি উৎসাহভরে শুশ্রূষা-কার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন। একদল রুগ্ন-ব্যক্তিগণের গৃহ ও শয্যা পরিষ্কার করিয়া তাহাদের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, অপরদল লইয়া নাইটিংগেল স্বয়ং রন্ধনশালায় গমন করিলেন। পরম যত্নে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া তাঁহারা রুগ্নসৈনিকগণকে পরম পরিতোষের সহিত ভোজন করাইলেন। তাঁহারা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রোগীর সেবায় প্রাণমন সঁপিয়া দিলেন।

রোগীর সেবায় মানুষ ইহার পূর্ব্বে কখনও এইরূপ নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছে কি-না সন্দেহ। রুগ্নব্যক্তিগণের রোগযন্ত্রণা-লাঘবের উপায়-উদ্ভাবন-চিন্তায় কুমারী ফ্লোরেন্স তাঁহার সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেন। কখনও তিনি অস্ত্রবাবচ্ছেদ-ভীত রোগীর পার্শ্বে অভয় দিতেছেন, সৈনিক-পুরুষগণের শয্যা-পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাহাদের জন্য পত্র লিখিয়া দিতেছেন, কখনও বা তাহাদের পারিবারিক অবস্থা-সম্বন্ধে নানা প্রকার সদানু-

ভূতিসূচক প্রশ্ন করিতেছেন। আর তাহারাও সরল অন্তঃকরণে সুখদুঃখের করুণ কাহিনী তাঁহাকে জ্ঞাপন করিতেছে। সৈনিক-দের পরিবারের কোনওরূপ অর্থক্লেশ না ঘটে, এই উদ্বেগ দূরীকরণের জন্য তিনি সমর মত সৈনিকপুরুষগণের বেতন তাহাদের স্ত্রীপুত্রের নামে প্রেরণ করিতেন। রুগ্ন ব্যক্তিগণের প্রফুল্লতা-সম্পাদনের জন্য তিনি নানাপ্রকার সুপাঠ্য-পুস্তক-পরিপূর্ণ পাঠাগার স্থাপিত করেন এবং তাহাদের আমোদ-প্রমোদের জন্য নানাপ্রকার প্রীতিপ্রদ ক্রীড়ার অনুষ্ঠান করেন।

রোগীর সেবায় নাইটিংগেল অপরিসীম বিমল আনন্দ অনুভব করিতেন; ইহাতে তাঁহার ক্লান্তিবোধ হইত না। শীঘ্রই তাঁহাকে দশ সহস্র সৈনিকের সেবার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, এবং বস্‌ফরাসের রোগিনিবাস-সমূহের সাধারণ তত্ত্বাবধানের ভারও তাঁহারই উপর পড়িয়াছিল। এমন কি এই সময় উপর্য্যুপরি ২০ ঘণ্টা পর্য্যন্তও তিনি এই কার্য্যে অতিবাহিত করিয়াছেন। হাসপাতালের কর্ম্মচারিবৃন্দ সর্ব্বদিনব্যাপী পরিশ্রমের পর শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে যখন শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেন, যখন হাসপাতাল গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন, নীরব ও নিস্তব্ধ, সেই নিশীথ-সময়ে নাইটিংগেল স্নেহবৎসলা ও উদ্বিগ্না জননীর ন্যায় প্রদীপহস্তে একাকিনী কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ধীরপাদবিক্ষেপে গমন করিয়া রোগীদের অবস্থা নিজচক্ষে অবলোকন করিতেন। রোগযন্ত্রণাক্লান্ত অর্দ্ধনিদ্রামগ্ন সৈন্যগণ যেন স্বর্গরাজ্যে দেববালার হস্ত-সংস্পর্শে ক্ষণেকের তরে রোগ-যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া এক অবিমিশ্র আনন্দ উপভোগ করিত। কেহ বা সেই মূর্ত্তিমতী দয়ার ছায়া-সংস্পর্শে মুহূর্ত্তের জন্য স্বর্গীয় বিমল সুখসাগরে নিমগ্ন হইত। তাঁহার এই সেবার সুব্যবস্থার ফলে রোগীদিগের মৃত্যু-সংখ্যা শতকরা ৪২ হইতে শতকরা মাত্র ২ জনে পরিণত হইয়াছিল। কুমারীর কি প্রগাঢ় কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ছিল, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। এই দারুণ পরিশ্রমে একবার তিনি স্বয়ং অসুস্থ হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন্ কিন্তু তথাপি তিনি সৈন্যদিগকে তথায় ফেলিয়া যাইতে অস্বীকৃত হ'ন। অবশেষে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সৈনিকগণ যখন ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তিনি সেই সময়ে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।

কুমারী নাইটিঙ্গেলের এই অতিমানুষিক সেবাপরায়ণতা ইংলণ্ডের দরিদ্র পর্ণকুটীর-বাসী হইতে তথাকার সম্রাটের হৃদয়ে যে ভাবের উদ্রেক করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি নাই। ক্লোরেন্সকে একখানি যুদ্ধের জাহাজে করিয়া স্বদেশে ফিরাইয়া আনিবার কথা হইয়াছিল, এবং লণ্ডন-নগরী তাঁহার উপযুক্ত অভ্যর্থনার আয়োজনও করিতেছিল। কিন্তু যাঁহারা ভগবৎপ্রেমে প্রেমিক, এবং সেই প্রেমেরই বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তাঁহারা যশ চাহেন্ না, সম্মান চাহেন্ না, নিজের কীর্ত্তি-চক্কা নিনাদিত করিতে চাহেন্ না;—চাহেন কর্ম্মান্তে নীরবতা। এই জন্য কুমারী নাইটিংগেল যেই তাঁহার জন্য ঐ মহৎ আয়োজনের বার্ত্তা শুনিলেন, অমনি তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই, সকলে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন-বার্ত্তা জানিবার অগ্রেই, নীরবে একখানি ফরাসী-পোতে আরোহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন

করিলেন এবং লোকচক্ষুর অগোচরে স্বীয় গ্রাম্য আবাসে প্রস্থান করিলেন। দারুণ পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাঁহার পরবর্ত্তি-কালের নীরব জীবন স্বদেশের ও স্ব-জাতির অশেষ কল্যাণ-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। দেশবাসী তাঁহার অক্লান্ত সেবায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সম্মানের জন্য যে ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড চাঁদা তুলেন, তদ্দ্বারা তিনি শুশ্রূষাকারিণীদিগের শিক্ষার নিমিত্ত 'নাইটিংগেল হাউস' নামে একটি শিক্ষালয় ও কয়েকটি চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। সৈনিকদিগের স্বাস্থ্য সংস্কার, সৈনিক-রোগিনিবাস, সৈনিক-চিকিৎসা-বিস্তারণ প্রভৃতি বিষয়েও তিনি গভীর মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সেবা-সম্বন্ধে পুস্তক প্রকাশিত করেন্। এই পুস্তক পাঠ করিয়া ইংলণ্ডে দলে দলে লোক সেবা-বিজ্ঞান জানিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাঁহার মতে সেবার অর্থ—রোগীর জীবনীশক্তির বিন্দুমাত্র নষ্ট না করিয়া, তাহাকে নির্ম্মল বায়ু, আলোক, উপযুক্ত উষ্ণতা, পরিচ্ছন্নতা ও শান্তির মধ্যে রক্ষা করা এবং তাহাকে সুবিবেচিত পথ্য প্রদান করা।

কুমারী নাইটিংগেল দেশের স্বাস্থ্য-বিষয়ে উন্নতি করিবার জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তখন কি স্বদেশে কি বিদেশে, রোগিনিবাস-স্থাপনের কথা হইলেই তাহার কার্য্য-প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা হইত। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মল বায়ু-চলাচল, জলনিঃসরণ, রোগবীজ-নাশের উপায়, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয়ে কুটির-বাসীদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত 'কাউন্টি কাউন্সিল টেক্নিক্যাল ইন্‌ষ্ট্রাকশন কমিটি'-নামে এক সভার সাহায্যে তিনি চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করেন্। শুনা যায়, তৎকালীন গবর্ণমেণ্টের অবগতির নিমিত্ত তিনি ক্রিমিয়-সমরে সৈন্যদিগের চিকিৎসার্থ প্রেরিত ব্যক্তিদিগের কার্য্য-সম্বন্ধে একটী গুপ্ত বিবরণীও প্রস্তুত করিয়া দেন। আমেরিকার আন্তর্জাতিক সংগ্রাম এবং ফরাসীদিগের সহিত জর্ম্মনদিগের যুদ্ধেও তিনি প্রভূত সৎপরামর্শ দান করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড তাঁহাকে 'order of merit' উপাধি দান করেন। অবশেষে সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনের অন্তে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ৯০ বৎসর বয়সে এই মহীয়সী রমণী ইহলীলা সংবরণ করেন।

নাইটিংগেল পরার্থপরতার যে সমুজ্জ্বল চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান জগতে দুর্লভ। তাঁহার পুণ্যপূত স্মৃতিকাহিনী চিরদিন মানব-হৃদয়ে ভক্তি, বিস্ময় ও আনন্দের উৎসস্বরূপ বিরাজিত থাকিবে। তাঁহার স্বদেশপ্রেম, তাঁহার সেবাধর্ম্ম ও তাঁহার সাধনার অপূর্ব্ব সৌরবময় দৃষ্টান্ত স্বার্থ-চিন্তারত, অনুন্নত জগৎকে যে সমুন্নত করিয়া তুলিবে, সে-বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

শ্রীমতী সুনীতিবালা চন্দ।

আলোর ধারা।

(ভৈরবী)

আহা! এই আলোকের ধারা নে তোর
বুক্ ভরে—বুক্ ভরে—বুক্ ভরে!
হৃদয়-কলস শূন্য করে, সুধা
রাখ্ ধরে—রাখ্ ধরে—রাখ্ ধরে!
আলোয় আলোয় ভরুক্ হৃদয়,
যেন কালো কোথাও একটু না রয়,
আনন্দেরি দেবতা জাগুন্
রূপ ধরে—রূপ ধরে—রূপ ধরে!
কুসুম ফুটুক্ প্রাণে আমার,
তাঁর চরণে ঢালি এবার,
সকল বেসুর ডুবায়ে দি'
তাঁর সুরে—তাঁর সুরে—তাঁর সুরে!
ধন্য হউক্ সকল নিশি
সুন্দরে ঐ যাউক্ মিশি,
অরূপেরি রূপ হেরি এই
চার ধারে—চার ধারে—চার ধারে!

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

ব্রহ্মার মূর্ত্তিপরিচয়।

ব্রহ্মার মূর্ত্তি কবে গড়া আরম্ভ হইল, তাহা ঠিক্ বলা যায় না। গান্ধার-ভাস্কর্য্যেই বোধ হয়, তাঁহার প্রথম মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তাই বলিয়া যে পূর্ব্বে তাঁহার মূর্ত্তি গড়া হয় নাই, কিংবা তাঁহার ছবি আঁকা হয় নাই, এ কথা হলফ্ করিয়া বলা যায় না। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল, গান্ধারের মূর্ত্তিসকল প্রায় ২০০০ বৎসরের পুরাতন।

সচরাচর যে সকল ব্রহ্মার মূর্ত্তি দেখা যায় অথবা ধ্যান হইতে যে মূর্ত্তির আভাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে প্রতীয়মান হয়—তিনি চতুর্শ্মুখবিশিষ্ট, দ্বিভুজ কিংবা চতুর্ভুজ, রক্ত অথবা রক্তগৌরবর্ণবিশিষ্ট এবং তাঁহার হস্তে অক্ষসূত্র, কমণ্ডলু, স্রুক্ ও স্রুব-নামক দুই প্রকার যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ থাকে এবং তিনি হংসে আরোহণ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ হংসই তাঁহার "বাহন"। মোটামুটি ব্রহ্মার মূর্ত্তি এইরূপ। তাহা ছাড়া এই মূর্ত্তির নানাপ্রকার ভেদ আছে। এখন সে-সব লইয়া কাজ নাই। কেন যে ব্রহ্মার চারিমুখ হইল, কেন যে তাঁহার হংসবাহন হইল, কেন তাঁহার হস্তে অক্ষমালা, স্রুক্, স্রুব, ইত্যাদি দেওয়া হইল, তিনি কমলাসনাসীন কেন হইলেন তাহার একটা উত্তর দেওয়া চাই। উত্তর আজ পর্য্যন্ত কেহ দেন নাই, আমিও যাহা দিব তাহাও যে অভ্রান্ত সত্য, তাহাও বলিতে পারি না; কেন না, সমস্তই প্রায় অনুমান-মূলক।

প্রথমেই তাহা হইলে ধরা যাউক্, ব্রহ্মার চারিটি মুখ কেন হইল? তাহার উত্তরে পাঠকপাঠিকাবৃন্দকে আমি বিশ্বকর্ম্মার সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাই স্মরণ করাইয়া দিব। সেখানে দেখিবেন ঋগ্বৈদিক যুগে তিনি সর্ব্বদর্শী ও তাঁহার চতুর্দ্দিকে মুখ, হাত, পা, চোখ ইত্যাদি ছিল অথবা এইরূপে ঋষিগণ-কর্ত্তৃক তিনি কল্পিত হইয়াছিলেন। এখনকার ছোটছেলেরা যে-ভাবে চিন্তা করে, সেইরূপেই ঋষিগণ ভাবিয়াছিলেন:—যিনি সর্ব্বদর্শী হইবেন, যিনি সৃষ্টি করিবেন, ক্ষুদ্রমানবের ন্যায় দুইচক্ষু

লইয়া তাঁহার কি হইবে!! যতক্ষণ তিনি সম্মুখে দেখিবেন, ততক্ষণ পশ্চাতে কিছুই দেখিতে পাইবেন না, পিছনে ফিরিলে সম্মুখে দেখিতে পাইবেন না। অতএব ঋষিরা বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, 'অত হাঙ্গামে কাজ কি? চারিদিকেই চোখ, মুখ, হাত, পা দেওয়া যাউক্, সব গোল মিটিয়া যাইবে।' যে-সকল দেবতাকে মিলাইয়া ব্রহ্মা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা একটি। অতএব বিশ্বকর্ম্মার অবয়বগুলিও ব্রহ্মা পাইয়াছেন। এই ত গেল আমাদের কথা।

কিন্তু পুরাণকারেরা চারিমুখ হইবার অদ্ভুত অদ্ভুত কারণ দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহারই দুই-একটা নমুনা দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। কারণ, নির্ম্মল হাস্য জগতে দুর্ল্লভ। ইহা পড়িয়া যদি একটু হাসি পায় তাহা হইলেও ভাল।

মৎস্যপুরাণে দেখা যায়, পূর্ব্বে ব্রহ্মার একটিমাত্র মুখ ছিল। তাঁহার কাজ সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি (একা পারিবেন না বলিয়া) দশজন মানস ও দশজন অঙ্গজ প্রজাপতির সৃষ্টি করিলেন। শেষ অঙ্গজ প্রজাপতি তাঁহার কন্যা। তাঁহার নানা নাম আছে, কিন্তু গায়ত্রী ও সাবিত্রী নামেই তিনি অধিক পরিচিতা। বুঝিতেই পারিতেছেন, একে ব্রহ্মার কন্যা, তাহাতে আবার প্রথম কন্যা! গায়ত্রী রূপে ভুবনমোহিনীও গুণে অসামান্যা হইলেন। ইহাই তাঁহার কাল হইল। ব্রহ্মা তাঁহার এই অলোকসামান্যা রূপবতী কন্যার প্রতি প্রথমদর্শনেই প্রণয়াসক্ত হইলেন এবং "অহো রূপম্" "অহো রূপম্" বলিয়া চিৎকার করিয়া নির্নিমেষ নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গায়ত্রী সে তীব্র দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া পিতাকে এড়াইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার পশ্চাদ্দেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু ব্রহ্মার তাহাকে দেখিবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা থাকায় হঠাৎ পশ্চাদ্ভাগে তাঁহার একটি মুখ ফুটিয়া বাহির হইল। সাবিত্রী একপার্শ্বে গেলেন, সেদিকেও আর একটি মুখ হইল; এইরূপ অপর পার্শ্বেও একটি ফুটিল। গায়ত্রী তখন উপায়ান্তর-বিহীন হইয়া আকাশে উড্ডীয়মানা হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য! উপরের দিকে মুখ করিয়া মাথার মাঝখানে আর একটি মুখ ফুটিয়া বাহির হইল। কন্যার প্রতি আসক্ত হওয়ায় পাপে তাঁহার সৃষ্ট্যর্থ সঞ্চিত সমস্ত তপঃ বিনষ্ট হইল। ব্রহ্মাও লজ্জায় অধোবদন হইয়া জটাদ্বারা পঞ্চমমুখটি আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন। মুখ চারিটা হইয়া গেল। এই এক গল্প।

আবার বামনপুরাণে বর্ণিত আছে, নারায়ণ সৃষ্টির আদিতে নিদ্রাবসানে পঞ্চবদন ব্রহ্মা ও পঞ্চবদন শিবকে সৃষ্টি করেন। তাঁহারা উৎপন্ন হইবামাত্রই কঠোর তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করিলেন। সৃষ্টির তাহাতে কিছুমাত্র উপকার হইবে না দেখিয়া নারায়ণ অহঙ্কারের সৃষ্টি করিলেন। অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হওয়ায় শিব ও ব্রহ্মার তুমুল ঝগড়া হইল। ঝগড়া করিতে করিতে ব্রহ্মা শিবের প্রতি অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিলেন। শিব ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার বাম অঙ্গুষ্ঠের নখাগ্রভাগ দিয়া ব্রহ্মার পাঁচটি মাথার একটি মাথা ছিঁড়িয়া লইলেন। ব্রহ্মার চারিটি মুখ হইল।

শিবের এই ব্রহ্মহত্যা করিবার জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল, তাহা না

বলিলে আখ্যায়িকা শেষ হয় না; অতএব গল্পটা শেষ করাই, বোধ হয়, বাঞ্ছনীয়। শিব যেমনি ব্রহ্মার মুণ্ড ছিঁড়িয়া লইলেন, অমনি ব্রহ্মা তাঁহাকে শাপ দিলেন।—মুণ্ডটি তাঁহার হাতে আটার মত লাগিয়া গেল। এইজন্য মহাদেবের আর একটি নাম কপালী। কত তীর্থে তিনি ভ্রমণ করিলেন, নরকপাল হাত হইতে কিছুতেই খসিল না। অবশেষে তিনি নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিবকে বারাণসীধামে অসী-বরুণার জলে স্নান করিতে উপদেশ দিলেন। স্নান করায় ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ দূরীভূত হইল বটে, কিন্তু শাপহেতুক নরকপাল হাত হইতে খুলিয়া পড়িল না। তৎপরে তিনি ভগবান্ কেশবের পরামর্শ অনুসারে একটি হ্রদে স্নান করিতেই ব্রহ্মার মুণ্ড হাত হইতে পড়িয়া গেল। এখনও এই স্থান কপালমোচন তীর্থ বলিয়া খ্যাত।

তাঁহার হংস-বাহন কেন হইল? ইহার উত্তর দেওয়া শক্ত। আমাদের যাহা উত্তর, তাহা পূর্ব্বেই দিয়াছি। আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে, ঋগ্বৈদিকযুগে বিশ্বকর্ম্মার ডানা ছিল। এই ডানার সাহায্যে তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্যাদি প্রস্তুত হইয়া গেলে, সেগুলিকে ঘুরাইয়া দিতেন। ব্রহ্মার কিন্তু ডানা নাই, বিশ্বকর্ম্মারও হাঁস নাই। বিশ্বকর্ম্মার এই ডানার বদলে ব্রহ্মাকে যে ডানাসংযুক্ত হাঁস বাহন করিয়া দেওয়া হয় নাই, ইহা ভাবিবার কি কোন বিশেষ কারণ আছে?

স্রুক্ আর স্রুব যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ। ইহা কেন ব্রহ্মার হাতে দেওয়া হইল? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঋগ্বেদে ব্রহ্মন্ শব্দের অর্থ ঋত্বিক্ বা পুরোহিত। উপনিষদেও ব্রহ্মাকে ঋত্বিক্ বলিয়া বলা হইয়াছে। ঋত্বিকের কাজ যজ্ঞ করা। যজ্ঞ করিতে গেলেই যজ্ঞের উপকরণ পাত্রাদির প্রয়োজন। স্রুক্ ও স্রুব যজ্ঞীয় পাত্র-বিশেষ। তাই বোধ হয় ব্রহ্মার হাতে এই দুইটি প্রধান পাত্র দেওয়া হইয়াছে।

তিনি পদ্মযোনি কেন হইলেন এবং কেনই বা তাঁহার হাতে অক্ষমালা আসিল, তাহার একটা উত্তর দেওয়া যাউক্। পুরাণে বর্ণিত আছে, নারায়ণ যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হইলে তাঁহার নাভি হইতে একটি সনাল কমল উত্থিত হয় এবং তন্মধ্যে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। এই জন্য তাঁহার আর এক নাম পদ্মযোনি। উৎপত্তি হইবামাত্র ব্রহ্মা যোগ আরম্ভ করেন। অক্ষমালা সেই যোগেরই নিদর্শন।

মোটামুটি ব্রহ্মার মূর্ত্তি-সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাতব্য ছিল, তাহা প্রায় সমস্ত বলা হইল। কিন্তু একই দেবতার মূর্ত্তি নানাপ্রকারের হয় কি করিয়া? আপনারা বোধ হয় জানেন, শিল্প-শাস্ত্র বলিয়া আমাদের দেশে এক প্রকার চলিত পুঁথি আছে। ইহাতে দেবতাদের মূর্ত্তি গড়িবার প্রণালী পাওয়া যায়। শিল্প-শাস্ত্র যাঁহারা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এক প্রকার নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন। নানাদেশের শিল্প-শাস্ত্রে নানাপ্রকার প্রণালী দেওয়া আছে। শিল্পী যে প্রণালী অবলম্বন করে, তাহারই বিভিন্নতায় বিভিন্ন মূর্ত্তির সৃষ্টি হয়। আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের খেয়ালে মূর্ত্তি বিভিন্ন হয়। তাহা ছাড়া ভক্তের ইচ্ছানুসারেও মূর্ত্তির প্রকারভেদ হইয়া থাকে। ভক্ত যে মূর্ত্তিতে তাঁহার ইষ্টদেবতাকে পূজা করিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপে মূর্ত্তি গঠিত হয়।

এইরূপ-ভাবে ব্রহ্মারও মূর্ত্তিভেদ সংঘটিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে ব্রহ্মার যে-সকল মূর্ত্তি পাওয়া যায়, সেগুলিকে উপস্থিত নিম্নলিখিত নয়টী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) ব্রহ্মা দাঁড়াইয়া থাকিবেন। তিনি একক। সাবিত্রী, সরস্বতী, হাঁস কিংবা মুনি-ঋষি বা ভক্ত কেহ উপস্থিত থাকিবেন্ না। তিনি শুধু ভূমির উপর দাঁড়াইয়া থাকিবেন কিংবা পদ্মের উপর দাঁড়াইবেন।

(২) তিনি দাঁড়াইয়া থাকিবেন্ হয় শুধু আসনের উপর, নয় পদ্মের উপর; এবার একা থাকিবেন না। সাবিত্রী, সরস্বতী, হংস ও ঋষিরা সকলেই অথবা ইঁহাদের মধ্যে এক বা একাধিক উপস্থিত থাকিবেন।

(৩) তিনি বসিয়া থাকিবেন; বসিবেন পদ্মের উপর। তিনি একক হইবেন। সাবিত্রী সরস্বতী ইত্যাদি পরিবারদেবতা-দিগের কেহ উপস্থিত থাকিবেন না।

(৪) তিনি পদ্মাসীন হইবেন। তাঁহার সঙ্গে সাবিত্রী প্রভৃতি পরিবার-দেবতাগণের মধ্যে এক বা একাধিক উপস্থিত থাকিবেন।

(৫) তিনি হাঁসের উপর বসিয়া থাকি-বেন। সঙ্গে পরিবারদেবতাগণের সকলেই বা এক বা একাধিক উপস্থিত থাকিতেও পারেন, নাও থাকিতে পারে না।

(৬) তিনি রথে বসিয়া থাকিবেন এবং সেই রথ সাতটি হংস-কর্ত্তৃক চালিত হইবে। পরিবারদেবগণ উপস্থিত থাকিতেও পারেন, নাওথাকিতে পারেন।

(৭) এই ব্রহ্মার নাম প্রজাপতি-ব্রহ্মা। মুখ একটি থাকিবে। বামে সাবিত্রী থাকিবেন। হাঁস একেবারেই থাকিবে না।

(৮) তিনি শুধুই ঋষিগণ-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইবেন এবং পদ্মাসনে আসীন থাকিবেন। অপর কোনও পরিবারদেবতা উপস্থিত থাকিবেন না।

(৯) ব্রহ্মার সঙ্গে হয় নন্দী (শিবের বাহন) থাকিবে, নয় গরুড় (বিষ্ণুর বাহন) থাকিবে, না হইলে ঘোড়া (সূর্য্যের বাহন) থাকিবে। হাঁস থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে। অন্য পরিবার-দেবতারা উপস্থিত থাকিতেও পারেন, না থাকিতেও পারেন।

ইহা ছাড়া ব্রহ্মার কোন মূর্ত্তি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। যদি হয়, তাহা হইলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। যার যেমন ইচ্ছা, সে সেইরূপ ভাবেই ইঁহার মূর্ত্তি গড়িতে পারে। কিন্তু মোটামুটি রূপটি তাঁহার বজায় রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে ব্রহ্মা বলিয়া চেনা যাইবে না।

মূর্ত্তি দেখিয়া মূর্ত্তির সময়-নিরূপণ করা যায়। তাহার উপায়ও আছে। যে মূর্ত্তি যত সাদাসিধা হইবে, সে মূর্ত্তি ততই পুরাণ। যেমন, ব্রহ্মার দুইহাত-ওয়ালা মূর্ত্তি চারিহাত-ওয়ালার চাইতে পুরাণ। যে ব্রহ্মার একমুখে দাড়ি তাহা আর একটু নূতন, যে-মূর্ত্তির চারিমুখেই দাড়ি, তাহা আরও নূতন। যে-মূর্ত্তিতে কারু-কার্য্য যত কম, সে মূর্ত্তি তত পুরাণ। খৃষ্টীয় দশম শতকের পর ব্রহ্মার যত মূর্ত্তি পাওয়া যায়, তাহার সব মুখেই দাড়ি আছে। এইরূপ অবয়ব দেখিয়াই সকল সময়ে মূর্ত্তির সময়-নিরূপণ করা নিরাপদ্ নহে। যেমন, আমরা জানি গান্ধার-ভাস্কর্য্য খুব পুরাতন। ইহাতে যে-সকল মূর্ত্তি পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই বৌদ্ধ। ইহারই মধ্যে একটিতে ব্রহ্মার

প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার মুখে দাড়ি আছে। তাই বলিয়া ঐ মূর্ত্তিকে ১০ম শতাব্দীতে তোলা উচিত নহে সময়-নিরূপণ করিতে গেলেই যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করিয়া সাবধানে কাজ করিতে হয়। তাহা না হইলে পদে পদে ভুল হইবার সম্ভাবনা।

ব্রহ্মার মন্দির-সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। এটা ঠিক্ যে, এককালে ব্রহ্মার প্রভাব খুব বিস্তৃত হইয়াছিল, এককালে তাঁহার পূজা-অর্চ্চনাও হইত, এককালে তাঁহার ভক্তেরা তাঁহার উদ্দেশ্যে বিরাটকায় মন্দিরও তৈয়ারী করিতেন। বৌদ্ধদের উপদ্রবেই হউক্ বা শিবের অভ্যুত্থানেই হউক্, তাঁহার পূর্ব্ব গৌরব সমস্তই প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। এখন ব্রহ্মার মূর্ত্তি মন্দিরের গর্ভাগারে (Sanctum Sanctorium) থাকে না; এখন তাঁহার মূর্ত্তি শোভা-বৃদ্ধির জন্য মন্দিরে স্থান পায়। কখনও দেওয়ালে, কখনও দরজার পার্শ্বে, কখনও আলিসার নীচে, চাতালে আনাচে কানাচেয় তাঁহার স্থান। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহার মন্দির একেবারেই নাই? আছে। পুষ্করতীর্থে সাবিত্রী-পাহাড়ের উপর যে সাদা মন্দিরটি আছে, সেটি ব্রহ্মার। সকলেরই ধারণা,—ইহা ছাড়া ব্রহ্মার আর মন্দির ভারতবর্ষে নাই। ইহা ত ঠিক্ নহে। বুন্দেলখণ্ডের দুভাহি-নামক গ্রামে কানিংহাম একটি খাঁটি ব্রহ্মার মন্দির পান। তারপর রাজপুতানায় বসন্তগড়-নামক স্থানে একটি মন্দির আবিষ্কৃত হয়। ধারওয়ার-জেলায় অন্ততঃ নয়টি ব্রহ্মার মন্দির আছে। সব চাইতে বড়, কারুকার্য্য-খচিত একটি মন্দির ইদরের ষোল মাইল উত্তরে খেড়ব্রহ্ম-নামক গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। এখানে কয়েকঘর ব্রাহ্মণ আছেন; তাঁহারা পুরুষানুক্রমে শুধু ব্রহ্মারই পূজা করিয়া আসিতেছেন, অন্য দেবতার পূজা কখনও করেন না। শুধু তাহাই নহে, রূপমণ্ডন-নামক একখানি প্রসিদ্ধ ও প্রামাণিক শিল্পগ্রন্থে ব্রহ্মার মন্দির গড়িবার প্রণালী, আয়তন ইত্যাদি দেওয়া আছে। ব্রহ্মার পূর্ব্বগৌরবের এইগুলিই নিদর্শন। এই সকলই এতদিন পরেও জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার অতীত গৌরবের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ হইয়া সগর্ব্বে উন্নতমস্তকে দাঁড়াইয়া তাঁহার লুপ্ত প্রভাবের কথা মানবকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কে বলিতে পারে, কালের অসীম ক্ষমতাবলে সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মার নাম তাঁহার সৃষ্টি হইতে চিরকালের জন্য মুছিয়া যাইবে না!!

শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

শারদীয়া পূজার ছুটি যখন শেষ হয়, তখন তাহা একটা স্নেহ-মধুর স্মৃতি রাখিয়া যায়। সে-স্মৃতি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ভগ্নিপ্রদত্ত চন্দনটীকার। সে টীকা রাজার রাজটীকা অপেক্ষা অধিক আদরের, অধিক সম্মানের, অধিক ভালবাসার জিনিষ।

এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার স্মৃতি কি করিয়া যে হৃদয়ে এত গভীর রেখা-পাত করে, তাহা ভাবিবার

বিষয়। ইহাতে উপচারের আধিক্য নাই, আড়ম্বরের প্রাধান্য নাই, মন্ত্রাদির বিশিষ্টতা নাই। একটী পান, একটী সুপারি, একটী সন্দেশ, দুটী ধান-দূর্ব্বা ও একটু চন্দন,—ইহাই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মোটামুটী উপচার। তাহার পর যাঁহাদের সামর্থ্য আছে, তাঁহারা ভ্রাতাকে নূতন বস্ত্র দেন এবং পরিপাটীপূর্ব্বক আহার করান্। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন প্রাতঃকালে শুদ্ধ কৌমবাস পরিধান করিয়া, বাম হস্তে রেকাবিতে করিয়া উপচার লইয়া ভগিনী উপস্থিত হন। তাহার পর স্বহস্তে আসন পাতিয়া তাহার উপর ভ্রাতাকে উপবেশন করাইয়া বাম হস্তের অনামিকা-দ্বারা চন্দন লইয়া ভ্রাতার ললাটে চন্দনের টীকা অঙ্কিত করিয়া দেন।

ইহার মন্ত্র বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল নয়, রচনা-মাধুর্য্যে শ্রুতিমধুর নয়, গভীর দার্শনিক-তত্ত্বে পরিপুষ্ট নয়। কবি কালিদাস রাজের ভাষায়

'শাস্ত্র আজি তা'র রুক্ষ আঁখি তুলি
শাসন করে না-ক, ধরে না দোষগুলি,
হিয়ার অন্তরে মন্ত্র জাগে যাহা
আজিকে নহে তাহা ঘৃণা!'

ইহার মন্ত্র সাধারণ গ্রাম্য-ভাষায় রচিত বাঙ্গালী ভগিনী-জীবনের অন্তরের কামনা। ইহাতে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দেখিবার কিছুই নাই, ইহার গূঢ় মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিবার নিমিত্ত গভীর গবেষণার মত হইবার কিছুই নাই। ইহাতে আছে বাঙ্গালী ভগ্নী-স্নেহের সহজ সরল অভিব্যক্তি, ইহাতে আছে প্রাণখোলা ভালবাসার কৃত্ত উচ্ছ্বাস। ইহার মন্ত্রটী তিনবার মাত্র আবৃত্তি করিতে হয়। ছত্র-কয়টি এই—

'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোটা
যমের দুয়ারে পড়ুল কাঁটা;
যমুনা দেন যমকে, ফোটা,
আমি দিই আমার ভাইকে ফোটা;
আমার ভাই যেন হয় সোণার ভাটা।'

এই মন্ত্রের মধ্যে হয়ত অর্থের সামঞ্জস্য নাই, রচনার পারিপাট্য নাই, ভাষার গাম্ভীর্য্য নাই, কিন্তু এইসকলের অভাব একমাত্র ইহার সহজ সরল ভগ্নী-হৃদয়ের ভালবাসার নিকট পরাস্ত। ইহাতে কিছুই নাই, তবুও এমন একটা জিনিষ আছে, যেটা জগতে সকলের চেয়ে দুর্লভ। ইহার মধ্য দিয়া ভগ্নী-হৃদয়ের যে প্রতিচ্ছবি দেখা যায়, তাহা কেবলমাত্র সুন্দর নহে, তাহা অপেক্ষা আরও কমনীয়তর কিছু।

ভগিনী তাহার ভগিনী-জীবনের সমস্ত সাধনা ও কামনা দিয়া ভাইকে এ নর জগতে অক্ষয় অমর করিয়া রাখিতে চায়। যে যমুনা অনন্তকাল ধরিয়া প্রতিবর্ষে মৃত্যুরাজ যমের ললাটে চন্দন-বিন্দু দিয়া আসিতেছেন, তিনি ত' তাহারই ন্যায় ভগিনী। তাহার প্রার্থনা—ভায়ের জীবন যেন স্বর্ণের ন্যায় নির্ম্মল ও উজ্জ্বল হয়, দেহ যেন জরা-রোগহীন ও সুদৃঢ় হয়। এ প্রার্থনা কত সরল, কত আন্তরিক!

'আজিকার দিনে উচ্চ-নীচ-ভেদ নাই—
ভৃত্যে বলি' দাদা আজিকে ধনী বালা
সমুখে ধরে পরমান্ন-ভরা থালা,
দাসীর কর হ'তে আশিস্ লভে আজি
প্রভুর পুত্রেরা সাদরে!'

আজিকার দিনে কেহ কখনও ভ্রাতার অথবা ভগ্নীর অভাব বোধ করে না। যাহার ভাই নাই, আজ বাঙ্গালার সমস্ত পুরুষ তাহার ভাই; যাহার ভগিনী নাই, বাঙ্গালীর ঘরে সমুদায় নারী তাহার ভগিনী।—

'কাহার ভাই নাই, কে কাঁদে ধূলি-তলে,
মুছাও অঞ্চলে তাহার আঁখি-জলে।'

যাহার ভাই নাই সে পাড়ার ভ্রাতৃস্থানীয় সকলকে কোটা দিয়া ভগ্নী-হৃদয়ের 'স্নেহক্ষুধা' মিটায়। যাহার বোন্ নাই সে সে-দিন স্নেহের অভাব বোধ করে না। কেহ না কেহ তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া ভ্রাতার আসনে বসাইয়া সানন্দে তাহার ললাটে ভ্রাতৃচিহ্ন আঁকিয়া দেয়। এ-দিন বাঙ্গালী-জীবনের শুভদিন; ওরজনের আশীর্ব্বাদের ন্যায় শুভ, নারী-হৃদয়ের ন্যায় পবিত্র। আজ আমাদেরও প্রার্থনা কবির সঙ্গে একতানে ধ্বনিয়া উঠুক্—

'আজিকে সাত ভাই-চম্পা সম জাগি
রহ এ বঙ্গেরে উজলি!
ভ্রাতৃ-গরবিণী পাকুল ভগিনীর
উঠুক হৃদি-সুধা উছলি!'

শ্রীসরোজকুমার মুখোপাধ্যায়।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

ভাদ্রের ভালে গন্ধচন্দনে
চন্দ্র লিখিয়া
শঙ্খ-ঘোষে জানাও ঘরে
ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া!
অযোধ তব মন্ত্রে অয়ি
ভাইকে কর মৃত্যু-জয়ী!
সকল রণে অসংশয়ী
আসবে ফিরিয়া!

তোমার দেয়া বিজয়-ফোটা
পুণ্য প্রভাতে,—
উজ্জ্বলিবে বিশ্বে তারে
শান্তশোভাতে
তোমার স্বতঃ স্নেহের বাণী
শুনেন্ নিজে ত্রিশূল-পাণি,
যাঁর চরণে সে-কল্যাণি!
—শমন বিকিয়া!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গ-বধূ।

মধুর স্বপ্নঘোর তন্দ্রাজড়িত তরুণী-নয়নে তখনও লাগিয়া আছে; পার্শ্বে কুসুমকোরক-সম সুকুমার শিশু শায়িত। সহসা জননীর বক্ষ-আচ্ছাদন-কোমল ক্ষুদ্র হস্তের তপ্তস্পর্শে ধীরে ধীরে কাঁপিয়া উঠিল। সে-স্পর্শে মাতার নিদ্রা টুটিয়া গেল। তিনি দেখিলেন, গবাক্ষ ভেদ করিয়া প্রাতুষের পিঙ্গল আভা কক্ষে আসিয়া পড়িয়াছে; আর সেই আধ আলোক ও আধ অন্ধকারের খেলায় শিশু যোগ দিতে চাহে। তাই তাহার সেই স্নেহপিপাসু নীরব আহ্বানে তরুণী জননী শিশুর নিকট সরিয়া আসিল;—সঞ্চিত-ক্ষীরভারকুন্ন পয়োধর স্তনের পুষ্প-পুটসম ওষ্ঠাধরের মধ্যে বিলীন হইল। তৃপ্তির মাঝে শিশুর লোচন আবার আপনা হইতেই মুদিত হইয়া গেল।

উষার আলোক-রেখা ক্রমে উজ্জ্বল হইয়া

উঠিল। মুকুর ও চিত্রপট-শ্রেণী, গৃহকোণে বিলম্বিত রৌপ্য-মণ্ডিত যষ্টি ও জলপূর্ণ ধাতু-পাত্র হইতে আলোক প্রতিফলিত হইল। লোহিত বর্ণের সিন্দূরটি আরও লোহিত দেখাল।—প্রাঙ্গণের আম্র বৃক্ষের ঘন পল্লবে দেহ আবৃত করিয়া দোয়েল অত ডাকিতেছে কেন? হোক্ না তাহার মিষ্ট কণ্ঠস্বর। বনবিহঙ্গের বন্দনা-গান প্রভাতের গৌরব বটে; কিন্তু সে কাকলীতে, সে কলকোলাহলে যদি খোকা জাগিয়া উঠে! চির নব চির পুরাতন অভাগতের মত যে কিরণচ্ছটা কক্ষাভ্যন্তরে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা ত' বিধাতারই আশিস্; কিন্তু শান্ত তরঙ্গসম সুখ-শয্যায় শয়ান ঘুমন্ত তনয়ের ঘুংঘোর ঐ কিরণ-স্পর্শে যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তবে? ভাবিতে ভাবিতে তরুণী শিশুর শিথিল ওষ্ঠপুট হইতে অতিধীরে মুক্তিলাভ করিয়া তাহারপর আরও ধীরে উঠিয়া ভিত্তি-গাত্রস্থিত স্বর্গগত শ্বশুরের পটের নিম্নে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। নিঃশব্দে গবাক্ষ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল, আর একবার স্নেহোৎকণ্ঠ-জড়িত সতৃষ্ণ নয়নে সুপ্ত সন্তানের বদন-পানে চাহিয়া দেখিল, আলোকহীন কক্ষে শায়িত শিশুর মুখখানি নীল সরোবরের বক্ষঃস্থিত ক্ষুদ্র কমলের ন্যায়ই ভাসিতেছে। তাহার ঈষদ্রক্ত ওষ্ঠের ক্ষীণ হাস্য-আভাটুকু সেই আঁধার কক্ষে স্তিমিত দীপালোকের ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

কক্ষদ্বার ও গৃহপ্রাঙ্গণে মঙ্গল-বারি সেচিত হইল। নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলি গোময়-লিপ্ত হইল। পরে হস্ত ধৌত করিতে করিতে জননী আর একবার উৎকর্ণ হইয়া রহিল,—সন্তানের ক্রন্দন-আহ্বান শুনিবার জন্য। না, সে ত' এখন উঠিবে না, এখনি ত' তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া আসা হইয়াছে। গতরাত্রের ব্যবহৃত তৈজসপত্র নিপুণ হস্তের ত্বরিত মার্জ্জনে ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল; দৈনিক বস্ত্রারম্ভোপযোগী কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইল, আর অমনি তনয়ের আহ্বান আসিয়া পৌঁছিল। এই আহ্বানের জন্য মাতৃহৃদয় যেন এতক্ষণ ক্ষুধিত হইয়াছিল। বৈশাখের শেষে দিনের আলো যখন শুষ্ক হইয়া থাকে, বাষ্পাকুলা ধরণীর পিপাসিত হৃদয় তখন এমনি আকুল উৎকণ্ঠার সহিত মেঘের ডাকের প্রতীক্ষা করে।

এতক্ষণে খোকার পিতামহী গঙ্গাস্নান, জপ-পূজা সাঙ্গ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। বধূর নিকট গোয়ালা দুগ্ধ দিয়া যায় নাই শুনিয়া প্রত্যহ যে সকল বিরক্তি-বাক্য উচ্চারণ করেন, সেগুলি যথারীতি উচ্চারণ করিয়া খোকাকে লইবার জন্য উপবেশন করিলেন। শিশু তখন তৃপ্ত। গিরিশিখর বহিয়া চঞ্চল জলধারা যেমন উপত্যকার উপলখণ্ডে আঘাত করে, মাতৃক্রোড় হইতে আসিবার সময় তেমনই মধুর হাসি হাসিয়া সে স্থূল হস্তদ্বয় প্রসারিত করিল। তখন নবীন-পুরাতনের অস্ফুট আলাপ আরম্ভ হইল। সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে যুগযুগান্তের প্রাচীন যামিনী-অঙ্ক আলোকিত করিয়া শিশু-তপন হাসিয়া উঠিয়াছিল; মহাকাশের বিশাল হৃদয় ভরিয়া হেম-বিদ্যুৎ-প্রভা এখনও হাসিয়া থাকে; প্রাচীন বৃক্ষ-কাণ্ড বেড়িয়া প্রতিবর্ষেই নব পল্লব নৃত্য করে। নূতন-পুরাতনের এ আলাপন জগতের চিরন্তনী প্রথা। জননীর ক্রোড়ে শিশুর শয়ন সেই প্রথারই প্রতিচ্ছায়ামাত্র।

আবার সংসারের দৈনিক কার্য্য আরম্ভ হইল। স্নানের পর শুচিস্মিতা হইয়া বধূ গৃহদেবতা রাধাশ্যামের পূজার উপকরণ সজ্জিত করিয়া দিল। তাহার পর রন্ধনের পালা। দুইটি উনান জ্বালা হইল। শীঘ্র অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে হইবে। দেবর আহার করিয়া পড়িতে যাইবে। ক্ষিপ্র-হস্তের ঘন সঞ্চালনে শঙ্খ ও হেম বলয় শিঞ্জিনী-গুঞ্জন মুখর হইয়া উঠিতেছে। মর্ম্মরপ্রস্তর-সম মসৃণ ভালে চূর্ণকুন্তল স্বেদবিজড়িত;—রক্তিম গণ্ড অগ্নিতাপে আরও রক্তিম। তরুণী রমণী এখন অন্নপূর্ণা।

শ্বশ্রূ শিশুকে লইয়া নিকটস্থ বাটীতে গৃহোৎপন্ন কুষ্মাণ্ডের অংশ দিতে গিয়াছেন। স্নান করিয়া দেবর রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিল;—তাহার হস্তে পত্র। সে পত্র খুলিয়া দেখার তখন সময় নাই। সময়াভাব না লজ্জার প্রাবল্য? অন্ন প্রস্তুত!—দেবরের সম্মুখে অন্নের পাত্র স্থাপন করা হইল। দেবরের আগ্রহ-অনুরোধ সত্ত্বেও পত্রাবরণ ছিন্ন হইল না। অভিমান-ক্ষুব্ধ বালক যখন আসন ত্যাগ করিবার উপক্রম করিল, তখন সে-পত্র-পাঠ আরম্ভ হইল। পাঠ অতিশয় দ্রুত হইলেও, বালক সন্তুষ্ট। দাদার কুশল-সংবাদ ও আগমনের দিনকাল জানিয়া লইয়া প্রফুল্লচিত্তে বালক যখন চলিয়া গেল, তখন পত্রখানির উপর আর একবার বাষ্প দৃষ্টি বর্ষণ করিয়া বধূ সেই সুদূরাগত বন্ধুকে সন্তর্পণে তুলিয়া রাখিল। আজ শুভদিন, প্রভাতের বার্ত্তা বড়ই মধুর!

ক্রমে শ্বশ্রূর রন্ধনের আয়োজন, সন্তানের দুগ্ধ-জাল, বাটীর অবশিষ্ট প্রাণী কয়টির ভোজন ও আহার-পাত্র-পরিষ্কার যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়া গেল। তাহার পর তনয়কে স্তন্যদান করিবার সময় বিশ্রাম। পাড়ার সমবয়সী সখীর দলের কেহ আসে নাই। বধূ তনয়কে আজ তাহার পিতামহীর নিকট রাখিয়া ছিন্ন-বসন-সংস্কার ও সন্তানের শয্যাবস্ত্র বা অঙ্গাবরণ প্রস্তুত করিতে ব্যাপৃত হইল। তৎপরে শ্বশ্রূকে রামায়ণের কতক অংশ পাঠ করিয়া শুনাইয়া বধূ যখন উঠিল, তখন অপরাহ্ণ।

দেবর বিদ্যালয় হইতে আসিয়াছে। তাহাকে আহার্য্য দেওয়া হইল। শ্বশ্রূর আদেশে অযত্নরক্ষিত কেশের যথোচিত সংস্কার-বিন্যাস করা হইল। তাহার পর বধূ তনয়ের সিন্দূর-চর্চ্চিত অঙ্গুলী ও মুখমণ্ডল অঞ্চলদ্বারা মুছিয়া দিল। শিশুর এই নির্ব্বিকার উপদ্রব জননীর কেশ-প্রসাধনের প্রধান অন্তরায়, কিন্তু এই উপদ্রব না থাকিলে প্রসাধনের অর্দ্ধেক সুখ-অর্দ্ধেক মাধুর্য্য চলিয়া যায়।

এখন সন্ধ্যা। শঙ্খ-নিনাদে মণিকুন্তলা সন্ধ্যাকে অভিবাদন করিয়া তুলসী-বেদীর মূলের ক্ষুদ্র দীপটি প্রজ্বলিত করিয়া গৃহের সমস্ত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান শেষ করিয়া বধূ রজনীর আহার্য্য প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করিল। সকলের আহার শেষ হইলে পর মন্থর-চরণে বধূ শয়নগৃহে গমন করিল। পার্শ্বস্থিত কক্ষ হইতে তখনও পাঠরত দেবরের কণ্ঠস্বর আসিতেছে। শ্বশ্রূ জপমালা তুলিয়া রাখিয়া শয়নের উদ্যোগ করিতেছেন। তিনি শয়ন করিলেন, পাদপ্রান্তে বসিয়া বধূ নিয়মিত কর্ত্তব্য পালন করিল। অবশেষে শ্বশ্রূর শয্যা হইতে নিদ্রিত সন্তানকে তুলিয়া সে শয়ন-গৃহে

আসিল। শিশু আপন শয্যায় ঘুমাইতে লাগিল। জননী গবাক্ষদ্বার-সমীপে দাঁড়াইল। তখন ক্ষীণ চন্দ্রকর গগন হইতে লুপ্ত হইয়াছে! ঊর্দ্ধ আকাশে তারার মেলা! দূরে কাননে খদ্যোতের নৃত্য। বৃক্ষমূলে একরাশ অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিক্ ঘেরিয়া জোনাকি-বালা আলোক-বিম্ব পরিধান করিয়া মৃদু প্রণয়ীর সহিত লুকাচুরি খেলিতেছে। পার্শ্ব হইতে একটা ঝিল্লীর অশ্রান্ত ঝঙ্কার কর্ণে ভাসিয়া আসিতেছে। আবার প্রদীপ-পার্শ্বে আসিয়া বধূ প্রভাতের সেই পত্র বাহির করিল। পাঠসমাপন হইলে প্রীত নেত্র সন্তানের প্রতি ধাবিত হইল। জননী দেখিল, নিদ্রিত শিশুর হস্ত আপনা হইতেই মুষ্টিবদ্ধ হইতেছে, আবার আপনা হইতেই খুলিয়া যাইতেছে। সহসা তাহার পিপাসিত অধর নড়িয়া উঠিল। ধীরে ধীরে শিশু জননী-অঙ্কে স্থাপিত হইল, আর জননী-বক্ষ হইতে স্নেহ-ধারা কোমল টানে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

সারা বঙ্গের হৃদয় এখন নিদ্রিত। বঙ্গের জননী ও বঙ্গের আশা মুদিত পদ্মের লুটাইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বের ঘন কৃষ্ণ যবনিকা-অন্তরাল হইতে নিদ্রা আসিয়াছে! স্পর্শ-কোমল মায়াময় অঙ্গুলি বুলাইয়া তাহাদের চক্ষের চেতনা অপহরণ করিয়াছে। নীলাম্বর লক্ষ নেত্র মেলিয়া অপলক-ভাবে চাহিয়া রহিয়াছে। জগৎ স্তব্ধ! তাহার বিরাট হৃদয় স্পন্দনহীন। চতুর্দ্দিকে অসীম শান্তি বিরাজমান। তাহারি মাঝে পৃথিবীর সুপ্ত জীব তৃপ্তির সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। সে সন্ধান সার্থক হউক। তাহাদের নিদ্রা রজনীর নীরবতার ন্যায় গাঢ় হউক্। অগণিত তারার উৎফুল্ল হাস্যের ন্যায় তাহাদের অন্তর পবিত্র হউক্। আর যে বসন্ত-নিঃশ্বাস-সুরভিত মৈশ সমীরণের মৃদু-চঞ্চলগতি-বেগে ক্লান্ত জননীর বস্ত্রাঞ্চল কম্পিত হইতেছে, শিশুর অনিবিড় লঘু কেশ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে—সেই স্নিগ্ধ প্রফুল্ল সমীরণের মতই মাতাপুত্রের জীবন স্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল হউক্! ঐ কক্ষ বঙ্গের হৃদয়, ঐ তরুণী বঙ্গের জননী, আর ঐ শিশু বঙ্গের ভরসা।

নানা কথা।

১। চীন-দেশের কোন কোন স্থানে বিবাহের জন্য একরকম অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বাটীর বাহিরে কলসী বা ভাণ্ড রাখিয়া দেওয়া হয়। সেইগুলি বিবাহের বিজ্ঞাপনের কাজ করে। কলসীর মুখ নীচের দিকে থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, বাটীর কন্যার বিবাহের বয়স হয় নাই। কলসীর মুখটী রাস্তার দিকে থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, কন্যার বিবাহের বয়স হইয়াছে। কন্যার বিবাহ হইয়া গেলে কলসী তথায় আর রাখা হয় না।

২। গতবর্ষের বিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে যে চিকিৎসাশাস্ত্রবিৎ, শুশ্রূষাকারিণী ও ঔষধ প্রস্তুতকারিণী মহিলা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে না এবং প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাখা-সমূহের পক্ষে এইসকল বিষয় শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ছাত্রী-লাভও কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। কন্যাদিগের মাতা-পিতা, অভিভাবক-অভিভাবিকা অথবা বালিকা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ যদি সদ্বংশজাত কন্যাদিগকে এই সকল বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য উৎসাহিত করেন, তাহা

তাহাদের প্রভূত সাহায্য হয়। শিক্ষাবসানে এবং পরবর্ত্তি-কালেও ঐ সকল কন্যাদিগের মঙ্গলবিধানের জন্য কোনরূপ ত্রুটী হইবে না।

৩। মহামারীর কবল হইতে দেশবাসী কিরূপে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারে, তাহার বিষয় তাহাদিগকে জানাইবার জন্য যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এই নবেম্বর মাস হইতে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিবেন্ স্থির করিয়াছেন্। তথাকার সাধারণ স্বাস্থ্য-বিভাগের এসিটাণ্ট ডিরেক্টারের উপর এই বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার থাকিবে। এই কার্য্যের জন্য বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত কতিপয় সাব-এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন, এই বিষয়ে বিশিষ্ট শিক্ষালাভের পর, ভ্রমণশীল ঔষধাগার লইয়া জনসাধারণের নিকট ম্যাজিসণ্ঠন দেখাইয়া উক্ত বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন্ এবং মহামারী সম্বন্ধে পুস্তিকা-বিতরণ করিবেন্। ইহার জন্য আবশ্যক টাকাও গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন্।

৪। ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারতে আসিতেছেন, এজন্য এখানে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রভূত আয়োজন হইতেছে। যুবরাজ জানাইয়াছেন যে, যাঁহারা তাঁহাকে অভিনন্দনাদি প্রদানের জন্য প্রভূত অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাঁহারা যদি সেই অর্থ ব্যয় করিয়া সাধারণের হিতকল্পে সাধারণের দুঃখ-দারিদ্র মোচনের অথবা তাদৃশ প্রশংসার্হ কার্য্যের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি অধিকতর প্রীতিলাভ করিবেন্।

৫। বায়োস্কোপে যে-সমস্ত চিত্র দেখান হয়, তাহা প্রায়ই বাস্তব ঘটনার অথবা অভিনেতা-অভিনেত্রী প্রভৃতির দ্বারা অভিনীত বাস্তব ঘটনার অনুরূপ ব্যাপারের। এই অভিনেতারা অনেক সময় অনেক দুঃসাহসিকের কার্য্য করিয়া থাকে। মিস্ মড্‌লিন্ ডেভিস্ নাম্নী এক মহিলা এইরূপ একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী। সম্প্রতি ইনি পূর্ণবেগে চলনশীল একখানি মোটরগাড়ী হইতে মস্তকোপরি উড্ডীয়মান এরোপ্লেন বা উড়ো জাহাজে আরোহণ করিতেছিলেন্। এরোপ্লেন হইতে একটী দড়ির সিড়ি ঝুলিতেছিল; তাহা হইতে আবার একটী শুধু দড়ি ঝোলান ছিল। মহিলাটী যথাসময়ে দড়ি ধরেন্। কিন্তু এরোপ্লেনটী যেই উপরে উঠিতে থাকে, তখন হঠাৎ তাঁহার হাত ছাড়িয়া যায় এবং প্রায় ১৫ ফিট উচ্চ হইতে তিনি ভূমিতে পতিত হন্। বহু দর্শক তাঁহার এই আরোহণ দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন্। কিন্তু উক্ত আখ্যায়িকেই ঐ অসমসাহসিকা রমণী যমসদনের অতিথি হইয়াছেন্।

৬। লণ্ডন-সহরের কতিপয় বস্ত্রবিপণিতে একটী নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ব্যবহার হইতেছে। কেহ বস্ত্র ক্রয় করিতে চাহিলে এই যন্ত্রের মধ্য দিয়া সেই বস্ত্র চালাইয়া দেওয়া হয়। কত গজ বস্ত্র ইহার মধ্য দিয়া যাইতেছে, তাহা ইহা দ্বারা আপনা আপনি সূচিত হইতে থাকে এবং যথাস্থানে কাটিয়া দিয়া ইহা ক্রেতাকে কত মূল্য দিতে হইবে তাহাও দেখাইয়া দেয়।

৭। ব্রহ্মদেশ এতদিন ছোটলাট-বাহাদুরের শাসনাধীনে ছিল। এইবার উহাকে প্রদেশে বা "প্রভিন্সে" পরিণত করিয়া উহার জন্য গবর্ণর বা লাট-বাহাদুর নিযুক্ত হইতে চলিলেন। ব্রহ্মদেশের লাটের বার্ষিক বেতন ১,০০,০০০৲ টাকা এবং তাঁহার কার্য্যনির্ব্বাহক-সভার সদস্যদিগের বেতন ৬০,০০০৲ ষাট হাজার টাকার অধিক হইতে পারিবে না।

বাঙ্গালা।

সীলেট চূণ।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না ;
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকালস্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

কিলনরণ এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানেজিং এজেন্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।

৪ নং ফেয়ারলি প্রেস্, কলিকাতা।

বিশেষ সুবিধা।

আমরা বিবাহের, অন্নপ্রাশনের, যৌতকের গহনা ২৪-ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করিয়া থাকি।

বিনামূল্যে ক্যাটালগ গ্রহণ করুন।

অসম্ভব সম্ভব হইল! ১ম উপহার। কল্পনা সত্য হইল!

১০৲ টাকায় গিনির আংটী।

উপরি উল্লিখিত ১নং প্লেন শীল আংটী সোনা ও মজুরী সমেত ১০৲ টাকায় ও ২নং লেডী রিং পাথর সমেত ১৫৲ টাকায় প্রাপ্ত হইবেন; মাপ পাঠাইবেন।

খাঁটি গিনি স্বর্ণে প্রস্তুত অথচ মায় মজুরী মূল্য ৬৷৷০ ছয় টাকা আট আনা মাত্র; মাশুলাদি ।৵০ আনা।

২য় উপহার।

প্লেন বালা

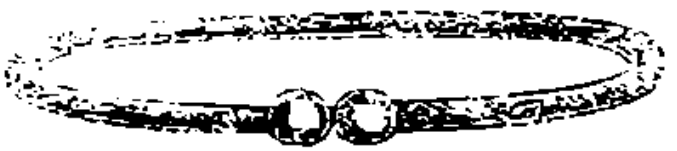

ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য এরূপ সুন্দর ও সুলভ অলঙ্কার আর নাই। প্লেন গিনির বালা—হাইপালিশ, অভিনব গঠন—প্রতি জোড়া মূল্য ছোট ২০৲ টাকা, বড় ৩০৲ টাকা। মাপ পাঠাইবেন।

মণিলাল এণ্ড কোং

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্

৪০নং ধরমতলা ষ্ট্রীট। কলিকাতা। টেলিগ্রামস্—নেক্‌লেস্।

ব্য, বো, বিজ্ঞাপন।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক্ রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলে গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন্। এক শিশি মূল্য ১৲ এক টাকা, ভিঃপিঃতে ১।৵০; তিন শিশির মূল্য ২৷৷০, ভিঃপিঃতে ২৸৵০। এক গ্রোস ১০৮৲।

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লীকষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদ-জনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

দেশীয় সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই সালসা সেবনমাত্রই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১৷৷০ দেড় টাকা, ভি পিতে লইলে মোট ২৷০ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নূতন ব্যাপার! 'রমণীরঞ্জন চুড়ী। অলঙ্কারের যুগান্তর।

মায়াপুরী মেটেলে প্রস্তুত।

মায়াপুরী মেটেলে প্রস্তুত।

যাহা হইবার নয়—যাহা কেহ কল্পনায় এ পর্য্যন্ত আনিতে পারেন নাই—সেই অসম্ভব সম্ভব হইতে চলিল। রমণীরঞ্জন চুড়ি এ-যাবৎ কেবলমাত্র গিনি-স্বর্ণেরই প্রস্তুত হইত—কেমিক্যাল বা অন্য কোনও ধাতুতে ইহা এ পর্য্যন্ত কেহই প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। আমরা বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে ইহা প্রস্তুত করিয়াছি; কেমিক্যালের কিংবা অন্য ধাতুর সমস্ত চুড়িই সাধারণে ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে একবার রমণীরঞ্জন চুড়ি এক সেট ক্রয় করিতে অনুরোধ করিতেছি। এক সেট পাঁচ টাকায় ক্রয় করিলে আপনার পাঁচ শত টাকার গিনির চুড়ির অভাব মোচন করিবে।

মূল্যাদি এক সেট ৮ গাছা ৫৲ পাঁচ টাকা।

"মায়াপুরী মেটেলের" লক্ষ লক্ষ প্রশংসাপত্রের মধ্যে একান্ত স্থানাভাবে কেবল কয়েকখানিমাত্র প্রকাশিত হইল।

সংবাদ পত্রের মতামত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"মায়াপুরি মেটেল" আবিষ্কৃত হইবার পর সমস্ত সংবাদপত্রে ইহার সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল। স্থানাভাবে কয়েক খানি মাত্র উদ্ধৃত হইল।

"হিতবাদী" সংবাদপত্র। • • দেখিতে ঠিক সোনার চুড়ির মত • • বহুদিন ব্যবহারেও রং নষ্ট হইবে না। কারণ ইহা গিলটি নহে, ধাতু-বিশেষের দ্বারা নির্ম্মিত।

"বঙ্গবাসী" সংবাদপত্র। • • মায়াপুরি মেটেলের অলঙ্কারের রং চিরদিন স্বর্ণের ন্যায় থাকিবে। কখন পালিস নষ্ট হইবে না। ইঁহাদের কারবারে প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা নাই।

"বসুমতী" সংবাদপত্র। • • আর কেহই এই পূজার সময়ে বিলাতী চুড়ী কিনিবেন না। ইঁহাদের গহনার রং চিরস্থায়ী বলিলেও হয়। ইঁহাদের সোনার জিনিষগুলিও সুন্দর হইতেছে।

দৈনিক পত্র "সন্ধ্যা"—পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহাদের গহনার রং বহুকাল-স্থায়ী। ইহাদের কাছে ঠকিবার ভয় নাই; ইহাদের দোকানে মহাপূজার মহাব্যাপার।

"হাওড়া হিতৈষী" সংবাদপত্র লিখিয়াছেন—ইহা অবশ্য গহনা নহে। আসল গিনির গহনা ইহাদের গহনার কাছে হার মানিয়াছে। গহনার রং বহুকালস্থায়ী। জিনিষগুলি সুন্দর ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে।

"নায়ক" দৈনিকপত্র। চুড়ি বড় সুন্দর হইতেছে। বিলাতী চুড়ী ও কেমিকেল গহনার পরিবর্ত্তে সকলেরই ইহাদের গহনা ব্যবহার করা উচিত।

এইচ, ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং, ১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম

ভারতের সেরা।

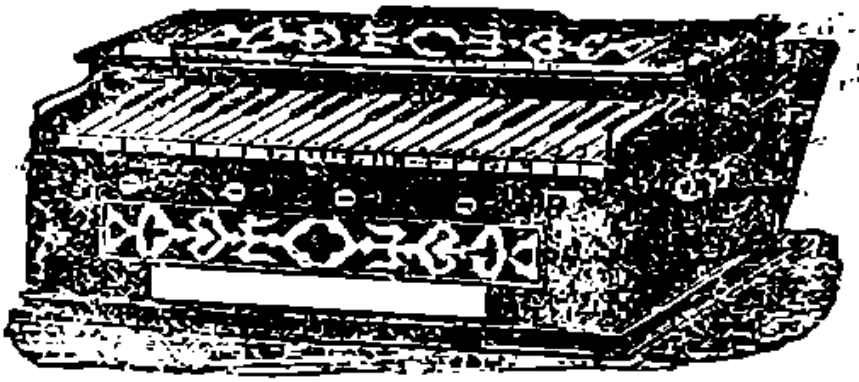

যাঁহারা শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম ব্যবহার করেন, তাঁহাদের কোনরূপ ভুগিতে হয় না। সুর নামিয়া যাওয়া, টিং টিং করা, হাওয়া বাহির হওয়া প্রভৃতি ব্যারাম শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মকে ধরে না বলিলেই হয়। এই সকল গুণের জন্যই শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মের এত আদর ও কাটতি।

3 Oct. Single Reed,	4 stops	Rs. 20 & 25
„ Double „	5	35,40&45
Other Varieties—	from	50 to 300

হারমোনিয়ম-শিক্ষা Rs. 1 & 2
আলিবাবার গানের স্বরলিপি—1-8

সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র, গ্রামোফোন, রেকর্ড, পিন প্রভৃতি আমরা বিক্রয় করি।
শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৪নং ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE

Sarat Ghose & Co.

CALCUTTA

গোল্ডেন ব্রেন পিল

ভারতবাসীর নিজস্ব।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।
ব্রেনপিলের অদ্ভুত কথা বিনামূল্যে।
"গোল্ডেন ব্রেন পিল"
ম্যানুফ্যাকচারিং কোং।
কুর্ণা, বেঙ্গল, (এস, পি)।

বীণাপাণি শাঁখা সম্বন্ধে
মহামহিমান্বিতা ময়ূরভঞ্জের মহারাণীর অভিমত,—

H. H. The Dowager Maharanee of Mayurbhanj :-Household Dept.
"RajaBagh" Kidderpore, Calcutta. 30th April, 1921.

"Her Highness has been greatly pleased with the neat and nice workmanship of the several pairs of "Binapani Bracelet" (বীণাপাণি শাঁখা) of different sizes you supplied her with. She wishes every success to your new enterprise." (Sd) D. Roy, Secretary.

বীণাপাণি শাঁখা

উৎকৃষ্ট হস্তিদন্তের উপর রিনি সোণার মোড়া—

প্রমাণ—১২৲ টাকা

ছোট—১০৲০ হইতে ৯৸০

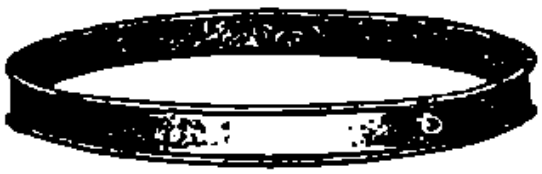

গৃহলক্ষ্মী শাঁখা

বিশুদ্ধ তামার উপর রিনি সোণার মোড়া—

প্রমাণ—১২৲ টাকা

ছোট—১০৲০ হইতে ৮৸০

অর্ডারের সহিত সোণার ওজন দর মূল্যাদি সহ গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়। শাঁখার হাতের মাপ আঁকিয়া অর্ডার করিলে ঠিক দিয়তে পারিব হয়। অপরিচিত স্থানে ভি: পিতে মাল দেওয়া চলিবে।

ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কস্,

৩৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—খুলনা টাউন।

December. Reg. No. C. 134

নব পর্য্যায়

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা

ও সমালোচনী।

—স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৮—ডিসেম্বর, ১৯২১।

সূচী

১।	ভূমি	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
২।	চিকিৎসা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা	শ্রীযুক্ত বিনায়ক সান্যাল, এম-এ ২৪১
৩।	শিশুর শিক্ষায় খেলা	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত, এম্‌-এ, বি-টি ২৫৯
৪।	চির নবীনের বন্দনা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সরোজকুমার মুখোপাধ্যায় ২৫৪
৫।	স্মৃতিহারা (উপন্যাস)	শ্রীমতী নীরবালা দেবী ২৫৫
৬।	খেলা-ভঙ্গ (গানের স্বরলিপি)	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা ২৫৯
৭।	গান	শ্রীমতী চারুবালা দত্তগুপ্তা ২৬১
৮।	পরিণাম-চিন্তার দুই দিক্	শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য, এম-এ ২৬১
৯।	সোণার হরিণ (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	শ্রীযুক্ত..... ২৬৬
১০।	ভারতে নবপতির ভাবতাগমন (কবিতা)	শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদার ২৭৪
১১।	সমালোচনা	২৭৬

৫৩ নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, করুণা প্রেসে শ্রীঅমূল্যচরণ সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵০ অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵০
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারিআনা)

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

বাজারের জিনিসের মত নয়।

বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড মূল্য ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

২ সেট রিড মূল্য ৩০৲, ৪০৲, ৪৫৲, ৫০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত

কোল্ডিং অরগেন—মূল্য ৩৬৲, ৫৫৲, ৭০৲, ৭৫৲ ও ৯০৲ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৫৲, ১০৲, ১৫৲ ও ২৫৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এসরাজ—মূল্য ১২৲, ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন,

৮।১ নং তালহাউসি স্কোয়ার, লালদীঘী, কলিকাতা।

অপদার্থ অনুকরণ

নিবারণকল্পে আমাদের ২০ বৎসরের
পরীক্ষিত ও সর্ব্বজনসমাদৃত
অকৃত্রিম শৃগালমার্কা

অশ্বগন্ধা ওয়াইনের পরিবর্ত্তিত নাম

অশ্বারিণ

পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক ও স্বাস্থ্য-সঞ্চারক। ইহা বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, কৃশ এবং ভগ্ন-স্বাস্থ্য ব্যক্তির পরম কল্যাণকর। ইহা প্রসবান্তের দৌর্ব্বল্যে এবং স্ত্রীরোগেরও মহোপকারী ঔষধ। ২৫৬ মাত্রা বোতল ৩৷৷০ টাকা, ৬৪ মাত্রা বোতল ১৲ টাকা।

ম্যালোর

(রেক্টিফাইড)

জ্বরঘ্ন ও ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক।

পালা, কম্প, বিকালীন, ঘুষঘুষে জ্বর, নূতন ও পুরাতন সর্ব্ববিধ জ্বর, প্লীহা ও যকৃতাদি রোগের এমন ঔষধ আর নাই। ইহা ক্ষেতপাপ্‌ড়া, গুলঞ্চ, নিম, চিরেতা প্রভৃতি উগ্র বীর্য্য হইতে প্রস্তুত। ২৫ মাত্রা ৷৷০ ৫০ মাত্রা ১৲০, ১০০ মাত্রা ২৲ টাকা।

ডাইজেষ্টীন (রেজিষ্টার্ড)

অজীর্ণ, অম্ল, অগ্নিমান্দ্য উদরাময় গ্রহণী, সূতিকা প্রভৃতি রোগের অমোঘ মহৌষধ। উপাদান—যমানা তৈল, পেপ্‌সিন ইত্যাদি। ২৫ ট্যাব্‌লেট ৷৷০ আনা, ৫০ ট্যাব্‌লেট ১৲০ আনা; ১০০ ট্যাব্‌লেট ২৲ টাকা।

"য়্যাজমল"

(ট্রেডমার্ক)

সেবনমাত্র হাঁপানি টানের দারুণ যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয় এবং ক্রমশঃ উপসর্গাদি প্রশমিত হইয়া শরীর সুস্থ হইতে থাকে। প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ম্যালোর ও এবং ডাইজেষ্টিন বিনা প্যাকিং ও ডাকমাশুলে আর পাঠান হয় না, সকল ঔষধেরই ডাকমাশুলাদি গ্রাহকগণকে দিতে হয়।

ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্,

১নং হোগলকুড়িয়া লেন,

কলিকাতা।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲ ; নির্ম্মাল্য—(গল্পগ্রন্থ) দ্বিতীয় সংস্করণ—রেশমী বাঁধাই—১।০ ; কেতকী—(গল্পগ্রন্থ)—সিল্ক বাঁধাই—১৲ ; স্পর্শমণি—[উপন্যাস] দ্বিতীয় সংস্করণ—২৲ ।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

BHARAT DHARMA MAHAMANDAL

THE ALL-INDIA HINDU-SOCIO-RELIGIOUS ASSOCIATION.

General President H. H the Maharaja of Darbhanga. *G. C. I. E.*

Fees for General Members Rs. 2 a year.

Members have the privileges of (*a*) the Mahamandal Benevolent Fund ; (*b*) the Mahamandal Magazine (in English),—a High Class Monthly *free* ; (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications at three-fourth price. PROSPECTUS & SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE

The General Secretary: Sri Bharat Dharma Mahamandal, Benares Cantt.

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

দেশীয় অধ্যাপক স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—"অম্লশূলান্তক-সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর—অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত হইয়া ক্ষুধার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C.I.E. মহোদয় বলেন,

"শ্রীযুক্তবাবু মধুরানাথ মজুমদারকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। বোধকে ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের ছাত্র। ইহার চিকিৎসায় বেশ যশ আছে। ইনি বাঙ্গালায় কবিরাজী-সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশ আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপালি মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহোদয় বলেন,

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি মহাশয় আমার সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। আমার নিজ ও পরিবারবর্গের জন্য তিনি যে সকল ঔষধ-ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই সুফল পাইয়াছি। তিনি জীবনে উন্নতি লাভ করিলে, আমি অত্যন্ত সুখী হইব।"

কবিরাজ শ্রীমধুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি,
৩৮ নং বেলেপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

মণ্ডল ফ্লুট।

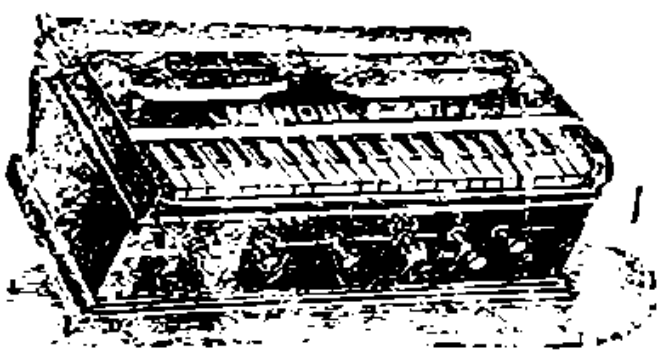

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতির দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত— দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অক্টেভ ৩ ইঞ্চ ৩৫৲ ঐ সূক্ষ্ম কাজ করা৪০৲ টাকা। ঐ দুই সেট ষ্টীড্ ৪ ইঞ্চ ৬০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং— ৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নূতনসংবাদ ! নূতন সংবাদ !

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া সরস্বতী রচিত

ঐতিহাসিক ঘটনাবলম্বনে অঙ্কিত বৃহৎ পঞ্চাঙ্ক নাটক

মোহের প্রায়শ্চিত্ত সদ্যঃ প্রকাশিত হইল ! মূল্য ১।০ মাত্র

জীবন্ত উন্মাদনার জ্বলন্ত বিদ্যুদ্-বাহিনী সম্মোহন-মন্ত্রময়ী অভিনব সৃষ্টি। ভাষার পরিচয় দিবার নয়। পাঠক পাঠিকা সত্বর হউন ! 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিক প্রকাশিত মনীষিজন-প্রশংসিত, ভাবুক-হৃদয়-গ্রাহী উপন্যাস

ইমানদার (যন্ত্রস্থ) শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

লেখিকার অন্যান্য বই :—সেখ আব্দু ১৷৷০, নমিতা—২৲, আড়াই চাল—৷৷০, মিষ্টি সরবৎ ১৷৷০।

প্রাপ্তিস্থান :— গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের জীবনদশা

অর্থাৎ

আমাদের অধঃপতনের মূল-কারণ, ইন্দ্রিয়-সংযম না করিবার পরিণাম, বসবাসের অবস্থা, অসঙ্গত ভোজন-পদ্ধতি, মনঃ-সংযমের উপকারিতা এবং আমাদের এই দুরবস্থা কবে অপনীত হইবে ইত্যাদির বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত পুস্তক বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে বিতরণ করা হয়।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক- নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—

১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস্ লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা-রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্মমিটার, ষ্টিথস্কোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার [illegible] সদ্য লাহিড়ী-কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে; —মূল্য ৸৵০;—হোমিওপ্যাথি শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 700. December, 1921.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৯ বর্ষ।	অগ্রহায়ণ, ১৩২৮। ডিসেম্বর, ১৯২১।	১২শ কল্প।
৭০০ সংখ্যা।		২য় ভাগ।

তুমি।

আনন্দ-দোল লেগেছে,
অঙ্গে অঙ্গে তোমার চুমা
কুসুম হ'য়ে জেগেছে!
গন্ধে নিজ হৃদয় দিয়া
আলিঙ্গিলে এ মোর হিয়া!—
মনের ভুলে উঠ্‌নু দুলে'
শিহরি'!—
এম্‌নি তুমি বেড়াও চুমি'
বিহরি'!

কি সুর সখা, বাজা'লে!
ক্ষেপিয়ে দিলে বনের বায়ু
কানন-ভূমি লাজা'লে!
পীযূষপ্রভ আলোক হ'য়ে
ডুবায় বুকে নিখিল ল'য়ে!
আকাশ ধরা মিলন করা
বাহিনী—
হে মোর গুণী, বাজাও শুনি
কাহিনী!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

চিত্রকলা-সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

আমাদের দেশে লোকে সাধারণতঃ কাব্য-সাহিত্যের আলোচনা লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন; খুব কম লোকেই চিত্রবিদ্যার অনুশীলন করেন বা সে-সম্বন্ধে চিন্তা করা প্রয়োজন মনে করেন। তাঁহাদের চক্ষে এই বিদ্যাটীর যেন কোনই মূল্য নাই, যেন ইহা সুকুমার কলার একটী অঙ্গই নহে। একখানি চিত্রের ভাল-মন্দ অবধারণ করিতে আমাদের কয়েক

মুহূর্ত্তের অধিক সময় লাগে না; তবে চিত্রের বহিরবয়বটী যদি মনোজ্ঞ হয়, দুইদণ্ড তাকাইয়া দেখি, এই পর্য্যন্ত। অতীতের দোহাই দিয়া অনবরত আমরা বর্ত্তমানের সমস্ত দীনতা ঢাকিতে চেষ্টা করি। অথচ আমাদের কৃতবিদ্য যুবীগণও ভারতের প্রাচীন চিত্রকলার কোন সন্ধান রাখেন না। গ্রিফিথ্, হ্যাভেল, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি বিদেশীয় মনীষিগণ বিশেষ যত্ন এবং আগ্রহের সহিত ভারতীয় চিত্রকলার আলোচনা করেন এবং ইহার অন্তর্নিহিত মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শতমুখে ইহার প্রশংসা-গান করিয়াছেন। দেশের বিদ্যাসম্বন্ধে আজও অধিকাংশ লোকই সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ—বড় জোর কেহ কেহ বিদেশীয় মতের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি করিয়া থাকেন। ইহার কারণ, তাঁহারা চিত্রবিদ্যাকে নিতান্ত লঘু ও শূন্যগর্ভ বিবেচনা করেন।

কিন্তু এই দুর্দ্দিনেও একটী স্বদেশীয় চিত্রকর-সম্প্রদায় চিত্রবিদ্যার প্রতি দেশের এই নিদারুণ প্রাণহীনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছেন এবং সহস্র নাসিকা-কুঞ্চন ও তাচ্ছীল্যকে তুচ্ছ করিয়া অভীষ্টসিদ্ধির পথে বীরের ন্যায় অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই এই চিত্রসেনানীদলের নেতা। কয়েক মাস হইল, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ও এই সাধু প্রচেষ্টায় যোগদান করিয়াছেন এবং ঠাকুর-মহাশয়কেই আচার্য্যের পদে বরণ করিয়াছেন্। এই চতুর্দ্দিগ্‌ব্যাপী নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে যাঁহারা আশার অমৃতবর্ত্তিকা প্রজ্বলিত করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র, সন্দেহ নাই। প্রত্যেক চিত্রানুরাগী ব্যক্তির এই ন্যায় সঙ্কল্পে যথাশক্তি সহায়তা করা উচিত। সেতু-বন্ধনে ক্ষুদ্র কাষ্ঠ-বিড়ালীর সাহায্যও অগ্রাহ্য হয় নাই। বর্ত্তমান সন্দর্ভ-রচনায় পাঠকবর্গের নিকট এই আমার বিনীত কৈফিয়ৎ।

চিত্রকলা কেবল অবসর-সময়ে আমাদের চিত্তবিনোদন করিবার নিমিত্ত নহে,—চিত্রাঙ্কণ-শিল্পও অবসর-কালের অধ্যয়ন-সাধ্য নহে। প্রকৃত পক্ষে ইহা 'বেগার ঠেলার' জিনিষ নহে। যখন কোন কাজ নাই, এক টুক্‌রা কাগজ লইয়া বসিয়া গেলাম ও চিত্র আঁকিয়া উঠিলাম, ব্যাপারটা কি এতই সহজ? ইহা বিলাসিনীর অবসাদ-ক্লান্তির উপশম অথবা ধনি-জনের গৃহসজ্জার উপকরণমাত্র নহে। যিনি এই বিদ্যা লাভ করিতে উৎসুক শুদ্ধ-সত্ত্বচিত্তে তাঁহাকে কলাদেবীর আরাধনায় তৎপর হইতে হইবে—সমাহিত হইয়া অনুদিন একমাত্র দেবতার অনুধ্যান করিতে হইবে। অকিঞ্চিৎকর ক্ষণিক আত্মতৃপ্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যেন কেহ এই চারুকলার সাধনায় অগ্রসর না হন। বাল্যাবধি যাঁহাদের চিত্ত সৌন্দর্য্যের উপাসক—অধ্যবসায় যাঁহাদের অনন্যসাধারণ, কলাশিল্পের আলোচনার অধিকারী তাঁহারাই;—তাঁহারাই মানব-চিত্তে চিরস্থায়ী আসনলাভে সমর্থ। লিওনার্ডো-ডা-ভিঞ্চি তাঁহার জগৎপ্রথিত চিত্র "মোনা লিসা"-অঙ্কনে যে প্রগাঢ় সৌন্দর্য্যানুভূতি ও অসীম অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছিলেন, চিত্রবিদ্যার ক্ষেত্রে তাহা বাস্তবিকই তুলনা-রহিত। কথিত আছে, একবার প্রণয়িনী লিসার অধরপুটে অর্দ্ধেন্দু-উজ্জ্বল হাস্যভঙ্গী দেখিয়া ডাভিঞ্চি এতদূর মুগ্ধ হন যে, চিত্রে তাহাকে চিরন্তন রূপ দান করিবার জন্য

ব্যাকুল হইয়া উঠেন। কিন্তু প্রিয়ার মোহন আস্যে বিনোদ-হাসোর কৌমুদীরেখা আর ফুটিল না! ব্যর্থকাম শিল্পী বৃদ্ধহৃদয়ের হারাণ ভাবটীকে রূপের নিগড়ে বাঁধিবার জন্য বৎসরের পর বৎসর কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার অধ্যবসায় জয়যুক্ত হইল; লিসা আর একবার সেই হাসি হাসিলেন। তিনি তাঁহাকে মূর্ত্তিদান করিয়া ধন্য ও অমর হইলেন। সাধনার এইরূপ একাগ্রতা না থাকিলে কি শিল্পী হওয়া যায়?

চিত্রশিল্পের মধ্য দিয়া মানব-মনের ক্রম-বিবর্ত্তনের সূক্ষ্মধারাটীর সন্ধান পাওয়া যায়। সভ্যতার প্রথম মানদণ্ড সৌন্দর্য্যানুভূতি। বৈদিকযুগের আর্য্যগণ প্রকৃতির বিপুল সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার পর হইতে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানব-মনের এই সৌন্দর্য্যবোধ ক্রমশঃ পরিণতির পথে অগ্রসর হইতেছে। চিত্রের মধ্যে মানবের সৌন্দর্য্যজ্ঞান, তথা সভ্যতার ইতিহাসই উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত আছে। সুতরাং, এই বহুপ্রাচীন কলাশিল্প যে বিশেষভাবে আমাদের অনুশীলনের যোগ্য, সে বিষয়ে দুইমত হইতে পারে না। ইহা একদিকে সুকুমার কলা ও অপরদিকে মানবচিত্তের ক্রমবিকাশের উৎকৃষ্ট ইতিহাস।

চিত্রশিল্প বহু প্রাচীন;—কত প্রাচীন তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। চিত্রকলার আদিম অবস্থায় নানাবিধ জীবজন্তুর প্রতিকৃতির চিত্রই পাওয়া যায়। সে-সকলও আবার হরিণের শিং অথবা হাড়ের উপর ক্ষোদিত। ইহার অব্যবহিত পরের অবস্থায় আমরা নানাবিধ ভাস্কর্য্য-শিল্প ও মন্দির- অথবা সমাধি-গাত্রে অঙ্কিত বহুপ্রকারের চিত্রাবলির সন্ধান পাই। প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রস্থল ইজিপ্ট ও অ্যাসিরিয়া দেখে এইপ্রকারের শিল্পের নিদর্শন অদ্যাপি বহুস্থানে বিদ্যমান। য়ুরোপীয় বিবুধগণ প্রমাণ করিয়াছেন, খৃষ্টের প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে মিশরে এই বিদ্যার চর্চ্চা ছিল। তথায় চিত্রদ্বারাই * লিপিকার্য্য সম্পন্ন হইত; ভিন্ন ভিন্ন কথা প্রকাশ করিতে তথায় ভিন্ন ভিন্নরূপ চিত্র অঙ্কিত হইত। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রায় ৩০০০ বৎসরের পুরাতন একখানি মিশরীয় (Egyptian) চিত্র আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন, উহাতে খৃঃ পূঃ ১৯০০ সালে থিব-নগরের প্রাচীর চিত্রিত ছিল। আমাদের ভারতবর্ষেও প্রাচীন-যুগে চিত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইলোরা- এবং অজন্তা-গুহামন্দিরের গাত্র-শোভিত সহস্র চিত্র এই সুদূর যুগেও অতীত-ভারতের অননুকরণীয় কলাকৌশলের অনবদ্য মহিমা গম্ভীর-রবে ঘোষণা করিতেছে। খুব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, হয় ত, এই সকল পুরাতন চিত্র হইতে দুই একটী দোষ আবিষ্কার করা যাইতে পারে, কিন্তু তথাপি তাহাদের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য এবং নিজস্ব গৌরবের কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

খৃষ্টের চারি শতাব্দী পূর্ব্বে গ্রীসদেশে চিত্রশিল্পের যেরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, এরূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। অপরাপর গ্রীকচিত্রকরগণের মধ্যে এ্যারিষ্টট্‌ল্-প্রশংসিত পলিগনোটাস্, এপিনিক্ ও রোডস্-নিবাসী প্রোটোজিনিস্ বিশেষ পরিচিত। কথিত

* Hieroglyphic.

আছে, ডিমিট্রিয়স্ যখন রোড্স্-নগর আক্রমণ করেন্, তখন প্রোটোজিনিস্ চিত্রাগারে বসিয়া একখানি চিত্র আঁকিতেছিলেন। পাছে নগর-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে এই অপূর্ব্ব সুন্দর আলেখ্য-খানি অগ্নিগর্ভে সমাধিলাভ করে, এই আশঙ্কায় বিজয়ী বীর ডিমিট্রিয়স্ বিচলিত হইয়া পড়েন। উল্লিখিত আখ্যান হইতে নিঃসংশয়িতরূপে প্রকাশ হয় যে, সেই কালে গ্রীক্ শিল্প মহিমার গৌরীশৃঙ্গের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

আমাদের দেশেও মূর্ত্তিপূজার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রশিল্প সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে।

"কান্তিভূষণ-ভাবাঢ্যাশ্চিত্রে স্যুঃ স্ফুটা হি তাঃ।
অতঃ সান্নিধ্যমায়ান্তি চিত্রস্থা অপ্যনার্দ্দনঃ॥"

'যেহেতু চিত্রে কান্তি ভূষণ ও ভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, সেইজন্য চিত্রজ প্রতিমা-নিচয়ে জনার্দ্দন সাধকের নিকট আগমন করেন।' এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত ভারতবাসী চিত্রকলার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরকল্পে তাহাদের সমগ্রশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিল এবং বহুল পরিমাণে যে সফলকামও হইয়াছিল সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

ভারতীয় চিত্রশিল্প যে আমাদের বহুকালের সম্পত্তি, তাহা মহাকবি কালিদাসের অমর নাটক শকুন্তলা-পাঠেই জানা যায়। উক্ত নাটকের ষষ্ঠাঙ্কে ভারতীয় লৌকিক কলারীতির যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। ধীবরের নিকট প্রাপ্ত অঙ্গুরীয়ের দর্শনে দুষ্মন্তের শকুন্তলা-সম্বন্ধে সমস্ত স্মৃতির অভ্যুদয় এবং সেই সঙ্গে নিরপরাধাকে প্রত্যাখ্যান-হেতু দারুণ অনুশোচনার আবির্ভাব হইয়াছে। তাই দুষ্মন্ত স্বহস্তে প্রত্যাখ্যাতা প্রেমময়ীর একখানি প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন। চিত্রদর্শনে বিদূষক বলিয়া উঠিলেন—

"সাহু বয়স্স। মহরাবণ্ণাপদংসনিজ্জো ভাবণুধবেসো।
খলদি বিজ্জ মে দিট্ঠি পিঅংবমদেসেহ।"

"সাধু বয়স্য, বিন্যাসমাধুর্য্যে ভাবের অভি-ব্যক্তি স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। উচ্চ নীচ অংশগুলিতে যেন দৃষ্টিস্খলন হইতেছে।"

আলো ও ছায়ার পরিস্ফুট জ্ঞান ব্যতীত নিম্নোন্নত প্রদেশ দেখান কখনই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অথবা ইহাকে নিছক কবি-কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও চলে না। বিষমপশ্চাত্তাপক্লিষ্ট, অপগতাভিশাপ প্রেমিক দুষ্মন্ত কিরূপ ভাবের সহিত প্রিয়তমার প্রতি-কৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিদ্বয়ে প্রকাশ পায়।—

'অত্যন্তং যে ভাবচিহ্নম্।
বিন্যাসূলিখিনিবেশো রেখাপ্রান্তেষু দৃশ্যতে মলিনঃ।
অস্রং চ কপোলপতিতং দূরধিরূঢ়ং বর্ত্তিকোচ্ছ্বাসাৎ।

[অর্থাৎ 'এই চিত্রে আমার অনুরাগচিহ্ন আছে। চিত্রের প্রান্তভাগে স্বেদসিক্ত অঙ্গুলির সংস্থাপন জন্য ইহা মলিন দেখাইতেছে; এবং আমার নেত্র হইতে যে অশ্রু ঐ চিত্রিত আকৃতির গণ্ডস্থলে পতিত হইয়াছিল, চিত্রপটটী ফুলিয়া উঠায় তাহাও দেখা যাইতেছে।'] এই অসমাপ্ত চিত্রের পশ্চাদ্ভূমি (Back ground) কি হইবে, তদ্বিষয়ে মহারাজ দুষ্মন্ত স্বয়ং বলিয়াছেন্—

কার্য্যা সৈকতলীনহংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী
পাদাস্তামভিতো নিষণ্ণহরিণা গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ।
শাখালম্বিতবল্কলস্য চ তরোর্নির্ম্মাতুমিচ্ছাম্যধঃ
শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীম্॥

[অর্থাৎ স্রোতস্বিনী মালিনী আঁকিতে হইবে; তাহার তটদেশে হংসমিথুন নিভৃতে শয়িত

থাকিবে ; আর তাহার উভয় পার্শ্বে পার্ব্বতীর পিতৃদেব হিমাচলের পবিত্র পাদদেশস্থিত কয়েকটী পর্ব্বতও অঙ্কিত করিতে হইবে। সেই পর্ব্বতে হরিণগণ সুখে উপবিষ্ট থাকিবে। (তাহার পর) শাখা হইতে বল্কল ঝুলিতেছে এইরূপ তরুর নিম্নে মৃগী কৃষ্ণমৃগের পৃষ্ঠে আপনার বাম নয়ন ঘর্ষণ করিতেছে, আঁকিতে ইচ্ছা করি।]

এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, কালিদাসের সময়ে এবং পূর্ব্বে চিত্রশিল্পের অভ্যুত্থান ত হইয়াছিল বটেই, পরন্তু ইহা সবিশেষ উৎকর্ষলাভও করিয়াছিল। মহারাজ-চক্রবর্ত্তী দুষ্মন্ত চিত্রবিদ্যায় স্বীয় জ্ঞানের নিদর্শন-স্বরূপ যে নৈসর্গিকদৃশ্য অঙ্কনের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা কখনই কলাশিল্পের কৈশোরাবস্থার সম্পত্তি হইতে পারে না। ঐ সমস্ত যথাযথ-ভাবে চিত্রে পরিস্ফুট করিতে হইলে আলো ও ছায়া এবং দূরত্বানুসারে আকারের হ্রাসবৃদ্ধির (perspective) সম্যক্ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনেও যে আর্য্যগণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা "উত্তররাম-চরিতের" প্রথমাঙ্কের বর্ণনা পাঠ করিলেই স্পষ্ট জানা যায়। বনবাসকালের চিত্র দেখিয়া আত্মবিস্মৃতা জানকী বলিয়াছিলেন—

"অজ্জ উত্ত! এদিণা চিত্তদংসণেণ পচ্চুপ্পন্নমোহদাএ অবি মে বিণদং।" "আর্য্যপুত্র, এই ছবি দেখিয়া আমার মনে অভিলাষ জাগিতেছে, তাহা বলিব।"

বৌদ্ধযুগে যে এই সুকুমার শিল্প প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিল, সেকথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অজন্তাগুহার গাত্রে অঙ্কিত চিত্রনিচয় দেখিয়া প্রসিদ্ধ চিত্রবিদ্ গ্রিফিথ্ সাহেব লিখিয়াছেন—"এই সকল চিত্র অপেক্ষা উন্নততর আদর্শ ভারতীয় শিল্পীর সমক্ষে উপস্থাপিত করা অসম্ভব। ইহারা বাস্তবিকই অদ্ভুত।"

মধ্যযুগে কোন চিত্রকরের বিশেষ শিক্ষানুসারে বলা হইত—'ইনি অমুক-সম্প্রদায়ভুক্ত। সম্প্রদায় কথাটী কিন্তু ঠিক্ একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। সাধারণতঃ কোন বিশেষ দেশের চিত্রকরগণকে অন্যদেশস্থ চিত্র-করসমূহ হইতে পৃথক্ করিবার জন্য এই শব্দ-টীর ব্যবহার হয়;—যেমন ডাচ্-সম্প্রদায়। অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ অর্থে, কোন বিশেষ চিত্র-করের অনুসরণকারী শিষ্যসমূহকে বুঝাইবার নিমিত্তও শব্দটী প্রযুক্ত হইয়া থাকে ;—যেমন পেরুগিনোর সম্প্রদায়। তৃতীয়তঃ, সম্প্রদায় কথাটী কোন বিশেষ দেশে অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় বর্ণ ও অবয়ব-বিশিষ্ট এবং এক সাধারণ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত অপর চিত্রচয়কে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় ;—যেমন, ফ্লোরেন্-টাইন্ সম্প্রদায়, রাজপুতচিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি।

এইরূপ বিভাগ কিন্তু অনেকদিন যাবৎ উঠিয়া গিয়াছে। "চিত্রকলার আদর্শটী পূর্ব্ব-বর্ত্তী যুগের একটি নিরবচ্ছিন্ন ভাবধারার মধ্যে বিদ্যমান। ইহা কলাবিদের উপর সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কোনও প্রভাব বিস্তার করে না, বিগত যুগের চিত্রসমূহ তাঁহার সৌন্দর্য্যবোধকে একটী বিশেষ রূপ দান করে মাত্র।"* এখন এই শিল্প-শিক্ষার্থীকে পূর্ব্বের মত কোন একটী ক্ষুদ্রগণ্ডীর ভিতর একান্তভাবে আবদ্ধ থাকিতে হয় না ; বন্ধনবিমুক্ত ছাত্র এখন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতই অসীম নীলিমার মধ্যে যেখানে খুসী উড়িয়া বেড়াইতে পারে। শৈশবে কোনও শিক্ষকের নিকট বিদ্যালাভ করিয়া সে নিজের ভবিষ্যৎ

* Walter Pater.

জীবন নিজেই গড়িয়া তুলে। এক স্থান হইতে হয় ত সে শিল্পসম্পর্কীয় কোন একটী অসংলগ্ন ধারণা সংগ্রহ করিল, কোথাও হইতে বা অপর একটী নূতন তত্ত্ব লাভ করিয়া স্বকীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারে সঞ্চিত করিয়া রাখিল। আবেষ্টন ও সময়ের প্রভাব ব্যতীত অন্য সমস্ত প্রভাবই তাহার নিকট ব্যর্থ। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে—"চিত্রকর তাহার সময়ের সন্তান।" চিত্রপটে তাহার জীবনের অভিজ্ঞতার চিত্রই কল্পনার মহনীয় মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া দিবা-বিভায় দেদীপ্যমান থাকে। দয়া, ভক্তি, প্রেম, সৌর্য্য প্রভৃতি মানবহৃদয়ের চিরন্তন বৃত্তি-নিচয় চিত্রকরের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যানুভূতির অরুণালোকে উদ্ভাসিত হইয়া মানব-সাধারণের সুপ্ত চেতনাকে মুহূর্ত্তেই যেন সজাগ ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে।

শিল্পের উদ্দেশ্য মুখ্যভাবে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। সেই নিমিত্ত আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের ভিতর সৌন্দর্য্য-কথাটির পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিতে হইতেছে; সুতরাং, সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে দুই একটি কথা, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সৌন্দর্য্যকে সাধারণভাবে দুই প্রধান বিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—আবরণিক ও আন্তর। যে কোন সৌষ্ঠব-সমন্বিত বস্তু তাহার বাহ্য চাকচিক্যের দ্বারা আমাদের চর্ম্মচক্ষুকে মোহিত করিতে পারে। এখানে দ্রষ্টা মানুষের একটি অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ এবং দৃষ্ট একটি স্থূলবস্তু। ইহার সহিত মনের সম্পর্ক সামান্য (?)। "তবে কেন যে আমরা একটি জিনিষ দেখিয়া আনন্দিত এবং অন্য একটি দেখিয়া বিরক্ত হই, ইহার উত্তর দেওয়া চিনির মিষ্টতা ও নিমের তিক্ততার কারণ-নির্দ্দেশ করার মতই [illegible]। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, ইহা আমাদের প্রকৃতিগত অভ্যাস।"* মানবের এই জন্ম-গত সাধারণ গুণ শিক্ষা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব-হেতু বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইতে পারে। অর্থাৎ শিক্ষাগুণে আমরা সেই সকল বস্তুর প্রতিই আকৃষ্ট হই, যাহা আমাদের নীতি-বৃত্তির সহিত সুসমঞ্জস হয়; এবং কুরুচিপূর্ণ দ্রব্য সুন্দর হইলেও পরিত্যাগ করিতে অভ্যস্ত হই। ইহাকে আমরা রুচি বা 'টেষ্ট' নামে অভিহিত করিয়া থাকি। অবশ্য স্বাভাবিকী বৃত্তির সহিত যখন শিক্ষা বা নীতির কথা আসিয়া পড়ে, তখন সৌন্দর্য্যাবধারণে বুদ্ধির সহায়তাকে একেবারে পরিহার করা অসম্ভব। মানুষের নীতিবোধের মূলে বুদ্ধি; সুতরাং, যখন নীতির কথা উত্থাপন করি, তখন এই সৌন্দর্য্যবোধকে রুচি না বলিয়া বিচার বলাই যুক্তিযুক্ত। রুচির এই অবস্থাটি, আমার বিবেচনায়, আন্তর সৌন্দর্য্যবোধের মধ্যে কতক পরিমাণে আসিয়া পড়ে।

আন্তরসৌন্দর্য্য যাহাকে বলে, সে জিনিষটা তাহার বাহ্য অবয়বের চেয়ে অনেকখানি বেশী —যেমন উচ্চাঙ্গের কবিতায় যাহা বলে, তাহা ছাড়াও অনেকখানি অর্থ গোপন করিয়া রাখে;—যাহাকে মিল্টনের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—"where more is meant than meets ear." আমরা ইহাকে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্য-নামে অভিহিত করিতে পারি। এখানে দ্রষ্টা ইন্দ্রিয় নহে এবং দৃষ্ট বস্তুও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। এই সৌন্দর্য্যের উপাসক ও দ্রষ্টা ঋষি, কবি, শিল্পী। ঐ যে ঐখানে বিরহিণী পতিবিয়োগদুঃখে

* Fukio.

মলিনা, শীকর-সম্পৃক্ত ইন্দীবরের ন্যায় অশ্রুভারনমিতলোচনা, অঙ্গের বসন বিস্রস্ত, কেশপাশ বিপর্য্যস্ত, দেখিবার মত উহাতে কিছুই নাই! উহার সৌন্দর্য্য, সৌষ্ঠবের একান্ত অভাবে—মলিনতাই উহার সৌন্দর্য্য! ঐ নয়নযুগলে উহার হৃদয় প্রতিফলিত,—দয়িতের উদ্দেশে উহার আঁখিপাখী উধাও ছুটিয়াছে বেদনার বর্ষণের মধ্য দিয়া!—মুখের প্রত্যেক রেখাটী তাহার প্রাণের গুপ্ততম সংবাদ যেন ডাকিয়া বলিয়া দিতেছে। কেবল চোখে দেখিলে উহার মাধুর্য্য উপলব্ধ হইবে না। সম্ভ্রমের সহিত হৃদয়মধ্যে প্রিয়তমের অভাবে নিজের মানসিক অবস্থার সহিত এই বিরহিতার অবস্থার সামঞ্জস্য অনুভব করিতে হইবে, নচেৎ আমরা ঐ রমণীর সৌন্দর্য্যের অতীন্দ্রিয়তার সন্ধান পাইব না।—বিরহী বাতীত বিরহের মর্ম্ম কে বুঝিবে? অতএব দেখিতে পাইতেছি, এই সৌন্দর্য্য-প্রত্যক্ষীকরণের মধ্যে একটী জটিল মানসিক প্রক্রিয়া বিদ্যমান।

প্রথমে চিত্রপর্য্যবেক্ষণ, দ্বিতীয়তঃ চিত্রের বাহ্য অবয়ব হইতে বুদ্ধির সাহায্যে উহার মানসিক অবস্থার পরিচয় গ্রহণ এবং তৃতীয়তঃ তুলনার দ্বারা সাদৃশ্য-নিরূপণ ও উক্ত অবস্থার স্বরূপ-অবধারণ। কাজেই দেখা যাইতেছে, এরূপ-ভাবে বিচার করিয়া সৌন্দর্য্য-নিরীক্ষণ-ক্ষমতা খুব অল্প লোকেরই আছে। তবে ইহাও ঠিক্ যে, এই সমগ্র মানসিক প্রক্রিয়াটী (spontaneous) স্বতঃ উৎসারিত। যিনি চক্ষুষ্মান্, তাঁহার মনের মধ্যে চকিতে সমস্ত ভাবটী খেলিয়া যায়;—যাঁহার দৃষ্টি নাই, শত প্রয়াসেও তিনি সত্যকে দেখিতে পাইবেন না। এই সঙ্গে বলা আবশ্যক সত্য এবং সুন্দর পৃথক্ বস্তু নহে—একই বস্তুর দুই বিভিন্ন রূপ। যাহা প্রকৃত সুন্দর তাহা সত্য এবং যাহা সত্য তাহা সুন্দর না হইয়াই পারে না।* সত্য সুন্দর অনন্তের দুই অঙ্গ; সুতরাং সত্য-সুন্দরের অনুসন্ধানে আমরা অনন্তেরই অনুসন্ধান করি। রূপানুরাগের অন্তরালে অরূপের প্রেম প্রচ্ছন্ন। সান্তের কোন প্রকাশই অরূপের আভাস দিতে অক্ষম। সেই জন্য শিল্পী নিজের শ্রেষ্ঠ চিত্রদর্শনেও তৃপ্ত হয় না—তাহার আকাঙ্ক্ষা উচ্চতর।

সুবিখ্যাত কলাবিষয়ক লেখক 'রাস্কিন্' তাঁহার "মডার্ণ-পেণ্টার্স"-নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, যে-সত্যটী আমরা ফুটাইতে চাই সেইটীই হইল আসল; কেমন করিয়া সেটী প্রকাশ করিলাম, তাহা অনাবশ্যক এবং তাহার উপর চিত্রকরের গৌরব নির্ভর করে না। উদাহরণস্বরূপ তিনি "ওল্ড শেপার্ডস্ চিফ্ মোর্ণার" নামে একখানি চিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। এই চিত্রে কুকুরটীর লোমগুলি মসৃণ ও কুঞ্চিত, কম্বলের ভাঁজগুলি, কফিনের উপরের সুন্দর চিত্রগুলি অতিনিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে।—এই সমস্তকে এই চিত্রের ভাষা বলা যাইতে পারে কিন্তু কাষ্ঠের গাত্রে কুকুরটীর গাত্রাবমর্ষণ, পাগলের মত নখ দিয়া কম্বলখানি আঁকড়িয়া ধরা, পীড়িত ব্যক্তির একান্ত অসহায় ভাব, নৈরাশ্যব্যঞ্জক অশ্রুসিক্ত চক্ষুর্দ্বয়, নিতান্ত নিঃসাড় নিদ্রার মাঝে ও রোগের শেষ আক্রমণের অসহ্যবেদনার পরিস্ফুট চিহ্ন, গৃহমধ্যস্থ অন্ধকার ও মৌনশান্তি, অদূরে উন্মুক্ত বাইবেলখানি, মুমূর্ষুর নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রা —জীবনের সায়াহ্নে ধরণীর নিকট বিদায়

* Keats.

করে; সুতরাং শিক্ষার সাহায্যে উহার উন্নতি সহজ-সাধ্য। হার্ব্বার্টের ভ্রমক্রটির নিরসন করিয়া তদীয় শিষ্যগণ তৎপ্রচারিত সত্যকে আজ শিক্ষা-জগতে এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

হার্ব্বার্ট শিক্ষাকে বিজ্ঞানের আসনে বসাইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বড়-বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাবহারিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের নিকট-সম্পর্ক-সম্বন্ধে বড় বড় বক্তৃতা দিয়াছেন। কিন্তু পেষ্টালট্‌সির ন্যায় শিক্ষাকার্য্যে চিরজীবন নিযুক্ত থাকিয়া স্বকীয় অভিজ্ঞতা-প্রসূত জ্ঞানবলে শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষাব্যাপারে, ফ্রোবেল যে নবভাবের ও নব-প্রাণের সঞ্চার করিয়াছেন, তাহা অচিন্ত্যপূর্ব্ব, অনন্যসুলভ ও অতুলনীয়।

কুমার-কানন-শিক্ষা-পদ্ধতি-প্রবর্ত্তক ফ্রোবেল শিক্ষাসংস্কারকদিগের মুকুট-মণি। তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন যে, শিক্ষা মানব-প্রকৃতির সজ্ঞান ক্রমোন্মেষ (Conscious Evolution) ভিন্ন আর কিছুই নয়। 'কুমার-কানন'; এই কথাটির ভিতরেই ফ্রোবেলের গূঢ় শিক্ষা-মত অতি সুন্দরভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। উদ্যান-পালকের সস্নেহ যত্ন ও সদয় পরিচর্য্যা-গুণে উদ্যানে চারাগাছগুলি যেরূপ আপনা হইতে নিজ নিজ স্বভাবানুযায়ী পথে দিন দিন বর্দ্ধিত হয়, বিদ্যালয়ে শিশুদিগকেও তদ্রূপ স্বভাবানুমোদিত পথে স্বাধীনভাবে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ দেওয়া আবশ্যক। শিক্ষক শুধু দূরে দাঁড়াইয়া, শিশুর ক্রমবর্দ্ধনশীল অবাধগতির পথে কোনরূপ বাধা প্রদান না করিয়া, উহাকে সদয়ভাবে ও স্নেহসহকারে স্বভাবানুমোদিত পথে পরি[illegible] করিবেন।

আমরা সকলেই সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের সন্তান; ঐশ্বরিক শক্তি আমাদের সকলের ভিতরেই নিহিত আছে। সেই আত্মনিহিত ঐশী শক্তির উন্মেষ- ও বিকাশ-সাধনই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। প্রকৃতির অন্যান্য জীব-জগতে যেরূপ ক্রমোন্নতি দৃষ্ট হয়, মানব-মনও সেইরূপ বিবর্ত্তন বা ক্রমোন্নতির পথে নিয়ত অগ্রসর হইতেছে। এই অব্যাহত নিরবচ্ছিন্ন ক্রমোন্নতি আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে। যে আত্মশক্তি শৈশবে অঙ্গসঞ্চালন-ক্রীড়াকৌতুক ও আমোদ প্রমোদে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ পায়, সেই আত্মশক্তিই বয়োবৃদ্ধি-সহকারে বিবৃদ্ধ হইয়া কঠোর জীবন-সংগ্রামে আমাদের প্রধান সহায়রূপে দণ্ডায়মান হয়। কাজেই এই সুপ্তশক্তিকে জাগ্রৎ করিয়া তোলা, জীবনের বিভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রে উহার নিয়োগ করা—এক কথায়, উহার ক্রমবিকাশ-সাধন করাই শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ।

এই অন্তর্নিহিত দেব-শক্তিকে জাগ্রৎ করিতে হইলে, সাধনা চাই। সেই সাধনার মূলে কর্ম্ম। ফ্রোবেল বলেন—"প্রথম হইতে কর্ম্ম যদি ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত হয়, তবেই হৃদয়ে ধর্ম্ম-মূল সুদৃঢ় হয় ও ধর্ম্ম-জীবন ক্রমশঃ উন্নতির পথে চলিতে পারে। কর্ম্ম-বিহীন ধর্ম্ম স্বপ্নের ন্যায় অলীক ও শূন্যগর্ভ; উহা অলস মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র। সেইরূপ আবার ধর্ম্মবিহীন কর্ম্ম,—উহা শিল্প-কর্ম্ম বা যে কোন কর্ম্মই হউক্ না কেন—মানবকে ভারবাহী পশুতে পরিণত করে, অথবা তাহাকে শুধু জড়-যন্ত্ররূপে পরিচিত করে। কর্ম্ম ও ধর্ম্ম অঙ্গাঙ্গি-ভাবে বিজড়িত থাকিবে; কারণ,

অনাদ্যনন্ত পরমেশ্বর অনাদিকাল হইতে সৃষ্টি-কার্য্যেই ডুবিয়া আছেন।" *

এই ধর্ম্মভাব শিশুজীবনে প্রচ্ছন্ন বা সুপ্তভাবে বিরাজিত থাকে। শিশু-চরিত্রে এই ভাবের পরিপুষ্টি ও ক্রমোন্মেষ-সাধনকল্পে জনক-জননী ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়া সন্তানের সমক্ষে সর্ব্বদা ধর্ম্মমূলক সদ্দৃষ্টান্ত ধারণ করিতে চেষ্টা করিবেন। যদি শৈশবে এই ভাব বিকশিত ও পরিপুষ্ট না হয়, তাহা হইলে ফ্রোবেলের মতে ভবিষ্যৎ জীবনে আধ্যাত্মিক ভাবের সঞ্চার হইতে পারে না। মানুষ শুধু আত্মরক্ষার জন্য বা জীবন-ধারণোপযোগি-দ্রব্য-সংগ্রহের নিমিত্ত কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিবে, ইহা ফ্রোবেলের নিকট অতীব হেয় ও ঘৃণ্য আদর্শ বলিয়া পরিগণিত ছিল। ফ্রোবেল পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, মানব প্রধানতঃ তাহার অন্তর্নিহিত দেব-দত্ত ভাবরাজিকে বহির্জগতে প্রকাশ করিবার জন্য কর্ম্মময় জীবন যাপন করিবে। এইরূপ কর্ম্ম-সাধন করিয়াই সে তাহার আদর্শ জীবনের মূল তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে, এবং এই মর্ত্তালোকে স্বর্গসুখ ও চিরশান্তি অনুভব করিতে পারিবে।

ফ্রোবেল-প্রবর্ত্তিত আদর্শ ইউরোপের পক্ষে নূতন হইলেও ভারতের পক্ষে কিছুই নূতন নয়। ইহাই ভারতীয় শিক্ষার চিরন্তন বা সনাতন আদর্শ। ফ্রোবেলের শিক্ষা-মত সেই পরিস্ফুট আদর্শের অপরিস্ফুট প্রতিধ্বনি-মাত্র। কিন্তু ভারতবাসী আত্ম-বিস্মৃত জাতি। ভারতের জাতীয় ভাব, জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় সভ্যতা, তাহার যাহা কিছু নিজস্ব, সকলই সে আজ পরের হাতে সমর্পণ করিয়াছে; পরের মুখে না শুনিলে সে নিজের দেশের অতীত গৌরবের কথায় বিশ্বাস করিতে চাহে না। এই আত্ম-সম্মান-বোধ ও আত্ম-নির্ভরশীলতার অভাবেই ভারত আজ দীন-হীন দশায় উপনীত। তাই ফ্রোবেলের মুখে আমি আমার দেশবাসীকে তাহার শিক্ষার আদর্শ শুনাইতে কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করিতেছি না।

শিক্ষার উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শের কথা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও, এই আত্মশক্তিই যে সকল শিক্ষার মূলে নিহিত আছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। কি জ্ঞানার্জ্জন-ব্যাপার, কি জ্ঞানানুশীলন ও জ্ঞানাভ্যাস (মনন ও নিদিধ্যাসন) কি জ্ঞানের মূর্ত্ত অভিব্যক্তি, — সর্ব্বত্রই বালক তাহার আত্মশক্তি নিয়োগ করিবে। যে জ্ঞান আত্মশক্তির এই ত্রিবিধ প্রক্রিয়ার সাহায্যে মনে সুপ্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা কখনও চিরস্থায়ী ও ফলপ্রসূ হইতে পারে না। সকল কার্য্যেই আত্মশক্তি প্রয়োগ করা মানবের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এই আত্মশক্তিই শৈশবে আত্মচেষ্টা বা ক্রীড়াশক্তি-রূপে প্রকাশ পায়; এই আত্মশক্তিই বাল্যে ধীশক্তি ও কল্পনাশক্তিরূপে প্রকাশ পায়; এই

---

* উক্ত ভাবটি ফ্রোবেল তাঁহার প্রাণস্পর্শি ভাষায় এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

Early work, guided in accordance with its inner meaning, confirms and elevates religion. Religion, without industry, without work, is liable to be lost in empty dreams, worthless visions, idle fancies. Similarly, work or industry without religion degrades man into a beast of burden, a machine. Work and Religion must be concomitant; for God, the Eternal, has been creating from eternity."

আত্মশক্তিই যৌবনে নূতনত্বের ইচ্ছা ও উদ্ভাবনী শক্তিরূপে প্রকাশ পায়। শৈশব হইতে এই আত্মশক্তির যথাযথ ব্যবহার করিয়া শিশু যাহাতে দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহা দেখাই শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর প্রধান কার্য্য। সুতরাং তাঁহারা কখনও শিশুর স্বাভাবিক ক্রীড়া-প্রবৃত্তিকে দমন করিতে চেষ্টা করিবেন না; উহাকে সুপথে পরিচালিত করাই, তাঁহাদের কার্য্য। ভাঙ্গা-গড়া জগতের নিয়ম। শিশুজীবনও সেই নিয়মেরই অধীন। এই প্রবৃত্তি শিশুর অজ্ঞাতসারে যাহাতে নিত্য নূতন জিনিষ গঠনের দিকে চালিত হয়—তাহা দেখাই শিশুর অভিভাবক বা অভিভাবিকাগণের, শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর প্রথম কর্ত্তব্য। এই মূলসূত্র অবলম্বন করিয়াই ফ্রোবেল তাঁহার "কুমার-কানন"-শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেন।

ফ্রোবেলের পূর্ব্বে, মানবজীবনের শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও যৌবন প্রভৃতি অবস্থার শিক্ষাকে বিভিন্ন বা স্বতন্ত্র মনে করা হইত। সকল অবস্থার ভিতরেই যে একটা অবিচ্ছিন্ন যোগ—একটা অখণ্ড সূত্র রহিয়াছে; সকল অবস্থাই যে এক চরম লক্ষ্যে উপনীত হইবার আয়োজন করিতেছে, এক অবস্থার শিক্ষা অবজ্ঞাত বা পরিত্যক্ত হইলে যে অন্য অবস্থার শিক্ষা সম্পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে না—এই ধারণা তখনও লোকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় নাই। শৈশব-শিক্ষার প্রতি অবজ্ঞা ও অনাদর প্রদর্শন করিয়া, তাহারা শুধু জীবনের অন্যান্য অবস্থার শিক্ষা লইয়াই বিশেষভাবে ব্যস্ত ছিল। ফ্রোবেল সর্ব্বপ্রথম জনসাধারণের এই ভ্রম প্রদর্শন করেন। তিনি দেখাইলেন মানব-জীবনের ক্রমোন্মেষ যেরূপ অবিচ্ছিন্ন, মানব-শিক্ষার ধারাও তদ্রূপ অব্যাহত ও অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং, শৈশব-শিক্ষাকে কিছুতেই অবহেলা করা যায় না; শৈশবশিক্ষা অনাদৃত হইলে শিক্ষার অঙ্গহানি হইবে। তাই তিনি শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই শিক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় সংস্কার বলিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং এই সংস্কার-কার্য্যে দেহ-মনঃ-প্রাণ অর্পণ করিলেন।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে জার্ম্মেণীর অন্তঃপাতী ব্লাঙ্কেনবার্গ-নামক একটি গণ্ডগ্রামে তাঁহার সর্ব্বপ্রথম শিশুবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু তখনও তিনি এই বিদ্যালয়ের কোনও নামকরণ করেন নাই। এখানে যে গৃহে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার সম্মুখভাগে প্রাচীরগাত্রে প্রস্তর-ফলকে এখনও এই কয়টি কথা লিখিত আছে —"ফ্রেড্রিক ফ্রোবেল এই স্থানে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুন সর্ব্বপ্রথম কিণ্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠা করেন।" এই সময় হইতেই তৎ-প্রতিষ্ঠিত শিশুবিদ্যালয় কিণ্ডারগার্টেন অর্থাৎ "কুমার কানন" বলিয়া অভিহিত হয়।

জনক-জননী ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর সমবেত চেষ্টার উপর শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করে। সুতরাং, তাহার শিক্ষা-বিধানের সুনিয়মগুলি জানিয়া রাখিয়া তদনুসারে তাঁহাদের উভয়েরই অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু এই বঙ্গদেশে শিশুবিদ্যালয় বলিয়া কোনরূপ বিদ্যালয় এ পর্য্যন্ত সাধারণের তাদৃশ মনোযোগের সহিত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শিশুকে শিক্ষা দিতে হইলে যে প্রণালীতে

অগ্রসর হওয়া উচিত, তাহা অনেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীও জানেন না। সুতরাং, এরূপক্ষেত্রে শিক্ষিত মাতাপিতাকেই সেই অল্পবয়স্ক শিশুর শিক্ষাদানের সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা না হইলে ভারতের শিক্ষালোক আশানুরূপ উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিবে কি-না সন্দেহ। বাঙ্গলার মাতৃজাতি যদি শিশুর শিক্ষার ভার গ্রহণ না করেন, তবে তাহাদের কর্ত্তব্য অসম্পন্ন থাকিয়া যাইবে, দায়িত্বহীনতার কলঙ্ক-কালিমা নারীজাতির দেবীত্বকে আঁধার করিয়া ফেলিবে, এবং অন্যান্য সভ্যজাতির নারীসমাজের নিকটে তাঁহারা ঘৃণ্য ও হেয় বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

শিশু-জননীগণ, আপনারা একবার য়ুরোপ ও আমেরিকার শিশুশিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন; দেখিবেন, ফ্রোবেলের আরব্ধ কার্য্যের পরিসমাপ্তির ভার যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে স্ত্রী-জাতিই অগ্রণী। বারণেস বার্থা ভন ম্যারেনহোল্ৎ বালো (The Baroness Bertha Von Marenholtz Bulow) ফ্রোবেলের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত ও তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীগুণে আকৃষ্ট হন। ফ্রোবেলের তিরোধানের (১৮৫২ খৃঃ) একবৎসর পরে উক্ত মহিলা তাঁহার প্রাণাধিক একমাত্র সন্তান হারাইলেন। সন্তান-হারা হইয়াও তিনি অধীরা হইলেন না। গুরুদত্ত শিক্ষাপ্রণালীর বিস্তার-কার্য্যে তিনি স্বকীয় অর্থ ও শক্তি-সামর্থ্য সমস্ত অর্পণ করিলেন। অবিশ্রান্তভাবে বক্তৃতা প্রদান ও পুস্তক প্রকাশ করিয়া তিনি তাঁহার গুরুর উপদেশ প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমে, তাঁহারই একনিষ্ঠ কর্ম্মকুশলতাগুণে পশ্চিম য়ুরোপে কিণ্ডারগার্টেন-শিক্ষা-পদ্ধতি লোকপ্রিয় হইয়া সকলের শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল। ইংলণ্ডে যিনি সর্ব্বপ্রথম কিণ্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠিত করেন, তিনিও একজন বিদুষী রমণী। তাঁহার নাম মিসেস্ রঞ্জ (Mrs. Ronge)। তিনি ও তাঁহার স্বামী উক্ত বিদ্যালয়ের পরিচালনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। বারনেস বার্থাও নানাপ্রকারে তাঁহাদের সাহায্য করিয়াছিলেন। ইঁহার সদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া পরে আরও কয়েকজন ইংরেজ রমণী ঐ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা হন।

আমেরিকায় যিনি সর্ব্বপ্রথম "কিণ্ডারগার্টেন" স্থাপন করেন, তিনিও একজন রমণী। এই বিদুষী রমণীর নাম মিস্ এলিজাবেথ পার্মার পীবডী (Miss Elizabeth Palmer Peabody)। জার্ম্মেণীর কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত একটি শিশুর অসামান্য বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া তিনি ফ্রোবেলের শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তল্লিখিত পুস্তকাবলী অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। ফ্রোবেলের কিণ্ডারগার্টেন-শিক্ষা-পদ্ধতির মূল সূত্রগুলি এবং শিক্ষাদানের বিশিষ্ট প্রণালীগুলি অবগত হইয়া, তিনি ১৮৬০খৃষ্টাব্দে বোষ্টন-নগরে এক কিণ্ডারগার্টেন স্থাপন করেন; কিন্তু তাহাতে তিনি আশানুরূপ ফললাভে সমর্থ হন নাই। আমাদের দেশের লোক হইলে তখনই হয় ত, ফ্রোবেলের "কিণ্ডারগার্টেন"-শিক্ষাপ্রণালীর শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিতেন, কিন্তু তিনি কি করিলেন? তিনি কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাদানের প্রণালী দেখিয়া

শুনিয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য য়ুরোপে গমন করিলেন। সেখানে কিণ্ডারগার্টেনের কার্য্যপ্রণালী স্বচক্ষে দেখিয়া অতীত বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর দোষ-ত্রুটি তিনি সম্যক্ অবধারণ করিতে সমর্থ হইলেন এবং প্রকৃত কিণ্ডারগার্টেন স্থাপন-মানসে উৎসাহভরে আমেরিকায় ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি আরও দুইজন রমণীকে কিণ্ডারগার্টেন-প্রণালী-অনুসারে শিক্ষাদানকার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের হস্তে বোষ্টন "কিণ্ডার-গার্টেন বিদ্যালয়ের ভার অর্পণ করিয়া, তিনি উক্ত শিক্ষার প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইলেন।

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, যিনি নিজে কখনও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী-অনুসারে শিক্ষা প্রদান করেন নাই, তিনি তাহা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে অক্ষম। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত রমণীগণ কিণ্ডারগার্টেন-শিক্ষাপ্রণালী ও ডাক্তার মণ্টেসরীর শিক্ষা-প্রণালী আলোচনা করিয়া দেশের শিশু-শিক্ষা-সমস্যার সমাধান-কার্য্যে অগ্রসর হউন্। শিশুর শিক্ষা স্ত্রীজাতি-রই প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র। প্রত্যেক সভ্যদেশে শিক্ষিত রমণীগণই এ-বিষয়ে অগ্রণী। বাঙ্গালার শিক্ষিত রমণীগণ এরূপ অতি-প্রয়োজনীয় ব্যাপারে কেন উদাসীন থাকিবেন?

শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত।

চির-নবীনের কল্পনা।

দুলাল ব'লে ভাইটি আমার
মস্ত ভাবুক সুগম্ভীর,
সদাই সে তা'র ভাবে মগন,
হাস্‌ছে কাঁদ্‌ছে, কি অস্থির!
দিনের মধ্যে হাজারটি বার
হচ্ছেন্ তিনি গাধা ঘোড়া;
সারা ভারত খুঁজ্‌লে পরে
মিল্‌বে না-ক তাঁহার জোড়া।
কখনো বা বিড়াল হয়ে
চুপ্‌টি করে ঘরের কোণে
বসে আছেন মুখ্‌টি বুজে
ধর্‌তে ইঁদুর সঙ্গোপনে।
কখনো বা ইঁদুর হয়ে
হাত-পা দিয়ে লাফিয়ে চলে,
বিড়াল দেখে প্রাণের ভয়ে
ছুটে লুকান খাটের তলে।
দণ্ডে দণ্ডে নতুন্ খেলা করেন্ তিনি আবিষ্কার,
হাত পা বেঁধে সাপের মত
বুকে হাঁটেন্ চমৎকার!
তেঁতুল হয়ে তেঁতুল গাছে
ঝুল্‌তে তিনি সদাই চান;
মাটির টিয়া-পাখীর মাথায়
জোড়েন্ তিনি হাতীর কাণ।
কেঁচো হয়ে শুয়ে চলেন্ মাটির উপর গুটি গুটি,
চেঁচিয়ে বলেন্, 'মাড়িও না-ক'
কেউ যদি বা আসে ছুটি'।
ভাবের জোরে কল্পনাতে
সাগর-জলে হয়ে তিমি,

সাঁতার কাটেন্ মনের সুখে
নষ্ট ক'রে জাহাজ-ডিঙ্গি।
কখনো বা বানর হয়ে দাঁতখিচুনী দেখান্ সবে,
(কভু) পুচ্ছটিকে উচ্চে তুলে
নাচান্ তারে সগৌরবে।
আমরা যখন খুঁজ্‌ছি তাঁরে,
বাইরে, ঘরে, নানান্ স্থানে,
হয়তো তখন ব্যাঘ্র সেজে
লুকিয়ে তিনি জাওড়া-বনে!
ভাইটি আমার মস্ত ভাবুক, বড়ই বিজ্ঞ বিচক্ষণ,
গায়ের জোরে ধরাটাকে
ফেল্‌তে ছিঁড়ে করেন্ পণ।
লেজ্জি দিয়ে পৃথিবীটা
ঘোরাচ্চে কে জান্‌তে চান্,
(আর) হুর্যি-বাবু উচ্চে বসে
কত টাকা মাইনে পান্?
চাঁদের পিতামহী যদি
চরকা দিয়ে সুতোই কাটে,
বিক্রী তবে হয় না কেন
আমাদের এই নতুন হাটে!
কি উর্ব্বর এই ছোট্ট মাথা
কি চাকলা কল্পনায়!
এই ছেলেরাই বড় হবে,
শান্ত ছেলের কর্ম্ম নয়।

শ্রীসরোজকুমার মুখোপাধ্যায়।

স্মৃতিহারা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রাত্রি ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল, কোহিনুর উঠিল না। মণিমোহন ও সরোজা অভুক্ত অবস্থাতেই কন্যাকে লইয়া সারা রাত্রি বসিয়া রহিলেন; হেমন্তের শীতল রজনী মাথার উপর শিশির বর্ষণ করিতে লাগিল। যে কন্যা জননীর সামান্য অনিয়মে কোহিনুর অস্থির হইয়া উঠিত, যে স্নেহময় পিতার সেবায় সামান্য ত্রুটিও তাহার সহ্য হইত না, আজ তাঁহাদের এই কষ্টেও কোহিনুর বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। তাহার এ-জীবন হইতে মুক্তিই যেন আজ সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে।

মরিতে ইচ্ছা অনেকেই অনেক সময় করে বটে, কিন্তু নিয়তি পূর্ণ না হইলে, কেহই মরে না। কোহিনুরের এবার যথার্থই মৃত্যু-কাল ঘনাইয়া আসিয়াছিল; তাই তাহার পূর্ব্ব-প্রেরিত টেলিগ্রামখানি দূত-রূপেই তাহার হস্তগত হইয়া তাহার পূর্ব্ব-স্মৃতির উদ্বোধন করিয়া দিয়াছিল।

যখন প্রভাত হইল, তখন মণিমোহন বুঝিলেন, কোহিনুর এইবার নিদ্রিতা হইয়া পড়িয়াছে। তিনি অতিসন্তর্পণে কন্যার দেহ উঠাইয়া গৃহে লইয়া শয্যায় শোয়াইলেন। অল্পক্ষণ পরেই কোহিনুর চক্ষু মেলিল; সরোজা কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিলেন,—"মা!" কিন্তু কোহিনুর কোন উত্তর দিল না, কেবল জননীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। সরোজা আবার বলিতে লাগিলেন, "মা, অমন নিষ্ঠুর

হ'য়ো না, একটি কথা কও! তোমার মা যে কত দুঃখী, তুমি তো তা জান না মা! কোহিনুর, তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব ধন; তুমি সংসারী না হও, আমি তোমায় নিয়ে বনবাসী হব, একবার মা বলে ডাক।" কোহিনুর তখন ইঙ্গিতে জানাইল, সে কথা কহিতে পারিতেছে না; সরোজা সভয়ে স্বামীকে বলিলেন, 'ওগো আবার কি হ'ল দেখ, কোহিনুর কথা কইতে পাচ্চে না!" মণিমোহন ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলেন।

চিকিৎসক আসিয়া বলিলেন, "বক্ষে পক্ষাঘাত হইয়াছে, সেইজন্য বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া গিয়াছে; খুব সতর্ক থাকিবেন, কখন্ কি হয়, বলা যায় না। রোগীর হৃৎপিণ্ডের অবস্থা অতিসঙ্কটজনক।"

মণিমোহন বুঝিলেন, তাঁহার কৃত কর্ম্মের ফল সন্নিকট। কিন্তু কোহিনুর এখন ত শুধু তাঁহারই নয়; সুতরাং, কোহিনুরের চির-বিদায়ের সংবাদ বিনোদকে না জানাইলে নয়! বিনোদ আসিলে তাহার শিশুপুত্র তাহার হাতে সমর্পণ করিয়া স্বামী-স্ত্রী যাহা হয় করিবেন। অনেক সাধে মণিমোহন আবার সংসার পাতিয়া ছিলেন, খুব সাধ মিটিল!

নীচের বৈঠকখানায় বসিয়া মণিমোহন টেলিগ্রামের কায়ম লিখিতেছিলেন, অদূরে ভৃত্য আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল, এমন সময় বিনোদ আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। মণিমোহন চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"কে বিনোদ?" "আজ্ঞা হাঁ।" "তুমি এখন কি করে এলে? এত হঠাৎ!"—

বিনোদ প্রথমে নিজের মনের চাঞ্চল্যের কথা শ্বশুরের কাছে বলিতে ইতস্তত লজ্জিত হইতেছিল; দুই একবার একটু ইতস্তত: করিয়া বলিল,—"কদিন থেকে মন বড়ই চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল, তার উপর একটা দুঃস্বপ্ন দেখে আর স্থির হ'তে পারলুম না! বাবার শরীরটা এখনও তেমন সুস্থ হয় নি। কিন্তু ভাবলুম একবার সব দেখে শুনে আসি। আপনারা সব ভাল তো?"

বিনোদকে দেখিয়া উত্তেজনা-বশে মণিমোহন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; আবার ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন; দুই চক্ষু অশ্রুতে পুরিয়া আসিল; রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, "বিনোদ, আমি তোমায় আস্‌বার জন্যে টেলিগ্রাম কর্‌ছিলুম, এই দেখ।"

"আমায় টেলিগ্রাম কর্‌ছিলেন কেন?" বিনোদের মুখে-চক্ষে ভীতির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল।—তবে কি স্বপ্ন সত্য!

মণিমোহন বলিলেন, "বল্‌ছি; কিন্তু আগে তুমি বল বিনোদ, তুমি কি স্বপ্ন দেখেছ।"

বি।—ঠিক্ শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম যেন আমার মা এসে শিয়রে দাঁড়িয়ে বল্‌ছেন, 'বিনোদ, যা'কে তুমি গৃহে এনেছিলে সে তো তোমার নয়,—পরের ধন। ওই দেখ সে চলে যাচ্চে!' আমি চেয়ে দেখ্‌লুম, আমার সাম্‌নে একটা জ্যোতি আকাশের গায়ে মিলিয়ে যাচ্চে? আমি মার দিকে চেয়ে বল্‌লুম, মা, ওই কি কোহিনুর! মা বল্লেন, 'ওই বটে; তুমি শীঘ্র যাও বিনোদ, তোমার বংশধরকে গৃহে নিয়ে এস। মাতৃহীনকে পিতৃবক্ষে স্থান দান কর।' তার পরেই ঘুম ভেঙ্গে গেল।

মণিমোহন উচ্ছ্বসিত অশ্রু আর রুদ্ধ করিতে পারিলেন না, সরোদনে বলিলেন, "ঠিক, বিনোদ, যা দেখেছ সব ঠিক্।"

"সে কি! বলুন, তবে কি কোহিনুর নেই!" বলিয়াই বিনোদ সেইখানে বসিয়া পড়িল।

"না, এখনও প্রাণ আছে ; তবে আর আশা নেই।—চল বিনোদ, মা'র আমার মৃত্যুশয্যার পাশে তোমায় নিয়ে যাই ; কিন্তু তার বাক্-শক্তি নেই ; ডাক্তার কোন রকম গোল কর্ত্তে বারণ করেছে। বিনোদ, দুঃখিনী আমার অনেক কষ্ট পেয়ে আজ শান্তির অন্বেষণে ছুটেছে! তুমি বুদ্ধিমান্, তার শেষ সময়ের শান্তির কোন ব্যাঘাত তোমা হ'তে হওয়ার সম্ভাবনা নেই, অভাগিনীকে তৃপ্তিতে ঘুমিয়ে পড়্তে দিও।"

বিনোদ মণিমোহনের কথার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না ; আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিলেন, —আহা! কন্যাস্নেহাতুর প্রাণে ইহারই মধ্যে বুদ্ধির একটু বিপর্য্যয় হইয়াছে।

বিনোদ আসিয়া শিয়রে বসিতেই কোহিনুর একবার চাহিল, তাহার পরেই দৃষ্টি ফিরাইয়া মাতা-পিতার প্রতি গভীর অভিমানে চাহিল। তাহার রোগ-পাণ্ডুর মুখ ক্ষণেকের জন্য আরক্ত হইয়া উঠিল, তাহার পরেই দুই চক্ষু মুদ্রিত হইল। সেই মুদিত চক্ষু বাহিয়া ধারার পর ধারা পড়িতে লাগিল, গুরু বেদনায় বক্ষ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল!—হা ভগবান্, মৃত্যু-কালেও শুধু সুশীলের ছবিখানিই বাহিরে অন্তরে দেখিয়া মরাও তাহার ভাগ্যে নাই!

কিন্তু বিনোদ বুঝিল, তাহারই বিচ্ছেদাশঙ্কায় কোহিনুর কাঁদিতেছে! বিনোদও অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল। সে-দিন কিন্তু পরস্পর চির-বিদায়োন্মুখ দম্পতির নিকট হইতে পিতা মাতা সরিলেন না, বিনোদ আদর বা সম্বোধনের অবসর পাইল না। কিছুক্ষণ পরেই মণিমোহন বিনোদকে পুত্র দেখাইবার ছল করিয়া লইয়া গেলেন।

বাড়ীতে ঘোর বিপদ্, সকলেই শোকাচ্ছন্ন, কিন্তু একমাত্র ক্ষুদ্র শিশু মধুর হাসিতে বিনোদকে অভ্যর্থনা করিল। বিনোদ দুই বাহু বাড়াইয়া পুত্রকে বক্ষে লইল। এই মুখ—এ যে তাহাদের উভয়ের কত সাধনার সামগ্রী! বিনোদ কত বিনিদ্র রজনী এই মুখ-খানির দর্শন-লালসায় কাটাইয়া আজ আকুলপ্রাণে ছুটিয়া আসিয়াছে! কিন্তু কে জানিত, এই কিশোর-মুকুলকে লতা-কক্ষচ্যুত ভূতল-লুণ্ঠিত দেখিতে হইবে? 'ওরে অভাগা, ওরে সুন্দর, এত সৌন্দর্য্য, এত সুধার মধ্যে এ-দুর্ভাগ্য কোথা হইতে আনিলি! আজ আমার চাঁদ কই! এ যে প্রতিবিম্বমাত্র! সুখ কই?—এ যে শুধু স্মৃতি-টুকু!' জনকের এই অস্ফুট উচ্ছ্বাসের সহিত সন্তানকে বক্ষে ধরিয়া বিনোদ কাঁদিতে লাগিল।

ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, "আর আসিবার আবশ্যকতা নাই। যতক্ষণ প্রাণ আছে ততটুকুই লাভ।"

মণিমোহন প্রস্তর-মূর্ত্তির মত কন্যার মৃত্যু-মলিন মুখের প্রতি চাহিয়া বসিয়া রহিলেন, বিনোদ প্রাণপণে রোগীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সরোজা কেবলই কাঁদিতে লাগিলেন। সুশীলের চরণে মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতে করিতে ধীরে ধীরে কোহিনুর চির-দিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিল। এতক্ষণে বিনোদের লজ্জা-সঙ্কোচ তিরোহিত হইল। সে উন্মত্তের মত আচরণ করিতে লাগিল। সে যে কত দিনের তৃষ্ণিত হৃদয় লইয়া আসিয়াছে! আজ কাহার সাধ্য তাহাকে শান্ত করিয়া তাহার নিকট হইতে কোহিনুরকে [illegible]!

কোহিনুরের দেহ লইবার জন্য যখন সকলে উপস্থিত হইল, তখন শয্যাপার্শ্বে আসীনা প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ সরোজাকে সরাইতে গিয়া মণিমোহন দেখিলেন, দেহ নিশ্চল হইয়া গিয়াছে। প্রথমে মূর্চ্ছা ভাবিয়া তাঁহাকে শোয়াইয়া মুখে জল দিতে গেলেন কিন্তু মুহূর্ত্তেই এ ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেল; বুঝিলেন, এই দারুণ আঘাত অন্তরে লাগিবামাত্র হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া চির-দিনের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

বিপদ্ বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না।

উপসংহার।

রাত্রিতে মণিমোহন একাকী নিজের কক্ষে বসিয়া ছিলেন। বিনোদ সারাদিন অত্যন্ত অধীর হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া এখন ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু মণিমোহনের চক্ষে অশ্রুও নাই নিদ্রাও নাই। কি মহা শূন্যতা! ক্ষুদ্র জগতে কেবল দুইটি প্রাণী নাই, কিন্তু সারা জগতের এ কি নীরবতা! অসহ্য! অসহ্য! মণিমোহন ভাবিতেছিলেন, কেমন করিয়া জীবনের এ শূন্যতা তিনি সহ্য করিবেন! বিলাপ বা অশ্রুপাতে তবু শোকের তীব্রতার একটু লঘুত্ব ঘটে, কিন্তু অন্তরের এ শুষ্কতা ত সহ্য হয় না! এমন সময় কাণে পৌঁছিল কে ডাকিতেছে—"মণিমোহন!"—

মণিমোহন চমকিয়া উঠিলেন—"স্বর কি পরিচিত? কৈ বিশেষ পরিচিত তো নয়! কিন্তু যেন কোথায় শুনিয়াছি! কে ডাকে?"—

আবার ডাক আসিল—"মণিমোহন! আমি এসেছি।" এবার মণিমোহন দ্রুতপদে বাহিরে আসিলেন। যে হউক, তবু একটু কথা কহিয়াও প্রাণ বাঁচিবে। এ নির্জ্জনতা আর সহে না।

দাস-দাসী সকলেই তখন ক্লান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। মণিমোহন নিজেই নিম্নে আসিয়া দ্বার খুলিলেন। আলো জ্বলিতেছিল, আগন্তুকের মুখে তাহা পড়িতেই মণিমোহন চিনিতে পারিলেন,—সেই সাধু রমানাথ—কোহিনুরের জীবন-দাতা! মণিমোহন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "আপনি এখানে!" কিন্তু ততক্ষণে মণিমোহনের চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া আসিল! অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "ঠিক্ আজই আমি আবার তাহাকে হারাইয়াছি! আজ শুধু সে নয়, স্ত্রী-কন্যা দুই-ই বিসর্জ্জন দিয়াছি!

রমানাথ অতিস্নেহে মণিমোহনের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "জানি বৎস! মণিমোহন, পূর্ব্বে একদিন তুমি আমার মন্ত্রশিষ্য হ'তে চেয়ে ছিলে। সে-দিন আমি বলেছিলাম, 'এখনও সে দিন আসে নাই'। আজ সেই সময় উপস্থিত। তাই আজ আমি নিজে তোমায় নিতে এসেছি। বৎস, আমার সঙ্গে এস।"

'নিশ্চয়ই যাব। তবে অনুমতি করুন, আমার জামতাকে ডাকিয়া সব কথা বলিয়া যাই।' বলিয়া মণিমোহন উত্তরের প্রতীক্ষায় তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন। তিনি বলিলেন "কি প্রয়োজন? তোমার দৌহিত্র আছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর কোন গোলযোগের সম্ভাবনা নাই। তোমার জামতাও বুদ্ধিমান্, ভালরূপেই সব রক্ষা করিবেন। আর যদি নাও করেন, থাকে থাক্—যায় যাক্; তোমার আর কি! আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব ক'র না। তোমার স্ত্রী যে চলে গেলেন, কাহার জন্য কতটুকু অপেক্ষা করেছিলেন?"

"অতি সত্য কথা। চলুন্ প্রভো!" বলিয়া সেই নিশীথে মণিমোহন রমানাথের সহিত গৃহত্যাগ করিলেন। (সমাপ্ত)

শ্রীমতী ননীবালা দেবী।

খেলা-ভঙ্গ ।

—(•)—

ভৈরবী—ঝাঁপতাল ।

কোলের ছেলে, ধূলো ঝেড়ে, তুলে নে কোলে,
ফেলিস্ নে মা, ধূলো-কাদা মেখেছি ব'লে ।
সারা দিনটে ক'রে খেলা,
ফিরেছি মা সাঁঝের বেলা ;
(আমার) খেলার সাথী,
যে যার মত, গিয়েছে চলে ।

কত আঘাত লেগেছে গায়,
কত কাঁটা ফুটেছে পায়,
(কত) প'ড়ে গেছি, গেছে সবাই, চরণে দ'লে ।
কেউ তো আর চাইলে না ফিরে,
নিশার আঁধার এল ঘিরে ;
(তখন) মনে হ'ল মায়ের কথা, নয়নের জলে !!

রচনা ও সুর—স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেন । স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা ।

আস্থায়ী ।

২ ৩			•	১			
II [সা	মমা । মা	মা	-া । দা	পা । মা	জ্ঞা	-া I
কো	লের্ ছে	লে	• ধূ	লো ঝে	ড়ে	•
২ ৩			•	১			
I ঋা	সা । জ্ঞা	-া	ঋা । সা	-া । -া	-া	-া I
তু	লে নে	•	কো লে	• •	•	•
২ ৩			•	১			
I সা	দপা । পা	মা	-া । ণা	দা । পা	মা	-া I
ফে	লিস্ নে	মা	• ধূ	লো কা	দা	•
২ ৩			•	১			
I মা	মা । মা	-া	মা । ঋা	-া । -া	-া	-া । II
মে	খে ছি	•	ব লে	• •	•	•

অন্তরা ।

২ ৩			•	১			
II মা	মা । দা	-া	ণা । র্সা	র্সা । র্সা	র্সা	-া I
সা	রা দি	ন্	টে ক	রে খে	লা	•
২ ৩			•	১			
I ঋা	ঋা । ঋা	র্সা	-া । ঋা	র্সর্সা । ণা	দা	-পা I
কি	রে ছি	মা	• সাঁ	ঝের্ বে	লা	•

২ ৩ ০ ১
I { পা পপা। পা পা -া। ণা দদা। পা মা -া I
যে শার্ সা থী যে যার্ ম ত ০

২ ৩ ০ ১
I জ্ঞা জ্ঞা। মা -া মা। ঋা -া। (জ্ঞা ঋা -সা) } I
নি যে ছে চ লে আ মা র্

১
I -জ্ঞা -ঋা -সা II
০ ০ ০

সঞ্চারী।

২ ৩ ০ ১
II সা সা। জ্ঞা জ্ঞা -া। মা মা। মা মা -া I
ক ত ক্ষ থা ত্ লে গে ছে গা য়

২ ৩ ০ ১
I জ্ঞা জ্ঞা। মা মা -া। জ্ঞা জ্ঞা। ঋা সা -া I
ক ত কাঁ টা ০ ফু টে ছে পা য়

২ ৩ ০ ১
I { সা দা। পা পা -া। ণা দা। পা মা -া I
প ড়ে গে ছি ০ গে ছে স বা ই

২ ৩ ০ ১
I জ্ঞা জ্ঞা। মা -া মা। ঋা -া। (জ্ঞা ঋা -সা) } I
চ র ণে দ লে ক ত

১
I -জ্ঞা -ঋা -সা I
০ ০ ০

আভোগ।

২ ৩ ০ ১
I মা -মমা। দা -া -পা। র্সা -র্সা। র্সা র্সা র্সা I
কে উত ক্ষ ০ র্ চা ইলে না কি রে

২ ৩ ০ ১
I ঋা ঋঋা। ঋা র্সা -া। ঋা র্সা। ণা দা -পা I
নি শার্ ক্ষা ধা র্ এ ল ঘি ঘি০

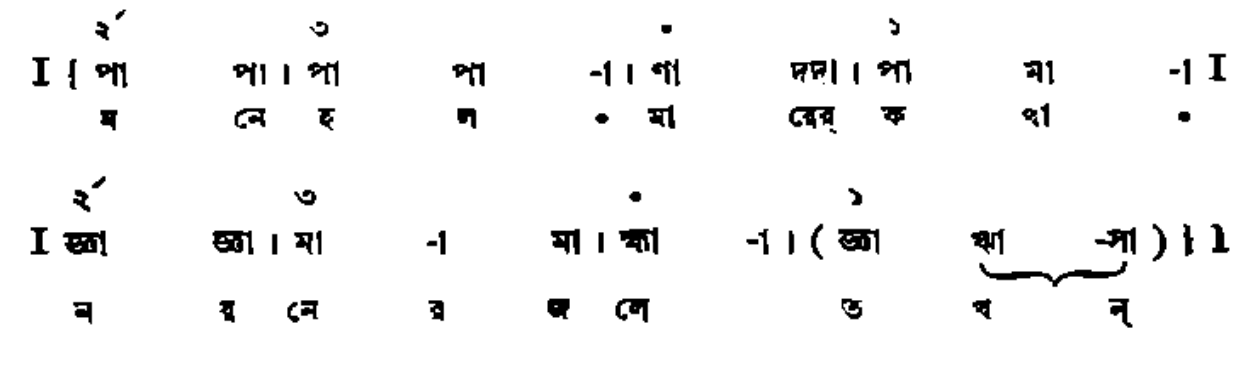

গান।

আমি যখন বিদায় লব
কানে শুটায়ে এ ধরায় ;
তখন বাজাও আমার শেষের গানটী
আমার সুরে, তোমার বীণায়।

পূরবী আড়া বাজায়ো, ওগো,—
তাল রাখিয়ে একতারায়,
ধীরে ধীরে আঁখি-দু'টী মুদবে আমার
সুরের হাওয়ায়॥

শ্রীচারুবালা দত্তগুপ্তা।

পরিণাম-চিন্তার দুই দিক্।

এ-দেশে যে শিক্ষা ও দীক্ষায় প্রাচীনকালে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সুসংবদ্ধ, সুসংলগ্ন, শিল্পীর নির্ম্মাণের মত সুষমান্বিত হিন্দু-জীবন গঠিত হইত, সে শিক্ষা ও দীক্ষার ধারা আজ ছিন্ন ও বিপর্য্যস্ত। তাহার পরিবর্ত্তে যে শিক্ষার স্রোতে আজ সমগ্র দেশ প্লাবিত, সমগ্র জাতি মজ্জমান, সে শিক্ষায় ধর্ম্মের স্থান নাই—আস্তিকতা উদ্বুদ্ধ করিবার উপায় নাই। আমরা আজ সনাতন ধর্ম্মের প্রশস্ত বটচ্ছায়া হইতে অপসৃত হইয়া পড়িতেছি—হতাশভাবে ভাবিতেছি, বুঝি, জীবনের কোন লক্ষ্য নাই—মনুষ্যত্বের কোন কেন্দ্র নাই। শুধু স্রোতে ভেসে যাওয়া—শুধু ঝড়ের বেগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়া—শুধু অর্জ্জন ও ব্যয়, শুধু ভোগ ও সঞ্চয়—ইহাই যেন জীবনের সার—ইহাই যেন জীবনের অনতিক্রমণীয় পরিণতি।

ভোগবিলাসের লীলানিকেতন প্রতীচী বলিতেছে,—এ জগতে বৃদ্ধের স্থান নাই; যতদিন ধমনীতে রক্তধারা সবেগে চলাচল করে, মাংসপেশী যতদিন সবল, দেহ ও মন যতদিন কর্ম্মঠ, পৃথিবীতে ততদিনই মানুষের অস্তিত্ব বাঞ্ছনীয়—তারপর গজভুক্ত কপিত্থের মত অন্তঃসার-শূন্য এই দেহ পথিপার্শ্বে ভগ্ন মৃৎ-

পাত্রের মত পড়িয়া থাকুক, এবং সেই অবসানকেই মানিয়া লওয়া উচিত ; কারণ তখন মানব নিজে ভোগ করিতে অসমর্থ, অপরের সেবা ও তৃপ্তি-বিধান করিতে অক্ষম। মনুষ্য-জীবনের এই চিত্র, এই ধারণা আমাদিগকে নিরাশ করে, বিমর্ষ করে। ইহাতে মৃত্যুকেই চরম সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহা বৈতরণীর পরপারে শুধু আঁধার—শুধু শূন্যতা—শুধু নিরাশা ছাইয়া রাখে। মূলে এই প্রকাণ্ড শূন্যতা থাকায়, ইহার উপর যে শিক্ষার সৌধ রচিত হইয়াছে, তাহাও দুর্ব্বল ও অসংহত। তাহাতে আশ্রয় লইয়া প্রাণে চরম শান্তি পাইবার সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের যাঁহারা ভাবুক, যাঁহারা মনস্বী, তাঁহারা—ইউরোপীয় চিন্তার ধারায় অভিষিক্ত হইলেও, মুক্তকণ্ঠে এই কথা ঘোষণা করিতেছেন। প্রতীচী যে আধ্যাত্মিক হিসাবে দেউলিয়া—তাহার বাহ্য ঐশ্বর্য্য-সম্ভারের তলে যে অন্তরের দারিদ্র্য রহিয়াছে—তাহার ক্ষুধিত আত্মা যে পূর্ণতার ভিখারী—চিন্তার রাজ্যে, বিদ্বৎ-সমাজে আজ সেই কথাই প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বহু-শতাব্দী-ব্যাপ্ত সাধনার পরও সে বলিতে পারিতেছে না—"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।" *

ইহাতে ভারতবাসী আমরা বিস্মিত হই না—কোন নূতনত্ব দেখি না। কত শত যুগ পূর্ব্বে ভারতের ঋষি বলিয়া গিয়াছেন—

"পৃথিব্যাং যদ্‌ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং।" *

পার্থিব ভোগের সামগ্রী নিরন্তর সঞ্চয় করিয়াও "সা তৃষ্ণা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।" † অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও, জাতীয় স্মৃতি আজও আমাদিগকে মাঝে মাঝে বলিয়া দেয়—'ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।' ‡ আর্য্যাবর্ত্তের অধিবাসী আমরা স্মরণাতীত কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা, আমরণ মনুষ্য-সমাজের ভিতর এবং মনুষ্য ও প্রকৃতির মধ্যে শুধু লেন-দেনের কারবার চালাইয়া ব্যক্তিগত পরমার্থ লাভ হয় না। শুধু ইহাই মনে হয় "ততঃ কিং ?"—তাহাতে কি হইল ? আমরা নগ্ন ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হই —নগ্ন ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় পৃথিবী হইতে অপসৃত হই। জীবন-সমুদ্রে প্রত্যেক জীবন যেন এক একটী দ্বীপ,—পরস্পর হইতে পৃথক্ ও বিচ্ছিন্ন। শত সহস্র সজাতীয় বা আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব-দ্বারা বেষ্টিত থাকিলেও ব্যক্তিত্বের এই বেষ্টনকে আমরা দূর করিতে পারি না—অহং-দুর্গের এই দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর আমরা ভগ্ন করিতে পারি না। আমরা প্রত্যেকে নিজের সুখ-দুঃখ, আশা ও বাসনা, চিন্তা ও অনুভূতির

* [অর্থাৎ সুদূরবর্ত্তী বস্তুনিচয় ব্রহ্মের সত্তায় পূর্ণ, নিকটবর্ত্তী পদার্থসমূহ তাঁহার দ্বারা ব্যাপ্ত, এই সমুদয় জগৎই পরিপূর্ণ ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, এবং সেই পরিপূর্ণের পূর্ণতার দ্বারা সমুদায় ব্যাপ্ত হইলেও, তাঁহার পরিপূর্ণতা অক্ষুণ্ণ থাকে।]

* [পৃথিবীতে যাহা কিছু ধান্য, যব, সুবর্ণ, পশু ও স্ত্রী, তাহা একজনের পক্ষেও পর্য্যাপ্ত নহে।]

† [শরীর জীর্ণ হইলেও সেই তৃষ্ণা জীর্ণ হয় না।]

‡ [কাম্য বস্তুর উপভোগ-দ্বারা কামনার কখনও শান্তি হয় না, পরন্তু আহুতি-প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় তাহা পুনরায় বর্দ্ধিত হইয়াই থাকে।]

এই গণ্ডীর মধ্যে বন্দী। কত লোক আসে, কত লোক যায়! কত সম্বন্ধ স্থাপন করি—কত লোককে প্রীতির নিগড়ে বাঁধিয়া আপনার করিতে চাহি,—প্রেমের মোহে ভাবি, শুধু জীবনের নহে—অনন্তকালের সঙ্গী করিলাম! আবার বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে চিরদিনের জন্য শত্রুতাকে জীয়াইয়া রাখিতে চাহি। কিন্তু প্রকৃত কথা, আমরা বহুশতাব্দী-পূর্ব্বে, সেই সুদূর মহাভারতের যুগে শুনিয়াছি—

যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহোদধৌ।
সমেত্য চ ব্যপেয়াতাং তথা ভূত-সমাগমঃ ॥ *

কাল-সাগরে বুদ্বুদের মত আমরা উঠিতেছি ও ভাসিতেছি, পাশাপাশি হইতেছি—আবার লীন হইয়া যাইতেছি। আমরা কৃপণ—আমরা বদ্ধমুষ্টি। আমরা ভাবি, রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-রাগ-দ্বেষ-জড়িত এই বিষয়গ্রামকে হস্তামলকবৎ সজোরে ধরিয়া রাখিব, কিন্তু অজ্ঞাতসারে নিঃশব্দ প্রয়াণে অনিবার্য্য কাল অগ্রসর হইতেছে, আমাদিগের সমস্ত সত্তায় করাল অধিকার স্থাপন করিতেছে! ঐ দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টি অনিচ্ছায় শিথিল হইয়া আসিতেছে। অথচ জীব ভাবে যে, ব্যক্তিগতভাবে তাহার পক্ষে এই ভোগ-নাট্যের যবনিকা পড়িবে না। এই 'উজ্জ্বলিত নাট্যশালা'র চিরদিন এমনই ভাবে তাহাকে দর্শক রাখিয়া অভিনয় হইতে থাকিবে।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃ পরং। †

মানুষ দীর্ঘকাল বাঁচিতে চাহে, কিন্তু বয়ঃস্থ হইতে চাহে না। জরা ও মৃত্যু তাহার নিকট একটা দারুণ অনিষ্ট—একটা বিপুল বিভীষিকা বলিয়া প্রতীত হয়। উহা যে অনিষ্ট নয়,—উহা যে প্রার্থনীয়, তাহা প্রাকৃত জনকে বুঝাইবার জন্য কোন ইংরাজী প্রবন্ধে সম্প্রতি দুইটী উপমা প্রযুক্ত হইতে দেখিয়াছি। লেখক বলিতেছেন—এই পৃথিবী যেন একটা সরাই বা হোটেল। দিনান্তে পরিদার আসিতেছে, বসিতেছে, খাইতেছে—উঠিয়া যাইতেছে; একদল যাইতেছে,—পশ্চাতে আর এক দল যেন প্রস্তুত হইয়া আছে। সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, কোন কোন অতিথি—সংস্কৃত অর্থে নয়, বিলাতী paying guest অর্থে অতিথি—আলস্য-বশতঃই হউক্, অথবা আদব-কায়দার অজ্ঞতা-বশতঃই হউক্, নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেও—বসিয়া রহিয়াছে; দুই ক্ষুধার তৃপ্তির জন্য এক আধটা জিনিষ কখনও কখনও লইতেছে। সে নিজে গ্রহণ করিতে অক্ষম—অনর্থক কতকটা স্থান জুড়িয়া আছে! তাই গৃহস্বামীর পক্ষেও সে একটা আপদ্ ও আবর্জ্জনা। তাহার পক্ষে বিদায়-গ্রহণই সমীচীন। যে বৃদ্ধ—যাহার ইন্দ্রিয় সকল বিকল ও বিষয়-গ্রহণে পরাঙ্মুখ, লেখক বলিতেছেন, তাহাদেরও তেমনি মানে মানে বিনা আপত্তিতে এই জীবন-সরাই হইতে সরিয়া পড়াই কর্ত্তব্য।

আবার অন্যভাবে বলা যাইতে পারে—মনুষ্য-জীবন যেন একটা সজীব-দৃশ্যাগার বা Bioscope Theatreএর মত। শুভ্র পরদার উপর কোন নাটকের চিত্রগুলি পর পর পড়িল। এক দল দর্শক সমস্তটী দেখিয়া নিজ

* [মহাসাগরে যেমন দুই খণ্ড কাষ্ঠ মিলিত হয়, আবার পৃথক্ হইয়া যায়, (এই পৃথিবীর) জীবনিচয়ের সমাগমও সেইরূপ]

† [দিনে দিনে জীবসকল মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, কিন্তু অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ আপনাদিগের চির-স্থায়িত্ব অভিলাষ করিতেছে। ইহার অপেক্ষা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?]

দক্ষিণার অনুরূপ মেয়াদ শেষ হওয়াতে উঠিয়া গেল। ছুটির দিন বলিয়া একাধিক অভিনয়। আর একদল প্রবেশ করিবে, কিন্তু পূর্ব্ব দলের কোন কোন দর্শক স্থান ত্যাগ করে নাই,—তাহারা এক সাথে একাধিক অভিনয় দেখিবার জন্য টিকিট কিনিয়াছে।—কিন্তু দ্বিতীয় অভিনয়ে আর সে বৈচিত্র, নাই—সবই পুরাতন—সবই নীরস। লেখক বলিতেছেন,—যদি দ্বিতীয় অভিনয়ের পর তৃতীয় অভিনয় দেখিতে তাহারা মানস করে, তাহারা বিরক্ত ও অতিষ্ঠ হইয়া পড়িবে—তার পর হয়ত উন্মাদগ্রস্ত হইবে। মনুষ্য-জীবনেও তেমনি বয়ঃ-পরিণতির সহিত একটা তিক্ততা বোধ আসা উচিত, তখন মৃত্যুকে বিরামদায়িনী নিদ্রা বলিয়া বরণ করা কর্ত্তব্য।

উপমা-দুইটী দেশ-কালের উপযোগী হইলেও, মানুষ-মনস্তত্ত্বের অনুগত কি-না সন্দেহ হয়। এবং এইরূপ উপমানুভূতি শিক্ষায় মৃত্যুভয় দূর হইবে কি-না, তাহাতে অধিকতর সন্দেহ। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি—'সা ন ঈর্য্যতি ঈর্য্যতঃ।" সকল ইচ্ছা হইতে প্রবল ইচ্ছা হইতেছে—জিজীবিষা, অনিয়ত কাল বাঁচিয়া থাকিবার বাসনা। জীবনের প্রতি এই মমত্ব বর্জন করিবার জন্য কচিৎ কদাচিৎ তত্ত্বকথা শুনাই পর্য্যাপ্ত নহে। ইহার জন্য জীবনব্যাপী অভ্যাস—পরমার্থের মনন ও স্মরণ—দিনের দিন কিঞ্চিৎ সাধনার প্রয়োজন। সেই অভ্যাস, সেই মনন ও সেই সাধনার পর্য্যায় ও স্তর সনাতন ধর্ম্মের আশ্রম-চতুষ্টয়ে নিবদ্ধ ছিল। তাই মনে পড়ে মহাকবি-রচিত সেই ইক্ষ্বাকুকুলের চরিত্র-বর্ণন—

শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং
যৌবনে বিষয়ৈষিণাং।
বার্দ্ধকে মুনিবৃত্তীনাং
যোগেনান্তে তনুত্যজাং॥ *

প্রাচীন কালে এই জীবনযাত্রা-প্রণালীর নিদর্শন ঘরে ঘরে না হইলেও সুলভ ছিল। কারণ, সে-কালের যে শিক্ষা—তাহার আদর্শ ছিল ত্যাগ, তাহার ভিত্তি ছিল ব্রহ্মচর্য্য—তাহার লীলাক্ষেত্র ছিল বর্ণাশ্রম-পরিপাটী, আর তাহার পরিণতি ছিল—সন্ন্যাসে। তাই জীবনের সায়াহ্নে—ক্ষীণ-তনু, বিকলেন্দ্রিয় অথচ অক্ষীণ-লালস মানুষ তৃষ্ণা-কাতর দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিতে করিতে নিজেকে আবর্জ্জনা ভাবিয়া ও তরুণগণকর্ত্তৃক আবর্জ্জনারূপে পরিগণিত হইয়া, অনিচ্ছায় সংসার, রঙ্গশালা অথবা সরাই-খানা হইতে অপসৃত হইত না। কিন্তু স্বেচ্ছায় দৃঢ়-পদক্ষেপে, বিস্ময়- ও ভক্তি-বিমুগ্ধ যুবজনের প্রণাম-পরম্পরায় ব্যাহত গতি হইয়া, তিতিক্ষার অনুপ্রাণনায় এই নশ্বর দেহকে মৃৎপিণ্ডের মত পরিহার করতঃ সত্য-শিব-সুন্দরের অনন্ত শান্তির আধার ক্রোড়েতে ছুটিয়া যাইতেন। ইহা যে কল্পনা নহে—অতীতের গৌরব অতিরঞ্জিত করিবার প্রয়াস নহে, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য চতুর্থাশ্রমের কি নিয়ম বিষ্ণুসংহিতায় নিবদ্ধ আছে, তাহার কয়েকটী সূত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

অথ ত্রিষ্বাশ্রমেষু পক্কষায়ঃ প্রাজাপত্য-

* [শৈশব-কালেই সমস্ত বিদ্যা যাঁহাদিগের অভ্যস্ত হইত, যাঁহারা যৌবনে ভোগসুখানুভব করিতেন এবং বৃদ্ধ বয়সে মুনিবৃত্তি অবলম্বন ও চরমে যোগবলে তনুত্যাগ করিতেন।]

মিষ্টিং কৃত্বা সর্ব্বং বেদং দক্ষিণাং দত্ত্বা প্রব্রজ্যা-প্রমী স্যাৎ ॥ ১ ॥

অনন্তর পূর্ব্বোক্ত তিন আশ্রম-পালনে আসক্তি নিবৃত্ত হইলে প্রাজাপত্য যাগ সম্পন্ন করতঃ সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া প্রব্রজ্যাশ্রমী হইবে।

আত্মন্যগ্নীনারোপ্য ভিক্ষার্থং গ্রামমিয়াৎ ॥২॥

নিজেকে ত্রিবিধ অগ্নির আধার করিয়া ভিক্ষার জন্য গ্রামে যাইবে।

সপ্তাগারিকং ভৈক্ষ্যমাদদ্যাৎ ॥ ৩ ॥

মাত্র সাতটী গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবে।

অলাভে ন ব্যথেত ॥ ৪ ॥

না পাইলে ব্যথিত হইবে না।

ন ভিক্ষুকং ভিক্ষেত ॥ ৫ ॥

যে স্বয়ং ভিক্ষুক, তাহার নিকট ভিক্ষা করিবে না।

ভুক্তবতি জনেঽতীতে পাত্র-সম্পাতে ভৈক্ষ্যমাদদ্যাৎ ॥ ৬ ॥

লোকের আহার সমাপ্ত হইলে এবং উচ্ছিষ্ট পাত্র সকল একীকৃত হইলে ভিক্ষাচরণ করিবে।

মৃন্ময়ে দারুপাত্রেঽলাবুপাত্রে বা ॥ ৭ ॥

মৃন্ময় পাত্র, কাষ্ঠময় পাত্র অথবা অলাবু পাত্র হস্তে লইয়া ভিক্ষা করিবে।

তেষাক্ত তস্যাদ্ভিঃ শুদ্ধিঃ স্যাৎ ॥ ৮ ॥

প্রব্রজিতের ঐ সকল পাত্র জলদ্বারা শুদ্ধ হয়।

অভিপূজিতলাভাদ্ব্যদ্বিজেত ॥ ৯ ॥

পূজাপূর্ব্বক ভিক্ষা প্রদত্ত হইলে তাহাতে উদ্বিগ্ন হইবে।

শূন্যাগারনিকেতনঃ স্যাৎ ॥ ১০ ॥

শূন্য স্থানে বাস করিবে।

বৃক্ষমূলনিকেতনো বা ॥ ১১ ॥

অথবা বৃক্ষমূলে আশ্রয় করিয়া থাকিবে।

ন গ্রামে দ্বিতীয়াং রাত্রিং বসেৎ ॥ ১২ ॥

কোন গ্রামে দ্বিরাত্রি বাস করিবে না।

কৌপীনাচ্ছাদনমাত্রমেব বসনমাদদ্যাৎ ॥১৩॥

কৌপীনাচ্ছাদন-পরিমিত বস্ত্র গ্রহণ করিবে।

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং ॥ ১৪ ॥

দৃষ্টিপূত পদ-ক্ষেপণ করিবে অর্থাৎ অধো-দৃষ্টি গমন করিবে।

সত্যপূতং বদেৎ ॥ ১৫ ॥

সত্যপূত বাক্য প্রয়োগ করিবে।

মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥ ১৬ ॥

মনঃপূত আচরণ করিবে অর্থাৎ শুদ্ধাশয় কর্ম্ম করিবে।

মরণং নাভিনন্দেৎ জীবিতঞ্চ ॥ ১৭ ॥

মৃত্যু কামনা করিবে না ; কিংবা জীবন আকাঙ্ক্ষা করিবে না।

অভিবাদাংস্তিতিক্ষেত ॥ ১৮ ॥

অবমানকর বাক্য সহ্য করিবে।

ন কঞ্চনাবমন্যেত ॥ ১৯ ॥

কাহাকেও অবমাননা করিবে না।

নিরাশীঃ স্যাৎ ॥ ২০ ॥

আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিবে না।

নির্নমস্কারঃ ॥ ২১ ॥

কাহাকেও অভিবাদন করিবে না।

এই ভাবে সমাজ হইতে বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া কল্যাণ ও অকল্যাণের বাহিরে থাকিবে। সংসারের অনিত্যতা ও দেহের দুর্গতি চিন্তা করিবে। এবং

প্রাণায়াম-ধারণা-ধ্যান-নিত্যঃ স্যাৎ।

প্রাণায়াম, ধারণা ও ধ্যানে নিরত হইবে। কারণ—

যদ্ ধ্যায়তি তদাপ্নোতি ধ্যানগুহ্যং।

ধ্যানের গূঢ় রহস্য এই যে, যাহা ধ্যান করিবে তাহাই প্রাপ্ত হইবে।

তস্মাৎ সর্ব্বমেব ক্ষরং ত্যক্ত্বা অক্ষরমেব ধ্যায়েৎ।

সেইজন্য অপর সকল বস্তু ক্ষয়শীল জানিয়া, সেই অক্ষর পুরুষের ধ্যান করিবে।

ন চ পুরুষং বিনা কিঞ্চিদপ্যক্ষরমস্তি।

পুরুষ ব্যতীত অক্ষরও কিছুই নাই॥

তং প্রাপ্য মুক্তো ভবতি॥

তাঁহাকে লাভ করিয়া জীব মুক্ত হয়॥ *

শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য।

সোণার হার।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিরূপাক্ষ-দেবের মন্দির-দ্বার আজ কোলাহল-মুখরিত। বিজয়নগর-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর মহারাজাধিরাজ রাজপরমেশ্বর দেবরায় বিগ্রহ-পূজা করিতে ও দেবতার আশীর্ব্বাদ লইতে আসিয়াছেন। কুতূহলী নাগরিকের দল দূরে দাঁড়াইয়া,—দেহ অনাবৃত, কণ্ঠে পুষ্পের মালা—বিস্মিত-নেত্রে রাজানুচরবর্গের বিচিত্র বেশভূষা নিরীক্ষণ করিতেছে ও আপন আপন মত প্রকাশ করিতেছে।

অনুচরগণ অশ্ব-পৃষ্ঠে আসিয়াছিল। অশ্বগুলির ললাটে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ফলক ঝকমক্ করিতেছিল। তাহাদের বল্গা বিবিধ বর্ণের রেশমী রজ্জুতে নির্ম্মিত,অঙ্গ রেশম ও কিংখাবে আবৃত। অশ্বারোহিগণের দেহে তূণাপূর্ণ মখ্‌মল ও রেশমের কুর্ত্তি, বক্ষে স্বর্ণখচিত কবচ। স্বর্ণাক্ত শিরস্ত্রাণগুলি বালার্ককিরণে উজ্জ্বল। হস্তে বর্শা, কটিবন্ধে তরবারি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ-কুঠার। বাহন ও আরোহিগণ মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে অবস্থান করিতেছিল।

পর্ব্বতশিখরচ্যুত প্রস্তরস্তূপের ন্যায় দেবমন্দির বিশাল ও মহিম-ময়। মন্দির পাষাণে নির্ম্মিত, তাহার উপরিভাগ স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত তাম্রপত্রে আবৃত। নিম্নের স্তম্ভগুলিতে দেব-গন্ধর্ব্ব-ব্যাঘ্র-হনুমানের মূর্ত্তি ক্ষোদিত। মন্দিরের পার্শ্বে ফলপুষ্পশোভিত উদ্যান। মন্দিরের প্রয়োজনীয় সমস্ত পুষ্পফল সেই উদ্যান হইতে সংগৃহিত হইয়া থাকে। দেবালয়ের অভ্যন্তরে অন্ধকার, মাত্র একটি বৃহৎ ঘৃতপ্রদীপের শান্ত আলোকে তাহা কথঞ্চিৎ আলোকিত।

বিগ্রহের সম্মুখে দেবরায় ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। পার্শ্বে হোমাগ্নি জ্বলিতেছিল, নৃপতি তাহাতে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। মুক্তা ও রত্ন চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত অগুরু-চন্দন-ধূনা মিশ্রিত করিয়া সে অর্ঘ্য প্রস্তুত হইয়াছিল। কক্ষ সুগন্ধে পূর্ণ হইয়া গেল। পুরোহিত লোকাচার্য্য পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। মহাদেবের ন্যায় সুব্রকান্তি, সৌম্যমূর্ত্তি প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ সম্রাটের মস্তকে পুষ্প প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণ উপাসক সম্রাট্‌কে আশীর্ব্বাদ করিয়া শ্বেতপুষ্প-পূরিত করণ্ড লইয়া রাজ-অশ্বের মস্তকে পুষ্প অর্পণ করিতে গেলেন।

বাহিরে আসিবার সময় লোকাচার্য্য সম্রাট্‌কে কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ! রাজার কর্ত্তব্য প্রজা-পালন ও শান্তিরক্ষা। রাজার অবর্ত্তমানে উত্তরাধিকারি-শূন্য রাজ্যে অশান্তি হয়। সামন্তগণের একান্ত ইচ্ছা সম্রাট্ বিবাহ

* বর্ত্তমান বর্ষের সৎসঙ্গ-সভার অধিবেশনে পঠিত।

করেন।" প্রশান্তভাবে দেবরায় বলিলেন, "প্রধান নায়ক আমাকে এ-কথার আভাস দিয়াছিলেন, কিন্তু বিজয়নগরের মহিষী হইবার উপযুক্ত রমণী আমি এখনও দেখি নাই।" লোকাচার্য্য কহিলেন, "মুদ্‌কলে অবস্থানকালে একটী বালিকাকে দেখিয়াছিলাম। ক্রীড়াচ্ছলে একদিন সে আমাকে তাহার হস্তরেখা পরীক্ষা করিতে বলিয়াছিল। মহারাজাধিরাজ! তাহার কর পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, সে রাজপুত্রবধূ হইবে।" দেবরায় বলিলেন, "মুদ্‌কল কুলবর্গের সুলতানের অধীন,—সেখানে ত' রাজা নাই!" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "না, সে বালিকা কৃষক-দুহিতা। হাস্য করিও না, বৎস! তোমার পিতামহ বুক্করাজ পশু-পালক ছিলেন।" দেবরায়ের মুখমণ্ডল হইতে হাস্যরেখা অন্তর্হিত হইল, মুখশ্রী গম্ভীর আকার ধারণ করিল; বলিলেন, "আমি বংশের কথা বলি নাই। বিজয়নগরের মহারাজাধিরাজ রাজপরমেশ্বর কৃষক-কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারে না।" ব্রাহ্মণ ঈষৎ অপ্রতিভ হইলেন; বলিলেন, "রূপে গুণে সে বালিকা অতুলনীয়া—সে রত্ন যে কোন নৃপতির গৌরব-বর্দ্ধন করিবে। আমি তাহার সৌভাগ্য গণনা করিয়া দেখিয়াছি। আমার গণনা ব্যর্থ হয় না, তাহার প্রমাণ মহারাজাধিরাজ পূর্ব্বে পাইয়াছেন।" দেবরায় কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সে কৃষক-দুহিতা এখনও মুদ্‌কলে আছে কি-না সে বিষয়ে অনুসন্ধান আবশ্যক। প্রধান নায়কের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিব।" দীন দুঃখী ব্রহ্মণগণকে অর্থ-বিতরণ করিয়া দেবরায় অশ্বে আরোহণ করিলেন ও অনুচরবর্গের সহিত প্রস্থান করিলেন।

পরামর্শের ফলে মুদ্‌কলে দূত প্রেরিত হইল। দূত স্বয়ং প্রধান নায়ক মধুরাও—ছদ্মবেশে। তিনিই বিজয়-নগরের সেনাপতি। দেবরায় তাঁহাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন; কারণ, তিনি দেবরায়কে কৈশোরে অস্ত্রশিক্ষা দিয়াছিলেন। যখন দেবরায় ভ্রাতার সিংহাসনে বসিলেন, তখন মধুরাওয়ের ন্যায় বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী তাঁহার আর ছিল না। তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেবরায়কে কহিলেন, "হাঁ, রূপ বটে! পৃথিবীর নারীর এত রূপ সম্ভব হয় না!" দেবরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার মত কি? পিতৃব্য বিবাহের কথা একবার বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বভাব আপনি ত' জানেন—তিনি আর কিছু বলিবেন না। তাঁহার ধারণা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের মত বুদ্ধিমান্ সম্রাট্ বিজয়নগরের সিংহাসন কখনও অলঙ্কৃত করেন নাই। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন, 'তোমার যাহা ইচ্ছা কর, তুমি যাহা করিবে, তাহা ভালই হইবে।' এরূপ স্থলে আপনি কি পরামর্শ দেন? এ বিবাহ কি করা উচিত?" মধুরাও স্নেহের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "দেব! যদি সে মহিষী লাভ করিতে পার, তবে বুঝিব তুমি মর্ত্ত্যের ইন্দ্র।" দেবরায় বলিলেন, "তাহা হইলে বিবাহের দূতরূপে পুনরায় যাইতে হইবে আপনাকে—এবার ছদ্মবেশে নয়, বিজয়নগরের প্রধান নায়ক হইয়া। আপনি এখন বিশ্রাম করুন্। আমিও দুর্গপ্রাচীর পরিদর্শন করিয়া আসি। বিবাহ ব্যতীত বিজয়নগরের অধীশ্বরের যথেষ্ট কার্য্য আছে।"

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে দেবরায় একদা সন্ধ্যায় মধুরাওয়ের আবাসে

উপনীত হইলেন। সঙ্গে কয়েকজন শরীর-রক্ষী ছিল। তাহারা পৌঁছাইয়া দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দেবরায় ভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মধুরাও তাঁহার অস্ত্রাগারে বসিয়া নানাপ্রকার তীর-ধনু লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন, এবং তাঁহার অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা হেম অস্ত্রগুলি পরীক্ষান্তে যথাস্থানে গিয়া রাখিতেছে। মধুরাও-য়ের পার্শ্বে তাহাকে দেখিলে মনে হয়, পর্ব্বতের উপর এক রাশ জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। চন্দ্ররশ্মির ন্যায় বালিকার ক্ষীণতনু, তাহাতে একটি অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতা মাখান! হেমের মাতা হেমকে প্রসব করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। সে স্বভাবতই ক্ষীণাঙ্গী; মাতৃদুগ্ধ ও যত্নের অভাবে তাহাকে আরও ক্ষুদ্র দেখাইত। উজ্জ্বল দীপালোকে হেমের হস্তধৃত তীরের ফলা ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিতেছিল। দেবরায়কে দেখিয়া সে তীর ফেলিয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "রাজা! এতদিন আস নাই কেন?" দেবরায় তাহার কৃষ্ণ কেশের উপর হস্ত রাখিয়া বলিলেন, "আমি যে এখন রাজা।" মধুরাও অস্ত্রগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন,—কন্যার অযত্ন-নিক্ষিপ্ত তীরটীও তুলিয়া রাখিলেন। হেম বলিল, "রাজা! তুমি এত গম্ভীর হইয়াছ কেন?" দেবরায় বলিলেন, "এখন আমি কত বড় হইয়াছি!" মধুরাও বলিলেন, "হেম! রাজাকে বিরক্ত করিও না—বাহিরে যাও, রাজার নূতন ঘোড়া দেখিবে। কেমন দেবরায়! সেই আরবী ঘোড়াটার আসিয়াছ ত'?" অনেক দিন পরে হেম দেবরায়কে দেখিয়াছিল। আজ তাহার গল্প-আব্দারের দিন।—সে দেবরায়ের কোষবদ্ধ তরবারি দৃঢ়রূপে ধরিয়া বলিল, "না, আমি এখন যাব না;—আমি গল্প করিব। রাজা! সে ঘোড়া তুমি মেজদাদাকে দিও;—এখানে থাকিবে, আমি প্রাতঃকালে তাহাকে ছোলা দিয়া আসিব।" দেবরায় সকৌতুকে কহিলেন, "মেজদাদাকে দিলে সে আনিগণ্ডিতে চলিয়া যাইবে।" বালিকা মাথা নাড়িয়া কহিল, "তা' কেন? তিনি মহানবমীর সময় আসিয়া চড়িবেন।" দেবরায় তখন বলিলেন, "তাহাই হইবে।" মধুরাও বলিলেন, "দেব! উহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে বিজয়-নগরের রাজভাণ্ডার শূন্য হইয়া যাইবে।" দেবরায় বালিকার ঘন কেশদামের মধ্যে অঙ্গুলী-সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন, "তার পর গোলকুণ্ডা জয় করিব।" হেম নিরস্ত হইবার পাত্রী নহে; সোৎসাহে বলিল, "সকলের বড় হীরা তাহা হইলে আমার।" মধুরাও কহিলেন, "ঐ দেখ! গোলকুণ্ডা জয় করিবার আগেই হেম ভাগ বসাইল।—হেম! এখন যাও। হীরা ঠিক্ পাইবে। তোমার থাকার এখন প্রয়োজন নাই। আমরা এখন বড় ব্যস্ত।" সে কথা না শুনিয়া একবার দেবরায়ের মুখ-পানে চাহিল; তারপর কটিবদ্ধ হইতে তরবারি খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দেবরায় কহিলেন, "হেম থাকিলে কোন ব্যাঘাত হইবে না।" মধুরাও বলিলেন, "কিছু না, তাহা ত' দেখিতেই পাইতেছি। যাহা হউক, তুমি কি বলিতে আসিয়াছ, বল। মুন্‌কলের সম্বন্ধে কি?" উত্তর দিবার আগেই হেম তরবারি খুলিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু সে গুরুভার অসি দুর্ব্বল অঙ্গুলীতে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।—সশব্দে

তাহা প্রস্তরময় গৃহতলে নিপতিত হইল। দেবরায় তাহা তুলিয়া ভিত্তি-গাত্রে হেলাইয়া রাখিলেন। মধুরাও হতাশ হইয়া বসিয়াছিলেন; —কোনও কথা কহিলেন না। হেম আজ বাগ্দেবী; বলিল, "রাজা! তোমার অস্ত্র এত বড় কেন? বাবা এ-সব অস্ত্র আর ভালবাসেন না। তুমি তীর ছুড়িতে পার? আচ্ছা, রাজা! তোমার কোমর কত সরু দেখিব।" বালিকা দেবরায়ের কটিদেশ বাহুবেষ্টনে বদ্ধ করিতে গেল।—অত উচ্চে সুবিধা হইল না। গৃহকোণে পিতার একটি ঢাল ছিল;—সে তাহাই আনিতে গেল, কিন্তু সে বৃহদ্ভার সে তুলিতে পারিল না। পার্শ্বে ভ্রাতার একটি ক্ষুদ্র লৌহ-শিরস্ত্রাণ ছিল, সেইটিকে লইয়া আসিয়া দেবরায়ের পার্শ্বে স্থাপিত করিল। তাহার উপরে ক্ষুদ্র একটি চরণ রাখিয়া দেবরায়ের অঙ্গে ভর দিয়া সে তাঁহার কটি বাহুপাশে ধরিল,—পরক্ষণেই হরিণীর ন্যায় লম্ফ দিয়া নামিয়া বলিল, "রাজা তোমার কোমর কি সরু! তোমার শরীরে কিছু নাই। দেবলরাজের সঙ্গে পার?" দেবলরাজ সম্রাটের খুল্লতাত মারাপ্পার পুত্র,—অল্প বয়সেই বিশালকায় যোদ্ধা হইয়াছিলেন। মধুরাও বালিকার কথা শুনিয়া শিষ্যের মাংসহীন লৌহ-দণ্ড-সদৃশ হস্তের দিকে চাহিলেন। দেবরায় বলিলেন, "দেবল আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে না। তোমরা দুই জন মিলিয়া আমাকে হারাইতে পার বটে,—তুমি কথায়, আর দেবল ভালবাসায়।" হেম ধীরে ধীরে দেবরায়ের হস্ত নিজে টানিয়া লইয়া বলিল, "আমিও তোমাকে ভালবাসি, রাজা! মেজদাদা-ছোটদাদাকে যত ভালবাসি, তোমাকে তার চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসি। ছোটদাদার কাছে চাহিলে তিনি কিছু দেন না। মেজদাদা কেবল শিং আর ছাল আনিয়া দেন। আমি তোমার নিকট যখনি কিছু চাহিয়াছি, রাজা! তখনি তা দিয়াছ;—না চাহিতেও কত দিয়াছ! সে-সব আমি রাখিয়া দিয়াছি।—তুমি দেখিতে চাও? আমি আনিতেছি।" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই হেম চলিয়া গেল।

মধুরাও বলিলেন, "পৃথিবী শীতল হইল—তবে বেশী ক্ষণের জন্য নহে। দেবরায়! এখন তোমার বক্তব্য বল। প্রথমে উপবেশন কর।—হেম এতক্ষণ তোমাকে বসিতে দেয় নাই। আমি আসন দিলেও তোমার সে সুখ ভোগ হইত না।" দেবরায় বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটি স্বর্ণহার বাহির করিলেন,—তাহাতে তিনটি সুদৃশ্য হীরকখণ্ড গ্রথিত রহিয়াছে। সেটি মধুরাওয়ের হস্তে দিয়া দেবরায় আসন গ্রহণ করিলেন;—পরে বলিলেন, "এই হার বিজয়নগরের সম্রাজ্ঞীর জন্য। পূর্ব্বপুরুষগণের সময় হইতে রাজমহিষীর কণ্ঠে এই হার শোভা পাইয়া আসিতেছে। প্রথমে সাম্রাজ্যের এত শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই, সেই জন্য ইহা সুবর্ণ-নির্ম্মিত। পরে ইহাতে এই হীরকত্রয়টি সন্নিবেশিত হইয়াছে। হীরক-হার অপেক্ষা হীন হইলেও বিজয়নগর-রাজভাণ্ডারে ইহা অপেক্ষা মূল্যবান্ আর কিছুই নাই। আপনি এই হার কল্য মুদ্গলে লইয়া যাইবেন। তারপর ভাবী রাজবধূ আনয়নের জন্য যাহা কিছু করিতে হয়, তাহা করিবেন।" মধুরাও হার লইয়া দেখিতেছেন, এমন সময় নির্ম্মল-সলিল উৎসের ন্যায় হেম একটি ছোট বালিকা লইয়া প্রবেশ করিল।

পিতার হস্তে হার দেখিয়া সে ছুটিয়া আসিল ও হার কাড়িয়া লইল। মধুরাও বলপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিলেন না, পাছে সে অমূল্য হার ছিন্ন হইয়া যায়। বাম কুক্ষিতলে পেটিকা রাখিয়া হেম দক্ষিণ-করে সে হার আপন গলায় পরিল। মধুরাও বলিলেন, "হেম, ও হার আমাকে দাও —উহা অপরের।" দেবরায় ইতোমধ্যে নিজের গ্রীবাদেশ হইতে বহুল-মুক্তাশোভিত রত্নহার লইয়া হেমের সম্মুখে ধরিলেন। প্রদীপের আলোক সে দোদুল্যমান হারের উপর পতিত হইয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র রশ্মির সৃষ্টি করিল। সে আলোকের লতা দেখিয়া হেমের তরুণ মনে উৎসুক্য হইয়া উঠিল। আবার সে স্বর্ণহার খুলিয়া পিতাকে দিল। দেবরায় তাঁহার হার বালিকার গলায় পরাইয়া দিলেন। হেম প্রদীপের নিকট গিয়া সে হার দেখিতে ব্যাপৃত থাকিল। মধুরাও বলিলেন, "গোল-কুণ্ডায় কুলাইবে না দেবরায়, সিংহলও চাই।" হেম দেবরায়ের নিকট আসিল; কহিল "রাজা! তুমি এ হার আমাকে ইচ্ছা করিয়া দিয়াছ— আমি ত' ইহা চাহিয়া লই নাই। তবে কেন বাবা ও-কথা বলিতেছেন? দেখ, রাজা! তোমাকে একটী কথা বলিব, তুমি শোন।" এই বলিয়া সে পিতা ও দেবরায়ের মাঝে আসিয়া বসিল এবং কহিল— "তুমি যেটি খুব ভালবাস রাজা, তাহাই আমি চাহিয়া লই। বাবা কিছুই ভালবাসেন না—তাঁর কাছে আমি কিছুই চাহি না।" কথার স্রোত একটু থামিল, আবার চলিতে আরম্ভ কহিল,— "হাঁ, ঠিক্! বাবা ভালবাসেন ঐ অস্ত্রগুলিকে, —দিনরাত ঐগুলি নাড়াচাড়া করেন। তা আমি ও-সব লইয়া কি করি, ও সব ত' এখানেই আছে।" দেবরায় হাস্য করিয়া বলিলেন, "হেম! বাবা তোমায় ভালবাসেন্ না?" তীব্রভাবে মস্তক আন্দোলিত করিয়া বালিকা কহিল—"না রাজা! একটুও না। কিন্তু রাজা! বাবা তোমাকে ভালবাসেন— ঐ সব অস্ত্রের চেয়েও ভালবাসেন।" এমন সময় গৃহের মধ্যে দেবলরাজ প্রবেশ করিলেন; বিনীত অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "আপনাকে অনেক অনুসন্ধানের পর এখানে পাইয়াছি। পিতা আপনার সহিত দেখা করিতে চাহেন। রাত্রি হইয়াছে, যদি অনুমতি—।" দেবরায় বলিলেন, "চল যাই, দেবল! তাত এখন কেন স্মরণ করিলেন, বুঝিতে পারিতেছি না।" মধুরাওয়ের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "আপনিও চলুন। কি জানি কি বলিবেন!—কখনও ত' এরূপ ভাবে ডাকিয়া পাঠান না!" মধুরাও নৃপতির তরবারি তাঁহার কটিদেশে বাঁধিয়া দিলেন। সকলে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হেম অন্তঃপুরে চলিয়া যাইতেছিল; কিন্তু দেবলরাজ বলিলেন, "হেম, চল, রাজপ্রাসাদে দুর্গার সহিত দেখা করিয়া আসিবে।" দুর্গা দেবলরাজের ভগিনী—বয়সে হেম অপেক্ষা কিছু বড় হইলেও দুই জন পরস্পরকে ভালবাসিত। দেবলের নিমন্ত্রণ শুনিয়া হেম সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আসিল।

মধুরাওয়ের আপত্তি সত্ত্বেও দেবরায় নিজের আরবী ঘোটকের উপর তাঁহাকে আরোহণ করাইলেন ও হেমকে আপনার হরিৎ অঙ্গাবরণে আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে তুলিয়া দিলেন। দেবলের অশ্বে আপনি আরোহণ করিলেন। দেবল মধুরাও-য়ের অশ্বশালা হইতে একটি অশ্ব লইয়া চলিলেন। দুই জন অনুচর মশাল লইয়া অগ্রে

চলিল। মশালের দীপ্ত-শিখা অশ্বগুলির স্বর্ণখচিত সজ্জার উপর প্রতিফলিত হইয়া ঠিকরিয়া পড়িতেছিল। প্রাসাদ-অভিমুখে সকলে অশ্বচালনা করিলেন।

স্থানে স্থানে সরোবর ও পয়ঃপ্রণালী তারকার হার গাঁথিয়া গলায় পরিয়াছে। পথের দুই পার্শ্বে গৃহশ্রেণী;—দ্বার-সম্মুখে সিংহ-শার্দ্দূলের প্রস্তর-ক্ষোদিত মূর্ত্তি—নক্ষত্রালোকে অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতেছিল। পথে লোক-চলাচলের বিরাম নাই—দেহে কূলের রাশ—প্রফুল্লচিত্তে সকলে ভ্রমণ করিতেছে!—অশ্বারোহীদের দেখিয়া তাহারা ভাবিতেছিল, কোন সামন্ত আবাস-স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মারাপ্পা দেবরায়ের পিতৃব্য। যৌবনে তিনি অসামান্য বীর ছিলেন। যখন প্রৌঢ় হইলেন, তখনও সে বীরত্ব অটুট ছিল। সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তে সিংহগুপ্তা দুর্গে বসিয়া তিনি জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তার পর সহসা কি কারণে যুদ্ধকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি বিজয়নগরে ফিরিয়া আসিলেন। রাজধানীতে ফিরিয়া তিনি সংসারের কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতেন না; ধর্ম্মচর্চ্চাই জীবনের ব্রত করিয়া লইয়াছিলেন।

তাঁহার দেহ এককালে দেবরায়ের অপেক্ষা উন্নত ছিল; উপবাস ও অন্যান্য উপাসনায় তাহা কথঞ্চিৎ কুব্জ হইয়া পড়িয়াছে। শরীরের অস্থি অসুরের মত ছিল বলিয়া এখনও শরীর ক্ষীণ দেখায় না, কিন্তু নিকটে আসিলে বুঝা যায়, সে দেহ একটী প্রকাণ্ড কঙ্কাল—উপরে চর্ম্মের আবরণ। কেবল চক্ষের জ্যোতিঃ নির্ব্বাপিত হয় নাই। সে চক্ষু এত উজ্জ্বল যে, অধিকক্ষণ তাহার প্রতি চাহিয়া থাকা অসম্ভব। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মানব-হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত পৌঁছাইত।

মারাপ্পা প্রাসাদকক্ষে পাদ-চারণা করিতেছিলেন, এমন সময় দেবরায় ও মধুরাও তথায় উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ হেমকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। মারাপ্পা বলিলেন, "আজ মন্দিরে গিয়াছিলাম, লোকাচার্য্যদেব বলিলেন যে, ভাবী সম্রাজ্ঞীকে দেখিবার জন্য দূত প্রেরিত হইয়াছিল এবং সে ফিরিয়া আসিয়াছে; আরও শুনিলাম, তিনি এ বিশাল সাম্রাজ্যের মহারাণী হইবার উপযুক্ত।" দেবরায়ের মস্তক অল্প নমিত হইয়া পড়িল। মারাপ্পা ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন, "ব্রাহ্মণ সত্য ভিন্ন অন্য কথা বলেন না। ও সংবাদ আমাকে পূর্ব্বে দাও নাই বলিয়া আমি একটুকুও দুঃখিত হই নাই। ভগবান্ বিঠলদেব আমার পার্থিব সকল চিন্তা হরণ করিয়াছেন, কেবল সাম্রাজ্যের মঙ্গল-চিন্তা মন হইতে দূর হয় নাই। আর দেবদেবের নিকট প্রার্থনা, সে চিন্তা যেন কখনও না যায়; কারণ, এ দেশ তাঁহারই আশ্রিত। বৎস! বদন উত্তোলন কর, লজ্জিত হইতেছ কেন?—মুদ্‌কলে বিবাহের দূত প্রেরণের কোন ব্যবস্থা করিয়াছ কি?" দেবরায় পিতৃব্যের চরণতলে নিপতিত হইলেন। মারাপ্পা সস্নেহে তাঁহাকে তুলিয়া বলিলেন, "উঠ বৎস! কোন অপরাধ হয় নাই। যদি ব্যবস্থা করিয়া থাক, উত্তম করিয়াছ। দূত হইয়া আমারই যাওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হইবে না। মধুরাও! আর যাইতে পার তুমি।" মধুরাও সুহাস্যে বলিলেন, "আমিই যাইতেছি।" মারাপ্পা বলিলেন, "ঠিক্ হইয়াছে! বৎস, তোমার বুদ্ধির কি ভুল হয়! কিন্তু বোধ হয়, একটি ভুল করিয়াছ। আমাদের বংশের সেই

স্বর্ণহার মধুরাওকে আনিয়া দাও।" দেবরায় নতমস্তকে আপন উত্তরীয়ের প্রান্তমণ্ডিত মুষ্টিটী লইয়া খেলা করিতেছিলেন; অবনতমুখেই বলিলেন, "সে হার দেওয়া হইয়াছে।" সোল্লাসে মারাপ্পা বলিলেন, "দেখেছ, মধুরাও! ঠিক্ বলি কি না! আমাদের বংশে দেবরায়ের মত বুদ্ধিমান্ কেহ জন্মাইবে না। রাজার বীরত্বও চাই, বুদ্ধিও চাই! কন্যা আনিতে আর কে যাইবে? লোকাচার্য্য?"—দেবলরাজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, সম্রাজ্ঞীকে আনিতে আমিও যাইব, দাদা! অনুমতি দিন। দেবরায় কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মারাপ্পা বলিলেন, "না দেবল! তাহা হইতে পারে না। ও ভার মধুরাওয়ের উপর অর্পিত হইয়াছে। তোমাকে আমার সহিত দক্ষিণে যাইতে হইবে। আগে যাহা বলিতেছিলাম, শেষ করি; তাহার পর আমার কথা হইবে। লোকাচার্য্যদেব সঙ্গে যাইলেই ভাল হইত কিন্তু তিনি অসুস্থ হইয়াছেন, দেখিয়া আসিলাম। আমি এখনি দক্ষিণে প্রস্থান করিব। ইচ্ছা আছে যে, নববধূর মস্তকে শিবসমুদ্র ও সেতুবন্ধ-রামেশ্বরের বারি বর্ষণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিব। ধন-রত্ন নাই যে, যৌতুক দিব। আর রাজমহিষীর ধন-রত্নের অভাব হইবে না। দেবল! তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে।" দেবল বিনীতভাবে বলিলেন, "ভালই হইবে, দক্ষিণে আমি কখনও যাই নাই—এইবার দেখিয়া আসিব। মারাপ্পা বলিলেন, "আমি এখনি যাইব, কেবল বধূ আনিবার আয়োজন হইয়াছে কি-না জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। মধুরাও! সে দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন তুমি-আমি একসঙ্গে আর কখনও যাত্রা করিব না। তুমি অশ্বারোহণে উত্তরে যাইবে, আমি পদব্রজে দক্ষিণে যাইব। শেষ কথা, মধুরাও! বিবাহ তুমিই দিও। আমি সন্ন্যাসী;—না থাকিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। এই মহানবমীর আনন্দের মধ্যে যদি আনন্দরূপা রাজলক্ষ্মীর আগমন হয়, তবে বড়ই সুখের হয়। ভগবান্ বিঠলদেব দেবদেব বিরূপাক্ষের কৃপায় যেন এ পুরলক্ষ্মী অচলা হইয়া এ রাজ্যে অধিষ্ঠান করেন।"

যাইতে যাইতে মারাপ্পা পুত্রকে কহিলেন, "দেবল, বিবাহের কথা কি দুর্গার নিকটে অবগত হইলে?" দেবল নম্রভাবে বলিলেন, "হাঁ পিতা।" মারাপ্পা দেবলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "আমি তোমাকে মন্দিরে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছিলাম, তুমি প্রাসাদ পর্য্যন্ত আসিলে কেন?" দেবল উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেন, "হেম দুর্গার সহিত দেখা করিতে গেল, তাই তাহার সঙ্গে গিয়াছিলাম।" মারাপ্পা আর কোন প্রশ্ন করিলেন না।

পরদিন প্রত্যূষে প্রধান নায়ক কয়েকজন নির্ব্বাচিত অনুচরের সহিত মুদ্‌কলে যাত্রা করিলেন। মধ্যপথে কনিষ্ঠ পুত্রের দুর্গে এক-রাত্রি যাপন করিয়া তৃতীয় দিনে মুদ্‌কলে উপনীত হইলেন। প্রভাতে কৃষক ভিন্ন লোক-সমাগম দেখিয়া বিস্মিত হইল। গ্রামবাসিগণ চতুর্দ্দিক্ ঘেরিয়া উৎসুক-নয়নে চাহিয়া রহিল। যখন দেবরায়-প্রদত্ত সেই স্বর্ণহার বাহির করিয়া প্রধান নায়ক কৃষককে তাহার অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের কথা অবগত করাইলেন, সে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। মধুরাও কহিলেন, "এ হার বিজয়নগরের রাজমহিষীর জন্য।

শিবিকা প্রস্তুত, আপনাদের জন্তও বাহক রহিয়াছে। রাণীকে লইয়া আপনারা বিজয়-নগরে চলুন। অপরিসীম উল্লাসে কৃষকের হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। কৃষক-নন্দিনী প্রীতা দ্বারান্তরাল হইতে সবই শুনিল। কৃষক গৃহা-ভ্যন্তরে আসিয়া দেখিল, শিশিরসিক্ত পদ্মের ন্যায় অধোমুখী প্রীতা সম্মুখে দাঁড়াইয়া। প্রীতা বলিল, "বাবা, এ সৌভাগ্যে কাজ নাই। রাণী হইলে আপনাদের নিকট হইতে চিরকালের জন্ত বিদায় লইতে হইবে। আমাকে কখনও রাজবাড়ীর বাহিরে আসিতে দিবে না।" কৃষ-কের হর্ষোৎফুল্ল বদন হইতে মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত দীপ্তি চলিয়া গেল। সে কহিল, "কেন মা! রাজ-ঐশ্বর্য্য কে এমন করে পায়ে ঠেলে? রাজপ্রাসাদ বাহির হইতে শোনা যায় কত সুন্দর! ভিতরে একবার যাইলেই দেখিবি সেই-ই স্বর্গ।" অবিচলিত কণ্ঠে প্রীতা বলিল,"এই কুটীরই আমার স্বর্গ।—আমার পালিত এই সব জীব আমার সাথী! সম্মুখে ঐ সোণালী রঙের মাঠ আমার নন্দন-কানন, আর আপনি ও মা আমার দেবতা।" বাষ্পিত-কণ্ঠে কৃষক বলিল, "মা, এতদিন তোকে বলি নি, তুই যখন ছোট ছিলি, এক ব্রাহ্মণ তোর হাত দেখিয়া আমাকে গোপনে বলেছিলেন যে, তুই রাজপুত্র-বধূ হ'বি। এতদিন সে কথা প্রকাশ করি নি। আজ যখন সে সময় এসেছে, ইচ্ছা করে এরূপ করিস্ নে।' প্রীতার মাতা এতক্ষণ নীরবে ছিলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন, "প্রীতা এতেই আমাদের সুখ, তুই যদি সুখী হোস্—।" কন্যা বলিল, "মা! আমি সুখী হ'ব না। তুমিও আমার বিরুদ্ধে হ'লে!" প্রীতা কাঁদিয়া ফেলিল। কৃষক তখন বলিল, "না মা! কেঁদ না। আমি গিয়া এখনি দূতকে বিদায় দিতেছি।" প্রীতা রোদন-সংবরণ করিয়া বলিল, "বাবা, ঘরে দুধ আছে, আর গোয়াল-ঘরের উপর খড় বাধা আছে। এত-খানি রাস্তা ছুটে ওদের ঘোড়া আর ওরা নিজেও ক্লান্ত হয়েছে। ওদের এই সব দিয়ে বিশ্রাম করতে বলুন; তার পরে যেন যায়।" "হাঁ, মা, তাই হবে" বলিয়া কৃষক বাহিরে গেল।

গ্রামবাসিগণ তিন্নার সৌভাগ্যের কথা আলোচনা করিতেছিল। কৃষক আসিয়া দেখিল, অশ্বারোহিগণ থলি হইতে ছোলা বাহির করিয়া বাহনকে দিতেছে; কয়েকজন বাহক শিবিকার উপরে পতিত পথধূলি পরিষ্কার করিতেছে; নেতা অধীরভাবে ইতস্ততঃ পাদচারণা করিতেছেন। কৃষক আসিতেই মধুরাও জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কত বিলম্ব?" কৃষক সুকরুণে কহিল, "মহারাজকে বলিবেন, তিনি যেন দীনের অপরাধ ক্ষমা করেন। আমার কন্যা তাঁহার মহিষী হইবে না।" প্রধান নায়কের ভদ্রভাব বিদূরিত হইল,—তিনি রুক্ষস্বরে বলিলেন, "একজন কৃষকের এতদূর স্পর্দ্ধা! তুমি তাঁহার আজ্ঞা অমান্ত করিতে পার বটে, কিন্তু আমরা অমান্ত করিব না। রাজমহিষী আনিতে আসিয়াছি, রাজমহিষী লইয়া যাইব। কাহার সাধ্য বাধা দিবে?"

"মুদ্‌কল সুলতান ফিরোজ শাহার সাম্রাজ্যভুক্ত যেন মনে থাকে।" মধুরাও ফিরিয়া দেখিলেন বক্তা এক জন বীরোচিত-পরিচ্ছদ-ধারী সুপুরুষ বলিষ্ঠকায় যুবা,—সঙ্গে অস্ত্রধারী কতিপয় অনুচর। যুবার কথা শেষ হইতে না হইতে নিশীথাকাশে বিদ্যুৎপ্রভার

ন্যায় প্রীতা কৃষকের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার আরক্ত নেত্র হইতে আশাময়ী অগ্নি-শিখা বহির্গত হইতেছিল,—নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, বসনোপরি ন্যস্ত করাঙ্গুলী ঘন ঘন বিকম্পিত। তীক্ষ্ণ কুদ্ধস্বরে প্রীতা কহিল, "সৈনিক! আমি যদি পুরুষ হইতাম, তোমার কথার প্রতিফল দিতাম। তুমি পিতার অপমান করিয়াছ। কি বলিব, আমার ক্ষমতা নাই। তবে এ-কথা স্মরণ রাখিও প্রীতাকে জীবিত লইয়া যাইতে পারিবে না।" বলিতে বলিতে সে পার্শ্বস্থ এক জন সৈনিকের কটিবন্ধস্থিত ছুরিকা সহসা উন্মুক্ত করিয়া লইল। সে তেজোমণ্ডিত অপূর্ব্ব চিত্র দেখিয়া কোলাহল স্তব্ধ হইয়া গেল। দণ্ডনায়ক সসম্ভ্রমে নতজানু হইয়া বলিলেন, "মাতঃ, পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করুন্। যে দিন আপনার হস্ত হইতে ভিক্ষা-মুষ্টি গ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই দিনই ভাবিয়াছিলাম যে, চিরদিন ধরিয়া আমার পুত্রগণ আপনার পুত্রগণের হস্ত হইতে বিজয়নগরের সভাগৃহে অনুগ্রহকণা লাভ করিবে।" ক্ষণকাল থামিয়া আবার বলিলেন, "মাতঃ! মত কি পরিবর্ত্তন হইবে না?" দৃঢ়স্বরে প্রীতা কহিল, "না। দরিদ্র কৃষক-কন্যা মহাবলশালী বিজয়নগর-সম্রাটের পত্নী হইবার উপযুক্ত নহে। সৈনিক! হিন্দুস্থানরাজ্যে রাজকন্যার অভাব নাই। আমি রাজ-অন্তঃপুরে বন্দিনী হইতে চাহি না।" মধুরাও বলিলেন, "বন্দিনী নহে, মাতঃ! বিজয়নগরের সম্রাজ্ঞী। ঐ হেম-হার তাহার সাক্ষী।" প্রীতার নেত্র আবার জ্বলিয়া উঠিল। "লোভ দেখাইও না, সৈনিক।" বলিয়াই পিতার নিকটে সে উদ্ধার ন্যায় উপস্থিত হইল; পিতাকে কহিল, "বাবা! হার এখনি ফিরাইয়া দিন। আর সৈনিক শ্রবণ করুন্, পিতার চরণ ছুঁইয়া শপথ করিতেছি, জীবন থাকিতে কখনও বিজয়-নগরের প্রমোদ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিব না।" মধুরাও ভাবিলেন, একবার বলিবেন- যে সম্রাট্ অবিবাহিত; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, কিছুতেই ফল হইবে না। খেদ-মিশ্রিত স্বরে তিনি বলিলেন, "মাতঃ! বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলাম! সে আশায় জলাঞ্জলি দিলাম।" অনুচরবর্গ কাষ্ঠপুত্তলীর ন্যায় সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিতেছিল। মধুরাও আজ্ঞা দিলেন, "তোমরা প্রস্তুত হও, এখনি প্রস্থান করিব।" আবার প্রীতার অভিমুখে ফিরিয়া বলিলেন, "মাতঃ! বিদায় লই, সন্তানের অপরাধ লইবেন না।—তিষ্ঠা! আমি রূঢ় হইয়াছিলাম, সে কথা মনে রাখিবেন না।"

মধুরাও অশ্বের নিকটে যাইলেন। প্রীতার রোষ চলিয়া গিয়াছে। সে পিতার প্রতি চাহিল। তিষ্ঠা হার ফিরাইয়া দিয়া অদূরে বিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল, সে চাহনির অর্থ বুঝিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রীতা আপনিই মধুরাওকে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিতে যাইতেছিল,—নয়ন উত্তোলন করিয়া দেখিল, এক সুন্দরকান্তি যুবা যোদ্ধার বেশে প্রশংসাব্যঞ্জক অপলকচক্ষে তাহার প্রতি চাহিয়া আছে। প্রীতার নেত্রপল্লব নামিয়া পড়িল। অনুরোধ আর করা হইল না। প্রধান নায়কের শেষ অভিবাদন সে আর দেখিতে পাইল না। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বিজয়নগরের সেনাদল চলিয়া গেল। শূন্য শিবিকা স্কন্ধে করিয়া বাহকগণ পশ্চাতে চলিতে লাগিল। যুবক সৈনিকও তাহার মুগ্ধ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া অনুচরবর্গের সহিত সে স্থান ত্যাগ করিল। (ক্রমশঃ)

ভাবী নরপতির ভারতাগমন।

রণ-অভিনয় করি উদ্‌যাপন,
বৃটীশ-গৌরব করিয়া স্থাপন,
বিজয়-পতাকা বাঁধিয়া মাথায়
কে আসিছে অই ভারত-বেলায় !

ভাবী নরপতি আজ ভারতের
আসিছেন হেথা দেখিতে মোদের,
রাজ-রাজোয়ারা আমীর-ওম্‌রা,
আগ্রহ সবাই পেয়ে নব সাড়া।—

এস তুমি আজ্ ভাবী নরপতি,
দেখ চেয়ে এই ভারতের প্রতি ;
দেখ আজ্ তারা দেখ এক প্রাণে
গায় তব স্তব, গায় এক তানে !

আজো সেই দৃশ্য আজো মনে পড়ে—
তব পিতামহ উৎসাহ-অন্তরে,
তোমারি নামেতে তোমারি ভাবেতে
আসিলেন এই পবিত্র দেশেতে !
পিতাও তোমার সে-দিন হৃক্ষণে
এসেছেন হেথা মহিষীর সনে !

আসিয়াছ তুমি ভালই হয়েছে,
দেখিবার তব কতই রয়েছে !—
দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য যেখানে সেখানে !
অন্ন বস্ত্র, পেট অন্ন নাহি জানে !
ষ্ট্রাইক্, বয়কট্, সহ- যোগিতা বর্জ্জন,
ব্যাপিতেছে সারা ভারত জীবন !
"ঝিলান্-ওয়ালা" "মপলা"-বিদ্রোহে
দেখ কি অশান্তি আমাদের গৃহে !—
অনর্থক কতই অশুভ ঘটনা
ভারত-জননী বিষণ্ণ-বদনা !
দেখ চেয়ে আজ্, ভাবী নরপতি,
দেখ দেখ চেয়ে ভারত-দুর্গতি !

এ সব দেখেও তুমি দেখো তবু ফিরি
উত্তরেতে লম্বমান "হিমালয়" গিরি,
পুরবেতে "পূর্ব্বঘাট" পশ্চিমে "পশ্চিম-ঘাট"
মধ্যে 'বিন্ধ্য', 'আরাবল্লী', গিরি 'নীলগিরি' !
এ-ভূমে বেজেছে সেই গোপালের বাঁশরী
এ-ভূমে নারদ ধ্যান বীণা-যন্ত্র ধরি
গেয়েছেন হরিনাম সাধনায় সিদ্ধকাম,
এই ভূমে হরিনামে গোরার সন্ন্যাস,
শাক্যের নির্ব্বাণ হেথা—বাসনা-বিনাশ !

এই স্থানে হরিনামে জগাই, মাধাই
তরেছেন দিয়ে শুধু নামের দোহাই,
এই স্থানে তপস্যায় বল্মীকে বাল্মীকি হয়,
মহাদস্যু মহামুনি হয়েছেন হেথা,
শুনে যাও সেই সব পৌরাণিক কথা !

এই স্থানে যুধিষ্ঠির, রাজর্ষি জনক,
আদর্শ নৃপতি রাম প্রজার রঞ্জক,
এই স্থানে সীতা, সতী খনা, গার্গী লীলাবতী,
মৈত্রেয়ী, আত্রেয়ী, মীরা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী,
সবার জনম-ভূমি—দেখ এলে যদি।

আসিয়াছ তুমি, ব'লো গিয়ে ফিরে
জনক "জর্জ্জরে", "মেরী" মহিষীরে,
বলিও তাঁহারে, পিতামহী যিনি
"আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া" সবার জননী,
বলো গিয়া সবে ভারত-বারতা
উপন্যাস নহে—অতি সত্যকথা !
ব'লো তুমি ব'লো, কোটী কোটী প্রজা
জানে না কিছুই—জানে মাত্র রাজা !

দেখেছ সেদিন দেখেছ সকলি
পঞ্জাবী, পাহাড়ী, নেপালী, বাঙ্গালী,
সবে সব ভুলি, ধন, মান, প্রাণ,
দাঁড়ায় সমরে ভারত-সন্তান।
ভারত-জননী ভারত হইতে
ভারত-ললনা অন্তঃপুর হ'তে
সন্তানে, স্বামীরে ভীষণ সমরে
দিয়াছেন যেতে নির্ভীক অন্তরে !
রাজার কল্যাণে প্রজার কল্যাণ
রাজার সম্মানে প্রজার সম্মান,
রাজার রাজ্যেতে স্বরাজ প্রজার
দেখছ এ-সব তুমি হে কুমার !
রাজ-ভক্ত প্রজা রাজার কল্যাণে
ক্ষুব্ধ নহে তারা রাজাজ্ঞা পালনে।
ভারত-নিবাসী পুরুষ-রমণী

রাজ-ভক্ত জাতি রাজারেই জানি উপন্যাস নহে ভারতের কথা,
প্রাণ দিতে চায় রাজার আজ্ঞায় ইতিহাসে রবে ভারত-বারতা!
প্রাণ দিতে চায় সমরে যেজায়, কি বলিব আর নৃপতি-নন্দন,
প্রাণ দিতে চায় রাজার কল্যাণে! ভুলো না তোমার ভারতে কখন।
ব'লো তুমি গিয়া বলিও বুটনে!—

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

সমালোচনা।

'The Heavens unveiled'—ইহা ফলিত জ্যোতিষের একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ত্রিবিধ :—(১) জ্যোতির্বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীদিগকে সহজ ও অতিসরল ভাষায় শিক্ষা দেওয়া, (২) সন্দিগ্ধ-চেতাদিগকে এই শাস্ত্রের অভ্রান্তত্ব উপলব্ধি করান এবং তৃতীয়তঃ যাঁহারা নিজ-জীবনের বৃত্তান্ত অন্যকে না জানাইয়া যাহাতে কেবলমাত্র নিজেরাই জানিতে পারেন, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা। এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থটীকে ৫টী অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন্। প্রথম অধ্যায়ে ২৭টী নক্ষত্রের তালিকা এবং কোনও ব্যক্তির নাম হইতে তাহার জন্ম-নক্ষত্র-নির্দ্ধারণ-প্রণালী, ও দ্বাদশ মাসের ফল-গণনা অতি সরল ইংরাজি ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জন্ম-নক্ষত্র হইতে রাশি স্থির করিবার নিয়ম, তৃতীয় অধ্যায়ে নক্ষত্রের স্থিতিকাল-নিরূপণ এবং বিভিন্ন রাশির ব্যক্তিগত ফলও বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইংরাজি ১৯২০ সাল হইতে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত ১০ বৎসরের প্রত্যেক চান্দ্র মাসের প্রথম দিনে যে যে নক্ষত্র হইবে, তাহার একটী তালিকা দেওয়া হইয়াছে। কাহারও কোনও মাসের ফল জানিতে হইলে, এই পত্রিকা হইতে সেই মাসের নক্ষত্র নির্ণয় করিয়া ও পূর্ব্বাধ্যায়ের সাহায্যে জন্ম-নক্ষত্র স্থির করিয়া উভয়ের দূরত্ব গণনা করিতে হয়। তৎপর সেই সংখ্যাকে ৭ দিয়া গুণ ও গুণ-ফলকে ৯দিয়া ভাগ করিয়া ভাগ-শেষের সংখ্যা-অনুসারে ফল-বিচার করিতে হয়। ৫ম অধ্যায়ে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-দ্বারা আয়ুঃকাল নিরূপণ, কর্ম্মারম্ভকাল প্রভৃতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ৪র্থ ও ৫ম ব্যতীত প্রত্যেক অধ্যায়েই শিক্ষার্থীর জন্য উদাহরণ ও বহু অনুশীলনী প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে শিক্ষার্থীর যে প্রভূত উপকার হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

নাম হইতে নক্ষত্র-নিরূপণ-প্রণালী (শিবের প্রণালী) কেবল মাত্র যাঁহারা জন্ম-নক্ষত্রাদি বা জন্ম-সময় অবগত নহেন, তাহাদের পক্ষেই প্রযোজ্য। চান্দ্র-মাসের গণনা চন্দ্রের মধ্যম-গতি অনুসারে নির্দ্ধারিত হওয়ায় এতদ্দেশীয় জ্যোতির্বিদ্‌গণের মতে ইহার ফল সর্ব্বত্র সত্য না হওয়ার সম্ভাবনা। এ-দেশের জ্যোতির্বিদ্‌গণ রাশিচক্র-অনুসারেই ফল স্থির করেন। পরিশেষে বক্তব্য এরূপ, অল্প-পরিসর গ্রন্থে এই জটিল বিষয় অতিসরল ও সকলের বোধগম্য ইংরাজি ভাষায় বিরচিত করিয়া গ্রন্থকার সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন্। কিন্তু মাত্র ৮৪ পৃষ্ঠা-ব্যাপী পুস্তিকার ২৲ (দুই টাকা) মূল্য অবশ্যই অধিক বলিতে হইবে। পুস্তকের প্রাপ্তি-স্থান—Proprietor, Premier Astrological Bureau, Chodavaram, Vizagapatam, (South India).

সীলেট চূণ।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না ;
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকালস্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

কিলবরণ এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।

৪ নং ফেয়ারলি প্লেস্, কলিকাতা।

পাঁচ শত পৃষ্ঠা। সম্পূর্ণ সচিত্র

জীবন সংগ্রাম

চতুর্থ সংস্করণ! চতুর্থ সংস্করণ! চতুর্থ সংস্করণ!

উপন্যাস-জগতের মরকতমণি, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের পবিত্রতার পুণ্য কাহিনী, পল্লীগ্রামের স্বচ্ছ অনাবিল ঘরের কথার সুন্দর ফটোগ্রাফ রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "জীবন-সংগ্রাম" খানি আজ কয়েক মাস একবারে নিঃশেষিত হওয়ায় চতুর্থ সংস্করণ ছাপা হইতেছিল। আজ অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি, "জীবন-সংগ্রাম" পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তক-পাঠে গৃহিণী আদর্শ গৃহিণী হইবেন, বধূ গৃহলক্ষ্মী হইবেন, পুত্র পৌত্র ভ্রাতার চরিত্র গঠিত হইবে ও সংসারে সরল পথে থাকিয়া বিঘ্নকে পরাস্ত করিয়া জীবন-সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারিবেন। মূল্য ১৸০ এক টাকা বার আনা। মাশুল ৵০ আনা।

Amritabazar Patrika বলেন— • • • The characters are deliniated in such a manner as to make them not only attractive, but highly instructive, to the reader. • • •

Bengali বলেন—It purports to give a picture of the social life of the Bengalee Hindus and we have no hesitation in saying that he has spared no pain to avail himself of every possible • • • making the book up to the mark,

হিতবাদী বলেন—বালক, যুবা এবং তাহাদের অভিভাবক-বর্গকে আমরা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। শরৎকুমারীর চরিত্র অপূর্ব্ব। • • •

"বঙ্গবাসী"—গ্রন্থ-প্রণয়নের উদ্দেশ্য সাধু। পড়িতে পড়িতে অনেকস্থলে চক্ষে জল আইসে। • • • ভাতৃপ্রেম পড়িবার জিনিস।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন :—ঘটনাবলী মনোরম, চিত্তাকর্ষক পরন্তু শিক্ষাপ্রদ বটে। নায়িকা তুলসীবালার চরিত্র সংসারের আদর্শনীয়।

মোহাম্মদী কি লিখিয়াছেন দেখুন :—'জীবন-সংগ্রাম' জীবন-সংগ্রামেরই পথ-প্রদর্শক। • • • জহিরুদ্দিনের সরলতা ভাবিবার বিষয়।

বসুমতী :—ইহাতে এক শত বৎসরের বাঙ্গালীর সংসার, সমাজ, শিক্ষা, দীক্ষা, সাহস ও বলবীর্য্যের পরিচয় আছে। • • •

"পুরুলিয়া দর্পণ" :—জীবনসংগ্রাম বাঙ্গালা ভাষার উপাদেয় পুস্তক। হিন্দুত্বের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া মনে হয়, রামপদবাবু প্রকৃত হিন্দু ও শাস্ত্রদর্শী মহাপুরুষ।

সমস্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান—ব্রাহ্মমন্ত্র আশ্রম।

বৈদ্যনাথধাম—ঝাড়খণ্ড। (ই, আই, আর)

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক্ রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলে গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন্। এক শিশি মূল্য ১৲ এক টাকা, ভিঃপিঃতে ১৷৵৹; তিন শিশির মূল্য ২৷৷৹, ভিঃপিঃতে ২৸৵৹। এক গ্রোস ১০৮৲।

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লীকষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদ-জনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

সেবনীয় সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই সালসা সেবনমাত্রই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১৷৹ সেড় টাকা, ভি পিতে লইলে মোট ২৷৵৹ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ,

২২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অভাবনীয় ব্যাপার ! রমণীরঞ্জন চুড়ী। অলঙ্কারের যুগান্তর।

মায়াপুরী মেটেলে প্রস্তুত।

মায়াপুরী মেটেলে প্রস্তুত।

যাহা হইবার নয়—যাহা কেহ কল্পনায় এ পর্য্যন্ত আনিতে পারেন নাই– সেই অসম্ভব সম্ভব হইতে চলিল। রমণীরঞ্জন চুড়ি এতাবৎ কেবলমাত্র গিনি-স্বর্ণেরই প্রস্তুত হইত— কেমিক্যাল বা অন্য কোনও ধাতুতে ইহা এ পর্য্যন্ত কেহই প্রস্তুত করিতে পারেন নাই; আমরা বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে ইহা প্রস্তুত করিয়াছি : কেমিক্যালের কিংবা অন্য ধাতুর সমস্ত চুড়িই সাধারণে ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে একবার রমণীরঞ্জন চুড়ি এক সেট ক্রয় করিতে অনুরোধ করিতেছি। এক সেট পাঁচ টাকায় ক্রয় করিলে আপনার পাঁচ শত টাকার গিনির চুড়ির অভাব মোচন করিবে।

মূল্যাদি এক সেট ৮ গাছা ৫৲ পাঁচ টাকা।

"মায়াপুরী মেটেলের" লক্ষ লক্ষ প্রশংসাপত্রের মধ্যে একান্ত স্থানাভাবে কেবল কয়েকখানিমাত্র প্রকাশিত হইল।

সংবাদ পত্রের মতামত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"মায়াপুরি মেটেল" আবিষ্কৃত হইবার পর সমস্ত সংবাদপত্রে ইহার সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল। স্থানাভাবে কয়েক খানি মাত্র উদ্ধৃত হইল।

"হিতবাদী" সংবাদপত্র। দেখিতে ঠিক সোনার চুড়ির মত বহুদিন ব্যবহারেও রং নষ্ট হইবে না। কারণ ইহা গিলটি নহে, ধাতু-বিশেষের দ্বারা নির্ম্মিত।

"বঙ্গবাসী" সংবাদপত্র। মায়াপুরি মেটেলের অলঙ্কারের রং চিরদিন স্বর্ণের ন্যায় থাকিবে। কখন পালিস নষ্ট হইবে না। ইঁহাদের কারবারে প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা নাই।

"বসুমতী" সংবাদপত্র। আর কেহই এই পূজার সময়ে বিলাতী চুড়ী কিনিবেন না। ইঁহাদের গহনার রং চিরস্থায়ী বলিলেও হয়। ইঁহাদের সোনার জিনিষগুলিও সুন্দর হইতেছে।

দৈনিক পত্র "সন্ধ্যা"—পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহাদের গহনার রং বহুকাল-স্থায়ী। ইহাদের কাছে ঠকিবার ভয় নাই; ইহাদের দোকানে মহাপূজার মহাব্যাপার।

"হাওড়া হিতৈষী" সংবাদপত্র লিখিয়াছেন—ইহা অবশ্য গহনা নহে। আসল গিনির গহনা ইহাদের গহনার কাছে হার মানিয়াছে। গহনার রং বহুকালস্থায়ী। জিনিষগুলি সুন্দর ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে।

"নায়ক" দৈনিকপত্র। চুড়ি বড় সুন্দর হইতেছে। বিলাতী চুড়ী ও কেমিকেল গহনার পরিবর্ত্তে সকলেরই ইহাদের গহনা ব্যবহার করা উচিত।

এইচ, ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং, ১৯ নং মরাপহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম

ভারতের সেরা।

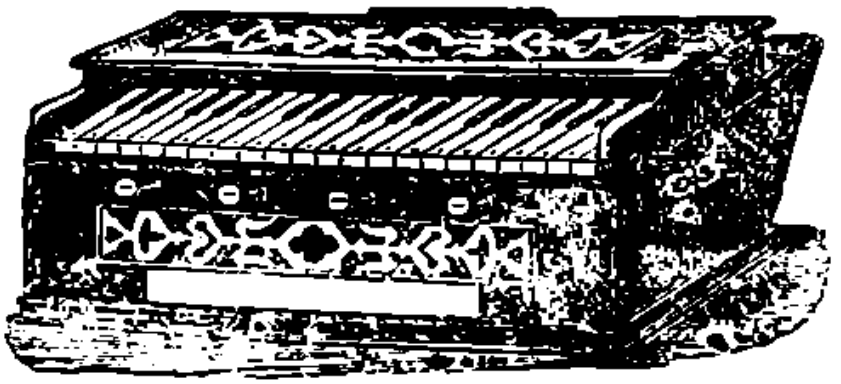

॰ যাঁহারা শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম ব্যবহার করেন, তাঁহাদের কোনরূপ ভুগিতে হয় না। সুর নামিয়া যাওয়া, ঝিঁ ঝিঁ করা, চাওয়া বাহির হওয়া প্রভৃতি যাবান শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মকে ধরে না বলিলেই চয়। এই সকল গুণের জন্যই শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মের এত আদর ও কাটতি।

3 Oct. Single Reed, 4 stops		Rs. 20 & 25
,, Double	5	35-40&45
Other Varieties—	from	50 to 300

হারমোনিয়ম-শিক্ষা Rs. 1 & 2

আলিবাবার গানের স্বরলিপি—1-8

সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র, গ্রামোফোন, রেকর্ড, পিন প্রভৃতি আমরা বিক্রয় করি।

শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৪নং ডালহউসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE

Sarat Ghose & Co.

CALCUTTA

গোল্ডেন ব্রেন পিলে

ভারতবাসীর নিজস্ব।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ব্রেন পিলের জন্যকথা বিনামূল্যে।

"গোল্ডেন ব্রেন পিল"

ম্যানফ্যাকচারিং কোং।

কুণ্ডু, বেওয়ার, এম, পি।

বীণাপাণি শাঁখা সম্বন্ধে
মহামহিমান্বিতা ময়ূরভঞ্জের মহারাণীর অভিমত,—

H. H. The Dowager Maharanee of Mayurbhanj : Household Dept.
"RajaBagh" Kidderpore, Calcutta. 30th April, 1921.

"Her Highness has been greatly pleased with the neat and nice workmanship of the several pairs of "Binapani Bracelet" (বীণাপাণি শাঁখা) of different sizes you supplied her with. She wishes every success to your new enterprise." (sd) D. Roy, Secretary.

বীণাপাণি শাঁখা

উৎকৃষ্ট হস্তিদন্তের উপর গিনি সোণার মোড়া—

প্রমাণ—১৫৲ টাকা

ছোট—১১৲ হইতে ৯৸০

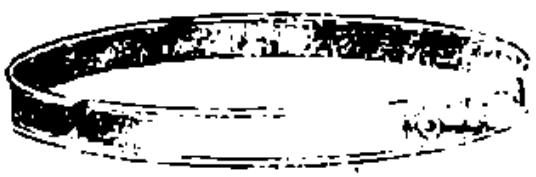

গৃহলক্ষ্মী শাঁখা.

বিশুদ্ধ তামার উপর গিনি সোণার মোড়া—

প্রমাণ—১২৲ টাকা

ছোট—১০৲ হইতে ৮৸০

প্রত্যেক শাঁখার সহিত সোণার ওজন দর মূল্যাদি সহ গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়। শাঁখার ভিতরের মাপ আঁকিয়া অর্ডার করিলে ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। অপছন্দে বদল ফেরৎ দেওয়া চলিবে।

ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কস্,

৩৫নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—খুলনা টাউন।

January. Reg. No. C 134

২য় বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা

ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

পৌষ, ১৩২৮—জানুয়ারী, ১৯২২।

সূচী

১। ভিখারী জগৎ (কবিতা)—শ্রীমতী চারুবালা দত্তগুপ্তা ২৭৭
২। চিত্রকলা-সম্বন্ধে কয়েকটী কথা—শ্রীযুক্ত বিনায়ক সান্যাল, এম্-এ ২৭৭
৩। সোণার হার (ঐতিহাসিক উপন্যাস)—শ্রীযুক্ত..... ২৮৪
৪। গঙ্গার সিচার (গানের স্বরলিপি)—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা ২২
৫। স্বর্গীয় পুণ্যাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জন্মপত্রিকা—৺অতুলকুমার মজুমদার, এম্-এ, জ্যোতিস্সাগর ২৯৬
৬। সন্ধ্যা (কবিতা)—শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী ৩০০
৭। আমাদের খোকা—শ্রীযুক্ত··· ৩০০
৮। দারিদ্র্য (কবিতা)—শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন ৩০১
৯। ইতিহাসে রমণী—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায় ৩০২
১০। পুস্তক সমালোচনা ৩০৮

৫৩ নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, করুণা প্রেসে শ্রীঅমূল্যচরণ সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩১ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৵০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য
প্রতিখণ্ড নমুনার মূল্য ।৵ (চারিআনা) মাত্র।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

বাজারের জিনিসের মত নয়।

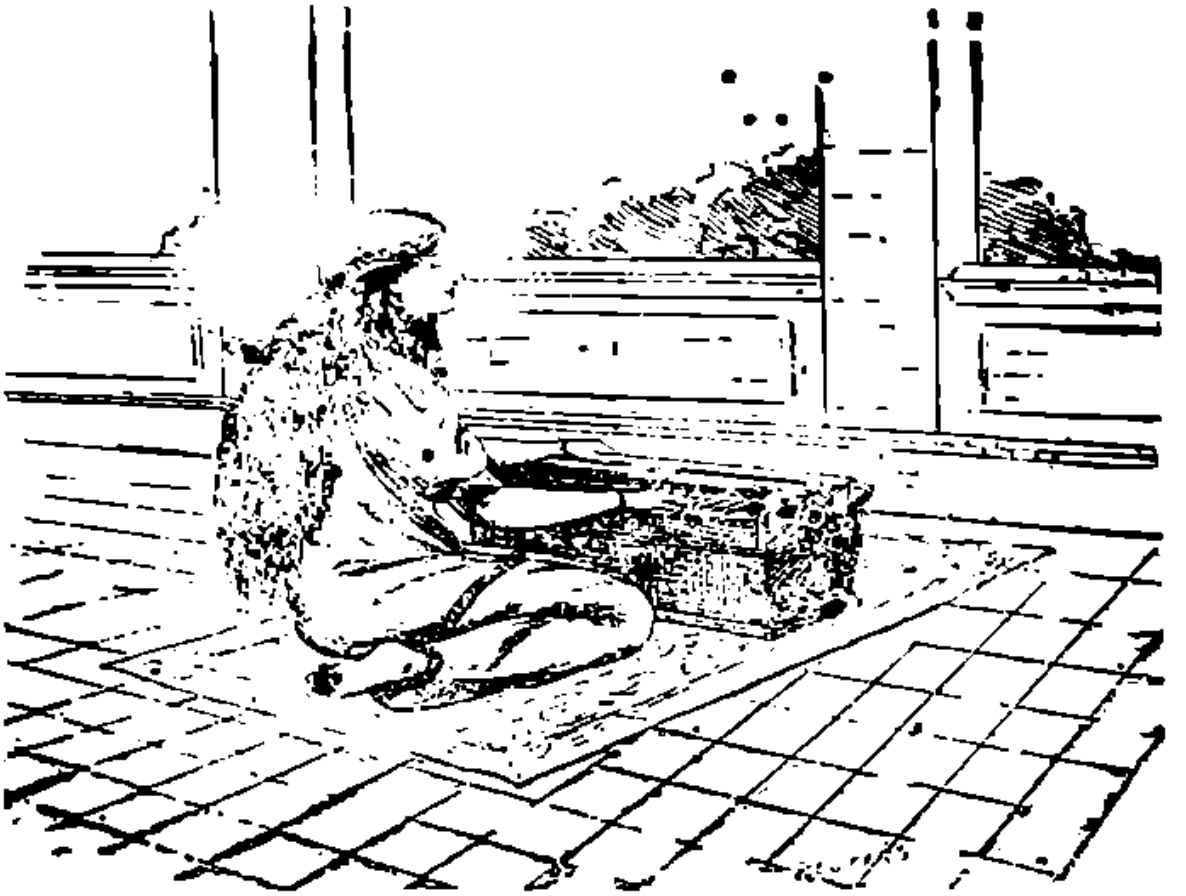

বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড মূল্য ২০৲ ও ২৪৲ টাকা।

২ সেট রিড মূল্য ৩০৲, ৪০৲, ৪৫৲, ৫০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

কোল্ডিং অরগেন—মূল্য ৩৬৲, ৫৫৲, ৭০৲, ৭৫৲ ও ৯০৲ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৫৲, ১০৲, ১৫৲ ও ২৫৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এসরাজ—মূল্য ১২৲, ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন,

নং ৮।১ লালবাউসি ষ্ট্রোয়ার, লালদীঘী, কলিকাতা

অপদার্থ অনুকরণ

নিবারণকল্পে আমাদের ২০ বৎসরের
পরীক্ষিত ও সর্ব্বজনসমাদৃত
অকৃত্রিম শৃগালমার্কা

অশ্বগন্ধা ওয়াইনের পরিবর্ত্তিত নাম

অশ্বারিণ

পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক ও স্বস্থ্য-সঞ্চারক। ইহা বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, কৃশ এবং ভগ্ন-স্বাস্থ্য ব্যক্তির পরম কল্যাণকর। ইহা প্রসবান্তের দৌর্ব্বল্যে এবং স্ত্রীরোগেরও মহোপকারী ঔষধ। ২৫৬ মাত্রা বোতল ৩৷৷০ টাকা, ৬৪ মাত্রা বোতল ১৲ টাকা।

ম্যালোর

(রেজিষ্টার্ড)

জ্বরঘ্ন ও ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক।

পালা, কম্প, দ্বিকালীন, ঘুষঘুষে জ্বর, নূতন ও পুরাতন সর্ব্ববিধ জ্বর, প্লীহা ও যকৃতাদি রোগের এমন ঔষধ আর নাই। ইহা ক্ষেতপাপ্‌ড়া, গুলঞ্চ, নিম্, চিরেতা প্রভৃতির উগ্র বীর্য্য হইতে প্রস্তুত। ২৫ মাত্রা ৷৷৵০ ৫০ মাত্রা ১৵০, ১০০ মাত্রা ২৲ টাকা।

ডাইজেষ্টীন (রেজিষ্টার্ড)

অজীর্ণ, অম্ল, অগ্নিমান্দ্য উদরাময়, গ্রহণী, সূতিকা প্রভৃতি রোগের অমোঘ মহৌষধ। উপাদান—যমানী তৈল, পেপেইন ইত্যাদি। ২৫ ট্যাব্‌লেট ৷৷৵০ আনা, ৫০ ট্যাব্‌লেট ১৲০ আনা; ১০০ ট্যাব্‌লেট ২৲ টাকা।

"য়্যাজমল"

(ট্রেডমার্ক)

সেবনমাত্র হাঁপানি টানের দারুণ যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয় এবং ক্রমশঃ উপসর্গাদি প্রশমিত হইয়া শরীর সুস্থ হইতে থাকে। প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ম্যালোর এবং ডাইজেষ্টিন বিনা প্যাকিং ও ডাকমাশুলে আর পাঠান হয় না, সকল ঔষধেরই ডাকমাশুলাদি গ্রাহকগণকে দিতে হয়।

ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্,

১নং হোগলকুড়িয়া, সিমলা, কলিকাতা।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲ : নির্ম্মাল্য—(গল্পগ্রন্থ) দ্বিতীয় সংস্করণ—রেশমী বাঁধাই—১।০ : কেতকী—(গল্পগ্রন্থ)—সিল্ক বাঁধাই—১৲ : স্পর্শমণি—[উপন্যাস] দ্বিতীয় সংস্করণ—২৲।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

BHARAT DHARMA MAHAMANDAL

THE ALL-INDIA HINDU-SOCIO-RELIGIOUS ASSOCIATION.

General President H H the Maharaja of Darbhanga, *G. C. I. E.*

Fees for General Members Rs. 2 a year.

Members have the privileges of (*a*) the Mahamandal Benevolent Fund ; (*b*) the Mahamandal Magazine (in English),—a High Class Monthly *free* ; (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications at three-fourth price.

PROSPECTUS & SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE

The General Secretary: Sri Bharat Dharma Mahamandal, Benares Cantt.

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

মদীয় অধ্যাপক স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—"অম্লশূলান্তক-সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C. I. E. মহোদয় বলেন,

"শ্রীযুক্তবাবু মধুরানাথ মজুমদারকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। বৈদ্যকে ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের ছাত্র। ইহার চিকিৎসায় বেশ যশ আছে।" ইনি বাঙ্গালার ঔষধিগাছ-সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশ আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের ৺ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহোদয় বলেন,

"পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি মহাশয় আমার সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। আমার শিশু ও পরিবারবর্গের জন্য তিনি যে সকল ঔষধ-ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই সুফল পাইয়াছি। তিনি জীবনে উন্নতি লাভ করিলে, আমি যথার্থ সুখী হইব।"

কবিরাজ শ্রীমধুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি,
৬৮ নং বোসপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

মণ্ডল ফুলুট।

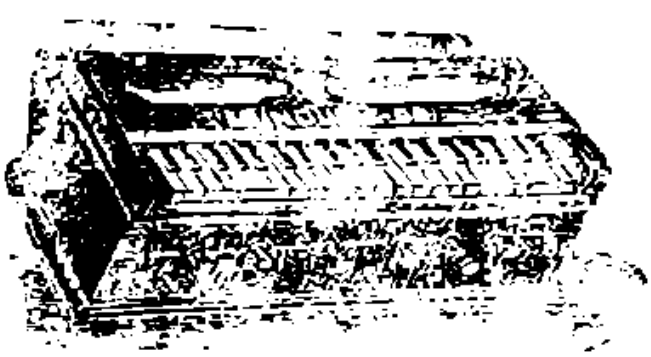

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, বাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতির দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফুলুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারাণ্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অক্টেভ ৩ ষ্টপ ৩৫৲, ঐ সুক্ষ্ম কাজ করা ৪০৲ টাকা। ঐ দুই সেট রীড্ ৪ ষ্টপ ৮০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং— ৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নূতনসংবাদ! নূতন সংবাদ!

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া সরস্বতী রচিত

ঐতিহাসিক ঘটনাবলম্বনে অঙ্কিত বৃহৎ পঞ্চাঙ্ক নাটক

মোহের প্রায়শ্চিত্ত সদ্যঃ প্রকাশিত হইল! মূল্য ১।০ মাত্র

জীবন্ত উন্মাদনার জ্বলন্ত বিদ্যুদ্-বাহিনী সম্মোহন-মন্ত্রময়ী অভিনব সৃষ্টি। ভাষার পরিচয় দিবার নয়। পাঠক পাঠিকা সত্বর হউন! 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিক প্রকাশিত মনীষিজন-প্রশংসিত, ভাবুক-হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস

ইমানদার (যন্ত্রস্থ) শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

লেখিকার অন্যান্য বই:—সেখ আব্দু ১॥০, নমিতা—২৲, আড়াই চাল—॥০, মিষ্টি সয়বৎ ১॥০।

প্রাপ্তিস্থান:— গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের জীবনদশা

অর্থাৎ

আমাদের অধঃপতনের মূল-কারণ, ইন্দ্রিয়-সংযম না করিবার পরিণাম, বসবাসের অবস্থা, অসঙ্গত ভোজন-পদ্ধতি, মনঃ-সংযমের উপকারিতা এবং আমাদের এই দুরবস্থা কবে অপনীত হইবে ইত্যাদির বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত পুস্তক বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে বিতরণ করা হয়।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক- নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস্ লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা-রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্মমিটার, ষ্টিথস্কোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী-কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে;—মূল্য ৸৵০;—হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 701. January, 1922.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৯ বর্ষ। ৭০১ সংখ্যা।	পৌষ, ১৩২৮। জানুয়ারী, ১৯২২।	১২শ কল্প। ২য় ভাগ।

ভিখারী জগৎ।

অনন্ত বিশ্বের মাঝে
অনন্ত ভিখারী সবে,
অনন্ত প্রাণের মাঝে
যাচিছে অনন্ত রবে!
দ্বারেতে দ্বারেতে কেহ
কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাগে,
নীরবে হৃদয়-মাঝে
কারে পুঁজে অনুরাগে!

কাহারো নয়ন তৃষা
ভাষায় প্রকাশি গায়,
অব্যক্ত কাহারো তৃষা
অশ্রু-সনে ঝরে যায়!
কাহারো গোপন কথা
গোপনে শুকায়ে যায়,—
জীবন-আহুতি সনে
শ্মশানের বহ্নি প্রায়!

শ্রীচারুবালা দত্ত গুপ্তা।

চিত্রকলা-সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

আমরা আজকাল 'Reality Reality' (বাস্তব বাস্তব) করিয়া খুব চিৎকার করি। থিয়েটারে গিয়া বলি, "লোকটা কি Natural অভিনয় কচ্ছে!" একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া বলি—"বইখানা Realistic." স্বীকার করি Realism এবং Naturalness এর প্রয়োজন আছে। তবে এ-কথাও ঠিক্ যে আর্ট বলিতে বাস্তব ছাড়াও অনেকখানি বুঝায়। বস্তুতঃ, আর্ট Idealism বা আদর্শবাদের নামান্তর—আর্ট ভাবপ্রধান। দিগ্বিজয়ী জর্ম্মান কবি ও দার্শনিক গ্যেটে (Goethe) বলেন—"In fact Art is called Art, because it is not Nature:"—অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতিচ্ছায়া নহে বলিয়াই আর্টকে আর্ট

বলা হয়। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বলেন, "যে কোন জীবিত মনুষ্যের সহিত আর্টের মানুষের তুলনা করিলে দেখা যাইবে, জীবিত মনুষ্যটী অপেক্ষাকৃত হীনশ্রী; কারণ, আর্ট প্রকৃতি অপেক্ষা সম্পূর্ণতর।" প্রকৃত-পক্ষে, চিত্র ঠিক্ স্বাভাবিক হইতেই পারে না। শিল্পীকে কিছু সংযোগ-বিয়োগ করিতে হয়। পক্ষান্তরে আর্ট অস্বাভাবিকও হইতে পারে না। মানুষ আঁকিতে গিয়া কোন শিল্পী তিন-খানা হাত অথবা চারিখানা পা আঁকিতে পারে না। শিব গড়িতে বানর-গড়া শ্রেষ্ঠ শিল্পের পরিচয় নহে। কিন্তু কেহ যদি বলেন, প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাপ এবং বর্ণ স্বাভাবিক হওয়া চাই, তাহা হইলে ব্যাপারটা অনেকটা কংস-রাজার "বদ ফরমাইস্" এর মত হইয়া পড়ে এবং ললিতকলার পক্ষে কতকটা অবান্তর হয়। কেহই বলিতে পারে না, মানুষের কোন্ অঙ্গের স্বাভাবিক মাপ কি। কোন দু'জনের মাপ অনুরূপ নয়। 'ভিনাস অফ্ মাইলো' প্রাচীন গ্রীক্-ভাস্কর্য্যের সুন্দরতম উদাহরণ বলিয়া গৃহীত হয়। ঐ বিখ্যাত মূর্ত্তিটীর সহিত অনেক প্রসিদ্ধ সুন্দরীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাপের তুলনা করা হয়;—তাহাতে দেখা যায় যে, মূর্ত্তির সঙ্গে কাহারও সমুদয় মাপ মিলে নাই। বাস্তবিক প্রয়োজন-অনুসারে শিল্পী আকৃতি, বর্ণ প্রভৃতির কিছু ইতরবিশেষ করিলে কিছুমাত্র দোষ হয় না। কাব্যে আমরা ডমরু-মধ্য, পদ্মপলাশ-লোচন, আকর্ণচক্ষু, কুন্দদন্ত প্রভৃতিতে আপত্তি করি না; কিন্তু চিত্রে ঠিক্ বাস্তবটী না দেখিতে পাইলে ক্ষুব্ধ হই। ইহাকে Bias বা জেদ্ ব্যতীত আর অন্য নামে অভিহিত করা চলে না। সেক্স্‌পিয়ার গাহিয়াছেন,—"নিকষিত হেমকে রঞ্জিত এবং লিলিকে চিত্রিত করিবার প্রয়াস ধৃষ্টতা।" কথাটা সত্য; কিন্তু প্রকৃতির তাবৎ বস্তুই কিছু কষিতস্বর্ণ বা লিলি নহে। সুতরাং, প্রকৃতির মধ্যে নির্ব্বাচন করিবার এবং রং ফলাইবার বস্তুরও নিতান্ত অভাব নাই। ভিক্টর কাসিন্ বলেন, "বাস্তব-বর্জ্জিত আদর্শে প্রাণের অভাব লক্ষিত হয়, অপর পক্ষে আদর্শ-বর্জ্জিত ভাবে নিছক সৌন্দর্য্যের অভাব দৃষ্ট হয়;—সৌন্দর্য্য অসম্পূর্ণ প্রকৃতির অন্ধ অনুকরণমাত্র নহে।" অনেকে আপত্তি করেন, নিসর্গচিত্র বাস্তব (true to Nature) নহে। কিন্তু বাস্তব বলিতে কি বুঝায়? মনোনয়নে পূর্ব্বদৃষ্ট কোন নৈসর্গিক দৃশ্য অবলোকন করুন, দেখিবেন, পর্ব্বত-গুলি উচ্চতর, গুহাসকল দুর্নিরীক্ষ্য, হ্রদ-গাহ! মোটের উপর বাস্তবের সহিত তাহার অন্তর বিস্তর। সুতরাং ধারণা (Impression) অনুযায়ী হইলেই তাহাকে 'বাস্তব' (True and Exact) বলিব, অন্যথা নহে। রাণা প্রতাপসিংহকে আমি চাক্ষুষ দেখি নাই—তাঁহার বীরত্বের, ত্যাগের, স্বদেশপ্রাণতার সহস্র কাহিনী পাঠ করিয়া মনে মনে তাঁহার একটী রূপ খাড়া করিয়াছি। এই রূপটী তাঁহার বাস্তব-রূপ নহে, তাঁহার আদর্শ-রূপ। অনেক সময়ে দেখা যায়, কোন লেখকের পুস্তক পাঠ করিয়া অথবা কোন শিল্পীর শিল্পের আলোচনা করিয়া আমরা তাঁহার সম্বন্ধে যে একটী ধারণা পোষণ করি—তাঁহার আকৃতি-সম্বন্ধে যে কল্পনাটী করিয়া রাখি, তাহার সহিত বাস্তব-মনুষ্যের প্রভেদ অনেক।

কল্পনার আদর্শের সহিত বাস্তব-লোকটীর মিল হয় না বলিয়া আমরা মনঃক্ষুণ্ণ হই। কারণ আর কিছুই নয়, কেবল আমাদের আদর্শের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ। অপর পক্ষে, যে ব্যক্তি প্রতাপের ভূমিকা অভিনয় করিতে গিয়া নিজের ভূমিকা অভিনয় করিয়া বসে, সে জিনিসটাকে একেবারে মাটী করিয়া ফেলে। এইরূপ অবস্থায় পড়িলে, আমার মনের ভাব কিরূপ হইত এবং প্রতাপের কিরূপ হওয়া সম্ভব ছিল, এ দু'য়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সুতরাং, যে অভিনেতা আদর্শের স্বরূপটী যতটা পরিমাণে দেখাইতে সমর্থ হইবে, সে তত স্বাভাবিক অভিনয় করিল, বলিতে হইবে। সাহিত্যের কথা তুলিয়া এখানে সময় নষ্ট করিতে চাই না। 'ফোটো-গ্র্যাফি'ও প্রতিকৃতি-চিত্রের এইখানেই বৈষম্য। আলোকচিত্র শুধু মানুষের বাহ্য অবয়বটী আঁকিয়া দেয়, কিন্তু মানবহস্তলিখিত চিত্র বাহ্য অবয়বের সহিত মানুষের অন্তরের চিত্র অঙ্কিত করে। মনস্বী কার্লাইল বলিয়াছেন—"অনেক সময়ে কোন লোকের একখানি প্রতিকৃতি তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত বহুসংখ্যক জীবনেতিহাসের চেয়েও শিক্ষাপ্রদ অথবা প্রতিকৃতি একটী জলন্ত দীপশিখার মত, যাহার সাহায্যে মানবের জীবনেতিহাস অন্ধকারের মধ্যেও পরিষ্কাররূপে পাঠ করা যাইতে পারে।" নেপোলিয়ন একজন দিগ্বিজয়ী বীর ও অলৌকিক প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। আলোকচিত্রের কৃপায় আমরা তাঁহার অস্বাকৃত মূর্ত্তি দেখিবার সুযোগ বহুবার লাভ করিয়াছি; কিন্তু সে মূর্ত্তি আমাদের মনঃপূত হয় নাই? ঐ কি সেই নেপোলিয়ন, খর্ব্বকায় একটী সাধারণ মানুষ? আর ঐ তাঁহার অশ্ব নিতান্ত বিশেষত্ব বর্জ্জিত—একান্ত সাধারণ? নেপোলিয়নের আকৃতি-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রকৃত নেপোলিয়ন হইতে স্বতন্ত্র। তাঁহার অলোক-সামান্যত্ব দেখাইবার ক্ষমতা আলোক-চিত্রের নাই; নেপোলিয়নের বিশেষত্ব ফুটাইতে সমর্থ চিত্র-কলা—ফোটো এখানে অকিঞ্চিৎকর। Real বা স্বাভাবিক (ইহার সাধারণ অর্থে) হইলেই যদি সব জিনিস শ্রেষ্ঠ হইত, তাহা হইলে আজ এঞ্জিলো, র‍্যাফেল, ডাভিঞ্চি, টার্ণার টিশিয়ন, রুবেন্স, ভ্যানডাইক্, সার জোশুয়া, অবনীন্দ্র, নন্দলাল, অসিতকুমার, সমরেন্দ্রের মূল্য এত অধিক হইত না,—তাহা হইলে আজ আর্টের উপর আলোকচিত্রের বিজয়কেতন পত্-পত্-শব্দে উড্ডীয়মান দেখিতে পাইতাম।

নিম্নশ্রেণীর চিত্রকরগণের একটী মহান্ দোষ—তাহারা একজন প্রতিভাবান্ চিত্র-করের অঙ্গ অনুকরণ করে, তাঁহার চিত্রসমূহই অধ্যয়ন করে কিন্তু ঐ প্রতিভাশালী চিত্রকর কিসের অনুশীলন করিয়াছিলেন, সে খোঁজ লয় না। তাহাদের বাসনাটা না পড়িয়া পণ্ডিত হইবার ইচ্ছার মত—দ্বিতীয়ভাগ সমাপ্ত করিয়াই গ্রন্থকার হইবার প্রয়াসের মত, হাস্যজনক। যিনি যথার্থই উচ্চাঙ্গের শিল্পী হইবার বাসনা পোষণ করেন, তাঁহাকে প্রকৃতির প্রাচুর্য্যের মধ্যে নিমগ্ন থাকিতে হইবে—ঘটনাবায়ু-হিল্লোলে সতত কম্পিত মানব-হৃদয়ের নব নব ভাবতরঙ্গের অনাহত ধারার সঙ্গে আত্মার একান্ত পরিচয় স্থাপন করিতে হইবে,—মনে করিতে হইবে, এই নিখিল বিশ্বে কুৎসিত কিছুই নাই—সকলই

সুন্দরতমের সুন্দরতার অভ্রান্ত বিকাশ!—এক কথায় "অরূপরতন আশা করিয়া রূপসাগরে" ঝাঁপ দিতে যিনি পারিবেন, তাঁহারই শিল্প-সাধনা ধন্য ও জয়যুক্ত হইবে—তিনিই মানবের মনোমন্দিরে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান থাকিবেন।

"জগতে আমরা যে-সকল বস্তু দেখিতে পাই, তাহার কোনটাই হুবহু নকল করা সম্ভব নয়; যদি সম্ভবও হইত, তবে সেই অনুকরণকে শিল্পীর নৈপুণ্যের আদর্শ বলা চলিত না। বস্তুর আকার ও বর্ণ অনুকরণ করা কতকটা সহজ; কিন্তু কেবল আকার ও বর্ণের একটা অসম্পূর্ণ প্রতিরূপকে ত শিল্পলিপি বলা চলে না। • • • প্রত্যেক রূপ একটা ভাবের সহিত মিশ্রিত থাকেই। সেই ভাবের আভাস বা প্রত্যক্ষ প্রকাশ শিল্পের প্রধান অঙ্গ। ফুলটী আঁকা তখনই সার্থক, যখন শিল্পী তাঁহার চিত্রিত ফুলের মধ্যে স্বাভাবিক ফুলের ভাবমাধুর্য্যের ইঙ্গিত করিতে পারেন।"

কোন একটী দৃশ্য দেখিয়া বা কল্পনা করিয়া শিল্পী যে ভাবটি অনুভব করেন, তাহার আভাস দেওয়াই শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। আভাস বলিলাম এইজন্য যে, একই চিত্র বিভিন্নরুচি লোকের নিকট বিভিন্নরূপে ধরা পড়ে। "ভাবব্যঞ্জক শ্রেষ্ঠ চিত্রের একনামে সঙ্কেতনির্দ্দেশ করা কঠিন। নাম লিখিয়া না দিলেও যাহা সহস্র দর্শকের কাছে একই বিষয় বলিয়া ধরা পড়ে তাহা পট, আলেখ্য বা চিত্র নয়।" বস্তুতঃ শিল্প ভাবের চিত্র,গাছপালা-লতাপাতা-পাহাড়-পর্ব্বত-জীব-জন্তুরূপ ভাষার সাহায্যে তাহা আত্মপ্রকাশ করে মাত্র। চিত্রশিল্পী ফ্রেডরিক ওয়াট্‌স্ এর ভাষায় বলিতে গেলে চিত্রকর "paints ideas, not objects"—ভাব চিত্রিত করেন, কোন বস্তু চিত্রিত করেন না। এই বিষয়ে পূর্ব্বেই যথেষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে।

ভাবপ্রধান চিত্রসমূহের মধ্যে ফ্রেডরিক ওয়াট্‌স্ এর অঙ্কিত "আশা"-নামক রমণীয় আলেখ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অসীমশূন্যের মধ্যে একটী নারী দুলিতেছে, তাহার চক্ষুর্দ্বয় বস্ত্রখণ্ডদ্বারা বদ্ধ!—ইহাই উক্ত চিত্রের পরিকল্পনা। কি সুন্দর, কি হৃদয়গ্রাহী! আশা অন্ধ, সে চক্ষু মেলিয়া চাহে না, অসীম শূন্যের মাঝে তাহার বসতি। বাস্তবিক মানুষ কি না আশা করে? সম্ভব কি অসম্ভব, তাহাও চাহিয়া দেখে না,—মাদুরে শয়ন করিয়াও লাখ্‌টাকার স্বপ্ন দেখে। আশার মত শূন্যগর্ভ আর কি আছে? চেষ্টরটন্ বলেন—"এই ছবিখানির সম্মুখে দাঁড়াইলে মানবজীবনের নিগূঢ়তম সত্যটীর সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়।" চিত্রকর গিদোরেণের পরিকল্পিত "বিয়াত্রিসে সেল্সি" বিশেষজ্ঞ সমালোচকগণের মতে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বিষাদ-ভাবব্যঞ্জক চিত্র। জগদ্‌বিখ্যাত র‍্যাফেল-অঙ্কিত "মাতৃমূর্ত্তির" সবিশেষ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক।

ভাবপ্রধান চিত্রাবলির মধ্যেও অনুকরণের অংশ একেবারে নাই, এমন নহে। ভাতিঞ্চির "মোনালিসা"ও অনুকরণ; কিন্তু ইহা সাধারণ অনুকরণ নহে—বাস্তবের ভিত্তির উপর ভাবের অমর নিকেতন—প্রকৃতির সহিত শিল্পীর সৌন্দর্য্যানুভূতির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। অনুকরণ নিম্নশ্রেণির চিত্রকরগণের

সাধ্যায়ত্ত নহে। প্রকৃতপক্ষে অনুকরণমাত্রই দোষাবহ নহে এবং অনুকরণের কোনও মূল্য নাই, এ-কথাও ঠিক্ নহে। "উড়িতে যতদিন শক্তি না পাইয়াছি, ততদিন নীড় ও তাহার গণ্ডীর আবশ্যকতা আছেই। গণ্ডীর ভিতরে বসিয়াই গণ্ডী পার হইবার শক্তি আমাদের লাভ করিতে হয়। তারপর একদিন বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়াতেই চেষ্টার সার্থকতা সম্পূর্ণ হইয়া উঠে। বাঁধ, চলিতে শিখিবার পূর্ব্বে আমাদের বিপথ হইতে ফিরাইবার জন্য, দাঁড়াইতে শিখিতে দিবার জন্য, চিরদিন ঘরের কোণে আমাদের অশক্ত অবস্থায় আমাদের বাঁধিয়া রাখিবার জন্য নহে। শাস্ত্রের জন্য শিল্প নহে, শিল্পের জন্য শাস্ত্র। ধর্ম্মশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া যেমন কেহ ধার্ম্মিক হয় না, তেমনি শিল্পশাস্ত্র মুখস্থ করিয়া কেহ শিল্পী হয় না।"* মানবের নূতনের প্রতি অনুরাগ চিরপ্রসিদ্ধ, মুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা অনির্ব্বচনীয়। সীমার পিঞ্জরের মধ্যে মানবাত্মা দুইদিনেই হাঁফাইয়া উঠে, শিকল ছিন্ন করিয়া "নব রে নব নিতুই নব"র সন্ধানে সে বাহির হইয়া পড়িবেই। ভাবের যে একটা মানসিক মহিমা আছে, তাহা চিত্রশিল্পকে উন্নীত করে এবং অন্ধ অনুকারী (mere mechanic) ও শিল্পীর মধ্যে যে একটী প্রভেদরেখা টানিয়া দেয়, সে বিষয়ে সুধীগণ একমত।

অনুকরণ শিল্পসৃষ্টির সহায়ক, চরম উদ্দেশ্য নহে।† "শিল্পসৃষ্টি করিতে হইলে অনুকরণের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাবনও করিতে হইবে। আর্টিষ্টের পক্ষে কেবল মনোজ্ঞ দৃশ্যের মনোনয়নই যথেষ্ট নয়, তাহা ছাড়া গভীরতর এবং মধুরতর এমন কিছুর যোজনা আবশ্যক, যাহার দ্বারা আমাদিগের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিনিচয় সহজেই স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে। একজন ধনী গিয়োঁ-অঙ্কিত রমণী-মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া জানিতে চাহিয়াছিলেন তাহাদের আদর্শ কোথায়। গিয়োঁ তাঁহার সম্মুখে একজন কুৎসিৎ ব্যক্তিকে রাখিয়া একটী সুন্দর ম্যাগ্‌ডালেন্-মূর্ত্তি অঙ্কিত করেন। 'মডেল' যাহাই হউক্, কিছুই যায় আসে না; কারণ, ভাব শিল্পীর হৃদয়ে।

এই স্থানে চিত্রশিল্পের প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। কাব্যের যে প্রয়োজন, চিত্রের প্রয়োজনও কতকটা সেইরূপ—সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির দ্বারা জনসাধারণের আনন্দবর্দ্ধন। শ্রেষ্ঠ আর্ট-মাত্রেই মানবজীবনের বিভিন্ন অবস্থার প্রতিচ্ছবি—মানবমনের উদার ভাবরাশির মণিমঞ্জুষা। কাব্যের ন্যায় চিত্রেও লোকশিক্ষার অংশ কিছু নাই এমন নহে। উভয়ের আবশ্যকতা অনেক পরিমাণে এক হইলেও পার্থক্য কিছু নাই, এ-কথা বলা যায় না। কাজিন বলেন, "ললিতকলা-সন্দোহের মধ্যে কাব্যের আসনই সকলের উচ্চে; কারণ, কাব্য অনন্তের যতটা আভাস দিতে সমর্থ, এমন কোন কলা নহে; এবং সকল আর্টই বহুল পরিমাণে কাব্যের নিকট ঋণী।" লেসিং বলেন, "একটী কবিতা এক গ্যালারি চিত্রের ন্যায় মূল্যবান্।" সকলেই একথা স্বীকার করিবেন যে, ভাস্কর্য্য এবং চিত্রশিল্প কোন অপ্রত্যক্ষ বস্তুকে রূপদান করিয়া তাহার সম্বন্ধে আমাদের অন্তঃকরণে

* অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

† "Imitation is the means, not the end of Art." Avebury.

যেরূপ পরিস্ফুট ধারণার সঞ্চার করিতে সমর্থ, কাব্য সেরূপ নহে। কিন্তু সেই বস্তুটীকে একবার দেখার পর কবি তাহার বিষয়ে এমন অনেক সূক্ষ্মকথা আমাদের জানাইয়া দেন, যাহা চিত্রশিল্পীর পক্ষে অসম্ভব। "শিল্পের রাজ্য পরিমাণ,—কাব্যের রাজ্য সময়"—"Space is the domain of Art, time of Poetry."

চিত্রকর একান্ত ভাবপ্রবণ, শিল্পী কতকটা Practical. কবির পক্ষে একটী (Suggestion) ব্যঞ্জনাই হইল যথেষ্ট, তাঁহার মতে সেটা খোলসা করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলিলেই সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া গেল। তাঁহাকে যদি বলা যায়,—ঐ সাদা দাগটী একখানি জাহাজ, আর ঐ কাল দাগটী ঝড়, তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন এবং ভাবপ্রবণ কল্পনার সাহায্যে একটী অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিবেন। চিত্রকর কিন্তু ইহাতে তৃপ্ত নহেন, (detail) বাহুল্যের প্রতি তাঁহার খুব নজর; তিনি তুলির পর তুলি টানিয়া প্রত্যেকটী প্রকাশ না করিয়া ছাড়িবার পাত্র নহেন। বলা বাহুল্য, কবি-প্রকৃতিক শিল্পী এবং শিল্পি-প্রকৃতিক কবিরও অভাব নাই। ভারতীয় চিত্রকরগণ যেন অনেকটা কবিরই মত। উদাহরণ-স্বরূপ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত "শেষ বোঝা"-নামক সুন্দর চিত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। একটী উট নতজানু হইয়া পড়িয়া আছে,—তাহার পৃষ্ঠে প্রকাণ্ড একটা বোঝা;—সমস্ত আকাশ রক্তিমাভ। এই তিনটী মাত্র বস্তুর সাহায্যে শিল্পী অত্যুদার এক ভাবের আভাস দিয়াছেন। জীবগণ যুগ যুগ ধরিয়া ভগবানের চরণে তাহাদের পাপ-পুণ্যের বোঝা নামাইবার জন্য সম্মুখ হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—বোঝা খসিলেই মুক্তি, নির্ব্বাণ। ভগবৎপ্রেমে তাহার হৃদয়-মন ভরপুর রহিয়াছে এবং তাহার হৃদয়ের রঞ্জিন নেশা গগনে পবনে সঞ্চারিত হইয়া বিশ্বব্যাপী এক হোলির সৃষ্টি করিয়াছে। এই সামান্য কথায় উচ্চভাব-প্রকাশ বস্তুতঃই কবিজন-সুলভ।

কাব্যে বা কবিতায় একমাত্র মনই কাজ করিয়া চলে; চক্ষুরিন্দ্রিয় পাঠে সহায়তা করে বটে, কিন্তু সে বাস্তবিক কিছু দেখে না। একটী কবিতা পাঠ করিয়া তাহার সমগ্র ভাবটীকে মূর্ত্তিদান করিয়া মনোনয়নে প্রত্যক্ষ করা বিশেষ দুরূহ; তবে চিৎকার করিয়া পাঠ করিলে খুব সহায়তা হয় বটে। কবিতায় মিল (Rhyme) থাকে বলিয়া পাঠ শেষ হইয়া গেলেও তাহার ধ্বনি বা ঝঙ্কার কাণে লাগিয়া থাকে এবং সেই রেশের সাহায্যে আমরা পরিপূর্ণ ভাবটীকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারি। চিত্রে বাহিরের সমস্ত রূপটী নয়নের মধ্য দিয়া হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়; কাজেকাজেই সেরূপটীকে আমরা হারাই না এবং আয়ত্তীভূত সমস্ত সৌন্দর্য্যটীকে নিঃশেষে পান করিয়া লই। প্রকাশের কিছু বাহুল্য থাকায় কাব্যের চেয়ে চিত্র লোকরঞ্জন। একটী কবিতা বুঝিতে হইলে যতটা মানসিক শিক্ষার (Cultureএর) প্রয়োজন হয়, চিত্র বুঝিতে ততটা হয় না। সেই জন্য চিত্রবিদ্যার পর্য্যালোচনায় অপেক্ষাকৃত সহজেই মানবের সৌন্দর্য্যবোধ উদ্বুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। আমার মনে হয়, এই একই কারণে, চিত্রের সাহায্যে লোকশিক্ষার

কার্য্য দ্রুততর সম্পাদিত হইতে পারে। "সত্যকথা বলিলে সদ্‌গতি হয়, অতএব সত্য-কথা বলা উচিত"—এই নীতিবাক্যে যতটা কাজ হইবে, এই ভাবাবলম্বনে অঙ্কিত এক-খানি চিত্রে তদপেক্ষা অনেক বেশী কাজ হওয়া সম্ভব, এবং এইখানেই চিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব।

আর্টের সঙ্গে নীতির সম্বন্ধ যথেষ্ট আছে। অনেকের মতে আর্টের উদ্দেশ্য আনন্দ-বিতরণ করা—শিক্ষা দান করা নহে। আমার মতে এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে।—সেই আর্টই শ্রেষ্ঠ, যাহাতে আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে আমরা শিক্ষা লাভ করি। তবে এই শিক্ষার অংশটী আনন্দের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকা উচিত। সংসারে লোকে নিয়তই আমাদের শিক্ষা দিতেছে; "এটা করিও না, এরূপ বলা উচিত নয়, সত্য কথা বলিবে" প্রভৃতি সর্ব্বজনীন উদার নীতিবাক্য অহরহঃ আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। তাহার উপর চারুকলার ভিতরেও যদি নীতিকথা পরিষ্কারভাবে লিখিত থাকে, তবে আর কেহ চারুকলার অনুশীলন করিবে না। মানুষের স্বভাব এই যে, সে কাটাছাঁটা উপদেশের চেয়ে আনন্দের সঙ্গে উপদেশ লাভ করিতে সমধিক ব্যগ্র। সুতরাং আর্টের সীমা হইতে শিক্ষাকে একেবারে বিসর্জ্জন দেওয়া চলে না। যেমন আর্টের মধ্যে মুখ্যভাবে নীতিশিক্ষা দেওয়া উচিত নয়, সেইরূপ কি মুখ্য, কি গৌণ, কোন ভাবেই দুর্নীতি প্রচার করা বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের শিল্পকলায় অনেক দুর্নীতি-প্রকাশক ব্যাপার আছে, বিশেষতঃ চিত্রকলার মধ্যে। পুরীতে ৺শ্রীশ্রী-জগন্নাথদেবের পুণ্যমন্দিরের পৃষ্ঠ অদ্যাপি নানাবিধ কুরুচিপূর্ণ চিত্রসমূহে পূর্ণ। গ্রীক শিল্পেও আমরা কুরুচির বহু পরিচয় পাই। এই সকল ব্যাপারকে বুদ্ধির সাহায্যে সমর্থন করার পক্ষপাতী আমি নহি। তবে ইহার কারণ অবশ্য একটা কিছু আছেই। বাস্তবিক "শিল্পী তাহার সময়ের সন্তান" কথাটী খুব সত্য। সময় ও আবেষ্টনের প্রভাব আর্টিষ্টের উপর অসাধারণ। কাজে-কাজেই দেশের যখন সাধারণ রুচিবিকার উপস্থিত হয়, তাহার হাত হইতে শিল্পীও অব্যাহতি পান না। দেশের লোক যখন অযথা আদর্শের পক্ষপাতী, তখন আমি উচ্চ আদর্শ অবলম্বন করিলেই বা অব্যাহতি পাইব কিরূপে? ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে স্বীকৃত যে, দেশাত্মবোধ ও নৈতিক জাগরণের দিনেই উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয়;—যেমন ইংলণ্ডে রাণী এলিজাবেথের যুগ। দেশের নৈতিক দুর্দ্দশার দিনে শিল্পসম্পর্কীয় স্থায়ী কিছুই নির্ম্মিত হয় নাই।—উদাহরণ-স্বরূপ কবি ড্রাইডেনের যুগের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুবিখ্যাত লেখক অস্কার ওয়াইল্ড্ তাঁহার "ইন্‌টেন্‌শন্‌স্"-নামক গ্রন্থের একস্থলে বলিয়াছেন, "আর্টমাত্রেই নীতিশূন্য—All art is immoral." আমার মতে আর্ট নীতিশূন্য (immoral) ত নহেই, এমন কি (non-moral) নীতিবিচার-বহির্ভূতও নহে। মানুষ সামাজিক জীব, সমাজ-সুশৃঙ্খলার সহিত বাস করিতে গেলে নীতির সম্মান রক্ষা করিয়া চলা অপরিহার্য্য। সুতরাং, কোন (artistic production) শিল্পলিপির মধ্যে দুর্নীতির পরিচয় পাইলেই তাহার বিচার আমাকে নিশ্চয়ই করিতে হইবে। কেন না, সেটা শীঘ্রই দেশমধ্যে প্রচারিত হইবার সম্ভাবনা এবং অশিক্ষিত ও দুর্ব্বলচিত্ত মনুষ্য সহজেই

মন্দের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে। অতএব চিত্রে, সাহিত্যে বা ভাস্কর্য্যের মধ্যে কুরুচি থাকা কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। প্রত্যুত সেই সকল ভাবেরই প্রকাশ থাকা উচিত, যাহার দ্বারা মন উন্নত হয়, হৃদয় পবিত্র হয়, ভগবানের অজস্র কৃপার পরিচয়ে মস্তক তাঁহার শ্রীচরণে স্বতঃই নত হইয়া পড়ে।

শ্রীবিনায়ক সান্যাল।

সোণার হার।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মধুরাও বিজয়নগরে পৌঁছাইয়া অবিলম্বে রাজ-সন্নিধানে উপনীত হইলেন। বাহক ও অনুচরবর্গ সিরুগুপ্পায় থাকিল। প্রধান নায়কের মুখে দেবরায় সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, "বিজয়নগরের উপযুক্ত মহিষী! তাঁহাকে না লইয়া আসিলেন কেন? কুলবর্গের সুলতানের ভয়ে?" ক্ষুব্ধ সৈনিক উত্তর করিলেন, "মহারাজাধিরাজের আদেশ প্রতিপালন করিতে পারি নাই,—পদচ্যুত করুন্। এ-বয়সে ও-অপবাদ দিবেন না।" দেবরায় বলিলেন, "সৈন্য প্রস্তুত করুন্, আজই মুদ্‌কল-অভিমুখে যাত্রা করিব।—সে দর্পিণীকে বন্ধ করিয়া আনিয়া বিজয়নগর-রাজপ্রাসাদের অধিশ্বরী করিব।" মধুরাও কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ! বহ্নিকে বন্দী করিলে অঙ্গুলী দগ্ধ হয়।" দেবরায় বলিলেন, "শমীবৃক্ষের ন্যায় সে অগ্নি হৃদয়ে ধারণ করিব।" মধুরাও বলিলেন, "মুদ্‌কল কুলবর্গ-সুলতানের অধীন; ইহাতে যুদ্ধ বাধিয়া যাইবে।" দেবরায় উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "ভ্রাতার রাজত্বকালে কোন যুদ্ধের পূর্ব্বে ত' এ পরামর্শ দেন নাই? বাস্তবিকই কি আপনার বাহুবল ক্ষীণ হইয়াছে?" একটি রুক্ষ উত্তর মধুরাওয়ের জিহ্বাগ্রে আসিল—দৃঢ় ওষ্ঠাধরের মধ্যে সে উত্তর রুদ্ধ হইল। তিনি ধীরভাবে বলিলেন, "প্রধান নায়ক বহুদিনের ভৃত্য, তাহার একটি অনুরোধ রাখিবেন? যুদ্‌কলে আমি যাইব না। যেখান হইতে একবার ক্রীতদাসের ন্যায় নত-মস্তকে ফিরিয়া আসিয়াছি, সেখানে আর বীরদম্ভ সাজে না।" তিনি চলিয়া গেলেন। দেবরায় গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল-পরে প্রধান নায়ক আবার কক্ষে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে নৃপতির নিকটে আসিলেন। দেবরায়ের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিতে যাইতেছিলেন, হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া অভিবাদন করিলেন; বলিলেন, "কল্য মহানবমী উৎসব আরম্ভ হইবে। মহারাজাধিরাজের সম্মুখে দেশ-দেশান্তর হইতে মল্ল, বীর, হস্তী ক্রীড়া-কৌশল দেখাইতে আসিবে! সামন্তগণ আসিয়াছেন, মঞ্চ সজ্জিত হইতেছে। মহারাজাধিরাজ না থাকিলে সকল উৎসব আয়োজন ব্যর্থ। এই বৎসরের প্রারম্ভে লোকাচার্য্য-দেব বলিয়াছিলেন, "এ-বৎসর যুদ্ধবিগ্রহ বিজয়-নগরের পক্ষে শুভ নয়।" দেবরায় বলিলেন, "ব্রাহ্মণ লোকাচার্য্য সে-রমণীর সম্বন্ধে গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, সে রাজপুত্রবধূ হইবে।

যদি একটী ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবার ফলে আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়, তবে বীরের ভীত হওয়া উচিত হয় না।" মধুরাও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই প্রতিহারী পুরোহিত-লোকাচার্য্যের আগমন-সংবাদ দিল। ব্রাহ্মণ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। নৃপতির বিজয়কামনা ও দীর্ঘ-জীবনের আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি উপবেশন করিলেন। আগামী দিনের উৎসবের কথা উত্থাপন করিতেই দেবরায় সমস্ত বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া কহিলেন,'কাল আমি মৃগয়া-যাত্রা করিব, উৎসবের প্রথমে আমার উপস্থিতি সম্ভব হইবে না।" ব্রাহ্মণ স্তব্ধ হইয়া শ্রবণ করিতেছিলেন ; সহসা উঠিয়া বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ, অভিধান স্থগিত রাখুন্। সুলতানের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার অধীন প্রজার কন্যা অপহরণ করিলে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিবে,—সে যুদ্ধে বিজয়নগরের পরাজয় হইবে।" বিরক্তি গোপন করিয়া দেবরায় কহিলেন, "সুলতানের সহিত যুদ্ধ আর কি আমাদের ইতিহাসে নূতন ? যে-দিন বাহমনি-সুলতান মহম্মদ-শা অন্যায়-যুদ্ধে পিতামহ বুক্ককে পরাজিত করিয়া নিরীহ প্রজার রক্তে হস্ত কলুষিত করেন, সেইদিন হইতে এ বিবাদের সূত্রপাত! কৃষ্ণাতীরে পরাজয়, ভ্রাতুষ্পুত্রের নিষ্ঠুর হত্যা বক্ষে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া আছে। যদি যুদ্ধই বাধে, শত্রুর রক্তে সে কালিমা-রেখা মুছিয়া ফেলিব, সে প্রতিশোধ-জ্বালা নিবারণ করিব।" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিতেছি না। দেবদেব বিরূপাক্ষ যেন বিজয়নগরের রাজপতাকা চির-বিজয়ী করেন্। কিন্তু যুদ্ধ এ-বৎসর আরম্ভ করিলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।" দেবরায় দৃঢ়-স্বরে কহিলেন, "পরাজয়ের ভয়ে বিজয়নগরের মহারাজাধিরাজ রাজপরমেশ্বর বিবাহ-বাসনা ত্যাগ করিতে পারেন্ না। ব্রাহ্মণ! দেবমন্দিরে আপনিই কৃষক-দুহিতার কথা বলিয়াছিলেন। সে-কথার স্মরণ হইতেছে না কেন ? 'কৃষককন্যা রাজপুত্রবধূ হইবে'—এই যদি আপনার গণনা হয়, তবে সে গণনা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। ইহাতে আপনি বাধা দিতেছেন কেন, বুঝিতে পারি না।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "নৃপতির অধীর হওয়া শোভা পায় না ; আর নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজ্যের অমঙ্গল আহ্বান করা রাজোচিত নহে।" দেবরায় একটি রুঢ় প্রত্যুত্তর করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী বাক্য শুনিয়া থামিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন, "আপনি মহানবমীর এই কয়দিন অপেক্ষা করুন্, আমি মৃগয়াকালে গিয়া সেই কন্যার কর পুনরায় গণনা করিয়া আসি। কৃষক আমাকে চিনে, কালে যথেষ্ট ভক্তিও করিত। যদি তাহাদের বুঝাইয়া সম্মত করিতে পারি, তাহা হইলে লোকক্ষয়কর এ দারুণ সমর সংঘটিত হইবে না। দেবরায় কোনরূপে আত্ম-সংবৃত হইয়াছিলেন, এবার তাঁহার রুদ্ধ ক্রোধ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তিনি সরোষে বলিলেন, "বিজয়নগরের মহারাজাধিরাজ একজন কৃষকের নিকট তাহার দুহিতার জন্য বার বার অনুনয় করিয়া পাঠাইবেন! যদি পূর্ব্বের গণনার উপর নিজের বিশ্বাস না থাকে, তবে দেবমন্দিরে সে-কথার উত্থাপন করিয়াছিলেন্ কেন ? যদি গণনা মিথ্যা বলিয়াই মনে হইয়াছিল, তবে প্রধান নায়ককে প্রেরণ করা বিজয়নগরের অপমান!—" ব্রাহ্মণ

বলিয়া উঠিলেন, "গণনা মিথ্যা!—"দেবরায় কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন, "সাবধান, ব্রাহ্মণ! বজ্র লইয়া খেলা চলে না। সায়নাচার্য্যের বংশধর বুক্কের বংশধরের নিকট অনেক প্রত্যাশা করিতে পারে, কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ রাজার বিচার্য্য-বিষয়।—ইহা ব্রাহ্মণের গণনা-অনুমোদনের অপেক্ষা করে না।" এই বলিয়া তিনি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইলেন। মধুরাও ও লোকাচার্য্য শুনিলেন, দূরে উচ্চকণ্ঠে দেবরায় প্রতিহারীকে আদেশ দিতেছেন—"সামন্তগণকে সংবাদ দাও, এখনই মন্ত্রণা-সভা বসিবে।"

প্রধান নায়ক এতক্ষণ কোনও বাক্য উচ্চারণ করেন নাই। দেবরায় চলিয়া গেলেন দেখিয়া, তিনি ও পুরোহিত নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণ যাইতে যাইতে প্রধান নায়ককে কহিলেন, "মধুরাও! আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, কৃষ্ণার বর্ষাস্ফীত জলরাশির ন্যায় বিজয়নগর-বাহিনী বাহমণিরাজ্যের উপর পতিত হইবে। তাহার পর বর্ষার অবসানে যেমন নদীতট সঙ্কুচিত কৃষ্ণাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, মুসলমান-সৈন্যের হস্তে বিজয়নগরের সেইরূপ অবস্থা হইবে। কুক্ষণে বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়াছিলাম!" মধুরাও যেন কি ভাবিতেছিলেন; লোকাচার্য্যের কথা কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু হৃদয়গত হয় নাই। কিন্তু শেষের কথাটি হৃদয়ে পৌঁছাইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "ভগবন্! সে রমণীকে রাজেন্দ্রাণী করিবার জন্য ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। আমার দুর্ভাগ্য, আমি তাঁহাকে আনিতে পারিলাম না। যদি পারিতাম, বোধ হয়, বিজয়নগরের সৌভাগ্যলক্ষ্মী অচলা হইয়া থাকিতেন।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব, যদি এই বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে হয়। এখনই মুদ্‌কল যাত্রা করিব, নৃপতির পৌঁছানর পূর্ব্বেই পৌঁছাইতে হইবে। দেখি, সব দিক্ রক্ষা করিতে পারি কি-না। কিন্তু, মধুরাও! আমার রাজধানী-ত্যাগের কথা যেন গুপ্ত থাকে। তুমি যাও, সভায় তোমাকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। যদি যুদ্ধ বাধে, দেবরায়কে রক্ষা করিও। সে আমার অপমান করিয়াছে, কিন্তু প্রপিতামহ সায়নের ব্রহ্মতেজের উপর এ-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত; তিনি স্বহস্তগঠিত এই রাজ্যের শান্ত-শীতল ছায়ায় বসিয়া বেদের ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন! আমি ইহার অনিষ্ট কামনা করিতে পারি না। আমার নিকট-দেববায় এখনও বালক—স্নেহের পাত্র। আজ যদি মায়াপ্পা এখানে থাকিতেন্।—" ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। মধুরাওয়েরও মনে হইতে লাগিল যে, মায়াপ্পা এ-সময়ে এখানে উপস্থিত থাকিলে ভাল হইত।

সামন্তগণ অবিলম্বে রাজসমীপে উপনীত হইয়া সভাগৃহের বহির্ভাগে আপন আপন পাদুকা রাখিয়া সভায় প্রবেশ করিলেন এবং যুক্তকর ঊর্দ্ধে তুলিয়া সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিলেন। দেবরায় মুদ্‌কল-অভিযানের বাসনা গোপন করিয়া বলিলেন, "সামন্তগণ, সুলতানের সঙ্গে শীঘ্রই সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। মহানবমীর পরেই আমরা রায়চূর আক্রমণ করিব। আপনারা সমরসাজে সজ্জিত হউন্।" যাঁহারা বর্ষীয়ান্, তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "মহারাজাধিরাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া যুদ্ধ-বাধানর এখন সময় নহে।" একজন যুবক

সামন্ত আস্ফালন করিয়া বলিলেন,"গণ্ডীকোটা-দুর্গাধীশ্বরের, বোধ হয়, কৃষ্ণাতীরের কথার স্মরণ হইতেছে। মহারাজাধিরাজের নিকট প্রার্থনা এবার তাঁহার উপর রাজপুরী-রক্ষার ভার সমর্পিত হউক্।" শিব-সমুদ্র হইতে উত্থিত শ্বেত বাষ্পরাশি প্রভাতের অরুণ-কিরণ-স্পর্শে যেরূপ আরক্তিম হইয়া উঠে, সেইরূপ বৃদ্ধ-সামন্তের বদন—শুভ্র কেশমূল-পর্য্যন্ত—ক্রোধ-রঞ্জিত হইয়া উঠিল। তিনি কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন, "ত্র্যম্বকের পুত্র! যদি সে যুদ্ধে উপস্থিত থাকিতে, তবে ওরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে না। তোমার পিতৃব্যকে জিজ্ঞাসা করিও, তিনি কৃষ্ণাতীরে তোমার পিতার মৃত্যুকাহিনী বর্ণনা করিবেন।" যুবকের পিতৃব্য বাঙ্কাপুরের সামন্ত, নিকটেই বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "বীর! বিনায়ক বালক, তাহার দোষ গ্রহণ করিবেন না। মহারাজাধিরাজের আদেশ কিরূপে প্রতিপালিত হইবে, তাহার বিচার করুন্।" আদোনী-দুর্গাধিপ কহিলেন, "প্রধান নায়ককে দেখিতেছি না। তিনি কি এখানে নাই?" এমন সময় মধুরাও প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "প্রধান নায়ক কার্য্যব্যপদেশে বাহিরে গিয়াছিলেন্ তিনি আসন্ন যুদ্ধের সংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছেন্।" আদোনী-দুর্গাধিপ কহিলেন, "প্রধান নায়কের মত কি?" মধুরাও বলিলেন, "সামন্তবীরগণ মতামত প্রকাশ করিতে পারেন্ প্রধান নায়ক বেতনভুক্ ভৃত্য,—তিনি রাজাদেশ পালনের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত।" যুদ্ধের জন্য যাঁহারা প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সামান্য অপ্রতিভ হইলেন। দেবরায় সেনাপতির অভিমান বুঝিলেন,—সস্নেহে বলিলেন, "প্রধান নায়ক! যুদ্ধে বিজয়লাভ করিতে হইবে।" তদুত্তরে প্রধান-নায়ক বলিলেন, "মহারাজাধিরাজের জন্য প্রাণ দিতে পারি। বিজয়লাভ ভগবান্ বিরূপাক্ষদেব ও বিঠ্ঠলদেবের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে।" দেবরায় বলিলেন, "প্রধান নায়কের জীবন মূল্যবান্—তাহা নষ্ট হইলে চলিবে না।" মধুরাও নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন দেখিয়া দেবরায় সামন্তগণকে কহিলেন, "আপনারা আপনাদের অভিমত ব্যক্ত করুন্।" গণ্ডীকোটার সামন্ত বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ! যুবকেরা যখন রণতৃষ্ণায় অধীর হইয়াছে, বৃদ্ধগণ তখন নিরস্ত থাকিতে পারেন্ না। যুদ্ধই হউক্। প্রতিবৎসর মহানবমীর সময় গণ্ডীকোটা হইতে যে রাজস্ব আসে, এবার তাহার দ্বিগুণ আসিবে। মহারাজাধিরাজ দীর্ঘজীবী হউন্। সাম্রাজ্য অক্ষয় হউক্।" অপর সকলে সে চীৎকারের প্রতিধ্বনি তুলিয়া কহিলেন, "যুদ্ধই হউক্। আমরা কৃষ্ণাতীরের অপমানের প্রতিশোধ লইব—সাম্রাজ্যের জন্য প্রাণ দিব।" দেবরায়ের আদেশে রাজভৃত্য দুইটি চামর লইয়া আসিল। শ্বেতচমরীপুচ্ছ-শোভিত রত্ন-খচিত স্বর্ণদণ্ড-দুইটি সম্রাট্ স্বহস্তে গণ্ডীকোটাধিপকে অর্পণ করিলেন। বৃদ্ধ সামন্ত শির নত করিয়া সে মহা সম্মান গ্রহণ করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ! এ সম্মান ন্যায়তঃ ত্র্যম্বকের পুত্রের পাপ্য; কারণ, যুদ্ধে আমার প্রথমে অনিচ্ছা ছিল, যুবকের ধিক্কারে আমার চৈতন্য হয়। যদি মহারাজাধিরাজের অনুমতি হয়, আমি এ সম্মান উপযুক্ত পাত্রে দান করিতে পারি। দেবরায় মণিবন্ধ হইতে

বলয় উন্মোচিত করিয়া বলিলেন, "ও সম্মান আপনারই প্রাপ্য। বিনায়ক রাওকে আমি এই বলয় দান করিব।" বিনায়ক রাও বলয় লইয়া অবনতমস্তকে অভিবাদন করিলেন এবং তাহা ভূতলে রাখিয়া দিলেন। সভাভঙ্গ হইলে শিবিকারোহণ করিবার সময় গণ্ডী-কোটাধীশ্বরকে নিম্নকণ্ঠে আদোনীরাজ বলিলেন, "উৎসবের সময় সৈন্যসজ্জার সুবিধা হইবে, কেহ সন্দেহ করিতে পারিবে না।"

সভাভঙ্গ হইয়াছে, কিন্তু প্রধান-নায়ক তখনও দাঁড়াইয়া। দিনের আলো শেষ হইয়া আসিতেছিল। প্রস্তরে ক্ষোদিত মূর্ত্তিগুলিকে একটা আধ-আলো আধ-অন্ধকারের অস্পষ্ট আবরণ ঘেরিয়া ফেলিতেছিল। বিরাট দীর্ঘ স্তম্ভশ্রেণীর মধ্যদিয়া প্রস্তর-মন্দিরের চূড়াগুলি দেখা যাইতেছিল। অস্তগামী সূর্য্যের লোহিত কিরণ তাহাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। দেবরায়ের তরুণ বদন বাহিরের ক্ষীণ আলোক-প্রভায় মণ্ডিত। প্রধান-নায়কের মুখ অন্ধকারে আবৃত। ক্রমে হেম-দীপমালা জ্বলিয়া উঠিল। কিঙ্কর চলিয়া যাইলে দেবরায় বলিলেন, "এ-যুদ্ধে আপনার এত অনিচ্ছা কেন? গণনার উপরে আপনাকে ত' কখনও এতদূর বিশ্বাস স্থাপন করিতে দেখি নাই। ইহার প্রকৃত কারণ জানিতে পারি কি?" উদাসীনভাবে মধুরাও বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ আপনি—।" দেবরায় আসন হইতে দ্রুত উঠিয়া আসিয়া প্রধান নায়কের হাত ধরিলেন; বলিলেন, "আজ বার বার 'মহারাজাধিরাজ'-সম্বোধন কেন? প্রথমে আমি লক্ষ্য করি নাই, তার পর ভাবিতেছিলাম, আপনি লোকাচার্য্য ও সামন্ত-গণের সম্মুখে সভার প্রথা রক্ষা করিতেছেন। এখন আমি সেই দেবরায়, আমাকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করুন।" বীর হৃদয় এতক্ষণে বিগলিত হইল। মধুরাও রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "আমার উত্তর প্রীতিকর হইবে না।" বালক যেমন হাসিয়া উঠে, বিজয়নগরের নবীন নরপতি সেইরূপ হাসিলেন। তাঁহার মুখকান্তি স্বভাবতঃ সুন্দর নহে, কিন্তু সরল হাস্যে উদ্ভাসিত হইলে, তাহার মধ্যে একটি কমনীয় ভাব ফুটিয়া উঠিত। দেবরায় বুঝিয়াছিলেন যে, শরতের মেঘের মত প্রধান নায়কের অভিমান চলিয়া গিয়াছে, এখন তাঁহার হৃদয় নীলাকাশের ন্যায় স্বচ্ছ। তিনি কহিলেন, "সিংহাসনে আরোহণ করার পর আপনি কবে আমার প্রীতিকর কথা বলিয়াছেন?" মধুরাও বলিলেন, "উচিত কথা বলিতে কখনও সঙ্কুচিত হই নাই,—ওরূপ কথা তিক্তই হইয়া থাকে।" দেবরায়ের মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি বলিলেন, "আমাকে আজ সেই তিক্ত সত্যই বলুন!" মধুরাও কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন; পরে বলিলেন, "আমার অশ্বারোহী নাই, যুদ্ধাশ্বগুলি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া আছে। সাম্রাজ্যের বেতনভুক্ সমস্ত সৈনিক আজ পদাতিক। এই কয়মাস আমি তাহাদের তীর, ধনুক, বল্লম অভ্যাস করাইতেছি। যদি এক বৎসর তাহাদের এইরূপ শিক্ষা দিতে পারি, তাহা হইলে তাহারা অজেয় হইবে। কল্য যুদ্ধ বাধিলে তাহাদের দ্বারা কোন কার্য্য হইবে না।" বিস্ফারিত-নেত্রে দেবরায় মধুরাওয়ের কথা শ্রবণ করিতেছিলেন। দূর রাজপথ হইতে নাগরিকগণের কোলাহল সান্ধ্যপবনে ভাসিয়া আসিতেছিল। পরদিন উৎসব—এ কোলাহল তাহারই পূর্ব্বাভাস।

কিন্তু সে-শব্দ দেবরায়ের কর্ণে প্রবেশ করিল না। তিনি স্তম্ভিতভাবে বলিলেন, "আমার অশ্বারোহী সৈন্য নাই! বিজয়নগরের দক্ষিণ হস্ত আজ ভগ্ন! আপনি এ কথা ত' পূর্ব্বে আমায় বলেন্ নাই।" মধুরাও বলিলেন, "প্রয়োজন বোধ করি নাই।" দেবরায় বলিলেন, "আর কাহারও মুখে শুনিতেও পাই নাই।" মধুরাও বলিলেন, "আমার প্রকৃত কথা কেহই জানিত না। তীর ধনুক অভ্যাসের কথা অনেকেই জানিত, কিন্তু সে অভ্যাস যে এরূপভাবে হইতেছে, তাহা কেহ সন্দেহ করে নাই। আর সন্দেহ করিলেও আমার বিরুদ্ধে তোমার নিকট অভিযোগ আনিবার সাহস কাহার হইত?" দেবরায় কয়েকবার কক্ষে দ্রুত পাদচারণা করিয়া বিহ্বলভাবে কহিলেন, "আমার অশ্বারোহী সৈন্য নাই! বিজয়নগরের মান নগণ্য পদাতিকের হস্তে!" মধুরাওয়ের মস্তক চিন্তাভারে নামিয়া পড়িয়াছে,—সহসা সদোজাগরিতের ন্যায় বলিলেন, "যেটুকু শিক্ষা দিয়াছি, তাহাতেই বুঝিবে যে তাহারা নগণ্য নহে। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক সামন্তের অধীনে অশ্বারোহী সৈন্য আছে; তোমার দেহরক্ষী সৈন্যদল আমি ভাঙ্গি নাই। আমার অধীনস্থ পঞ্চাশ সহস্র সৈন্যই কেবল তীরন্দাজ ও বর্ষাধারী পদাতিক হইয়াছে। সমস্ত সৈন্য এক করিলে প্রায় দেড় লক্ষ হইবে—চেষ্টা করিলে শীঘ্রই তাহাদের আড়াই লক্ষে পরিণত করা যাইবে। যদি আমার পদাতিক সেনা আর ছয়মাস সময় পাইত, তাহা হইলে এ বাহিনীর বেগ দুর্দ্ধর্ষ হইত।"

মৃদু-পবন-স্পর্শে আন্দোলিত আম্র-কানন হইতে যেমন অস্ফুট শব্দ উত্থিত হয়, মধুরাওয়ের ওষ্ঠ হইতে কথাগুলি সেইরূপ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। সেগুলি আশা-নিরাশা-মিশ্রিত। প্রথমে তিনি দেবরায়কে সাহস দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু যখন সংগ্রামের গুরুত্ব ও আপন সৈন্যের অক্ষমতার কথা মনে উদিত হইল, তখন তাঁহার স্বর অতিনিম্ন হইয়া আসিল। দুই জনেই নৈশাকাশের দিকে চাহিলেন। আকাশ নির্ম্মল কিন্তু জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠে নাই; কারণ, চাঁদের উপর একখণ্ড ক্ষুদ্র কৃষ্ণ মেঘ আসিয়া পড়িয়াছিল। মেঘের অবগুণ্ঠন সরিয়া গেল—আবার ধরণী কৌমুদী-কিরণে স্নাত হইল। হস্তিশালা হইতে একটি মদ্দির হস্তী বৃংহণ-ধ্বনি করিয়া উঠিল। বাতাসে শব্দ মন্দীভূত হইয়াছিল, সেই জন্য যেন তাহা বিষাদময় বলিয়া বোধ হইতেছিল। দেবরায় হস্তিশালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। মধুরাও দেখিতেছিলেন, আবার একখণ্ড মেঘ দুরন্ত শিশুর ন্যায় চন্দ্রের উপর আসিল। দেবরায় বলিলেন, "আমার হস্তী সব আছে ত'?" প্রধান নায়ক বলিলেন, "আছে। কিন্তু তাহাদিগকে সেনার পুরোভাগে স্থাপন করা হইবে না।" দেবরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?" মধুরাও বলিলেন, "তাহারা ফিরিয়া আমাদের পদাতিক সেনা দলিত, মথিত করিয়া দিবে।" দেবরায় উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তাহারা ফিরিবে না। আমি মৈনাকের উপর আরোহণ করিয়া স্বয়ং তাহাদের লইয়া যাইব। আমি অগ্রে থাকিলে হস্তিসৈন্যের কেহ পশ্চাৎপদ হইবে না।" মৈনাক সম্রাটের প্রিয় হস্তী, মৈনাক-পর্ব্বতের-মত তাহার বিপুল দেহ। এই রণদুর্ম্মদ

হস্তীই কৃষ্ণাতীরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণ বাঁচাইয়াছিল—আহত ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রাণহীন দেহ লইয়া সুলতান ফিরোজের সহস্র অশ্বারোহীর ব্যূহ ভেদ করিয়া পার্ব্বত্য নদীর ন্যায় দুর্ব্বার বেগে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। মধুরাও বলিলেন, "তাহা হইলে কৃষ্ণাতীরের যুদ্ধের পুনরভিনয় হইবে মাত্র।" হতাশ হইয়া দেবরায় বলিলেন. তবে হস্তি-সৈন্যও যাইবে না?" মধুরাও বলিলেন, "যাইবে, তবে তাহাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা করিব।" দেবরায় ভাবিতেছেন, ব্যবস্থার কথা মধুরাওকে জিজ্ঞাসা করিবেন, এমন সময় মধুরাও স্বর অতিকোমল করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা! দেব! তুমি কি সত্যই সেই কৃষক-কন্যাকে ভালবাসিয়াছ? আমার নিকট তুমি কখনও কিছু গোপন কর না। বল, আমি তোমার পিতৃস্থানীয়। তুমি ভালবাস কি-না শুনিতে চাই।" দেবরায় কি বলিবেন প্রথমে ভাবিয়া পাইলেন না, তার পর উচ্ছ্বাস-সহকারে বলিলেন, "হাঁ! মাধো ভালবাসি।" এ দেবরায়ের কৈশোরের সেই সম্বোধন! তখন দেবরায়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। তিনি মধুরাওয়ের বন্ধু; সুতরাং মধুরাওকে 'মাধো' বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। বালক দেবরায়ও ভ্রাতার দেখা-দেখি মধুরাওকে 'মাধো' বলিলেন। সে-দিন মধুরাও হাসিয়া বন্ধুর প্রতি চাহিয়া বলিয়াছিলেন, "আজ হইতে আমি তোমাদের দুই-জনারই 'মাধো'।" যে জীবন অনেক পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছেন, আজ মধুরাওয়ের মনে পড়িল সেই জীবনের কথা। মানস-চক্ষে এক একটি দিনের পট ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।—দ্রোণাচার্য্যের মত শিষ্য-পরিবৃত হইয়া মধুরাও দুর্গে বসিয়া!—সম্মুখে পার্শ্বে রাজপুত্রের দল আপনার পুত্রগণের সহ ক্রীড়ায় রত। কখনও ক্রীড়া যুদ্ধে পরিণত হইতেছে, কখনও প্রবীণ সেনাপতিকে বালক হইয়া বালকের ক্রীড়ায় যোগদান করিতে হইতেছে। তখন মধুরাও একাধারে শিক্ষক, বিচারক ও বন্ধু।

যাহা হউক্, সে সম্বোধনে মধুরাওয়ের হৃদয়ের নিভৃত কন্দর আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি সস্নেহে বলিলেন, "দেব! দেখ নাই, তবু ভালবাস!" দেবরায় ধীরে ধীরে বলিলেন, "দেখি নাই, কিন্তু আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝিলাম, এ সিংহীকে না পাইলে জীবন বৃথা।" মধুরাও তখন ব্রাহ্মণ লোকাচার্য্যের কথা ভাবিলেন।—ব্রাহ্মণ স্বয়ং সেখানে যাইতেছেন, প্রীতা তাঁহার মুখে যখন শুনিবে যে, দেবরায় অলস বিলাসী নহেন, তিনি অবিবাহিত বীর যুবক, হয় ত' তখন তাহার মন কোমল হইবে। মধুরাও আরও ভাবিলেন যে, তিনি যদি প্রথমে পরুষভাব প্রকাশ না করিতেন, হয় ত তাঁহাকে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইত না। তিনি মনে মনে বারংবার বালিকার পিতৃভক্তি ও তেজস্বিতার প্রশংসা করিলেন। আবার চিন্তাস্রোত লোকাচার্য্যের প্রতি ধাবিত হইল। তিনি ভাবিলেন ব্রাহ্মণ যদি তিম্মাকে সম্মত করাইতে পারেন, তাহা হইলেই কন্যার মত হইবে। মধুরাও জানিতেন যে, প্রীতার অমতেই তিম্মার অমত। দেবরায় দেখিলেন, মধুরাও কথা কহিতেছেন না। তিনি চাহিতেই মধুরাও বলিলেন, "তবে চল, একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ নাই।" বিস্মিত হইয়া দেবরায়

বলিলেন, "আপনি যাইবেন?" মধুরাও মলিন হাস্যের সহিত বলিলেন, "যাইব, তবে নিরস্ত্র হইয়া। যুদ্ধ করিব না; যদি রায়চূড়ের মুসলমান সৈন্য কোনরূপে সংবাদ পাইয়া উপনীত হয়,বিপদ্ ঘটিবে। সে বিপদে তোমার দেহ ঢাল দিয়া রক্ষা করিব।" দেবরায় মধুরাওয়ের কথা শুনিয়া উৎকণ্ঠিত হইলেন। প্রথমে যেটুকু আনন্দের আলোকে নয়ন উজ্জ্বল হইয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইল। তিনি বলিলেন, "আমি এখানে থাকিব না, আপনি থাকিবেন না, সামন্তগণ কি ভাবিবেন?" মধুরাও বলিলেন, "এখনি প্রচার করিয়া দিব যে, তুমি অসুস্থ হইয়াছ। আমি না থাকিলে তাঁহারা ভাবিবেন যে, প্রধান নায়ক সৈন্য-সংগ্রহ করিতে রাজধানী ত্যাগ করিয়াছে।" দেবরায় দেখিলেন, মধুরাও স্নেহের টানে তাঁহার অনুগমন করিতেছেন, মৃত্যুভয় মনে একবারও স্থান পাইতেছে না। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি কহিলেন, "এরূপ ক্ষেত্রে আমার যাওয়া উচিত বোধ হইতেছে না। একজন সৈনিক কর্ম্মচারী পাঠাইলেই—।" মধুরাও বলিলেন, "অর্জ্জুন সুভদ্রা-হরণের জন্য কাহাকেও পাঠান নাই। এ-সব কার্য্যের ভার আর কাহাকেও দিতে নাই।" দেবরায় বলিলেন, "অর্জ্জুন যাদবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, আর আমি যুদ্ধ করিব কতিপয় গ্রামবাসীর সহিত!" মধুরাও বলিলেন, "যুদ্ধ যদি হয়, গ্রামবাসিগণের সহিত হইবে না, রায়চূড়ের সৈন্যগণের সহিত হইবে। আমি যখন সেখানে গিয়াছি, সে-সংবাদ তাহারা পাইয়াছে, পথের মাঝে বা ফিরিবার সময় তাহারা বাধা দিবে।" দেবরায় বলিলেন, যদি মুদ্‌কলের অধিবাসি-গণের সহিতই যুদ্ধ হয়?" মধুরাও বলিলেন, "তবে এ অভিযানে কাজ নাই।" মধুরাও দেখিলেন, দেবরায়ের মুখ ম্লান হইল; তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন, দেবরায়ের শঙ্কা তাঁহারই জন্য। তিনি কহিলেন, "আমার জন্য আশঙ্কার প্রয়োজন নাই। অভিযান হউক্। আমরা দুই জনেই যাইব। আমি চর্ম্মদ্বারা তোমাকে রক্ষা করিব, তুমি যদি পার, আমাকে রক্ষা করিও।"

গভীর রজনীতে দুই সহস্র অশ্বারোহী নগর ত্যাগ করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিল। তাহার অনেক পরে দেবরায় ও মধুরাও বহির্গত হইলেন। চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছে। পানসুপারী-বাজারের প্রশস্ত পথ জনমানবশূন্য! তারার আলোক-সাহায্যে তাঁহারা অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। নগরীর প্রস্তর-প্রাচীর অতিক্রম করিয়া দেবরায় দেখিলেন—নগরীর বাহিরে কয়েকজন লোক বৃহৎ বৃহৎ মশাল লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মস্তকোপরি কুণ্ডলীবদ্ধ ধূমপুঞ্জ, নিম্নে চঞ্চল রক্ত-শিখা। চতুর্দ্দিকে প্রেতের ন্যায় অসংখ্য মূর্ত্তি কুব্জ হইয়া কি করিতেছে! নিকটে আসিয়া তিনি দেখিলেন, তাহারা মানুষ—গহ্বর-খননে ব্যাপৃত। মধুরাওকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কিসের জন্য?" মধুরাও বলিলেন, "যদি নগরী আক্রান্ত হয়, সেই জন্য এই উদ্যোগ। ওই গহ্বরগুলিতে বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভাকার প্রস্তরখণ্ড প্রোথিত হইবে; শত্রু-সৈন্য দলবদ্ধ হইয়া আক্রমণ করিবার সুযোগ পাইবে না। দেবরায় আর কোনও কথা কহিলেন না, সস্মিত-নেত্রে বারংবার প্রধান নায়কের আলোকদীপ্ত গম্ভীর মুখকান্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

দয়ার বিচার। *

আমার সকল রকমে কাঙাল করেছে
গর্ব্ব করিতে চুর্ ;
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য,
সকলি করেছে দূর্।
ঐ-গুলো সব মায়াময় রূপে,
ফেলেছিল মোরে অহমিকা-কূপে ;
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল
করেছে দীন আতুর ;
আমার সকল রকমে কাঙাল করিয়া
গর্ব্ব করিছে চুর্।

এই যায় নি এখনো দেহাত্মিকা মতি,
এখনো কি মায়া দেহটার প্রতি ;
দেহটা যে আমি, সেই ধারণায়
হয়ে আছি ভরপুর্ ;
তাই সকল রকমে কাঙাল করিয়া
গর্ব্ব করিছে চুর্।
ভাবিতাম—"আমি লিখি বুঝি বেশ ;
আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ" ;—
তাই বুঝিয়া দয়াল, ব্যাধি দিল মোরে
বেদনা দিল প্রচুর ;
আমার কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে
গর্ব্ব করিতে চুর্॥

রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা রজনীকান্ত সেন। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

কল্যাণ মিশ্র———একতালা।

আস্থায়ী।

{ সা সর্সা II না সা -া। সা সর্রা সা I না নর্সা -া। ধা পধা ধা।
আ মার্ সকল্ র ক ল্ র ক• মে কা ঙা• ল্ ক রে• ছে

[ধা -পা পা। গা গা গা I সা -রা -গরা। -নসা ।]।
। পা -ক্ষা পা। পা না ধা I পা -ক্ষা -গা। -া পপা না }।
গ র্ ব ক রি তে চু • র্ ওগো 'স'

। সঃ রাঃ গা। সা -রগা গা I ক্ষা -পাঃ -ঃ।পা ধধধা ধা।
ম ন ঃ ও অ •র্ প মা • ন ও স্বাস্ থ্য

* কিংবদন্তি যে, হাসপাতালে রোগ-শয্যাগত থেকে কান্ত-কবি এই গানখানি রচনা করেছিলেন। সঃ

।[ধা ধা পা। গা পা পা I পা -গা -পা। -ধা সা সসা] II
।{গা গা পা। পা পা ধা I সা -ধা -সা। -া সা সা}।
স ক লি ক রে ছে দূ ০ ০ র্ ও গো
['আ মার্']

অন্তরা।

।[সা -া রা। রা রাঃ -ঃ I সা সা রগা। গা -রা গা।
II{গা -া ০ গা। পা পাঃ -ঃ I গা পা ধধা। পা -ধা ধা।
ও ই ও লো স ব্ মা য়া ময় রূ ০ পে

।[গা পক্ষা পা। পা ক্ষপা গা I রা রা সরগা। রা সনা সা]
।পা ধা সা। সা নসা সা I ধা ধা সা। সা সধসা সা}।
কে লে ছি ল মো০ রে অ হ মি কা কু০০ পে

।সা -নরা -া। গ্গা রা গা I সা গা রা। সা সধা -সসা।
তা ই সব্ বা ধা স য়া য়ে দ য়া০ ০ল্

।[পা গা রা। সরা গা রা I পাঃ -া -ঃ]। পা পা -া।
।{পা পা পা। পগা গা পক্ষা I ধাঃ -া -ঃ।{ পা পা}।
ক রে ছে দী০ ন আ০ তু র্ ০ ও গো
[আ মা র]

।ক্ষা নাঃ -ঃ। ধা ধা ধা I পা মা -ধধা। পা ক্ষা গা।
স ক ল্ র ক মে কা ন্ত ০ল ক রি য়া

।[ধা ০-া পা। গা রগা গা I সা -রা -গরা। -নসা সা সসা]II
।{রা -া গা। পা পা পা I ধা -পা -ধা। -ধধা সা সা}।
গ র্ ব ক রি ছে চু ০ ০র্ ও গো
['আ মার']

সঞ্চারী।

।[গা -া গা। পা পা ধা I র্সা র্সা -র্সনা। র্সা র্সা সা।
II সা -া ধ্া। সা সা রা I সা রা -সগা। গা রা গা।
বা ন নি এ খ নো দে হা -ক্মি কা ম তি

।[র্সা র্রা র্গা। র্গা র্রা র্গা I র্সা র্সা পধর্সা। -া র্সনা র্সা]।
। রা গা ক্ষা। পা ক্ষপা পা I গা পা ধা। -া ধপা• ধা }।
এ খ নো কি মা• রা দে হ টা র্ প্র তি

। র্সঁর্সা নঁধা ধা। ধা• পর্ক্ষাধা ধা I পা পা ধা। র্সা নর্সা -া।
এই দেহ টা যে 'আ•• মি' সে ই ধা র গা• র

।[গা গা পা। পা গরা গগা I রা -া -সা। -সসা সা -া]।
। { পা পা পা। পা পগা পপা I ধা -পা -ধা। -ধধা পা পা }।
হ য়ে আ ছি ত• র• পু • • •র্ ও গো
[তা ই]

। সা রা -া। গা গা গা I পা ক্ষধা -া। পা ধা ধা।
স ক ল্ র ক মে কা ণ্ড• ল্ ক রি ছা

।[ধা -া পা। গা পা গরসা I সা -রা -গা। -া । ।]।
। { পা -া গা পা পা ধা I র্সা ধা -র্সা। -া র্সা না }।
প র্ ব ক রি ছে ছু • র্ ও গো

আভোগ।

।[র্সা র্সা র্রর্রা। -র্রর্রা র্রা র্রা I র্সা র্রা গর্রা। র্গা গর্গা -া]।
। { গা গা পক্ষা। -পপা গা পা I পা ধা পা। ধা পধা -া।
তা বি তা• •ম্ 'আ মি লি খি বু ঝি বে• শ্

।[গা পর্ম্মা -পর্পা। পর্ম্মার্গা গা: -: I র্সা রা সর্রর্গা]।
। পা ধা -র্সর্সা। নর্সা র্সা: -ধ: I ধা র্সা র্সা ।
আ মা •র্ সঙ্ গী ত্ ভা ল বা

।[র্রা র্সনা -র্সর্সর্সা]।
। র্সা ধর্সা -া]। না র্রা র্রা। গা গা -: I র্সা গা রা।
সে দি শ্ বু ঝি য়া দ য়া ল্ বা ধি দি
[শ্'তাই]

।[পা গা রা। সরসা ঋা রুরা] I
। র্সা র্সধর্স। র্সা। । পা পা পা। পগা গা পক্ষা I
ল মো•• রে বে দ না দি• ল প্র•

I [না -সা -া]। র্সা র্সা -া।
I ধা -া -া ।। পা পা }। না র্রা র্রা। র্সা নর্সা র্সা I
চু • র্ • ও গো ক ত না ষ ত• নে
[আ মা ষ]

।[র্সা -া ধা। পা পক্ষা গা]I
I না -ধা না। ধা ধা ধা। [গা -া পা। ধা পা ধা I
দি • ক্ষা দি তে ছে গ র্ব ক রি তে

I [পা -ক্ষা ধা। -ধধা র্সা র্সর্সা] II II
I র্সা -ধা -র্সা। -া গা রা }।
চু • • র্ ও গো
['আ মার্']

স্বর্গীয় পুণ্যাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের

জন্মপত্রিকা। *

(সংক্ষিপ্ত-বিবৃতি)

জন্ম-সময়, ইত্যাদি :—শকাব্দ ১৭৬২, ৩রা পৌষ, বুধবার, রাত্রি আনুমানিক ১৭ দণ্ড, ৫২ পল। ইং ১৮৪০, ১৬ই ডিসেম্বর, রাত্রি ১২। ২৩। ১৯ টার সময়।

হ, উ, ঘং ৬। ৩৬। ৩১
হ, অ, ঘং ৫। ১৪। ১৯
অয়নাংশ = ২১° ৪৩′ ৪৫″
চন্দ্রস্ফুট = ৫। ১৩। ৫৩।

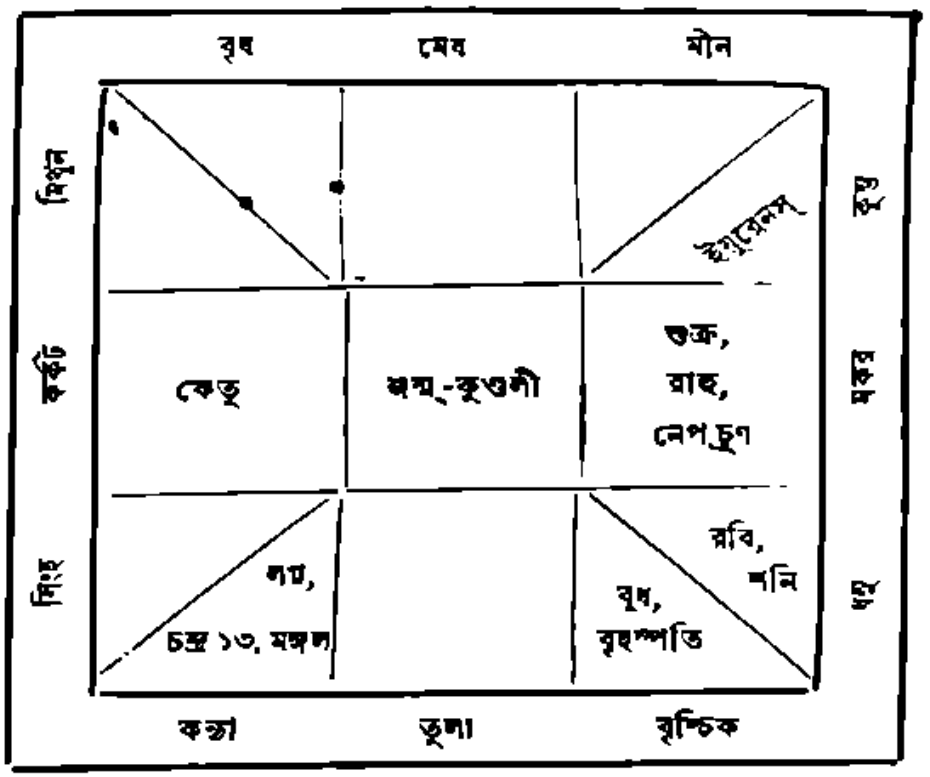

বিংশোত্তরী দশা
চং = ৭।১।২ বর্ষাদি।

অষ্টোত্তরী দশা
বু = ১৫।৯।২১ বর্ষাদি।

বর্ত্তমান জন্মকুণ্ডলীতে গ্রহদের বিশেষত্ব :—

রবি, চন্দ্র, শুক্র উচ্চনবাংশস্থ; বৃহস্পতি নিজ স্বর্গোত্তম-নবাংশগত; শনি অস্তগত ও নীচ-নবাংশগত। রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি ও শুক্র অধিমিত্র-ক্ষেত্র, বুধ ও শনি মিত্রক্ষেত্র এবং মঙ্গল সমক্ষেত্রস্থ।

(জাতক প্রকৃতি)

(১) স্বভাবের কোমলতা, অসামান্য বিনয়, কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ-ভাব ও লজ্জাশীলতা, নিজেকে ক্ষুদ্র ও ক্ষমতাহীন-বোধ, প্রভৃতি আদর্শ-স্ত্রীবৃত্তি।—কন্যারাশি স্ত্রীরাশি; লগ্ন ও চন্দ্র উভয়েই স্ত্রীরাশিগত হওয়াতে এবং লগ্ন ও চন্দ্র-রাশ্যাধিপতি বুধও স্ত্রীরাশিগত হওয়াতে এই মহাত্মার প্রকৃতি অনেকটা পূর্ব্বোক্ত আদর্শ-

* ৺ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার, এম-এ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত এবং তাঁহার পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে প্রাপ্ত।

স্ত্রীবৃত্তি-দ্বারা গঠিত। পরন্তু কন্যা শীতল-রাশি, উহাতে শীতলগ্রহ চন্দ্র অবস্থিত। লগ্নাধিপ বুধ শীতলরাশিস্থ এবং শীতলগ্রহ-বৃহস্পতি-যুক্ত। অতএব এই মহাত্মার প্রকৃতি স্বভাবতঃ শীতল। তথাপি ইঁহার প্রকৃতি একেবারে ক্রোধশূন্য ছিল না। অপূর্ণ মানুষে পূর্ণতা থাকিতে পারে না। তমোগুণী মঙ্গল চন্দ্রযুক্ত হইয়া লগ্নগত হওয়াতে প্রকৃতিতে অনেক সময় উষ্ণতার সৃষ্টি করিত। কিন্তু আত্মসংযম-শক্তি এতই প্রবলা ছিল যে, তিনি সহজেই ক্রোধ-সংবরণ করিতে পারিতেন্। এই অমানুষিক আত্মসংযম-শক্তির কথা পরে বলিব।

(২) অলোকসামান্য সহিষ্ণুতা।—লগ্ন ও চন্দ্রাপেক্ষা তৃতীয়ভাবে সহিষ্ণুতার বিচার হয়। তৃতীয়-ভাবপতি মঙ্গল লগ্নস্থ হইয়া লগ্নপতি বুধের সহিত মুখ্য সম্বন্ধ করিয়াছে। তৃতীয়ভাবে শুভগ্রহ বুধ ও বৃহস্পতি বিদ্যমান। উহাতে অন্য কোন অশুভগ্রহের বিশেষ কোন দৃষ্টি নাই। এই নির্দ্দোষ অত্যুৎকৃষ্ট গ্রহসংযোগই এই অসাধারণ সহিষ্ণুতার মূল কারণ। প্রাণাধিক প্রিয়তম ব্যক্তির মৃত্যু, অবস্থার বিচিত্র বিপর্য্যয়, ব্যক্তিগত মর্ম্মস্পর্শী অপমান, আর্থিক মহাকষ্ট প্রভৃতি জীবনের ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে এই মহাত্মার সহিষ্ণুতা স্বভাবতঃই অলোকসামান্য ছিল।

(৩) অসামান্য কর্ম্মক্ষমতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম।—শক্তি ও বীর্য্যকারক মঙ্গল চন্দ্র-যুক্ত হইয়া লগ্নস্থ ; বিশেষতঃ লগ্নপতি বুধের সহিত মুখ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ ; তৃতীয়ভাব বুধও বৃহস্পতিযুক্ত। এই সকল কারণে এই মহাত্মার কর্ম্ম-ক্ষমতা অসাধারণ ছিল ; তিনি অক্লান্তভাবে দিবারাত্র খাটিতে পারিতেন্। বৃদ্ধ-বয়সেও তাঁহার কর্ম্মশক্তির নিকট সবল-দেহ যুবকের কর্ম্মশক্তি হার মানিত। এইরূপ কর্ম্মানুরাগ বাস্তবিকই জগতে দুর্লভ।

(৪) চিত্তের একাগ্রতা ও দৃঢ়তা।—ইহা অনেকটা চন্দ্রযুক্ত ও লগ্নগত মঙ্গলের ফল। মঙ্গলগ্রহের শাসনাধীনে আসিলে, মানুষ বড় একগুঁয়ে এবং দৃঢ়সঙ্কল্প হয়। রবির সহিত শনি যুক্ত হইয়া ইহার উৎকর্ষ করিয়াছে। এই মহাত্মা যাহা একবার ধরিতেন, তাহা সহজে পরিত্যাগ করিতেন্ না।

(৫) গভীর মনঃসংযোগ ও সাধনীয় বিষয়ে নিমগ্নভাব।—লগ্নে স্থিরগ্রহ শনির প্রায় পূর্ণদৃষ্টি ; স্থিরগ্রহ মঙ্গলের স্থিতি ; এবং লগ্নপতি স্থির-রাশিস্থ হইয়া স্থিরগ্রহ বৃহস্পতিযুক্ত এবং স্থিরগ্রহ মঙ্গলের সহিত মুখ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই সকল কারণে এই মহাত্মা অধ্যয়ন কিংবা আরাধনা-কালে বাহ্যজ্ঞানশূন্য যোগীর ন্যায় একেবারে তাহাতে ডুবিয়া যাইতেন্ ; কোন কর্ম্ম-সাধন-কালে সেই ভাবে একেবারে বিভোর হইয়া যাইতেন্। এই সকল লক্ষণ তাঁহার শৈশব হইতেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু লগ্ন স্থাণ্বক রাশি ও চরগ্রহ চন্দ্রযুক্ত এবং রবি স্থাণ্বক রাশিস্থ হওয়াতে সময়ে সময়ে বিষয়-নির্ব্বাচন-কালে এই মহাত্মার বিলক্ষণ চাঞ্চল্য দেখিয়াছি। কিন্তু একবার বিষয়-নির্ব্বাচিত হইলে, তাহাতে সর্ব্বদাই অটল থাকিতেন্।

(৬) বিদ্যা ও প্রজ্ঞা :—লগ্নপতি বুধ বিদ্যাকারক ; এবং বৃহস্পতি প্রজ্ঞাকারক। অতএব বুধ ও বৃহস্পতির সংযোগ বিদ্যা ও প্রজ্ঞার সংযোগ। বর্ত্তমান স্থলে এই সংযোগ পূর্ণসংযোগ। এই কারণে এই মহাত্মা অধ্যয়নাদি-দ্বারা যাহা কিছু শিখিতেন্, তাহাকেই

তিনি প্রজ্ঞারূপে পরিণত করিতেন্। অর্থাৎ শিক্ষার্জ্জিত সমস্ত সুবিষয়গুলিই তাঁহার জীবনের নিয়ামক হইয়া রহিয়াছিল। তিনি কেবল শিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন্ না, তদনুসারে জীবনকেও পরিচালিত করিতেন্। 'To him, Knowledge was Wisdom and Wisdom was Virtue'. এ-স্থলে পাশ্চাত্য জ্যোতিষ-গ্রন্থ-বিশেষ হইতে কিছু উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

"In good aspect, and in the world of mind, this (conjunction of Jupiter and Mercury) harmonises the influences of intellect and devotion, or science and religion, bringing the one to the support of the other, & smoothing away antagonism, and will develop its influence in many ways, according to the native's station in life. According to the general status of the horoscope it will give a profoundly religious temperament, accompained by a broad intellect and a philosophical mind, or by much learning : ** in any case, however, the power of Judgment will be well marked, and whatever his course, the native will steer it with both skill, and ease. It inclines to tolerance and broad-minded views in the domains of religion and intellect, strengthening both the intellect and the religious sentiments,and inclining to honesty, straightforwardness, candour, conscientiousness, mental balance, equanimity, good judgment. It enables the native to see all men as his brothers, to see the germs of truth in the most diverse opinions ; and thus it may act in various ways between the two extremes of a large-hearted toleration and philosophical indifference. It gives harmony and good-will between brothren and relatives, with mutual good fortune or good offices to or from either. It broadens the mind out towards general principles instead of confining it to details ; it tends to versatility and the study of many subjects rather than one and helps the native to be in some measure all things to all men. It may be one of the factors in genius and intuition. ** It gives journeying and travelling and changes genrally, both physical and mental.**"

—Alan Leo, How to judge a Nativity, Part II pp. 96-97.

অর্থাৎ—বুধ ও বৃহস্পতির সংযোগে জ্ঞান ও ধর্ম্ম, কিংবা বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য হয়; একে অন্যের উন্নতি ও বিকাশের সহায়তা করে। জাতকে অন্যান্য শুভ-সংযোগ থাকিলে, ইহাতে প্রকৃতি ভক্তি ও ধর্ম্মাত্মক, এবং মন উদার ও দার্শনিকজ্ঞান-বিশিষ্ট হয়; কিংবা নিয়ত জ্ঞানচর্চ্চা, ভক্তি ও ধর্ম্মভাবের অনুবর্ত্তিনী হয়। সদসদ্বিবেচনা-শক্তি সুপ্রস্ফুটিতা ও বলবতী হয় এবং যে কোন কার্য্যেই নিযুক্ত থাকুক্, জাতক সর্ব্বদাই নিপুণতা ও সচ্ছন্দতার সহিত স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করে। ধর্ম্মবিষয়ে উদার-মতাবলম্বী এবং ধর্ম্মান্তর-মাস্তকারী হয়; তাহার চিত্ত, সাধুতা, সরলতা, কর্ত্তব্যজ্ঞান, স্থৈর্য্য প্রভৃতি সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত হয়। সে সকলকে স্বীয় ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করে; এবং সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়-সকলের মধ্যেও সত্যের বীজ নিহিত দেখিতে পায়। এই সংযোগ ভ্রাতা, ভগিনী ও আত্মীয় বন্ধুবের সহিত সম্প্রীতি প্রদান করে। ইহাতে চিত্ত এত

প্রসারিত হয় যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্নতা ও বিশেষত্বগুলি ভুলিয়া এক সর্ব্বজনীন সত্যের প্রতি প্রধাবিত হয়। ইহাতে চিত্তকে বহু বিষয়ে পারদর্শিতা দান করে এবং সকলের নিকটেই তত্তৎ মনোনীত বস্তুর প্রকৃত প্রতীয়মান হইতে সমর্থ করে। এই শুভ-সংযোগ প্রতিভা এবং অপরা দৃষ্টির একটী লক্ষণ। ইহাতে জাতক ভ্রমণশীল ও ভ্রমণপ্রিয় হয়।

(৭) পতনাদি আকস্মিক ঘটনা :—

"Mars, in any aspect to the Sun or Moon, gives vital heat and a good circulation, with the power to throw off diseases. But if in evil aspect, it disposes to accidents".—Sepharial, A Manual of Astrology, P. 87.

অর্থাৎ—যদি চন্দ্রের প্রতি মঙ্গলের কোন অশুভ দৃষ্টি কিংবা যোগ থাকে, তবে পতনাদি অনেক আকস্মিক ঘটনা ঘটিয়া থাকে। এ-স্থলে মঙ্গল লগ্নস্থ হওয়াতে উক্ত ফলের বৃদ্ধি হইয়াছে। এই মহাত্মা অনেকবার গাড়ী, ট্রামগাড়ী, রেলগাড়ী প্রভৃতি হইতে পড়িতে পড়িতে, কিংবা পড়িয়া মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছেন। অনেক বার হাত, পা, কোমর, ভাঙ্গিয়া বহুদিন কষ্ট পাইয়াছেন। এইরূপ আরও অনেক প্রকার আকস্মিক ঘটনা ইঁহার জীবনে ঘটিয়াছে।

(৮) রোগ প্রভৃতি।—অষ্টমপতি মঙ্গল চন্দ্রযুক্ত হইয়া লগ্নস্থ হওয়াতে এই মহাত্মা প্রায়শঃই মাথাধরা (শিরঃপীড়া) প্রভৃতি রোগে কষ্ট পাইতেন। শুনিয়াছি, মস্তকের পীড়ার জন্য তিনি এম্-এ পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

চন্দ্র ও লগ্ন মঙ্গলযুক্ত হওয়াতে ইনি অর্শোরোগেও বহুকাল কষ্ট পাইয়াছিলেন্। কেতু বায়ু-ভাবের ফলদাতা হওয়াতেও উক্ত রোগ সৃষ্ট হইতেছে। যথা—

"শিখী রিপুফলো বস্তিগুহ্যাস্থিনেত্রে ক্ষতা।"—(চমৎকার-চিন্তামণি।) ইনি বহুকাল দাঁত ও মুখের পীড়াতেও কষ্ট পাইয়াছেন্।

(৯) স্ত্রীসৌখ্য ইত্যাদি :—লগ্নপতি বুধ ও জায়াপতি বৃহস্পতির সম্মিলন এবং চন্দ্র ও লগ্নাপেক্ষা সপ্তমে তদধিপতির পূর্ণ দৃষ্টি এবং শুক্রের সপ্তমে বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি থাকাতে এই মহাত্মার সহিত স্ত্রীর বিশেষ সদ্ভাব ও মনোমিলন ছিল; কিন্তু লগ্ন ও চন্দ্রের সপ্তমে মঙ্গল ও শনির পূর্ণ দৃষ্টি থাকাতে স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁহাকে মনোবেদনা পাইতে হইয়াছিল।

(১০) সন্তান-হানি ইত্যাদি।—চন্দ্র ও লগ্নাপেক্ষা পঞ্চমপতি শনি অস্তগত, নীচ-নবাংশস্থ ও রবিযুক্ত হইয়া দুর্ব্বল হওয়াতে এবং বৃহস্পতির পঞ্চমে মঙ্গল ও শনির পূর্ণদৃষ্টি থাকাতে এই মহাত্মার কয়েকটী সন্তান-হানি হইয়াছে।

(১১) শত্রু ইত্যাদি।—লগ্ন ও চন্দ্রের ষষ্ঠে ইয়ুরেনাসের স্থিতি, রাহুর উক্তভাবের ফলদাতৃত্ব এবং ষষ্ঠপতি শনি অস্তগতাদিদোষে দুর্ব্বল হওয়াতে, এই মহাত্মার শত্রু-সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। অধিকাংশ লোকে ইঁহাকে অজাতশত্রু বলিয়া থাকেন্। কিন্তু এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। বস্তুতঃ, ইঁহার শত্রুসংখ্যা এত অল্প ছিল যে, তাঁহাকে অজাতশত্রু বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। ষষ্ঠভাবে ষষ্ঠপতি শনির পূর্ণদৃষ্টিই উক্ত অল্পসংখ্যক শত্রুর বিদ্যমানতার কারণ।

(১২) আয়ুঃ প্রভৃতি :—এই মহাত্মা দীর্ঘায়ুর্যোগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আয়ুর্গণনা-প্রণালী অতিদীর্ঘ ও দুর্ব্বোধ; এজন্য উহা এ-স্থলে প্রদত্ত হইল না। ৬৪ বর্ষ বয়সের পরে দীর্ঘায়ুঃ-কালের আরম্ভ হয়। এই মহাত্মার ৬১ কি ৬২ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে যখন প্রথম দারুণ বহুমূত্র-রোগ ইঁহাকে আক্রমণ করে, তখন আমি গণনা করিয়া বলিয়াছিলাম যে ৬৪ বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে ইঁহার মৃত্যু হইবে না। ৬৪ বর্ষের পরে ২।৩ বৎসরের মধ্যেই মৃত্যু অনিবার্য্য। ইনি ৬৬ বর্ষ ৬ মাস বয়ঃক্রমকালে ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন্।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

সন্ধ্যা।

এ-সময় মন বিশুদ্ধ-হিয়ায়
ভাব দেখি একবার—
এই যে প্রকৃতি, কে সৃজিল ইহা,
চরাচর বল কার!

সকলি তাঁহার কৃপায় সৃষ্ট
পশু-পক্ষী আদি নর,
সময় থাকিতে ওরে পোড়া মন,
তাঁহারে স্মরণ কর।

শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী।

আমাদের খাদ্য।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ফল।—টাট্‌কা ফল আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে গণ্য। ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—সুগন্ধযুক্ত, স্বাদু এবং সুমিষ্ট পানীয়োপযুক্ত।

প্রায় তিন-চতুর্থাংশ চিনি ফলের প্রধান পুষ্টিকর উপাদান, অবশিষ্ট আঠাল পদার্থ। এই আঠাল জন্যই ইহাতে সহজে মোরব্বা প্রস্তুত হয়। ইহার খনিজ উপাদান অত্যন্ত মূলবান্; —ইহা প্রধানতঃ অম্লমিশ্রিত ক্ষার। এই খনিজ পদার্থের প্রধান গুণ শরীরের রক্তকে ক্ষারযুক্ত করা। যে-সকল ফল সুগন্ধের জন্য ব্যবহৃত হয়, সেগুলি পচন-ক্রিয়ার সাহায্য করে। ফল সিদ্ধ করিলে ইহার আঁশ ভাল পরিপাক হয়, কিন্তু ইহার পুষ্টিকর অংশ কিছু নষ্ট হইয়া যায়।

কলা সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর ফল। আপেলে শতকরা এক অংশ অম্ল। নাশপতিতে শতকরা সাত-অংশ চিনি। কুলে এক অংশ আঠাল পদার্থ। কিস্‌মিসে ৬৷৷ ভাগ চিনি। বিলাতী বেগুণ অনেক সময় ফল ও সব্‌জী দুয়ের মধ্যেই গণ্য হয়; কারণ, ইহা সিদ্ধ অসিদ্ধ দুই রকমেই আহার করা যায়। পাতি অথবা কাগ্‌জী লেবুতে আঠাল ভাগ কমলা-লেবু অপেক্ষা অধিক।

চা—গাছের শুষ্ক পাতা। চা নানাজাতীয়; তন্মধ্যে চীন, ভারতবর্ষ ও সিংহলের চা-ই প্রধান। ইহার মধ্যে চীনের চা সর্ব্বাপেক্ষা হাল্‌কা। ভারতবর্ষের চা অত্যন্ত কড়া এবং এবং সিংহলের চা সুগন্ধবিশিষ্ট। চায়ের প্রধান উপাদান caffeine ও tannic acid. ইহার সুগন্ধ ইহার তৈলীয়-উপাদানের জন্য। ইহাতে caffeine এর ভাগ শতকরা ৩ অংশ ও tannic এর ভাগ ১২ অংশ। উৎকৃষ্ট পানীয় চা প্রস্তুতের তিনটী নিয়ম :—(১) চায়ের জল ঠিক্ কোটা আবশ্যক; (২) চায়ের আধার (pot) গরম থাকা আবশ্যক; (৩) চা অধিকক্ষণ ভিজাইয়া রাখা উচিত নয়। অধিক ক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে tannic acid অধিক পরিমাণে নির্গত হয়।

চা আমাদের খাদ্য নহে। ইহা পরিপাকশক্তির বিঘ্নকারী এবং মাংসের সহিত ইহা কখনও বেশী পরিমাণে পান করা উচিত নয়। ইহার মধ্যস্থ caffeineই উত্তেজক পদার্থ এবং ইহা হৃৎপিণ্ড অপেক্ষা স্নায়ুমণ্ডলীরই সবিশেষ অনিষ্ট করে। এই হিসাবে ইহা মদের বিপরীত কার্য্য করে; কারণ, মদের কার্য্য হৃৎপিণ্ডের উপরই অধিক। caffeine নিদ্রার বিঘ্নকারী। 'চা' এর অবসাদ-দূরীকরণ গুণের জন্য ইহা স্নায়ু ও পেশীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং দৈহিক যন্ত্র-গঠনের উপাদানসমূহের ক্ষয়-নিবারণ করে।

কফি।—কফি-গাছের ফলের বীজ আগুনে সেঁকিয়া, চূর্ণ করিয়া, তাহাকে চায়ের ন্যায় ব্যবহার করা হয়। এক বাটী চা ও এক বাটী কফিতে প্রায় সমান পরিমাণ caffeine ও tannic acid থাকে। সুস্বাদু কফি প্রস্তুত করিতে হইলে, বীজগুলি সদ্যঃ সেঁকিয়া প্রস্তুত করা উচিত। জল ফুটন্ত হওয়া আবশ্যক এবং জলের পরিমাণ কফির পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হওয়া দরকার। (এক পাইন্ট জলে দুই আউন্স কফি উপযুক্ত)।

চায়ের ন্যায় কফিও আমাদের খাদ্য নহে। কফির মধ্যস্থ caffeine ও tannic acid চায়ের ন্যায় শরীরের অনিষ্টকারী। ইহা, কোন কোন খাদ্য যেমন ডিম, মাংস ইত্যাদির পরিপাকে সাহায্য করে।

কোকো।—কোকোও কফির ন্যায় গাছের ফলের বীজ এবং গুণাগুণও ইহার ঐরূপই। ইহাতে শতকরা ৪০ ভাগ তৈল-পদার্থ কিন্তু চূর্ণ কোকোতে ৯ ভাগ তৈলীয় পদার্থ থাকে। ইহাতে কিছু tannic ও শ্বেতসারও আছে। কোকোর মধ্যে পুষ্টিকর পদার্থ তৈল ও চিনি প্রত্যেকে প্রায় ২৫ ভাগ ও আঠাল পদার্থ ১২ ভাগ। পুষ্টিকর পদার্থ কোকোতে খুবই অল্প; কারণ, ইহা একেবারে অধিক পরিমাণে খাওয়া যায় না। স্নায়ুমণ্ডলীর উপর ইহার ক্রিয়া কিছুই নাই বলিলেই হয়। বাজারের chocolate (চকোলেট্)এই কোকো হইতে প্রস্তুত করা হয়, এবং তাহাতে কিছু চিনি, কিছু শ্বেতসার ও সুগন্ধ মিশ্রিত থাকে।

চিনি।—চিনি আমাদের একটী প্রধান প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং ইহার খুব সহজেই পরিপাক হয়। চিনি সাধারণতঃ দুই প্রকার :—প্রথমতঃ যাহা ইক্ষু, বীট, খর্জ্জুর, তাল প্রভৃতি বৃক্ষের রস হইতে প্রস্তুত হয়; দ্বিতীয়তঃ, যাহা ফলের মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত দুগ্ধ ও অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যেও চিনি পাওয়া যায়; কিন্তু উপরিউক্ত দুই প্রকার চিনিই সহজ-প্রাপ্য।

আমরা যে চিনি আহার করি, তাহা পাক-স্থলীতে যাইয়া ফলের চিনিতে পরিণত হইয়া তবে পরিপাক হয়। চিনি অন্যান্য আহারীয় দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া আহার করাই উচিত; কারণ, শুদ্ধ চিনি আহার করিলে পাক-স্থলীতে যাইয়া তাহা গাঁজিয়া যাইবার সম্ভাবনা; এবং সে-জন্য চিনি অধিক পরিমাণে খাওয়াও উচিত নহে। কিন্তু দুগ্ধে যে চিনি থাকে, তাহার গাঁজিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না; সেজন্য ইহা নিরাপদে শিশুকে ও রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে। অন্যান্য খাদ্যের ন্যায় চিনি দাঁতের পক্ষে অপকারী নয়। ইহা অনেক অংশে শরীরের উত্তাপ-বৃদ্ধি-হিসাবে তৈলীয়-পদার্থের কার্য্য করে।

মধুতে ফুলের চিনির ভাগই অধিক এবং যে-ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করা হয়, সেই ফুলের গন্ধই ইহাতে পাওয়া যায়।

কিস্‌মিস, খোবানী, খর্জ্জুর প্রভৃতি শুষ্ক ফলে চিনির অংশ অধিক এবং তাহা অত্যন্ত পুষ্টিকর।

দারিদ্র্য।

ভগ্ন কুটীরের মাঝে বাস কর তুমি
পরিহরি বিলাসের ভোগময়ী ভূমি,
অভাবের নির্য্যাতন সহি' অনিবার,
নিয়ত দমন করি' স্বপ্ন বাসনার,
চিরদিন নৈরাশ্যের দাবানল হেরি',
শুধু অতৃপ্তির হাটে কেনা-বেচা করি',
ভূষণ-বিহনে পরি' কঙ্কালের হার,
স্নেহের বিহনে লভি' ভ্রূকুটি সবার।—
দলিত ফণীর প্রায় মুখ নত করি'
সদা আতঙ্কিত থাক অপমান স্মরি'।
মর্ম্মঘাতী তেজ পোষি' অন্তরে হিয়ার
নিরুপায় হ'য়ে সহ ঘৃণার ধিক্কার!
কভু বা সহিতে নারি' দাও ভাসাইয়া;
নিজস্ব সে তেজোমণি কাঙ্গাল সাজিয়া;
অশান্তি না ঘুচে তায়,—শুধু বাড়ে হায়!
নিষ্করুণ জগতের আরও অবজ্ঞায়!
বাহির জগত-পানে দৃষ্টি-রোধ করি'
আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডী রাখ শেষে ধরি';
সেই ক্ষুদ্রতার মাঝে দেখ তুমি চেয়ে
রহে শান্তি—যার লাগি' মরেছে কাঁদিয়ে!
সে অতৃপ্তি—সে অভাব—সেই হা-হুতাশ
নাহি আর! আলোকের অপূর্ব্ব বিকাশ!
পুঞ্জীভূত আলো ধায় উজ্জ্বল প্রভায়
বাহির আঁধার ভেদি' আরও উচ্চতায়,
উঠিতে উঠিতে মিশে অনন্তের সনে।
'হে দারিদ্র্য!' মনে হয় বুঝি সেই ক্ষণে—
ছার ভোগ, ছার হেথা ঐশ্বর্য্য-সম্ভার;
চিরদিন থাক তুমি সকাশে আমার!'

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

ইতিহাসে রমণী।

পৃথিবী এক, দেশ শত সহস্র। নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত জীবন্ত ঈর্ষ্যার ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে। এই ব্যবধানের মধ্যেও দেখা যায়, সকল দেশেই

মানবের মনোভাব এক। জাতি-হিসাবে বর্ণ, পরিচ্ছদ, ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার ও ভাষার পার্থক্য থাকে ; কিন্তু দয়ামায়া, প্রীতি-ভক্তি, হিংসা-ক্রোধ কোন জাতির নিজস্ব সম্পত্তি নহে। উত্তর সাগরের হিমশীতলবাসী মানব-মানবীর হৃদয় যে ভাবের দ্বারা বিচলিত হয়, রৌদ্রতপ্ত ভারত-মহাসাগরের তটভূমিতেও সেই ভাবের দূর প্রতিধ্বনি উঠে। বিভিন্ন দেশের রমণী পৃথিবীর ঘটনাচক্রে পড়িয়া কিরূপে আপনাদিগকে দেবী করিয়া তুলে বা কিরূপে দানবী-স্বভাবের পরিচয় দেয়, তাহা সেই সকল দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায়।

আমরা যাহাকে বিলাত বলি, সেটি একটি দ্বীপ,—তাহার চারিধারে জল, মধ্যখানে স্থল। এই দ্বীপের উত্তরভাগকে স্কটলণ্ড বলে, দক্ষিণ ভাগকে ইংলণ্ড বলে।

এখন ইংলণ্ড আর স্কটলণ্ড এক রাজার অধীনে। কিন্তু এমন এক দিন ছিল, যখন এই দুইটি দেশ পৃথক্ পৃথক্ রাজ্য ছিল। দুই দেশে দুই জন রাজা ; কখন তাঁহাদের সদ্ভাব থাকিত, কখন বা তাঁহাদের মধ্যে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যাইত।

প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে স্কটলণ্ডে এক বৃদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁহার এক নিকট আত্মীয় তাঁহার সেনাপতি ছিলেন। আত্মীয়-টিকে একদিন কয়েকটি ডাইনী বলিল যে, তিনি রাজা হইবেন। মনে মনে তাঁহার একটি অভিলাষ হইল। তাঁহার পত্নী ছিলেন ভয়ানক স্ত্রীলোক। স্বামী রাজা হইলে তিনি রাণী হইবেন, এই আশায় তিনি দিবারাত্র স্বামীকে বলিতেন, "বৃদ্ধ রাজাকে হত্যা করিয়া রাজা হও।" স্ত্রীলোকের প্রাণ স্বভাবতঃ কোমল, রক্তপাতের নাম শুনিলে তাহারা শিহরিয়া উঠে, একটি ছোড়া জন্তু হইতে দেখিলে স্ত্রীলোক মূর্চ্ছা যায়। কিন্তু এই স্ত্রীলোকটির প্রকৃতি ভিন্ন ধাতুর দ্বারা গঠিত ছিল। সেনাপতি বীর ছিলেন বটে, তবে তাঁহার মন বড় দুর্ব্বল ছিল, আর তাঁহার স্ত্রীর হৃদয় ছিল লৌহের মত কঠিন আর ব্যাঘ্রীর মত নিষ্ঠুর। দিনের পর দিন স্ত্রীর উত্তেজনা চলিতে লাগিল। পাথরের উপর ক্ষীণ জলধারা অবিরত পড়িতে থাকিলে পাথরের যেমন ক্ষয় হয়, সেরূপ স্ত্রীর প্ররোচনায় অবশেষে সেনাপতিরও মন টলিল।

বৃদ্ধ রাজা একদিন তাঁহার দুর্গে আসিলেন ; সঙ্গে অন্যান্য সামন্তগণ ছিলেন। গভীর রাত্রিতে যখন সকলে নিদ্রিত, সেনাপতি ও তাঁহার স্ত্রী রাজার শয়নাগারের দ্বার-সম্মুখে আসিলেন। সেনাপতির হাতে একটি লম্বা ধারাল ছুরী। তখন দুর্গের বাহিরে ঝড়ের তাণ্ডব-নৃত্য চলিতেছিল। রাজার দুই প্রহরী নিদ্রায় অচেতন ; কারণ, সেনাপতির স্ত্রী তাহাদের খাদ্যের সহিত ঘুমের ঔষধ মিশাইয়া দিয়া-ছিলেন। সেনাপতি রাজাকে খুন করিয়া বাহিরে আসিলেন, তাঁহার মুখে চোখে ভয়ের চিহ্ন ;—রক্তমাখা হাত থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী একটুকুও ভয় পান নাই ; তিনি স্বামীকে সাহস দিতে লাগিলেন। তাঁহার পরামর্শে সেনাপতি প্রহরীদিগের অঙ্গে ও বস্ত্রে রক্ত মাখাইয়া দিলেন। রমণী স্বয়ং স্বামীর হস্তের রক্তদাগ ধৌত করিয়া দিলেন এবং তাহার পর দুইজনে শয়ন করিলেন।

প্রাতঃকালে সকলে দেখিলেন, রাজা খুন হইয়া পড়িয়া আছেন, আর প্রহরী-দুইটি সেই রক্ত মাখা অবস্থায় শয়ান। সেনাপতি অতিশয় রাগের ভাব দেখাইয়া তাহাদের কাটিয়া ফেলিলেন, যেন তাহারাই খুনী। দুই রাজ-পুত্র ভয়ে দেশত্যাগ করিলেন;—জ্যেষ্ঠপুত্র যাইলেন ইংলণ্ডের রাজ-সভায়। রাজ-বংশের আর কেহ না থাকায় সেনাপতিই রাজা হইলেন। তাঁহার স্ত্রীর মনস্কাম এইরূপে সিদ্ধ হইল।

রাজপদ পাইয়াও সেনাপতি সুখী হইতে পারিলেন না। তাঁহার স্ত্রী রাণী হইয়া দিবারাত্র বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন;—তাঁহার শরীর অসুস্থ হইল। একে স্ত্রীর অসুখ, তাহার উপর তাঁহার আরও একটি অশান্তির কারণ ছিল। বৃদ্ধ রাজার এক বিশ্বস্ত সামন্ত ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল ম্যাক্‌ডফ্‌। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যথার্থ খুনী কে। বুঝিতে পারিয়াছিলেন অনেকে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার বা করিবার সাহস কাহারও হয় নাই। ম্যাক্‌ডফ্‌ একদিন ইংলণ্ডে তাঁহাদের বৃদ্ধ রাজার পুত্রের নিকট পলাইয়া গেলেন। নূতন রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার দুর্গ আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী-পুত্রকে মারিয়া ফেলিলেন। কিন্তু মনে আশঙ্কা রহিয়া গেল, কোন্ দিন ম্যাক্‌ডফ্‌ আসিয়া তাঁহার পাপের শাস্তি দেন।

দুষ্ট রাজা যাহা ভয় করিতেছিলেন, তাহাই ঘটিল। যুবরাজ ও ম্যাক্‌ডফ্‌ ইংলণ্ড হইতে সৈন্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তিনি যুদ্ধে হত হইলেন।* যুবরাজ এতদিনে পিতার সিংহাসনে বসিলেন। তাঁহার মাথায় ম্যাক্‌ডফ্‌ রাজ মুকুট পরাইয়া দিলেন। যুবরাজ ম্যাক্‌ডফের অবিচলিত রাজভক্তির ও স্বার্থ-ত্যাগের পুরস্কার দিলেন। নিয়ম হইয়া গেল, ভবিষ্যতে যখনই কেহ রাজা হইবেন, ম্যাক্‌ডফের বংশধর তাঁহার মাথায় রাজমুকুট পরাইয়া দিবেন। রাজপুতানার মেবার-রাজ্যেও নিয়ম আছে যে, রাণার অভিষেকের সময় একজন ভীল রাজটীকা পরাইয়া দিবে; কারণ, একজন ভীল আপন অঙ্গুলী ছেদন করিয়া মেবার-রাণাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বাপ্পার ললাটে রক্তটীকা আঁকিয়া দিয়াছিল।

ইহার পর হইতে বরাবর এই রকমেই রাজার অভিষেক হইয়াছিল। পরে এক সময় আসিল, তখন স্কটলণ্ডের ঘোর দুর্দ্দিন। ইংলণ্ডের রাজা স্কটলণ্ড জয় করিয়া লইলেন। ইংলণ্ডের লোকই স্কটলণ্ড শাসন করিতে লাগিল। এই সময় স্কটলণ্ডের এক সামন্ত ভাবিলেন, তিনি ইংরাজদের তাড়াইয়া দিয়া

* এই দুষ্ট রাজার নাম ম্যাক্‌বেথ। মহাকবি সেক্‌সপীয়র-রচিত ম্যাক্‌বেথ-নামে একখানি ইংরাজী নাটক আছে। পরলোকগত বিখ্যাত নাটককার গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাহার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। ম্যাক্‌বেথ-নাটকে ম্যাক্‌বেথ ও তাঁহার পত্নীর জীবনের ঘটনাগুলি বেশান হইয়াছে।

জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া ম্যাক্‌বেথের আখ্যা-য়িকা লিখিত। প্রকৃতপক্ষে ম্যাক্‌বেথ দুরাচার ছিলেন না রাজা হইয়া তিনি সুশাসন ও ন্যায়-পরায়ণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজ-সিংহাসনে বৃদ্ধ রাজার অপেক্ষা তাঁহার অধিকার অনেক বেশী ছিল। বৃদ্ধ রাজাকে তিনি নিজ হস্তে নিহত করেন নাই। বৃদ্ধ-রাজা বিদেশীয় শত্রু-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া একস্থানে আশ্রয় লইলে ম্যাক্‌বেথ সেইস্থানে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করেন। ম্যাক্‌বেথ-পত্নীর পূর্ব্বপুরুষ স্কটলণ্ডের রাজা ছিলেন, কিন্তু তিনি বৃদ্ধরাজার মাতামহ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি ম্যাক্‌বেথ-পত্নী জাতক্রোধ ছিলেন।

রাজা হইবেন্। স্কটলণ্ডের রাজবংশের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল। একদিন তিনি আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইঁহার নাম রবার্ট ব্রুস্।

কিন্তু তাঁহার রাজ্যাভিষেক কেমন করিয়া হইবে? দেশের যাঁহারা গণ্যমান্য নেতা, তাঁহারা সকলেই ইংলণ্ডের ভয়ে শশব্যস্ত। কেহ কেহ ইংলণ্ডরাজের অনুগতও ছিলেন। ম্যাক্‌ডফের বংশধরের সাহস হইল না যে, রবার্টের মাথায় মুকুট তুলিয়া দেন। তাঁহার ভগিনী ইসাবেলা কিন্তু ভীত হইলেন না। ম্যাক্‌ডফের বংশে তাঁহার জন্ম, তিনি বংশের মান, রাজার মান ও দেশের মান রাখিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার স্বামী ইংলণ্ডের দলে ছিলেন। ভ্রাতার অমতে এবং স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই নির্ভীকা রমণী আপন কর্ত্তব্যপালন করিলেন,—গির্জ্জায় গিয়া রবার্টের শিরে মুকুট পরাইয়া দিলেন।*

রবার্ট রাজা হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার সেরূপ সৈন্যবল ছিল না, ইংরাজ-সৈন্যের নিকট তিনি পরাজিত হইলেন। তিনি মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহের মত পাহাড়ে আশ্রয় লইলেন, আর সুযোগ পাইলেই শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতেন। ইংলণ্ডরাজ তাঁহার শত্রুদিগের মধ্যে যাঁহাদিগকে ধরিতে পারিলেন, তাঁহাদিগকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। যে সাহসী মহিলা পিতৃকুলের মর্য্যাদা ও অধিকার রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারও শাস্তি হইল। ইংলণ্ডের উত্তরে একটি নগরে তাঁহাকে লৌহ পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখা হইল।

এই দুঃসময়ে রবার্টের সহিত কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচর ছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসী ও সর্ব্বাপেক্ষা বীর ছিলেন ডগ্‌লাস্ নামে এক সেনাপতি। ডগ্‌লাস্ যে শুধু যুদ্ধ করিতে জানিতেন, তাহা নহে, নারীর প্রতি যথার্থ সম্মান দেখাইতেও তিনি জানিতেন। রাজ-সৈন্যের সহিত অনেকগুলি মহিলা ছিলেন। খাদ্যের অভাব হইলে তিনি তাঁহাদের জন্য শিকার করিয়া আনিতেন এবং তাঁহাদের কষ্ট ভুলাইবার জন্য নানারূপ গল্প করিয়া তাঁহাদের চিত্তবিনোদন করিতেন। রাজা রবার্টের নিকট কয়েকখানি গল্পের পুস্তক ছিল,—তিনি অবসর-মত সেইগুলি পড়িয়া সকলকে শুনাইতেন।

রাজা রবার্ট অনেক দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন,—কিন্তু ভাগ্যদেবী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না ছিলেন। একদিন তিনি সঙ্গিহীন অবস্থায় বনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া একটি কুটীরে উপস্থিত হ'ন। কুটীরে একটি বৃদ্ধা বাস করিত। বৃদ্ধার সহিত কথাবার্ত্তায় তিনি বুঝিলেন, তাহার হৃদয় রাজভক্তিতে পূর্ণ। তিনি নিজের পরিচয় দিলেন। বৃদ্ধা রাজার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইল। সে নিজের দুই পুত্রকে ডাকিয়া আনিল এবং তাহাদিগকে রাজার অনুগামী হইতে বলিল। সে যে ইচ্ছা করিয়া পুত্র-দুইটিকে বিপদের মুখে তুলিয়া দিতেছে, তাহা একবারও ভাবিল না। কি প্রগাঢ় রাজভক্তি! মাতার আদেশে পুত্র-দুইটি নতজানু হইয়া রাজার নিকট প্রতিজ্ঞা করিল যে, তাহারা কখনও তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে না। শত বিপদের মধ্যেও বীর-জননীর বীর পুত্রগণ আপনাদের প্রতিজ্ঞা ও জননীর আদেশ ভুলে নাই।

* স্কিহদী-রচিত উপন্যাস-লেখিকা মেরী ষ্টাওয়ার্ট-প্রণীত 'দি ডেজ্ অফ্ ব্রুস্' (ব্রুসের সময়ের কথা)-নামক উপন্যাসে এই রমণীর বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

কিছুকাল পরে রবার্ট ইংরাজগণকে হারাইয়া দিয়া আবার স্কট্‌লণ্ডের স্বাধীন রাজা হইলেন। প্রভুভক্ত বীর ডগ্‌লাস্ তাঁহার সিংহাসনের পার্শ্বে অটল স্তম্ভের মত সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিতেন। প্রভুভক্তির জন্য ডগ্‌লাস্ বংশ চিরকাল প্রসিদ্ধ ছিল। পরে তাঁহার বংশের দুই-এক জন পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি ভুলিয়া রাজার বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু লোকে তাঁহাদের কথা মনে রাখে নাই; মনে রাখিয়াছে সেই প্রথম ডগ্‌লাসের কথা, যিনি রাজার শেষ অনুরোধ রাখিবার জন্য হাসিমুখে মরণকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।†

রবার্টের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। স্কট্‌লণ্ডে আবার গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। স্কট্‌লণ্ডের প্রাচীন রাজবংশের একজন কুমার ইংলণ্ডের সাহায্যে স্কট্‌লণ্ডের রাজা হইলেন। রবার্টের পুত্রের অধীনে অতিসামান্য অংশই থাকিল—মাত্র চারিটি দুর্গে তাঁহার পতাকা উড়িতেছিল। নূতন রাজা ও তাঁহার ইংরাজ-সৈন্য এই দুর্গ-কয়টি অধিকার করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। দুর্গগুলির মধ্যে দুইটি দুর্গ রমণীর বীরত্বে রক্ষিত হইল। একটি রক্ষা করিলেন রাজা রবার্ট ব্রুসের ভগিনী; আর একটি রক্ষা করিলেন, দুর্গাধিপের বীর পত্নী। ইনি রাজা রবার্টের এক ভগিনীর পৌত্রী। ইহার পিতা বীরত্ব ও স্বদেশ-ভক্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন এবং ইনিও পিতার ঐ গুণ-দুইটি পাইয়াছিলেন।

একজন ইংরাজ সামন্ত এই মহিলার কেল্লা ঘেরাও করেন। তখন কামান-বারুদের প্রচলন হয় নাই, কিন্তু প্রকাণ্ড যন্ত্রের সাহায্যে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড নিঃক্ষেপ করিয়া প্রাচীর ধ্বংস করিবার চেষ্টা হইত। যখন ইংরাজ-সেনা এইরূপ পাথরের গোলা ছুড়িত, এই বীর রমণী সখীগণের সহিত আমেদনগরের চাঁদ-সুলতানার ন্যায় দুর্গ-প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতেন এবং যেখানে ঐ গোলা আসিয়া পড়িত, সেই স্থান একখণ্ড পরিষ্কার বস্ত্রের দ্বারা মুছিয়া দিতেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, ইংরাজগণকে বুঝাইয়া দেওয়া যে, সামান্য ধূলা উড়ান ছাড়া তাহাদের পাথরের গোলা প্রাচীরের আর কোন অনিষ্ট করিতে পারে না এবং যে-টুকু ধূলা উড়ে, তাহা একখণ্ড বস্ত্রের দ্বারা অনায়াসে মুছিয়া দিতে পারা যায়।

প্রায় পাঁচ মাস যুদ্ধ করিয়া ইংরাজ সেনাপতি কিছু করিতে পারিলেন না। বীর রমণী তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন,—এমন কি তিনি এরূপ কৌশল-জাল পাতিয়াছিলেন যে, আর একটু হইলেই ইংরাজ সেনা-নায়ক বন্দী হইতেন। নূতন সৈন্য দুর্গ রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইলে ইংরাজ-সৈন্য বিফলমনোরথ হইয়া চলিয়া গেল।

দুর্গগুলি রক্ষা হইল। ফলে স্বদেশভক্ত সৈন্যগণের সাহস বাড়িয়া গেল। রবার্টের পুত্র পুনরায় সমস্ত স্কট্‌লণ্ডের রাজা হইলেন।

† রবার্টের ইচ্ছা ছিল, পুণ্যতীর্থ জেরুসালেম দর্শন করেন। সে ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিয়া যখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন, তখন বন্ধু ডগ্‌লাস্‌কে অনুরোধ করেন, যেন তিনি রাজার হৃৎপিণ্ড জেরুসালেম লইয়া যান। রবার্টের মৃত্যুর পর ডগ্‌লাস তাঁহার হৃৎপিণ্ড একটি আধারে লইয়া কয়েক শত সঙ্গীর সহিত যাত্রা করেন, কিন্তু পথিমধ্যে একস্থানে যুদ্ধে নিহত হন। যখন তাঁহার মৃতদেহ বাহির হইল, তখন দেখা গেল, তিনি সেই আধারটি বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আছেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর রবার্টের দৌহিত্র-বংশ রাজত্ব করেন।

বর্ত্তমান সময়ের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে স্কটলণ্ডে আবার গোলযোগ ঘটিল। তখন যিনি রাজা ছিলেন, তিনি রাজ-কার্য্য কিছুই দেখিতেন না। তাঁহার ভাই-ই সর্ব্বে-সর্ব্বা ছিলেন। ভাইয়ের ইচ্ছা, তিনি আপনি রাজা হ'ন। দিন-রাত্ তিনি সেই চেষ্টাই করিতে লাগিলেন। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকিতেন। একদিন যুবরাজ খুড়ার হস্তে বন্দী হইলেন। একটি কারাগারে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। জল বা খাদ্য কিছুই তাঁহাকে দেওয়া হইত না। উদ্দেশ্য, তাঁহাকে না খাইতে দিয়া মারিয়া ফেলা। যুবরাজের কাতরোক্তি শুনিতে পাইয়া একটি স্ত্রীলোকের মনে দয়া হইল। সে নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক, কিন্তু তাহার অন্তঃ-করণ ছিল দেবীর মত। সে বস্ত্রের মধ্যে খুব পাতলা বালির রুটি করিয়া লুকাইয়া আনিত এবং কারাগারের জানালার গরাদের ভিতর দিয়া ফেলিয়া দিত। পান করিবার জন্য জল আনিবার সুবিধা হইত না। আর একটি স্ত্রীলোক জানালার গরাদের ফাঁকে আপনার স্তন প্রবেশ করাইয়া দিত, হতভাগ্য যুবরাজ সেই দুগ্ধ পান করিয়া তৃষ্ণা মিটাইতেন।

রমণী-দুইজনের এত চেষ্টা সত্ত্বেও রাজ-পুত্রের প্রাণ-রক্ষা হইল না। প্রহরীরা সমুদায় ব্যাপার জানিতে পারিয়া রমণীদের আসা বন্ধ করিয়া দিল। যুবরাজ অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলেন।*

রাজা যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের এই শোচনীয় মৃত্যুর কথা শুনিলেন, তখন তিনি কনিষ্ঠপুত্রের জন্য ভাবিয়া আকুল হইলেন। কনিষ্ঠ রাজপুত্র তখন বালকমাত্র। তাঁহাকে একটী জাহাজে তুলিয়া ফরাসী-দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, পাছে শত্রু তাঁহাকেও মারিয়া ফেলে। সে-জাহাজ ফরাসী-দেশে পৌঁছায় নাই। মধ্য-পথে একখানি ইংরাজ-জাহাজ তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। তখন ইংলণ্ডের সহিত স্কটলণ্ডের সদ্ভাব ছিল না। ইংলণ্ডের রাজার আদেশে যুবরাজ একটি দুর্গে বন্দী থাকিলেন। ইনি পরে স্কটলণ্ডের রাজা হ'ন। তখন ইঁহার নাম হইয়াছিল প্রথম জেমস্।

রাজপুত্র বন্দী রহিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতি কোন দুর্ব্ব্যবহার করা হইল না। তাঁহার শিক্ষার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এই শিক্ষার ফলে তিনি একজন সুকবি হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রায় উনিশ বৎসর তিনি বন্দী অবস্থায় ছিলেন। একদিন তিনি দুর্গের জানালা হইতে দেখিলেন, নীচে বাগানে একটি রমণী ভ্রমণ করিতেছেন।† তাঁহার ভাবী পত্নীকে তিনি এই প্রথম দেখিলেন। সে রমণীর নাম জেন, ইংলণ্ডের তিনি রাজার আত্মীয়া। তাঁহাদের বিবাহের পরে যুবরাজ পত্নী জেনের সহিত স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। সকলে ভাবিল, এইবার দুইজাতির মধ্যে সদ্ভাব চিরস্থায়ী হইবে।

* সুপ্রসিদ্ধ স্কটলেণ্ড-বাসীর ঔপন্যাসিক সার ওয়াল্টার স্কট-প্রণীত 'কেয়ার্ ম্যেড্ অব পার্থ' (পার্থ-নগরের সুন্দরী কুমারী)-নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসে দুর্ব্বরাজের মৃত্যুর লোমহর্ষণ কাণ্ড বর্ণিত আছে।

† জেমস্ আপনার প্রণীত 'কিংস্ কোয়ের' (রাজার পুস্তক) এ তাঁহার প্রণয়-কাহিনী সুললিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

স্কটলণ্ডে তখন ঘোর অরাজকতা। যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করিতেছিল। সবল দুর্ব্বলের উপর অবাধে অত্যাচার করিয়া যাইতেছিল। স্বার্থপর সামন্তের দল এ-বিষয়ে প্রধান অপরাধী। রাজা হইয়া জেম্‌সের প্রধান উদ্দেশ্য হইল, দেশে শান্তি-স্থাপন করা। তিনি সামন্তগণকে দমন করিবার চেষ্টা পাইলেন, ফলে, অনেক সামন্ত তাঁহার পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন।

মানবের শোণিত-পিপাসা কখনও নিবৃত্ত হয় না। রক্ত-লোলুপ পশুর ন্যায় সে হত্যার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। এই সময় রক্ত-পাতের যুগ। কার্য্য যতই ঘৃণিত, যতই নিষ্ঠুর হউক্ না কেন, মানব কিছুতেই পশ্চাৎপদ্ হইত না। পৃথিবীর এই অন্ধকার যুগে কতিপয় রমণীর মহত্ত্ব নৈশ-গগনে শুক্ক-তারার ন্যায় জ্বল্ জ্বল করিতেছে। দুইজন সামান্য স্ত্রীলোক জেম্‌সের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণরক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল, কিন্তু ইতিহাস তাহাদের সে-চেষ্টার কথা ভুলে নাই। প্রদীপ-শিখার নিম্নেই অন্ধকারের পুঞ্জ। হিংস্র মানবচিত্তের নিকটে থাকিয়া সে স্বর্গীয় দৃশ্য তাহাকে আরও ভীষণা করিয়া তুলিয়াছে। ১৬৩৭খৃষ্টাব্দে স্কটলণ্ডে যে পৈশাচিক হত্যার অভিনয় হইল, তাহার মধ্যেও নারী আপনার মহিমায় আপনি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, আর হত্যাকারী দানবদলের পাপ-কালিমা আরও গাঢ়তর হইয়া রহিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

পুস্তক-সমালোচনা।

অতীতের ব্রাহ্ম-সমাজ।—শ্রীযুক্ত ত্রৈলোকানাথ দেব কর্ত্তৃক প্রণীত ও ১৪ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।—

গ্রন্থকার তাঁহার অতীত জীবনে ব্রাহ্ম-সমাজে যাহা যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই তাঁহার এই বার্দ্ধক্যপ্রপীড়িত জরাজীর্ণদেহে অতীব সরল ও সুললিত ভাষায় এই গ্রন্থে বিংশতি অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছেন। আদর্শ স্বার্থত্যাগী ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের সম্মিলনে কিরূপে ব্রাহ্মসমাজ এতদ্দেশে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া শক্তিসম্পন্ন হইল এবং বর্ত্তমান সময়ে কিজন্যই বা ইহা ইহার তাদৃশ-আকর্ষণী-শক্তি হারাইয়া ফেলিতেছে, তাহা তিনি কতিপয় প্রাচীন ধর্ম্মাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবন-বিবৃতি ও নিজ অভিজ্ঞানলব্ধ উপলব্ধি দ্বারা দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার পুস্তক পাঠে ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্কীর্ণতা তিরোহিত হইয়া যায় এবং তদানীন্তন ঈশ্বরপ্রেমিকদিগের জীবনালেখ্য হইতে ব্রাহ্মসমাজ যে উদার সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম প্রচার করিতে ব্রতী হইয়াছেন, তাহার আদর্শ ফুটিয়া উঠে। গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত গভীর ভক্তিসহকারে লিখিত এবং পরমহংসদেব, ব্রহ্মানন্দ, ৺উমেশচন্দ্র প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মার সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণের অজ্ঞাত বিষয় ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া গ্রন্থকার যে প্রতিকৃতিগুলি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকখানিই অতিশয় মূল্যবান্ ও আদরের সামগ্রী। আমরা আশা করি, এই গ্রন্থপাঠে প্রত্যেক ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী নিজ নিজ জীবনের আদর্শের সহিত প্রাচীন আদর্শের তুলনা করিয়া সবিশেষ উপকৃত হইবেন্ এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণের উদ্যম, বিশ্বাসবিবেক, নিঃস্বার্থতা ও সফলতা নিরীক্ষণ করিয়া স্ব স্ব গন্তব্য পথ নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন্; এবং জাতীয় জীবনের এই নব জাগরণের দিনে, সত্যানুরাগ, স্বার্থত্যাগ, ক্লেশ-সহিষ্ণুতা ও প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়া, দেশবাসী হৃদয়ে বল লাভ করিবেন্। পুস্তকের মুদ্রণ-পারিপাট্য বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। মূল্য ১৲ (এক টাকা মাত্র)।

সীলেট চূণ।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না ;
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকালস্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

ফিলিপ্রণ এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানেজিং এজেন্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।

৪ নং ফেয়ারলি প্লেস্, কলিকাতা।

পাঁচ শত পৃষ্ঠা। সম্পূর্ণচিত্র

জীবন সংগ্রাম

চতুর্থ সংস্করণ ! চতুর্থ সংস্করণ ! চতুর্থ সংস্করণ !

উপন্যাস-জগতের মরকতমণি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের পবিত্রতার পুণ্য কাহিনী, পল্লীগ্রামের স্বচ্ছ অনাবিল ঘরের কথার সুন্দর ফটোগ্রাফ রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "জীবন-সংগ্রাম" খানি আজ কয়েক মাস একবারে নিঃশেষিত হওয়ায় চতুর্থ সংস্করণ ছাপা হইতেছিল। আজ অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি, "জীবন-সংগ্রাম" পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তক-পাঠে গৃহিণী আদর্শ গৃহিণী হইবেন, বধূ গৃহলক্ষ্মী হইবেন, পুত্র পৌত্র ভ্রাতার চরিত্র গঠিত হইবে ও সংসারে সরল পথে থাকিয়া বিঘ্নকে পরাস্ত করিয়া জীবন-সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারিবেন। মূল্য ১৸০ এক টাকা বার আনা। মাশুল ৵০ আনা

Amritabazar Patrika বলেন— • • • The characters are deliniated in such a manner as to make them not only attractive, but highly instructive, to the reader. • • •

Bengali বলেন—It purports to give a picture of the social life of the Bengalee Hindus and we have no hesitation in saying that he has spared no pain to avail himself of every possible • • • making the book up to the mark.

হিতবাদী বলেন—বালক, যুবা এবং তাহাদের অভিভাবক-বর্গকে আমরা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। শরৎকুমারীর চরিত্র অপূর্ব্ব। • • •

"বঙ্গবাসী"—গ্রন্থ-প্রণয়নের উদ্দেশ্য সাধু। পড়িতে পড়িতে অনেকস্থলে চক্ষে জল আইসে। • • • ভাতৃপ্রেম পড়িবার জিনিস।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন :—ঘটনাবলী মনোরম, চিত্তাকর্ষক পরন্তু শিক্ষাপ্রদ বটে। নায়িকা তুলসীবালার চরিত্র সংসারের আদর্শনীয়।

মোহাম্মদী কি লিখিয়াছেন দেখুন :—'জীবন-সংগ্রাম' জীবন-সংগ্রামেরই পথ-প্রদর্শক। • • • জহিরুদ্দিনের সরলতা ভাবিবার বিষয়।

বসুমতী :—ইহাতে এক শত বৎসরের বাঙ্গালীর সংসার, সমাজ, শিক্ষা, দীক্ষা, সাহস ও বলবীর্য্যের পরিচয় আছে। • • •

"পুরুলিয়া দর্পণ" :—জীবনসংগ্রাম বাঙ্গালা ভাষার উপাদেয় পুস্তক। হিন্দুত্বের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া মনে হয়, রামপদবাবু প্রকৃত হিন্দু ও শাস্ত্রদর্শী মহাপুরুষ।

মসজ্জ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান—রামমন্ত্রআশ্রম।

বৈদ্যনাথধাম—বৃন্দা। (ই, আই, আর)

বা. বো. বিজ্ঞাপন।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক্ রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় না। জবাকুসুম, তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলে গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন্। এক শিশি মূল্য ১৲ এক টাকা, ভিঃপিঃতে ১।৵০; তিন শিশির মূল্য ২॥০, ভিঃপিঃতে ২৸৵০। এক গ্রোস ১০৮৲।

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লীকষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদ-জনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

দেশীয় সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই সালসা সেবনমাত্রই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১॥০ দেড় টাকা, ভি পিতে লইলে মোট ২৵০ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অপূর্ব্বনীয় ব্যাপার ! রমণীরঞ্জন চুড়ী। অলঙ্কারের যুগান্তর।

মায়াপুরী মেটেল প্রস্তুত।

মায়াপুরী মেটেল প্রস্তুত।

যাহা হইবার নয়—যাহা কেহ কল্পনায় এ পর্য্যন্ত আনিতে পারেন নাই—সেই অসম্ভব সম্ভব হইতে চলিল। রমণীরঞ্জন চুড়ি এ-যাবৎ কেবলমাত্র গিনি-স্বর্ণেরই প্রস্তুত হইত—কেমিক্যাল বা অন্ততঃ কোনও ধাতুতে ইহা এ পর্য্যন্ত কেহই প্রস্তুত করিতে পারেন নাই; আমরা বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে ইহা প্রস্তুত করিয়াছি: কেমিক্যালের কিংবা অন্য ধাতুর সমস্ত চুড়িই সাধারণে ব্যবহার করিয়াছেন।* আমরা তাঁহাদিগকে একবার রমণীরঞ্জন চুড়ি এক সেট ক্রয় করিতে অনুরোধ করিতেছি। এক সেট পাঁচ টাকায় ক্রয় করিলে আপনার পাঁচ শত টাকার গিনির চুড়ির অভাব মোচন করিবে।

মূল্যাদি এক সেট ৮ গাছা ৫৲ পাঁচ টাকা।

"মায়াপুরী মেটেলের" লক্ষ লক্ষ প্রশংসাপত্রের মধ্যে একান্ত স্থানাভাবে কেবল কয়েকখানিমাত্র প্রকাশিত হইল।

সংবাদ পত্রের মতামত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"মায়াপুরি মেটেল" আবিষ্কৃত হইবার পর সমস্ত সংবাদপত্রে ইহার সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল। স্থানাভাবে কয়েক খানি মাত্র উদ্ধৃত হইল।

"হিতবাদী" সংবাদপত্র। • • দেখিতে ঠিক সোনার চুড়ির মত • • বহুদিন ব্যবহারেও রং নষ্ট হইবে না। কারণ ইহা গিলটি নহে, ধাতু-বিশেষের দ্বারা নির্ম্মিত।

"বঙ্গবাসী" সংবাদপত্র। • • মায়াপুরি মেটেলের অলঙ্কারের রং চিরদিন স্বর্ণের ন্যায় থাকিবে। কখন পালিস নষ্ট হইবে না। ইঁহাদের কারবারে প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা নাই।

"বসুমতী" সংবাদপত্র। • • আর কেহই এই পূজায় সময়ে বিলাতী চুড়ী কিনিবেন না। ইঁহাদের গহনার রং চিরস্থায়ী বলিলেও হয়। ইঁহাদের সোনার জিনিষগুলিও সুন্দর হইতেছে।

দৈনিক পত্র "সন্ধ্যা"—পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহাদের গহনার রং বহুকাল-স্থায়ী। ইহাদের কাছে ঠকিবার ভয় নাই; ইহাদের দোকানে মহাপূজার মহাব্যাপার।

"হাওড়া হিতৈষী" সংবাদপত্র লিখিয়াছেন—ইহা অবশ্য গহনা নহে। আসল গিনির গহনা ইহাদের গহনার কাছে হার মানিয়াছে। গহনার রং বহুকালস্থায়ী। জিনিষগুলি সুন্দর ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে।

"নায়ক" দৈনিকপত্র। চুড়ি বড় সুন্দর হইতেছে। বিলাতী চুড়ী ও কেমিকেল গহনার পরিবর্ত্তে সকলেরই ইহাদের গহনা ব্যবহার করা উচিত।

* এইচ, ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং, ১ নং নারাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম

ভারতের সেরা।

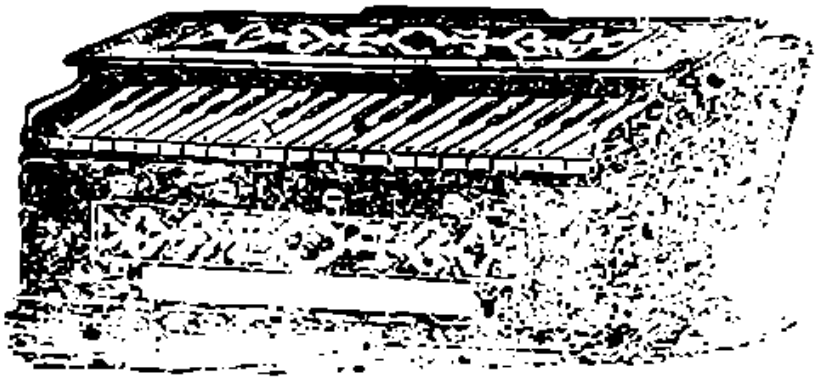

যাঁহারা শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম ব্যবহার করেন, তাঁহাদের কোনরূপ [illegible] হয় না। সুর নামিয়া যাওয়া, কিঁ কিঁ করা, চাবড়া বাহির হওয়া প্রভৃতি ব্যাপারে শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মকে দায়ী হইতে হয় না। এই সকল গুণের জন্যই শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মের এত আদর ও কাটতি

3 Oct. Single Reed, 4 stops	Rs.	20 & 25
,, Double 5		35,40&45
Other Varieties— from		50 to 300

হারমোনিয়ম-শিক্ষা Rs. 1 & 2

আলিবাবার গানের স্বরলিপি—১-৪

সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র, গ্রামোফোন, রেকর্ড, পিন প্রভৃতি আমরা বিক্রয় করি।

শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৪নং ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE

Sarat Ghose & Co.

CALCUTTA

গোল্ডেন ব্রেন পিল

ভারতবাসীর নিজস্ব।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

রোগীদের ভয়ঙ্কর বিনামূল্যে।

"গোল্ডেন ব্রেন পিল"

মাণিকতলা ষ্ট্রীট কোং।

ফোন ৩৪৭১, বে, প।

BAMABODHINI Patrika, No. 701. Registered No. C. 134. January, 1926.

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী

শ্রীমতী বাসন্তী দেবী লিখিয়াছেন,

"ইকনমিক জুয়েলারীর বীণাপাণি শাঁখা বড়ই সুন্দর হইয়াছে।"

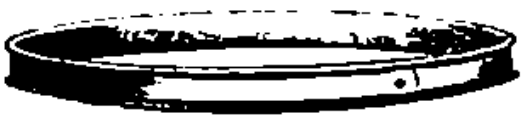

বীণাপাণি শাঁখা

উৎকৃষ্ট হাতরঙ্গের উপর গিল্টি সোণার মোড়া—

প্রমাণ ১ জোড়া ১৫৲, ছোট ৮৵০—১২৲০

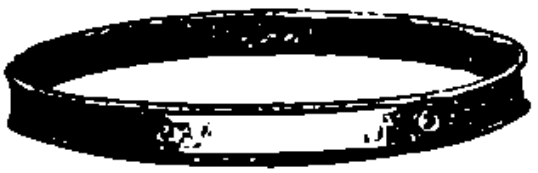

গৃহলক্ষ্মী শাঁখা

বিশুদ্ধ তামার উপর গিল্টি সোণার মোড়া—

প্রমাণ ১ জোড়া ১২৲, ছোট ৮৵০—১০৷৵০

শাঁখার চিত্রের মাপসহ অর্ডার করুন। 'ক্যাটালগ' চাহিলেই পাঠান হয়।

আবশ্যক হইলে ফেরৎ বা বদল করিয়া লইতে পারিবেন।

ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস্,

১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—খুলনা টাউন।

February Reg. No. C. 134.

৫৯ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা

ও সমালোচনী।

৺স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

মাঘ, ১৩২৮—ফেব্রুয়ারী, ১৯২২।

সূচী

অনুভব্য কবিতা)—	শ্রীমতী চারুলতা দেবী	৩০১
ইতিহাসে রমণী—	শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-টি	৩০৯
স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জন্মপত্রিকা—	৺অভয়কুমার মজুমদার, এম্-এ, জ্যোতিষসাগর	৩১৩
জন্মভূমির আহ্বান	রচনা—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	৩১৮
প্রাপ্তির চার (ঐতিহাসিক উপন্যাস)—	শ্রীযুক্ত———	৩২১
আমাদের খাদ্য—	শ্রীযুক্ত———	৩২৮
ভিন—	শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র আচার্য্য	৩৩০
প্রেমের শক্তি (গল্প)—	শ্রীযুক্ত———	৩৩২
উপদেশের ঝুড়ি—	শ্রীরামশর্ম্মা	৩৩৬
শোক-সংবাদ		৩৩৮
সরস্বতী-পূজা—	শ্রীযুক্ত———	৩৩৯

৫৯ নং অপার সার্কুলার রোড হইতে, কলিকাতা প্রেসে শ্রীঅমূল্যচরণ সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সরোজকুমার দত্ত, কর্ত্তৃক ৩৯ নং এন্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৷০

প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৵০ (চারি আনা) মাত্র।

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম

ভারতের সেরা।

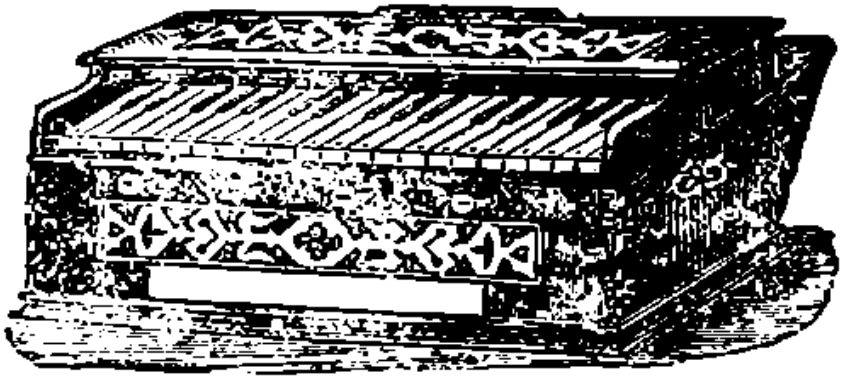

যাঁহারা শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম ব্যবহার করেন, তাঁহাদের কোনরূপ দুর্গতিতে হয় না। সুর নামিয়া যাওয়া, ঘিঁ ঘিঁ করা, হাওয়া বাহির হওয়া প্রভৃতি ব্যাপার শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মকে ধরে না বলিলেই হয়। এই সকল গুণের জন্যই শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মের এত আদর ও কাটতি।

3 Oct. Single Reed.	4 stops	Rs. 20 & 25
„ Double	5	35,40&45
Other Varieties—	from	50 to 300

হারমোনিয়ম-শিক্ষা Rs. ১ & ২
আলিবাবার গানের স্বরলিপি—১-৪

সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র, গ্রামোফোন, রেকর্ড, পিন প্রভৃতি আমরা বিক্রয় করি।
শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৪নং ডালহউসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE

Sarat Ghose & Co.

CALCUTTA

গোল্ডেন ব্রেন পিল

ভারতবাসীর নিজস্ব।
স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।
ব্রেন পিলের জন্মকথা বিনামূল্যে।
"গোল্ডেন ব্রেন পিল"
ম্যানুফ্যাকচারিং কোং।
কুণ্ডা, দেওঘর, (এস, পি)।

৩

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 702. February, 1922.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৯ বর্ষ। ৭০২ সংখ্যা।	মাঘ, ১৩২৮। ফেব্রুয়ারী, ১৯২২।	১২শ কল্প। ২য় ভাগ।

অনুভব।

মরমের মাঝে কাহার আহ্বান শুনি গো প্রাণের সখা,
দিবসে নিশীথে প্রতি পলে পলে কে দেয় আমারে দেখা!
সংসারের প্রতি-কর্ত্তব্যের মাঝে শুনি কা'র প্রিয়বাণী,
বিষাদিত হ'লে কে আসি' যতনে মুছায় আনন-খানি।
ধরণীর শত শোভার মাঝারে ভাসিছে প্রতিমা কা'র,
কা'র স্নেহনদী সতত উছলে, কে সে প্রেম-পারাবার!
কে আমারে সদা করিছে আদর, নিয়ত বাসিছে ভাল,
তমসার মাঝে মরমের তলে কে দেয় জ্বালিয়া আলো!
আমার নয়নে আমার পরাণে জাগিছে পরশ কা'র!—
সে যে তুমি সখা, সে যে তুমি নাথ, সে তুমি জীবন-সার!

শ্রীমতী চারুলতা দেবী।

ইতিহাসে রমণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জেম্‌সের মৃত্যুদিন ঘনাইয়া আসিল। তাঁহার উপর গ্রেহাম্-নামক এক সামন্তের মর্ম্মান্তিক ক্রোধ হইয়াছিল। তিনি রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্য-ক্রমে রাজা একদিন পার্থ-নগরে যাইবেন বলিয়া যাত্রা করিলেন। সঙ্গে রাণী জেন, তাঁহার সহচরীগণ ও রাজার দেহরক্ষী সৈন্য। পথে একজন পাহাড়িয়া স্ত্রীলোক তাঁহাদের নদী

পায় হইয়া পার্থে যাইতে নিষেধ করিল। রাজা তাহার কথা ভাল বুঝিতে না পারিয়া এবং বুঝার কোন চেষ্টাও না করিয়া অগ্রসর হইলেন। নগরে পৌঁছাইলে পর সন্ধ্যাকালে আবার সেই রমণী রাজার আবাস-দ্বারে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিল। তখন অসময়, সাক্ষাৎকার হইল না; রমণী আক্ষেপ করিতে করিতে চলিয়া গেল,—"হায় হায়! আর রাজাকে জীবিত দেখিব না!"

ক্রমে রাত্রি হইল। রাজা প্রফুল্লচিত্তে রাণীর সহিত গল্প করিতেছিলেন, পার্শ্বে সখীর দল দণ্ডায়মান। সহসা প্রাঙ্গণে মশালের আলোক জ্বলিয়া উঠিল। নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা শোনা গেল। রাজা বুঝিলেন শত্রু আসিয়াছে। পাহাড়িয়া স্ত্রীলোকটীর সাবধান-বাণী মনে পড়িল; কিন্তু তখন আর সময় নাই। দেহরক্ষী সৈন্যদল দূরে ছিল; কারণ রাজার আবাস-গৃহে স্থান হয় নাই। জেম্‌স্ কক্ষগুলির দ্বার বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারিগণের মধ্যেও কেহ কেহ বিশ্বাসঘাতক ছিল। তাহারা দ্বারের অর্গলগুলি সরাইয়া রাখিয়াছিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজা কক্ষতলের একখণ্ড তক্তা তুলিয়া নিম্নে অবতরণ করিলেন। ডগ্‌লাস্-বংশের ক্যাথারিন্ নামে এক রমণী এইবার প্রভুভক্তির চরম দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। কক্ষদ্বারের লৌহ অর্গল ছিল না, তিনি আপন হস্ত অর্গলের পরিবর্ত্তে নিয়োজিত করিলেন। সে দুর্ব্বল হস্ত শোণিত-পিপাসু বিশ্বাসঘাতকের প্রবেশ-রোধ করিতে পারিল না। দ্বার খুলিয়া গেল; ক্যাথারিন্, অচৈতন্য হইয়া ভগ্ন-রক্তাক্ত-হস্তে পার্শ্বে পড়িয়া রহিলেন।* রাণী হত্যাকারিগণকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু তিনিও আহত হইলেন।† কেহ কেহ তাঁহাকেও হত্যা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রেহামের পুত্র বলিলেন, "রাণীকে হত্যা করিয়া কি হইবে! রাণী স্ত্রীলোক। রাজাকে খুঁজিয়া বাহির কর।"

হত্যাকারীর দল রাজাকে খুঁজিয়া বাহির করিল এবং তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিল। গোলযোগ শুনিতে পাইয়া রাজার দেহরক্ষিগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ছুটিয়া আসিতেছিল। বিশ্বাসঘাতকগণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে; তাহারা পলায়ন করিল। কিন্তু তাহাদের প্রাণ-রক্ষা হইল না। ভগবানের দেওয়া শাস্তি আসিতে বিলম্ব করে, কিন্তু সে শাস্তি এক দিন না এক দিন নিশ্চয়ই আসে। এ-ক্ষেত্রে শাস্তি অতিশীঘ্র আসিল। ষড়যন্ত্রকারিগণ পলায়নের সময় আক্ষেপ করিয়াছিল যে, তাহারা রাণীকে হত্যা করে নাই। রাণী এইবার ভগবানের দণ্ডের অস্ত্র হইলেন। প্রতিহিংসার তীব্রজ্বালায় তিনি অন্ধ হইয়াছিলেন। যে অনল তাঁহার হৃদয়ে জ্বলিতেছিল, তাহাতে হৃদয়ের নারীসুলভ কোমলবৃত্তিগুলি পুড়িয়া ছাই হইল। হত্যার অল্পদিনের মধ্যেই বিশ্বাসঘাতকগণের অধিকাংশ মৃত

* কবি রোসেটি তাঁহার 'কিংস্ ট্রেজেডি' ('রাজার বিয়োগ') নামক কাব্যে ক্যাথারিনের মুখ দিয়া ঘটনাটি বলাইয়াছেন।

† মৃত্যুর বহু পূর্ব্বে জেম্‌স্ তাঁহার কবিতা-পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাঁহাতে তিনি পত্নীর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "(যিনি) স্বামীর প্রাণ মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন।" মানবের কল্পনা কখন কখন এইরূপ বাস্তবে পরিণত হয়

হইল এবং যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত করিয়া অতীব নিষ্ঠুরতার সহিত তাহাদের প্রাণবধ করা হইল।

ক্যাথারিন্ ডগলাস্ পরে আলেকজাণ্ডার লণ্ডেল্-নামক এক ভদ্রলোককে বিবাহ করেন। রাজার প্রাণ-রক্ষা করিবার জন্য "বার্" অর্থাৎ অর্গল-রূপে আপন হস্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে ডগ্‌লাস্ বংশের এই সাহসী বিধবা দুহিতাকে 'ব্যারল্যাস্' বলিত। তাঁহার বংশধরগণ স্কটলণ্ডে ব্যারল্যাস্ উপাধি ধারণ করিতেছেন। তাঁহাদের নীল-মোহর, যান, বসন, ভূষণ প্রভৃতিতে বংশ-গৌরবের চিহ্নস্বরূপ একটী ভগ্ন হস্ত অঙ্কিত রহিয়াছে।

প্রথম জেম্‌সের পর জেম্‌স্ নামে কয়েক জন রাজা পর পর স্কটলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহাদের বংশকে ষ্টুয়ার্ট বংশ বলা হয়। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ রাজা রবার্ট ব্রুসের কন্যাকে বিবাহ করিয়া স্কটলণ্ডের রাজবংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন। ফলে তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণ স্কটলণ্ডের সিংহাসনে বসিবার অধিকার পান।

স্কটলণ্ডের রাজা পঞ্চম জেম্‌স্ ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভগ্নহৃদয়ে রোগ-শয্যায় শয়ন করেন। সেই শয্যাই তাঁহার অন্তিম শয্যা। রাজা মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় সংবাদ আসিল, রাণী একটি কন্যা-সন্তান প্রসব করিয়াছেন। রাজার বড় আশা ছিল যে, পুত্র জন্মিবে এবং সেই পুত্র তাঁহার অবর্ত্তমানে সিংহাসনে বসিবে। কন্যা জন্মিয়াছে শুনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি কহিলেন, "আমাদের রাজমুকুট রমণী হইতেই আসিয়াছিল, রমণীর সহিতই তাহা চলিয়া যাইবে।" মরণ-পথের যাত্রী রাজার আশঙ্কা আংশিকভাবে ফলিয়াছিল।

রাজকন্যা মেরী কুক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতুল রূপগুণের অধিকারিণী হইয়াও তিনি জীবনে অতি অল্প দিনই সুখ-ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন শিশু, তখনই তাঁহার জন্য স্কট ও ইংরাজ, দুই জাতির মধ্যে সংগ্রাম বাধিয়া গেল। ইংলণ্ড হইতে এক-দল সেনা প্রেরিত হইল,—ইচ্ছা, রাণী মেরীকে লইয়া গিয়া ইংলণ্ডের বালক রাজার সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়া হইবে। স্কটদিগের এ বিবাহ-দানে বিশেষ কোন আপত্তি ছিল না; কিন্তু এরূপ সশস্ত্র ইংরাজ-দল দেখিয়া তাহারা ক্রুদ্ধ হইল। তাহারা যুদ্ধ করিল। যুদ্ধে জয়ী হইয়াও ইংরাজসৈন্য রাণীকে পাইল না। স্কটেরা জাহাজে করিয়া তাঁহাকে ফ্রান্সে পাঠাইয়া দিল। ইংলণ্ডের শত্রু বলিয়া ফ্রান্সের সহিত স্কটলণ্ডের বরাবর মিত্রতা ছিল। আর মেরীর মাতা নিজে ফরাসী-দুহিতা ছিলেন। যে কয়েক বৎসর মেরী ফরাসী-দেশে অতি-বাহিত করিয়াছিলেন, সেই কয়টাই তাঁহার সুখের বৎসর।

সেকালে তাঁহার তুল্য রূপবতী মহিলা দেখা যাইত না। তাঁহার ব্যবহার ও কথা-বার্ত্তায় অহঙ্কারের লেশ থাকিত না। তিনি কয়েকটি বিভিন্ন ভাষা জানিতেন এবং রাজকার্য্য বেশ বুঝিতেন। তিনি অশ্বারোহণে পটু ছিলেন এবং তাঁহার হৃদয়ে সাহসের অভাব ছিল না। এক সময়ে তিনি আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর তাঁহাকে পুরুষ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই; যদি তিনি পুরুষ হইতেন, তাহা

হইলে বর্ম্ম চর্ম্ম ও তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিতে পারিতেন।

মেরী যখন স্কটলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেশের লোক তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর ও অভ্যর্থনা করিয়াছিল। শৈশব ও যৌবনের 'স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' সোণার ফরাসী-দেশ ত্যাগ করিবার সময় তাঁহার প্রাণে যে ব্যথা লাগিয়াছিল, স্বদেশে প্রত্যাগমনের মধ্যে আসিয়া তিনি তাহার কিছু ভুলিলেন। সকলের অনুরোধে তিনি আবার বিবাহ করিলেন। এই বিবাহই তাঁহার কাল হইল। তাঁহার স্বামী উচ্চবংশের সন্তান ও রূপবান্ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তর অতিনীচ ছিল। স্বামি-স্ত্রীতে মনোমালিন্য ঘটিল, স্বামী কতকগুলি সামন্ত একত্র করিয়া মেরীর চক্ষুর সম্মুখে মেরীর এক প্রিয় কর্ম্মচারীর প্রাণবধ করাইলেন। হত্যা-কারিগণের উপর রাণীর দারুণ রোষ হইল। তিন মাস পরে তাঁহার এক পুত্র সন্তান হয়। এই শিশু ভবিষ্যতে ষষ্ঠ জেম্‌স্ নামে স্কটলণ্ডের রাজা হন্ এবং পরে ইংলণ্ডের প্রথম জেম্‌স্ হইয়া দুইটি দেশকে এক রাজছত্রের অধীন করেন।

রাজার মঙ্গলের জন্য মেরী অধিকাংশ হত্যাকারিগণকে ক্ষমা করেন। কিন্তু স্বামীর সহিত মনোমালিন্য ঘুচিল না। তাঁহার স্বামীর অপঘাত মৃত্যু ঘটিল। লোকে তাঁহার স্বামীর হত্যাকারী বলিয়া যে সামন্তকে সন্দেহ করিল, তিনি একদিন মেরীকে পথিমধ্যে বন্দী করিয়া আপন দুর্গে লইয়া গেলেন। কিছুদিন পরে মেরী সেই ব্যক্তিকে বিবাহ করিলেন। প্রজাগণ রাণীর উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইল। সকলে নানারূপ সন্দেহ করিতে লাগিল। এখনও সে সন্দেহ-ভঞ্জন হয় নাই এবং মেরীর অপরাধ কতটুকু এখনও তাহা ভালরূপে প্রমাণিত হয় নাই। ফলে, সুলতানা রিজিয়ার ন্যায় মেরী সিংহাসন-চ্যুত হইলেন; তাঁহার জীবন-হানি হইল না। তাঁহার শিশুপুত্র স্কটলণ্ডের রাজা হইলেন।

মেরী বন্দিনী অবস্থায় কিছুকাল বাস করিয়া পলায়ন করেন * এবং কতিপয় অনুগত সামন্তের সাহায্যে সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ পরাজিত হইয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় লন। ইংলণ্ডে বন্দিনী-রূপে উনিশ-বৎসরকাল থাকার পর ইলণ্ডের রাণীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। যিনি আশ্রয়-ভিক্ষা করিয়া ইংলণ্ডের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত কঠোর ব্যবহার করিয়া ইংলণ্ডের রাণী উদারতার পরিচয় দেন নাই। মেরীর শেষ জীবনের করুণ দুঃখকাহিনী পাঠ করিবার সময় তাঁহার গত জীবনের ভুল-ভ্রান্তির কথা মনে থাকে না। বীরবংশে তাঁহার জন্ম। মৃত্যুকালে তিনি যে নির্ভীকতা দেখাইয়াছিলেন, তাহা সেই বীরবংশের দুহিতারই উপযুক্ত।

কয়েক বৎসর পরে ইংলণ্ডের রাণীর মৃত্যুর পর মেরীর পুত্র ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বহুবৎসর পরে ইংলণ্ডের শেষ ষ্টুয়ার্ট রাজা বিতাড়িত হ'ন। তাঁহার পুত্র-পৌত্র পূর্ব্বপুরুষগণের রাজ্য উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় স্কটলণ্ডে আগমন করেন। ইংলণ্ড ও

* ঔপন্যাসিক সার্ ওয়াল্টার স্কটের 'আবট' (মঠাধ্যক্ষ) নামক উপন্যাসে মেরীর জীবনের কতক অংশ বর্ণিত হইয়াছে। কবি সুইন্‌বার্ণ তাঁহার নামকে মেরী ষ্টুয়ার্টের জীবন চিত্রিত করিয়াছেন।

ছটলণ্ড তখন বর্ত্তমান রাজবংশের অধীনে। রাজপুত্র যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। * ইংলণ্ডের সরকার ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, কেহ রাজপুত্রকে ধরাইয়া দিতে পারিলে ত্রিশ হাজার মোহর পুরস্কার পাইবে। রাজপুত্রের পক্ষ লইয়া যাঁহারা যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রাণদণ্ড হইতেছিল। রাজপুত্রের জীবন রক্ষা করিলেন একজন রমণী। চারিধারে রাজপুত্রের জন্য অন্বেষণ চলিতেছিল। তিনি রাজপুত্রকে আপনার অনুচরীর বেশে সাজাইয়া তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ্ স্থানে পৌঁছাইয়া দিলেন। ইহাতে তিনি যথেষ্ট সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। আর একজন ভদ্রলোক তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে সেই ভদ্রলোক তাঁহার স্বামী হ'ন। এই রমণীর নাম ফ্লোরা-ম্যাক্‌ডোনাল্ড্।

রাজপুত্র রক্ষা পাইলেন, কিন্তু তাঁহার পলায়নের সহায়তা করার অপরাধে ফ্লোরা-ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ লণ্ডন-দুর্গে কিছুদিন আবদ্ধ থাকেন। তিনি মুক্তিলাভ করিলে পর, বিলাতের ষ্টুয়ার্ট-বংশের প্রতি অনুরক্ত সমস্ত লোক তাঁহাকে সম্মান দেখাইতেন। ইংলণ্ডের তখন যিনি জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র, তিনিও আপন পত্নীর নিকট এই মহৎ কার্য্যের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, "যদি সেই হতভাগ্য রাজপুত্র ঐপ্রকার বিপদে পড়িয়া তোমার নিকট আসিত, তবে তুমিও কি ঐরূপ করিতে না? আমি নিশ্চয় জানি, তুমিও ঐরূপ করিতে।" যে মহানুভব রাজকুমার শত্রুর প্রাণরক্ষাকারীর সম্বন্ধে এইরূপ মহৎ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রপিতামহ।

শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়।

* স্যার্ ওয়াল্টার স্কটের 'ওয়েভার্লি' নামক উপন্যাসে যুবরাজের যুদ্ধকাহিনীর কতক অংশ বর্ণিত আছে।

স্বর্গীয় পুণ্যাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের

জন্ম-পত্রিকা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(১৩) ভাগ্য, ধর্ম্ম, ভক্তি, তপস্যা, বৈরাগ্য ইত্যাদি।—এই কয়টী ভাবই এই মহাত্মার জীবনের অতীব উৎকৃষ্ট ও বিশিষ্ট লক্ষণ। এই বিষয়ে এ-স্থলে একটু বিস্তৃত বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

(ক) ভাগ্য :—"চন্দ্রাদ্ বিলগ্নাচ্চক্রম্ নিরুক্তং ভাগ্যালয়ঃ * * ..." (ইতি শব্দ-হোরায়াম্)। চন্দ্র ও লগ্নের নবম স্থানে ভাগ্যের বিচার হয়। চন্দ্র লগ্নস্থ হওয়াতে চন্দ্র ও লগ্ন হইতে নবম ভাব একই রাশি। বর্ত্তমান স্থলে উহা বৃষরাশি। নবম ভাবের অধিপতি শুক্র পঞ্চম-ভাবস্থ, বলবান্, উচ্চনবাংশস্থ এবং অধিমিত্র-ক্ষেত্রস্থ। নবমভাবে বুধ ও বৃহস্পতির পূর্ণদৃষ্টি বিদ্যমান। উহাতে অন্য কোন অশুভ গ্রহের বিশেষ কোন দৃষ্টি নাই। অতএব নবমস্থান অতি নির্ম্মল ও মনোরম। পরন্তু

"শুভে বর্গোত্তমে লগ্ন বেশিস্থানে চ সদ্গ্রহে। অযুজেষু চ কেন্দ্রেষু কারকাখ্যগ্রহেষু চ॥ (বৃহজ্জাতকঃ)-এ স্থলে কেন্দ্রে চন্দ্র, মঙ্গল, রবি ও শনির অবস্থান হওয়াতে,—বিশেষতঃ—"বিলগ্ন-দ্যূনচিক্য-সুতোপগশ্চেদ্ বলান্বিতো যে নবমং প্রপশ্যেৎ। যস্ত প্রসূতৌ স তু ভাগ্যশালী বহ্বর্থ-সংযুক্ত-বিলাসশীলঃ॥"—(শম্ভুহোরাম্)-এ-স্থলে লগ্ন, তৃতীয় ও পঞ্চম স্থান বলবান্ গ্রহ-যুক্ত এবং ভাগ্যস্থান বলবান্ বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র-দৃষ্ট হওয়াতে এই মহাত্মার ভাগ্য ভাবের নির্ম্মলত্ব ও মনোহারিত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।* এই বিশিষ্ট ভাগ্যযোগ হইতে এই মহাত্মার জীবনে অনেক বিশিষ্ট ও সুমিষ্ট ফল সম্ভূত হইয়াছে। এই ভাগ্য হইতেই ধর্ম্ম, ভক্তি ও তপস্যার উৎপত্তি; এই ভাগ্য হইতেই ধন, সম্মান, যশঃ ও প্রভুত্বের উৎপত্তি এবং এই ভাগ্য হইতেই সাধনা, বিশ্বপ্রেম এবং সিদ্ধির উৎপত্তি।—

"ভাগ্যাদেব নৃণাং সিদ্ধির্ভাগ্যাদেব ধনাদ্যতী।
যশাদি ভাগ্যতো ভাগ্যবিপর্য্যাসাদ্ বিপর্য্যয়ঃ॥" 'পরাশরঃ'

এইগুলি একটী একটী করিয়া বিবৃত করিতেছি।

(খ) ধর্ম্ম ও ভক্তি।—নবম বা ভাগ্য-ভাবে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং পঞ্চমে ভক্তির বিচার হয়। বৃহস্পতি ধর্ম্ম ও ভক্তির কারক। ভাগ্যভাবের নির্ম্মলত্ব ও উৎকৃষ্টত্ব ইতঃপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। বৃহস্পতি কেমন মনোরম দেখুন।—বৃহস্পতি অধিমিত্র-ক্ষেত্রস্থ; সম্পূর্ণ মিত্রবর্গগত; স্বক্ষেত্রকাণ-নবাংশ-ত্রিংশাংশগত; বর্গোত্তম-নবাংশস্থ; শুভগ্রহ বুধযুক্ত; কোনও অশুভগ্রহের দৃষ্টিযুক্ত নহে॥—

"শশী দ্যূনগে রবিরন্ত সংস্থিতঃ কুলাব্দিপঃ প্রকরোতি তাপসম্॥" ইতি জ্যোতির্নিবন্ধে।

এ-স্থলে চন্দ্র শনির ত্রৈকাণস্থ হইয়া মঙ্গল-যুক্ত এবং শনি-কর্ত্তৃক পূর্ণ দৃষ্ট হওয়াতে এই মহাত্মার তাপস-যোগ হইয়াছে। বিশেষতঃ—"বলবতি শুভনাথে কেন্দ্রকোণোপযাতে শুভ-মতমুপযাতি স্বামি-দৃষ্টে বিলগ্নে। সুরগুরু-নব-ভাগ-ত্রিংশদংশ-ত্রিভাগে দশম-ভবনগে বা বীত-ভোগস্তপস্বী॥" (ইতি জ্যোতিনিবন্ধে)। এস্থলে নবমপতি বলবান্ শুক্র কোণস্থ এবং দশমপতি বুধ বৃহস্পতির ত্রৈকাণ ও ত্রিংশাংশ-গত। কিন্তু লগ্নে লগ্ন-পতির কোন দৃষ্টি নাই। অতএব এই যোগজ ফল সম্পূর্ণ না হইলেও এই মহাত্মা যে অনেক পরিমাণে ভোগস্পৃহাহীন ও তপস্বী ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এই যোগটী সম্পূর্ণ ও নিখুঁত হইয়াছিল; এজন্য তিনি অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও বীতভোগ ও তপস্বী হইতে পারিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পঞ্চমে ভক্তির বিচার হয়। ধর্ম্মপতি শুক্র ভক্তিস্থানস্থ। আর ভক্তিপতি শনি কেন্দ্রস্থ এবং সত্ত্বগুণী রবি-যুক্ত; কিন্তু অস্তগত ও নীচনবাংশস্থ হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি শুভগ্রহ দ্বারা বেষ্টিত হওয়াতে উক্ত দোষের অনেকটা হানি হইয়াছে। ভক্তি-কারক বৃহস্পতি অতি-শুভ এবং নানাগুণে বিভূষিত। পরন্তু—

"মুদর্কং বিনা মন্ত্র-নিষ্টাশনাদ্যায়ণৈতেন কিং"—(ইতি চমৎকারচিন্তামণি)। এবং "সুতেশে মাতৃভবনে চিরং মাতা সুখং ভবেৎ। লগ্নাধিযুক্তঃ সুবুদ্ধিশ্চ সচিবস্তাধবা গুরুঃ॥—(পরাশরঃ) এবং,—"ভাগ্যেশে পঞ্চমে লাভে ভাগ্যবান্ ক্ষমবলতঃ। গুরুভক্তিরতো মানী ধীরো ধীরতমৈর্যুতঃ॥" (পরাশরঃ)।

এই সকল যোগের দ্বারাও জপ-ধ্যানাদি-দ্বারা ইষ্টলাভ, ভক্তিমত্তা, ধর্ম্ম-গুরুর পদলাভ

প্রভৃতি সূচিত হইতেছে। এই মহাত্মার ধর্ম্ম ও ভক্তি-ভাব যে অতি উচ্চ:শ্রেণীর ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর প্রবাহের ন্যায় শয়নে কিংবা জাগরণে, গৃহে কিংবা কার্য্যক্ষেত্রে, ভ্রমণে কিংবা উপবেশনে, সর্ব্বদাই ধর্ম্ম ও ভক্তির স্রোতঃ সংগোপনে তাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত থাকিত। ধর্ম্মপতি গুরু অশুভ-মধ্যবর্ত্তী এবং ভক্তিপতি কঠোর তপস্বী শনি কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল ও ভক্তিস্থান অশুভ-মধ্যবর্ত্তী হওয়াতে তিনি ভক্তগুরু চৈতন্যাদির ন্যায় অহেতুকী ভক্তি লাভ করিতে না পারিলেও, তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়: সদা হরি: ।"

বৈষ্ণব ভক্তি-শাস্ত্রের এই ভক্তির লক্ষণগুলি অনেক পরিমাণে তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। এতদ্ব্যতীত, খৃষ্টিয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্র, উপনিষদ্ ও গীতার অনেক শ্লোক তাঁহার হৃদয়ের মন্ত্রস্বরূপ হইয়া রহিয়াছিল। তিনি এত ধর্ম্মানুষ্ঠান-প্রিয় ছিলেন যে, তাঁহার গৃহে বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত। ইহা ভিন্ন ভগবানের নাম-কীর্ত্তন ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মানুষ্ঠান সর্ব্বদাই তাঁহার গৃহে অনুষ্ঠিত হইত।

(গ) ধর্ম্মোপদেশ, সাধনা ও তপস্যা।—প্রত্যেক মানুষই কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন শক্তির বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। সংসারের আবহাওয়া ও উত্তাপের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ক্রিয়াতে সেগুলি ভিন্ন-ভিন্নরূপে প্রস্ফুটিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই মহাত্মাও ধর্ম্ম ও ভক্তির উৎকৃষ্ট বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রও সে বীজ ধারণ ও পরিপোষণের অনুকূল অনেক সার সদ্‌গুণ ধারণ করিত। সে সকল গুণের বিষয়ও পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। শুধু উৎকৃষ্ট বীজ এবং উর্ব্বর ক্ষেত্র হইলেই হয় না। অভিজ্ঞ ও যত্নশীল কৃষক, জল, বায়ু ও উত্তাপের আবশ্যক। এই মহাত্মার উর্ব্বর হৃদয়ক্ষেত্রে ধর্ম্ম ও ভক্তির সেই উৎকৃষ্ট বীজ ব্রহ্মানন্দ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও অপরাপর ক্ষুদ্র বৃহৎ ধর্ম্মাচার্য্যদের যত্নে এবং তাঁহাদের ধর্ম্মোপদেশ, শাস্ত্রালোচনা এবং সংসর্গের জলবায়ু ও উত্তাপে সুমধুর ও সুগন্ধ ফলফুল-শোভিত অতিমনোরম বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই মহাত্মার তাপস-যোগ হইয়াছিল। পরন্তু

"তত্তদ্গ্রহাণাং ভবনে তু তত্তদ্বিমিশ্রতীব্রাংশৌ প্রবলং কথনম্। পুণ্যাধিকানাং যদি পাপরাশৌ ক্রূরস্য তৎকর্ম্ম-দুরাত্মতাং: ।" —(জাতক-পারিজাত)।

এই বচনানুসারে ইঁহার পুণ্যকথাদি-শ্রবণ-যোগ হইয়াছে। এই মহাত্মা পুণ্যকথাদি-শ্রবণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনায় এত আনন্দ ও সুখানুভব করিতেন যে, তাঁহাকে কখনও এ-বিষয়ে অলস হইতে দেখি নাই। তিনি একজন কঠোর সাধক ও তপস্বী ছিলেন।

(ঘ) সিদ্ধি ও বিশ্বপ্রেম।—সাধনা ভিন্ন সিদ্ধিলাভ হয় না। যাহার যতটুকু সাধনা, তাহার ততটুকু সিদ্ধি। অর্থাৎ যতটুকু সাধনা, অন্তর্নিহিত শক্তিগুলি ততটুকুই পরিস্ফুটিত ও পরিপুষ্ট হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এই মহাত্মার অন্তর্নিহিত ভক্তি ও ধর্ম্মের শক্তি কৌদৃশী বলবতী ছিল। সেই প্রবলা শক্তি সাধনা ও তপস্যার দ্বারা প্রবুদ্ধা ও পরিপুষ্টা হইয়া একটী মহাশক্তিতে পরিণত হইয়াছিল।

সেই শক্তির সম্মুখে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন, বিপদ্-দুঃখ, মায়া-প্রলোভন চূর্ণ হইয়া যাইত। তিনি সিদ্ধিলাভ না করিলেও (তাহার) অনেকটা নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন। বিশ্ব-প্রেম সিদ্ধির সঞ্চয়। যাঁহারা মুক্ত ও সিদ্ধ, তাঁহারা বিশ্বপ্রেমিক। কেন না, সংসারের ক্ষুদ্র বাসনা ও বন্ধন আর তাঁহাদিগকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"—তাঁহাতে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধনই ভগবানের পূজা। ইহাই মুক্ত ও সিদ্ধপুরুষদের হৃদয়-মর্ম্ম। তাঁহার পরিচিত সমস্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচে ভক্তি ও পূজা করিত। অনেক গোঁড়া উপবীতধারী ব্রাহ্মণকে তাঁহার পদধূলি লইতে দেখিয়াছি। মহা শাস্ত্রজ্ঞ উপবীতধারী বৈষ্ণবংশীয় ব্যক্তিকে তাঁহার চরণস্পর্শ করিতে দেখিয়াছি। অনেক পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ তাঁহাকে "ব্রাহ্মণ" এই আখ্যা দিতে সংকোচ বোধ করিতেন না। তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি ভক্তি ও আগ্রহ-সহকারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এ-সকল বিশ্বপ্রেমের ফল।

(ঙ) বৈরাগ্য।—সংসারের অনিত্যতা-বোধ ও তজ্জন্য উহাতে অনাসক্তির নামই বৈরাগ্য। আমাদের একটা কুসংস্কার আছে যে, সংসার পরিত্যাগ না করিলে বৈরাগ্য-লাভ হইতে পারে না। কিন্তু এই মহাত্মার জীবন উহার ব্যতিক্রম। তিনি সংসারে থাকিয়াই বৈরাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার যে প্রব্রজ্যা বা বৈরাগ্য-যোগ হইয়াছে, এ-কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তথাপি এ-স্থলে উহার পুনরাবৃত্তি করিতেছি।

"শশি যুকাণে রবিজস্ত সংস্থিতঃ।
কুলাকিবৃষ্টঃ প্রকরোতি তাপসম্।" (ইতি মোতিবিন্দবে)

চারিটী গ্রহ কেন্দ্রবর্ত্তী হওয়াতেও বৈরাগ্য-যোগ সূচিত হইতেছে। কিন্তু তথাপি ইনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েন্ নাই। তাহার কারণ, লগ্নপতি বুধের সহিত বলবান্ ও সর্ব্ব-গুণসম্পন্ন সুখাধিপতি বৃহস্পতির সংযোগ। এই সংযোগ তাঁহাকে সংসারের সুখ হইতে একেবারে বঞ্চিত হইতে প্রবৃত্তি দান করে নাই। বিশেষতঃ—

"নিশার্দ্ধাচ্চ দিবার্দ্ধাচ্চ পরং সার্দ্ধঘটীদ্বয়ং।
তত্র জাতস্তদা রাজা ধনী বা তৎসমোঽপি বা।" (পরাশর)

এই পরাশরোক্ত বচনানুসারে এই মহাত্মার মধ্যরাত্রির পর ২য় দণ্ডের মধ্যে জন্ম হওয়াতে রাজযোগ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক সুখ-সম্ভোগ-যোগ হইয়াছে। যে-স্থলে রাজযোগ ও সন্ন্যাস-যোগ এই উভয়ই হয়, সে-স্থলে মানুষ উভয়-যোগের ফলই ভোগ করে। অর্থাৎ সাংসারিক সম্মান, যশঃ, ভোগ-সুখাদি প্রাপ্ত হইয়াও অন্তরে পরম বৈরাগ্য লাভ করিয়া পরমার্থপরায়ণ হয়। এই মহাত্মার জীবনও তদ্রূপ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনও উহার দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার রাজযোগ ও সন্ন্যাসযোগ এই দুই-ই অতিপ্রবল ছিল।

(চ) সম্মান, খ্যাতি, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি।—ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি, এই মহাত্মার রাজযোগে জন্ম হইয়াছে। এই রাজযোগ-সম্মান, প্রভুত্ব-ও ঐশ্বর্য্য-যোগ। কিন্তু সন্ন্যাসযোগ হওয়াতে তিনি এই সকলের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। তথাপি, সর্ব্বত্রই উচ্চ সম্মান ও প্রভুত্ব লাভ করিতেন। তিনি সকলপ্রকার বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন; তথাপি অন্তরে বৈরাগ্য ধারণ করিয়া সর্ব্বত্রই কর্ত্তব্যজ্ঞানে কর্ম্ম করি-

তেন্। তিনি বিষয়াসক্ত হইলে বিষয়-রাজ্যে যে একজন অতি খ্যাত্যাপন্ন ও ঐশ্বর্য্যশালী-লোক হইতে পারিতেন্, তাহার আর সন্দেহ নাই।

(৬) ধর্ম্ম ও ভক্তির বিশেষত্ব।—এই মহাত্মা বিশেষ স্বদেশ-ভক্ত ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম ও ভক্তিভাবেও তাহার অনুপ্রাণনা দৃষ্ট হয়। তাঁহার সাধনাপ্রণালী বহুপরিমাণে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সাধনা-প্রণালীর অনুরূপ ছিল। তিনি যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং যথাসম্ভব সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানে এবং স্বকীয় আচরণে দেশীয় ভাব রক্ষা করিতেন্। ইহার অর্থ ইহা নয় যে, তিনি কুসংস্কারাপন্ন হিন্দু ছিলেন। সংক্ষেপে তাঁহাকে গীতা ও উপনিষদাদিষ্ট-পথাবলম্বী সাধক বলা যায়। এইরূপ স্বদেশীয় ভাবপ্রিয়তা বৃহস্পতির ফল। বৃহস্পতি সত্ত্ব-গুণী ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ কিন্তু স্বদেশীয়-ভাব-রক্ষক (conservative)। বৃহস্পতি ধর্ম্মভাবের পূর্ণদর্শী হওয়াতে এই মহাত্মাও পূর্ব্বোক্তভাবা-পন্ন হইয়াছেন্।

(১৫) এই মহাত্মার অন্যান্য গুণ-সম্বন্ধে নিম্নে প্রাশ্চাত্য জ্যোতিষ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।—

"In any aspect (between Sun and Saturn) tends to give a strong personality, one who goes his own way irrespective of the feelings or desires of others, who is not affected by the protests or opinions of others, and who is with difficulty thwarted or turned aside. He is capable of organising, controlling, governing and directing others. He is to some extent a natural leader is subtle, often most so when seeming to be frankest, and does not mind isolation or positions of responsibility. He is ambitious and if the fire and energy of Mars are added to the subtlety and controlling power of Saturn, nothing can turn him aside; he will work out his purposes successfully in the face of the greatest obstacles and is certain to obtain leadership or mastery over others and positions of prominence or responsibility, even though in a small sphere. There is a tendency to pride, dignity and isolation and to whatsoever lifts a man up or separates him from his fellows."—Alan Loe, How to Judge A Nativity. Part II, P. 71

অর্থাৎ—রবি ও শনির মধ্যে দৃষ্টি কিংবা সংযোগ-জন্য কোনও সম্বন্ধ হইলে, জাতক অতি তেজস্বী পুরুষ হয়; সে অপরের ভাব কিংবা ইচ্ছা অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় গন্তব্য পথে চলিয়া যায়; অপরের মত কিংবা প্রতিবাদ তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না; অতি-কষ্টে তাহাকে বিফল-মনোরথ অথবা নিবৃত্ত করিতে পারা যায়। সে অপরের মধ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন, অন্যকে সংযত, শাসিত ও পরিচালিত করিতে সমর্থ হয়। সে অনেক-পরিমাণে স্বভাবতঃ সমাজের নেতা এবং সুকৌশলী হয়। সে কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য গ্রহণে কুণ্ঠিত হয় না, কিংবা অন্যকর্ত্তৃক ত্যক্ত হইলেও তাহা গ্রাহ্য করে না। সে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয় এবং শনির কৌশল ও পরিচালন-ক্ষমতার সহিত মঙ্গলের কার্য্যশক্তি যুক্ত হইলে, অতীব কঠিন বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও সে নিজের উদ্দেশ্য-সাধনে সক্ষম হয় এবং নিশ্চয়ই নেতৃত্ব ও প্রভুত্ব লাভ করিয়া থাকে। সে অনায়াসেই উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদ প্রাপ্ত হয়। আত্ম-

প্রসাদ আত্মসম্মান, নির্জ্জনবাস, কিংবা যাহাতে মানুষকে অন্যাপেক্ষা উচ্চ করিয়া তুলে, সেই দিকে সর্ব্বদাই তাহার চিত্ত ধাবিত হয়।"

এই মহাত্মার রবি ও শনির সংযোগ পূর্ণ হইয়াছিল, এবং মঙ্গল চন্দ্রযুক্ত হইয়া লগ্নস্থ হওয়াতে মঙ্গলের কার্য্যশক্তি উক্ত যোগদ্বয় ফলকে আরও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইঁহার জীবনে পূর্ব্বোক্ত গুণসকল পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। ধর্ম্ম ও ভক্তি-ভাব অতি প্রবল হওয়াতে উক্ত গুণ-সকল সংযত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া সাধুতা- ও মুক্তি-লাভের সহায় হইয়াছিল।

এই স্থলে এই মহাত্মার চরিত্রাঙ্কন সমাপ্ত হইল।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

জন্মভূমির জয়-গান।

[রচনা—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী]

জয়, জননি জনমভূমি!
আর্য্য-বীর্য্য-শৌর্য্য প্রসূতি, রমণীরা শিরোমণি!—
স্মৃতি-মহিমায়, প্রীতি-জ্যোতিঃ ভায়, অতীত-পুলক-কাহিনী;
চির অভিনব তব গৌরব, চেতনা-আলোক-বাহিনী!
শোণিত-প্রবাহে, সম্ভ্রমে বহে তব সন্মান ধমনী।—
সে কি ভুলিবার, ওগো মা আমার, সে কি ভুলিবার জননি!
আশীষ মা রণ-রঙ্গিণি আশীষ মা রণ-রঙ্গিণি,
রাঙ্গার মরণে হোক্ শোভাময় সন্তান-চয়-জীবনী!!

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা]

কলিঙ্গড়া—রূপক।

০ ১ ২ ০ ১ ২
II গা -া মা। পা -া। দা পদা I পা মা গা। গা -মপা। মগা -ঋসা I
জ • য জ • ন নি• জ ন ম ভূ •• মি• ••

০ ১ ২ ০ ১ ২
I গা -মা পদা। না -সা। র্সা । I র্ঝর্ঝা -র্সা র্সা। র্সা ঝা। -র্সা না I
আ র্ যা• বী র্ য্য শ উ র্ য্য প্র• সূ • ভি

I [০ সা গা ঋা । ১ সা ।। ২ দণা -সসা I ০ সা -া -না । ১ সা ঋা । ২ -না -সা] I
I { গা মা পা । পা ।। মপা -দদা I সা -া -না । সা -া । -া -া } I
র ম ণী য়া • নি• রো ম • • ণি • • •

I ০ না -সা না । ১ না -া । ২ দা পদা I ০ পা মা গা । ১ ঋা -সা । ২ সা -া II
জ • য় ন্ত • ন নি• জ ন ম ভূ • মি •

I [০ সা -া গা । ১ গা ঋা । ২ ঋা -সা I ০ না -দা না । ১ সনা নদা । ২ না -া] I
II { দা -মা দা । নদা নর্সা । র্সনা -র্সা I দা -ণা ঋা । ১ র্সর্সা নর্সা । ২ র্সা -া } I
স্ব তি ম • হি• মা • য় শ্রী তি জো তিঃ ভা য়

I ০ সা না না । ১ দা দা । ২ পা -া I ০ গা -া -সা । ১ পা -দা । ২ পা -া I
অ তী ত পু ন ক • কা • • হি • মী •

I [০ না সা না । ১ সা -া । ২ নদা দা I ০ না ঋা গর্গা । ১ -ঋা না । ২ সা -া] I
I { গা মা পা । দা -ণা । দা পা I গা গা মপা । ১ -গা ঋা । সা -া } I
চি র অ ভি ম ব ত ব গউ • য় ব

I ০ না সা ঋা । ১ সা -া । ২ নদা পা I ০ গা -মা -দা । ১ নর্সা -ঋা । ২ না -র্সা I
চে ত না আ • লো• ক বা • হি• নী •

I ০ না -সা না । ১ না -া । ২ দা পদা I ০ পা মা গা । ১ ঋা -সা । ২ সা -া II
জ • য় ন্ত • ন নি• জ ন ম ভূ • মি •

II ০ সা গমা পা । ১ দা -না । ২ দা পা I ০ মগা মাঃ পঃ । ১ দা -া । ২ দা -পা I
শো ণি• ত প্র বা হে সম্ ভ্র মে ব হে

I ০ মা -গা পা। ১ দা -না। ২ র্সা র্সা I ০ দা -না -র্সা। ১ ঋা -না। ২ র্সা -া I
ত • ব স ম্ মা ন ধ • • ম নী •

I [০ মা গা গমা। ১ মা -া। ২ গঋা -সা I ০ নদাঃ দঃ না। ১ -সা গা। ২ গঋাঃ -সঃ] I
I { র্সা গা না। ঋা -র্সা। দা -র্সা I পদা -ননা মপা। -দা দা। গমা -পপা } I
সে কি ভু লি বা র্ ও• •গো মা• আ মা• •র্

I ০ গা মা পা। ১ দা -না। ২ না -দা I র্সা দা -নর্সা। ১ না -া। ২ র্সা -া I
সে কি ভু লি বা র্ জ ন •• নি _• •

I ০ র্সনা র্সা র্সা। ১ ঋা -া। ২ না -র্সা I ০ র্সনা না দা। ১ গমা -পদা। ২ পা -া II
জ• র ভ ন • নি • জ• ন ম ভূ• •• মি •

I [০ র্সনা গর্ঋা র্সা। ১ না -া। ২ দণা পা I ০ মা -গা -া। ১ মগা -মপা। ২ মা -গা] I
II { গমা গা মা পা -া। দা পা I মা -পা -দা। না -র্সা। না -র্সা } I
আ• নী ব মা • র ণ র • ভ্ গি গি

I ০ পপা গা -া। ১ মা -গা। ২ গঋা সা I ০ নর্সা -ঋা র্সা। ১ না -া। ২ দণা -দপা I
মা ঘা র্ ম র• পে হো• ক্ শো ভা ম • •য়

I ০ দদা পা পা। ১ দা -া। ২ পা -া I ০ গা -া -মা। ১ পা -দা। ২ নদা -পা I
সন্ তা ন চ য় জী ব নী• •

I ০ মা গা মা। -পপা ২ দা। নদা দা I ০ গমা -পদা -না। ১ না -র্সা। ২ র্সনা -দপা I
ও গো গ নৃ তা ন চ• য় জী• ব নী•

০　　১　　২　　০　　১　　২
I নর্সা　না　না। দা　-া। পা　-দা I পা　মা　গা। ঋা　-সা। সা　-া II II
জ০　য　জ　ন　০　নি　০　জ　ন　ম　ভূ　০　মি　০

দু'টি গুম্ফ ( ) বন্ধনীর আর দু'টি বক্র [ ] বন্ধনীর মধ্যে স্থাপিত পংক্তিক'টী, স্বরলিপি অনুযায়ী বিভিন্ন ঘাটে গেয়। প্রথম বার গুম্ফ-বন্ধনীর মধ্যে লিখিত সুরে, আর দ্বিতীয় বার বক্র-বন্ধনীর মধ্যে লিখিত সুরে গাইতে হ'বে। কোন ছাত্র-ছাত্রীর সম্মিলনীর সাময়িক অধিবেশনে, মিলিতকণ্ঠে বালকবালিকাগণ এ গানখানি গাইলে, শ্রুতি-মধুর হ'বে বলে আমার বিশ্বাস। —লেখিকা।

সোণার হার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মধুরাও যখন মুদ্‌কল ত্যাগ করিয়া প্রান্তরে আসিয়া পড়িলেন, তখন বেলা দ্বিপ্রহর। সম্মুখে কৃষ্ণমৃত্তিকাচ্ছাদিত কঠিন প্রান্তর ;—যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও কাননের শ্যামল শোভা দেখা যায় না।—কোন কোন স্থানে ছোট ছোট ক্ষুদ্র প্রস্তর-স্তূপ,কোথাও বা দুই একটি কাঁঠাল বা আম্র-বৃক্ষ। মধ্যাহ্ন-সূর্য্য আকাশে কিরণ দিতেছিলেন, কিন্তু বৎসরের মধ্যভাগ বলিয়া উত্তাপ অসহনীয় নহে। মধুরাও একবার সতৃষ্ণনেত্রে পশ্চাতে চাহিয়া আপন-মনে অশ্ব-চালনা করিতে লাগিলেন। মুদ্‌কলের প্রান্তদেশে তখনও কয়েকজন গ্রামবাসী দাঁড়াইয়া। দূরে একটি আম্রবৃক্ষের পার্শ্বে লুক্কায়িত থাকিয়া কুলবর্গের সেই সম্ভ্রান্ত সৈনিক বিজয়নগর-সেনার প্রস্থান নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যুবা সহচরকে বলিলেন, "আজিম! তুমি এখনি এই অঙ্গুরীয়ক লইয়া রায়চূড়ে যাও। খাঁ-সাহেবকে বলিবে, তিনি যেন মুদ্‌কলে পঞ্চশত অশ্বারোহী পাঠাইয়া দেন। আজ হইতে তৃতীয় দিনে যেন তাহারা এখানে উপস্থিত হয়। বাক্যব্যয় করিও না, এখনি যাও। তুমি না ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত শিকার বন্ধ থাকিবে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও।" অনুচর কুর্ণীশ করিয়া চলিয়া গেল। চিন্তাকুলহৃদয়ে যুবকও আপনার শিবিরে ফিরিয়া গেলেন।

প্রীতা গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া এই সৈনিকের কথাই ভাবিতেছিল ; ভাবিতেছিল, মানব এত সুন্দর হইতে পারে! সেই এক মুহূর্ত্তের মধ্যে যুবার মূর্ত্তি তাহার অন্তরপটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। গৃহকর্ম্মে মন লাগিতে ছিল না। স্নেহের গোবৎসগুলি ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিঃক্ষেপ করিতেছিল—আজ ত একটি পরিচিত হস্তের কোমল স্পর্শ তাহাদের নিকট পৌঁছায় নাই! প্রীতার মাতা একবার তাহাদিগের নিকট গেলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, প্রভাতের ঘটনা কন্যার মন বিচলিত করিয়া দিয়াছে, তাই ইহাদের এত অনাদর। কৃষক

তিম্মা বাহিরে গ্রামবাসিগণের সহিত কথোপ-কথনে ব্যস্ত।

পরদিন প্রীতার বাহ্য ধৈর্য্য ফিরিয়া আসিল, কিন্তু অন্তর পূর্ব্ববৎ অস্থির। সে কার্য্য করিতে করিতে এক একবার দ্বারপথে দৃষ্টি-নিঃক্ষেপ করিতেছিল; আশা—যদি সে মোহন-মূর্ত্তি কার্য্যব্যপদেশে কুটীর-সম্মুখ দিয়া গমন করে। তাহাকে কে যেন বলিতেছিল, "আসিবে, সে এখনি আসিবে।" কিন্তু কই! সে ত আসিল না। পরদিনও এইরূপে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যাকালে তিম্মা একটি পুরুষের সহিত গৃহে প্রবেশ করিল;—বলিল "প্রীতা, জল আন, বিজয়নগরের রাজপুরো-হিত ব্রাহ্মণ লোকাচার্য্য আসিয়াছেন,—আজ বড়ই সৌভাগ্য! চরণ ধুইয়া দাও।" প্রীতা জল আনিতে গেল বটে, কিন্তু তাহার বিশেষ ব্যগ্রতা ছিলনা। সে ভাবিতেছিল, 'বিজয়নগর হইতে এ ব্রাহ্মণ এলেন কেন? আবার কি সেই কথা উঠিবে? কি বিড়ম্বনা!' ওষ্ঠ দৃঢ় নিবদ্ধ করিয়া সে পিতার আদেশ পালন করিতে গেল। সহসা লোকচার্য্য তিম্মাকে বলিলেন, "বাহিরে কিসের গোলযোগ,তিম্মা?" কৃষকের মনে কোন সন্দেহ হয় নাই। সে জানিত না যে গ্রামের প্রান্তরে হিন্দুমুসলমানে ঘোর সংগ্রাম বাধিয়া গিয়াছে, আর সে যুদ্ধের কারণ তাহার কন্যা। সুতরাং সে বলিল, "গ্রামের সকলে আমোদ করিতেছে।" প্রীতা একটি পাত্রে জল লইয়া আসিল। ক্ষীণ দীপালোকে ব্রাহ্মণ প্রীতাকে দেখিলেন এবং পদধৌত না করিয়া তিম্মাকে আলোকটি নিকটে আনিতে বলিলেন। প্রীতা তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। ব্রাহ্মণ তাঁহার হাতখানি লইয়া প্রদীপের নিকট ধরিলেন, কিয়ৎক্ষণ মনোযোগের সহিত নিরী-ক্ষণ করার পর বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! রাজ-পুত্রবধূ—।" মুখের কথা শেষ হইল না। অনতি-দূরে গ্রামবাসীর ভয়বিহ্বল আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল। তিম্মা বলিয়া উঠিল, "শত্রু আসিয়াছে। ঠাকুর কি হইল!" লোকাচার্য্য বলিলেন, "পারিলাম না, সব ব্যর্থ হইল। তিম্মা! ভীত হইও না। বনের মধ্যে সেই মন্দির আছে, সেই খানে গিয়া আশ্রয় লও, কেহ জানিতে পারিবে না। প্রীতা পিতার পার্শ্বে আসিয়া কহিল,"আর আপনি?" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আমার জন্য ভাবিও না, মা! যাহারা আসিয়াছে, তাহারা বিজয়-নগরের সৈন্য; তোমার জন্যই আসি-য়াছে। বিলম্ব করিও না, যাও।" কৃষক স্ত্রী-কন্যা লইয়া দ্রুত পলায়ন করিল।

লোকাচার্য্য বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার শ্রান্ত চরণ অসুস্থ অবশ দেহকে আর বহন করিতে চাহিতেছিল না। উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ায় মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তিনি দ্বার-পথে আসিতেই দেখিলেন, দীর্ঘকায় এক বোদ্ধা অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে। শুক্লা নবমীর মলিন চন্দ্রকর তাঁহার ও তাঁহার অনুচর দুইটীর উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। মূর্ত্তি ভাল চেনা যায় না; কিন্তু শীঘ্রই সন্দেহ দূর হইল। অশ্বারোহী বিস্মিতকণ্ঠে কহিলেন, "ব্রাহ্মণ! আপনি এখানে? সে কৃষক কোথায়?" লোকাচার্য্য বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ! তাহারা চলিয়া গিয়াছে, অন্বেষণ অনর্থক। সে কন্যাকে—।" দেবরায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "আপনিই তাহাদের পলায়নের পরামর্শ দিয়াছেন।

আমরা তাহাদের ধরিব। আর আপনাকে বলি, আপনি বিজয়নগরের মহারাজাধিরাজ রাজপরমেশ্বরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। ইহার শাস্তি বড় সাঙ্ঘাতিক। কিন্তু আপনাদের বংশের নিকট আমরা ঋণী। আপনার অপরাধ অমার্জ্জনীয়, শাস্তি—নির্ব্বাসন। বিজয়নগর-সাম্রাজ্যে আপনার আর স্থান হইবে না।"

দেবরায় সেখানে আর অপেক্ষা করিলেন না। গ্রাম অধিবাসিশূন্য। দূরে তাঁহার অশ্বারোহী মুসলমানগণকে বিতাড়িত করিতেছে। মুসলমান সৈন্য সংখ্যায় কম ছিল। বিজয়নগরের সৈন্য পথশ্রান্ত হইলেও সেই জন্য তাহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

গ্রামের উপকণ্ঠস্থিত অরণ্যের মধ্য দিয়া দেবরায় অশ্ব চালনা করিতেছিলেন। পার্শ্বচর দুইজন দূরে ছিল। তিনি সহসা দেখিলেন, তাঁহার পথরোধ করিয়া পার্শ্ব হইতে একজন অশ্বারোহী শত্রু আসিলেন। তরবারি উত্তোলন করিয়া মুসলমান যোদ্ধা দেবরায়কে আক্রমণ করিলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর মুসলমান বীরের শির লক্ষ্য করিয়া দেবরায় অস্ত্র-চালনা করিলেন। সে আঘাত লৌহ শিরস্ত্রাণ ভেদ করিতে পারিল না বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর অসাড় হইয়া গেল; তিনি অশ্ব হইতে ভূপতিত হইলেন। শত্রুর প্রতি অস্ত্র-নিক্ষেপের সময় বেগ-সংবরণ করিতে না পারিয়া দেবরায়ও পতিত হইলেন। তিনি সামান্যরূপ আহত হইয়াছিলেন। অনুচর-দুইজন এমন সময়ে আসিয়া পড়িল। তাহাদের সাহায্যে তিনি পুনরায় অশ্ব-পৃষ্ঠে উঠিয়া গ্রামাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মুসলমান যোদ্ধার শরীর অস্ত্র-বিদ্ধ হয় নাই, তবে মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া তিনি চেতনা হারাইয়াছিলেন। চেতনা ফিরিয়া আসিলে তিনি দেখিলেন শিক্ষিত অশ্ব নিকটেই অবস্থান করিতেছে। স্থানটি উন্মুক্ত—বৃক্ষের ভাগ কম।—অশ্বের নিকটে গিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, একটি ভগ্ন গৃহের কয়েক খণ্ড প্রস্তর পড়িয়া রহিয়াছে; অদূরে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, একটি অট্টালিকা। তিনি অশ্ববল্গা ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। শিরস্ত্রাণ ব্যবহারোপযোগী ছিল না, সুতরাং, মস্তক অনাবৃত রহিল। অবশেষে তিনি দেখিলেন সেটি অট্টালিকা নয়, একটী ভগ্ন মন্দির।

মন্দিরে প্রীতা ও তাহার মাতাপিতা আশ্রয় লইয়াছিল। সেই স্থান হইতেই তাহারা দ্বন্দ্বযুদ্ধের শব্দ শ্রবণ করিয়াছিল এবং দেবরায় ও তাহার সঙ্গিগণের কথোপকথন হইতে বুঝিতে পারিল যে, বিজয়-নগরের সৈনিকগণ আহত শত্রুকে ভূপৃষ্ঠশায়ী রাখিয়া চলিয়া গেল। তাহারা আরও জানিল যে, ভূপতিত যোদ্ধাই তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। যখন তাহারা বুঝিল যে, বিজয়-নগরের সৈন্য-করজন অনেকদূরে চলিয়া গিয়াছে, তখন তাহারা ভাবিল, এইবার বাহির হইবে; কিন্তু দেখিল সৈনিক আপনিই আসিলেন ও ভগ্ন সোপানে ভর দিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। স্থানটি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার, সুতরাং তথায় অল্প চন্দ্রালোক ছিল। প্রীতা দূর হইতেই তাহার পরম বাঞ্ছিত কাম্যধনকে চিনিতে পারিয়াছিল। প্রণয়িনীর চক্ষু মিথ্যা বলে না। প্রীতা ঠিকই অনুমান করিয়াছিল। তিন্না অনুচ্চস্বরে

প্রীতাকে কহিল, "না! এই সৈনিকের হাতে তোকে জন্মের মত দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইতে চাই। তোর কি ইহাতে আপত্তি আছে? এ সৈনিক ত' আর রাজা নয়—আমাদেরই মত একজন সামান্য লোক।" প্রীতা কোন উত্তর করিল না। তিম্মা মন্দির-দ্বারে আসিল। শব্দ শুনিয়া সৈনিক পিছনে চাহিলেন। অভ্যস্ত হস্ত অসি স্পর্শ করিতে যাইতেছিল; কিন্তু তিম্মার পরিচিত কণ্ঠস্বরে ও মূর্ত্তি দেখিয়া হস্ত কটিদেশে আসিয়া থামিয়া গেল। তিম্মা বলিল, "সৈনিক! তুমি আমাদের জন্য অনেক করিয়াছ, আমি কিরূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, জানি না। তোমার হাতে আমার এই মেয়েকে জন্মের মত দিতে ইচ্ছা করি। ইহাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা আর আমার নাই।"

প্রীতা তাহার মাতার সহিত পশ্চাতে ছিল। তাহার মনে হইতেছিল, পৃথিবীর যত আলো সেই তরুণ বদনের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। চারিদিকের বৃক্ষশ্রেণীর গাঢ় কালিমার মধ্যে সে মুখখানি সন্ধ্যা-তারার মত জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল। প্রীতা দেখিল, পিতার কথা শুনিয়া যুবক উঠিলেন, বলিলেন, "এ আমার সৌভাগ্যের কথা, কিন্তু আপনার কন্যা আমার স্ত্রী হইতে পারেন না।" তিম্মা বলিল, "কেন যুবক! তুমি একজন সৈনিক, আমি কৃষক, ইহাতে তোমার বংশ-মর্য্যাদার হানি হইবে না। আর তুমি স্বয়ং রাজপুত্র হইলে আমার মেয়ে তোমাকে বিবাহ করিত না। —ওঃ বুঝিয়াছি, তুমি কি বিবাহিত?" যুবক বলিলেন, "আমি বিবাহিত নহি, আমি মহামান্য কুলবর্গ-সুলতানের একজন মুসলমান কর্ম্মচারী।" তিম্মা স্তব্ধ হইয়া থাকিল; পরে কহিল, "উহাকে আমি এখন রক্ষা করিতে পারি না। বিজয়-নগরের সম্রাদল আবার কি বিপদ্ ঘটায় জানি না। আর আমি বুঝিয়াছি, আমার মেয়েরও অমত নাই।" প্রীতা সঙ্কুচিত লতার ন্যায় সরিয়া গেল। যুবক তাহা লক্ষ্য করিলেন ও ক্ষণকালপরে বলিলেন, "বিজয়নগরের বাহিনী আমাদের গ্রাসে আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিবে না। আমাদের সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়াছে বটে, কিন্তু রাজচূড় হইতে নূতন সৈন্য আসিলে তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তন শুরু হইবে, সেই জন্য তাহারা এখনি প্রস্থান করিবে। আপনারা এখন নিরাপদ্। ইচ্ছা করিলে কিছুক্ষণ পরে গ্রামে ফিরিয়া যাইতে পারেন। কৃষক যুবকের উদারতা বুঝিতে পারিল না; ভাবিল এ অনিচ্ছা কিন্তু অনিচ্ছার কারণ খুঁজিয়া পাইল না। মন্দির-মধ্যে যখন সে আপন সংকল্পের কথা প্রকাশ করিয়াছিল, তখন দেখিয়াছিল কন্যার আপত্তি নাই। তাহার পত্নী এ সব বিষয়ে মতামত প্রকাশ করে না। যুবকের ধর্ম্মের কথা শুনিয়া কৃষক প্রথমে বিচলিত হইয়াছিল কিন্তু প্রীতার ইচ্ছা বুঝিয়া সংকল্প দৃঢ় হইল। যুবকের অনিচ্ছা দেখিয়া সে কহিল, "সৈনিক! যদি আমার মেয়েকে বিবাহ করিতে চাও, তাহা হইলে জানিও আমাদের কোন অনিচ্ছা নাই।" যুবক কহিলেন, "আমার ইচ্ছার কথা খোদা জানেন। আপনার কতদূর ইচ্ছা তাহাই দেখিতেছিলাম।" তিম্মা কহিল, "তোমাদের ঈশ্বরের নাম করিয়া শপথ কর সে ইহাকে ধর্ম্মপত্নী করিবে।" যুবক তাহাই করিলেন। তিম্মা তখন কম্পিত লজ্জাবনতমুখী প্রীতার অবশদেহ যুবকের হস্তে

তুলিয়া দিল। যুবক বলিলেন, "আপনারা আমার সঙ্গে চলুন।" তিম্মা বলিল, "তুমি কোথা যাইবে?" যুবক উত্তর দিলেন, "আমি কুলবর্গ অভিমুখে যাইব। অল্পদূর অগ্রসর হইলেই আপনাদের জন্য বাহকের বন্দোবস্ত করিতে পারিব।" কৃষক বলিল, "তোমরা চলিয়া যাও। আমরা এখানে থাকিব। যদি বাহক পাও এখানে পাঠাইয়া দিও। যুবক প্রীতাকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন।

যখন মন্দির-দ্বারে এই অপূর্ব্ব মিলন সংঘটিত হইতেছিল, তখন গ্রামের প্রান্তরের উপর দৃশ্য অন্যরূপ। মধুরাও শরীরে আঘাত পাইয়া রণক্ষেত্রে বিশ্রাম করিতেছিলেন। দেবরায়ের আদেশে কতিপয় সৈনিক তাঁহার ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিয়া প্রীতার জন্য আনীত পার্শ্বস্থ শিবিকায় তাঁহাকে স্থাপন করিয়াছিল। দেবরায় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, আঘাত গুরুতর নহে। শুশ্রূষার আদেশ দিয়া তিনি তিম্মার কুটীরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। মধুরাও শিবিকা ত্যাগ করিয়া দেখিলেন দূরে এক ব্যক্তি প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় একটি প্রস্তর-স্তূপের উপর বসিয়া। মূর্ত্তিটি অবশেষে তাঁহারই নিকট আসিতে লাগিল। তিমিত চন্দ্রালোকে প্রথমে মধুরাও তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, তাঁহার কথা শুনিয়া বুঝিলেন, তিনি পুরোহিত লোকাচার্য্য। হস্তের ইঙ্গিতে প্রধান নায়ক পার্শ্বচরগণকে দূরে সরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। চতুর্দ্দিকে শবদেহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। একস্থানে কতিপয় মরণাহত অশ্বের শেষ চিৎকার আহত আরোহীর আর্ত্তনাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া রজনীকে বীভৎস করিয়া তুলিতেছিল। নৈশ সমীরণ যন্ত্রণাভারে পীড়িত হইয়া যেন তাহার নিত্য-কার্য্য ভুলিয়া গিয়াছিল।

লোকাচার্য্য প্রথমেই কথা কহিলেন; বলিলেন, "মধুরাও! আমি যাইতেছি। মহারাজাধিরাজের আজ্ঞায় আমার নির্ব্বাসন হইয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি তোমার সন্তানগণের সহিত সুখী হও। যারাঙ্গা আসিলে বলিও, আমি দেবরায়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হই নাই। তাহাকেও আশীর্ব্বাদ করিতেছি, সে যেন সুখী হয়।" মধুরাও ব্রাহ্মণের পদ-তলে লুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "বিজয়-নগরের রাজলক্ষ্মী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। ভগবন্! আশীর্ব্বাদ করুন, সাম্রাজ্যের যেন কোন বিপদ্ না ঘটে।" লোকাচার্য্য কহিলেন, "বিরূপাক্ষ-দেবের নিকট প্রার্থনা করি, সাম্রাজ্য-গৌরব যেন অটুট থাকে! কিন্তু মধুরাও, আমি জাগ্রৎ অবস্থায় বিভীষিকা দেখিয়াছি।" লোকা-চার্য্যের নেত্রে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা! ব্রাহ্ম-ণের স্বর শুনিয়া মধুরাওয়ের বোধ হইতেছিল যেন নির্জ্জন পর্ব্বতের গভীরতম কন্দর বায়ুর আঘাতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যেন চতুর্দ্দিক্ বিপুল হাহাকারে ভরিয়া গিয়াছে! সে হাহাকার পৃথিবীর নহে—তাহা দানব-শিশুর ক্রন্দনের ন্যায় অশ্রান্ত বেদনায় ব্রহ্মাণ্ড আলোড়িত করিতেছে! লোকাচার্য্য দূর প্রস্তর-স্তূপের প্রতি হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিলেন, "আমি ঐখানে বসিয়াছিলাম। চারিধার হইতে মরণ-চীৎকার ভাসিয়া আসিতেছিল। মনে হইল, চন্দ্রের দীপ্তি পিঙ্গল হইয়া আসিল। ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলাম, আকাশে তারা নাই! ক্রমে পশ্চিম-গগনে মহাকালের রক্তচক্ষুর ন্যায় চন্দ্র লোহিত

বর্ণ ধারণ করিল। সে তখন নবমীর খণ্ড-চন্দ্র নহে, উজ্জ্বল রক্ত-গোলোক। তাহা হইতে যে আলোক নির্গত হইতেছিল, তাহা মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের রশ্মির ন্যায় প্রখর। সে আলোকে সমস্ত প্রান্তর উদ্ভাসিত। দেখিলাম, বিজয়-নগরের সৈন্যব্যূহ কাতারে কাতারে চলিয়াছে। রায়-চূড়ের উপর বিজয়নগরের পতাকা উড়িল, আবার তাহা লুণ্ঠিত হইয়া ভূতলে পড়িল। তারপর দেখিলাম, বিজয়নগরের সম্রাটের শ্রেণী, সৈন্যের শ্রেণী, অশ্বের শ্রেণী, হস্তীর শ্রেণী! জ্যোতিতে নয়ন অন্ধ হইয়া গেল। কর্ণ বধির করিয়া কত শত বজ্রাগ্নিশিখা গর্জ্জন করিয়া উঠিল।" এইস্থানে ব্রাহ্মণ নীরব হইলেন।

মধুরাও নিস্তব্ধ হইয়া শ্রবণ করিতেছিলেন; নয়ন তুলিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণ যুক্তহস্তে আপন বদন আবৃত করিয়াছেন। কিয়ৎকাল কেহই কথা কহিলেন না। পার্শ্ব হইতে একজন হতভাগ্য কাতর ধ্বনি করিল;—তাহার সঙ্গিগণ তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে-ছিল। দূরে কতকগুলি সেনার হর্ষকোলাহল শুনা গেল।

লোকাচার্য্য আবার বলিতে লাগিলেন, "মধুরাও! তারপর যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা আর ভুলিব না। বিশাল প্রান্তর—সৈন্যে ভরিয়া গিয়াছে। মনে হইল, পৃথিবীর যত সৈন্য সেই স্থানে একত্র হইয়াছে। বিজয়-নগরের সৈন্য দেখিলাম। তাহাদের বেশভূষা রণসজ্জা দেখিয়া মনে হইল, বিদ্যুদ্বিভা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইলেও তাহারা উন্মুক্ত অস্ত্রশ্রেণীর সাহায্যে সে পতন রোধ করিতে পারে। মধ্যভাগে বিচিত্র লোহিত চন্দ্রাতপ মণিমুক্তায় ঝল্‌মল্ করিতেছে চন্দ্রাতপ-নিম্নে বিজয়-নগরের সম্রাট্, পার্শ্বে রত্নখচিত শিবিকা। মুহূর্ত্তমধ্যে সব পরিবর্ত্তিত হইল। একবার দেখিলাম, এই শিবিকা আর তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান মূর্ত্তি; সে-মূর্ত্তি তোমার, দূর হইতে ভাল চিনিতে পারিতেছিলাম না। পরক্ষণেই সব ধূমে ঢাকিয়া গেল—আকাশভেদী গর্জ্জন ও রণকোলাহল শুনিলাম। কি পৈশাচিক চীৎকার! মধুরাও! আমার কর্ণে এখনো তাহা ধ্বনিত হইতেছে!—অন্ধকার চলিয়া গেল; দেখিলাম, সম্রাটের শোণিতাক্ত মস্তক বল্লমের উপর স্থাপিত। আমাদের বাহিনী ছিন্ন ভিন্ন বিতাড়িত!—এ বিশাল সাম্রাজ্য জীর্ণ গলিত পত্রের ন্যায় প্রলয়-ঝঞ্ঝাবাতে উড়িয়া গেল।"

মধুরাও শিহরিয়া উঠিলেন। ওষ্ঠ হইতে আপনার অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া আসিল, "সে শির কাহার? ভগবন্! দেব-রায়কে আশীর্ব্বাদ করুন্।" ব্রাহ্মণ ধীর ধীর করিয়া হাসিতেছিলেন; বলিলেন, "না মধুরাও! দেবরায় দীর্ঘজীবী হউক্! সে শির দেবরায়ের নহে। সে সম্রাট্‌ও বীর বটে, তবে অতিবৃদ্ধ। শুক্লকেশ রক্তরঞ্জিত, নয়ন বিস্ফারিত,—শীর্ণ অধরোষ্ঠ অদম্য স্পর্দ্ধাভরে কুঞ্চিত! এখনো সে মূর্ত্তি চক্ষুর সম্মুখে জাগিতেছে; সে মূর্ত্তি দেব-রায়ের নহে।"

মধুরাওয়ের মনে হইতেছিল, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন।—এই যুদ্ধক্ষেত্র, ব্রাহ্মণ লোকাচার্য্য, বিজয়নগরের নিহত সম্রাট্, আহতের আর্ত্তনাদ, কপিশ চন্দ্রের মলিন প্রভা —এ সমস্তই যেন স্বপ্নের মত অবাস্তব! তিনি বিমূঢ়ের ন্যায় বলিলেন, "ভগবন্! এ কি স্বপ্ন! বিজয়নগর-সাম্রাজ্য ধ্বংস! ভগবন্, এ স্বপ্ন

হইতে আমায় জাগরিত করুন।" লোকাচার্য্য কহিলেন, "স্বপ্ন তুমি দেখিতেছ না, মধুরাও! আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহাই তোমাকে বলিতেছিলাম। ভগবান্ বিরূপাক্ষদেব দেবদেব বিঠলস্বামী করুন্ যেন ইহা স্বপ্নই হয়!

লোকাচার্য্য মুখে এই প্রার্থনা করিলেন বটে, কিন্তু মানস-চক্ষে দেখিতেছিলেন যে, রাজধানীর বিরাট অভ্রভেদী মন্দিরগুলি অগ্নি-স্পর্শে জ্বলিয়া উঠিল; নগরীর পর্ব্বতাকার প্রস্তর-প্রাচীর শত্রুর আক্রমণ রোধ করিতে পারিল না; রাজপথে শোণিতের ধারা বহিল। বিশাল সৌধশ্রেণী আঘাতে আঘাতে কম্পিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। ব্রাহ্মণের কর্ণে সেই প্রকাণ্ড নগরের ধ্বংস-যাতনা ধ্বনিত হইতে লাগিল। সে মৃত্যুরাগিণী গৈরসাপ্পা-জলপ্রপাতের কল্লোলের ন্যায় গম্ভীর।

মধুরাওয়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ব্রাহ্মণ যেন বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিলেন। মধুরাও বলিলেন, "ভগবন্! দূর ভবিষ্যতে কি ঘটিবে জানি না। কেহ ভবিতব্যের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না, ইহা নিশ্চিত। এখানে আপনার আগমন ব্যর্থ হইয়াছে। সুলতানের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য। ভগবন্! মার্জ্জনা করিবেন, সে বালিকার হস্তরেখা পরীক্ষা কি ঠিক্ হইয়াছিল?"

লোকাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইলেন না। তাঁহার যেরূপ মানসিক অবস্থা, তাহাতে ক্রোধ জন্মাইতে পারে না। তিনি শুষ্কভাবে কহিলেন, "মধুরাও! নারায়ণ আমাকে কখনো অবিশ্বাস করেন নাই। তিনিই এই মুদ্‌গল হইতে আমাকে সিরগুপ্পে আহ্বান করিয়া লইয়া যান। নগরীর কোলাহল ভাল লাগিত না বলিয়া এখানে থাকিতাম, কিন্তু নারায়ণার আন্তরিক অনুরোধ ঠেলিতে না পারিয়া বিজয়-নগরে গেলাম। তুমি নারায়ণার বন্ধু হইয়া আমার কথায় অবিশ্বাস করিতেছ?"

মধুরাও কথা কহিলেন না। সহসা দূর হইতে আলোকের আভা মধুরাওয়ের মুখের উপর আসিয়া পড়িল। পার্শ্বস্থ শিবিকার হেম-মণ্ডিত কাষ্ঠদণ্ড হইতে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। শিবিকার লোহিত বস্ত্রাবরণ যেন আরও লোহিত দেখাইতে লাগিল। সৈনিকগণ কতকগুলি মশাল সংগ্রহ করিয়া প্রজ্বলিত করিয়াছে এবং তৎসাহায্যে আপনাদের হতাহত সঙ্গিগণকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। সে আলোকে লোকাচার্য্য দেখিলেন, প্রধান নায়কের বদন হইতে সন্দেহরেখা দূরীভূত হয় নাই; কহিলেন, "মধুরাও! আমি কিয়ৎক্ষণ-পূর্ব্বে সে বালিকার কর পুনরায় পরীক্ষা করিয়াছি;—বুঝিলাম, পূর্ব্বের গণনা অভ্রান্ত। কিন্তু সে বালিকা কখন রাজরাণী হইবে না, চিরকাল রাজপুত্রবধূই থাকিবে। দেবরায় তাহার অনুসন্ধানে গিয়াছে, কিন্তু অনুসন্ধান নিষ্ফল। আমি চলিলাম। নারায়ণা আসিলে বলিও লোকাচার্য্য বিন্ধ্য-পর্ব্বতে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে থাকিবে। শেষ অনুরোধ, আমার বাহকের দল গ্রামের দক্ষিণ-প্রান্তে অবস্থান করিতেছে, তাহাদের কোন অপরাধ নাই; ফিরিবার সময় তাহাদের লইয়া যাইও। বিরূপাক্ষদেব তোমাদের সকলকে কুশলে রাখুন।"

ব্রাহ্মণ সে স্থান ত্যাগ করিলেন। আকাশে চন্দ্ররশ্মি লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। দূরে

কঠিন ভূমির উপর অশ্ব-ক্ষুরধ্বনি উত্থিত হইল। মশাল-আলোকে মধুরাও দেখিলেন, দেবরায়ের অঙ্গের স্থানে স্থানে শোণিতরেখা, মস্তক উষ্ণীষ-শূন্য, নিবিড় কেশ বায়ুভরে ইতস্ততঃ উড়িতেছে, মুখে নৈরাশ্যের ভাব। মধুরাও আঘাত-বেদনা তুচ্ছ করিয়া ত্বরিতপদে অগ্রসর হইলেন এবং ধীরে ধীরে সম্রাটের ক্লান্ত দেহ আপনার বক্ষে টানিয়া লইলেন।

গ্রামের অপর অংশে বন-পথ প্রতিধ্বনিত করিয়া একটি অশ্ব কুলবর্গ অভিমুখে ছুটিয়াছে। অশ্ব-পৃষ্ঠে সেই তরুণ-তপনকান্তি মুসলমান যুবক। এক হস্তে অশ্বরশ্মি ধৃত, অন্য হস্ত প্রীতার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। যুবক ভাবিতেছিলেন, সুখে ভয় তাঁহার, কারণ রত্ন তাঁহার হস্ত-বেষ্টনীর মধ্যে। সে বেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া প্রীতার দেহলতা বারংবার কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, এ স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল।

(ক্রমশঃ)

আমাদের খাদ্য।

আমিষ আহার।

মৎস্য।—আমিষ আহারের মধ্যে মৎস্যই আমাদের দেশে প্রধান। মৎস্যে প্রোটিনের (Protein) এর ভাগ মাংসের সমান, যদিও বিভিন্ন-জাতীয় মৎস্যে ইহার পরিমাণের যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়।

সাধারণতঃ অল্প পরিমাণ তৈলীয়-ভাগ-বিশিষ্ট মৎস্য সহজে পরিপাক হয়, কিন্তু ইহার পুষ্টিকর গুণ অল্প। তৈলযুক্ত মৎস্য গুরুপাক কিন্তু অধিক পুষ্টিকর, যদিও সময় সময় এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে।—খুব শক্ত-মাংসযুক্ত মৎস্যের শীঘ্র পরিপাক হয় না।

লবণে রক্ষিত কিংবা শুষ্ক (সুঁট্‌কী) মৎস্যে জলের পরিমাণ অল্প; সেজন্য ইহাতে টাট্‌কা মৎস্যের উপাদান অপেক্ষা সকল উপাদানের পরিমাণ অধিক। কিন্তু উপকারিতায় টাট্‌কা মৎস্য অপেক্ষা অধিক কি-না তাহা সন্দেহ।

মাছের মুড়াতে মস্তিষ্কের উপকারী পদার্থ আছে কি-না, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মূল্য-হিসাবে সস্তায় তৈলযুক্ত মৎস্যই আয়প্রদ, কিন্তু বাজারের দাম-হিসাবে খাদ্য দ্রব্যের উপকারিতা নির্ণয় করা সকল সময় সম্ভবপর নয়।

কাঁকড়া, চিংড়ি, শামুক, ঝিনুক প্রভৃতিকে মৎস্যের মধ্যেই গণ্য করা হয়। ইহাদের মাংস অপেক্ষা পেশীই প্রধান। কিন্তু মৎস্য অপেক্ষা ইহারা গুরুপাক-খাদ্য। শামুকও গুগ্‌লী-জাতীয় খাদ্য কাঁচা খাইলে সহজে পরিপাক হয়। মাংস অপেক্ষা ইহাদের পুষ্টিকর গুণ কম, এবং কোন কোনটীর পুষ্টিকর গুণ দুগ্ধের সমান।

মাংস।—গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকর, খরগোস ও পক্ষীর মাংসই সাধারণতঃ মানবের খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। গোমাংস আমাদের দেশীয় আহার নহে। ইহা অন্যান্য মাংস অপেক্ষা গুরুপাক এবং সকল মাংস অপেক্ষা ইহাতে প্রোটিনের ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

ভেড়ার মাংসও যদিও আমাদের দেশে অধিক ব্যবহৃত হয় না, তথাপি ইহা স্বাদু ও সহজে পরিপাক হয়। ভেড়ার মাংসে চর্ব্বির ভাগ অন্যান্য মাংস অপেক্ষা অধিক। যদিও ভেড়ার মাংসে প্রোটীনের ভাগ বেশী, কিন্তু চর্ব্বি কম ও জলীয় ভাগ অধিক।

ছাগ-মাংসই আমাদের দেশে অধিক প্রচলিত এবং ইহাতে চর্ব্বির পরিমাণ অধিক নহে।

মাংসের চারিভাগের তিন ভাগ জলীয় পদার্থ এবং ইহার কমবেশী চর্ব্বির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। ছোট জানোয়ারের মাংসে জলের পরিমাণ অধিক এবং ইহার পুষ্টিকর গুণ অল্প। প্রোটীনও সেই হিসাবে বিভিন্ন। যদিও মাংসে খনিজ পদার্থ (mineral substance) খুবই কম, কিন্তু ইহা একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। মাংসের রসের লালবর্ণের মধ্যে লৌহ বর্ত্তমান, এবং মাংসের রসে(meat juice) ফস্ফরিক এসিড ও পটাস থাকে। মাংসের নির্য্যাস জলে সিদ্ধ করিয়া বাহির করা যায়। পূর্ণবয়স্ক জন্তুর মাংস হইতেই পুষ্টিকর নির্য্যাস পাওয়া যায়। নির্য্যাসের গুণাগুণ জন্তুর আহারের উপর নির্ভর করে। বন্যপক্ষী কিংবা খরগোসের মাংসের স্বাদেও গৃহপালিত পক্ষী কিংবা খরগোসের মাংসের স্বাদে অনেক প্রভেদ।

মাংস কাটিয়া ঝুলাইয়া রাখিলে অনেক সময় স্বাদের উন্নতি হয়। ইহার কারণ, ঐরূপ ঝুলাইয়া রাখার সময় এসিডের কার্য্য দ্বারা ইহার স্বাদ পরিবর্ত্তিত হয়। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একভাবে ঝুলাইয়া রাখিলে, পচনক্রিয়ার দ্বারা মাংসের স্বাদের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে।

রন্ধনকালে সিদ্ধ করিবার গুণে মাংসের পেশীস্থ সূত্রগুলি শিথিল হয় ও চর্ব্বি ও জলীয় ভাগ অনেক কমিয়া যায়।

মাংসের প্রধান পুষ্টিকর উপাদান প্রোটীন, কিন্তু বিভিন্নপ্রকার মাংসের পুষ্টিকর গুণ সচরাচর চর্ব্বির কম-বেশী অনুসারেই নির্দ্ধারিত হয়। যদিও মাংস একটী সম্পূর্ণ আহার নহে, কিন্তু ইহা সহজেই পরিপাক হয় এবং ইহাতে শক্তি-বৃদ্ধিকারী ও পেশী-গঠনকারী মূল্যবান্ উপাদানসমূহ বর্ত্তমান। মাংস অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য আহার, বিশেষতঃ, যখন ছোট ছোট জন্তুর মাংস ব্যবহার করা হয়।

ডিম্ব।—ডিম্বের পুষ্টিকর উপাদান মাংসেরই সমান, কিন্তু ইহাতে তৈলীয় পদার্থ (fat) অধিক এবং প্রোটীন কম। ডিম্বে শর্করা-জাতীয় উপাদান একেবারে না থাকায় ইহা রুটী, ময়দা, পায়স প্রভৃতি সকলপ্রকার খাদ্যের সহিতই মিশ্রিত করা যাইতে পারে। একটী ডিম্বের শক্তিসঞ্চারক ক্ষমতা তিন পোয়া মাংস কিংবা আধ সের খাঁটী দুগ্ধের সমান।

সকল-জাতীয় ডিম্বের রাসায়নিক উপাদান একই, কেবল ভিন্ন-জাতীয় পক্ষীর ভিন্ন প্রকার আহারের জন্য ডিম্বের গন্ধ বিভিন্ন। ডিম্বের খোসা কেবলমাত্র (carbonate of lime) কার্ব্বনেট অব লাইম-নির্ম্মিত। ডিম্বের খোসার বর্ণের সহিত ডিম্বের পুষ্টি-কারিতার কোন সম্বন্ধ নাই। ডিম্বের শ্বেত পদার্থ প্রধানতঃ প্রোটীন। ডিম্বের হরিদ্রা ভাগই সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর; কিন্তু ইহা কি উপাদানে গঠিত, তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে জানা যায় নাই। ইহাতে কিছু ফসফরসযুক্ত প্রোটীন ও ইহা ব্যতীত লৌহ উপাদান বর্ত্তমান

থাকে। ডিম্ব-হরিদ্রার শতকরা ৩০ ভাগ তৈলীয় পদার্থ। মাখমের তৈলীয় পদার্থের ন্যায় ইহা অত্যন্ত বিশিষ্টভাবে হরিদ্রাংশে মিশ্রিত থাকে। হরিদ্রাংশের উপকারিতার ইহাই প্রধান কারণ। উপরি উক্ত প্রোটীন লৌহ ও চূণ মিশ্রিত হইয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ফলিজ পদার্থে পরিণত হয়। খুব সম্ভব চূণও অন্য দুই উপাদানের ন্যায় ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশ্রিত থাকে। দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কোন খাদ্যে এ পরিমাণ চূণ নাই। ডিম্বের হরিদ্রাবর্ণ যত গাঢ় হইবে, ইহাতে লৌহের পরিমাণ ততই অধিক বুঝিতে হইবে। একটী ডিম্বের লৌহ-ভাগের পরিমাণ ১৮ আউন্স (আধসের) দুগ্ধের সমতুল্য।

চূণের জলে ডুবাইয়া রাখিলে ডিম্ব অনেক দিন পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

(ক্রমশঃ)

ডিম।

মানব-শরীরের পুষ্টি-সাধনের জন্য যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, সেই সকল দ্রব্য ডিমের ভিতর আছে বলিয়া ডিম মানবের একটি খাদ্য হইয়াছে। আমাদের দেশে হাঁস ও মুর্গী এই দুইটী পাখীর ডিমই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হয়। ইহাদের সম্বন্ধেই এইস্থলে কিছু বলিতেছি।

ডিমের উপরকার খোলাটী সমস্ত ডিমটির প্রায় দশমাংশ। ইহার মধ্যে পুষ্টিকর কিছু নাই বলিয়া, ইহাকে ত্যাগ করা হয়। খাদ্যের পুষ্টিকারিতা সেই দ্রব্যের নাইট্রোজিনাস্ বা যবক্ষারজানযুক্ত পদার্থের উপর নির্ভর করে।

খোলাটির নিম্নে শ্বেতবর্ণ পদার্থ। ইহার শতকরা ৮৫ ভাগ জল। অবশিষ্ট ১৫ ভাগ কঠিন পদার্থ; তন্মধ্যে ১২ভাগ প্রোটিন * (egg albumin), অর্দ্ধভাগ চিনি, সামান্য Fat (স্নেহজাতীয় দ্রব্য) এবং অন্যান্য দ্রব্যও সামান্য সামান্য আছে। উত্তাপের সহিত এই অংশ কঠিন হইতে থাকে।

শ্বেতাংশের ভিতরের পদার্থকে Yolk (বা কুসুম) কহে। ইহার দুইটী অংশ—একটী হরিদ্রা-বর্ণের, অপরটি বর্ণহীন, অর্থাৎ জলের ন্যায়। ইহা খাদ্য-ভাণ্ডার। ইহাতে অল্প-পরিমাণে, fat (স্নেহজাতীয় পদার্থ), লৌহ এবং ফস্‌ফরাসের যৌগিক পদার্থ আছে। এতদ্ব্যতীত ভাইটেলিন্ নামে ফস্‌ফোপ্রেটিন্-পদার্থও আছে। ইহাই ডিমমধ্যস্থ প্রাণীটির পুষ্টিকর খাদ্য। ইহার ভিতরে অল্প-পরিমাণে এলবুমেন এবং তৈলময় পদার্থ আছে। উত্তাপ পাইলেই আলবুমিন কঠিন হইয়া যায়; সেইজন্য ভিতরকার পীতাংশ শীঘ্র কঠিন হয় না।

মুর্গীর ডিমের ভিতরের দ্রব্যগুলি ও হাঁসের ডিমের ভিতরের দ্রব্যগুলি সমস্তই ঠিক এক নহে। আর যে সমস্ত জিনিষ আছে, তাহাদের পরিমাণও ভিন্ন ভিন্ন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, খাদ্যের পুষ্টিকারিতা নাইট্রোজেন বা যবক্ষারযুক্ত পদার্থের উপর নির্ভর করে। সেই-হিসাবে মুর্গীর ডিম বেশী পুষ্টিকর। কারণ, মুর্গীর ডিমে পীতাংশ শ্বেত-পদার্থের অর্দ্ধেক

* প্রোটিনের উপাদান—কার্ব্বন, উদজান, যবক্ষারজান, গন্ধক ও অম্লজান।

এবং হাসের ডিমে ইহা অনেক কম। সেই শীতাংশে প্রোটিন বেশী এবং অন্যান্য ক্ষারজানযুক্ত বা ছানা-জাতীয় পদার্থও আছে; কিন্তু শ্বেত অংশের মধ্যে সেরূপ নাই।

ডিমের পুষ্টিকারি-ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী। একটী মুর্গীর ডিম প্রায় অর্দ্ধসের দুধের ন্যায় পুষ্টি-সাধন করে। একটি ডিমের শতকরা ৫ ভাগ নষ্ট হয়, বাকি সমস্তই দেহের সহিত মিশ্রিত হয়। ইহার ভিতর লৌহ থাকায়, যখন আমাদের শরীরে ইহা গৃহীত হয়, তখন লৌহ রক্তে মিশিয়া রক্ত-কণিকার সংখ্যা বর্দ্ধিত করে এবং রক্তের পরিমাণেরও বৃদ্ধি করে। ইহার মধ্যে ক্যালসিয়াম-ধাতু যে অবস্থায় আছে, তাহার সমস্তই দৈহিক উপাদানে মিশ্রিত হয়। দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কোন খাদ্যে এরূপ পদার্থ নাই। সেইজন্য অস্থি ভগ্ন হইলে চিকিৎসকগণ প্রায়ই ডিম খাইতে বলেন। কারণ, হাড়ের পরিপুষ্টি ক্যাল্‌সিয়ম্-দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে।

ডিমের পরিপাক রন্ধনের উপর নির্ভর করে। অসিদ্ধ ডিম অপেক্ষা অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম অল্প সময়ে পরিপাক হয়। ডিম অসিদ্ধ অবস্থায় খাইলে উহাকে চিবাইতে পারা যায় না এবং লালাও ভালরূপ নিঃসৃত হইতে পারে না। এজন্য উহার পরিপাক শীঘ্র হয় না। অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম পূর্ণসিদ্ধ ডিম অপেক্ষা অল্প সময়ে পরিপাক হয়; কারণ, পূর্ণ সিদ্ধ ডিমে প্রোটিন পদার্থ অত্যন্ত কঠিন হয় এবং উত্তমরূপে না চিবাইলে উহার সহজে পরিপাক হয় না।

আমাদের দেশে যাঁহাদের প্রবৃত্তি আছে, তাঁহাদের পক্ষে শীতকালে ডিম খাওয়াই প্রশস্ত। কারণ, এই সময়ে শরীর অত্যন্ত কার্য্যক্ষম হয়। ডিম খুব বেশী খাওয়া উচিত নহে এবং খুব সিদ্ধ করিয়া খাওয়াও উচিত নহে। কারণ, ডিমের শ্বেতাংশ সমস্তটা পরিপাক হইয়া নির্গত হইতে না পারিলে, মূত্রে (Albumin) হয়। জলবায়ু এবং শরীরের ধাত বুঝিয়া ডিম খাওয়া উচিত।

ডিম অনেক দিন গৃহে রাখিতে হইলে চূণের জলে ভিজাইয়া রাখা উচিত। ১ পাইণ্ট জলে ১ ছটাক লবণমিশ্রিত করিয়া উহার মধ্যে ডিম ডুবাইয়া রাখিলে খারাপ ডিমগুলি ভাসিয়া উঠিবে। নষ্ট ডিম অত্যন্ত অপকারী, ইহা বিষাক্ত।

একটী ডিম না খাইয়া অনেক দিন ঘরে তুলিয়া রাখিলে, উহা ভিতরে ভিতরে খারাপ হইতে থাকে এবং পরে অত্যন্ত জোরে শব্দ করিয়া ফাটিয়া যায়। তখন অত্যন্ত বিষাক্ত দুর্গন্ধও বাহির হইতে থাকে।

ডিম সিদ্ধ করিতে হইলে জল খুব ফুটাইয়া তাহাতে ডিম দিয়া নামাইয়া রাখিতে হয়। তাহাতে ডিম অর্দ্ধসিদ্ধ হয়। যদি ডিমের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া ফুটান হয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, উহার জলময় অংশ উত্তাপ পাইয়াছে এবং কঠিন হইয়াছে, অবশিষ্ট অংশ পূর্ব্বের মতই আছে।

আমাদের একটী সংস্কার যে হাঁসের ডিম খাইলে বাত হয়, কিন্তু ইহাতে বাতের পক্ষে অনিষ্টকারী কিছু নাই। সুতরাং ইহা খাইলে কোন অনিষ্ট না হইতে পারে। তবে জলবায়ু ও শরীর দেখা উচিত। সমস্ত ডিমটীর পরিপাক হওয়ার দরকার, নতুবা অনিষ্ট হইতে পারে। অল্প-পরিমাণে ডিম-ভক্ষণ আমাদের উপকারী, অপকারী নহে।

শ্রীরামচন্দ্র আচার্য্য।

প্রেমের শক্তি।

(পারস্য ইতিহাসের গল্পাবলম্বনে রচিত)

রাজার গুণের তুলনা ছিল না; দেশের লোকেরও সুখের সীমা ছিল না। কিন্তু রাজা বড় অসুখী; কারণ, তাঁহার পুত্র একটি জড়-পিণ্ড। রাজপুত্রকে দেখিয়া কাহারও মনে হইত না যে তাঁহার কোন বোধশক্তি আছে। রাজ্যের যত বীর তাঁহাকে অস্ত্র শিক্ষা দিতে আসিতেন; রাজপুত্র বিহ্বলনেত্রে তাহাদের পানে চাহিয়া থাকিতেন। দেশের যত পণ্ডিত রাজপুত্রকে লেখা-পড়া শিখাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার মূর্খত্ব ঘুচিল না। এই জড়ভরতের মত পুত্র লইয়া রাজা কি করিবেন? কতজন কত দেশের গল্প করিত, কিন্তু রাজপুত্র প্রাসাদের গণ্ডী ছাড়াইয়া একদিনও বাহিরে আসিলেন না। প্রাসাদের বাহিরের শ্যামলা উজ্জ্বলা ধরণীর সহিত রাজপুত্রের একদিনও পরিচয় ঘটিল না। নদীর নৃত্য, গিরির মহিমা, কাননের গাম্ভীর্য্য সবই অনাঘ্রাত পুষ্পের মত দূরে পড়িয়া থাকিত।

বিজয়-মাল্য লইয়া যখন রাজার বাহিনী ফিরিয়া আসিত, রাজপুত্র সে বাহিনীর নেতা বা দর্শক কিছুই থাকিতেন না। রাজা শিকার করিয়া আসিতেন, রাজপুত্র স্তব্ধ হইয়া পিতার কীর্ত্তি দেখিতেন। রাজপ্রাসাদের উচ্চকক্ষের এক কোণে বসিয়া তাঁহার সমস্ত দিন কাটিয়া যাইত, যেন তিনি সেই পাষাণ-গৃহের একখণ্ড মর্ম্মর-প্রস্তর। তাহার পর গভীর রজনীতে সারা জগৎ নিঝুম হইয়া আসিলে যেমন দীর্ঘ তরু তাহার নিশ্চল পত্র-শাখা সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, তিনি সেইরূপ অবশ আলস্যে মর্ম্মর-হর্ম্ম্যের সুখ-শয্যার উপর অঙ্গ ঢালিয়া দিতেন।

এমন নিশ্চিন্ত অসাড় প্রাণে সহসা ভাবের লীলা দেখা দিল। আঁধার গগনে একটি ক্ষীণ রশ্মি ফুটিয়া উঠিল। রাজবাড়ীর নিকটে এক দরিদ্র বাস করিত। তাহার কুটির-আলো-করা এক মেয়ে ছিল। রাজপুত্র জানালা হইতে সেই মেয়েটিকে দেখিয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলিলেন। সব দেশেই গরীব লোক আছে; গরীবের মেয়ের রূপ, দেশের রাজপুত্র ও রূপ দেখে মুগ্ধ হওয়ার ব্যাপারও বিরল নহে। কিন্তু এ-রকম রাজপুত্র, যাঁহার মত মূর্খ রাজ্যে ছিল না, যিনি আহার-নিদ্রা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন কাজ [illegible] জানিতেন না, তিনিও শেষে রূপের উপাসক হইলেন!

বসন্ত আসিলে পৃথিবীর সমস্ত অঙ্গ জুড়িয়া একটি সাড়া পড়িয়া যায়। শীতের সময় যে বাতাস স্তব্ধ হইয়া থাকে সেও তখন চঞ্চল হইয়া উঠে। আজ রাজপুত্রের জীবনে বসন্ত আসিয়াছে। তাঁহার জীবনের আজ সুপ্রভাত। প্রেমের আলোকে তাঁহার তরুণ হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে। ক্ষুদ্র কুটিরের দুয়ারে উষার মত নিরাভরণা বালিকাটি দাঁড়াইয়া। তিনি রাজ-প্রাসাদের সিংহদ্বারে যখন আসিলেন, তখন সে কুটীরের ভিতরে চলিয়া গিয়াছে। কতবার তিনি কুটীরের চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইলেন, যাহার জন্য এ ব্যাকুলতা তাহার দেখা তখন আর মিলিল না।

শিক্ষক প্রতিদিন সকালে যেমন প্রাসাদে

পড়াইতে আসেন আজও তেমনি আসিয়াছেন। তিনি দেখিলেন, রাজপুত্র ঘরে নাই। জানালার ধারে গিয়া দেখিলেন, দূরে সবুজ গাছের তলায় নদীর ধারে রাজপুত্র একটি মেয়ের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। তাহারা উভয়ে কুটিরের নিকটে আসিলে তিনি মেয়েটীকে চিনিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন, রাজপুত্রের মুখে একটি নূতন ভাব আসন পাতিয়াছে আর তাঁহার চোখে একটি নূতন আলোক খেলা করিতেছে।

ঘুমন্ত শিশুর অধরে যেমন একটি স্নিগ্ধ হাসির আভা লাগিয়া থাকে, রাজপুত্র সেইরূপ একটী সুখের ভগ্নস্মৃতি লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পড়া সে-দিনও হইল না। শিক্ষক দেখিয়া গেলেন, আজ সে জড়পিণ্ড নিশ্চল নহে বটে, কিন্তু বড় অন্যমনস্ক।

পরদিন সূর্য্যের আলোকে চারি দিক্ ঝল্‌মল্ করিতেছিল। শিক্ষক প্রাসাদে আসিবার সময় দেখিলেন, বাহিরে বাগানের পাশে রাজপুত্র মেয়েটির সঙ্গে কথা কহিতেছেন। তিনি দেখিলেন, রাজপুত্রের কথায় মেয়েটির মুখে এক রাশ রক্তের উচ্ছ্বাস আসিয়া পড়িল। সে রঞ্জিত মুখমণ্ডলের কারণ রাজপুত্রের ভাষা, প্রভাত-সূর্য্যের রক্ত আভা নহে।

তিনি রাজপুত্রের কক্ষের অভিমুখে না যাইয়া রাজার নিকটে গেলেন। বৃদ্ধ পণ্ডিতের শীর্ণমুখে বেদনা ও ঘৃণার রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিলেন, "মহারাজ! আজ বড় ক্ষোভে আপনার নিকটে একটি কথা নিবেদন করিতে আসিয়াছি। এত দিন রাজপুত্রকে শুধু মূর্খ বলিয়াই জানিতাম, আজ জানিলাম, তিনি দুশ্চরিত্র। প্রাসাদের নিকট যে দরিদ্র ব্যক্তি বাস করে, তাহার কুলের মত সুন্দর একটি কন্যা আছে। রাজপুত্র সেই বালিকাকে প্রলোভনে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।"

এতদিন রাজার প্রশস্তললাটে সকল সময়েই চিন্তার কালিমা মাখান থাকিত। এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সে আঁধার দূর হইল। তিনি উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, "ঈশ্বর এতদিনে প্রসন্ন হইয়াছেন! আজ মাটির পিণ্ডে স্পন্দন আসিয়াছে।"

শিক্ষক প্রতিকারের আশায় আসিয়াছিলেন, তিনি রাজার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। এমন সময় সেই জীর্ণ কুটিরের দীন অধিবাসী অভিবাদন করিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইল। সে বলিল, "মহারাজ! বিচার চাহি।" রাজা বলিলেন, "তোমার অভিযোগের কথা বল।" রাজার ন্যায়-বিচারের কথা সকল প্রজাই জানিত। সে সঙ্কোচ না করিয়া বলিল, "যুবরাজ আমার কন্যার প্রণয়-প্রার্থী! ফল কি হইবে জানি না। ইহাতে আমাদের সম্মান চিরকালের জন্য নষ্ট হইতে পারে।" রাজা বলিলেন, "সে কথা আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। প্রজার সম্মান রাজার বিলাসের সামগ্রী নহে। তোমার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার ভার আমার। আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি। তোমরা কি আমার পুত্রকে চেন? সে ত' কখন প্রাসাদের বাহিরে পূর্ব্বে যায় নাই, আর তাহার বেশভূষাও যুবরাজের মত নহে।" কুটিরবাসী বলিল, "আমি কয়েকবার প্রাসাদে পুষ্পমালা দিতে আসিয়াছিলাম। মহারাজের শিকার বহিয়াও অনেকবার আসিয়াছি। আমি যুবরাজকে প্রাসাদে দুইবার দেখিয়াছি। আমার কন্যা কখনও দেখে নাই, সে এখনও

জানে না যে তিনি যুবরাজ। রাজা বলিলেন, "এখন আমার কথা শোন। তোমার কন্যার দ্বারা দেশের মহা উপকার সাধিত হইতে পারে। আমার পুত্র তাহাকে ভালবাসে; সুতরাং সে যাহাই বলিবে, আমার পুত্র তাহাই করিবে। তোমার কন্যাকে বলিও সে যেন যুবরাজের মনে সকল বিষয়ে দক্ষতা-লাভ করিবার বাসনা জাগাইয়া তোলে। তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আমার পুত্র সব করিবে। সে মূর্খ, বিদ্বান্ হইবে; সে অলস বীর হইবে, তাহার সেই রক্ত-মাংসের পাষাণ দেহে প্রাণ-সঞ্চার হইবে। বড় গুরুভার তোমার মেয়ের উপর রহিয়াছে। যদি এ-কাজ সিদ্ধ হয়, দেশের অশেষ মঙ্গল। নচেৎ আমার মৃত্যুর পর রাজ্যে অত্যাচার ও রক্তপাতের স্রোত বহিবে। বল, তোমার কন্যা কি এ ভার বহিতে পারিবে?"

কক্ষ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল। রাজা ভাবিতেছিলেন নিজ-পুত্রের ভবিষ্যৎ; শিক্ষক ভাবিতেছিলেন রাজার সহৃদয়তা ও মানব চরিত্রে অভিজ্ঞতার কথা। কন্যার পিতা বলিল, "বুঝিয়াছি, মহারাজ! আমার মেয়ের যাহা সাধ্য করিবে।" রাজা বলিলেন, "তোমার কন্যা যেন তাহাকে শুদ্ধ আশা দেয় যে যুবরাজ তাহার প্রেমের উপযুক্ত হইলেই তাহাকে লাভ করিতে পারিবে। সে যদি কেবল এইটুকু করিতে পারে, প্রেম অবশিষ্ট সমস্তই করিবে। এ কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিবার যদি ক্ষমতা থাকে, সে আপনার সম্মান আপনিই রাখিতে পারিবে।"

পিতার নিকট হইতে কন্যা সব শুনিল। সেও যুবরাজকে ভালবাসিয়াছিল কিন্তু তখন জানিত না যে তিনি যুবরাজ। যুবরাজের কথা সকলেই জানিত, সেও জানিত; কিন্তু আজ যুবরাজ তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী জানিয়াও তাহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইল না! সে বুঝিতে পারিল যে, তাহার উপর কি গুরুতর দায়িত্ব অর্পিত হইতেছে। সে দায়িত্ব লইতে স্বীকার করিল। দেশের সুখ-দুঃখ, শান্তি-রক্তপাত, বিচার-অত্যাচারের জন্য সেই এখন দায়ী। সে মনে মনে প্রার্থনা করিল যেন সে রাজপুত্রের জীবনে পূর্ণতা—সফলতা আনিয়া দিতে পারে।

রাজপুত্র তন্ময় হইয়া বালিকাকে দেখিতেছিলেন। কুটিরের মাটির দেওয়ালে কুটির-স্বামীর অস্ত্র ঝুলিতেছিল। বালিকা কহিল, "কুমার! তুমি কি এ অস্ত্রের ব্যবহার জান?" রাজপুত্র বলিলেন, "না, আমি কোন অস্ত্রেরই ব্যবহার জানি না।" পর দিন প্রভাতে যখন রাজপুত্র বলিলেন, "এস, বনের ধারে পাহাড়ের তলায় বেড়াইয়া আসি।" তখন বালিকা বলিল, "না, বাবা বলিয়াছেন, 'ওখানে যত হিংস্র পশুর বাস।' গেলে তোমার বিপদ্ ঘটিতে পারে।" রাজপুত্র বলিলেন, "ঠিক্ কথা। তারা তোমার অনিষ্ট করিতে পারে।" তিনি প্রাসাদে ফিরিয়া সেনাপতিকে বলিলেন, "আমাকে অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা দিন্।"

রাজা যে-দিন সেনাপতির নিকটে শুনিলেন, তাঁহার পুত্র ধনুর্বিদ্যায় তাঁহারই সমান হইয়াছে সে-দিন, বুঝিলেন রাজপুত্রের শিক্ষার প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

রাজপুত্র এইবার একদিন বালিকাকে বলিতেছিলেন, "চল, আজ যাই, আজ কোন ভয় নাই।" তখন রাজপুত্রের কটিতে হীরক-

খচিত তরবারীর প্রান্ত ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল, এবং হস্তে ধনুর্ব্বাণ বীরত্বের পরিচয় দিতেছিল। সে-দিন কাননের নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিয়া রাজপুত্রের মুখ হইতে যে ভাষার স্রোত বহিল, তাহা আপন বীরত্বে আপন ক্ষমতার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকিলেই বাহির হইতে পারে।

একদিন মধ্যাহ্ন-সূর্য্য যখন পৃথিবীর সর্ব্ব অঙ্গে তাঁহার দীপ্ত কিরণ বর্ষণ করিতেছিলেন, তখন বালিকা কহিল, "কুমার! আমাকে লেখা-পড়া শিখাইতে পার? আমার বড় ইচ্ছা আমি লিখিতে পড়িতে শিখি।" রাজপুত্র বলিলেন, "আমি ত' ও সব জানি না।" বালিকা বলিল, "তবে আর আমার শেখা হইল না।" বালিকার নৈরাশ্যে রাজপুত্র মনে ব্যথা পাইলেন; বলিলেন, "আচ্ছা! কিছুদিন পরে আমিই তোমাকে শিখাইব।"

সে-দিন পণ্ডিত-মহাশয় আপনার গৃহে আহার শেষ করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। এমন সময় রাজপুত্র আসিয়া বলিলেন, "আমাকে পড়ান্। আমি পড়িতে চাহি।" শিক্ষার জন্য তখন তাঁহার কি উৎসাহ, কি অধ্যবসায়! প্রেমের দ্বারা এইরূপে রাজপুত্রের জীবনকুসুমের আর একটি দল খুলিয়া গেল। রাজা, শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, কুটির-বাসিনী কন্যা কি যাদু জানে?

দিনের আলো ম্লান হইয়া আসিয়াছে। কুটিরের ছিদ্র দিয়া তপনের শেষ কিরণ দীর্ঘ অঙ্গুলীর আকারে আসিয়া দেবতার আশীর্ব্বাদের ন্যায় বালিকার মস্তকে পড়িয়াছে। তাহার পার্শ্বে বসিয়া রাজপুত্র পাঠ বলিয়া দিতেছেন। পুস্তকের দিকে তাহার আজ দৃষ্টি ছিল না। সে কেবল কুমারের উৎসাহ-ভরা মুখের পানে চাহিয়া ছিল। যুবরাজের কথা সে শুনিতেছিল না;—সে শুনিতেছিল শুধু তাহার ঝঙ্কার, আর ভাবিতেছিল কতদিন আর পরীক্ষা চলিবে। রাজপুত্র বলিলেন, "আজ তোমার পড়ায় মন নাই, চল, বেড়াইতে যাই।" পাঠ সাঙ্গ না করিয়া দুইজনে নদীর ধারে আসিলেন।

তপন দিগন্তের কোলে ঘনকৃষ্ণ-বন-রেখার অন্তরালে অস্তগামী তপন ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছিল। সেই তরল-কনক-কিরণজালের যবনিকার পরপ্রান্তে কত অজানা দেশ লুকাইয়া আছে! সঙ্গিনী বলিল, "কুমার! ওখানে কি দেশ আছে তুমি ত কত বই পড়িয়াছ, ঐ দেশের গল্প বল।" রাজপুত্র বলিলেন, "ও-সব দেশের কথা পড়ি নি। তবে তুমি যদি বল, আমি ও-গুলি দেখিয়া আসিতে পারি।" তাঁহার কণ্ঠে ও চোখের ভাষায় একটি অস্পষ্ট উদ্বেগ প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছিল। বালিকা বলিল, "তাই যেও। ফিরিয়া আসিয়া আমার নিকট গল্প করিও!" যুবরাজ বলিলেন, "তোমার পড়া ত' তাহা হইলে হ'বে না।" বালিকা বলিল, "তুমি এলে হ'বে।" রাজকুমার ক্ষণকাল নীরব থাকিলেন। বালিকা ভয় করিতেছিল, বাঁধন শক্ত হইলে পাছে ছিঁড়িয়া যায়! কিন্তু ফুলের মালার বাঁধন যতই শক্ত হয়, স্পর্শ ততই কোমল হয়। যুবরাজ এইবার প্রাণের কথা বলিয়া ফেলিলেন; বলিলেন, "কত দিন তোমাকে দেখিতে পাইব না!" বালিকা বুঝিল এবারও প্রেমের জয় হইয়াছে। সে হর্ষ চাপিয়া রাখিয়া বলিল, "আমি প্রতিদিন ঠিক এমনই সময় এখানে দাঁড়াইয়া তোমারই কথা ভাবিব। ভাবিব,

আমার সম্মুখ হইতে যে সুখ বিদায় হইতেছে, সে তোমারই নিকট যাইবে।" রাজপুত্র কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "যখন এই বাতাসের ঢেউ গিয়া আমার দেহে লাগিবে, আমি ভাবিব, তোমায় আমার মধ্যে ব্যবধান লুপ্ত হইয়াছে।"

তিনটি বৎসর পরে নূতন জীবনের তিনটি অধ্যায় শেষ করিয়া রাজকুমার প্রাসাদে ফিরিলেন। তিনি কুটিরে আসিয়া দেখিলেন যে, বালিকার রূপ যেন আরও বাড়িয়াছে। কেবল, শ্যামল তট-ঘেরা সরোবরের কালো জলের মত কালিমাভরা চক্ষু-দু'টি ছল ছল করিতেছে। রাজপুত্রের আনীত উপহারের রাশি পড়িয়া রহিল। সে কেবল গল্প শুনিয়া দীর্ঘ দিন গুলি কাটাইতে লাগিল

তারপর একটি শান্ত জ্যোৎস্না-রাতে প্রলয়-রোলের ন্যায় রণ-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। দেশের বাহিরে শত্রু আসিয়াছে। রাজার সৈন্য যুদ্ধে যাইবে। তরুণীর মুখ তখন চন্দ্রমার রশ্মির ন্যায় কম্পিত। সে ভয়-কণ্ঠে কহিল, "কুমার! এ যুদ্ধে সেনাপতি কে?" তাহার ওষ্ঠ বলিতে চাহে, 'এ যুদ্ধে কি অন্যের সেনাপতি হওয়া সাজে? তোমার দেশ, তোমার রাজা, তোমার সৈন্য প্রাণ দিতে যাইতেছে, তুমি পথ দেখাইয়া না দিলে আজ বড় অপমান, বড় লজ্জা! তুমি যাও।" কিন্তু নয়ন তখন বলিতেছিল, 'কোথায় যাইবে? যাইও না, আমি একেলা থাকিব কেমন করিয়া?' রাজপুত্র উত্তরে বলিলেন, "এ যুদ্ধে আমিই সেনাপতি হইব, পিতার অনুমতি লইয়া আজই যাত্রা করিব। যদি না আসি—" ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি তুলিয়া তরুণী কহিল, "তাহা হইলে ঐখানে আবার দেখা হইবে।"

জীবনের চারি অংশ পূর্ণ করিয়া চারি মাস পরে বিজয়ী কুমার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিলেন। উন্মত্ত ঝঞ্ঝার মত যখন তিনি শত্রুসৈন্য মথিত করিতেছিলেন, তখন চঞ্চলা চপলার ন্যায় প্রণয়িনীর হাস্য তাঁহার মানসপটে ভাসিতেছিল। যখন অশ্বক্ষুরাহত ধরণী-বক্ষ হইতে উত্থিত ধূলি-জালে শত্রুব্যূহ আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তখন জলপ্রপাতের শ্বেত বাষ্পরাশির উপর রচিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় তরুণীর বিশাল নয়নের জ্যোতিঃ সে ধূলির আঁধার আলোকিত করিতেছিল। অস্ত্রের ঝনঝনা ও বর্ম্মের সঙ্ঘর্ষণের মধ্যে তিনি তাহারই কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছিলেন। আজ যুদ্ধের অবসানে তিনি তাঁহার মানস-প্রতিমাকে নয়ন-সম্মুখে বিরাজিত দেখিলেন। সে প্রতিমা দুইজনের পিতার মধ্যস্থলে স্থাপিত—আজ তাহার বধূ-বেশ!

উপদেশের ঝুড়ি।

সকালে উঠে ঘর ঝাঁট্ দেওয়া আমাদের সংসারে একটা নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। সচরাচর আমরা প্রথমে ঝাঁট দিয়া পরে-খানিকটা জল ছিটিয়ে দিই। কবি রবীন্দ্রনাথের 'ফুতার জন্য' বলে কবিতায় রাজার পায়ে ধুলো লাগতে না লাগে, সেই জন্য রাজ্যের যত ঝাড়ুদার মিলে ধুলো তাড়াতে আরম্ভ করল! তারা এমন জোরে ঝাড় চালাতে লাগ্‌ল যে

দেশ ধুলোয় ভরে গেল, পায়ের ধুলো মাথায় গিয়ে উঠ্‌ল, আর দেশের লোকের দম বন্ধ হ'বার উপক্রম হ'ল। আমাদের ঘরে ঝাট্ দেওয়াও ঠিক্ ঐ রকম ব্যাপার। সে সময় ঘরে যে থাকে, তা'র নাকে, মুখে, চোখে ধুলো যায়, আর ঘরের যত ধুলো উপরে উঠে আসবাব্-পত্রের উপর জমে। ধুলো এত উপকারী জিনিস নয় যে, নাকে মুখে চোখে বিছানা ও আল্‌মারীর ওপর তাকে স্থান দিতে হ'বে। যদি উপকারী হ'ত, তা হ'লে আর ঝাঁটা দিয়ে তা'কে দূর করে দেওয়ার দরকার হ'ত না। ধুলো অপরিষ্কার ত' বটেই, তা ছাড়া রোগ ছড়িয়ে দিতেও সময়ে সময়ে সাহায্য করে। ঝাঁট দেওয়ার পর যে জল ছিটান হয়, তাতে কতকটা গুঁড়া ধুলো জলের সঙ্গে নীচে পড়ে। ফলে ঘরের ধুলো অনেকই থেকে যায়। ঝাঁট দেবার আগে কুচি কুচি করে কাগজ মেঝের ছড়িয়ে দিয়ে তারপর ঝাঁট দিলে বেশী ধুলো উড়্‌তে পারে না সত্য, কিন্তু সকলের চেয়ে ভাল উপায়, প্রথমেই মেঝের জল ছিটিয়ে দেওয়া। সেই জলটা শুকিয়ে গেলে ধুলো সব ভিজে থাকে, ওপরে উঠ্‌তে পারে না। তখন ঝাঁট দিলে আর বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। ঝাঁট দেবার সময় আঁচলটা সঙ্গেই থাকে ; সেটা সে-সময় নাকে-মুখের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে দিলে কাপড়ের ত' কোন ক্ষতিই হয় না, অথচ শরীরের পক্ষে উপকার হয়।

বাজার থেকে তরিতরকারী এলে একবার ধুয়ে নিতে পার্‌লে ভাল হয়। কত স্থান কুস্থান, ময়লাগাদার কি তরকারী জন্মায় কেউ তা' দেখ্‌তে যায় না। সেই জায়গার মাটি তরকারীর গায়ে লেগে থাক্‌তে পারে। তারপর অপরিষ্কার পাত্রে বা ছেঁড়া কাপড়ের ওপর রেখে লোক সে-সব বাজারে বিক্রী করে। তরকারী কুটে একবার ধোয়া হয়, আগুনে সিদ্ধ হ'লে পরে তার অনেক দোষ কেটে যায়। কিন্তু যে সব ফল-মূল না রেঁধে খাওয়া হয়, সে-গুলির একটা উপায় আগে হ'তে করে রাখা ভাল। তরকারী, ফল-মূল ঘরে তুল্‌বার আগে একবার ধুয়ে নিলে ছোয়াছাপার জন্য কোন বিপদের ভয় থাকে না। তবে মন-বোঝান ধোয়াতে কাজ হয় না। অনেক সময় মেয়েরা বাজার থেকে আনা তরকারীগুলোর ওপর দু'এক ফোঁটা গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ন। গঙ্গাজল যে খুব শুদ্ধ, তাতে আর ভুল নেই। তবে ছিটে ফোঁটায় বিশেষ ফল হয় না। একেবারে সবগুলোর ওপর ঘটি-কতক গঙ্গাজল ঢাল্‌তে পার্‌লে আর কোন ভাবনার কারণ থাকে না। কিন্তু গঙ্গাজল এত সস্তা নয়। সুতরাং, পাতকুয়া বা ইঁদারার জল এক-আধ ঘড়া দিলে হানি কি? আমাদের বাংলা-দেশকে কবিরা সুজলা সুফলা বলেন্। এখানে যত ফল তত জল। আরব-দেশ বা রাজপুতানার মত এখানে জলের অভাব নেই। সুতরাং, এখানে ও-বিষয়ে কৃপণ না হওয়াই উচিত।

ধোপার-বাড়ী হ'তে কাপড়-চোপড় এলেও একবার অন্ততঃ জল-কাচা করে নেওয়া উচিত। যে কাপড় কাচে, সে সকল সময় ভাল জল পায় না, আর এত লোকের কাপড় তাকে কাচ্‌তে হয় যে, সব আলাদা করে পরিষ্কার করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সে যদি তেলের দাগ ও ময়লা সাফ্ করে দিতে

পারে তা' হলেই বুঝ্‌তে হ'বে ঢের হ'ল। কাচ্‌বার সময় কত রকম লোকের, কত রোগীর কাপড়-চোপড় এক সঙ্গেই কাচ্‌তে হয়। সময় সময় ধোপাবাড়ীর টাট্‌কা-কেরৎ কাপড় ব্যবহার করে দাদ, চুলকানি, পাঁচড়া আরও কত খারাপ রোগ হয়। সব বাড়ীতে এ রকম কাপড় গরম-জলে ফুটিয়ে নেবার উপায় থাকে না। আর থাক্‌লেও তা'র ইচ্ছা বা সময় হয় না। কিন্তু সে সব একবার জলকাচা করে নিতে সকলেই পারেন।

পাণের গায়ে চুণ লেগে থাকে বলে সকলে তা' ভাল করে ধোয়া দরকার, এ-কথা ভাবেন না। পাণের দোকানে মাস্তাতার আমলের জলের গামলা হ'তে জল নিয়ে পাণের ওপর ছিটান হয়। যদি দোকানীর পাণের সঙ্গে তামাকের ব্যবসা থাকে, তবে এক একবার তামাক বিক্রী করে পাণ বিক্রী করার সময় সেই গামলায় সে হাত ধুয়ে লয়। পাণের ওপর সময় সময় ছোট ছোট পোকা বা পোকার ডিম থাকে! এ-রকম পাণ ভাল করে না ধুয়ে চিবানো শরীরের পক্ষে খারাপ। তারপর পাণে চুণের শক্ত কুচি থাক্‌লে বা সুপারীর কুচি বা তা'র পাত্‌লা শক্ত খোসা থাক্‌লে, তা' পাণের সঙ্গে পেটে যায়। ও সব জিনিশ খেলে পাথ্‌রী হ'বার সম্ভাবনা। পাণ সাজার সময় এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। পাণ খেতে গিয়ে যেন প্রাণ না দিতে হয়।

শোক সংবাদ।

ভূতপূর্ব্ব বিচারক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী প্রতিভা দেবী গত ৮ই জানুয়ারী রবিবার চারিটি পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী ও ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথমা কন্যা। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত-শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ দেখা দিয়াছিল এবং তিনি এই শাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ভারতীয় সঙ্গীতের উন্নতি-সাধনের ও এতদ্দেশীয় নরনারীর সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য "সঙ্গীত-সঙ্ঘ" স্থাপন করিয়া তিনি বহু যত্ন ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার এই 'সঙ্গীত-সংঘ' বিদ্যালয়ে তিনি বহু যত্নে বিখ্যাত সঙ্গীত-শাস্ত্রবেত্তাদিগকে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করাইয়াছিলেন। সঙ্গীত-শাস্ত্রের বহুল প্রচারের জন্য তিনি 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা' নামে একখানি পত্রিকাও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সমুদায় উদ্যমেই তাঁহার পতির সহানুভূতি, উৎসাহ ও সহায়তা চিরদিনই বর্ত্তমান ছিল। পিতৃগৃহে কবিসম্রাট্‌ রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয়ে তিনি সরস্বতীর চরিত্র অভিনয় করিয়াছিলেন। এই বিষয় রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে। বেথুনবিদ্যালয়ে পুরস্কার-বিতরণের উৎসবের সময় তিনিই প্রথমে প্রকাশ্য সভায় গান করিয়া এই বিষয়ে পথ-প্রদর্শন করেন। মৃত্যুকালে সন্তানগণের সকলেই উপস্থিত ছিলেন, কেবল এক পুত্র বিদেশে ছিলেন বলিয়া আসিতে পারেন নাই।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স সাতান্ন বৎসর হইয়াছিল। ভগবান্ তাঁহার আত্মার উন্নতি ও চিরশান্তি বিধান করুন্।

রিপণ কলেজের প্রবীণ অধ্যক্ষ জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর ইহলোকে নাই। ইংরাজী ও সংস্কৃত-সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে উচ্চ শিক্ষার যে ক্ষতি হইল, তাহার শীঘ্র পূরণ হইবে না। দেহের সমস্ত শক্তি ও প্রাণ-মন দিয়া আপন-হারা হইয়া তিনি অধ্যাপনা করিয়াছিলেন এজন্য তিনি ছাত্রগণের যে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা লাভ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। পরমেশ্বর তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারের শোক দূর করুন এবং তাঁহার আত্মার অনন্ত উন্নতি বিধান করুন্।

সরস্বতী-পূজা।

মাঘের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত হিন্দুই দেবী সরস্বতীর পূজা করিয়া থাকেন। প্রায় প্রত্যেক হিন্দু-গৃহেই এই পূজা হয় বলিয়া ইহা অতিশয় আনন্দপ্রদ উৎসব। এই আনন্দ যিনি যতই উপভোগ করুন্ না কেন, বালকদিগের ন্যায় কেহই ইহার আনন্দ-রস আস্বাদন করিতে পারেন না। কৃতী অকৃতী সকল ছাত্রেরই এই দিনে অপার আনন্দ। কারণ, এই দিন অনধ্যায়, লেখাপড়া নিষিদ্ধ;—কেবল আনন্দ সম্ভোগের ব্যবস্থা। যে বালকের পাঠে যত অমনোযোগিতা, বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর পূজায় তাহার তত উৎসাহ, তত মনোযোগ দেখা যায়। তাহারা ভাবে পুরোহিত-মহাশয়কে ডাকিয়া ঘটা করিয়া পূজা করিলেই তাহাদের অন্তরে সর্ব্ব-বিদ্যা প্রতিভাত হইবে। কিন্তু তাহাদিগের এই অবস্থা দেখিলে 'হাক্‌ফিউলিস্ ও শকটচালকের' সেই গল্পটীর কথা মনে পড়ে। কেবল পুরোহিত মহাশয়কে ডাকিয়া পূজা করিলেই পূজা সম্পূর্ণ হয় না—জীবন দিয়া, কার্য্য দিয়া পূজা করিতে হয়, তবে পূজার ফল ফলে। নতুবা লেখা-পড়ার ধার না ধারিয়া বাহ্য পূজার আড়ম্বর করিলে তাহাতে কোন ফল হয় না। সে যাহা হউক্, হিন্দুদিগের এই পূজা ঠিক কবে কোন্ সময় কাহার দ্বারা আরব্ধ হইল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে ইহা যে পৌরাণিক যুগের সৃষ্টি তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে ব্রহ্মখণ্ড, গণেশখণ্ড প্রভৃতিতে ইঁহার বিষয় অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। উক্ত পুরাণের প্রকৃতি-খণ্ডে সরস্বত্যুপাখ্যানের চতুর্থ অধ্যায়ে মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য কিরূপে গুরুশাপে নষ্টজ্ঞান হইয়া সূর্য্যের উপদেশে সরস্বতীর স্তবস্তুতির দ্বারা সেই নষ্টজ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত আছে। পরবর্ত্তী কালে আমাদের যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা বেদের মধ্যে তাহার প্রামাণ্য অন্বেষণ করি। সরস্বতীর ইতিহাস অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে আমরা মূর্ত্তি-পূজার ক্রমাভিব্যক্তিও দেখিতে পাই।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুগণ দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি যে সকল দেবীর

পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র সরস্বতী দেবীর নামই বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে স্ত্রী-দেবতাদিগের স্থান নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু ঐ সকল দেবতাগণের মধ্যে যাঁহাদের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ঊষা এবং তৎপরেই সরস্বতী। ঋগ্বেদের তিনটী সম্পূর্ণ সূক্তে এবং অন্যান্য সূক্তের ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে সরস্বতীর স্তব করা হইয়াছে; কিন্তু এই সকল সূক্তে যে সরস্বতীর স্তব হইয়াছে সেই সরস্বতী ও বর্ত্তমান সময়ের সরস্বতী ঠিক্ এক কি-না বলা কঠিন। সূক্তের সেই বৈদিক যুগে আর্য্য ঋষিগণ এই সরস্বতী-শব্দের দ্বারা ঠিক কাহাকে বুঝিতেন তাহা এই শব্দটির প্রকৃতি এবং ঋগ্‌মন্ত্রগুলির প্রতি দৃষ্টি করিলে কতকটা বুঝা যায়। সেই যুগযুগ পূর্ব্বের আর্য্যগণ প্রকৃতির শিশু ছিলেন, সরলভাবে যাহা যেরূপ উপলব্ধি করিতেন, তাহাকে সেইরূপ সরলভাবেই প্রকাশ করিতেন। 'সরস' এই শব্দের অর্থ জল (সৃ-ধাতুর গমনরূপ অর্থ হইতে উৎপন্ন) এবং বৎ (মতুপ্) অর্থে 'যুক্ত' বা 'অধিকারী'; সুতরাং 'সরস্বৎ' শব্দের অর্থ 'প্রভূত-জলবিশিষ্ট। ইহার স্ত্রীলিঙ্গে সরস্বতী হইয়াছে। বাস্তবিক ঋগ্বেদে সরস্বান্ ও সরস্বতী দুইজনের স্তব আছে, যদিও মহামতি সায়ন সরস্বান্ অর্থে মধ্যস্থানস্থিত বায়ু এবং মধ্যস্থানস্থ জলবন্ধ বাক্-করিয়াছেন্। অধিকাংশ স্থলেই তাহাদিগকে প্রভূত-জলবিশিষ্ট (নদ বা নদী) রূপেই মনে করা যায়। এই জন্য নিরুক্তকার যাস্ক 'সরঃ' কে উদক্‌পর্য্যায়ে এবং সরস্বতীকে নদী-পর্য্যায়ে গ্রহণ করিয়াছেন্। ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে আছে।—

"প্রকোদনা ধায়সা সস্র এষা সরস্বতী ধরুণমায়সী পূঃ।
প্রবাবধানা রথ্যেব যাতি বিশ্বা অপো মহিনা সিন্ধুরন্যাঃ॥১

অর্থাৎ—এই সরস্বতী লৌহনির্ম্মিতা পুরীর ন্যায় অর্থাৎ অতিশয় নিরাপদে ধারয়িত্রী হইয়া সকলের (প্রাণ-) ধারক উদকের সহিত প্রধাবিত হইতেছেন। তিনি অন্যান্য সমুদায় জলপ্রবাহকে নিজ মহত্বের দ্বারা বাধা প্রদান করিয়া পথের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া গমন করিতেছেন্। অথবা রথী যেরূপ মার্গস্থ তরুগুল্মাদিকে চূর্ণ করিয়া চলিয়া যায়, তিনিও সেইরূপ সকলকে নিষ্পেষিত করিয়া বহিয়া যাইতেছেন্।

'একাচেতৎসরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ। রায়শ্চেতন্তী ভুবনস্য ভূরের্ঘৃতং পয়ো দুহুহে নাহুষায়॥ ২॥

অর্থাৎ নদীগণের মধ্যে শুদ্ধা, গিরি হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত গমনশীলা একা সরস্বতী (নদী) নাহুষের প্রার্থনা জানিয়াছিলেন্ এবং ভুবনের বহুবিধ ধন প্রদান করিতে করিতে নাহুষের জন্য দুগ্ধও ঘৃত দোহন করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহাকে দিয়াছিলেন্।

৪র্থ মন্ত্রে বলা হইয়াছে—

মিতজ্ঞবস্তিন মৎকৈরিনা: বাণা গুহা চিদ্বহুয়া সখিভ্যঃ।

অর্থাৎ নতজানু দেবগণ প্রণতিপূর্ব্বক তাঁহার নিকট গমন করে। তিনি নিত্যধন-যুক্তা এবং সখাদিগের প্রতি অত্যন্ত দয়াবতী।

বর্ধ শুভ্রে স্তবতে রাসি বাজান্॥ ৬॥

অর্থাৎ "শুভ্রবর্ণে দেবি! বর্দ্ধিত হও, স্তবকারীকে অন্নদান কর।"

ঋষি বসিষ্ঠ আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন্।—

"বৃহদ্বু গায়িষে বচোঽধ্বর্য্যো নদীনাং।
সরস্বতীমিন্মহয়া সুবৃক্তিভি: স্তোমৈর্বসিষ্ঠ রোদসী॥৬॥

অর্থাৎ (হে বসিষ্ঠ) তুমি নদীগণের মধ্যে বলবতী সরস্বতীর উদ্দেশে বৃহৎ স্তোত্র গান

কর ; দ্যাবাপৃথিবীতে বর্ত্তমানা (অর্থাৎ 'আকাশে দেবতারূপে এবং ভূমিতে বাগ্‌রূপে স্থিতা'—সায়ন) সরস্বতীকে দোষবর্জ্জিত স্তোত্রদ্বারা পূজা কর।

ইতে যত্তে মহিনা তস্রে অগ্নসী অধিক্ষিয়ন্তি পূরবঃ।
সা নো বোধাশ্বিত্রী।

অর্থাৎ হে শুভ্রবর্ণে (সরস্বতি) যে তোমার মহিমার দ্বারা মনুষ্যগণ উভয়বিধ (দিব্য ও পার্থিব অগ্নি অথবা গ্রাম্য ও আরণ্য) অন্ন প্রাপ্ত হয়, সেই তুমি আমাদিগের রক্ষাকারিণী হইয়া আমাদিগকে অবগত হও (বা জ্ঞান দান কর।)

"যে তে সরস্ব ঊর্ময়ো মধুমন্তো ঘৃতশ্চুতঃ। তেভির্নোঽবিতা ভব।" (৬।৬১।৭)

অর্থাৎ হে সরস্বান্ দেব, তোমার যে জলসমূহ রসবান্ এবং ঘৃতক্ষারী, সেইজল-সঙ্ঘদ্বারা আমাদের রক্ষক হও।"

ঋষিদিগের এই সকল স্তবস্তুতি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সরস্বতী একটী জলের জলপ্রবাহ। কিন্তু এই সকল মন্ত্রের মধ্যে এমন সকল কথাও রহিয়াছে, যাহার দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহারা ইহাকে চেতনাবিহীন জল-প্রবাহ বলিয়া মনে করিতেন্ না। ইহার মধ্যে এক অতীন্দ্রিয়, অদৃশ্য দেবতার সাক্ষাৎ-কার যেন তাঁহারা পাইয়াছিলেন্। তিনি যে কেবল অন্নদাত্রী ও জলবাহিকা তাহা নহেন্, তিনি অন্নযুক্ত-বজ্রবিশিষ্টা, বজ্রফলরূপধনদাত্রী (সরস্বতী বাজেভিঃ বাজিনীবতী ধিয়াবসুঃ— ১।৩।১০), সুনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী, সুমতি লোকদিগের শিক্ষয়িত্রী (চোদয়িত্রী সুনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাং), এবং সকল জ্ঞানের উদ্দীপয়িত্রী (ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি— ১।৩।১২)। সরস্বতীর এই যে সকল গুণের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার বাগ্‌দেবীত্বও অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই বোধ হয়, মহামতি যাস্ক 'সরস্' ও 'সরস্বতী' শব্দ-দুইটীকে বাঙ্‌নামপর্য্যায়ে সন্নিবেশিত করিয়াছেন্ এবং বলিয়াছেন্।—

"তত্র সরস্বতী ইত্যেতস্যা নদীবদ্ দেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তি।" যাস্ক, নিরুক্ত, ২।২৩।৩।

অর্থাৎ যে এগুলী বাঙ্‌নাম প্রযুক্ত হইয়াছে তন্মধ্যস্থ সরস্বতী-শব্দ নদীকেও বুঝায় এবং দেবতাকেও বুঝায়। ঋষিগণ সর্ব্বাগ্রে সরস্বতী-শব্দের দ্বারা কাহাকে বুঝিতেন্ সে-বিষয়ে মতের অনৈক্য হইলেও, তদ্দ্বারা তাঁহারা যে জলপ্রবাহ বুঝিতেন্ তাহার আমরা প্রমাণ পাইয়াছি। বেদের মন্ত্রের দ্বারা যাঁহার বিষয় বলা হয়, তিনিই দেবতা (যা তেন উচ্যতে সা দেবতা)। সুতরাং নদীপ্রবাহ 'দেবতা' হইবেন্ কিরূপে, একথা বলা যায় না। পরন্তু নদীপ্রবাহও উক্ত হওয়ায় উহা দেবতা হইতে পারেন। তবে সরস্বতীর যে সকল গুণ ও শক্তির উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা প্রবাহ-মাত্রের থাকা সম্ভব কি-না, তাহাই বিবেচ্য। চেতনাবিহীন প্রবাহে চৈতন্য-বিশিষ্টের ধর্ম্মারোপ কিরূপে সম্ভবপর হয়? এই সর-স্বতীকে আমরা কখন কখন ইলা ও ভারতী-নাম্নী দুইটী স্ত্রীদেবতার সহিতও যুক্ত দেখিয়া থাকি। ইলা পৃথিবী, বাক্, অন্ন ও গোপার্য্যের অন্তর্গত। ভারতীও বাক্-পর্য্যায়ান্তর্গত। কিন্তু ১০ম মণ্ডলে ১১০ সূক্তের ৮ম মন্ত্রে এই তিন জনকেই আহ্বান করা হইয়াছে। সে-স্থানে ভারতীর ব্যাখ্যা হইয়াছে 'ভরতঃ আদিত্যঃ,

সর্ব্বভূতানি উদকেন বিভর্ত্তি, তস্য স্বভূতা ভাঃ' অর্থাৎ সর্ব্বভূত জল-ধারা পূর্ণ করেন বলিয়া তদ্বত অর্থে আদিত্য, তাহার স্বভূতা ভাঃ অর্থাৎ দীপ্তিঃ ॥

ঋগ্বেদে সরস্বতীর এই বিবিধ প্রকৃতি দেখিতে পাইলেও ব্রাহ্মণের যুগে ইনি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী বাগ্দেবীতে পরিণত হইয়াছেন, এবং পরবর্ত্তী পুরাণের যুগে ইনি সর্ব্ব-বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী, বেদশাস্ত্র-যোগমাতা বুদ্ধাধিষ্ঠাত্রী সর্ব্বজ্ঞানাত্মিকা, শাস্ত্রজ্ঞান-বাগ্বিভবপ্রদা ব্রহ্মপত্নী বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা হইয়াছেন।

সরস্বতী নদী কিরূপে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেন, তাহা দেখা যাক্। সরস্বতী নদী হইলেও বৈদিক যুগে তাঁহাকে বহুযজ্ঞে আহ্বান করা হইয়াছে এবং তাঁহার উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হইয়াছে। বলা যাইতে পারে যে বৈদিক-যুগের আর্য্যঋষিগণ প্রত্যেক পার্থিব বস্তুর পশ্চাতে একটি অনন্ত শক্তিকে উপলব্ধি করিতেন এবং তাহাকেই দেবতারূপে পূজা করিতেন। কিন্তু এই সরস্বতী নদী যে তাঁহাদিগের জীবন, চিন্তা, যাগ-যজ্ঞ ও ক্রিয়া-কলাপের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণে সরস্বতী নদীর তীরে সম্পাদিত বহু যজ্ঞের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। বহুদিন যাবৎ তাঁহারা এই স্থান অধিকার করিয়া বাস করিয়াছিলেন। প্রকৃতির শোভা, নদ, নদী, পর্ব্বত, কান্তার, শস্যশ্যামল সুবিস্তৃত প্রান্তর দেখিলে চিন্তাশীল ভাবপ্রধান মানবের মনে কত অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক ভাবের স্ফুরণ হয়, তাহা কে না জানে? আর্য্যঋষিগণ এই নদীর তীরে বসিয়া ইহার অপূর্ব্ব জলরাশির শোভা নিরীক্ষণ করিয়া ইহার উপকারিতা ও গুণে মুগ্ধ হইয়া কত গীত, কত ছন্দ, কত মন্ত্র, কত স্তবস্তুতি রচনা করিয়াছিলেন এবং ইঁহাকেই সেই সকলের প্রেরয়িত্রী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ঋষিগণ যখন এই নদীকে তাঁহার মন্ত্রাদির প্রধান কারণ বলিয়া ধারণা করিলেন, তখন তাঁহার শিষ্য, যজমান সকলেই সরস্বতীকে সেইভাবে দেখিতে লাগিলেন। লোকের মুখে গায়ক-সম্প্রদায়ের গীতে সরস্বতীর মহিমা এইরূপে গীত হইতে লাগিল এবং অবশেষে সকলে তাঁহাকে বাগ্অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া মানিয়া লইলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদেরও এইরূপ মত।

যাঁহারা ইতিহাসের সহিত সুপরিচিত তাঁহারা জানেন, প্রাচীন কালে প্রভূত জল-বিশিষ্ট নদনদীর তীরেই মানব দলবদ্ধভাবে বাস করিত এবং ক্রমে সেই সকল স্থান সুসমৃদ্ধ নগর-পল্লীতে পরিণত হইত। নীল-নদের তীরে মিশরী, সভ্যতার ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস্ নদীর তীরে ব্যাবিলোনীয় সভ্যতার ক্রমোন্মেষে আমরা ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। ভারতবর্ষের অবস্থাও ঠিক্ ঐরূপ। বেদাধ্যয়নে দেখা যায়, সিন্ধু-সরস্বতী-তীরে বৈদিক আর্য্যগণের জ্ঞান ও সভ্যতার ক্রম-বিকাশ হইয়াছিল। এই সরস্বতীর সাহায্যে আর্য্য অধিবাসিগণ পরস্পরের মধ্যে জ্ঞান ও শিল্পবিদ্যার আদান-প্রদান করিতেন। সে-সময় কৃষিই তাঁহাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল এবং কৃত্রিম উপায়ে জল-সরবরাহ-প্রণালীর উদ্ভাবন করিতে না-পারায় তাঁহারা নদী-তীরেই তাঁহাদের কৃষিকার্য্য সম্পন্ন

করিতেন। নদীর প্রবাহ ও তাহার জলোচ্ছ্বাসের দ্বারা পার্শ্বস্থ বিস্তৃত ভূভাগ যে উর্ব্বর হইত তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ভারতের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ক্রীড়া-কৌতুকাদি সম্ভোগের জন্যও তাঁহারা নদী-তীরেই বাস করিতেন। সুতরাং কি ধর্ম্ম, কি সামাজিক জীবন, কি বাণিজ্য, কি জ্ঞানানুশীলন সমস্ত ব্যাপারই নদীর কৃপায় সুসম্পন্ন হইতে থাকায়, নদী তাঁহাদের জীবনে অতি প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এবং ইহা তাঁহাদের জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যানুভূতির সহিত বিজড়িত হইয়া গিয়াছিল। এই সকল বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি, যে সরস্বতী নদী হইলেও কিরূপে বিদ্যা, জ্ঞান ও কলাশিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়াছিলেন। জ্ঞানের সহিত সরস্বতীর এই অভেদ-কল্পনা তাঁহাকে বাগ্দেবী করিয়া তুলিল।

মানবের যাহা কিছু জ্ঞান, যাহা কিছু বিদ্যা, যাহা কিছু শিষ্টাচার-সভ্যতা, যাহা কিছু অজ্ঞানতা দূর করিবার উপায়, সে সমস্তই সেই পরম পুরুষ,—মানুষ তাঁহাকে যে নামেই অভিহিত করুক না কেন—অপূর্ব্ব কৌশলে মানবের নিকট প্রকাশিত করিয়াছেন। এই বিশ্ব তাঁহার সৃষ্টি, এই বিশ্ব প্রকৃতিতে তিনি ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন। তাঁহার যাহা কিছু কার্য্য তাহা এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্য দিয়াই অভিব্যক্ত হয়, নিয়মলঙ্ঘন হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে না, এবং পারিলেও জড়দেহধারী মানব তাহার উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু এ-সকল ক্রিয়াদ্বারাও সেই মহাপুরুষ অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছেন, তাঁহাতে কোনও পরিবর্ত্তন হইতেছে না। মানুষ যখন জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত হইতে লাগিল, তখন এই অপূর্ব্ব দ্বিভাব উপলব্ধি করিয়া প্রকৃতি পুরুষের কল্পনা করিয়াছে। বেদান্তে এই প্রকৃতিকেই মায়া বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং তন্ত্রে ইহাকেই বিদ্যা বলা হইয়াছে। পৌরাণিক যুগে যে সকল সংজ্ঞাদ্বারা ইঁহার নির্দ্দেশ হইয়াছে, তন্মধ্যে সরস্বতী একটি।

সরস্বতীকে বহু নামে স্তব করা হইয়াছে। তিনি বিদ্যা, তিনি মহাবিদ্যা, তিনি বিশ্বরূপা, তিনি বাণী, তিনি জগৎ-সংস্থিতা চেতনা, তিনি অক্ষরা, নিরবলম্বা, তিনি স্মৃতিশক্তি-জ্ঞান-শক্তি-বুদ্ধিশক্তি-স্বরূপিণী, তিনি প্রতিভা-কল্পনা-শক্তি-জ্যোতী-রূপা সনাতনী। ইহা হইতে দেখা যায় সরস্বতী পার্থিব বস্তু বা কোন বিশেষ মূর্ত্তি-বিশিষ্টা নহেন।

পৌরাণিক যুগে মানুষ জ্ঞানে উন্নত হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানের যতটুকু ধারণা করিতে পারিয়াছিল সাধারণ বুদ্ধি মানবের পক্ষে তাহার ধারণা করা কঠিন। জ্ঞান উপলব্ধি করিবার বিষয়, প্রকাশ করিবার নহে। ইহা অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় ও সৌন্দর্য্যময়। সাধারণ মানব যাহাতে ক্রমে ইহার নিকট উপনীত হইতে পারে তাহার জন্য তাঁহারা তাঁহাকে আধুনিক সরস্বতী দেবীর মূর্ত্তি দান করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তির শুভ্র বর্ণ জ্ঞানের বিশুদ্ধত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। ললাটের অর্দ্ধচন্দ্র সৌন্দর্য্য ও জ্যোতিঃ-স্বরূপত্ব প্রকাশ করিতেছে, হস্ত-বিধৃত বীণা, পুস্তক, লেখনী ও পদ্মযুগল এবং আসনস্বরূপা শ্বেতাম্ভোজ সহিতা ভিন্ন বিজ্ঞানকে

ব্যক্ত করিতেছে। শব্দ দুই প্রকার ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। ধ্বন্যাত্মক শব্দ বীণার দ্বারা ও বর্ণাত্মক শব্দ পুস্তকের দ্বারা জ্ঞাপিত হইয়াছে। তন্ত্রস্থিত বীণার দ্বারা ইহাও বুঝান হইয়াছে যে, জ্ঞান চিত্ত-তন্ত্রীতে অহর্নিশ স্পন্দন উৎপন্ন করিতেছে। এইরূপ অন্যান্য বস্তুও তাঁহার এক একটি গুণের প্রকাশক।

সরস্বতীর স্তোত্রে আছে

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।
শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা॥
শ্বেতাক্ষী শুভ্রহস্তা চ শ্বেত-চন্দনচর্চ্চিতা।
শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কার-ভূষিতা॥

—দেবীর আসন শ্বেতপদ্ম, তিনি শ্বেতপুষ্পে শোভিতা, তাঁহার বস্ত্র শুভ্র, তাঁহার অঙ্গে শ্বেত গন্ধদ্রব্য অনুলিপ্ত, তাঁহার বীণা শুভ্র, হস্ত শুভ্র, নেত্র শুভ্র, তিনি শ্বেত-চন্দনে চর্চ্চিতা এবং শ্বেতালঙ্কার-ভূষিতা। তাঁহার পূজোপচার দ্রব্য নবনীত, দধি, ক্ষীর, খৈ (লাজ), শুক্ল ধান্য, শুক্লবর্ণ-পক্ক-গুড়, ঘৃতসৈন্ধবযুক্ত শুভ্র হবিষ্যান্ন, যবগোধূম-চূর্ণ-নির্ম্মিত ঘৃত-সংস্কৃত শুভ্র পিষ্টক, শুভ্র পুষ্প—সমস্তই শুভ্র। তিনি স্বয়ং কুন্দেন্দু তুষারহার-ধবলা। এরূপ সর্ব্ব-শুক্লা সরস্বতীর কল্পনা আর্য্যোত্তর জাতির পক্ষে অসম্ভব না হইলেও কষ্টসাধ্য। রূপক বলিয়া আমরা যতই ব্যাখ্যা করি না কেন, এই শুভ্রত্ব যেন সেই আর্য্যাবর্ত্ত-প্রবাহিতা যজ্ঞধূমলাঞ্ছনা শুভ্রা সরস্বতীরই স্মৃতি-প্রণোদিত বলিয়া মনে হয়। নদীতে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা সমস্তই ইঁহার রহিয়াছে। পদ্ম, হংস, কচ্ছপী (বীণা) এ সমস্তই জলের সহিত সম্বন্ধ। যদিও কচ্ছপী পরবর্ত্তি-কালে সরস্বতীর করস্থিত বীণার সংজ্ঞা হইয়াছে কিন্তু ইহাতে একটি নিগূঢ় ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত রহিয়াছে। এই তথ্য আমরা গ্রীক-পুরাণের মধ্যে দেখিতে পাই। তথায় বলা হইয়াছে, দেবদূত হারমিস্ কচ্ছপের নাভিগভীর দৃঢ় দেহবর্ম্মের উপরে তন্ত্রী সংযোগ করিয়া বীণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। *

এস্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। পদ্ম হইলেই যে তাহা শিল্পের পরিচায়ক হইবে, তাহা নহে। মানব তাহার যে ইষ্ট-দেবতার পূজা করিতে চাহে তাহাকে অতিপবিত্র জন্মপদ্মাসনে উপবেশন করায়। তাহা না হইলে তাহার তৃপ্তি হয় না—যেন পূজা অসম্পূর্ণ থাকে। সেই জন্মপদ্মেরই প্রতিরূপক শ্বেতাব্জ।

* তর্পণোপযোগী জল হইতে আনীত প্রস্তর-প্রাচীরের গাত্রে অঙ্কিত তুরাকার কারুকার্য্যময় চিত্রগুলি পদ্ম-ফুলেরই প্রতিচ্ছবি। সাঁচিস্তূপের পূর্ব্বতোরণের স্তম্ভগুলির উপরও পদ্মের সুন্দর প্রতিকৃতি আছে। অতিপ্রাচীনকাল হইতেই পদ্ম শিল্পীগণের একটি প্রিয় বস্তু এবং সৌন্দর্য্য-বোধের উদ্দীপয়িত্রী। কবিগণ পদ্মের সৌন্দর্য্যে এরূপ মুগ্ধ যে, সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা না করিয়াই তাঁহারা কাব্যে বর্ণনীয় সরোবরাদির সলিলমাত্রেই পদ্মাদি-বর্ণনের নিয়ম করিয়াছেন।

* হারমিস্ দেবদূত বলিয়া বাগ্মিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি বুদ্ধি-দেবতা, বীণা, বংশী, সঙ্গীত, জ্যোতিষ ও অক্ষরের সৃষ্টি কর্ত্তা। তাঁহার প্রিয়তীর-গণের মধ্যে কচ্ছপ একটি। তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যে থাস্তোপহার দেওয়া হইত তাহার মধ্যে ঘৃত ভূনা মধু ও পিষ্টক থাকিত। সরস্বতীর সহিত গ্রীক-দেবতা হারমিসের গুণের কতকগুলি সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ইনি পুরুষ উনি স্ত্রী। গ্রীকদিগের জ্ঞান ও শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এথেনা (বা মিনার্ভা), দেবরাজ জিউসের কন্যা—তাঁহার মস্তক হইতে উদ্ভূতা। সরস্বতীও এইরূপ পরমাত্মার মুখোদ্ভূতা। মিনার্ভাকে কেহ কেহ বংশীর আবিষ্কর্ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। গ্রীকদিগের দেবী আর্টিমিসের সহিত সরস্বতীর একটি সাদৃশ্য আছে। দুইজনেই ললাটে নবচন্দ্রকলাধারিণী। আর্টিমিস্ সঙ্গীত-প্রেমিকা আপোলোর যমজ-ভগিনী।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

বাজারের জিনিসের মত নয়।

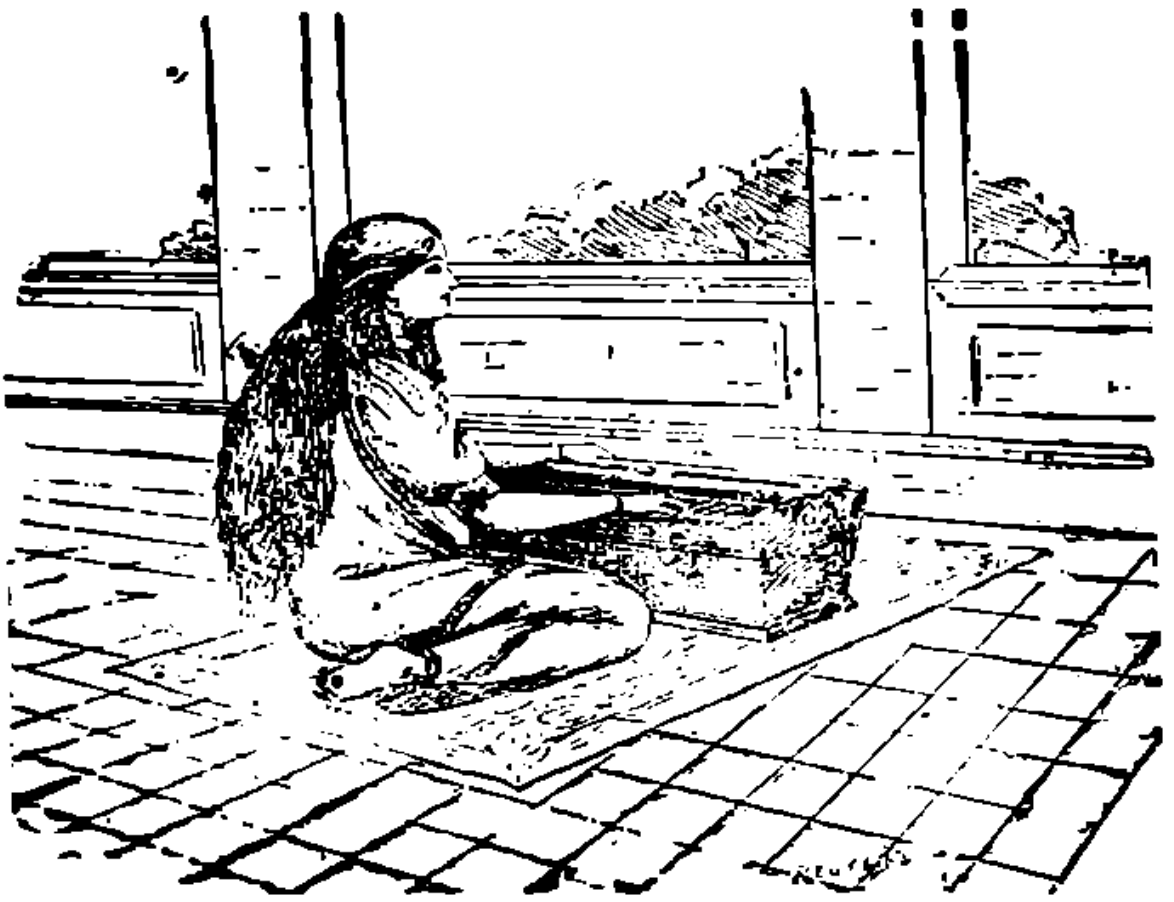

বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড মূল্য ২০৲ ও ২৪৲ টাকা।

২ সেট রিড মূল্য ৩০৲, ৪০৲, ৪৫৲, ৫০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত

কোল্ডিং অরগেন—মূল্য ৩৬৲, ৫৫৲, ৭০৲, ৭৫৲ ও ১০৲ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৫৲, ১০৲, ১৫৲ ও ২৫ হইতে ৩০০ টাকা পর্য্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এসরাজ—মূল্য ১২৲, ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন,

৮।১ নং ডালহাউসি স্কোয়ার, লালদীঘী, কলিকাতা

RAMABODHINI Patrika, No. 702. Registered No. C. 134. February 1928.

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী

শ্রীমতী বাসন্তী দেবী লিখিয়াছেন,

"ইকনমিক জুয়েলারীর বীণাপাণি শাঁখা বড়ই সুন্দর জিনিস।"

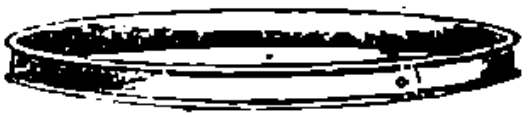

বীণাপাণি শাঁখা

উৎকৃষ্ট হস্তিদন্তের উপর গিনি সোণার মোড়া—
প্রমাণ ১ জোড়া ১৫৲, ছোট ১৸০—১২৷৷৵৯

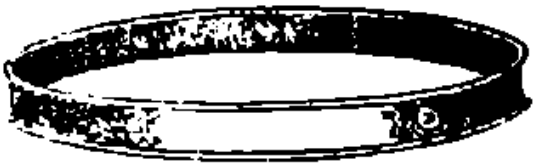

গৃহলক্ষ্মী শাঁখা

বিশুদ্ধ তামার উপর গিনি সোণার মোড়া—
প্রমাণ ১ জোড়া ১২৲, ছোট ৮৸০—১০৷৷৵০

শাঁখার ভিতরের মাপসহ অর্ডার করুন। 'ক্যাটালগ' চাহিলেই পাঠান হয়।
আবশ্যক হইলে ফেরৎ দিয়া বদল করিয়া লইতে পারিবেন।

ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস্,

৩৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—খুলনা টাউন।

৫৯ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা

ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

চৈত্র, ১৩২৮—এপ্রিল, ১৯২২।

সূচী

১। তোমার সময় (কবিতা)—ধরবেশ ৩৭৭

২। শিশুর শিক্ষায় মণ্টেসরী—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-টি ৩৭৭

৩। খুকী (কবিতা)—শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী ৩৮২

৪। নারীত্বের মুখ্যতা-দোষ—শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন ৩৮২

৫। নারী-মঙ্গল {রচনা—শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ, এম-এ; সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা ৩৮৯

৬। সোণার চাঁদ (ঐতিহাসিক উপন্যাস)—শ্রীযুক্ত——— ৩৯১

৭। আমাদের খাদ্য—শ্রীযুক্ত——— ৩৯৮

৮। উপদেশের ঝুড়ি—শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শর্ম্মা ৪০০

৯। ঈশ্বর (কবিতা)—শ্রীমতী চারুলতা দেবী ৪০২

১০। ইতিহাসে রমণী—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-টি ৪০২

১১। বিজ্ঞান-সংবাদ ৪০৫

১২। গান—শ্রীযুক্ত—জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ৪০৬

১৩। সংবাদ ৪০৬

৬১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কসে শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সরোজকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵০; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ ডাকমাশুল ।০

"গ্রামোলা"

সঙ্গীত-জগতে সুখ্যাতিলাভ দুঃসাধ্য। কিন্তু সঙ্গীত-রাজ্যের সভ্যগণ আমাদের বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ ক'রে আমাদের "গ্রামোলা"কে অত্যুচ্চস্থান দিয়েছেন। আজ সেই আদর্শে অপরাপর হার-মোনিয়মের গুণ নিরূপিত হয়।

তিন অক্টেভ, দু'সেট রীড বাক্স সমেত ৪৫৲ টাকা।
ঐ ঐ স্পেশল ৬০৲ টাকা।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্স,

৮ নং ডালহাউসী স্কোয়ার, লালদীঘী,
কলিকাতা।

অপদার্থ অনুকরণ

নিবারণকল্পে আমাদের ২০ বৎসরের পরীক্ষিত ও সর্ব্বজনসমাদৃত অকৃত্রিম শৃগালমার্কা

অশ্বগন্ধা ওয়াইনের পরিবর্ত্তিত নাম

অশ্বারিণ

পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক ও স্বাস্থ্য-সঞ্চারক। ইহা বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, কৃশ এবং ভগ্ন-স্বাস্থ্য ব্যক্তির পরম কল্যাণকর। ইহা প্রসবান্তের দৌর্ব্বল্যে এবং স্ত্রীরোগেরও মহোপকারী ঔষধ। ২৫৬ মাত্রা বোতল ৩৷৷০ টাকা, ৬৪ মাত্রা বোতল ১৲ টাকা।

ম্যালোর

(রেজিষ্টার্ড)

জ্বরঘ্ন ও ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক।

পালা, কম্প, দ্বিকালীন, ঘুষঘুষে জ্বর, নূতন ও পুরাতন সর্ব্ববিধ জ্বর, প্লীহা ও যকৃতাদি রোগের এমন ঔষধ আর নাই। ইহা ক্ষেতপাপ্‌ড়া, গুলঞ্চ, নিম্, চিরেতা প্রভৃতির উগ্র বীর্য্য হইতে প্রস্তুত। ২৫ মাত্রা ।৵০ ৫০ মাত্রা ১৵০, ১০০ মাত্রা ২৲ টাকা।

ডাইজেষ্টীন (রেজিষ্টার্ড)

অজীর্ণ, অম্ল, অগ্নিমান্দ্য উদরাময়, গ্রহণী, সূতিকা প্রভৃতি রোগের অমোঘ মহৌষধ। উপাদান—যমানী তৈল, পেপেইন ইত্যাদি। ২৫ ট্যাব্‌লেট ৷৵০ আনা, ৫০ ট্যাব্‌লেট ১৵০ আনা; ১০০ ট্যাব্‌লেট ২৲ টাকা।

"য়্যাজমল"

(ট্রেডমার্ক)

সেবনমাত্র হাঁপানি টানের দারুণ যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয় এবং ক্রমশঃ উপসর্গাদি প্রশমিত হইয়া শরীর সুস্থ হইতে থাকে। প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ম্যালোর এবং ডাইজেষ্টিন বিনা প্যাকিং ও ডাকমাশুলে আর পাঠান হয় না, সকল ঔষধেরই ডাকমাশুলাদি গ্রাহকগণকে দিতে হয়।

ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্,

১নং হোগলকুড়িয়া, সিমলা, কলিকাতা।

এই "আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের" অট্টালিকার একাংশ। এই ঔষধালয় আপনাকে চাহিবামাত্র স্বাস্থ্যের পথ-প্রদর্শক ১৫০ (দেড়শত) পৃষ্ঠাপূর্ণ পুস্তক বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে পাঠাইবেন। কোন্ ভাষায় চান্ নিম্নঠিকানায় লিখুন :—

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বৌবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
কলিকাতার ইঁতালী অঞ্চলের এজেন্সী—
"দি রিলায়েন্স্ ফার্ম্মাসী", ১১০ লোয়ার সার্কুলার রোড্।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস্ লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯৫।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা-রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্মমিটার, ষ্টেথসকোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী-কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে; —মূল্য ৸৵০; —হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 704. April, 1922.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৯ বর্ষ। ৭০৪ সংখ্যা।	চৈত্র, ১৩২৮। এপ্রিল, ১৯২২।	১২শ কল্প। ২য় ভাগ।

তোমার সময়।

তুমি কখন্ এসে দাঁড়াও পাশে
নাই তো ঠিকানা;
ওগো তোমার সময় কখন্ হবে
কেউ তা' জানে না!
কোনো গানের কোনো তানে,
কোনো প্রাণের কোনো টানে,
সকল-দেহ-জীবন-দানে
তোমায় মিলে না।

অকারণের কোন্ কারণে
তোমার আগমন,
তুমিই শুধু জান সখা,
তোমার প্রয়োজন!
জীবনব্যাপী সাধন ভজন,
বাড়ায় আরো বোঝার ওজন,
তুমি জান তোমার যজন,
এম্‌নি ছলনা!

পরবেশ।

শিশুর শিক্ষায় মণ্টেসরী।

এই বিংশ-শতাব্দীতে যিনি শিশুর শিক্ষা-রাজ্যে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, তিনি একজন বিদুষী রমণী। গত শতাব্দীতে ফ্রোবেলের 'কুমার-কানন'-বিদ্যালয় যেরূপ সভ্যজগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, বর্ত্তমান শতাব্দীতে এই রমণীর নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় সেইরূপ সমস্ত সভ্য-জাতির মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। বিভিন্ন দেশ হইতে বহু তত্ত্বপিপাসু নরনারী এই বিদ্যালয়ের কার্য্য-প্রণালী দেখিবার জন্য রোমনগরে আগমন করিতেছেন। যে ইতালী শিক্ষাদীক্ষা-ব্যাপারে এতদিন য়ুরোপের অন্যান্য

সভ্যদেশ ও আমেরিকার অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছিল, আজ সেই ইতালী-দেশের একজন রমণী শিশুর শিক্ষারাজ্যের পথ-প্রদর্শক-রূপে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহা ইতালীর পক্ষে যেরূপ শ্লাঘার বিষয়, রমণীজাতির পক্ষেও তদ্রূপ গৌরবের বিষয়।

এই রমণীর নাম মণ্টেসরী। ইনি রোম-নগরের একজন মহিলা ডাক্তার। চিকিৎসা-কালে ইঁহাকে শিশুদিগের মস্তিষ্কের পরীক্ষা করিতে হইত। এই মস্তিষ্কের পরীক্ষা-ব্যাপারে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন, তাহা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক শিশুগণের শিক্ষাদানের প্রণালী স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন হওয়া প্রয়োজনীয়। এইরূপে শিশু লইয়া কার্য্য করিতে করিতে তিনি শিশুদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক-শক্তি-সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি পরীক্ষাগারে যে সকল শিক্ষা-সূত্র স্বকীয় গবেষণা-বলে উদ্ভাবন করেন, যে সকল অবলম্বন করিয়া এবং প্রকৃত বৈজ্ঞানি-কের একাগ্রতা ও সমাজ-সেবকের হৃদয় লইয়া তিনি শিশুর শিক্ষা-সংস্কার-কার্য্যে ব্রতী হন। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তাঁহার নবাবিষ্কৃত শিক্ষাতত্ত্ব ও ফ্রোবেলের শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে এত সৌসাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয় যে, কেহ কেহ মণ্টেসরীর নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়কে এক প্রকার কুমার-কানন-বিদ্যালয় বলিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে যে মণ্টেসরী নূতন কথা প্রচার করিয়াছেন, বিশেষতঃ ঐ সকল মূলসূত্রের প্রয়োগ-বিষয়ে তিনি যে নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছেন, সে-সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না। যাহা হউক, উভয় প্রণালীর মূলতত্ত্বের তুলনা-মূলক সমালোচনা পরবর্ত্তী প্রবন্ধের জন্য রাখিয়া দিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি শুধু মণ্টেসরীর শিক্ষা-পদ্ধতির একটু সামান্য আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

মণ্টেসরীর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের নাম "শিশুগৃহ" (Casa dei Bambini or Children's Home)। "শিশুগৃহ" এই নামের একটা বিশেষ তাৎপর্য্য বা সার্থকতা আছে! এই বিদ্যালয়ে শিশুগণ নিজগৃহের ন্যায় স্বাধীনভাবে ও স্বেচ্ছামত যেখানে সেখানে বিচরণ করিতে পারে। বিদ্যালয়-গৃহকে কারাগার-তুল্য অপ্রীতিকর স্থানে পরিণত না করিয়া, উহাকে সর্ব্বতোভাবে গৃহের ন্যায় প্রিয় ও চিরানন্দময় স্থানে পরিণত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা ও আয়োজন করা হইয়াছে।

এই শিশু-বিদ্যালয় একটি প্রকাণ্ড গৃহ-বিশেষ। এখানে বিশুদ্ধ বায়ু-চলাচলের সুন্দর বন্দোবস্ত আছে; ঘরে ছোট ছোট টেবিল, চেয়ার সাজান রহিয়াছে। সেগুলি এত হাল্কা যে, শিশুগণ অনায়াসে ইচ্ছামত যেখানে সেখানে তাহা লইয়া যাইতে পারে। বাহিরের দিকে যথেষ্ট উন্মুক্ত স্থান; সেখানে শিশুগণ ছুটাছুটি ও খেলা করিতে পারে।

প্রতিগৃহে মাত্র ত্রিশটি শিশুর শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। সেখানে একজন তত্ত্বাবধায়িকা বা শিক্ষয়িত্রী ধীর স্থির-প্রশান্ত মূর্ত্তিতে অথচ অবহিত-ভাবে বসিয়া আছেন। শিশুগণ নিজ নিজ ইচ্ছামত কাজ করিতেছে, এবং কখনও কখনও শিক্ষয়িত্রীর নিকট পরামর্শ গ্রহণের জন্য নিজ হইতেই আগমন

করিতেছে। শিক্ষয়িত্রী অনাবৃত-ভাবে গায়ে পড়িয়া শিশুদিগকে কোনও কথাই বলিতেছেন না। এখানে শিশুদের বয়স সাধারণতঃ তিন হইতে ছয় বৎসর।

গৃহের এক কোণে একটি পিয়ানো(Piano) রহিয়াছে। কোনও শিশু পিয়ানোর পাশে উহার বাজনার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য ও খেলা করিতেছে; কোনও শিশু বা ক্লান্তি অনুভব করিয়া গৃহতলে বিস্তৃত সুকোমল গালিচার উপর শুইয়া পড়িতেছে।

প্রাচীর-গাত্রে কোমল-মতি শিশুদিগের চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ সুন্দর সুন্দর ছবি টাঙ্গান আছে। কোথাও বা শিশুদিগের জল-সেচন-পরিপুষ্ট গাছপালা জানালার পশ্চাতে পাত্রবিশেষে সজ্জিত রহিয়াছে। কোথাও বা গৃহের এক কোণে হাত-মুখ ধুইবার জন্য জলপূর্ণ পাত্র আছে এবং উহার আশে পাশে কয়েকটি ছোট ছোট বাটী ও ছোট কলসী পড়িয়া রহিয়াছে। খেলিতে খেলিতে যখন শিশুগণের হাতে মুখে ময়লা বা মাটি লাগিতেছে, তখন তাহারা এখানে আসিয়া জলে ধুইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইতেছে। বস্তুতঃ গৃহে মাতা শিশুগণের জন্য যে-সকল ব্যবস্থা করেন, এখানে তাহার কোন ত্রুটি হইতেছে না। সুতরাং এ বিদ্যালয়ের "শিশুগৃহ" এই আখ্যাটি অতিশয় উপযোগী হইয়াছে। কারণ, সুসংযত ক্রীড়া-কৌতুকের ও শিক্ষাপ্রদ আমোদ-জনক কার্য্যের সমাবেশ এখানে সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়।

শিশুদিগের দায়িত্ববোধের উদ্রেকের জন্য অতিসুন্দর উপায় অবলম্বন করা হয়। শিশুগণ বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বিদ্যালয়-গৃহ নিজ-হস্তে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে। এজন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্মার্জ্জনী ও আবর্জ্জনা রাখিবার ছোট ছোট পাত্র "শিশুগৃহে" ব্যবহৃত হয়। শিশুগণ নিজেই হাতমুখ ধুইয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া প্রাতঃকালে বেশ-ভূষা করে। তাহারা পরস্পরকে ভাইবোনের ন্যায় ভালবাসে। কখনও কখনও কঠিন প্রশ্নের সমাধানের জন্য তাহারা দুই তিন জন মিলিয়া এক একটি দল করে; কখনও কখনও চারি পাঁচ জন মিলিয়া দল বাঁধিয়া খেলা করে; কখনও বা দশ বার জন মিলিয়া পিয়ানোর তালে তালে এক সঙ্গে নৃত্য করে। গৃহের বাহিরে ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ। সেখানে নানাপ্রকার সজীব গাছ-পালা ও সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ সজ্জিত। খেলায় মাতিয়া শিশুগণ সেখানে দলে দলে ছুটাছুটি করিতেছে। পড়া-শুনা করিবার জন্য কেহই তাহাদিগকে খেলা হইতে বিরত হইতে বলিতেছে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপ সুবিধা ও স্বাধীনতা পাইয়াও তাহারা সর্ব্বদা ক্রীড়া-রত থাকিতে চায় না। কতক্ষণ পরে নিজ হইতেই তাহারা লেখা-পড়া ও গণনা প্রভৃতি কার্য্যে মনোনিবেশ করে। স্বাধীনতার অপব্যবহার চিরাবরুদ্ধ শিশুগণ যেরূপ করে, ইহারা কখনও সেরূপ করে না।

আর এই সকল শিশুগণ যখন পড়াশুনা ও গণনা প্রভৃতি শিক্ষা বিষয়ে নিযুক্ত হয়, তখন সে-দিকে তাহাদের এত গাঢ় অভিনিবেশ হয় যে, তাহারা সেই অল্প সময়ের মধ্যে যে-পরিমাণ শিক্ষা লাভ করে, নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিক্ষক যে পাঠ প্রদান

করেন, তাহা হইতেও যেরূপ শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। বস্তুতঃ শিক্ষার বিষয়-গুলিকে নানাভাবে এরূপ চিত্তাকর্ষক করা হয় যে শিশুগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সে-সকল কার্য্যে মনোযোগ প্রদান করে। জোর করিয়া তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করা হয় না; কারণ, প্রকৃত শিক্ষার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে উহার মূল্য অতি অল্প।

প্রাতঃকাল হইতে বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। তখন শিশুগণ সাধারণতঃ মণ্টেসরীর উদ্ভাবিত শিশুশিক্ষার উপযোগী নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি (Apparatus) লইয়া কার্য্যে রত হয়। মধ্যাহ্নভোজনের সময় শিশুগণ নিজেরাই খাদ্যাদি পরিবেশনের বন্দোবস্ত করিয়া আহারে বসিয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন দিন ভিন্ন ভিন্ন দলের উপর এই ভার অর্পিত হয়। তাহারা আহারের টেবিল সাজাইয়া, পানীয় ইত্যাদি আনয়ন করে এবং আহারের অন্যান্য দ্রব্য পরিবেশন করে। এই ছোট ছোট শিশুদিগকে টেবিল সাজাইতে দেখিলে মনে এক অপরূপ আনন্দের উদয় হয়। চারি পাঁচ বৎসরের শিশুগণ ছুরি, চামচ, কাটা প্রভৃতি তাহাদের সঙ্গীদিগকে বিলাইতেছে; কেহ কেহ বা থালাতে (Tray) করিয়া একবারে ৫।৬টি জলপূর্ণ গ্লাস লইয়া আসিতেছে; কেহ কেহ বা পাত্র ভরিয়া গরম সূপ লইয়া ভিন্ন ভিন্ন টেবিলে সঙ্গীদিগকে যোগাইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, কেহই কোনরূপ ত্রুটি দেখাইতেছে না। কোন গ্লাস ভাঙ্গিয়া যাওয়া বা সূপ পড়িয়া যাওয়া প্রভৃতি কিছুই হইতেছে না। শিশুগণ কিরূপ ক্ষিপ্রতাসহকারে কার্য্য করিতেছে, এবং অপরেরা কিরূপ সুশৃঙ্খলভাবে বসিয়া খাওয়া দাওয়া করিতেছে, তাহা দেখিলে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

আহারাদির পর আবার শিশুগণ নিজ নিজ ইচ্ছামত কার্য্যে নিযুক্ত হয়। কেহ কেহ খেলার মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে, কেহ কেহ ফুলের গাছে যত্নসহকারে জলসেচন করে, কেহ বা মনের সুখে আরামে যতক্ষণ ইচ্ছা ঘুমায়। কিন্তু অধিকাংশ শিশুই মণ্টেসরীর উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি লইয়া নানাভাবে অতিশয় আনন্দসহকারে বাড়ী যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়টুকু কাটাইয়া দেয়। মণ্টেসরীর উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতিগুলি বিজ্ঞান-সম্মত-প্রণালীতে এরূপ যত্ন- ও কৌশল-সহকারে নির্ম্মিত যে, আমোদপ্রমোদের সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষিতভাবে তিন হইতে সাত বৎসরের শিশুগণ নিজ হইতেই অনেক শিক্ষালাভ করে।

এইরূপ শিশুবিদ্যালয় আমাদের দেশের উপযোগী কি-না ভাবিবার বিষয়। মণ্টেসরীর শিশুবিদ্যালয়ের ন্যায় বিদ্যালয় স্থাপন করিতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। উপযুক্ত শিক্ষয়ত্রীর অভাবে এইরূপ বিদ্যালয় পরিচালনা করা অসম্ভব। তাহার পর, ছাত্রের কথা। বঙ্গদেশে এরূপ মাতাপিতা খুব কমই আছেন, যাঁহারা তাঁহাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদিগকে শিক্ষার জন্য দিবসের সমস্ত সময় বিদ্যালয়ে রাখিতে সম্মত হইবেন। সুতরাং দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা না করিয়া আমরা যদি অন্ধের ন্যায় মণ্টেসরীর শিক্ষাপদ্ধতি এদেশে চালাইতে যাই, তবে সফলকাম হইব কি-না সন্দেহ। ঠিক্ এই কারণেই আমাদের দেশে "কুমার-

কানন'-শিক্ষ-পদ্ধতি নিষ্ফলপ্রয়াসে পরিণত হইয়াছে। যদিও এইরূপ বিদ্যালয় এদেশে স্থাপন করিবার সময় এখনও হয় নাই, তথাপি শিক্ষিত মাতাপিতা তাহাদের নিজ নিজ সন্তানের শিক্ষাভার নিজ-হাতে লইতে পারেন। মণ্টেসরীর শিক্ষাদান-প্রণালী স্থানভেদে প্রয়োজন-মত পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া ব্যবহার করিলে তাঁহারা আশাতীত ফললাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

মণ্টেসরী বলেন—"প্রত্যেক শিশুর প্রকৃতি অপর শিশুর প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র। আবার শিশুর প্রকৃতি চিরপরিবর্ত্তনশীল; নিত্যই নূতন। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে এক এক জন শিশুর জন্য এক এক জন শিক্ষকের প্রয়োজন।"

ইহা সকলের পক্ষে সম্ভবপর হইবে কি? সকলের পক্ষে যদিও ইহা সম্ভবপর না হউক, শিক্ষিত জনকজননীগণ এই শিক্ষকের স্থান অধিকার করিতে পারেন। আমাদের দেশের জনকজননীগণ শিশুর শিক্ষার দিকে বড় একটা লক্ষ্য রাখেন না। তাঁহারা জানেন না বা জানিতে চান না যে, শিশুর শিক্ষাভার তাঁহারা নিজহস্তে লইলে যত সহজে ও স্বভাবানুমোদিত পথে শিশুদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন, শিক্ষক শত শিক্ষিত হইলেও তাহা পারিবেন কি-না সন্দেহ। শিশুদিগকে শিক্ষা দিতে যে খুব বিদ্যার প্রয়োজন, তাহা নয়; তবে শিশুচরিত্রটি ঠিকভাবে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন, এবং শিক্ষার মূলসূত্র-সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মণ্টেসরীর মতে শিক্ষার যে কয়টি মূলসূত্র, সেগুলি অবশ্য অনুসরণীয়। উহাদের উল্লেখ করিয়া পরবর্ত্তী প্রবন্ধে মণ্টেসরীর প্রণালী ও তাহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

(১) শিশু নিজকেই নিজে শিক্ষা দিতে পারে; অপরের পক্ষে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। শুনিয়া শিখা বা দেখিয়া শিখা অপেক্ষা, নিজে করিয়া শিক্ষার মূল্য অনেক বেশী। সুতরাং শিশু প্রত্যেক বিষয় নিজের চেষ্টাদ্বারা শিক্ষা করিবে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্ব-ইচ্ছায় ইন্দ্রিয়-পরিচালনা করিয়া শিশু যাহা শিক্ষা করে, তাহাই তাহার জ্ঞান-ভাণ্ডারের সঞ্চয় দিন দিন বৃদ্ধি করে। পরদত্ত শিক্ষায় তাহার জ্ঞানের উৎস বরং দিন দিন শুষ্ক হইয়া পড়ে।

(২) শিক্ষাপ্রণালীকে শিশুর উপযোগী করিবার চেষ্টা করিতে হইবে; শিশুকে জোর করিয়া কোনও বিশিষ্ট কল্পিত শিক্ষা-পদ্ধতির উপযোগী করিবার চেষ্টা করা স্বভাব-বিরুদ্ধ।

(৩) শিক্ষার ব্যবস্থা এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, শিশু যেন সেইরূপ শিক্ষালাভ করিতে আগ্রহ-ভরে নিজের ইচ্ছায় অগ্রসর হয়, এবং উহাতে সে যেন এরূপ আনন্দ উপভোগ করিতে পারে, যাহা তাহার পক্ষে অন্যত্র পাওয়া অসম্ভব।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু।

খুকী।

কত সুধা মাখা আছে ওই কচিমুখে!—
কাঁদিলেও সুধা ঝরে, হাসিলেও সুধা ক্ষরে;
সতত আনন্দে যেন ভাসিতেছে সুখে।
খেলায় নহেক ক্লান্ত, নির্ম্মল হৃদয় শান্ত,
স্বর্গীয় হাসিটী সদা বিরাজে অধরে!

হৃদয়ে নাহিক জ্বালা, পবিত্র মন্দার মালা
সতত ফুটিয়া যেন রয়েছে আদরে;
নাহি আত্ম-পর-জ্ঞান, বিমল পবিত্র প্রাণ;
হাত পাত, ছুটি যাবে যা'র তা'র কোলে।

শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী।

নারীগণের মুখরতা-দোষ।

শাস্ত্রকারগণ সর্ব্বত্রই কোমলপ্রাণা নারীদিগের প্রিয়বাদিত্বের প্রশংসা করিয়াছেন। বস্তুতঃ রমণীগণের প্রিয়বাদিত্ব যেমন একটী স্বাভাবিক গুণ, মুখরতা তেমনই একটা দোষ। এই নারী-স্বভাব-প্রতিকূল দোষটী অনেক সময়ে নারীগণের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া তাহাদিগকে পুরুষোচিত কঠোরতা-প্রদানপূর্ব্বক উপবনতুল্য শান্তিময় সংসারকে ভীষণ কণ্টককাননে পরিণত করিয়া থাকে। তখন গৃহস্বামীর পক্ষে তথায় বাস করা একরূপ দুরূহ হইয়া উঠে। যখন স্বামিগণেরই এই দুর্দ্দশা, তখন এই মুখরাদিগের কল্যাণে সংসারের অপর সকলের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। সকলেই 'পলাই' 'পলাই' ডাক ছাড়িয়া থাকে!

স্ত্রীলোকদিগের এই মুখরতা-দোষটী তাহাদের নারীজনোচিত নম্রতা, লজ্জাশীলতা, সৌজন্য ও আত্মসম্মান-জ্ঞানের অভাবেই ঘটিয়া থাকে। এইজন্য দেখা যায়, যে নারী নম্রা নহে, অর্থাৎ গর্ব্বিতা, সে প্রায়ই মুখরা হইয়া থাকে। কারণ, গর্ব্বিতা সে আর কাহাকেও বড় গ্রাহ্য করে না, এবং সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নিয়ত উচ্চকণ্ঠে নিজের মহিমা-জ্ঞাপক ও অপরের হীনতা-প্রতিপাদক বাক্যরাশি প্রয়োগ করিয়া থাকে।

কোন ধনী লোকের কন্যার দরিদ্রের গৃহে বিবাহ ঘটিলে, সেই ধনিকন্যা যে প্রায়ই মুখরতা অবলম্বন করিয়া থাকে, ইহার কারণ ঐ কন্যার পিতার ঐশ্বর্য্যজনিত গর্ব্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। একজন বিদুষী রমণীর মূর্খ পতির প্রতি যে মুখর ব্যবহার দেখা যায়, তাহার বিদ্যাজনিত গর্ব্বই উহার কারণ। কুলাঙ্গনাদিগের মধ্যে লজ্জাশীলতার তারতম্যানুসারে মুখরতারও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের এই লজ্জাশীলতা গুণটী প্রকৃতিগত হইলেও উহা তাহাদের স্বাধীন ও অধীন অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করে। সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামে স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা বেশী। কারণ, পল্লীগ্রামে লোকের বসতি অল্প। এতদ্ব্যতীত অনেক মুক্তস্থান থাকায় তাহারা তথায় নিঃসঙ্কোচে বিচরণ করিতে পারে; স্বাধীনভাবে পথে গমনাগমন করিতে পারে, তীর্থস্থানে স্নান করিতে যাইতে পারে,

অপর পল্লী-কামিনীর বাটীতে দেখা শুনা করিতে যাইতে পারে, পল্লীর কোন উৎসব-স্থলে মুক্তপ্রাণে যোগদান করিতে পারে, এবং পুরুষের বিরলতা থাকায় পরস্পর মুক্তকণ্ঠে দুইদণ্ড আলাপ করিতে পারে। সহরে লোক-বাহুল্য-বশতঃ পথে বাহির হওয়া দূরে থাক্, পার্শ্ববর্ত্তী বাটীতে যাইতে হইলেই শিবিকার বন্দোবস্ত করিতে হয়; এবং কোনরূপ স্বাধীনতা না থাকায় তাহারা একএকটী নির্দ্দিষ্ট গৃহে কূপমণ্ডূকের মত অধিষ্ঠান করিয়া থাকে। ফলে পল্লীবাসিনী স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃই একটু লজ্জাহীনা থাকায় তাহাদের মুখরতা সহরবাসিনীদিগের অপেক্ষা কিছু অধিক।*

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্বাধীনতা যদি মুখরতার অন্যতম কারণস্থল হইল, তবে যে দেশে বা জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা বর্ত্তমান আছে, সে দেশের স্ত্রীলোক-মাত্রই কি মুখরা হইবে? না, তাহা নহে। স্বাধীনতা থাকিলে মুখরতা দোষ যতটা আসিতে পারে, স্বাধীনতা না থাকিলে ততটা আসিতে পারে না। তবে স্বাধীনতা থাকিলেই যে মুখরতা দোষ আসিবে, এ-কথা যুক্তিযুক্ত নহে। খ্রীষ্টান স্ত্রীলোকদিগের ত স্বাধীনতা আছে, কিন্তু তাই বলিয়া কি সকল খ্রীষ্টান স্ত্রীলোকই মুখরা? স্বাধীনতা থাকিলে স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃতিবিরুদ্ধ পুরুষোচিত যে যে দোষ আসিতে পারে, শিক্ষাদ্বারা তাহা দূরিত করা যাইতে পারে। স্ত্রীলোককে যদি বিনয়, সৌজন্য বা আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে স্বাধীন হইলেও বর্ব্বরোচিত মুখরতা-দোষ কিছুতেই গ্রহণ করিবে না। কারণ, সে প্রতিলোকের সহিত আলাপের সময়েই বুঝিবে যে "সকলের সহিতই বিনীত ও সাধু আচরণ করা উচিত, এবং সেইরূপ করিতে হইলে রূঢ় বা শ্রুতিকঠোর বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নহে, এবং যদি তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে নারীগণের মাধুর্য্যময় স্বভাবের জন্য যে একটু মর্য্যাদা আছে, তাহা নষ্ট হইয়া যায়।" বাস্তবিক প্রত্যেক নারীরই বিনয়-সৌজন্যাদি গুণের সহিত আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান থাকা আবশ্যক। নারীগণ অনেক-সময় ভ্রান্তিবশতঃ বুঝিতে না পারুক্, সকল দেশে সকল জাতিই নারীগণকে মহনীয় আসন প্রদান করিয়াছে। নারী হইতে জগৎ উৎপন্ন, নারীর ক্ষীরধারায় উহা পরিপুষ্ট, নারীর মাতৃভাবে উহা রক্ষিত। স্নেহের মন্দাকিনী, পবিত্রতা, কোমলতা ও মাধুর্য্যের খনি, প্রকৃতিরূপিণী নারীকে কোন্ পুরুষ না সম্মান সহকারে দর্শন করিয়া থাকেন? সেই-টুকু আত্মসম্মান-জ্ঞান রাখিতে গেলে নারী-গণকে চরিত্রগত সকল লঘুতা বিসর্জ্জন দিয়া গৌরবময় জীবন ধারণ করিতে হইবে। সেইজন্য বলিতেছি যে, যে জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়াছে, সে দেশে রমণীগণের আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানশিক্ষারও ব্যবস্থা আছে, সেই আত্মসম্মান-জ্ঞানের প্রভাবে তাহারা মুখরতা প্রভৃতি কোনরূপ লঘুতা অবলম্বন করে না। কিন্তু বিনয়,

* স্বাধীনতা স্ত্রীলোকদিগের লজ্জাশীলতা নষ্ট করিতে পারে এবং লজ্জাশীলতার অভাব মুখরতা আনয়ন করিতে পারে। পল্লীবাসিনী নারীর উদাহরণ-দ্বারা উল্লিখিত অসঙ্গ বুঝান হইয়াছে মাত্র। পল্লীবাসের দোষগুণ-বিচার লেখকের উদ্দেশ্য নহে। লেঃ

সৌজন্য ও আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানের অভাব থাকিলে স্বাধীনতা যে নিশ্চয়ই স্ত্রীলোককে মুখর করিয়া তুলে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।*

উপরে যে মুখরতার কারণগুলি লিখিত হইল—বিনয়, লজ্জাশীলতা, সৌজন্য ও আত্ম-মর্য্যাদাজ্ঞানের অভাব,—এইগুলি নারীগণ অধিকাংশস্থলে মাতাপিতার চরিত্র হইতে লাভ করিয়া থাকে, এবং তত্তদ্দোষ-বিশিষ্ট মাতাপিতার সংসর্গে থাকিয়া তাহাদের ঐ দোষগুলি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াই থাকে; এবং সমাজে বা পল্লীতে সেই সেই দোষের দৃষ্টান্ত-বহুলতা থাকিলে, নারীগণ সংসর্গনিয়মে সেই সেই দোষের অধিকারিণী হইয়া পড়ে। এই জন্য লোকে কোন নারীকে মুখরতা-দোষে দুষ্টা দেখিলে প্রায়ই নিন্দা করিয়া বলিয়া থাকে "ও আবার মুখরা হইবে না? কেমন মা-বাপের মেয়ে। কেমন যায়গার বাড়ী!" ইহা অবশ্য মাতাপিতা ও সমাজের পক্ষে বিশেষ কলঙ্কের কথা। এইজন্য কোন নারীকে গুণবতী করিতে হইলে, মাতাপিতার গুণবান্ হওয়া চাই, এবং সে যে সমাজে বাস করে, সে সমাজেও নানাবিধ গুণের সদ্দৃষ্টান্ত থাকা চাই। কারণ, পুস্তকগত বা মৌখিক উপদেশ-দ্বারা যতটা শিক্ষা দেওয়া যায়, এক সদ্দৃষ্টান্ত-দ্বারা তাহা অপেক্ষা আরও অধিক ও স্থায়ী শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

আমাদের ভারতবর্ষীয় সংসারের সর্ব্বপ্রধান কল্যাণকর শান্তিময় জিনিষ একান্নবর্ত্তিতা। একান্নবর্ত্তিতার অর্থ—মাতা, পিতা, পুত্র, পুত্রবধূ প্রভৃতি সকলের একযোগে পরস্পর স্নেহ-সহানুভূতি ও আত্মীয়তার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া এক অন্নে অবস্থান। ঈদৃশ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে হইলে সংসারে কিরূপ উদারতা, নিঃস্বার্থতা, ধৈর্য্য ও প্রীতির বাঁধ দিয়া রাখিতে হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। মুখরতা সংসারে সে সুদৃঢ় বাঁধটী ভাঙ্গিয়া ফেলে। কারণ মুখরা নারীর অহর্নিশ শ্রুতিকর্কশ-শব্দে সংসারের অপর পরিজনবর্গ ধৈর্য্যহীন হইয়া পড়ে, এবং ধৈর্য্যের বন্ধনটী খসিয়া গেলে ক্রমে ক্রমে উদারতা, নিঃস্বার্থতা ও প্রীতির বন্ধনও উন্মুক্ত হয়, এবং সংসার তখন সম্পূর্ণভাবে মুক্ত-প্রান্তরের মত পতিত হওয়ায় অশান্তিনিচয় সবেগে তাহাতে প্রবেশ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? মানুষের কথা দূরে থাকুক্, মধুর ব্যবহার, কি মধুর আলাপে যখন আত্মমর্য্যাদারহিত বলপশু পর্য্যন্তও বশীভূত হয়, তখন আত্মমর্য্যাদাযুক্ত মানব কেন আর একজনের কর্কশ বাক্য অনবরত সহ্য করিতে যাইবে? বিশেষতঃ একজনের নিকট কোনরূপ উপকার পাইতে হইলে মধুর-সম্ভাষণ-দ্বারা তাহার হৃদয় আকর্ষণ করিয়া যতটা পাওয়া যায়, প্রভুত্বপূর্ণ কর্কশ-বাক্য-প্রয়োগদ্বারা ততটা পাওয়া সম্ভবপর

---

* এই স্বাধীনতা হইতে রীতিমত শিক্ষার অভাবে লজ্জাহীনতা, মুখরতা প্রভৃতি বিবিধ দোষ উৎপন্ন হইয়া তাহাদিগের পবিত্র ও গৌরবময় মাতৃভাব নষ্ট করিতে পারে। এই জন্যই বোধ হয় বিজ্ঞ হিন্দুশাস্ত্রকারগণ তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিতে চাহেন নাই।

কিন্তু তাঁহারা কোনরূপ অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া অথবা নির্য্যাতন-স্পৃহায় নারীগণকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করেন নাই; কারণ তাঁহারাই বলিয়াছেন,—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
"শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা।

নহে, এবং সেরূপ কল্পিত মাত্রা নিজের মূর্খতা-ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর যদি কেহ উপকার করিয়া নিজকৃত উপকারের দোহাই দিয়া উপকৃতের প্রতি প্রভুত্বময় কর্কশ সম্ভাষণ করে, তাহা হইলে সে যে তাদৃশ ব্যবহারের দ্বারা গোমূত্রদূষিত দুগ্ধের মত তাহার কৃত উপকারটীকে সম্যক্ নষ্ট করিয়াই থাকে, ইহা না ভাবাই তাহার অবিবেচনার বিষয়। বিশেষতঃ পরস্পরের সাহায্যাপেক্ষী না হইয়া কেবল নিজের উপর নির্ভর করিয়া কোন মানবই কার্য্যবহুল জীবন অতিবাহিত করিতে পারে না। সেইজন্য একান্নবর্ত্তী সংসারে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করিয়া আপন আপন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকে। কেহ হয় ত, অর্থ দিয়া সাহায্য করিল, কেহ হয় ত অর্থ না থাকায় জীবনপাতী পরিশ্রম দিয়া প্রত্যুপকার করিল। কেহ কাহারও বাল্যকালে লালন-পালনের ভার লইয়া সাহায্য করিয়াছে, আবার সে তাহার বৃদ্ধাবস্থায় লালন-পালনের ভার লইয়া প্রত্যুপকার করিতেছে। এইরূপ পরস্পরের একটা না একটা সাহায্যের উপর যখন সংসারটী গঠিত, তখন একজন যদি মূর্খতা-বশতঃ নিজের কৃত উপকারটীকে অধিকতর বহুমানপূর্ব্বক নিজ কল্পনায় উপকৃতকে আপনার অপেক্ষা হেয় মনে করিয়া সুতীব্র সম্ভাষণ-দ্বারা আপ্যায়িত করিতে যায়, তাহা হইলে অপরে যে তাহার বাক্যবাণে অধীর হইয়া বিদ্রোহানল উপস্থিত করিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? শুধু উপকারিত্বের দাবী দিয়া নয়, কেহ কেহ বয়োজ্যেষ্ঠতার দাবী দিয়া, কেহ কেহ বা স্বকীয় বুদ্ধিমত্তার দাবী দিয়া, কেহ বা সমৃদ্ধ পিতৃকুলগৌরবের দাবী দিয়া, কেহ বা কর্ত্তৃত্বের দাবী দিয়া সংসারের অপর সকলকে নিজ অপেক্ষা হীনতর মনে করিয়া তাহাদের প্রতি সর্ব্বদাই কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিতে চান্। আবার কখনও বা স্বকীয় স্বভাব-বশতঃ বিনা কারণেই অর্থাৎ কাহারও প্রতি কোনরূপ হীনবুদ্ধি পোষণ না করিয়াই মুখরতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। প্রকৃতিগত সৌজন্যের অভাব তাহাদের সেই মুখরতার কারণ। কুল-নারী-গণের মধ্যে যে কারণেই মুখরতা দোষটী উৎপন্ন হউক না কেন, একজনের মুখরতা থাকিলেই সংসারের শান্তিপথে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে, একাধিকের থাকিলে ত কথাই নাই! কোন সংসারে একাধিক মুখরা নারী থাকিলে একটা অতিতুচ্ছ কারণে কথা কাটাকাটি আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ তাহা এত প্রবল হইয়া থাকে যে তাহাদের উচ্চরবে সমস্ত পল্লী পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া যায়। এমন কি সময়ে সময়ে কলহমূলক কোলাহল শুনিয়া সেই গৃহস্থের বাটীতে অগ্নিসংযোগাদি-বিপদের আশঙ্কা করিয়া বহু বাহিরের লোক সমবেত হইয়া পড়ে। তাহাতে সেই মুখরা নারীগুলির ত আত্ম-সম্মান নষ্ট হয়ই, অধিকন্তু সমস্ত সংসারেরও মর্য্যাদা নষ্ট হয়। আর একটা তুচ্ছ কারণ হইতে কথা বাড়িয়া এমন তুমুল কলহে পরিণত হইতে পারে, যে সেই মুখরা নারী-গুলির পরস্পর মিত্রভাব অপগত হওয়ায় একটা সামান্য মুহূর্ত্তেই সংসারের চিরদিনের গৌরবস্থল শান্তিময় একান্ন-বর্ত্তিত্বের বিলোপ ঘটা অসম্ভব হয় না।

বাক্‌সর্ব্বস্বা মুখরাগণের কোন গুণ থাকুক বা না থাকুক, 'বাক্যদ্বারা অন্যকে হারাইয়া

নিজের উৎকর্ষস্থাপন করিব', এইরূপ একটা দ্বেষ স্বভাবতঃই তাহাদের মনে উদিত হইয়া থাকে। তাই তাহাদের উত্তর-প্রত্যুত্তর প্রশমিত না হইয়া কবির লড়াইয়ের মত ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া নিজেদের ও সংসারের অনেক অবশ্য-গোপনীয় বিষয়গুলি এরূপ লঘুভাবে সহিত প্রকাশ করিতে থাকে, যে তাহাতে সংসারের সম্মান রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। কতিপয়-পরিজন-দ্বারা গঠিত একান্নবর্ত্তী সংসারের অভ্যন্তরে নানা অভাব-অভিযোগ ত্রুটী-বিচ্যুতি থাকিলেও বাহিরে সেগুলি অপ্রকাশিত রাখিয়া সাধারণের নিকট আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য কার্য্য। কিন্তু এই লঘুচিত্তা মুখরাদিগের সহিষ্ণুতা এত অল্প যে, তাহাদের ইচ্ছার একটু অনুরূপ কার্য্য না হইলেই তাহারা উচ্চারবে সংসারের সেই সেই ত্রুটি-বিচ্যুতির ঘোষণা করিয়া এত আত্ম-পরিতৃপ্তি বোধ করে যে, তাহাতে যে তাহাদেরই গুহ্য কথাগুলি বাহির হইয়া লোকের নিকটে তাহাদেরই মুখ হেট করাইতেছে, ইহা তাহারা আদৌ বুঝিতে পারে না। সময়ে সময়ে তাহাদের সেই ক্ষোভ এত প্রবল হইয়া উঠে, যে তাহারা যদি একটা দোষ করিয়াও অন্যের দ্বারা তিরস্কৃত হয়, তাহা হইলেও অপরের তিরস্কাররূপ আত্মপরাজয় সহ্য করিতে না পারিয়া তিরস্কার-কারিণীকে নিজের দোষের সমর্থনসূচক-বাক্য-পরম্পরা প্রয়োগদ্বারা পরাজয় করিতে গিয়া কেবল বারংবার নিজের দোষেরই উদ্ঘাটন করিয়া লোকের নিকট দোষযুক্তা বলিয়া প্রমাণিত হইয়া থাকে। কিন্তু সহিষ্ণুতা অবলম্বনপূর্ব্বক নীরব হইয়া থাকিলে হয়ত তাহাদের সে দোষ তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষিণী ননদিনীকারিণী ব্যতীত আর কেহই জানিতে পারিত না! আবার অন্য দিকে, দোষজ্ঞাপন-দ্বারা তাহাদের মঙ্গল সাধন করিতে গিয়া তাহাদের কর্ত্তৃক এবংবিধ নির্য্যাতিত হওয়ার আর কেহই, তাহারা কোন অনুচিত আচরণ করিলেও, কিছুই বলিতে সাহস করে না। ফলে, এইরূপে অপ্রতিহত বাক্য-প্রয়োগের প্রশ্রয় পাইয়া তাহারা ক্রমশঃ এতই আত্মম্ভরি হইয়া পড়ে, যে শেষে মনে করে, তাহারা যাহা করে সবই ভাল, তাহারা যাহা বলে সবই সত্য। তাহারাই কেবল জগতে খাঁটি ও তাহারাই জ্ঞানবতী, আর সকলেই অখাঁটি ও অজ্ঞান। এইরূপ আত্মভ্রান্তিতে তাহারা আর চরিত্রসংশোধনের অবসর না পাইয়া ক্রমশঃই দোষের কূপে নিমজ্জিত হইতে থাকে; এবং নিজের দুর্বিনীত-স্বভাবদ্বারা সকলেরই অপ্রিয় হইয়া অতিবিড়ম্বনাময় নিন্দিত জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে। অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, তাহাদের সম্পূর্ণ অনুগৃহীত ও আশ্রিত লোকেরাও তাহাদের ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া বিদ্রোহ উপস্থাপিত করে, এবং অনুগ্রহকে নির্য্যাতন মনে করিয়া তাহাদের নিকট হইতে পলাইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

এই মুখরাদিগের মনে সর্ব্বদাই বাক্যদ্বারা অপরকে জয় করিবার ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকায় ইহারা পরের বাক্য আদৌ সহ্য করিতে পারে না। যাহারা পরের বাক্য সহ্য করিতে পারে না, অপরে তাহাদের বাক্য সহ্য করিবে কেন? কাজে-কাজেই কলহ অবশ্যম্ভাবী। যেখানে অন্য কোন উপায় নাই, সেখানে এই সকল নির্য্যাতনকারিণী মুখরাদিগের তীব্রবাক্য

সহ্য করিয়া অন্তরে মরিয়া বাস করিতে হয় বটে, কিন্তু অন্য উপায় থাকিলে কেহই ইহাদের সংস্রবে থাকিতে চাহে না। এই জন্য এই মুখরাদিগের উৎপীড়নে সংসার ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। কারণ সকলেই মুখরাদিগের সংস্রব ত্যাগ করিতে যাওয়ায় সংসারের জমাট ভাব শিথিল হইয়া যায়। এই কারণেই আমরা একান্নবর্ত্তী সংসারে সহসা বৃদ্ধা জননীদিগের ৺কাশীবাসের ব্যবস্থা দেখিয়া চমকিত হই। কখন বা মুখরা পুত্রবধূদিগের পিত্রালয়-নির্ব্বাসনের প্রস্তাব শুনিয়া তাহাদের স্বকৃত অদৃষ্টের নিন্দা করিয়া থাকি। কখনও কখনও বা পুত্রের দারান্তর-গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া একান্নবর্ত্তী সংসারটী বজায় রাখিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। কিন্তু যাহাই হউক্, এগুলি ত অশান্তিরই লক্ষণ, এবং মুখরতাদোষটাই ত ইহাদের জন্য একমাত্র দায়ী!

যখন একান্নবর্ত্তী সংসারটী কোনরূপে আর বজায় রাখা যায় না, অর্থাৎ মুখরতাদোষে পুত্রবধূগণ নিজ নিজ স্বামী ও সন্তানগুলি লইয়া ভিন্নরূপে বাস করিতে বাধ্য হয়, সে সময়ও তাহাদের মুখরতা প্রশান্তি লাভ করে না। তাহারা তখন আপনাদের মুখরতা-অস্ত্র হতভাগ্য স্বামীর উপর অহর্নিশ প্রয়োগ করিতে থাকে। যখন একান্নবর্ত্তী সংসারের মধ্যে ইহারা অবস্থিত ছিল, তখন ইহাদের মুখরতা বৃদ্ধা শ্বশ্রূ অথবা ননদগণের উপর প্রযুক্ত হওয়ায়, স্বামীর উপর ততটা প্রযুক্ত হইবার অবসর পাইত না। বরং স্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহাদিগের সহিত মুখরতা প্রকাশ করিবার সুবিধা হইত বলিয়া স্বামীর প্রতি ইহাদের একটু অনুগ্রহই দেখা যাইত। এক্ষণে সংসারের মধ্যে প্রধানভাবে অবস্থিত হইলেন আপনি ও স্বামী। সুতরাং নিজের প্রাধান্য বজায় রাখিতে হইলে স্বামীকে জয় করিতে হইবে। জয় করিবার একমাত্র অস্ত্র তীব্রবাক্য-প্রয়োগ! কাজে-কাজেই স্বামীই এখন মুখরতাপ্রয়োগের প্রধান লক্ষ্যস্থল হইয়া পড়েন। আর সন্তানগণকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বামীর প্রতি তীব্রবাক্য প্রয়োগের সুবিধা হয় বলিয়া, সন্তানগণ এখন একটু অনুকম্পার ভাজন হইয়া থাকে।

এইরূপ নারীরা যখন গৃহিণী হন তখন ইহাদের যত আক্রোশ পুত্র ও পুত্রবধূদিগের উপর পড়িয়া থাকে।* পুত্র ও পুত্রবধূগণের সমধিক সহিষ্ণুতা ও কৃতজ্ঞতা থাকিলে, তাহারা নীরবে ইহাদের অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকে; কিন্তু যেখানে সে সহিষ্ণুতা ও কৃতজ্ঞতা না থাকে, অধিকন্তু তাহারাও যদি মুখরতাদোষের অধিকারী হয়, তাহা হইলে গৃহিণী যখন বৃদ্ধা, শক্তিহীনা এবং সম্পূর্ণরূপে পুত্রদিগের উপর নির্ভরশীলা হইয়া পড়েন, তখন যে তাঁহার ৺কাশীবাসরূপ নির্ব্বাসন-দণ্ডভোগ করিতে হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

অতএব দেখা যাইতেছে, কি শ্বশুরশ্বশ্রূর অধীন বধূ-অবস্থায়, কি স্বামীর অধীন গৃহিণী-অবস্থায়, কি পুত্রের অধীন বৃদ্ধাবস্থায়, সকল সময়েই নারীদিগের মুখরতা দোষ থাকিলে,

---

* শুধু যে গৃহিণী ও বধূর মুখরতা-দোষে সর্ব্বত্র এইরূপ গৃহিণীর ৺কাশীবাসের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা নহে। অনেকস্থলে বার্দ্ধক্যে ধর্ম্মময় জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য স্বেচ্ছায়ও গৃহিণীগণ ৺কাশীবাস করিয়া থাকেন। এখানে '৺কাশীবাস' শব্দদ্বারা 'শ্বশুরী ও পুত্রবধূর ভিন্নরূপে অবস্থান' সূচিত হইতেছে মাত্র।

সংসারে কলহান্তি উপস্থিত হয়। এই মুখরতা যে শুধু সংসারস্থ পরিজনবর্গের উপর পতিত হইয়া এত অনর্থ উৎপাদন করিয়া থাকে তাহা নহে, দাস-দাসী, প্রতিবেশী, অভ্যাগত প্রভৃতি সকলের উপর পতিত হইয়া অতি-বিষময় ফল প্রদান করে। মুখরা নারীর নির্য্যাতনে গৃহে দাসদাসী থাকিতে পারে না। ইহাতে নিজেদেরই পরিশ্রম বাড়িয়া যায়; আর প্রতিবেশিগণও মুখর ব্যবহারে শত্রুরূপে পরিণত হওয়াতে, তাহাদের সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট হইয়া পড়ে। এইরূপে পরসাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া সংসার-পরিচালন সমধিক কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। আর অভ্যাগতগণ তাহার তীব্রবাক্যে সন্তপ্ত হইয়া সংসারকে অভিশপ্ত করিয়া চলিয়া যায়।

মুখরতার এইরূপ কুফল দর্শন করিয়াই শাস্ত্রকারগণ পুরুষদিগকে মুখরা নারীকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন যে যে স্ত্রীর মস্তকের কেশ পিঙ্গলবর্ণ, যাহার অধিক অঙ্গ, যে চিররোগিণী, যাহার গাত্রে অল্পমাত্র লোম নাই, যাহার গাত্রে অতিশয় লোম, যে মুখরা বা যাহার পিঙ্গলবর্ণ নয়ন, এরূপ স্ত্রীকে বিবাহ করিবে না।

তাই বলি, যে-দেশের শাস্ত্রকারগণ নারী-গণকে দেবীত্ব প্রদান করিয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-রূপে শক্তির উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন, যে দেশের মহিমময়ী নারীর সহিত অন্য কোন দেশের নারীর তুলনাই হয় না, যে-দেশের নারীদিগের পাতিব্রত্য আর কোন জাতির নারী অনুকরণ করিতে পারে নাই, যে-দেশের সাধ্বীকুলশিরোমণি শাস্ত্রকারগণের উপদিষ্ট

"পরুষাণ্যপি চোক্তা বা দৃষ্টা ক্রুদ্ধেন চক্ষুষা।
সুপ্রসন্নমুখী ভর্ত্তুর্যা নারী সা পতিব্রতা॥"—

এই পাতিব্রত্য ধর্ম্ম অক্ষরে অক্ষরে পালনপূর্ব্বক স্বামি-কর্ত্তৃক বারংবার প্রত্যাখ্যাতা হইয়াও কিছুমাত্র রুষ্ট না হইয়া বলিয়াছিলেন,—

"যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥"*

যে দেশের নারীগণ সম্পদে বিপদে স্ব স্ব পতির সহচরী হইয়া প্রাণপণে তাঁহার তুষ্টিসাধন করিতে বিরতা হয় না, যে দেশের নারীগণের লজ্জাময়ী কোমলপ্রকৃতি, নিঃস্বার্থ উদার ও মধুর ব্যবহার এবং প্রিয়বাদিতা সংসারের শান্তিপ্রস্রবণস্বরূপ, এবং যে দেশের নারীগণের আত্মসম্মান-জ্ঞান সমগ্র জগতের আদর্শস্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই দেশের নারীগণের মধ্যে মুখরতার মত একটা গৌরবহানিকর জঘন্য দোষ থাকা যে সর্ব্বতো-ভাবে অনুচিত, ইহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব প্রত্যেক জনক-জননীরই আপনাদের সদ্দৃষ্টান্ত ও সুশিক্ষা-দ্বারা কন্যাগণ যাহাতে মুখরতা-দোষ প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে সংসারের অশান্তির কারণ না হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা বিধেয়।

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

* রামায়ণে সীতা-কর্ত্তৃক উক্ত।

নারী-মঙ্গল।

[রচনা——শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ, এম্-এ]

জাগো, নারী-গৌরব মহলে জাগো ;
বাঙ্‌লার ভগিনী বাঙ্‌লার মা গো !

গৃহ-কারা-বন্দিনী স্বার্থের পণ্যা,
প্রমোদের সঙ্গিনী আভরণ-গণ্যা ;
অধিকার-বঞ্চিতা লাঞ্ছিতা জাগো—
বাঙ্‌লার ভগিনী বাঙ্‌লার মা গো !
কোথা বিধি বন্ধনে অন্তর সুপ্ত,
প্রভু-আঁখি-গঞ্জনে প্রাণধারা লুপ্ত ;
লাজ-অবগুণ্ঠিতা কুণ্ঠিতা জাগো—
বাঙ্‌লার ভগিনী বাঙ্‌লার মা গো !
পায়ে পায়ে ধর্ম্মের শৃঙ্খল-বন্ধ,
যুগ যুগ মর্ম্মের তমসায় অন্ধ ;
দেহ-শোভা-সজ্জিতা লজ্জিতা জাগো—
বাঙ্‌লার ভগিনী বাঙ্‌লার মা গো !

পুরুষের বন্দিনী পিঞ্জর-কক্ষে,
পরমনোরঞ্জিনী তৃষাতুর বক্ষে ;
প্রাণহীন অঙ্কের বন্ধনে জাগো—
বাঙ্‌লার ভগিনী বাঙ্‌লার মা গো।
স্তনধারা-বঞ্চিত সন্তান-ধাত্রী,
চিরব্যাধি-সঞ্চিত দেহ দিবা রাত্রি ;
হেলা-হেয়-পীড়িতা কম্পিতা জাগো—
বাঙ্‌লার ভগিনী বাঙ্‌লার মা গো !
জাগো দেবি বিশ্বের গৌরব-তীর্থে,
লীন চীন নিঃস্বের অবনিত চিত্তে ;
নিখিলের নন্দিতা বন্দিতা জাগো—
বাঙ্‌লার ভগিনী বাঙ্‌লার মা গো !

[সুর ও স্বরলিপি——শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

হরপ্রকার——কাওয়ালী।

আস্থায়ী।

II (সা রা -া | গমা। পা পা পা পা। ধা -পা মা গা।
(১) জা গো নারী গ উ য় ব ম ঙ্ গ লে

ঃা রা -মা মা -া I সা -া র্সা র্সা। মাঃ ধঃ পা -া।
জা গো (২) বা ঙ্ লা র ভ গি নী

। রা -া মঃ পাঃ। গা -মা মা -া) II
বা ঙ্ লা র, মা গো

অন্তরা।

২ ৩ ৩
II | মা ধা ধা ধা। পা -ধা ধা ধা। পা -ধা ধা ধা।

(৩) গ ছ কা রা ব ন্ দি নী স্বা র্ থে র
(৭) কো থা বি দি ব ন্ ধ নে অ ন্ ত র
(১১) পা য়ে পা য়ে ধ র মে র মৃ ঙ্ খ ল
(১৫) পু ক ষে র ব ল্ ক্ষি নী পি এ্ জ র
(১৯) ত ন ধা রা স এ্ চি তা স ন্ তা ন
(২৩) জা গো দে বী বি • খে ব গ উ র ব

১ ২ ৩
। পা -র্সা র্সা -া I পা পা পা পা। পা -া ধা পা।

(৩) প গা (৪) প্র মো দে র স ঙ্ গি নী
(৭) হু প্ ত (৮) প্র ভু আঁ খি গ প্ ত নে
(১১) ব ন্ ধ (১২) যু গ যু গ ম র মে র
(১৫) ক • ক্ষে • (১৬) প র ম নো র এ্ ক্ষি নী
(১৯) ধা • ত্রী • (২০) চি র বা দি স এ্ চি ত
(২৩) তী র থে • (২৪) দী ন হী ন নি : ক্ষে র

১ ২
। মা মা মা গা। রা -মা মা -া। I সা রা গা মা।

(১) আ ভ র ণ গ • গা। • (৪) অ ধি কা র
(৮) প্রা ণ দা রা লু প্ ত • (৯) লা জ অ ব
(১২) ত ম সা র অ ন্ ধ • (১৩) দে হ শো ভা
(১৬) তৃ ষা তু র ব • ক্ষে • (১৭) প্রা ণ হী ন
(২০) দে হ দি যা রা • • (২১) দে লা ভ র
(২৪) অ ব ধি ত চি ত্ ত্তে • (২৫) নি খি লে র

৩ ১
। পা -া পা পা। ধা -পা মা গা। রা -মা মা -া I

(৫) ব এ্ চি ত্তা লা এ্ ছি ত্তা জা গো
(৯) ত্ত প্ ঠি ত্তা কু প্ ঠি ত্তা জা গো
(১৩) স ঙ্ গি ত্তা ল ঙ্ গি ত্তা জা গো
(১৭) অ ন্ ধে র ব ন্ ধ নে জা গো
(২১) শ ঙ্ কি ত্তা স ম্ পি ত্তা ত্তা গো
(২৫) ন ন্ দি ত্তা ব ন্ দি ত্তা ত্তা গো

ধূয়া :—

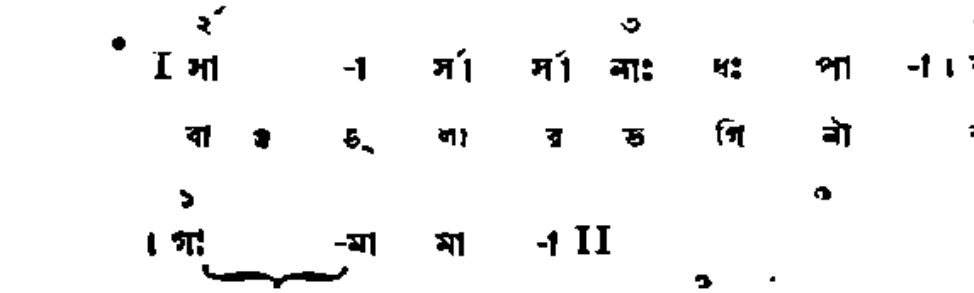

১০, ১৩, ১৮, ২২, এবং ২৩।

সোণার হার।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মারাপ্পা ও দেবল দক্ষিণে চলিয়াছেন্। কাবেরীর বাম তীরে আসিয়া বৃদ্ধ দেখিলেন, কাবেরী উজ্জ্বল রৌপ্যবাহু-দুইটি নিম্নে প্রসারিত করিয়া তরল আলিঙ্গনে শ্যামল কঠিন দ্বীপটিকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। দক্ষিণে জলপ্রপাতের শ্রবণভেদী গম্ভীর কলরোল। উর্দ্ধে শরতের নীলাকাশ প্রবাহ-পাতোৎক্ষিপ্ত বাষ্পপুঞ্জে শ্বেতাভ হইয়া গিয়াছে। এইস্থান দাক্ষিণাত্যের পরমতীর্থ শিবসমুদ্রম্।

ক্রমে কয়েকটি যাত্রী আসিল। দুলামাস উপস্থিত। তাহারা তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। দীর্ঘজটা-ভূষিত গৈরিকবস্ত্র-পরিহিত মারাপ্পার গম্ভীর আকৃতি দেখিয়া তাহারা ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিল। তাহারা সেতুবন্ধ দর্শন করিতে যাইতেছে ; সন্ন্যাসীকে সঙ্গিরূপে পাইয়া পরম পুলকিত হইল।

কাবেরী অতিক্রম করিয়া দীর্ঘপথ পর্য্যটনের পর তাঁহারা মদুরায় আসিলেন। মারাপ্পা ও দেবল সুন্দরেশ্বরের মন্দির-সম্মুখে একটি উচ্চ গোপুরের * নিম্নে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যাত্রিগণ অন্যস্থানে আশ্রয় লইল।

অপরাহ্নে দেবল সংবাদ লইয়া আসিলেন, বাহমনী-সুলতানের সহিত বিজয়নগরের যুদ্ধ বাধিয়াছে এবং বিবাদ শুরু হইয়াছে। সাম্রাজ্যের একপ্রান্তে রাজধানীর সংবাদ যাহা পৌঁছাইয়াছিল, তাহা অতিসামান্য। মারাপ্পা বিশেষ অনুসন্ধানেও অধিক কিছু জানিতে পারিলেন না। তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। যাত্রিগণ অন্যান্য মন্দির দর্শন করিয়া যখন মারাপ্পার নিকট আসিল, তাহারা শুনিল সন্ন্যাসী বিশেষ প্রয়োজনে ফিরিয়া যাইতেছেন। তাহারা তখন ক্ষুণ্ণ-মনে বিশ্রাম-স্থানে চলিয়া গেল।

* পুরদ্বার।

মারাপ্পা ফিরিলেন। তাঁহার মন যত দ্রুত চলিতে চাহিতেছিল, চরণ তত পারিতেছিল না। যে পথ দিয়া তিনি আসিয়াছিলেন তাহা সহজ হইলেও দীর্ঘ। তিনি যে পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প কিন্তু দুর্গম। শরতের শিশিরসিক্ত ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া, পাল্‌নী-পর্ব্বতের বন্ধুর শিলাপথ বাহিয়া পিতাপুত্র অবিরাম-গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছেন। পিতার সহিত ভ্রমণ করিয়া দেবল এরূপ পর্য্যটনে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু অমরাবতী-নদী উত্তীর্ণ হইবার পর এবার তিনিও মাঝে মাঝে শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিলেন। তাঁহার বয়স অল্প—দেহ স্থূল না হইলেও মাংসল। মারাপ্পার বয়স অধিক হইলেও দেহ সুদৃঢ়, মাংসহীন। তিনি মানসিক উত্তেজনার আধিক্যে অগ্নিগর্ভ মধুপের ন্যায় অবলীলাক্রমে দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করিতেছিলেন, শ্রম গ্রাহ্য করিতেছিলেন না।

উভয়ে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে যত প্রবেশ করিতে লাগিলেন, ততই সকলের মুখে যুদ্ধের কথা শুনিতে পাইলেন। কোন স্থানে শুনিলেন বিজয়নগর সেনা বিজয়লাভ করিয়াছে এবং যুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; কোন স্থানে শুনিলেন, সম্রাটের হস্তী মৈনাক নিহত হইয়াছে, সম্রাট বন্দী হইতেছিলেন, কিন্তু প্রধান নায়ক তাঁহার উদ্ধার সাধন করিয়া স্বয়ং বন্দী হইয়াছেন। গণ্ডীকোটা-রাজ্যের নিকটে আসিয়া তাঁহারা শুনিলেন, বৃদ্ধ গণ্ডীকোটা-সামন্ত যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছেন এবং সেইখানেই যুবরাজ-অভিষানের প্রকৃত সংবাদ পাইলেন; যুদ্ধের কারণ শুনিয়া মারাপ্পা বিন্দুমাত্র বিস্মিত হইলেন না, কিন্তু বৃদ্ধ সামন্তের মৃত্যু-সংবাদে ব্যথিত হইলেন। শোক-প্রকাশের অবসর ছিল না। তিনি দেবলের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "দেবল, যত রাজধানীর নিকটে যাইতেছি ততই মনে হইতেছে, প্রজাগণ এ যুদ্ধে সন্তুষ্ট হয় নাই,—যেন কে ইহাদের মধ্যে বিষম অসন্তোষের বীজ-বপন করিয়া গিয়াছে। যুদ্ধ বাধিয়াছে অথচ দক্ষিণ হইতে সেরূপ সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ সমরক্ষেত্রের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে না কেন?" দেবল বলিলেন, "অসন্তোষের চিহ্ন আমি কিছু লক্ষ্য করিতে পারি নাই। সৈন্য যাহারা যাইবার, গিয়াছে।" পরক্ষণেই আবার তিনি বলিলেন, "যদি বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়া থাকেন, আদেশ দিন, অশ্বারোহণে এইটুকু পথ অতিক্রম করিব। আপনার জন্য শিবিকার ব্যবস্থা হইতে পারে। মারাপ্পা মস্তক মৃদু আন্দোলন করিয়া বলিলেন, "শিবিকা কি শীঘ্র যাইবে, দেবল? অশ্ব বা শিবিকা আর ব্যবহার করিব না। দেবল! তুমি শ্রান্ত হইয়াছ?" তাঁহার স্বরে অনুকম্পা বা সহানুভূতির লেশমাত্র ছিল না—তাহাতে যেন ক্রোধ ও বিরক্তি ঈষৎ মিশ্রিত ছিল, যেন দেবলের অবসাদ-লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া দেবল গুরুতর অপরাধে অপরাধী।

দেবল ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "আমি ক্লান্ত হইয়াছি বলিয়া ওকথা বলি নাই। অশ্বারোহণে যাইলে শীঘ্র যাইতে পারিতাম। রাজধানীতে যাইবার জন্য বড় উৎসুক হইয়াছি। মারাপ্পা অন্যমনস্কভাবে শুধু বলিলেন, "না, একসঙ্গেই যাইব।"

চলিতে চলিতে তাঁহারা একটি গণ্ডগ্রামে পৌঁছিলেন; সেখানে অধিকাংশ লোক

মারাপ্পাকে চিনিত। তাহারা মারাপ্পাকে যেন কি জিজ্ঞাসা করিতে চাহে, কিন্তু কিছু বলিতে সাহস করে না। তাহারা পথিক-দুইজনকে দুইটি পাত্র ভরিয়া দুগ্ধ আনিয়া দিল। পিতাপুত্রে গ্রাম-সংলগ্ন মন্দিরের বহির্দ্বারে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। মারাপ্পা দেখিলেন সন্ধ্যা আগতপ্রায়, ভাবিলেন এইস্থানে অবস্থান করিলে গ্রাম-বাসিগণ তাঁহাকে নূতন সংবাদ দিতে পারিবে। ক্রমে তাঁহার তন্দ্রা আসিল। দেবলকে নিদ্রা যাইবার আদেশ দিয়া তিনি শয়ন করিলেন।

হঠাৎ একটি ক্রুদ্ধ চীৎকারে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি শুনিলেন, দেবল গর্জ্জন করিয়া বলিতেছেন"—রাজার মস্তক চূর্ণ করিয়া দিব। এত বড় স্পর্দ্ধা ?" ধনুকের জ্যা ছিন্ন হইলে বক্র কোদণ্ড যেমন সহসা সরল হয়, মারাপ্পা সেইরূপ ভূমিত্যাগ করিয়া একলম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের আলোকে দেখিলেন, অনতিদূরে দেবল কতিপয় গ্রামবাসীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। মারাপ্পা তীব্রস্বরে বলিলেন, "বিশ্বাসঘাতক! এত শীঘ্র রাজদ্রোহী হইলে ?" মারাপ্পার কথা শুনিয়া গ্রামবাসী-কয়জন পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। পিতাকে জাগরিত দেখিয়া দেবল কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "রাজধানীতে বিদ্রোহ হইয়াছে। একজন ভণ্ড প্রতারক নিজেকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।" মারাপ্পার আর একবার চমক্ ভাঙ্গিল।

মারাপ্পার আদেশে প্রাচীন গ্রামবাসী-কয়জন কম্পিতকলেবরে সমস্ত সংবাদ নিবেদন করিল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর উত্তর হইতে একব্যক্তি কয়েকটি অনুচরের সহিত আসিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছিল যে, সম্রাট্ প্রেমের কুহকে পড়িয়া যুদ্ধ বাধাইয়াছেন ; লোকাচার্য্যদেব সম্রাট্‌কে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি নির্ব্বাসিত হইয়াছেন ; প্রস্থানের পূর্ব্বে তিনি শাপ দিয়া গিয়াছেন—যুদ্ধে বিজয়নগরের পরাজয় হইবে ও বুক্কের একজন বংশধর নূতন সম্রাট্ হইয়া মুসলমানের গতিরোধ করিবেন ; সম্রাটের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া মারাপ্পা স্বয়ং পুত্রের সহিত রাজধানী ত্যাগ করিয়া দক্ষিণে গিয়াছেন ; সম্রাট্ এবার মহানবমীর উৎসবে উপস্থিত ছিলেন না,—উৎসবে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় সমারোহও ছিল না ;—এইরূপ শ্রীহীন উৎসব সাম্রাজ্যের অকল্যাণকর। যে আগন্তুক এই সকল সংবাদ প্রচার করিতেছিলেন, তিনি সম্রাটের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র বীরবিজয় বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। পূর্ব্বে বাহমনী-সুলতানের সহিত যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে তিনি নিহত হ'ন নাই ; একজন সন্ন্যাসীর অনুগ্রহে জীবন পাইয়াছিলেন। এতদিন সন্ন্যাসীর আদেশে তিনি নিভৃত গুহায় জীবনযাপন করিতেছিলেন। সন্ন্যাসীর মৃত্যুকালীন আজ্ঞায় তিনি সাম্রাজ্যকে পাপ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আবার সংসারে প্রবেশ করিয়াছেন।

গ্রামবাসিগণ সসঙ্কোচে সংশয়-কম্পিতস্বরে কথাগুলি বলিয়া যাইতেছিল। অনেকবার ভয়ে তাহাদিগের কথা অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল। মারাপ্পা নিবিষ্টচিত্তে ইহা শুনিতেছিলেন। তাঁহার রাজধানী-ত্যাগের কারণ তাহাদিগের মুখে যেরূপ শুনিলেন তাহাতে অন্যসময় হইলে আমোদ অনুভব করিতেন, কিন্তু এখন তাহার মধ্যে কেবল ষড়যন্ত্রকারি-

গণের কূটবুদ্ধির পরিচয় পাইলেন। যখন তিনি শুনিলেন, প্রতারক আপনাকে তাঁহারই জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, তখন তাঁহার বিস্ময় ও ক্রোধের সীমা ছিল না। কিন্তু অসীম মানসিক বলে সে ক্রোধ দমন করিলেন। দেবল পিতার শান্তভাব দেখিয়া কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। মারাপ্পার ভাব দেখিয়া গ্রামবাসিগণ বুঝিতে পারিল না, তিনি তুষ্ট হইয়াছেন কি রুষ্ট হইয়াছেন। ভীরু দুর্ব্বলচেতা বলিয়া তাহারা সে নীরবতাকে অসন্তোষের চিহ্ন বলিয়াই ধারণা করিল এবং আপনাদিগের দোষক্ষালনের জন্য বলিল যে, তাহারা এ-সব বিষয়ে কিছুই জানে না, তাহাদের অজ্ঞাতে কোন গোলযোগ হয় নাই, কেবল কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল যুবক নূতন সম্রাটের সৈন্যদলে প্রবেশ করিবার জন্য গ্রামত্যাগ করিয়া গিয়াছে। মারাপ্পা সহসা বলিলেন, "নূতন সম্রাট্ যে আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতার পুত্র তাহা ঠিক্ জানিতে পারিয়াছ?" তাহারা বলিল, "আমরা সে রাজপুত্রকে ত' পূর্ব্বে দেখি নাই। তবে অনেকে এ সম্রাটের দেহে একটি বহুদিনের অস্ত্রের আঘাত দেখিয়াছে। তাহারাই বলিতেছে, ইনি সেই রাজপুত্র।" মারাপ্পার আর কিছু জানিবার ছিল না, রাত্রিও গভীর হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে বিদায় দিলেন।

তাহারা দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্থান করিল। যাইবার পূর্ব্বে তাহারা অগ্নিকুণ্ডে কাষ্ঠ দিতে যাইতেছিল; মারাপ্পা নিষেধ করিলেন। অগ্নি নির্ব্বাণপ্রায়, কেবল কয়েক খণ্ড জলন্ত অঙ্গার নিষ্ফল ব্যথায় আপনারাই ক্ষয়ীভূত হইতেছিল। পিতার তূষ্ণীম্ভাব দেখিয়া দেবল বিস্মিত হইয়াছিলেন। সে বিস্ময় চরম সীমায় পৌঁছাইল যখন পিতা তাঁহাকে শয়ন করিতে আদেশ দিয়া আপনি নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিলেন। তিনি পিতার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। বাল্যকাল হইতে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে বেশ বুঝিয়াছিলেন যে পিতার নিকট হইতে প্রশ্ন করিয়া তাঁহার মনোভাব অবগত হইবার চেষ্টা করা দুরাশা-মাত্র। তিনি শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা হইল না।

মারাপ্পাও জাগরিত ছিলেন। শত চিন্তা যুগপৎ উত্থিত হইয়া তাঁহার চিত্তকে আলোড়িত করিতেছিল। ইহা যে একটি প্রবল ষড়যন্ত্র, সে-বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। মুদ্‌কল-অভিযানের ফলে বাহমনী-সুলতানের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নহে। কিন্তু লোকাচার্য্যের নির্ব্বাসন সংবাদও কি সত্য? সে ব্রাহ্মণ বংশের নিকট বুক্কের বংশ যে অশেষপ্রকারে ঋণী! এ বিদ্রোহ কি সেই কৃতঘ্নতা-পাপের শাস্তি? এ সংবাদ নিশ্চয় অমূলক। কোন অজ্ঞাত-কারণে তিনি হয় ত রাজধানী ত্যাগ করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সংবাদ-রাজধানীতে বিপ্লব। বুক্কের বংশধরের হস্ত হইতে রাজদণ্ড স্খলিত হইতেছে। রাজ-পরিবারবর্গের অদৃষ্টে কি ঘটিতেছে কে বলিবে?

গভীর নিশীথে মারাপ্পা দেবলকে ডাকিলেন। দেবল তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন দেখিয়া মারাপ্পা বলিলেন, "তুমি নিদ্রা যাও নাই?" দেবল বলিলেন, "নিদ্রা হইল না।"

মারাপ্পা বলিলেন, "চল অগ্রসর হই।" দেবল বলিলেন, "অপরাধ ক্ষমা করুন, আদেশ দিলে এখনও ভুখের ব্যবস্থা করিতে পারি।" মারাপ্পা দেবলকে বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী, অশ্ব কি করিব?" দেবল আত্ম-সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিলেন, "এই বিষম বিপদের সময় প্রথম ও শেষবার নিয়মভঙ্গ করুন, তাহাতে ধর্ম্মলঙ্ঘন হইবে না।" চলিতে চলিতে মারাপ্পা বলিলেন, "তুমি দেবরায়ের জন্য চিন্তিত হইয়াছ?" সম্মুখে বাধা পাইয়া দেবের পড়িবার উপক্রম হইল। মারাপ্পা তাহা দেখিতে পাইলেন না। দেবল বলিলেন, "মুষ্টিধৃত বারির ন্যায় রাজ্যের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী সরিয়া যাইতেছেন, এ-সময়ে রাজধানীতে উপস্থিত হইতে পারিলে ভ্রাতার সিংহাসন রক্ষা করিবার জন্য দেহের যত শোণিত নিঃশেষে ঢালিয়া দিতে পারিতাম।" মারাপ্পা স্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া যেন পথ-পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "দেবল! আমার মত সন্ন্যাসী হও, রাজ্যের পরিণাম দেখিতেছ ত'!" দেবলের মুখের বাধা আজ সরিয়া গিয়াছে; তিনি বলিলেন, "আজ পরশুরামের ন্যায় সন্ন্যাসীর অস্ত্রধারণ করিবার সময় আসিয়াছে। এখন সন্ন্যাসের কথা তুলিতেছেন কেন? পরিণামের এখনও বোধ হয় বিলম্ব আছে। একবার রাজধানীতে উপস্থিত হইতে পারিলে দুর্বৃত্তকে শাস্তি দিতে পারিতাম।" মারাপ্পা বলিলেন, "রাজধানীর অভিমুখেই ত' যাইতেছি, দেবল!" মারাপ্পার স্বরে যে কোমলতা প্রকাশ পাইল, তাহা তিনি গোপন রাখিবার চেষ্টা করিলেন না। দেবলের কর্ণে সে স্বর সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া বোধ হইল। তিনি পুলকিত হইলেন, সেই সঙ্গে আপনার জড়তার জন্য লজ্জিতও হইলেন।

স্থানটি নির্জ্জন, একটি ক্ষুদ্র উপত্যকা। বৃহৎ, নাতিবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড-সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। মারাপ্পা একটি প্রস্তর-খণ্ডের পার্শ্বে উপবেশন করিতে মনঃস্থ করিতেছিলেন, এমন সময় সহসা পশ্চাতে অশ্বের দ্রুত আগমন-শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। উভয়ে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলেন কয়েকজন সৈন্য অশ্বারোহণে সেই দিকে আসিতেছে। পিতাপুত্র প্রস্তরখণ্ডে পৃষ্ঠ-রক্ষা করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মারাপ্পা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেবল! ইহারা বিজয়নগর-সেনা দেখিতেছি। আক্রান্ত না হইয়া ইহাদের উপর অস্ত্র-প্রয়োগ করিও না।"

সৈন্যদের নেতার অঙ্গের বহুমূল্য পরিচ্ছদ পথধূলিতে মলিন হইয়া গিয়াছিল। অন্যান্য সৈন্যগণ কিছু দূরে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া মারাপ্পাকে অভিবাদন করিল। নেতা অশ্বপৃষ্ঠে অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমরা বিজয়নগর-সম্রাট্ বীর বিজয়ের আদেশে আপনাদিগকে রাজধানীতে লইয়া যাইব।"

মারাপ্পা সংযতভাবে বলিলেন, "আমরা রাজধানীর অভিমুখেই যাইতেছি। নেতা বলিল, "আমার দুইজন সৈন্য এখানে অপেক্ষা করিবে, আপনাদিগকে তাহাদের অশ্বে উঠিতে হইবে। মারাপ্পা অঙ্গারতুল্য চক্ষুর্দ্বয় সৈনিকের বদনোপরি স্থাপিত করিয়া বলিলেন, "যদি আমরা আরোহণ না করি?" সৈনিক সে

দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া বদন অবনত করিল এবং তৎপরে বলিল, "আপনারা এখন বন্দী; আমার আজ্ঞানুসারে আপনাদের চলিতে হইবে!" মারাপ্পার চক্ষু জ্বলিতেছিল, কিন্তু স্বর অকম্পিত। তিনি পুত্রকে বলিলেন, "দেবল! অধৈর্য্য হইও না।" পরে সৈনিকের প্রতি চাহিয়া তিনি বলিলেন, "আমি বিজয়নগর-সম্রাটের পিতৃব্য। আমাকে বন্দী করিবার কথা বিজয়নগরের কোন সৈনিকের মুখ হইতে বাহির হইবে না। তুমি নিশ্চয়ই বিদেশীয়। তুমি তৈলঙ্গের অধিবাসী।" শেষের বাক্যগুলি একটি একটি করিয়া মারাপ্পার ওষ্ঠ হইতে নির্গত হইল। সৈনিকের মুখ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য পাংশু হইয়া গেল; সে আত্ম-সংবরণ করিবার চেষ্টা করিয়া আপনার অধীন সৈন্যগণকে উভয়কে বন্দী করিবার আদেশ দিল। তাহারা নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে এ দৃশ্য অবলোকন করিতেছিল এবং এই আদেশ-পালনে কোনরূপ আগ্রহ না দেখাইয়া বলিল যে, স্বয়ং সম্রাট্ আদেশ দিলেও তাহারা তাহা পালন করিত না। মারাপ্পার শীর্ণ ওষ্ঠে একটি বক্র হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিয়া আপনা হইতেই মিলাইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "সৈনিক! বিজয়-নগরে ফিরিয়া যাও। যদি এখন হইতে সাবধান না হও, রাজধানীতে পুনরায় দেখা হইবে।" উপায়ান্তর না দেখিয়া সৈনিক অশ্ব-চালনা করিল।

সৈন্যগণ প্রথমে নেতার অনুগমন করিতে চাহিল না। মারাপ্পা পুনঃ পুনঃ যাইতে বলিলে তাহারা অবশেষে উত্তর দিল, তাহারা শ্রান্ত, বিশ্রামান্তে চলিয়া যাইবে। তাহাদের নিকট হইতে মারাপ্পা যুদ্ধের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কিছু কিছু অবগত হইলেন। তুঙ্গভদ্রাতীরে বিজয়নগর-সেনার তৎকালীন অবস্থার বিষয়ে তাহারা বলিতে পারিল না; তবে দেবরায় যে জীবিত ও নিরাপদ্ সে-বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। তাহারা আরও বলিল যে রাজ-পরিবারবর্গ আনিগণ্ডী-দুর্গে আশ্রয় লইয়াছেন। মারাপ্পার কন্যা দুর্গা স্বয়ং রাজপুরীরক্ষী সৈন্য-গণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নূতন সম্রাট্‌কে বাধা প্রদানের চেষ্টা করিয়াছিল। যখন রক্ষিগণ যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইল, বালিকা পুরনারী-গণের অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া শিবিকা-রোহণে প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া মধুরাওয়ের কন্যার সহিত আনিগণ্ডীতে প্রস্থান করিলেন; কেহ তাঁহাদিগের গতিরোধ করে নাই। নূতন সম্রাট্ আনিগণ্ডীর দুর্গ-রক্ষককে দুর্গসমর্পণের আজ্ঞা দিলে তিনি উত্তরে বলিয়াছেন যে, মারাপ্পা রাজধানীতে আগমন না করিলে তিনি দুর্গ সমর্পণ করিবেন না।

মারাপ্পার আর একটি দুর্ভাবনা কাটিয়া গেল। ক্রমে নিকটস্থ গ্রামের অধিবাসিগণ সেখানে সমবেত হইল। মারাপ্পার পশ্চাতে সশস্ত্র-সৈন্যের অভিযান দেখিয়া তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়াছিল, এখন মারাপ্পাকে নিরাপদ্ দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। মারাপ্পা সৈন্যগণকে বিদায় দিলেন। গ্রামবাসী যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা মারাপ্পার সহিত বিজয়-নগরে যাইতে চাহিল। মারাপ্পা তাহাদিগকে সে অনুমতি দিলেন না, কিন্তু তথাপি তাহার পরবর্ত্তী গ্রাম পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন না করিয়া নিবৃত্ত হইল না।

যখন পিতাপুত্র নির্জ্জনে কথা কহিবার

অবসর পাইলেন, তখন দেবল বলিলেন, "এই স্থান হইতে কয়েক সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অগ্রসর হইলে আমাদের উদ্দেশ্য, বোধ হয়, শীঘ্র সাধিত হইত।" দেবলের সঙ্কোচ কিয়ৎপরিমাণে দূরীভূত হইয়াছিল। মারাপ্পা দেবলের বাক্যে বিরক্ত না হইয়া বলিলেন, "দেবল! আমরা যদি সসৈন্যে অগ্রসর হই, দুর্বৃত্তেরা ঘোষণা করিবে যে মারাপ্পার সন্ন্যাস-গ্রহণ প্রতারণা-মাত্র, সে উচ্চাশার বশবর্ত্তী হইয়া রাজ্যলোভে রাজধানী আক্রমণ করিতে আসিতেছে। ফলে অনর্থক রক্তপাত হইবে, এমন কি তাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য পণ্ড হইতে পারে।" উত্তর শুনিয়া দেবল মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, পিতাকে আর পরামর্শ দিতে যাইবেন না।

তাহার পর প্রত্যেক স্থানে মারাপ্পা বিজয়ী রাজেশ্বরের ন্যায় অভ্যর্থনা পাইতে লাগিলেন। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার পথ অবরুদ্ধ করিয়া ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিল, "আমরা আপনার সহিত রাজধানী যাইতে চাহি।" মারাপ্পা তাহাদের সাহায্য লইলেন না। ষড়যন্ত্রিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্যপ্রেরণ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন সৈন্যই মারাপ্পার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে স্বীকৃত হইল না। দুর্বৃত্তগণের শেষ আশা, যদি মুসলমানসৈন্য শেষ মুহূর্ত্তে উপস্থিত হয়। তাহারা বাহমনী-সুলতানের নিকট সংগোপনে দূত প্রেরণ করিয়াছিল; কিন্তু সে সাহায্য পৌঁছিল না।

বিজয়-নগরের দক্ষিণ তোরণের প্রহরী সেনা মারাপ্পাকে দেখিয়া সসম্মানে দ্বার উদ্ঘাটিত করিল। পুরস্কারের লোভ, অনুনয়, ভয়-প্রদর্শন সব বিফল হইল দেখিয়া নূতন সম্রাটের সঙ্গিগণ প্রাসাদে পলায়ন করিল। মারাপ্পা বিজয়নগরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিশাল জনসঙ্ঘ প্রতি মুহূর্ত্তেই বর্দ্ধিত হইতেছিল। মারাপ্পা তাহাদিগকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিলেন। সে আদেশ অমান্য করিবার প্রবৃত্তি অনেকেরই হইলেও কেহ তাহা অমান্য করিতে সাহস করিল না। নির্ম্মম দণ্ডধারী কালের ন্যায় ধূলি-ধূসরিত-গৈরিক-বসন সন্ন্যাসী প্রাসাদ-দ্বারে উপনীত হইলেন। মস্তকের দীর্ঘ পিঙ্গল জটাজাল ভয়ঙ্কর ধূমকেতুর পুচ্ছের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল।

প্রাসাদ-রক্ষিগণ নতজানু হইয়া মারাপ্পাকে বলিল, "সম্রাটের অনুমতি লইয়া আসি;—আপনি অপরাধ না লইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করুন।" মারাপ্পা গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "কে সম্রাট্? আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র জীবিত নাই। আমি স্বহস্তে তাহার মৃতদেহ হস্তিপৃষ্ঠে তুলিয়া দিয়াছিলাম। তোমরা মূর্খ, তাই একজন ভণ্ড বিদ্রোহীকে বিশ্বাস করিয়াছ।" নূতন সম্রাটের অনুচর-কয়জন রক্ষিগণকে পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া উত্তেজিত করিতে আসিয়াছিল। প্রতারণা-জাল ছিন্ন হইল দেখিয়া তাহারা ইতস্ততঃ পলায়নের চেষ্টা করিল। পলায়নের সুযোগও ছিল; কারণ, রক্ষিগণ মারাপ্পা ও দেবলের পশ্চাতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছিল। মারাপ্পা তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া প্রাসাদ-দ্বার অরক্ষিত রাখিতে নিষেধ করিলেন এবং শুধু দেবলকে লইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

রাজপুরীর এক নিভৃত কক্ষে দুর্বৃত্তগণ আশ্রয় লইয়াছিল। একজন ভৃত্য সে কক্ষ দেখাইয়া দিল। মারাপ্পা দেখিলেন, ভণ্ড

বীরবিক্রমের সহিত তাঁহার মৃত ভ্রাতুষ্পুত্রের এমন কোন সাদৃশ্য নাই যাহাতে লোক প্রতারিত হইতে পারে। যুবা অল্পবয়স্ক, তাহার সন্ন্যাসি-বেশের উপর রাজালঙ্কার, বদনে শঙ্কার চিহ্ন স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার পার্শ্বে আর একটি মূর্ত্তি। এই দ্বিতীয় ব্যক্তিই দ্বৈক্ষিণে মারাপ্পাকে বন্দী করিতে চাহিয়াছিল। তাহার চক্ষে একটি হিংস্রভাব, যেন বন্যপশু পলায়নের উপায় না দেখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মারাপ্পা তীব্রস্বরে বলিলেন, "মিথ্যাবাদী কাপুরুষ! যদি প্রাণে বাঁচিতে চাও, প্রকৃত সন্ন্যাসী হইয়া ঘৃণিত প্রাণ রক্ষা কর। গৈরিক-বেশের অন্তরালে থাকিলে লোকে তোমার এ আচরণ হয় ত ভুলিয়া যাইবে। দূর পর্ব্বতের এক নিভৃত গুহায় থাকিয়া আপনার অকীর্ত্তি গুপ্ত করিয়া রাখ, নচেৎ ঐ বন্যপশুর সহিত তোমার বাসভূমি তৈলিঙ্গে পলায়ন কর।"

"রক্ষা করুন্! আমি অপরাধী"! বলিয়া যুবক মারাপ্পার পদপ্রান্তে নিপতিত হইল। ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে অন্যদিকে যুবার দুইটি অনুচর উপস্থিত হইল। স্কন্ধে অশ্ব যে ব্যক্তি ছিল সে অশ্ব উন্মুক্ত করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "কাপুরুষ! এক বৃদ্ধের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া রাজসিংহাসন ত্যাগ করিলে!" এই বলিয়া সে অগ্রসর হইল, তাহার পশ্চাতে অন্য দুইজন যোগদান করিল। দেবল তরবারি নিষ্কাসিত করিতেছিলেন, কিন্তু মারাপ্পা হস্তে দণ্ড ধর্ষণ করিয়া বলিলেন, "জীবনে আর অস্ত্র ধরিব না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। এই তোমার শাস্তি।" বলিতে বলিতে তিনি চক্ষুর নিমিষে হস্তধৃত কমণ্ডলু তাহার মস্তকে নিঃক্ষেপ করিলেন। সে দারুণ আঘাতে হতভাগ্যের মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

আমাদের খাদ্য।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

খাদ্য-নির্ব্বাচন।— প্রধানতঃ দুইটী কারণে আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন হয়। প্রথমতঃ, এঞ্জিন চালাইবার জন্য যেরূপ কয়লার প্রয়োজন, সেইরূপ আমাদের শরীর চালাইবার জন্য ইন্ধন-জাতীয় আহারের প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, শরীরের ক্ষয়-নিবারণের জন্য পুষ্টি-কর আহারের প্রয়োজন। এই দুই প্রকারের গুণানুসারে আহারকে নিম্নলিখিত-ভাবে শ্রেণী-বদ্ধ করা যাইতে পারে।—

শরীরের শক্তি-রক্ষার ও চালনার জন্য অধিবর্দ্ধক (ইন্ধন-জাতীয়) খাদ্য (শ্বেতসার-বিশিষ্ট খাদ্য)।

১। Tapioca (সাগু দানা-জাতীয় খাদ্য)
২। সাগুদানা
৩। চাউল
৪। ভূট্টার ময়দা
৫। যব
৬। macaroni
৭। যবাঙ্কু
৮। যৈ-চূর্ণ (oat meals)
৯। রুটী
১০। কড়াই শুঁটী

১১। আলু ১৪। গাজর
১২। কলা ১৫। সালগম
১৩। পার্শনিপ

(চিনি-বিশিষ্ট খাদ্য)

১। চিনি ৫। খেজুর
২। মধু ৬। Prunes
৩। গুড় ৭। মিষ্ট আচার (jam)
৪। কিস্‌মিস্ ৮। শুষ্ক ফল

(তৈল-বিশিষ্ট খাদ্য)

১। শোধিত তৈল ৫। গাঢ় দুগ্ধের সর
২। চর্ব্বি ৬। suet
৩। মাখন ৭। শূকরের মাংস
৪। মার্জ্জারিন ৮। ডিমের হরিদ্রা

শরীরের বৃদ্ধিকারী ও ক্ষয়-নিবারক খাদ্য।

(প্রোটীন-বিশিষ্ট খাদ্য)

১। পনির (cheese) ৬। শূকরের মাংস
২। মৎস্য ৭। বাদাম-জাতীয়
৩। সীম, মটর, মসুর ৮। বৈ-চূর্ণ (bat meals)
৪। গোমাংস ৯। macaroni
৫। মেষ-মাংস

(খনিজ-পদার্থ-বিশিষ্ট)

১। শোধিত ৯। দুগ্ধ
২। শুষ্ক ডাইল ১০। পালঙ্গ
৩। Curly kale ১১। বীট
৪। Water cress ১২। Lettuce
৫। শুষ্ক ফল ১৩। celery
৬। spinach ১৪। পিঁয়াজ
৭। বাঁধাকপি ১৫। সমস্ত টাট্‌কা ফল
৮। প্যার্শনিপ

উপরি উক্ত আহার্য্য-সমূহের সামঞ্জস্য ও বিশ্লেষই প্রয়োজনীয় আহারের উৎকৃষ্ট নির্ব্বাচন।

ভিন্ন শ্রেণীর পুরুষ ও স্ত্রীলোকের আহার্য্য কি পরিমাণ হওয়া প্রয়োজন, তাহা নিম্নলিখিত রুটীর পরিমাণ হইতে নির্দ্ধারিত হইবে।

একখানি প্রমাণ রুটীর ওজন ২ পাউণ্ড অথবা একসের। ইহার মূল্য ।০ আনা হইতে ।৵০ আনার মধ্যে। ৪ আউন্স অথবা ১০ তোলা বা অর্দ্ধ পোয়া রুটী আমাদের দেশের ৭॥ তোলা ভাতের সমান। আমাদের বাঙ্গলা-দেশ ব্যতীত অন্যান্য সকল দেশে রুটীই প্রধান খাদ্য; সেজন্য রুটীর পরিমাণই এখানে প্রদত্ত হইল।—

কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত কিংবা কোন শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত শুরু-পরিশ্রমী স্ত্রীলোকের দৈনিক আহার-পরিমাণ ১১॥ আউন্স রুটী (সের পোয়া)। গৃহকার্য্য কিংবা সাধারণ শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত স্ত্রীলোকের আহারের পরিমাণ ৯ আউন্স রুটী। কোনরূপ পরিশ্রমশীল কার্য্যে নিরত অথবা একস্থানে বসিয়া কার্য্যে নিযুক্ত স্ত্রীলোকের আহারের পরিমাণ ৮ আউন্স রুটী।

কোন প্রকার পরিশ্রমশীল কার্য্যে নিরত অথবা একস্থানে বসিয়া কার্য্যে নিযুক্ত পুরুষের আহারের পরিমাণ ১০ আউন্স রুটী।

সাধারণ শিল্পকার্য্য কিংবা অন্যান্য সহজ কার্য্যে নিযুক্ত পুরুষের আহারের পরিমাণ ১ পাউণ্ড রুটী।

কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত কিংবা অন্যান্য পরিশ্রম-শীল কার্য্যে নিযুক্ত একজন পরিশ্রমী পুরুষের দৈনিক আহারের পরিমাণ ১ পাউণ্ড ২ আউন্স রুটী।

সাধারণতঃ দিনে চারিবার আহারের ব্যবস্থা। উপরি উক্ত রুটীর পরিমাণ হইতে একজন সাধারণ শ্রমশীল ব্যক্তির একবারের আহারের পরিমাণ ৪ আউন্স অথবা ১০

তোলা রুটী নির্দ্ধারিত করা হয়। প্রায় সিকি ইঞ্চ পরিমাণ রুটীর স্লাইস টুক্‌রা কাটিলে প্রত্যেক টুক্‌রা প্রায় এক আউন্স হয় এবং সেই অনুসারে প্রতিবারে চারি টুক্‌রা একবারের আহারের পক্ষে যথেষ্ট। রুটীর সঙ্গে অন্যান্য আহার্য্য যুক্ত হইলে, রুটীর পরিমাণ সেই অনুসারে কমান বিধেয়।

এই ৪ আউন্স রুটীর সমতুল-শক্তি-বর্দ্ধন-গুণ-বিশিষ্ট অন্যান্য আহার্য্যের পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্বেতসার-বিশিষ্ট

১।	আলু—১২॥	আউন্স
২।	চিনি—২৸	"
৩।	পরিষ্কৃত গুড়—৩৵০	"
৪।	বৈ-চর্ণ—২॥	"
৫।	চাউল—৩	"
৬।	আপেল—১৭৵০	
৭।	বড় সীমের বীচি—৩৵০	আউন্স
৮।	Tapioca সাগু-জাতীয়—৩	"
৯।	আক্‌রোট্—১।৵০	
১০।	মুসুর ডাল—৩৵০	"
১১।	macaroni—৩৵০	"

তৈল-বিশিষ্ট

১।	দুগ্ধ—১৫।০	আউন্স
২।	মুরগীর ডিম—৬।০ (৩।৪টী)	
৩।	পনির—২॥	আউন্স
৪।	মাখম—১॥	"
৫।	তৈলীয় মৎস্য—৭॥	"
৬।	রোহিত জাতীয়—৫।	"
৭।	শূকরের মাংস—২	
৮।	ভেড়ার মাংস—৩॥	"
৯।	মুরগীর মাংস—৭	"
১০।	গোমাংস—৪	"

উপদেশের ঝুড়ি।

আমাদের শোবার ঘর আর একটা দোকানে কিছু তফাৎ নেই। দোকানে যেমন ছবি, আয়না, আলমারী, কাচের ও মাটীর পুতুল থাকে, আমাদের ঘরেও সেই রকম নানা রঙের জিনিষ থাকে; অধিকন্তু সিন্দুক, পেটরা, খাট, বিছানা, বালিশও থাকে। দোকানদার তার দোকান সাজিয়ে গুজিয়ে রাখে, কারণ, অগোছাল দোকানদারের কাছে খদ্দের আসে না। আমাদের ঘরের কোন বাধাই নেই। যিনি এ-ঘরে শুতে না আস্‌বেন, তাঁর গাছ-তলাতে বসতি কর্‌তে হ'বে।

শোবার ঘরে বাজে জিনিশ না রাখাই ভাল। শোবার ঘরে বেশী জিনিশ থাক্‌লে, হাওয়ার ভাগ কমে যায়। একে ত' খুব গরম না পড়লে আমরা জানালা খুলে রাখি নে; তার ওপর এত জিনিশ ঘরে থাক্‌লে, ঘর অন্ধকূপ হয়। কাপড়, চোপড়, দরকারী বা দামী জিনিশ একটা সিন্দুক বা আলমারীতে রেখে অন্য যা' কিছু আস্‌বাব্-পত্র অন্য একটা ঘরে বিদেয় করে দেওয়া উচিত।

সকলের বাড়ীতেই দু'একখানা পট দেওয়ালে থাকে, এবং তা' রাখাও উচিত। খালি সাদা দেওয়ালের উপর সুষ্যির আলো

পড়্লে এমন ঝক্‌মক্ করে যে তা'তে চোখের অনিষ্ট হয়। ঘরের দেওয়ালে পট টাঙ্গান থাক্‌লে চোখের আরাম হয়। তবে পটগুলি সাজিয়ে রাখা দরকার। এখানে একখানা, সেখানে একখানা; একখানা বেঁকা হয়ে রয়েছে, একখানার কাঁচ ভাঙ্গা, কোন খানার ওপর মাকড়সার বাসা, পেছনে মাকড়সার জাল ;—এ রকম ছবি দেখ্‌লে মন ভাল হয় না। ছবিগুলি মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া কর্‌তে হয়। এক দেওয়ালের ছবি আর এক দেওয়ালে, এক ঘরের ছবি আর এক ঘরে নিয়ে গেলে ছবির পেছনে ধূলো, মাকড়সার জাল জম্‌তে পায় না, আর দেওয়ালগুলিও নতুন নতুন দেখায়। যাঁদের পক্ষে মাসে মাসে নতুন ছবি কেনা সম্ভব নয়, তাঁরা এ পরিশ্রমটুকু কর্‌লে নূতন ছবি কেনার কাজ হয়।

ঘরের মেঝেতে রোজই ঝাঁট পড়ে, কিন্তু খাট, আলমারীর তলে বা ঘরের মধ্যে কার্নিশের ওপর ধূলো জমে থাকে। তা' পরিষ্কার না কর্‌লে মশা-মাকড়সা প্রভৃতি জন্মায়। বছরের মধ্যে একবার ঘরে চুণকাম কর্‌লে মশা-পোকা-মাকড়ের উৎপাত হ'তে অনেকটা রক্ষে পাওয়া যায়।

সম্ভব হ'লে বিছানাগুলি রোজ রোদে দেওয়া উচিত। আর ২।৩ দিন অন্তর বালিশের ওয়াড় ও চাদর অল্‌কাচা করা উচিত। গ্রীষ্মকালে ঘামে ভিজে বিছানা-পত্রে দুর্গন্ধ হয়, সেইজন্য বালিশ-কাঁথা রোদে দেওয়া ও ওয়াড়-চাদর কেচে দেওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। এ-রকম কর্‌লে অনেক সময় ছারপোকার উপদ্রবও কমে।

ছারপোকা রক্তবীজের জাত। তাদের ধ্বংস করা সোজা ব্যাপার নয়। মশা-ছারপোকা একজনের রোগ আর একজনের শরীরে ঢুকিয়ে দেয়। মশারী খাটালে মশার হাত হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ছারপোকাকে এত সহজে আট্‌কান যায় না। ছারপোকা-ধ্বংস করার একমাত্র উপায় খাট-চৌকি গরম জলে ধুয়ে দেওয়া। খাটের উপরে চিনি দিয়ে রাখ্‌লে চিনির লোভে পিপ্‌ড়ে ছারপোকার রাজ্যে উপস্থিত হয়। পিপড়ে বড় ছারপোকার বিশেষ অনিষ্ট কর্‌তে পারে বলে বোধ হয় না, কিন্তু তাদের ডিমগুলি নষ্ট করে, তা'দের নির্ব্বংশ কর্‌তে পারে। ছারপোকা যে শুধু খাট-বিছানায় থাকে তা' নয় ; দেওয়ালে পেরেকের গর্ত্ত বা ফাটল থাক্‌লে সেখানেও আশ্রয় নেয়। সেইজন্য এক একবার ঘরে কলি ফেরান উচিত। একবাড়ী হ'তে আর এক বাড়ী বা এক জায়গা হ'তে আর এক জায়গায় ছার-পোকা গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। বইএর মধ্যে, হাত-পাখার সঙ্গে, ট্রেণে চড়ে যাবার সময় কাপড়-জামার মধ্যে ছারপোকা ওঠে। সুতরাং একবার ছারপোকা ধ্বংস করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা চলে না। মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ করার দরকার।

ছারপোকা নষ্ট কর্‌বার সময় স্বার্থপর হ'লে চলে না। নিজের ঘরের ছারপোকা নষ্ট করা হ'ল, কিন্তু ছোট বৌয়ের ঘরের ছারপোকা থেকে গেল। হয় নিজে দু'ঘরের ছারপোকা মার্‌তে হ'বে, না হয় ছোট বৌয়ের সঙ্গে ভাব করে দু'জনে এক সঙ্গে কাজ কর্‌তে হবে। নচেৎ ঐ ছোট্ট জানোয়ারটি ছোট্ট ছোট্ট পা ফেলে 'ছোট' ঘর থেকে বড় বা মেজ ঘরে আস্‌বে।

উপহার।

মনে নাই, কত দিন—কত বর্ষ আগে
কবে গেঁথেছিনু হার বিরলে বসিয়া;
আশার কুসুমগুলি অরুণের রাগে
ফুটেছিল কোন্ যুগে সুষমা ঢালিয়া!

তারপরে কেটে গেছে কতগুলি দিন—
স্মরণের ইতিহাসে রাখি নি লিখিয়া,
আজানা বিষাদে কবে হৃদয়ের বীণ
জানি না, ঢেলেছে অশ্রু ব্যথায় গলিয়া!

বসন্ত-প্রভাতে আজি দেখিনু সহসা
অম্লান-মলিন সেই শুষ্ক ফুল-হার,
হাসি-প্রীতি-অশ্রু আর কামনা-লালসা
সকলি শিথিল—ছিল যত উপচার!

ঝরে গেছে দলগুলি, বোঁটাটুকু সার,
তবু প্রিয়তম আজি দীন উপহার।

শ্রীমতী চারুলতা দেবী।

ইতিহাসে রমণী।

হ্যারল্ডের মৃত্যুর পর হইতে ইংলণ্ডে বৈদেশিকগণের রাজত্ব আরম্ভ হয়। প্রথমে দুইজাতির মধ্যে যথেষ্ট মনোমালিন্য ছিল। কিন্তু প্রথম নর্ম্মান্ নৃপতির কনিষ্ঠ পুত্র যখন য়্যাল্‌ফ্রেডের বংশের এক রাজ-কন্যাকে বিবাহ করিলেন, তখন দুইজাতির মধ্যে মিলন-বন্ধন-স্থাপনের সূত্রপাত হইল। গর্ব্বিত নর্ম্মান্ সামন্তগণ উপহাস করিয়া রাজা-রাণীর বাঙ্গ নামকরণ করিলেন; কিন্তু ইহাতে ইংলণ্ডের স্যাক্সন্ অধিবাসীগণের উল্লাসের সীমা ছিল না।

পরবর্ত্তী রাজগণ এ-প্রথা পালন করেন নাই। প্রথম নর্ম্মান্ নৃপতির প্রপৌত্র ফরাসীদেশে বিবাহ করিয়াছিলেন। সে রাণীর নাম ইলিনর। সাধারণতঃ লোকের ধারণা, তিনি স্নেহহীনা, লঘুচেতা, প্রমোদপরায়না রমণী; তিনি স্বামীর বিপক্ষে আপনার পুত্রগণকে উত্তেজিত করিয়া দেশে অনেক অনর্থ ঘটাইয়াছিলেন; তিনি স্বামীর প্রণয়িনী রোজামণ্ডের মৃত্যুর কারণ। রাণীর চরিত্রে অবশ্য এইরূপ অনেক-গুলি দোষের আরোপ করা হইয়াছে।

সত্যের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে বলিতে হইবে যে, তাঁহার চরিত্রে দোষগুণ উভয়ই ছিল। ফরাসীদেশের নীলসিন্ধু-বিধৌত রবি-করোজ্জ্বল পশ্চিমাংশে তাঁহার জন্ম। তাঁহার কৈশোর এক নিরবচ্ছিন্ন আনন্দস্রোতের মধ্য দিয়া কাটিয়াছিল। তাঁহার কখনও আপনার প্রবৃত্তি-দমনের ইচ্ছা বা প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং তিনি যখন ইংলণ্ডে আসিলেন, তখন তাঁহার চরিত্রে প্রীতিকর গুণগুলির কিছুই দেখা যায় নাই। তাঁহার স্বামীর যথেষ্ট দোষ ছিল। ইলিনরের ন্যায় তেজস্বিনী রমণীর পক্ষে তাহা ক্ষমা করা সম্ভবপর হয় নাই।

রোজামণ্ডের মৃত্যুর ব্যাপারে ইলিনর নির্দ্দোষ বলিয়া বোধ হয়। শুনা যায়, তাঁহার স্বামী তাঁহাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডবাসিনী এক মহিলার পাণিগ্রহণে প্রতিশ্রুত হ'ন। এই রমণী রোজামণ্ড। বিবাহ না হইলেও

তিনি রাজার প্রণয়িনী রহিলেন। যখন রাজপুত্রগণ পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিলেন, ইলিনর তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। সেই অপরাধে স্বামী তাঁহাকে বন্দিনী করিয়া রাখেন। সেই সময় রোজামণ্ডের মৃত্যু হয়। সুতরাং লোকের ধারণা হইয়াছিল যে, ইলিনরই রোজামণ্ডের মৃত্যুর কারণ। *

শেষ বয়সে দুঃখের মধ্যে যখন ইলিনর কঠোর শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন; তখন যৌবনের অদম্য ভাব চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার বুদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার তৃতীয় পুত্র রাজা হ'ন; কারণ প্রথম পুত্র দুইটি পূর্ব্বেই মারা গিয়াছিলেন। এই পুত্রের রাজত্ব-কালে যাহাতে দেশে রাজক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে, এবং তৃতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয়ের মধ্যে যাহাতে বিরোধভাব না থাকে, তজ্জন্য তিনি প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সে চেষ্টা অনেকাংশে সফল হইয়াছিল।

সে সময় ফরাসী-দেশের উত্তরপশ্চিম ভাগ ইংলণ্ডের অধীন ছিল। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের রাজত্বকালে সেই অংশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কেবল ইলিনরের সুশাসনের ফলে ইলিনরের পৈতৃক রাজ্যখণ্ডে গোলযোগ উপস্থিত হইল না। বিদ্রোহিগণ ইলিনরের দুর্গ অবরুদ্ধ করিল। তাহাদের মধ্যে ইলিনরের এক বালক পৌত্র ছিল। বিদ্রোহী সামন্তগণের উদ্দেশ্য এই বালককে রাজা করা। মাতার বিপদের সংবাদ পাইয়া ইংলণ্ডরাজ তাঁহার উদ্ধার-সাধন করেন ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে বন্দী করেন। ইলিনর স্বভাবতঃ প্রতিহিংসা-পরায়ণা ছিলেন না। তিনি বালকের জীবন রক্ষার জন্য পুত্রকে বার বার অনুরোধ করেন। পুত্র গোপনে তাহার প্রাণবধ করিয়াছিলেন।† কেহ কেহ বলেন, পুত্রের নিষ্ঠুরতা ও নীচতা-দর্শনে ইলিনর অন্তরে দারুণ আঘাত পাইয়া কিছুদিন পরে ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ইংলণ্ডরাজ মাতৃরাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেন না; তাহা শত্রুহস্তে নিপতিত হইল। ইলিনরের শাসন-ক্ষমতা কতদূর ছিল, তাহা ইহাতেই বুঝা যাইবে।

ইলিনরের প্রপৌত্র প্রথম এডোয়ার্ড যাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহারও নাম ইলিনর। তবে এই ইলিনর স্পেন-দেশ-দুহিতা। পিতার জীবদ্দশায় এডোয়ার্ড বিদেশে বহুদূরে যুদ্ধ করিতে যান। তাঁহার পত্নী ইলিনর আপনার সন্তানগণকে ইংলণ্ডে রাখিয়া স্বামীর অনুগমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অনেকে বুঝাইলেন; কেহ বা বিপৎসঙ্কুল শত্রুর দেশে প্রাণহানির যে আশঙ্কা আছে, সে-কথার উল্লেখ করিলেন। কিন্তু উত্তরে সাধ্বী বলিলেন যে, বিধির বিধানে যাঁহাদের মিলন হইয়াছে কিছুতেই যেন তাঁহাদের বিচ্ছেদ সঙ্ঘটিত না হয় এবং ইংলণ্ড

* রোজামণ্ডের সম্বন্ধে অনেক ভাষায় অনেক পুস্তক লিখিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের স্যামুয়েল ড্যানিয়েল-নামক কবি 'কম্প্লেণ্ট অব্ রোজামণ্ড' (রোজমণ্ডের অভিযোগ-কাহিনী)-নামক কবিতায় মৃত্যুপুরীগতা রোজামণ্ডের মুখ দিয়া তাঁহার নিজ দুঃখময় কাহিনী বলাইয়াছেন। ওয়াল্টার-স্কট প্রণীত 'উডস্টক্'-নামক উপন্যাসে রোজামণ্ডের গুপ্ত আবাস-গৃহের উল্লেখ আছে। কবি টেনিসনের 'বেকেট্' নামক নাটকে রোজামণ্ড একটি চরিত্র।

† শেক্সপিয়রের 'কিং জন' (রাজা জন্)-নামক নাটকে বালকের করুণ মৃত্যু-কাহিনী বর্ণিত আছে।

বাস্পেন হইতে স্বর্গের পথ যত নিকটে, দূর বিদেশ হইতেও তাহা ঠিক্ সেইরূপ নিকটে। এরূপ উত্তরের প্রতিবাদ চলে না। ইলিনর স্বামীর সহিত ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া গেলেন।

যুদ্ধ-স্থানে এডোয়ার্ডের এক বিষম বিপদ্ উপস্থিত হয়। এক গুপ্ত ঘাতক বিষাক্ত ছুরিকা-দ্বারা তাঁহার শরীরে আঘাত করে। তাঁহার স্ত্রী ক্ষত-মুখে ওষ্ঠ-স্থাপন করিয়া বিষ টানিয়া ফেলিয়া দেন। * ইহাতেই রাজপুত্র সুস্থ হ'ন। আর যে নারী সাবিত্রী ন্যায় অসীম সাহসে অনুপ্রাণিত হইয়া পতিকে মৃত্যু-হস্ত হইতে রক্ষা করেন, তাঁহারও কোন বিপদ্ ঘটে নাই।

এডোয়ার্ড রাজা হইলে পর ইলিনর ইংলণ্ডবাসীর প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এডোয়ার্ডের জননী বিদেশিনী ছিলেন বলিয়া প্রজাগণ অসন্তুষ্ট ছিল; এমন কি তাহারা তাঁহার প্রতি অসম্মান দেখাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু ইলিনর বিদেশিনী হইয়াও যে তাহাদের শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার গুণের পরিচয় দিতেছে।

বহুবৎসর পরে যখন ইলিনরের মৃত্যু হয়, তখন এডোয়ার্ড উত্তরে অভিযান করিতেছিলেন। ছটনণ্ড-অয় স্থগিত রাখিয়া তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার আদেশে রাণীর মৃত-দেহ রাজধানীতে আনীত হয়। যে যে স্থানে বাহকের দল শবাধার লইয়া বিশ্রাম করিয়াছিল, তথায় পুণ্য-শ্লোকা রাজমহিষীর পূত-স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে একটি সুদৃশ্য পবিত্র ক্রুশ-চিহ্ন স্থাপিত হইয়াছিল।† সেগুলি বাহ্য সৌন্দর্য্যে মর্ম্মর-গঠিত 'দীর্ঘ-নিঃশ্বাস-রূপিণী তাজমহল অপেক্ষা হীন হইলেও শোকের আন্তরিকতা ও পুঞ্জীকৃত বেদনার গভীরতায় আগ্রার সমাধি-মন্দিরের সমকক্ষ।

প্রথম এডোয়ার্ডের পর ইঁহার পুত্র রাজা হ'ন। পিতা এডোয়ার্ড তদ্গতচিত্তা পত্নীর সেবায় প্রাণ পাইয়াছিলেন, কিন্তু পুত্র স্বকীয় স্বস্ত্রীর পরোক্ষ সাহায্যে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন্।‡

প্রথম এডোয়ার্ডের পৌত্র তৃতীয় এডোয়ার্ডের পত্নীর নাম ফিলিপা। যখন এডোয়ার্ড ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যান, ফিলিপা ইংলণ্ডে থাকিয়া শিশু-পুত্রের নামে শাসন-কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। যখন তিনি শুনিলেন, স্বামী শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া দুর্ভেদ্য 'ক্যালে'-বন্দর অবরোধ করিয়াছেন, তখন তিনি ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া স্বামীর নিকট আসিলেন। নগরবাসিগণ অনেক দিন নগর রক্ষা করিয়া অবশেষে আহার্য্য-অভাবে আত্ম-সমর্পণ করিতে চাহিল। বহু অর্থ ও কাল-ক্ষয় হইয়াছিল বলিয়া এডোয়ার্ড অতিশয় রুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, যদি ছয় জন প্রধান নাগরিক মস্তিন-

---

* একজন প্রাচীন ঐতিহাসিক বিষ টানিয়া রাজপুত্রের প্রাণ-রক্ষা করার কথার উল্লেখ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে অস্ত্রোপচারের দ্বারা রাজপুত্রের প্রাণ রক্ষা হয়। ইলিনর অস্ত্রোপচারের সময় স্বামীর যন্ত্রণা দেখিয়া এই ভয়ে রোদন করিতে থাকিলে পার্শ্বচর আত্মীয়-বর্গ তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া যান।

† ওয়ালসিংহাম্, নর্থাম্পটন্ প্রভৃতি স্থানে এইরূপ ক্রুশচিহ্ন নির্ম্মিত হইয়াছিল। লণ্ডনের বিখ্যাত চেয়ারিং ক্রসও বোধ হয়, এডোয়ার্ডের 'প্রিয়তমা মহিষীর' স্মৃতি বহন করিতেছে।

‡ টরোল নাটককার মার্লোর দ্বিতীয় এডোয়ার্ড-নামক নাটকে ইঁহার বর্ণনা আছে।

[illegible] লইয়া
[illegible] ১৪; তখন তিনি
[illegible] ও দেবেন
[illegible] করিবেন না। উপস্থিতদের মধ্যে
[illegible] অধিবাসিগণ এই কঠিন সর্ত্তে
[illegible]। নগরের ছয়জন সম্ভ্রান্ত অধি-
[illegible]-শিবিরে উপস্থিত হইলেন। রাজা
[illegible] মৃত্যুদণ্ড বিধান করিলেন। সভাস্থ
[illegible] তাঁহাদের প্রাণ-রক্ষার জন্য বহু
[illegible], কিন্তু রাজার মত টলিল
[illegible] অবশেষে রাণী ফিলিপা লজ্জায় হইয়া
[illegible] উপবেশন করিলেন এবং সকল
বচনে রবি-করোজ্জ্বল [illegible] চাহিলেন।

[illegible] হইল।
উপস্থিত না [illegible] করিলেন।
রাণী সানন্দে তাঁহাদিগকে আপন শিবিরে লইয়া গেলেন। স্নানের পর তাঁহাদিগকে নূতন বেশ-ভূষায় ভূষিত করিয়া, প্রত্যেককে সাইকাডে ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। ইহাতে ফিলিপা কেবল নারীসুলভ কোমলতার পরিচয় দেন নাই, তিনি কয়েকটী উচ্চচেতা নিষ্পাপ ব্যক্তির প্রাণদান করিলেন এবং স্বামীকে একটি ঘৃণিত মহাপাতক হইতে রক্ষা করিলেন।

শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায়।

শোক-সংবাদ।

আমরা গভীর [illegible] করিতেছি, আমাদিগের বহুদিনের সুলেখক কবিবর শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র কুমার দত্ত আর ইহলোকে নাই। প্রায় আড়াই মাস কাল অশেষ [illegible] করিতে করিতে [illegible] (১৯শে ১৯৩৪ মার্চ্চ) রবিবার রাত্রি দেড় ঘটিকার সময় তিনি তাঁহার দুখিনী বিধবা জননী, পত্নী ও একটিমাত্র চারিবৎসর-বয়স্কা শিশু কন্যাকে [illegible] ভাসাইয়া নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মাত্র ৩৮ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন, কিন্তু এই সল্পকাল মধ্যে স্বকীয় [illegible] ও প্রতিভাবলে তিনি যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন তাহা দীর্ঘায়ু ব্যক্তির ভাগ্যেও [illegible] ঘটিয়া থাকে। প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট ওজঃ-গুণপূর্ণ সরস কবিতাগুলির দ্বারা তিনি সাধারণের চিত্তকে বড়ই [illegible]

তাঁর ফুটিয়া উঠিতেছে। [illegible] তিনি বালকের চিত্তকে [illegible] আকৃষ্ট করিতে পারেন, তাঁহার [illegible] তাঁহার মুখে [illegible] প্রকাশের দ্বারা এই [illegible] পারেন। শিশুদিগের [illegible] পরিস্ফুটিত করিবার জন্য তিনি [illegible] ও [illegible] প্রহ্লাদ-উপাখ্যান, [illegible], অঙ্গদ ও [illegible] লোক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে এই সকল পুস্তকের যথেষ্ট প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাঁহার [illegible] ভূমিকায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত [illegible] বলিয়াছেন, "জীবেন্দ্রকুমার যাদেরই একনিষ্ঠ সাধক।" তিনি চরিত্রের নিভৃতস্থ সাধনা [illegible] বলিয়া চিহ্নিত [illegible] বীণাপাণির সাধনা [illegible] সাধনায় [illegible]

[illegible] ভাহার কোমল [illegible] চট্টগ্রামের [illegible] সৌন্দর্য্য [illegible] অতুলনীয়। এমন [illegible] কবির বড়ই প্রিয়। [illegible] নিষ্ঠা [illegible] নিবাসিনী-রচয়িত্রী স্বর্গীয়া [illegible] বঙ্গের কবিতা-বাহুল্যের সহিত বামাবোধিনীর পাঠক-পাঠিকা সুপরিচিত। কবিবর নবীন-চন্দ্র সেন যাঁহার পরম স্নেহের আস্পদ। শ্রীযুক্ত [illegible] তাঁহার [illegible] কবিতাগুলি ইঁহাকে [illegible] উৎসর্গ করিয়াছেন। কবির [illegible] কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কবির-শক্তি [illegible] করিয়াছিল।

[illegible] করিয়াছেন [illegible] কবিতার বিচার করেন নাই। [illegible] তাঁহাকে বঙ্গভাষার [illegible] সুপ্রতিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন। সাহিত্যপক্ষিনী তাঁহাকে [illegible] পদস্থরূপে প্রাপ্ত হইয়া সনাথিনী হইয়াছিলেন। বহু মাসিক পত্রে প্রায় নিয়মিত-ভাবে তিনি তাঁহার কবিতা প্রকাশিত করিতেন। তাঁহার প্রেরিত কয়েকটি কবিতা এখনও আমাদের নিকট রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি গান আজ এই স্থানে মুদ্রিত করিতেছি। দেবের অকাল নিপাতে তাঁহার শোকার্ত্ত [illegible] এখনো [illegible] করুন এবং তাঁহাকে আমাদের এ কার্য্যের অধিকারী করিয়া [illegible] করুন।—

গান।

[illegible] আমার বড়ই [illegible]
[illegible] থাকব [illegible]

আমার [illegible]
সুখের পানে [illegible]
প্রাণের বাসা তোমায় করে
[illegible] নিকট হবে নেহারিবে।

[illegible] তুমি বড়ই হবে,
[illegible] কৌতুক লবে,
[illegible] ভরে আকুল হবে
তোমার মম মর্ম্মাগারে।

আমারে তুমি [illegible]
জেনেছি সার [illegible]
তাই যে শুধু [illegible]
আছি [illegible] আশে।

[illegible] যদি হতেই হয়,
নাই ভাবনা, নাইক ভয়,
[illegible] চরণে বল-ভরসা,
বড়ই খুসী এ সংসারে।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

সংবাদ

ব্রহ্মবাদ [illegible] [illegible] [illegible]

হয় তাহাদের জীবনের [illegible] প্রাণহানি করে। রোগীর বিকল চিকিৎসার প্রয়োজন এই সহজ জ্ঞানের অভাবেই যে এরূপ ঘটে তাহা সকলেই জানেন। ব্রহ্মদেশের ব্যবস্থাপক সভা [illegible] সেবিকাগণের উন্নতির ব্যবস্থা করিবার অভাব দূরীকরণার্থ প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন।

কুমারী আইভি উইলিয়ামস্ আগামী অক্টোবর কলেজের আদালতে ব্যারিষ্টাররূপে প্রবেশ করিবেন। ইংলণ্ডে তিনিই প্রথম মহিলা ব্যারিষ্টার।

মিশর। এশিয়া-মাইনরে প্রায় সাড়ে চারি-সহস্র বৎসর পূর্ব্বের একটি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, [illegible] যায় যে তখন স্ত্রীলোকদিগের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। [illegible] পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোকের হস্তে [illegible] শাসনভার অর্পিত ছিল। পুরুষ দুইজনের মধ্যে একজন রাজপদ-বাচ্য এবং [illegible] অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্ত্রীলোক-দুইটি ও যথাক্রমে [illegible] আসীন ছিলেন এবং তাঁহাদের [illegible] ক্ষমতাও পুরুষদ্বয়ের তুল্য ছিল। [illegible] মৃত্তিপি ও মূর্ত্তি ও পাওয়া গিয়াছে। [illegible] লিপি-পত্রাদি বিতরণ করিবারও যে [illegible] তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

[illegible] পার্লিয়ামেন্ট মহাসভার [illegible] সভাগৃহের নাম 'হাউস্ অব্ [illegible] সভাগৃহের নাম হাউস্ অব্ [illegible] দেশবাসিগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত [illegible] প্রতিনিধিগণই হাউস্ অব্ কমন্সে সভ্য হ'ন। [illegible] সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তিগণ [illegible] মধ্যে [illegible] বিশেষ [illegible] ইচ্ছা করিলে কোন ব্যক্তিকে উপাধিভূষিত করিয়া এই সভার সভ্য করিতে পারেন। [illegible] প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন [illegible] এজন্যে [illegible] তবে কলেজের [illegible] ব্যক্তিগণ ইহার [illegible] তাহারা অধিকারে [illegible] তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক [illegible] প্রতিনিধিস্বরূপ ইহাতে প্রেরণ করা [illegible]

অনতিকালপূর্ব্বে [illegible] সভ্যগণ নির্ব্বাচিত হইয়া হাউস্ অব্ কমন্সে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। [illegible] ব্যারিষ্টার-সূত্রে ইতঃপূর্ব্বে হাউস্ [illegible] কোন মুসলমান প্রবেশাধিকার [illegible] সম্প্রতি Viscount [illegible] নাই একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান [illegible] নির্ব্বাচিত হইয়া সভাকক্ষে [illegible] অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার [illegible] হইবার এই অধিকার ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। নৃপতির পক্ষ হইতে কোন আপত্তি উঠে নাই। তাঁহার এই [illegible] ফলে আমরা [illegible] সম্ভ্রান্ত বংশীয় উক্ত সভার সভ্যগণকে প্রবেশ করিয়া দেশের শাসন-ব্যবস্থার মতামত প্রকাশের অধিকার পাইয়াছেন। [illegible] হইতে এখন এইরূপ [illegible] প্রতিনিধি [illegible] নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতে পারিবেন।

মিশর। ইংলণ্ডে যখন পার্লিয়ামেন্ট [illegible] পার্লামেন্টে গেইথ্ [illegible] সভ্য [illegible] [illegible] ফ্রাঞ্চাইজ [illegible] বিধাতে স্ত্রী-স্বাধীনতা [illegible] নীতির [illegible] এবং সভায় [illegible] বক্তৃতায় [illegible] [illegible] হইল [illegible] [illegible]

৩রা আষাঢ় ১৩২২ (১৭ জুন ১৯১৫) রবিবার, অপরাহ্ণ ৪টার সময় বেথুন-সভার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে [illegible] প্রদেশের বেথুন পণ্ডিতগণের সম্মিলন হইবে। বঙ্গের অন্যতম [illegible] বিচারপতি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কে, সি, আই-ই, সি-আই-ই, এম-এ, ডি-এল, সভাপতি, সম্পাদক চক্রবর্ত্তী মহোদয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিবেন। যাহারা এই সম্মিলনে প্রবন্ধাদি পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সংস্কৃত, ইংরাজী বা বাঙ্গলা, এই তিন ভাষার যে কোন প্রকার বেদবিষয়ে যে কোন প্রকার গবেষণাপূর্ণ নূতন তথ্য রচনা করিয়া আগামী ১৪ই বৈশাখের মধ্যে সম্মিলনের সাধারণ সভাপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট, পৃথিবীর ইতিহাসে [illegible] ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। **মহিলাগণের রচনা ও ইতিহাস পরিগৃহীত হইবে।** সম্মিলনে উপস্থিত হইবার জন্য কাশী, কাঞ্চী, [illegible] প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণও আমন্ত্রিত হইবেন। বঙ্গদেশের পণ্ডিত মাত্রেরই এই সম্মিলনে উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অষ্টাবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

(১) হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী স্বর্ণ-পদক—জাতীয় জীবন গঠনে বিদ্যেন্দ্রলালের স্থান। (২) যোগীন্দ্রকেশ স্মৃতি স্বর্ণ-পদক—[illegible] সামাজিক ইতিহাসের [illegible] (১৮০৮-৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) (খ)—[illegible] ও কথোপকথনে ব্যবহৃত ও তৎসম্বন্ধে প্রচলিত শব্দ ও তাহার [illegible] অর্থ ও প্রয়োগ। (৩) হেমচন্দ্র রৌপ্য-পদক—বঙ্কিমচন্দ্রে হেমচন্দ্রের জাতীয় [illegible]। (৪), শশিপদ রৌপ্য-পদক—[illegible] সাহিত্যিক সংস্কারের প্রয়োজন। (৫) [illegible] রৌপ্য-পদক—কবি অক্ষয়কুমার [illegible] মহাশয়ের 'প্রভা' কাব্য সমালোচনা। (৬) অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক—(ক)—বাঙ্গালার গীতি-কাব্যে কবি অক্ষয় কুমার বড়ালের স্থান। (খ)—অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী-চিত্র। (৯) নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্য-পদক—নবীনচন্দ্রের কাব্যে [illegible] কাল-চরিত্র। (১০) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্য-পদক—বাঙ্গালা সাহিত্যে সুরেশচন্দ্র। (১১) আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-[illegible] পুরস্কার (১০০৲)—শতপথ, গোপথ, ঐতরেয় ও তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণের [illegible] ও উপাখ্যান সমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা। (১২) শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২০৲)—[illegible] তত্ত্ববাদ। প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা ও বিচার-শক্তির পরিচয় থাকা আবশ্যক। বয়স বিষয়ে পরিষদের সদস্যগণের জন্য, ৩য় বিষয় [illegible] ছাত্রসভ্যগণের জন্য, ৪র্থ [illegible] কলেজের ছাত্রগণের জন্য এবং [illegible] বিষয় মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। বিষয় সর্ব্বসাধারণে ৩০এ বৈশাখ মধ্যে পরিষৎ-সম্পাদকের নিকট নিম্নোক্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ২৪৩১ আপার সার্কুলার রোড, ঠিকানায় প্রবন্ধগুলি পাঠাইতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক পুরস্কারে উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কেহই কোন পদক বা পুরস্কার পাইবেন না।

[illegible]	লেখক-লেখিকা
[illegible] (কবিতা)	শ্রীযুক্তা অমিতাসুন্দরী দেবী
[illegible] (কবিতা)	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়
[illegible] (কবিতা)	শ্রীযুক্তা চারুশীলা দেবী
[illegible] বিধান	শ্রীযুক্ত সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৩,
[illegible]	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রচন্দ্র পাত্রী, এম-এ, বি-এল্,
	সি-আর-এ (বিলাত)
আগমনী	গীত-রচয়িতা—শ্রীযুক্ত [illegible]
	সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী [illegible]
আগমনী-গান	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র [illegible] ১৩৩, ২০৬
আমাদের আধুনিক সমাজ-সম্বন্ধে দু'টী কথা	শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, [illegible] ১১৩
আমাদের খাদ্য	শ্রীযুক্ত— ১২২, ১৪৫, ১৮৯, ৩২৮, ৩ , ৩৬৮
আমাদের সম্বন্ধে দু'একটী কথা	শ্রীমতী মণিকা রায়, বি-এ ১৭১
আমার বিদ্রোহ (গল্প)	শ্রীযুক্ত— ৮৪, ১৮৫
	গান—শ্রীযুক্ত কিরণচাঁদ দরবেশ
	সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী [illegible]
আলোর ধারা (গান)	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্ ২৩৩
[illegible] (কবিতা)	শ্রীমতী চারুশীলা দেবী
[illegible] (কবিতা)	শ্রীমতী গিরীন্দ্রা দেবী
[illegible] রমণী	শ্রীযুক্ত কেদারগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল্ ৩০১, ৩০৯, ৩৫৯, ৩৬৯
[illegible]	শ্রীযুক্ত—
[illegible]	শ্রীযুক্ত [illegible] ৩৩৩, ৩৬৩
[illegible] (কবিতা)	শ্রীমতী চারুশীলা দেবী
[illegible] জাতি	
[illegible] যাবেই যাবেই তাঁতিনি	শ্রীযুক্ত কমলকুমার লাহিড়ী
[illegible] (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রমথকুমার ভট্টাচার্য্য, ৭৩
[illegible]	

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠাঙ্ক
[illegible] কবিতা	শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র বিদ্যারত্ন	১১৭
[illegible] (কবিতা)	শ্রীমতী প্রফুল্লসুন্দরী দেবী	[illegible]
[illegible] (গল্প)	শ্রীযুক্ত—	
[illegible] (গানের স্বরলিপি)	শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা	[illegible]
[illegible]	শ্রীযুক্ত চন্দ্রীচরণ দত্ত গুপ্ত	
[illegible]	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার দত্ত	
[illegible]	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	
গান	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল	[illegible]
গান	রচনা—শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ চক্রবর্ত্তী সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা	[illegible]
গানের স্বরলিপি	গান—শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	[illegible]
গানের স্বরলিপি	গান—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্ সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	৮২
[illegible]কার আবাস	শ্রীযুক্ত—	[illegible]
[illegible]ট্যের অভিনয়	শ্রীযুক্ত—	৩১
[illegible]ত্র কথা		[illegible]
[illegible]পথে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১১৮
[illegible]-সম্বন্ধে কয়েকটী কথা	শ্রীযুক্ত বিনায়ক সান্যাল, এম-এ	২৫১
[illegible]নবীনের কল্পনা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সরোজকুমার মুখোপাধ্যায়	
[illegible]র জয়-গান	রচনা—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	
[illegible]	শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	
[illegible] (কবিতা)	শ্রীযুক্ত [illegible]	
[illegible]	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	
[illegible] (গানের স্বরলিপি)	শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র বিদ্যারত্ন	
[illegible] (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্	
[illegible] (গান)	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্	
[illegible] (কবিতা)	রচনা—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার দত্ত সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	
[illegible]র গান (স্বরলিপি সহ)		
[illegible] কথা		২১৯

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠাঙ্ক
স্বাধীনতার মুখরতা-লোপ	শ্রীযুক্ত [illegible]	৩৮৩
[illegible]	[illegible]—শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল কোঙার, এম-এ	[illegible]
[illegible]	[illegible]—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] (গল্প)	[illegible]	[illegible]
[illegible] (কবিতা)	শ্রীযুক্ত [illegible]	[illegible]
নিরুদ্দেশ (কবিতা)	শ্রীমতী বিনয়কালী দেবী	[illegible]
নিবেদন (কবিতা)	শ্রীমতী প্রতিভা সুন্দরী দেবী	১৮৯
নৈরাশ্যের ভূপ্তি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত হেমলাল [illegible]	[illegible]
পরশে (কবিতা)	শ্রীমতী [illegible]	[illegible]
পরিণাম-চিন্তায় দুই দিন	শ্রীযুক্ত [illegible]কনাথ [illegible]	[illegible]
পুস্তক-সমালোচনা		২, ১১৮, ৩১৯
প্রকাশ (কবিতা)	শ্রীমতী শান্তিলতা, দাসী	১২
প্রতীকার (কবিতা)	শ্রীমতী [illegible] দেবী	৫৫
প্রলোভন (কবিতা)	শ্রীযুক্ত [illegible]	২২৩
প্রস্ফুটন (কবিতা)	শ্রীমতী [illegible] দেবী	১১৮
প্রাচীনকালের বালকগণের [illegible]	শ্রীযুক্ত—	১৭
লিপুণতা	[illegible]	[illegible]
প্রার্থনা (কবিতা)	শ্রীমতী শান্তিলতা দেবী	১৭৩
প্রার্থনা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত—	[illegible]
প্রেম (কবিতা)	শ্রীযুক্ত—	৩৫২
প্রেমের শক্তি (গল্প)	শ্রীযুক্ত—	৩৩২
[illegible] নাইটিংগেল	শ্রীমতী [illegible] [illegible]	[illegible]
[illegible] ও তাহার [illegible]	শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, এম্-আর-এ-এস্	[illegible]
[illegible]	শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, এম্-আর-এ-এস্	[illegible]
[illegible]	শ্রীযুক্ত [illegible] মৈত্র, এম-এ, বি-এল্ (ক্যান্টাব্)	[illegible]
[illegible] (কবিতা)	শ্রীযুক্ত মৌলী [illegible] মজুমদার	[illegible]
[illegible] (কবিতা)	শ্রীমতী চারুবালা দেবগুপ্তা	[illegible]
[illegible]	শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায়	২৩৪
[illegible] (কবিতা)	শ্রীযুক্ত [illegible] চট্টোপাধ্যায়	৪৩৮
[illegible] (কবিতা)	শ্রীমতী [illegible] দেবী	১৫২

	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠাঙ্ক)
...বন্দ	শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী	১৪২
...ঘর কবিতা)	শ্রীযুক্ত কমলকুমার গাঙ্গুলি ... হিতি	...
...হের কথা	শ্রীযুক্ত—	
...ঘোষাই দাসবতী	শ্রীমতী হৈমবালা ঘোষদায়া, সরস্বতী	
...নাথ মিত্র	শ্রীযুক্ত—	
...চন ...কবিতা ;	শ্রীযুক্ত—	
...বন্ধু ...বারিক চিত্র		
...-প্রবেশ	শ্রীযুক্ত শ্রীনেন্দ্রকুমার দত্ত	
...-বোধন (কবিতা)	শ্রীযুক্ত রজনীনন্দ চৌধুরী	
...ণার সাধনা (গল্প)		
...বিবাহ	শ্রীযুক্ত নিখিলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্	
...ধীতি (গল্প)	গান—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	
...ন	সুরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা	
...নী	শ্রীমতী চারুলতা দেবী	১৫৮
কবিতা (গল্প)	শ্রীযুক্ত নিখিলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্	১৬৭
...রত্নের দান	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত, এম-এ, ...	২০৮
...ন্দুর বিদায়	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত, এম-এ, ...	২৪১
...বিদায় ...	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত, এম-এ, ...	৩৭১
...বিদায় ও ...	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত, এম-এ, ...টি	১৩৩, ১৬৭
...ন্ত (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৯৬
...-সংবাদ	...	৩৩৮, ৪০৫
...ন (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ	৬৩
...ক্ষিপ্ত নভেল-পত্রিকা		৩২
...ধার		৫৯, ৩৭৩, ৪৭৩
...ন্ধা (কবিতা)	শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী দেবী	
...লোচনা		
...-পূজা		
... ...)		
... ...		
... (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	শ্রীযুক্ত—	২৩৩, ২৮৪, ৩৫৫, ৩৯৫
... (উপন্যাস)	শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী	৩, ৬৩, ৪১, ৯৬, ১০৩, ১৪৮, ২৭৩
...র পুণ্যাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, এম-এ, জ্যোতিষার্ণব	২৩৬, ৩২৭, ৩৭৭
...মাসের বঙ্গ-পত্রিকা		
...ন্তি (কবিতা)	শ্রীমতী সুধীরাসুন্দরী মিত্র	
...কালে (কবিতা)	শ্রীমতী চারুলতা দেবী	

সীলেট চা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

জীবন-সংগ্রাম

চতুর্থ সংস্করণ। চতুর্থ সংস্করণ। চতুর্থ সংস্করণ।

[illegible] সমাজ-গঠনের সহায়তায় বাঙ্গালীর জীবনের পবিত্রতা ও পুণ্য [illegible] গ্রামের গ্রাম্য জনজীবন যন্ত্রের কথায় [illegible] রায়পুর বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] জীবন-সংগ্রাম' খানি আজ [illegible] প্রকাশে নিযুক্ত হওয়ায় [illegible] হইয়াছিল। আজ [illegible] আনন্দিত, "জীবন-সংগ্রাম [illegible] আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তক-পাঠে পৃথিবী আদর্শ-গৃহিণী [illegible] বধূ পৃথিবী হইবেন, পুরুষগণও ইহার চরিত্র পঠিত হইবে ও সংসারে [illegible] থাকিয়া [illegible] পরাস্ত করিয়া জীবন-সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারিবেন। মূল্য [illegible] এক টাকা বার আনা। মাশুল ৵০ আনা।

Amrita Bazar Patrika বলেন— [illegible] The characters are delineated in such a manner as to make them not only attractive, but highly instructive, to the reader. [illegible]

Bangabasi বলেন— It purports to give a picture of the social life of the Bengali Hindus and we have no hesitation in saying that he has spared no pain to avail himself of every possible [illegible] making the book up to the mark,

হিতবাদী বলেন—বালক, যুবা এবং তাহাদের অভিভাবক [illegible] আদর পাঠ করিতে [illegible] সরযূকুমারীর চরিত্র অপূর্ব।

"বঙ্গবাসী"—[illegible] উল্লেখ করা। পড়িতে পড়িতে [illegible] জল আসিবে। [illegible] ব্রাহ্মপ্রেস পত্রিকার লিখিত।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন [illegible] মনোরম, চিত্তাকর্ষক [illegible] পত্রিকা) তুলনীয়। [illegible] আদরণীয়।

[illegible] কি লিখিয়াছেন :—জীবন-সংগ্রামে জীবন-[illegible] [illegible] [illegible] [

জবাকুসুম তৈল।

সুরবল্লী কষায়।

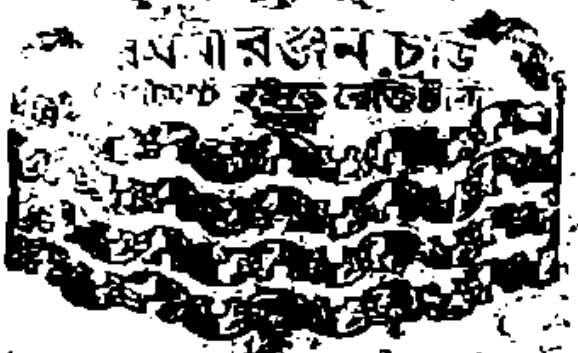

সংবাদ পত্রের মতামত।

বিশেষ প্রশংসা।

সাহানা

সুমতি দেবী প্রণীত সুন্দর পুস্তক। কবিতাগুলি বেশ, লেখিকার লেখনী ভাল ও ভাব প্রকাশের শক্তি আছে। কাগজ ও ছাপা অতিসুন্দর। মূল্য চারি আনা মাত্র সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণকে টুকটাকি খেলনার পরিবর্ত্তে ইহা কিনিয়া তাহাদের হাতে দিলে তাহারা আনন্দের সহিত ইহা পড়িয়া উপকার ছাই-ই লাভ করে।

প্রাপ্তিস্থান:

শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী সরস্বতী। বেলা [illegible]

বিজ্ঞাপন।

প্রবীণ সুলেখক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ মহাশয়ের এই [illegible] দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা ইহা বহুগুণে এবং বহুতর সংযোজক ও চিত্রাদি [illegible] অধিকতর সুখপাঠ্য হইয়াছে। ৩০নং কর্ণওয়ালিস, ৫ [illegible] ও ২৪।২ অপার সার্কুলার রোড [illegible] ভবানীপুর, কলিকাতা, ইত্যা

গোল্ডেন ব্রেন পিল

ভারতবাসীর নিজস্ব।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

যে পিলের ব্যবস্থা বিদেশে।

"গোল্ডেন ব্রেন পিল"

[illegible]

[illegible] (এস, পি)।

বিজ্ঞাপনের হার

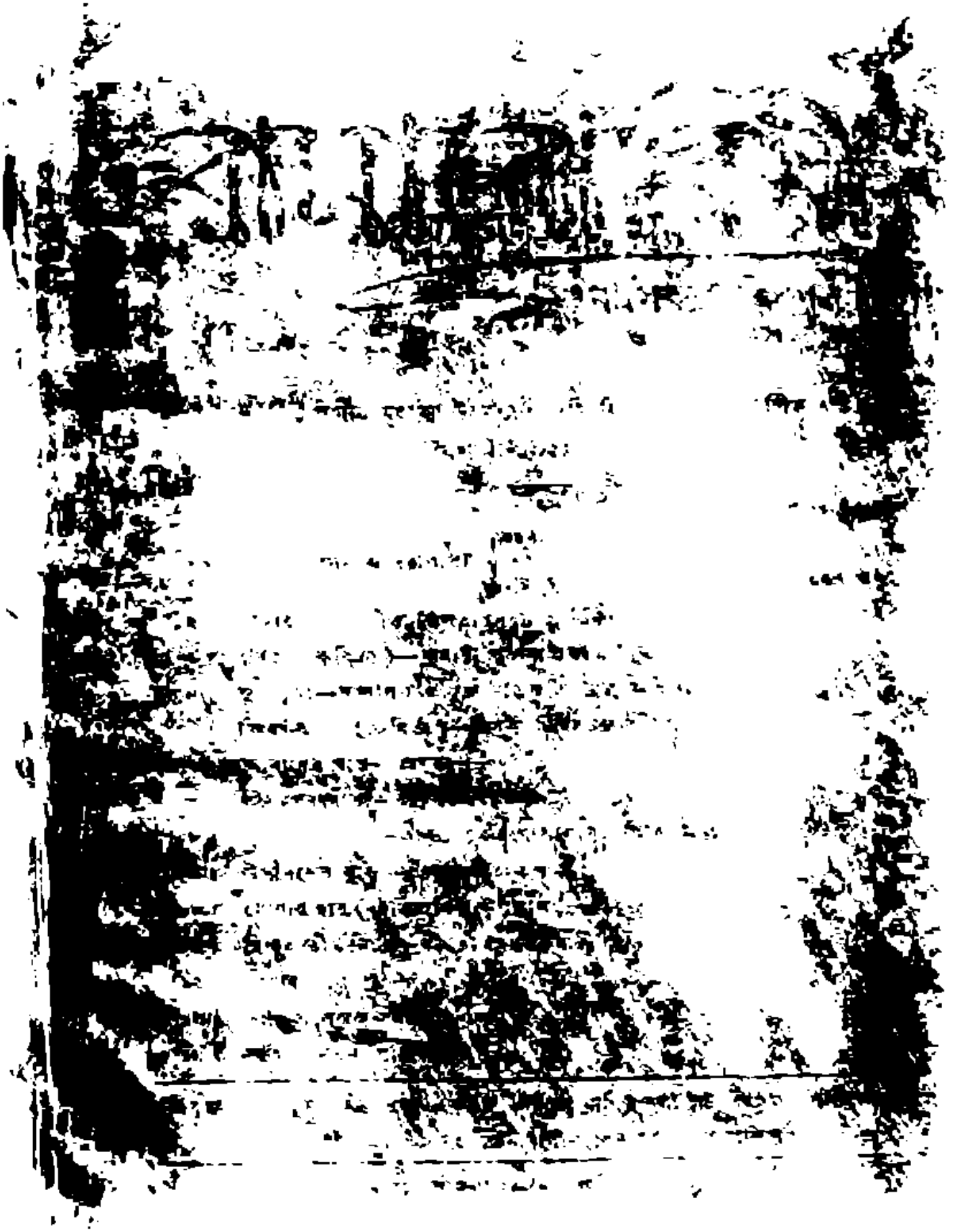

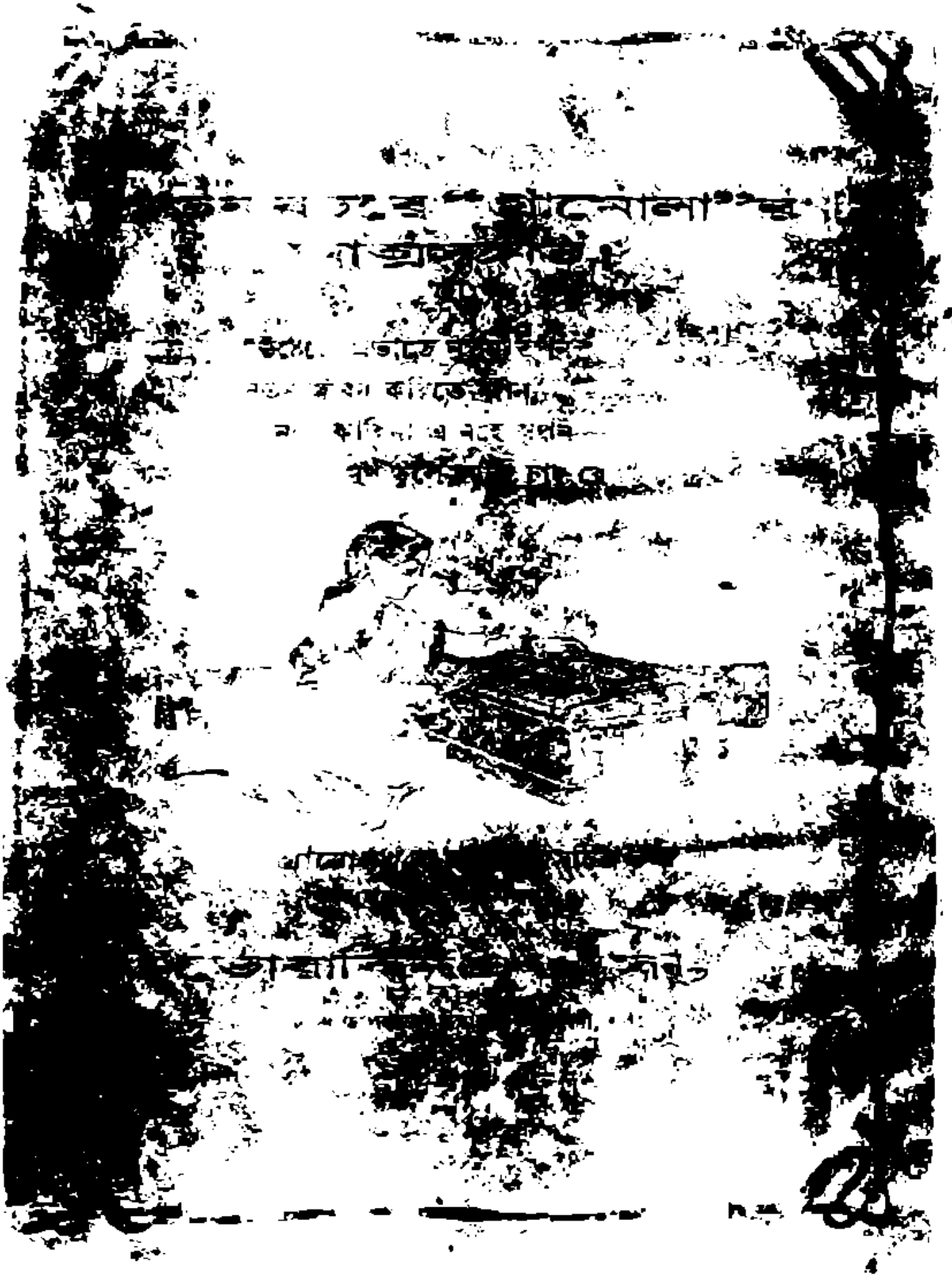

গাছ ও বীজ।

আয়ুর্বেদ-নিদান [illegible] অদ্বিতীয়। [illegible] ঔষধালয়

[illegible] ১৫০ (দেড়শত) পৃষ্ঠাপূর্ণ পুস্তক

[illegible] নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখুন :—

[illegible] মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।

[illegible] ঔষধালয়, ৩৯নং বেচারাম চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতার ইণ্ডিয়ান মিরর এজেন্সী—

[illegible] প্রেস, ধর্ম্মতলা, ১৯৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট রোড্।

[illegible] ঔষধ কোং

[illegible] ঔষধ ও পুস্তক-বিক্রেতা।

[illegible] ৯৭ নং কলিকাতা, [illegible] ঔষধ [illegible]—

[illegible]

[illegible] ২৯৭ নং চোরবাগানের শাখা,

[illegible] ৩৩ নং হরানাথের শাখা, ৩৩ নং মদনবোড়,

[illegible] অধিক ঔষধ-পরীক্ষক চিকিৎসকের সাহায্যার্থ যাবতীয় দ্রব্য

[illegible] নাম। ঔষধের [illegible] সহরের কয়েকজন

[illegible] যেখানে ঔষধ [illegible] থাকে। নাম, কর্ক, [illegible]

[illegible] বোতল, শিশি, [illegible] ইত্যাদি [illegible] থাকে।

[illegible] কোন [illegible] ঔষধ-কারখানা সম্বন্ধে যে লিখিবে

[illegible] পাঠাইবে, [illegible] ইংরাজী ও বাঙ্গালা

[illegible] করিবে।

[illegible] আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী [illegible] ঔষধালয়-প্রণীত সংস্করণ নামক

[illegible] [illegible] চিকিৎসকদিগের ব্যবহারোপযোগী [illegible]

৪০২৫

বামাবোধিনী পত্রিকা

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

[illegible]

সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ, কর্তৃক [illegible]

নবম কল্প।

[illegible], ১২৮২ [illegible]

৫৫ সংখ্যা।

বর্ষারাতি।

[illegible]

[illegible]

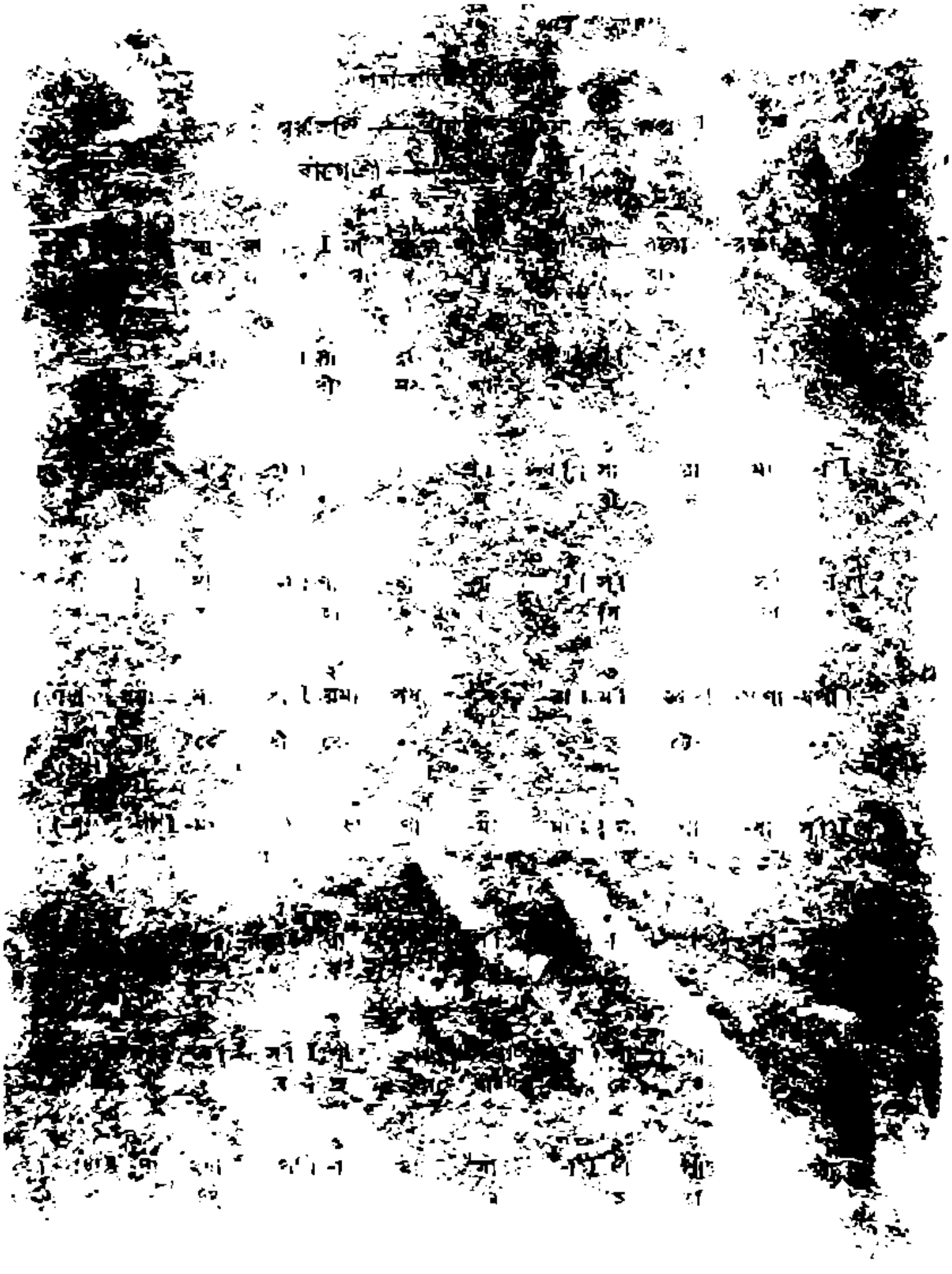

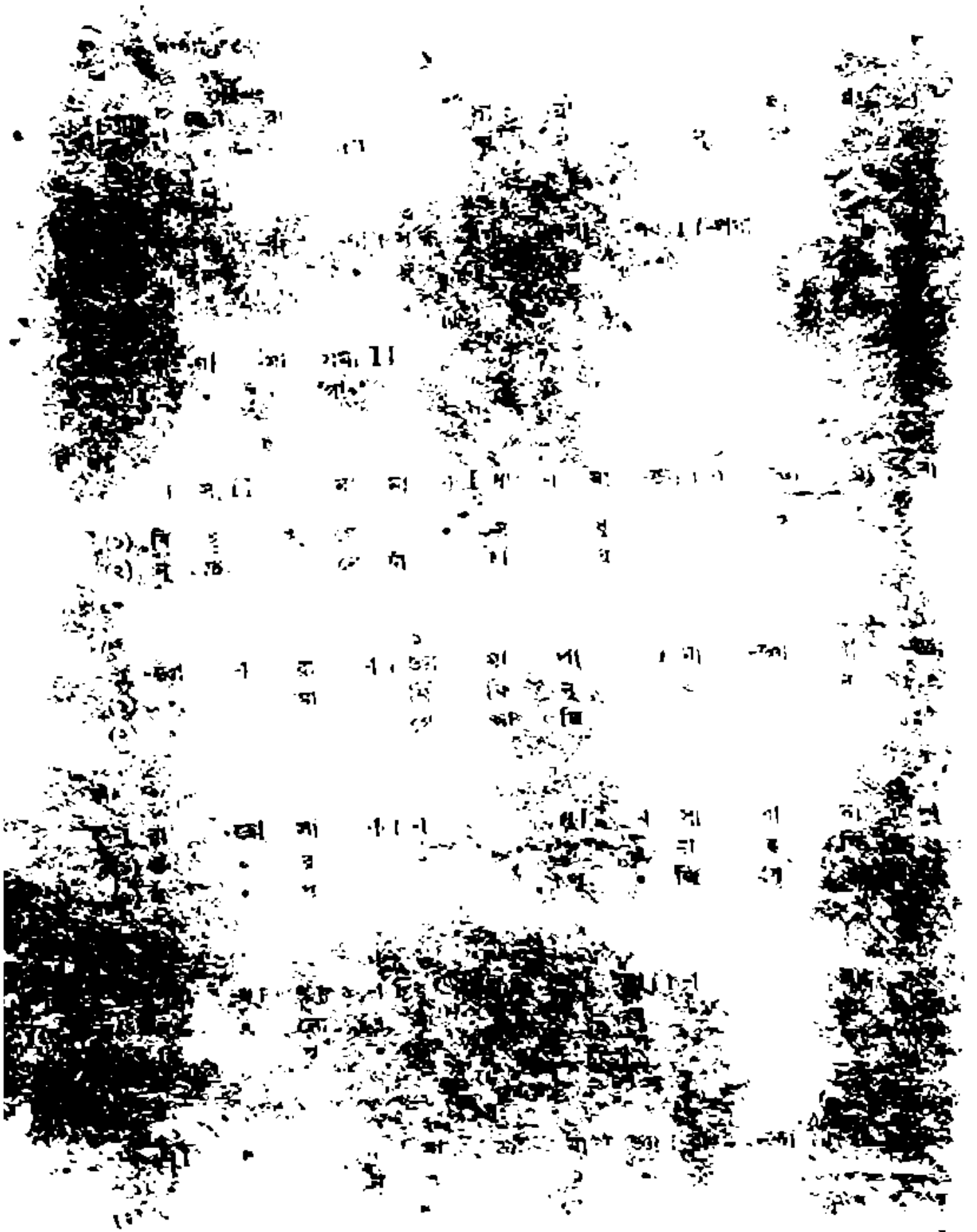

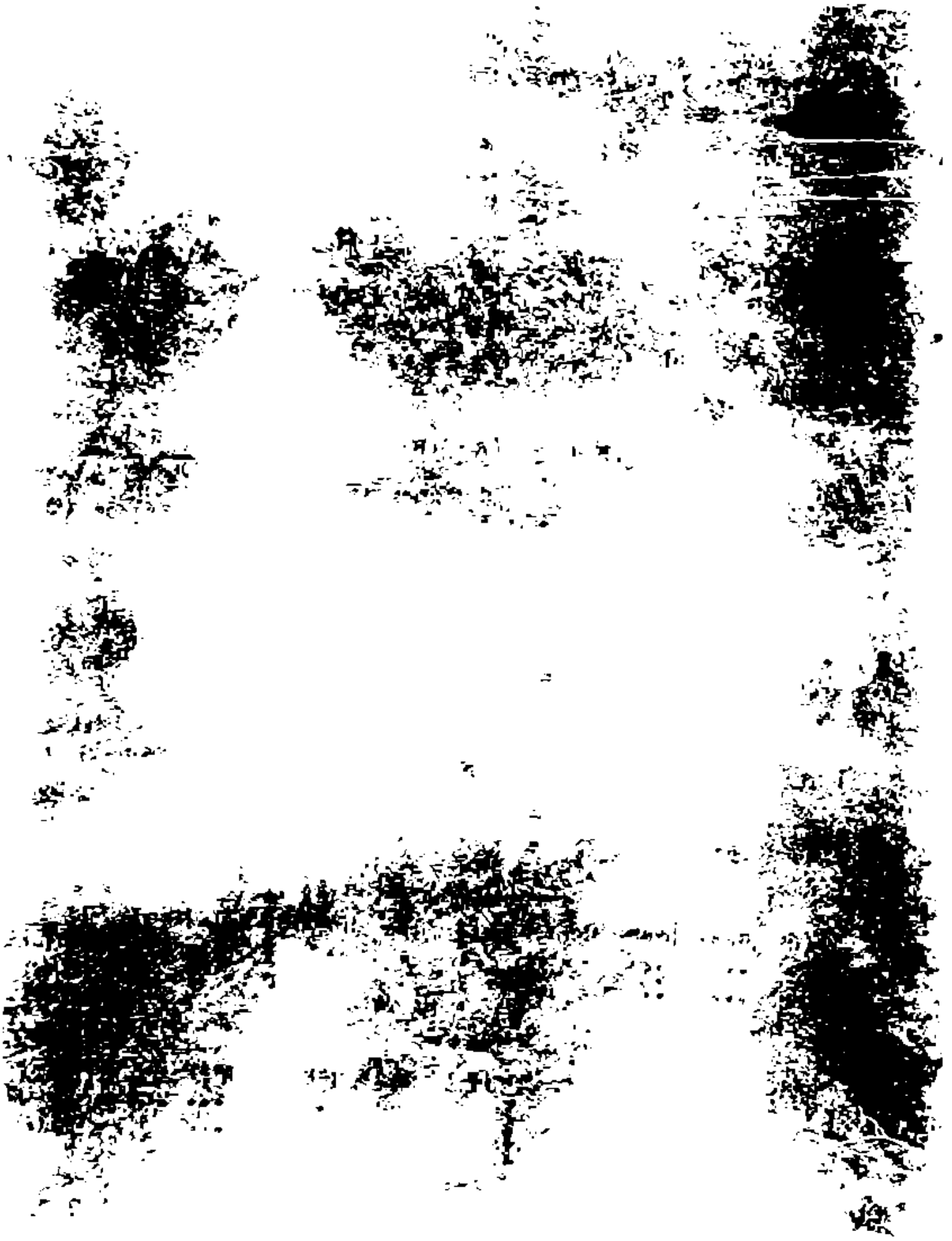

গাঙ্গুলী

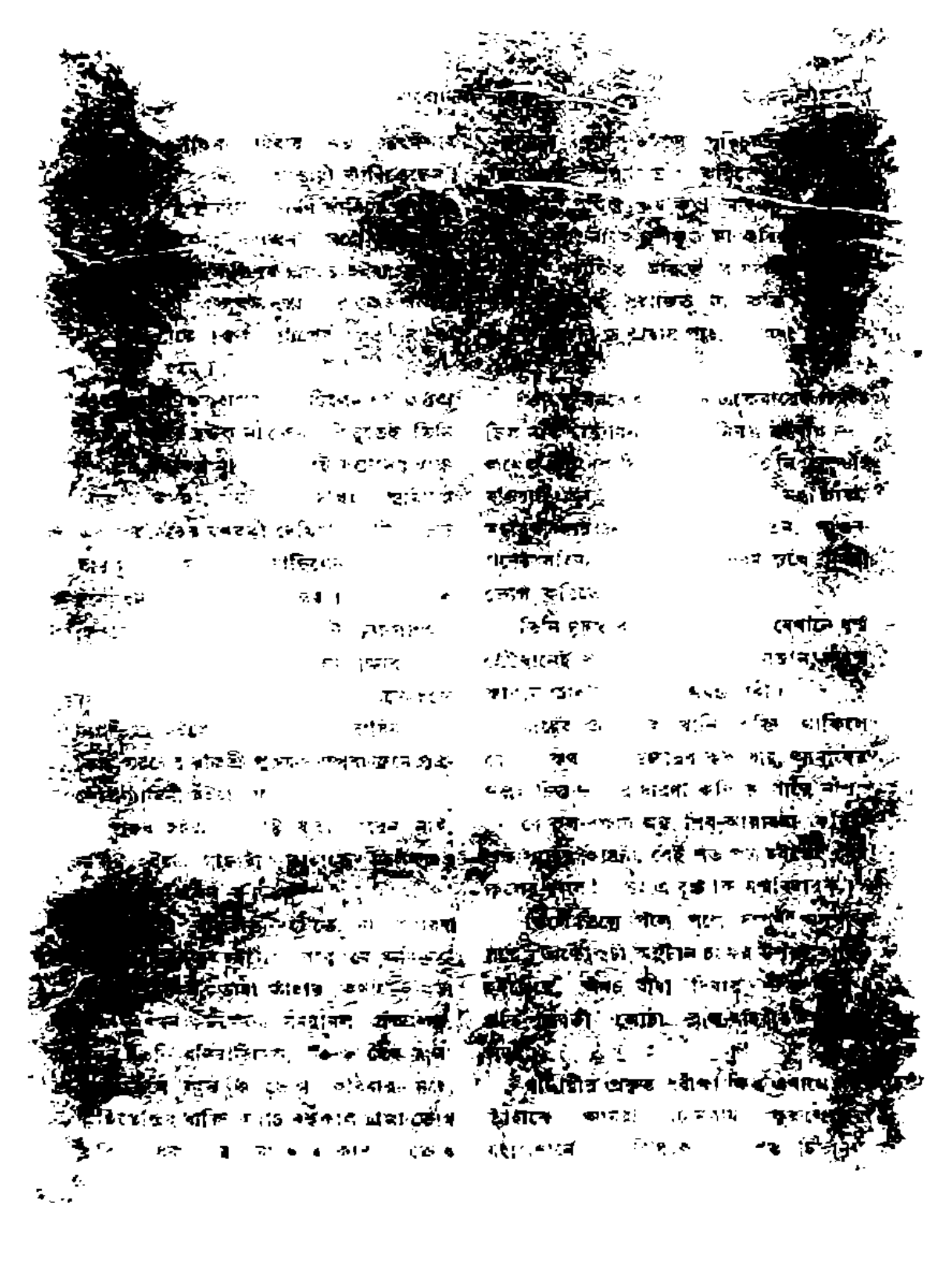

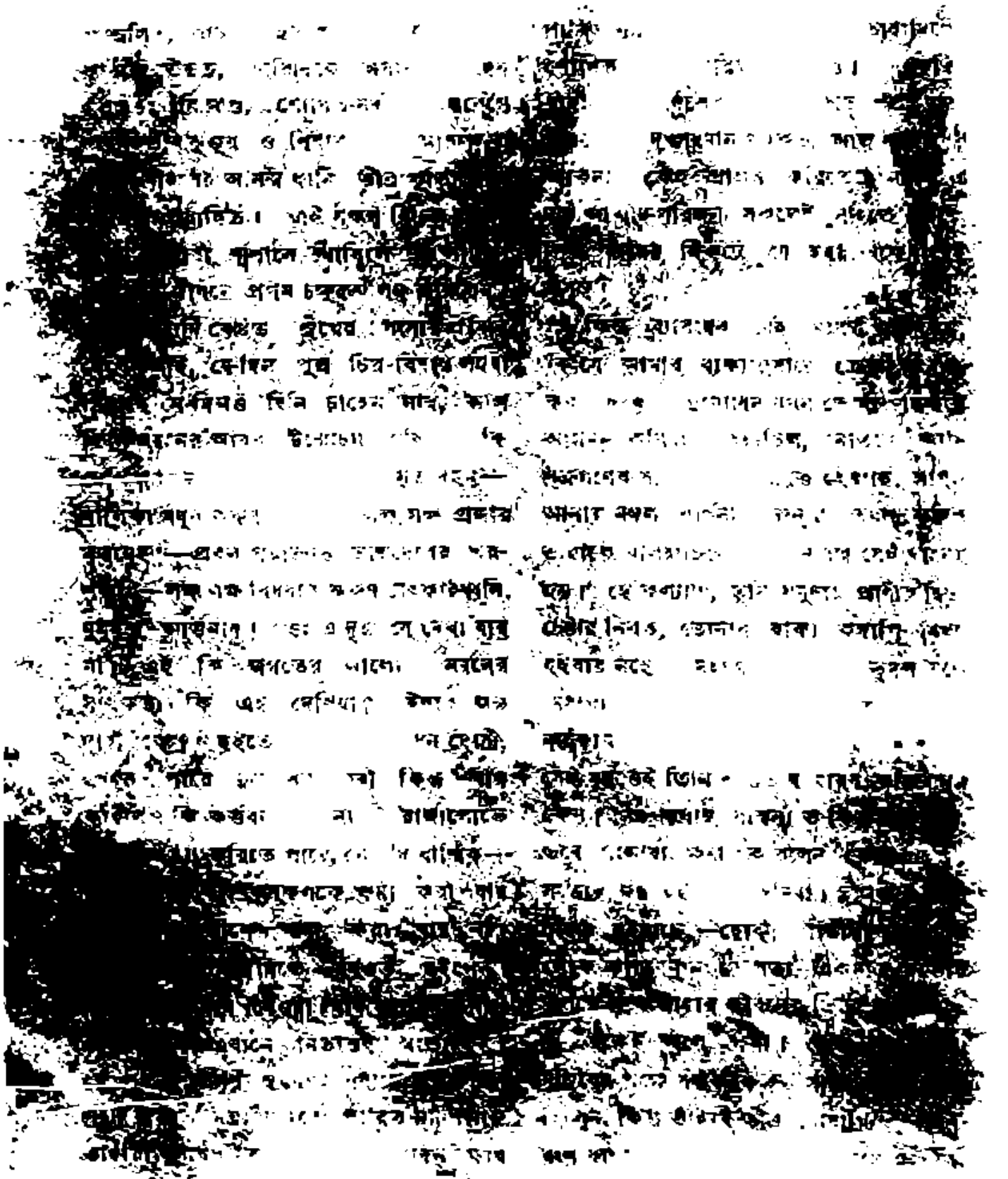

সূর্য্যপূজা।

নিরুক্তকার পণ্ডিতগণের মতে তিনটি দেবতা ; [illegible] দেবতা পৃথিবী [illegible] দেবতার স্থান অন্তরীক্ষ এবং [illegible] দ্যুলোক। এই তিন দেবতা [illegible] ত্রিধাম্য আখ্যা দিয়া বেদে [illegible] স্তুত হইয়া থাকেন। (১) [illegible] দেবতার বিষয় অবগত [illegible] তাঁহারা এই তিন দেবতার আধ্যাত্ম-ভেদ ও নাম-ভেদ। যাস্ক তাঁহার নিরুক্তগ্রন্থে দেবতা-প্রকরণে বলিয়াছেন যে দেবতার মধ্যে তাঁহারা কেহ একই দেবতাকে [illegible] দেবতাত্মা রূপে [illegible] বিভিন্ন দেবতাগণ একই দেবতাত্মার [illegible] রূপ। (২) বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ-ভাগে এরূপ [illegible] যাস্ক তাঁহার ঐতিহাসিক ভাবে দেবতার স্বরূপ [illegible] করিয়াছেন। যাস্ক যে [illegible] করিয়াছেন, তাহার বেদের মন্ত্র ও [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। (৩)

(১) [illegible]

(২) [illegible]

(৩) [illegible]

পণ্ডিতগণ একমাত্র [illegible] ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ও [illegible] বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও [illegible] অবস্থিত আছেন। এই প্রথাপদ্ধতির [illegible] অনন্তের কার্য্যপরম্পরা। [illegible] বিনাশ নাই।

নিম্ন—[illegible] আমাদের [illegible] বিভক্ত [illegible] ও দেবতাগণের [illegible] কল্পিত বিভিন্ন অবস্থার [illegible] করিয়াছেন। [illegible] মানুষের [illegible] মানুষ [illegible] করিয়া ইনি [illegible] হইয়াছেন। [illegible] করিতেছেন, [illegible] ঋগ্বেদে ও [illegible] বর্ণনা করিতেছেন [illegible] বেদে [illegible] বৈদিক [illegible]

[illegible]

(১) [illegible]

(২) [illegible]

কিরণ-মালার।

আমাদের খাদ্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[illegible] নির্ভর করে। [illegible] শক্তি [illegible] হয়। [illegible] শক্তি [illegible] আছে। [illegible] খাদ্য কেবলমাত্র [illegible] [illegible] [illegible] নির্দিষ্ট [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] অর্থ সংগ্রহ এবং ধারণ [illegible] করিতে [illegible] বলিয়াছেন, তিনি যে নিশ্চয়রূপে নির্দ্ধারণ [illegible] তাহারা পরম শান্তি প্রাপ্ত হইবেন, [illegible] তাহার কোন সন্দেহমাত্র নাই। [illegible] অর্থ এত কঠিন যে, সাধারণ [illegible] স্থির-নিশ্চয়রূপে বুঝিতে [illegible] সদ্‌গুরুপদিষ্ট যাজ্ঞিক যাগ [illegible] ধারণপদ্ধতি কার্য্য করেন, তাঁহার [illegible] একাগ্র হইয়া ইহার অর্থ [illegible] করেন, তাহা হইলে তিনিই [illegible] ইহার অর্থ উপলব্ধি করিয়া [illegible] করিতে পারেন। কারণ, ইহার অর্থ বাহ্যতঃ বস্তু, বাহ্যিক ভাষায় তাহার প্রকাশ হইতেই পারে না। ইহা কেবল নিজ নিজ বোধরূপমাত্র। তাই, গীতার যথার্থ অর্থ প্রকাশ-সম্বন্ধে মতভেদের এত পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সেই অসম্পূর্ণ ও আংশিকরূপে ঐতিহাসিক অর্থে কখনও তৃপ্তি ও সন্দেহনিরসন হয় না। কিন্তু যে যেরূপের বিভূতিসকলই [illegible] প্রকাশিত এবং তাঁহারাই কেবল ইহার আস্বাদমাত্র দিতে পারেন। তাহা, [illegible] নিজানুভবগম্য।

[illegible] মহাত্মা সূত্রমহাবয়বের বলিতেন যে [illegible] হইলে গীতার অর্থ প্রকাশিত হয়, [illegible] ব্যক্তিগত জীবনে পরিণত হইয়া [illegible] করিবে, তাহাই গীতার [illegible] তাহাই বিদ্বদ্‌গম্য এবং [illegible] নিত্যনৈমিত্তিক সারবস্তু। [illegible] ইহাতে অর্থ, কেবল তাঁর অন্তরে [illegible] সাধনা সাধুদিগের নিকট এবং অনেক [illegible] সাধারণ লোকদিগের। এই প্রবন্ধ [illegible] আরম্ভ করিতে পারি। ১. ভগবান্ বলিয়াছেন [illegible] হয়ে আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া [illegible]।" সর্ব্বনাশ অর্থাৎ মতভেদের [illegible] কেহই ভগবৎ-তত্ত্ব প্রকাশিত [illegible] যথার্থ অর্থ সুপ্রকাশিত হয় [illegible] চিকিৎসক-সমাজের [illegible] বিধান, নিদান ইত্যাদি উপায় [illegible] ঔষধীয় যাবতীয় উপাদানের এবং [illegible] সেবন ও সময় এবং পরিমাণের [illegible] তাহাদের কি ফল [illegible] তদনুকূল নির্ণীত হইয়াছে, সেরূপ [illegible] শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে মানবের যাবতীয় [illegible] সমূহ এবং ইহার লক্ষণ ও তাহাদের [illegible] প্রকৃতি তত্ত্ব করিয়া তাহাদের প্রকাশিত [illegible] বলিয়া কোন একটি পূর্ণ [illegible] এক আত্মা মাত্র আছেন এবং কি-প্রকার [illegible] প্রণালীতে এই দিব্য সিদ্ধান্তে [illegible] যায়, তাহাই বুঝাইয়া দিয়াছেন। ইহাকেই আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান বলে। [illegible] ইহাই দিব্যশক্তি পাইবার একমাত্র [illegible] কিরূপে এই পরম [illegible] লাভ হয়, গীতাতে কেবলমাত্র তাহা [illegible] হইয়াছে। এই গীতা অষ্টাদশ অধ্যায়ে [illegible] এই অষ্টাদশ অধ্যায়ের মধ্যে [illegible] ভাগবত জীবন যাপন করিবার [illegible] সাধনার পথ কি কি অবস্থাসমূহ [illegible] ঐশ্বরিক জন্ম এবং কোন্ কোন্ [illegible] তাহা উপলব্ধি করিতে হয়, তাহা [illegible] অবশ্য সাধ্যোক্ত হইয়াছে। [illegible] পন্থা এবং ইহার যথার্থ অর্থ লাভের ও পাইবার [illegible] ইহার সার তিনটি অধ্যায় [illegible]

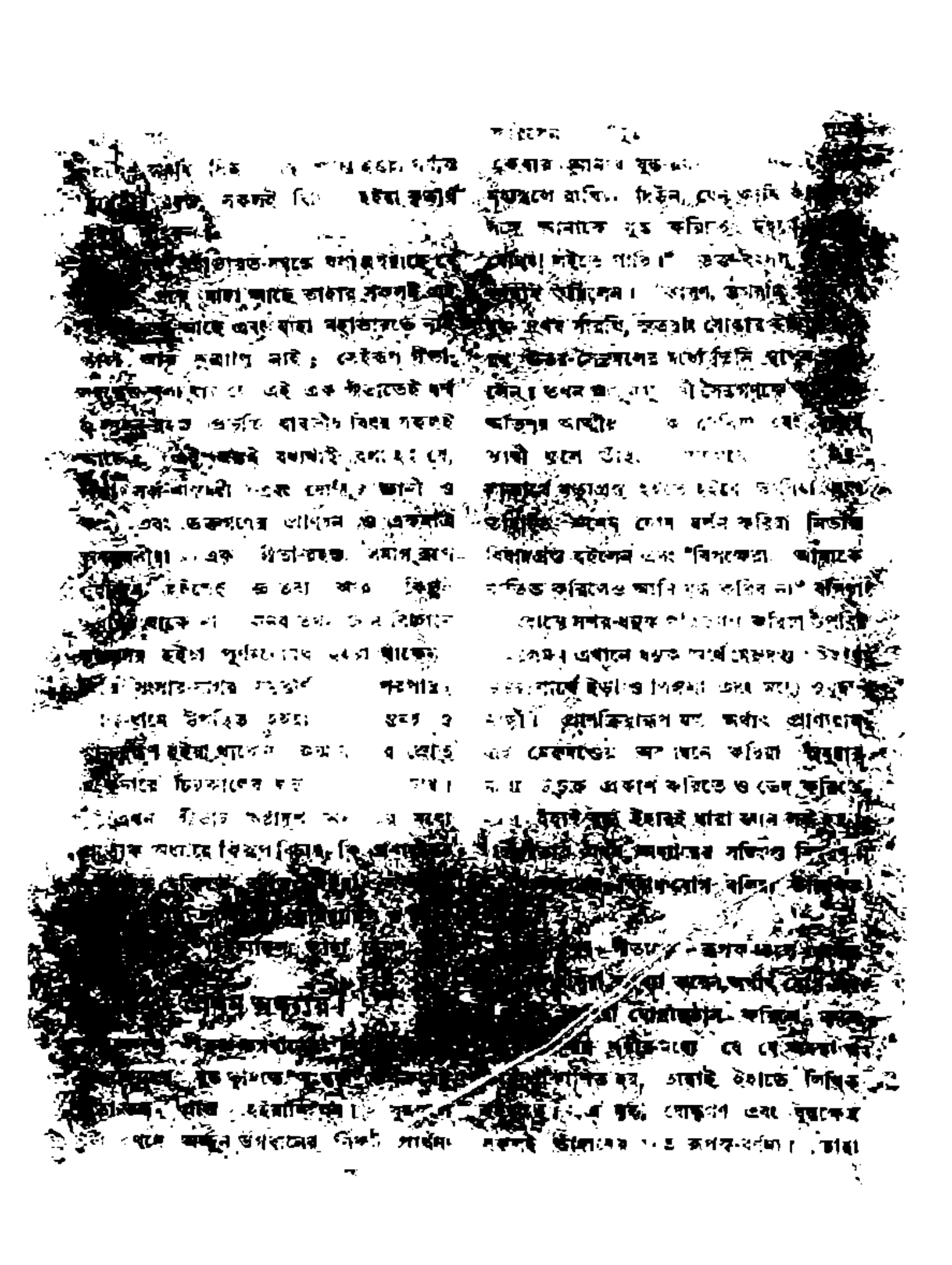

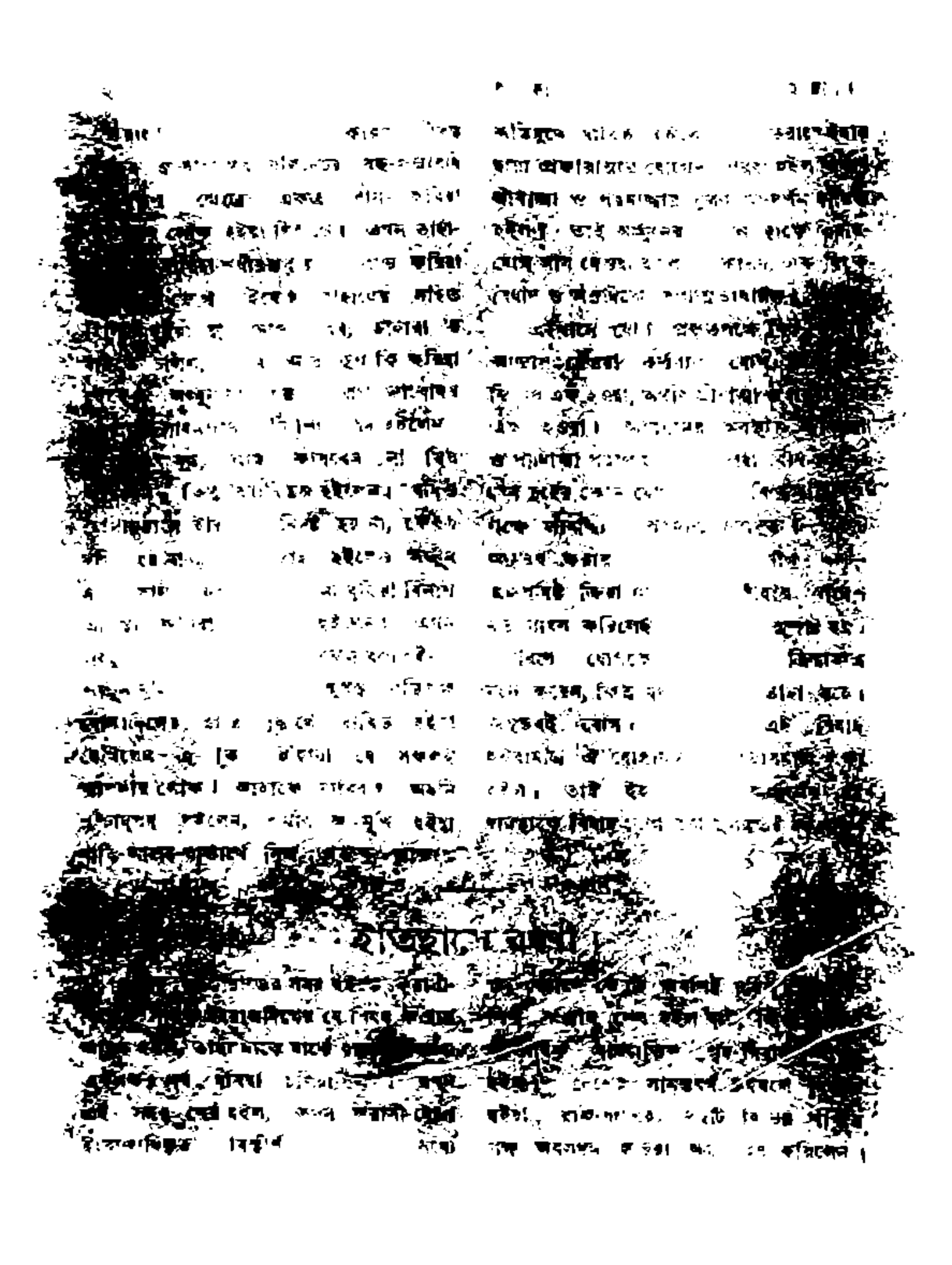

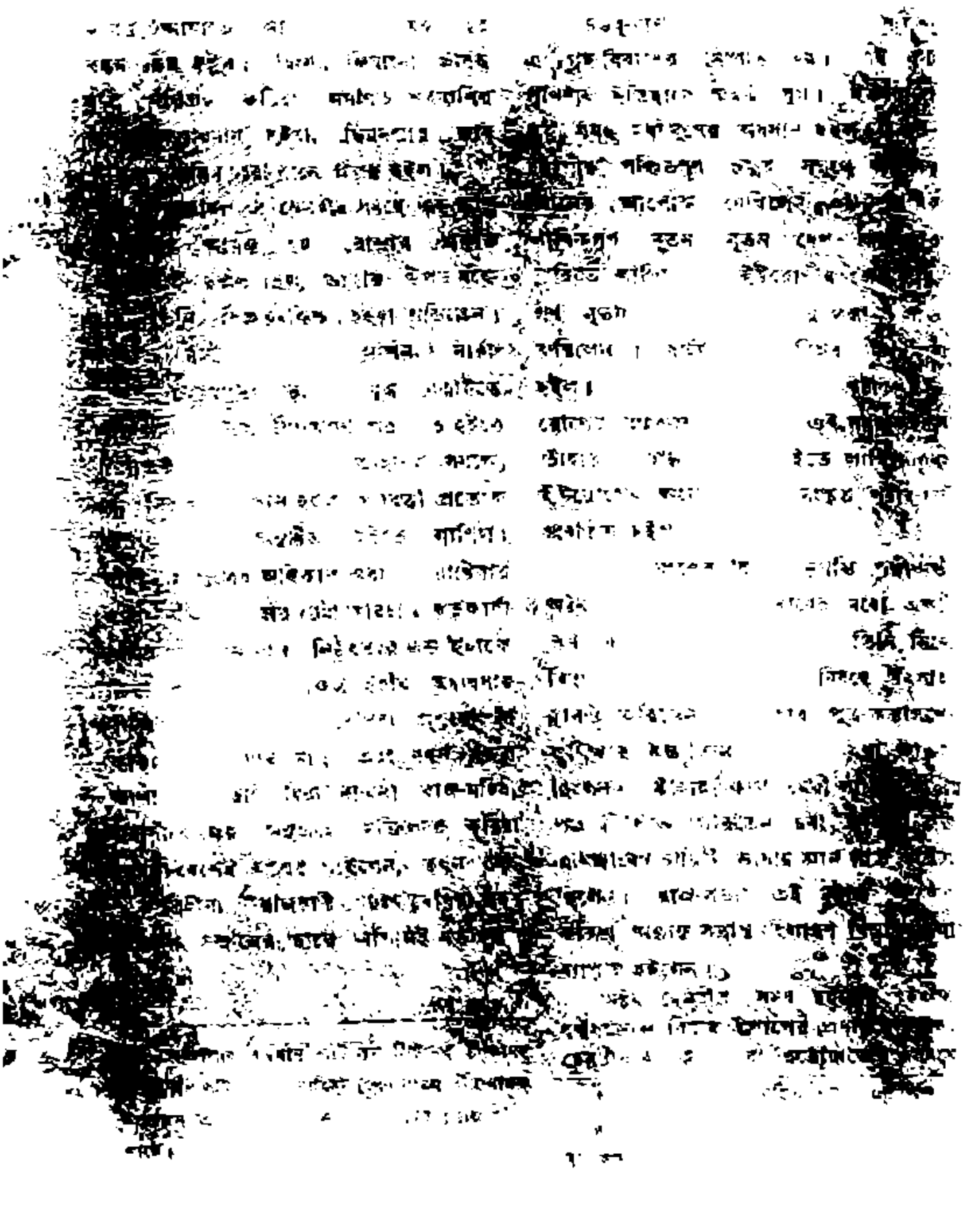

[illegible] হইল। এডোয়ার্ডের জীবনের একটি প্রধান সঙ্কল্প সফল হইয়াছিল। এডোয়ার্ডের ইচ্ছা ছিল যাহাতে এডোয়ার্ডের [illegible] তাঁহার কন্যা অব্যাহত ভাবে এডোয়ার্ডের অবর্তমানে তাঁহার হইয়া [illegible] দেবী ও এলিজাবেথ যথাক্রমে [illegible] উত্তরাধিকারিণী ছিলেন। [illegible] খৃষ্টীয় ধর্মের বিরোধী ছিলেন। [illegible] ইংলণ্ডে প্রবর্তিত সংস্কৃত [illegible] এই ভয় দেখাইয়া তিনি [illegible] মৃত্যুশয্যায় তাঁহার দ্বারা এক [illegible] স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন। [illegible] উইলমোক্ত-পত্রে লিখিত রহিল যে [illegible] মৃত্যুর পর তাঁহাকে কাথীরা দেভি কেন [illegible] সিংহাসনে বসিবার দেভি, কেন [illegible] সময়ের পূর্ব-বধূ। কেন রাণী [illegible] তাঁহারই বংশের চক্রে ইংলণ্ডের শাসন- [illegible] থাকিবে, এই আশায় তিনি রাজকুমারী [illegible] সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিবার [illegible] করিলেন, একবার ভাবিয়াও [illegible] যে, [illegible]-অনুসারে রাজা [illegible] পত্রের দ্বারা উত্তরাধিকারী নির্বাচন [illegible] পারেন না। [illegible] বলিয়া [illegible] করিবেন; [illegible]

[illegible] রাজকুমারী মেরী ইংলণ্ডের রাণী [illegible] মেরীর পক্ষে [illegible] সকলে তখন রাজা বুঝিতে [illegible] প্রতিজ্ঞা পালিত তখনও কেহ পারে [illegible] সকলেই জানিত [illegible], অভিযোগ হইয়াছে। ভবিষ্যতের যবনিকা একবার যদি সরিয়া যাইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মেরীর মৃত্যুর পর ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ইতিহাস অন্যরূপ হইত না।

যাঁহাকে রাণী করিবার জন্য এত আয়োজন চলিতেছিল, তিনি ইহার কিছুই জানিতেন না। তিনি নদী-তীরবর্তী আপনার সুরম্য প্রাসাদে নিশ্চিন্তমনে পুস্তক-রাজ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। যাহার যে-সকল গুণের অধিকারিণী হইলে মানবী দেবী-পদে অধিষ্ঠিতা হন, সে সমস্ত গুণই ছিল। এই সময়ে তাঁহার বয়স ষোড়শ বৎসর হইয়াছিল। এই অল্প-বয়সেই তিনি ল্যাটিন, গ্রীক, ফরাসী ও ইটালীয় ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধি, বিদ্যা, ও রূপের সৌন্দর্য্য সবই তাঁহার ছিল, কিন্তু রাণী হইবার উচ্চাশা কখনও তাঁহার ছিল না।

এডোয়ার্ডের মৃত্যুর পর তাঁহার খুল্লতাত রাজকুমারী মেরীকে বন্দিনী করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাঁহার সমীপে আখিলেস এবং তাঁহাকে ইংলণ্ডের রাণী বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন যে, তাঁহার শৈশবের সখী ও সহচরী [illegible] মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া [illegible] হইলেন এবং রাজ্যলাভে [illegible] আনাইয়া বিশ্বাসঘাতক [illegible] প্রয়াস করিলেন। তাঁহার [illegible] পিতা, এসকলেই অনুরোধ [illegible]

* ইংরাজ ঔপন্যাসিক স্কটের লিখিত 'কেনিলওয়ার্থ' উপন্যাসে এলিজাবেথের লেডি ডেভেরো এবং লেডি ডেভের একটি সুন্দর চিত্র আছে। লেডি ডেভ তথায় তাঁহার নিজস্ব মহিমায় সমুজ্জ্বল হইয়াছেন।

উপদেশ

...হতে খাবার ... কেউয়েড়ে খেলা যাবা ... না। গোপাইরা ... হাত দিয়ে ধরে গোরাদের ... আর আপ... খেয়ে থাকত। ... এ-রকম গল্প ... কোন্ত্যাগের কথা খুব কমই শোনা ... গোপাইরা কেনের উপকার জানতো ... করে নি। তারা নিজেরা ... করে গোরাদের প্রাণ বাঁচাবে ... দিয়েছিল।

কেনের সুখকে একটা অপবাদ আছে যে, ... খেলে হজম হয় না। এ... অপবাদ দূর করবার জন্যে ও'একটি কথা ... হবে। হরদিক কুকারে ভাত সিদ্ধ ... দিলে, বা পায়েস কিংবা খিচুড়ী রাঁধলে ... খাবার বেশী খেতে নেই। আলো ... চালের সুখকের ভাই। আমরা যাকে সিদ্ধ ... তা' পুরো কেবার ধান সিদ্ধ করে ... করে তৈরি হয়। আলো চালের ধান ... সিদ্ধ হয় না। সুতরাং, তার কাথ কিছুই ... পারে না। ... কেন ফেলে দিলেও ... কিন্তু উপকারীও হয়। সিদ্ধ চালের কেন-বেশী ... বেশী পাওয়া যায়, আতপ চালের ... খিচুড়ি বা পায়েস সেই পরিমাণে ... হওয়ার পুরই সম্ভব। খিচুড়ি বা ... না খেয়ে আমরা নিশ্চিন্তে ... সে সব খাবার খেয়ে-চাড়ে। ... দিয়ে কেনের ... ও'একটি কোশ কেন খাদ্য ... হয়। কেন-শুদ্ধ সিদ্ধ চালের ... দিলে কাপড়ের আর কোন দোষ থাকে না।

সোণার হার।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] করিলেন। [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] প্রবন্ধকর্ত্রে [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

বদ্রিনাথ (বদরিকাশ্রম)

[illegible] গাড়োয়ালের মধ্য দিয়া নীলকণ্ঠ পর্ব্বতের [illegible] হইয়া বিষ্ণুগঙ্গার দক্ষিণ তটে [illegible] বদরিকাশ্রম বা বদরিনারায়ণ নামে [illegible] অলকানন্দার পশ্চিম তীরে নর ও নারায়ণ পর্ব্বতদ্বয় হইতে [illegible] বদরি-নারায়ণের মন্দির [illegible] অবস্থিত। বদরি-নারায়ণের [illegible] অবস্থিত। বদ্রি-নারায়ণের [illegible] প্রায় ৫০ ফিট উচ্চ। [illegible] শঙ্করাচার্য্য এখানে একটি মঠ-[illegible] করেন। মন্দিরের নিম্নে অনতিদূরে তপ্তকুণ্ড-নামে এক-টি পুষ্করিণী আছে। [illegible] পরিসর ৩০ [illegible] ফিট। নিম্নে কোন অজ্ঞাত নির্ঝরিণী হইতে ইহার জল-সরবরাহ হইয়া থাকে। অগ্নোত্তিত ধূমরাশী হইতে [illegible] গন্ধক অতিমাত্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। [illegible] জল এত উষ্ণ যে, অন্য কুণ্ডের [illegible] জল ইহার সহিত মিশ্রিত না করিলে [illegible] করা যায় না। এই প্রথায় এখানে [illegible] স্নান করিয়া থাকে। যাত্রিগণ [illegible] এখানে দেবমূর্ত্তির ও করে ও পূজা-সমাপনান্তে পূজারীকে ৬ পঞ্চ দক্ষিণা দেয়। [illegible] পূজার ব্যয় অধিক। প্রতি-বৎসরই [illegible] প্রায় দশ সহস্র যাত্রী আইসে, সময়ে [illegible] যাত্রীর সংখ্যা ইহার চতুর্গুণ হয়। [illegible] প্রতি বাঙ্গলা বৈশাখের কৃষ্ণ-পক্ষে [illegible] বিশ্বরূপ সংক্রান্তির বাত্রাযাত্রি [illegible] যাত্রার মেলা সাঙ্গ হয়, তখন যাত্রিগণ [illegible] প্রয়াগ, রুদ্র প্রয়াগ, কেদার এবং বদরী নাথে সমাগত হয়। অতঃপর ভাগীরথী-প্রয়াগ [illegible] ঐ কয় প্রয়াগ হইয়া বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন [illegible] স্থানগুলি বৈষ্ণব-ক্ষেত্র নামে [illegible] তাহাদিগেরও আমার বাসনা উপদেশ [illegible] যথা, তপ্তকুণ্ড, নারদ-কুণ্ড, [illegible] কূর্ম্মধারা, মাতৃকা শীলা, মার্কণ্ডেয়-শীলা, [illegible] শীলা, বারাহী-শীলা, নরসিংহ-শীলা, [illegible] তীর্থ, সাতপথকুণ্ড এবং বিষ্ণুপাদকুণ্ড। [illegible] বিষ্ণু বদরি-[illegible] নরনারায়ণরূপে অবস্থিত আছেন। [illegible] নরসিংহের মধ্যে নরস্বরূপে অর্জ্জুন এবং [illegible] দেবতা নরসিংহ, বরাহ, নারদ, গরুড় [illegible] আছেন। ঐ অসুরদিগের পুরে [illegible] সঙ্গের সহিত বিষ্ণু-সকাশে গমন [illegible] দেবতাদিগকে পরাভূত করেন। বিষ্ণু [illegible] তপ্তকুণ্ডে অবস্থান করেন। তপ্তকুণ্ড হইতে নদীতটে নারদ-কুণ্ড-নামে একটী কুণ্ড আছে। শঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়ে [illegible] নারদ-কুণ্ডে আগমনপূর্ব্বক দেখিতে পান যে তথায় পূজাদিতে [illegible] ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। তিনি এই সকল দেবমূর্ত্তিকে নিষ্কাসিত করিলে দৈববাণী হইল যে,—এগুলি কলিযুগের, সুতরাং এগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করা [illegible] তিনি সেগুলিকে বদরি-বৃক্ষের তলদেশে [illegible] দেন। এই কুণ্ডটি আদি-বদরি-নামে [illegible] বিষ্ণুর মন্দিরটি গন্ধমাদন-পুষ্পের নিম্নে [illegible] তপ্তকুণ্ডের পার্শ্বদিকে [illegible] ও অন্য একটি উষ্ণ প্রস্রবণ। [illegible] কোন চৌবাচ্চা না থাকাতে বারি-রাশি [illegible] জল উপচিয়া পড়িয়া তীর দিয়া [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সংবাদ।

৪। চট্টগ্রামে "চট্টগ্রাম হিতসাধক সমিতি" নামে একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথাকার সকল শ্রেণীর মহিলারা এই সমিতিতে যোগদান করিয়াছেন। প্রায় সকলেই [illegible] তাঁহারা চরকা, তাঁত ও বয়ন-সম্পর্কীয় [illegible] সম্পাদিকা লিখিয়াছেন।

৫। [illegible] বিদ্যালয়ের [illegible] একটী বিদ্যালয় [illegible] কোন্নগর [illegible] বিদ্যালয়ের [illegible]

সংক্ষিপ্ত পুস্তক সমালোচনা।

[illegible] পারে—[illegible] দাস-কর্ত্তৃক [illegible]—কর্ত্তৃক লিখিত। আদি ব্রাহ্ম [illegible] ২২নং আপার চিৎপুর রোড, [illegible] ও ডাকমাশুল ৷৷৷ মূল্যের স্থির [illegible]

[illegible] গ্রন্থখানি বিতৈষণা [illegible] লিখিত। গ্রন্থ-লেখকের নিবেদনে [illegible] দেখিতে পাই—কোন সুদূর পল্লীগ্রামে [illegible] বাটীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়; তিনি "পরলোক-যাত্রী" বলিয়া নিজের পরিচয় দেন। [illegible] তিনি অর্দ্ধ-অজ্ঞান অবস্থায় নিজের [illegible] কেলিয়া লোক-লোকান্তরে [illegible] আসিতেছিলেন, আমাদের [illegible] করিলেন।...এই ঘটনা [illegible] তিনি সঙ্কল্পমত সেই বর্ণনাগুলি [illegible] তাহারই ভাষায় লিখিয়া ফেলিলাম। [illegible] সত্যবিদ্যা দ্বারা সিদ্ধ তাহা আমি [illegible] এইটুকু যে, পরলোক-বাদীর উক্তির সহিত উপনিষদের অনেক উক্তির মিল আছে।... পরলোক জীবনিবাসের প্রয়োগ করিয়া [illegible] বৈজ্ঞানিকদিগের দীর্ঘিত দিন নিম্ন পরলোক [illegible] সহিত বলিয়াছেন যে, চন্দ্রলোক-জীবের আবাসভূমি;...চন্দ্রলোক যে জীবের আবাসযোগ্য, এমন কি মনুষ্য-দেহ অপেক্ষা চন্দ্রস্থ পক্ষে জীবের আবাসযোগ্য হওয়া [illegible] সম্ভব—মুক্তিবাদ করাসি জ্যোতিষী [illegible] এই উক্তিকে পরলোক [illegible] আমাদের অনেক [illegible] [illegible] এম উপাদেয় গ্রন্থ [illegible] [illegible] ধর্ম্মপিপাসু [illegible] [illegible] [illegible]

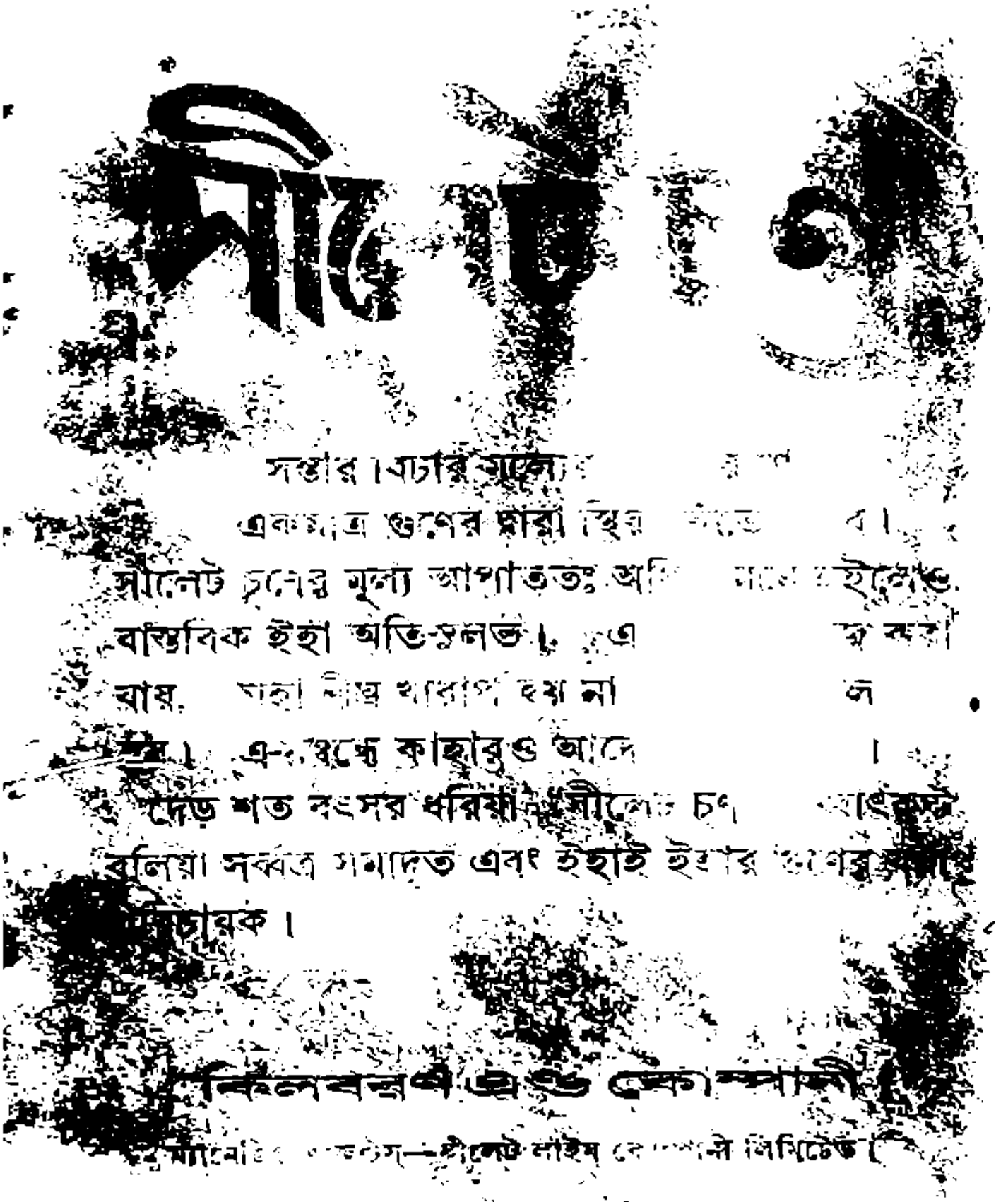
সীলেট
সস্তার বাজারে
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির
সীলেট চূনের মূল্য আপাততঃ
বাস্তবিক ইহা অতি-সুলভ।
যায়
এ-সম্বন্ধে কাহারও আদে
দেড় শত বৎসর ধরিয়া সীলেট চূ
বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার
বিকলবল্লী এণ্ড কোম্পানী
সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড
কেওয়ারি প্রেস, কলিকাতা

জীবন সংগ্রাম

জবাকুসুম তৈল।

সুরবল্লী কষায়।

পাছা ৫৲ পাঁচ টাকা।

এক খণ্ডকাব্যের মতো একবার

প্রকাশিত হইল।

পত্রের মতামত।

[illegible]

১৫২ স্ক্রীন পর্যন্ত বিনামূল্যে দেওয়া

[illegible] (প্রথম ভাগ)

(২য় ভাগ)

[illegible]

[illegible] পালিকা

[illegible]

[illegible] বালকের শিক্ষা-পরিচয়

[illegible] শিক্ষা (১ম ও ২য় ভাগ)

[illegible]

[illegible] ও ভাষা

[illegible]

[illegible]

[illegible] পালিকা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Barabodi...

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা

ও সমালোচনী

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্তৃক
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯—জুন, ১৯২২

সূচী

১। "প্রদীপখানি জ্বালিয়ে রাখিস" (গান)—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি-এল্ ৫১
২। স্নানযাত্রা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, এম্-এ ৫৪
৩। বিধবা (কবিতা)—শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন ৫৭
৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ দত্ত ৪০
৫। বঙ্গেশ্বরী (গান—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী; স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা) ৬৮
৬। ইতিহাসে রমণী—শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-টি ৫১
৭। পেপের উপকারিতা—শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত ৫২
৮। সোণার খাঁচা (উপন্যাস)—শ্রীযুক্ত ———
৯। পুস্তক-সমালোচনা ৬৫
(১) মতিচূর ২য় ভাগ ———
[শিশু-পাঠ্য পুস্তক হইতে উদ্ধৃত]
(২) কুরু-কথা—শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন

শ্রীযুক্ত আনন্দসুন্দর দত্ত এম্-এ কর্তৃক ৩৫ নং সাকুলার রোড, কেরুন প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত
ও ৩১ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷৵০। অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵০
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৹ (চারিআনা) মাত্র।

সেতার

'সাউন্ড' দেওদার কাঠ, মজবুত কাপ ৯৯৲
ঐ 'মেলীন' কান ২৫৲
.....সুরে মাতোয়ারা করে দেয়।

সেতার

'সাউন্ড' কাঠ, মাঝারী মাপ ১৮৲
ঐ ঝঙ্কারীন তার ১০ টুকি ২২৲
.....বিভোর করে দেয়।

উপরোক্ত সেতার উপযোগী যন্ত্র
৫০০ টাকা হইতে ১৫০০ টাকা পর্য্যন্ত।

ভোম্বার্কিন [illegible] সন্স
৮ নং [illegible]
[illegible]

মণ্ডল ফুলুট।

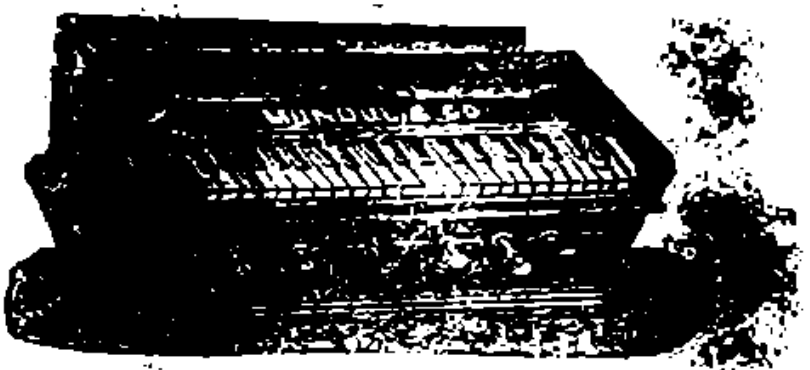

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতির দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত— বাঙ্গালীর এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফুলুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিটি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই বাঁশরী একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, আইভরি ৫ টোন ৬৲, ঐ সুক্ষ্ম কাজ করা ৭৲ টাকা। ঐ দুই সেট বাঁশী ৬ টোন এবং ১৫৲ টাকা।

এস এণ্ড কোং— নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেঙ্গল নার্শারী।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত—১৫ বৎসরের পুরাতন

গাছ ও বীজ রোপণ ও বপনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত আপনারা অর্ডার পাঠাইতে আর দেরী করিবেন না।

নূতন আমদানী আমেরিকান সব্জী-বীজের প্রতি তোলার মূল্য :—

বাঁধাকপি চেরিফ্রী হেডার ১৷০, রিড্‌স্যাণ্ড ড্রামহেড ও অক্‌পেট ১৷০, চ্যাপ্টান নারিকেলী, কাফ্রিকপি ইত্যাদি প্রত্যেক ১৲, ফুলকপি আর্লিস্নোবল ৫৲, রিমার্ক আলবিয়ার্স, সিনরমেণ্ডস্, আর্লি-প্যারিস প্রত্যেক ১৷০, ফুলকপি কেবারিট ১৲, ওলন্দাজ পালা ও বেগুনে প্রত্যেক ১৲, শালগম, লীডর ষ্টীট ও লাল পালা, কাল রঙ্গের মূলা প্রত্যেক ।০, বাঁধাহালার টমেটো, কাঁটাশূন্য ৬৲ সের বেগুন, লালের মিষ্টলঙ্কা, হরিদ্রা বর্ণের বড় পেঁয়াজ সেলেরি প্রত্যেক ১৲, লতমুখী লাল কপি, ব্রোকোলি, ঢেঁড়সের লাউ, কুমড়া, লাল পেঁয়াজ প্রত্যেক ৸০, আমেরিকান [illegible] ৵০ সের। উন্নতিশীল বীজের স্বাভাবিক বর্ণের অবিযুক্ত প্যাকেট [illegible] ১২ রকম ৸০, ১৫ রকম ৷৷০, ২৫ রকম ৫৷০, পটনাই ফুলকপি ৸০, পেঁয়াজ [illegible] কপি ৵০ (সের ৮৲), বোম্বাই মূলা ৵০ (সের ১২৲), ব্যাঙ্গালোরের [illegible] হাতি লম্বা বেগুন ৸০, কাঁটাযুক্ত বেগুন, লীফ আউল ।০, (সের ২৲) [illegible] উপযোগী ১৫ রকম দেশী বীজ ডাকখরচসহ ১৷০। মনোহর মরসুমী ফুলের বীজ প্রত্যেক রকম ।০ প্যাকেট, ৫ রকমের ৫ প্যাকেট ডাকখরচসহ ১৷০, আমেরিকান বীজ ৵০ প্যাকেট। অন্যান্য বীজের মূল্য ক্যাটালগে দ্রষ্টব্য। ১৲ টাকার কম মূল্যের বীজ [illegible] পাঠান হয় না।

[illegible] বিভিন্ন উদ্যানের পরীক্ষিত বৃক্ষের [illegible] ফল, ফুলের চারা ও কলম সর্ব্বত্র-প্রশংসিত, অকৃত্রিম ও সুলভ [illegible] প্রার্থনীয়। পত্র লিখিয়া গাছ ও বীজের ক্যাটালগ পাঠান হয়।

আপনি অবসর-কালে কি করেন? আজকাল যে দিন পড়িয়াছে [illegible] সময়ও [illegible] উচিত নয়। দিবসের প্রত্যেক মুহূর্তটীকে উপযুক্ত ভাবে [illegible] যে মস্তিষ্ক আবশ্যক, তাহা সকলের ভাগ্যে হয় না, [illegible] দেখা যায় না; কিন্তু তাহাদের মন রোগ, শোক, তাপে সদা [illegible] করিতেছে, যাদের মস্তিষ্কে ধারণাশক্তির লেশমাত্র নাই, বৈজ্ঞানিক মণিশঙ্কর গোপীনাথের গন্ধে [illegible] আমোদকারী [illegible] অতুলনীয় "মণি-তৈল" ১শিশি ব্যবহারে তাহাদের মন এত [illegible] ও শান্ত হয় এবং মস্তিষ্ক [illegible] পারণক্ষম হয় যে, স্বচক্ষে তাহার নেতৃত্ব [illegible] অনেকের চিকিৎসকেও উপেক্ষা করে [illegible] এতদর্থ মূল্য প্রতি শিশি [illegible] মাত্র। শাস্ত্রী ও কর্মশিও ইহার [illegible] পরম বন্ধু ইহা। [illegible] শোক-নিগ্রহ [illegible]

[illegible] বেলতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—(১) বড়বাজার শাখা, ৯।২ হেরিসন রোড, বড়বাজার, কলিকাতা; [illegible] ফ্লাইভ ষ্ট্রীটে হানিম্যানিষ্ট [illegible] (২) বৌবাজার শাখা, [illegible] চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ [illegible] কলিকাতা।

[illegible] ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় [illegible] প্রস্তুত থাকে। ঔষধ [illegible] সহরের অনেকগুলি চিকিৎসকের ঔষধালয়ে [illegible] প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, [illegible] ষ্টার, ষ্টিথস্কোপ, থার্মিটর, পিচকারী, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা [illegible] বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে [illegible] উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার [illegible] লাহিড়ী-কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ হইয়াছে।—মূল্য [illegible] হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার্থী [illegible] ছাত্রের জন্য

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। তখন গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। ব্যবহার মাত্রেই গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশি মূল্য ১৲ এক টাকা, ভিঃপিঃতে ১৷৵০; তিন শিশির মূল্য ২৷৷০, ভিঃপিঃতে ২৷৷৵০। এক গ্রোস ১০৮৲।

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লীকষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকাণি, গাত্র-স্ফোটক নানারূপ ক্ষত-প্রভৃতি কয়েকদিনেই শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

ইহার সামান্য সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই সামান্য সেবনমাত্রেই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়।

এক শিশি ১৷৷০ দেড় টাকা, ভি পিতে লইলে মোট ৸৵০ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২১ নং কলিকাতা।

যাহা হইবার নয়—যাহা কেহ কল্পনায় এ পর্য্যন্ত আনিতে পারেন নাই—সেই অসম্ভব সম্ভব হইতে চলিল। রমণীরঞ্জন চুড়ি এ-যাবৎ কেবলমাত্র গিল্টি করাই সম্ভব হইত—স্থায়িত্বের জন্য অন্য কোন ধাতুতে ইহা এ পর্য্যন্ত কেহই প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। আমরাই বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে ইহা প্রস্তুত করিয়াছি। কেমিক্যালের বিশেষ অন্য ধাতুর সহিত চুড়িই সাধারণে ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে একবার রমণীরঞ্জন চুড়ি এক সেট ক্রয় করিতে অনুরোধ করিতেছি। এক সেট পাঁচ টাকায় ক্রয় করিলে আপনার পাঁচ শত টাকার গিল্টির চুড়ির অভাব মোচন করিবে।

মূল্যাদি এক সেট ৮ গাছা ৫৲ পাঁচ টাকা।

"মায়াপুরী মেটালের" লক্ষ লক্ষ প্রশংসাপত্রের মধ্যে
স্থানাভাবে কেবল কয়েকখানিমাত্র প্রকাশিত হইল

সংবাদ পত্রের মতামত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"মায়াপুরী মেটাল" আবিষ্কৃত হইবার পর সমস্ত সংবাদপত্রে ইহার গুণ ... করিয়াছিল। স্থানাভাবে কয়েক খানি মাত্র উদ্ধৃত হইল।

"হিতবাদী" সংবাদপত্র। ... দেখিতে ঠিক সোনার চুড়ি ... ব্যবহারেও কম নষ্ট হইবে না। ... ইহা কিনিতে হইবে, তাহা নিশ্চিত।

"... সংবাদপত্র। ... মায়াপুরী মেটালের অলঙ্কারের ... করিবে ... কখন পালিস নষ্ট হইবে না। ... ইহাদের কারখানায় প্রস্তুত ... বা প্রবন্ধ ...

"... সংবাদপত্র। ... ইহাতে গহনার ... বিশেষত্ব ... ইহাদের সোনার ...

দৈনিক পত্র "সন্ধ্যা"—... করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে গহনার ... যায়। ইহাদের কাছে ... ইহাদের দোকানে মহাধুমধাম ব্যাপার।

"হাওড়া হিতৈষী" সংবাদপত্র লিখিয়াছেন—ইহা অবশ্য গহনা নহে ... গিল্টির গহনা ইহাদের গহনার কাছে হার মানিয়াছে। গহনার ... স্থায়িত্বকালস্থায়ী ... সুন্দর ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে।

"সমাজ" দৈনিকপত্র ... চুড়ি ... সুন্দর হইয়াছে। বিলাতী ... কেমিকেল ... গহনা যাহাতে ... ব্যবহার করা ...

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ"

স্বর্গীয় মহাত্মা ভূদেবচন্দ্র দত্ত, বি-এ, কর্ত্তৃক

৭০৬ সংখ্যা।

বৈশাখ, ১৩২৯। এপ্রিল, ১৯২২।

প্রদীপখানি জ্বালিয়ে রাখিস্

(সিন্ধু ভৈরবী - একতালা)

প্রদীপখানি জ্বালিয়ে রাখিস্ :—
যদিই আসে ঝড়ের রাতি
আঁচল দিয়ে আড়াল করিস্।

যদিই কভু নিভেই যে
প্রাণপণে তুই জ্বালিস্
বন্ধ ঘরের অন্ধকারে
একলা পড়ে নাহি থাকিস্!

[illegible]
একটি ফোঁটা
[illegible]

[illegible]
চেয়ে থাকিস্ [illegible]
যদিই কাজের শেষে পরে
স্মরণ করে [illegible]

শ্রীনির্ম[illegible]

সূর্য্যপূজা

পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে, [illegible] ভারতীয় কুষ্ঠরোগ সাম্ব পাকড়াশী [illegible] করিয়াছিলেন। সূর্য্যদেবের [illegible] মুলতান-নগরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, [illegible] সেই সম্ভবতঃ নাম মূলস্থান। পুরাণোক্ত [illegible] স্থাপিত সূর্য্যপ্রতিমার পরিচর্য্যার নিযুক্ত পণ্ডিত [illegible] অনুমান হয়েন

[illegible] আলোচনা করিব। আমরা [illegible] ও অন্যান্যত্র এই [illegible] পাইতেছি।—বর্তমানে [illegible] পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ [illegible] নীচ পাথর বুট [illegible] ইহাদের [illegible] হইলেই [illegible] দিগের। অন্য কোন [illegible] এইরূপ বুট [illegible] পাওয়া যায় না। [illegible] ভাণ্ডারকার বলেন যে, ইহা-[illegible] ভাষার ঐত্য (Aivya-[illegible]) বলে এবং বর্তমান পার্শি-সম্প্রদায় [illegible] এই শব্দ [illegible] করিয়া থাকেন। [illegible] অবাগের এইরূপ [illegible] বেষ্ঠ, খাদিরক, ব্লাক্স প্রভৃতি এক [illegible] কতকগুলি; সূর্য্যে বাস করিয়া [illegible] বাহিরে এতদ্ব্যতীত অন্য [illegible] করিয়া [illegible] এবং পশ্চিমে আসিয়া [illegible] (পারস্যের ভূমিতে) [illegible] উদ্ভব দিয়া অবাগে [illegible] তাহার [illegible] এবং সমাপন করিলেন। সূর্য্যদেব [illegible] (মানুষের) প্রতি প্রীতি-হেতু [illegible] [illegible] সম্প্রদায়ে [illegible] [illegible] [illegible]

কিরূপ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা এখন জানিতে পারা যায় না। আলিবর্দ্দি তাঁহার আক্রমণ-বৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছেন যে মূল-সূর্য্যমূর্ত্তি রক্তবর্ণ-চর্ম্মে আবৃত ছিল।(১) কোণার্কের সূর্য্যমন্দিরের সূর্য্যমূর্ত্তি কিরূপ ছিল, তাহাও এখন নির্ণয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। পুরীর জগন্নাথ-দেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি সূর্য্যমন্দির আছে। তাহার অভ্যন্তরস্থ মূর্ত্তির বিষয়ে শ্রীযুক্ত জগবন্ধু সরকার তাঁহার মন্দিরের কথায় লিখিয়াছেন—(২) "জানিতে পারা যায় যে, পুরীর সূর্য্যমূর্ত্তিটি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর রাজত্ব-কালে কোণারক হইতে পুরীতে আনীত হয়। সম্ভবতঃ পৃঃ ১৭২১ অব্দে উহা তথায় রক্ষিত হইয়াছিল। এই মূর্ত্তিটী প্রাচীন হইলেও ইহার তেমন শিল্প সৌন্দর্য্য নাই। মূর্ত্তির দুই হাতে সনাল পদ্মফুল আছে।" এই মূর্ত্তিতে সূর্য্যদেবের পাদদ্বয় কিরূপ আছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। সরকার-মহাশয় ছেনি-হাতুড়ি মূর্ত্তির উরুদেশ-পর্য্যন্ত কাটিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।" সরকার-মহাশয় আরও লিখিয়াছেন যে, "বাঙ্গলা-পঞ্জীতে লিখিত আছে যে, কোণার্কের সপ্তাশ্বসহ সূর্য্য ও ছত্র মূর্ত্তি [illegible] পুরুষোত্তম-দেবের রাজত্বকালে পুরী [illegible] যোজন-দাসে স্থানান্তরিত হয়। [illegible] সূর্য্য-মন্দিরে যে মূর্ত্তি [illegible] অনেকের মতে ইহাই সেই সূর্য্য [illegible] (৩) একদিকে ভারতবর্ষে [illegible] মন্দির, মুলতানের সূর্য্যমন্দির ও কোণার্কের সূর্য্যমন্দির পরিত্যক্ত হইয়া কোণার্কের সূর্য্যমন্দির সাগরের নিম্নবর্ত্তী প্রতিষ্ঠিত মন্দির, এরূপ প্রবাদ আছে। [illegible] সংহিতায় এইরূপভাবে বর্ণিত আছে, [illegible] বাহি,(১) এ নে বুদ্ধেলখণ্ডে পাহুরোহর [illegible] পদ্ম সূর্য্যমন্দিরের "গর্ভগৃহের প্রবেশ [illegible] উপরে তিনটী সূর্য্যমূর্ত্তি এবং গর্ভগৃহের [illegible] প্রায় ৫ ফুট উচ্চ পদ্মফুলের উপর দণ্ডায়মান দ্বিভুজ সূর্য্যমূর্ত্তি আছে। ইহাই মন্দিরের প্রধানতম বিগ্রহ।(২) গুজরাট-দেশের সূর্য্যমন্দিরই [illegible] ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ [illegible] ঈশ্বর। ইহাতে সূর্য্যের প্রতিমা কিরূপ আছে [illegible] আমরা জানিতে নহি। মন্দিরটী [illegible] ঐ বিষয়ে আমরা যে কয়ে [illegible] তাহার উল্লেখ করিয়াছি। উহাদের অধ্যায়-টিপ্পনে [illegible] কিন্তু তাহা বিষয় গুরুদাস বাবুর [illegible] নাই। তবে সকল মূর্ত্তিতেই [illegible] পদ্মফুল থাকিত হয়। [illegible] রোমীয় চিহ্ন আছে কি-না, তাহা [illegible] তিব্বতে একটী সূর্য্যমূর্ত্তি আছে, তাহার তিনটী মুখ; মূর্ত্তিটী দ্বিভুজ। যে ভক্তা, বিষ্ণু ও [illegible] এই দেবতাত্রয়ের [illegible] বায়, এই অর্থ প্রকাশ করিতেছে।(৩) সূর্য্যমূর্ত্তির সম্বন্ধে [illegible] আলোচনা [illegible] তাহাতে পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] কৃষ্ণিত রূপণ-প্রবন্ধে [illegible] নূতন আলোক-[illegible] উপাদানের বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারা যায় না। এক বুদ্ধমূর্ত্তি ব্যতীত [illegible]

(১) কোণার্ক [illegible] কথা [illegible]

(২) [illegible] প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২১

(১) কোণার্ক মন্দিরের কথায় [illegible] হইতে কয়েকটী [illegible] উদ্ধৃত করিয়াছি।

(২) [illegible] ১৮২।

(৩) [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

তৃতীয় অধ্যায়।

[illegible] করিব না বলিয়া [illegible] ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই উত্তর শ্লোক [illegible] করিয়া ভক্ত শুদ্ধবুদ্ধি [illegible] রহিলেন, তখন ভগবান তাঁহার [illegible] এবং আপনের মতাবলম্বী বোধিয়া [illegible] দ্বারা তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া [illegible] তাঁহার ও উপদেশ দিয়া উহাকে [illegible] করিতে আরম্ভ করিলেন।

অর্জুন প্রথম দুইটি শ্লোকে [illegible] করিয়াছেন,—? (১) [illegible] প্রকাশ করেন; তাহা [illegible] হইবে, এবং (২) [illegible] করিতে হইবে, তাহাতে [illegible] হইবে। ইত্যাদি কারণে [illegible] ভগবান এই [illegible] অর্জুনের ভ্রম [illegible] দ্বারা ইহা দেখা যাইবে, ইহাই বুঝাইতেছেন। প্রকৃতপক্ষে উত্তর উপদেশ এইখানে হইতেই আরম্ভ হইতেছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে [illegible] ও ক্রিয়া-যোগ, এই উভয় যোগের উপদেশ প্রদান করিয়া অর্জুনের এই আশঙ্কা নিবারণ করিয়া আরও [illegible] তাঁহাকে উৎসাহিত ও নিযুক্ত করিতেছেন।

জ্ঞানযোগ অথবা জ্ঞানযোগ একটি কিছু [illegible] বিচারদ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার [illegible] হয়। ইহাকেই জ্ঞান-পথ বলা [illegible] বিচার-দ্বারা সিদ্ধ হয় বলিয়া সাধারণ [illegible] জ্ঞানযোগ ইহার নাম হইয়াছে। [illegible] প্রাণায়াম ও মনঃ প্রভৃতি দ্বারা চিত্ত সমাহিত ও পরিশুদ্ধ করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত যুক্ত আত্মা অনুভব করার নাম ক্রিয়া যোগ বলে।

[illegible] ভাবিয়া যায়
[illegible] হয় না এবং যাহাকে
[illegible] তাহা চিরকালই একরূপ
[illegible] এই যোড়শবর্ষ দেহ-ধারণ
[illegible] শুষ্ক শোক
[illegible] সেই
[illegible] আত্মা
[illegible] সর্ব-
[illegible] তাহার জন্য শোক ও [illegible] কেন?
[illegible] কখনও ছিল না, তাহা কখন হয় না;
[illegible] তাহাও কখন বিনষ্ট হয় না।
[illegible] চিরদিনই থাকিবে কিন্তু বালা,
[illegible] কখনই হইবে না। আর মৃত্যু, যাহা
[illegible] বিষয় হইতে তাহা কি তা জান? [illegible]
[illegible] অবস্থার প্রাপ্তিমাত্র। দেখ,
[illegible] যৌবন অবস্থা পাইয়াছ এবং
[illegible] কি কোন অবস্থায় আছে,
[illegible] না, সে তুমি এখনই ?
[illegible] ইহা যেমন অতি নিশ্চিত,
[illegible] তেমনি একটি দেহ ছাড়িয়া আর একটি
[illegible] অবস্থান্তরপ্রাপ্তি তাহাতে
[illegible] বিষয় তো কিছুই দেখিতেছি না।
[illegible]—লোকে যে বস্ত্র জীর্ণ হইলেই
[illegible] করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান,
[illegible] তাহাতে দেহ-পরিধান-কর্তার
[illegible] পরিবর্তন হয় কি? তবে কেন
[illegible] হইতেছ?

[illegible] দেখুন, যদি তুমি মনে করিতে
[illegible] সকলে এই প্রথম ভঙ্গীটি তাহা
[illegible] শোক করিতে পার না।
[illegible] দেখিতেছ না [illegible] মৃত্যু

এবং মৃত্যুর [illegible] অবশ্যম্ভাবী? ইহা নিবারিত হইবার নহে, ইহা অকাট্য নিয়মে আছে, তবে বৃথা শোক করিবার কোন [illegible] দেখিতেছি না। আর দেখ, [illegible] অবশ্য হইবেই আসে হয়, যথা বাল্য [illegible] আমার অতি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া শোক কেন? [illegible] মধ্যমকে চৈতন্যরূপে নিত্য অবিনাশী তাঁহার বিষয় আশ্চর্যরূপে বর্ণন করে, আশ্চর্যরূপে করে এবং আশ্চর্যরূপে শ্রবণ করিয়াও [illegible] বুঝিতে পারে না।"

"এছাড়া তুমি যদি তোমার নিজের [illegible] প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখ, তাহা হইলেও [illegible] করিবার কারণ পাইবে না। তুমি [illegible] হইয়া ক্ষেত্র অর্থাৎ কার্য্যকর শরীর সহ [illegible] গ্রহণ করিয়াছ। তোমাকে এই [illegible] করিতেই হইবে। নহিলে [illegible] তোমার নিন্দা করিবে। হয় তো লোকে বলিবে, তুমি ঘোর [illegible] পরিত্যাগ করিয়া [illegible] এইরূপে কত লোকে তোমার [illegible] কথা বলিবে। তাহা হইলে তাহা তোমার [illegible] পরিতাপেরই বিষয় হইবে। [illegible] বৃথা লোকের অকীর্তি-ঘোষণা মৃত্যু [illegible] হইয়া থাকে আর এ [illegible] হইলেই তোমার নিকট উপস্থিত হইবে। ইহাকে তোমার পরম সৌভাগ্য। [illegible] কণ্টকযুক্ত উদ্ঘাটিত [illegible] স্বরূপ। যে [illegible] এ যুদ্ধ প্রাপ্ত হয়, সে পরম সুখী। [illegible] নহিলেও স্বর্গ [illegible] এবং জয়ী হইলেও [illegible] ভোগ করার অর্থাৎ অতীব তোমার [illegible] অধীন হইবে। এই উঠ, [illegible] উদ্যোগী হও; [illegible]

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এই ধর্মযুদ্ধ ব্যতীত আর অন্য শ্রেয়ঃ নাই। এ ধর্মযুদ্ধ যদি তুমি ত্যাগ করিয়া ছাড়, তাহা হইলে পাপগ্রস্ত হইবে এবং স্বধর্ম ও কীর্তি বিনষ্ট হইবে। এখন তুমি সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, এবং জয়-পরাজয় সকলই সমান জ্ঞান করিয়া যুদ্ধ করিতে থাক, তাহা হইলে আর পাপভাগী হইবে না।'

এই রূপে ভগবান্ অর্জুনকে সাংখ্য-যোগ বা জ্ঞান-যোগের কথা বলিয়া বলিতেছেন, 'হে পার্থ, এখন আমার নিকট হইতে ক্রিয়া-যোগের কথা শুন। এই ক্রিয়াযোগ-বিষয়িণী বুদ্ধি বা জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে আর তুমি কর্মে আবদ্ধ হইবে না। এই ক্রিয়াযোগের আরম্ভ কখনই নিষ্ফল হয় না। ইহাতে কোনরূপ বিঘ্নও হয় না। উহার অল্পমাত্র অনুষ্ঠানেও মহৎ ভয় অর্থাৎ সংসারে পুনঃ পুনঃ-মরণ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারা যায়। এই নিষ্কাম-কর্মযোগ-সম্বন্ধীয় বুদ্ধি একপ্রকারই হইয়া কিন্তু সকাম লোকদিগের বুদ্ধি নানা-প্রকার হয়। কারণ, যাহারা বেদের অর্থবাদে মুগ্ধ হইয়া স্বর্গ-কামনায় নানা ভোগৈশ্বর্য-প্রাপ্তির আশয়ে কর্মকাণ্ডের বিস্তীর্ণ কর্মজালে বদ্ধ হইতে আবদ্ধ হয়, তাহাদের বুদ্ধি কখনই ঐকাগ্র্যশালিনী হয় না; এবং তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত না হওয়াতে তাহারা নির্বাণ-মুক্তি প্রাপ্ত হয় না। কারণ, বেদ-সকল ত্রিগুণ-বিষয়ক। তুমি নিষ্ত্রৈগুণ্য হও, নিত্য-সত্ত্বস্থ হও, যোগ-ক্ষেম ত্যাগ করিয়া আত্মপরায়ণ হও এবং যোগক্ষেমের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাপ্ত বিষয়ের জন্য আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হইও না এবং প্রাপ্ত-বিষয়ের রক্ষণেও চিন্তাযুক্ত হইও না। যেমন সমস্ত কূপ জলপ্লাবিত হইলে লোকে যেরূপ ক্ষুদ্র জলাশয়ের অন্বেষণ করেন, তেমনই ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে আর কর্মকাণ্ডে কেহই অনুরক্ত হয় না। যোগ অনুষ্ঠান করিবার তুমি অধিকারী ও উপযোগী, তাই তুমি তাহা করিতে থাক। ফলের প্রতি লক্ষ্য করিও না। ভগবানের দ্বারে নিষ্কামভাবে কর্মযোগের অনুষ্ঠান কখনও নিষ্ফল হইবে না। তুমি তাহা করিয়া এবং [illegible] ত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া [illegible] সিদ্ধি-অসিদ্ধি সমজ্ঞান হইবে। সমত্বই যোগ। [illegible] সমত্ববুদ্ধি পাইলে তাহারা পরমপুরুষ অনুভব করিতে পারিবে। কিন্তু ইহার [illegible] যে, এই ক্রিয়াযোগ জ্ঞান হইতে অনেক বিষয়ে সুসুধা সেই জ্ঞানই লাভের উহা যে [illegible] যাহারা অনুভব [illegible] তাহারা অনিত্য [illegible] হইলে জ্ঞানের উপর [illegible] মানুষ চরম [illegible] উভয় প্রকারের পরিত্রাণ পায়। [illegible] জ্ঞান মিশ্র যোগে [illegible] করিয়া [illegible] যোগরূপ জন্ম-মরণ আর পায় না [illegible] তুমি যোগরূপ অনুভব পাইবার নিমিত্ত [illegible] হও। কিন্তু সেই যোগানুভূতি [illegible] যোগেরই এক প্রভাব সুসংলগ্ন হইয়াছে [illegible] হয়। তাহা প্রাপ্ত হইয়া অবচ- [illegible] করিয়া চিত্তশীল ব্যক্তিরা জন্ম-মরণ হইতে মুক্ত হইয়া অক্ষরপদ পাইয়া থাকেন। তুমিও যখন এই ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান করিতে করিতে তোমার বুদ্ধি এই অতিগহন [illegible] উত্তীর্ণ হইবে, তখনই শ্রোতব্য এবং শ্রুতিতে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে।' এই প্রকারে ভগবান্ ক্রিয়া যোগের প্রশংসা করিলেন। কিন্তু ক্রিয়া-যোগটি কি কি প্রকারে তাহা

বুঝিলেন যে, ভগবান্ কখনও জ্ঞানযোগের প্রশংসা করিলেন আবার কখনও বা নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিলেন। সুতরাং অর্জ্জুনের মনে সংশয় হইল যে এই দুইটির মধ্যে শ্রেয়স্কর কোনটি হেয়? তাই ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই দুই প্রকার কর্ম্মের মধ্যে আমার কোনটি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন। আমি কিসেতে হইয়া শান্তি প্রাপ্ত হই।'

শ্রীভগবান্ বলিলেন, 'হে অর্জ্জুন, আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুই প্রকার নিষ্ঠার বা যোগানুষ্ঠানের কথা বলিয়াছি। কারণ, সংসারে সকল লোকের এক প্রকৃতি নহে। কতকগুলি লোক স্বভাবতঃ সাংখ্যযোগ আলোচনা করিবার উপযুক্ত, সুতরাং তাহাদের জন্য সাংখ্যযোগের উপদেশ দিয়াছি, আবার কতকগুলি লোক ক্রিয়াযোগ-সাধন করিবার উপযুক্ত, তাই তাহাদের জন্য ক্রিয়াযোগের উপদেশ দিয়াছি। এখন সার কথা এই যে, ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান না করিলে লোকে নৈষ্কর্ম্ম্য জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত হয় না। তাই কথা প্রসঙ্গে তোমাকে ইহাও বলিয়াছি, বিশেষতঃ কেহ কর্ম্ম-সন্ন্যাস হইতেও সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে না।' এ-সকল কথার মধ্যে গূঢ় ভাব যাহা আছে তাহা বোঝা আবশ্যক।

শ্রীভগবানের আর উপদেশ এই যে জ্ঞান-নিষ্ঠা অর্থাৎ জ্ঞানযোগ বা সন্ন্যাস হইতেই মুক্তি হইয়া থাকে। আর্য্যঋষিদের সকল শাস্ত্রেরই এই এক শেষ সিদ্ধান্ত। কর্ম্মকাণ্ডের নানা-ধর্ম্ম-করণ কেবল চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞান-যজ্ঞ উদিত হইবার নিমিত্ত গৌণ সাধন মাত্র, কিন্তু জ্ঞানই মুক্তির সাধন ও মুখ্য সাধন। এই গীতা-শাস্ত্রের সেই এক সার সিদ্ধান্ত বলিতে হইবে। কিন্তু ভাল ক্রিয়া-যোগানুষ্ঠান ভিন্ন চলিতে হয় না। সেই জন্যই ভগবান্ তাঁহার যুক্তি বলিতেছেন। কিন্তু ক্রিয়াযোগটি কি অথবা কি প্রকারে আচরণ করিতে হইবে, তাহা এখনও বলিতেছেন না; তাহা পরে বলিবেন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, 'হে অর্জ্জুন, মানুষ এই ক্রিয়াযোগ স্বভাবতঃ প্রকৃষ্টরূপে অনুষ্ঠান না করিয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না। স্বভাবিক প্রকৃতি গুণের অর্থাৎ কর্ম্মের ও তৎ-ফলের দ্বারা পোষিত ও উত্তেজিত হইয়া মানুষ অবশভাবে তাহার অনুষ্ঠান করিতেছে, কিন্তু সদ্‌গুরুর উপদেশানুসারে তাহা আত্মিক পূজক হইতেছে। মানুষ কর্ম্মেন্দ্রিয়-সকলকে নিশ্চেষ্ট রাখিয়া মনে মনে বিষয়-চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিষ্ক্রিয় হইয়া কাল কাটাইতেছে। তবে এই ক্রিয়াযোগ কেবল ভাব-আরোপণ করা আবশ্যক কারণ, যাহারা মুক্ত ও আসক্তিবিহীন হইয়া না করিলে এই মনুষ্যলোকে তাহা বন্ধনের কারণ হয়। এ ছাড়া কিছুনা কারণ, দেখ, মানুষ এই প্রাণবন্ধের সহিতই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহাকে লইয়াই স্বভাব-প্রেরিত হইয়া সে তাহার অনুষ্ঠান করিতে থাকে। ইহার দ্বারা দেহ রক্ষা পায় বলিয়া তাহাকে নিত্য ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং এই প্রাণস্পন্দনের বন্ধনকারী ও মুক্তকারী দুইটি প্রাণবন্ধ হইতেই, যাহাকে এই গীতা-শাস্ত্রে মুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, মানুষ নিষ্ক্রিয়তা হইতেই মুক্ত হইয়া থাকে। এই অনুষ্ঠান করিলেই মানব-দেহে একটি সাম্যাবস্থা উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতেই ব্রহ্মে-তাদাত্ম্যপ্রাপ্তি হইয়া নির্ব্বাণ হয়। (ক্রমশঃ

শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস

ঝড়ের তরী।

[রচনা—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী-চৌধুরাণী]

ঈশান কোণে বেগ উঠেছে, বইছে ঝড়ের হাওয়া,
ওরে মাঝি, 'সামাল' 'সামাল,' কঠিন হবে যাওয়া।
মাতাল হয়ে বইছে নদী, সামাল সামাল বাদ্‌বে রবি,
জোরের মুখে বাদ্‌ সে ভেঙে, তার হবে কূল পাওয়া।
বইছে বাতাস ঘর বেগে, কাঁপ্‌ছে তরী (পালে লেগে),
চাক্‌ল আকাশ কালো মেঘে, যায় না-ক চোক্‌ চাওয়া।
ঝড়ের মুখে নামিয়ে নে' পাল, জোর্‌ করে তুই ধর্‌ হাল,
জান্‌ না পারিস্‌ পৌঁছবি কবে, শেষ হবে তোর বাওয়া।
ওরে মাঝি, সামাল—সামাল, বইছে ঝড়ের হাওয়া।

[স্বর ও স্বরলিপি, শ্রীমতী মোহিনী সেন]

বাউল্‌ সুর—জলদ একতালা।

২ ৩
I সা রা -গা । সা -রা রা I -গপা -া ধা । পধা -নধা
II পা ম্‌ -া । পা -ধনা ধা I -সা র্‌ -া ঋর্‌ । সা -ধনা
সা ন কো ০ ০ মে ০ ০ ০

১ ২ ৩
ধা । পা গরা -া I সা ম্‌ পা । রা -সা ০
গা । ধা পা -া I -া । রা । সা -া
কে ঝ ড়ে ০ ০ ০ ০ ০ ০

১ ২ ১
I সা -পা ০ পা । পা -ধনা ধা I পা ধাঃ -ঃ। পধনাঃ সা -ঃ।
ও ০ রে মা ঝি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

০　　১　　২´　　৩

।[ধা　পধাঃ　-ঃ। গা　-রা　রা I সা　-রা　গা। রা　-সা　-া] II
।{পা　গপাঃ　-ঃ। গা　-া　রা I গা　-পা　ধা। ধা　-া　-া}।
ক　ঠি০　ন　হ　০　বে　ষা　০　ও　য়া　০　০

০　　১　　২´　　৩

।[সা　সধ্‌াঃ　-ঃ। সা　-রা　রা I মা　পা　গা। সা　-রগা　গা]।
II{পা　গপাঃ　-ঃ। গা　-রা　রা I সা　রা　রা। গা　-রা　সা}।
মা　তা০　ল্‌　চ　০　বে　ব　ই　ছে　ন　০　দী

০　　১　　২´　　৩

।গা　রা　-গগা। গা　পা　-পপা I পা　-া　ধা। পধর্সা　-নর্সা　র্সা।
সা　মা　০ল্‌　সা　মা　০ল্‌　বা　চ্‌　বি　ব০০　০০　দি

০　　১　　২´　　৩

।পপা　ধা　-া। পা　-ধনা　ধা I পা　-ধধা　নধা। র্সর্সা　ধা　-র্সা।
ব্রো　ভে　র্‌　মু　খে　ষা　০স্‌　নে০　ভে০　সে

০　　১　　২´　　৩

।{পাঃ　-ধধা　নধা। পা　ধা　-পগা I সরা　-গপা　ধর্সা। নধা　-পগা　-রসা}II
ভা　০র্‌　ত০　বে　কু　০ল্‌　পা০　০০　ও০　য়া০　০০　০০

০　　১　　২´　　৩

০।[পা　-পা　গা। সা　রগা　-সরগা I পা　পা　-া। ধা　-া　ধা]।
II{সা　-ধ্‌া　সা। সা　রগা　-া I সা　রা　-া। সা　-রগা　রগা।
ব　ই　ছে　ষা　তা০　স্‌　খ　র　০　বে　০০　গে০

০　　১　　২´　　৩

।পা　-া　ধা। পা　-ধর্সা　ধর্সা I পা　র্সা　-র্গর্সা। র্গা　-র্রা　র্গা}।
কাঁ　প্‌　ছে　ভ　০ঁ　য়ী০　পা　লে　০০　লে　০　গে

০　　১　　২´　　৩

।র্রা　-া　র্সা। ধনাঃ　ধা　-ঃ I পা　-গপা　ধা। পধা　-র্সধা　-পগা।
চা　ক্‌　ল　ঞা০　কা　শ　কা　০০　লো　মে০　০মে　০০

- ২´ ৩
। রা -। গা। পগপধা পা -। I সা -রগা রগা। রসা -রা -সা II
বা ব না ক••• লো কু ঞ্জ •• ও• য়া• • •

• ১ ২´ ৩
। [র্সা ধা -। না -ধা পা I গা পা ধা। র্সধা র্সা -।]।
II[পা ধা -পধা। র্সা -না র্সা I র্সা র্রা র্সধা। র্সা র্সা -। ।
ক ড়ে •র মু • খে না মি য়ে• নে' পা ল্

• ১ ২´ ৩
। র্সা -: র্সর্রা। র্রা র্গা -। I র্সা: -: র্গা। র্রা র্সধা: -র্স:}।
ঝো র্ ক• রে তু ই থা কৃ ধ রে হা• ল্

১ ২´ ৩
। পা -। ধা। পধনা: ধা -: I পপা র্সধা পধর্সা। না -র্সা -। ।
আ জ্ না পা•• রি স্ পৌ ছু• বি•• কা • ল্

• ১ ২´ ৩
। পা -। ধা। নধনধা ধা: -: I পা -গা রা। সা -রা -সা ।
শে ষ্ হ বে••• তো র্ ঞ্জ • ও ষা • •

• ১ ২´ ৩
। {র্সা -। র্রা। র্সা -ধা রা I র্সা র্সর্রা- -র্গর্গা। র্রা র্সা -র্সর্সা।
ও • যে মা • ঝি সা মা• •ল্ সা মা •ল্

• ১ ২´ ৩
। গা -। পা। ধা ধা: -: I র্সর্রা -র্সধা পগা। সরা -গরা -সা]II II
এ ই ছে ক ড়ে র্ হা• •• ও• য়া• •• •

ইতিহাসে রমণী।

পৃথিবীর যে-কোন রাজত্বে যাইবার যেমন শত পথ আছে, ভগবানের রাজ্যে পৌঁছিবারও সেইরূপ বহু পথ আছে। যদি কাহারও ক্ষতি না করিয়া আন্তরিক বিশ্বাসের সহিত আপনার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করা যায়, তাহা হইলে যে-কোন ধর্ম্মই স্বর্গের পথ দেখাইয়া দিতে পারে। ইংলণ্ডের অষ্টম হেনরীর দুহিতা রাণী মেরীর কিন্তু ধারণা ছিল যে রোমীয় খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বিগণ ব্যতীত অন্য কেহ স্বর্গরাজ্যের অধিকারী নহে এবং যাহারা এই ধর্ম্মাবলম্বী নহে, তাহারা মহাপাপী এবং সেই পাপের দণ্ডস্বরূপ তাহাদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে হইবে।

ধর্ম্মের নামে অত্যাচার মেরীই যে প্রথম আরম্ভ করেন, তাহা নহে; অন্যান্য দেশেও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের সময়ে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের উপরে অত্যাচার করা হইত এবং কখন কখন তাহাদিগকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করাও হইত। মেরীর পিতা ও ভ্রাতার রাজত্বকালে এরূপ অত্যাচার করা হইয়াছিল। মেরীর স্বামিবংশ এরূপ অত্যাচারের জন্য ইউরোপে বিখ্যাত ছিল। মেরী স্বয়ং রমণী হইয়া নিষ্ঠুরা হইয়াছিলেন; এই জন্য এই অত্যাচারের মধ্যে একটি অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। ধর্ম্মের নামে তিনি যে অত্যাচারের স্রোত বহাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নাম ইতিহাসে অভিশপ্ত হইয়া আছে। তিনি সংস্কৃত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন বলিয়া তাঁহার আদেশে এই ধর্ম্মাবলম্বী ২৭৭ জন নরনারীকে জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ করিয়া তাহাদিগের প্রাণনাশ করা হইল। কিন্তু যাহারা সংস্কৃত খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, ঐ অত্যাচারে তাহাদিগের মনে ভীতি উৎপন্ন না হইয়া বরং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভাব জাগরিত করিল। ইংলণ্ডের একজন পণ্ডিতের মতে দলন-নীতির দ্বারা যে কোন সত্যকে দমন করা যাইতে পারে। কিন্তু ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ মেরীর রাজত্ব-কালে যেরূপ নির্ভীকচিত্তে দলে দলে সত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল, তাহাতে এই মত ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতে কাহারও দ্বিধা বোধ হয় না। এরূপ মত ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার না করিলে যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য অকাতরে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহাদিগের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়।

মেরী এত করিয়াও আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ তাঁহার জীবনে তিনি কখনও শান্তিভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। স্বামিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হতভাগিনী মাতার স্মৃতি তাঁহার বাল্যজীবন বিষময় করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার বিবাহিত জীবনও সুখের হয় নাই। মেরী স্বামীকে ভালবাসিতেন কিন্তু তাঁহার স্বামী তাঁহাকে ভালবাসিতেন না; কারণ, তাঁহার রূপ, স্বাস্থ্য, কিছুই ছিল না। পারিবারিক জীবন অশান্তিময় হইলে লোকে শান্তিলাভের জন্য ধর্ম্মের প্রতি মনোনিবেশ করে। ধর্ম্মসম্বন্ধে মেরীর যে ধারণা ছিল, তাহা উদার নহে। তিনি উৎপাড়নের দ্বারা আপনার ধর্ম্মকে ইংলণ্ডে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন। যাহারা আপন ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিল, তাহাদিগের

সাহস দেখিয়া দেশবাসী বিস্মিত হইল। যাহারা ধর্ম্মের জন্য অটল বিশ্বাসে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল, তাহাদিগের জন্য জনসাধারণের চিত্ত করুণা ও সহানুভূতিতে পূর্ণ হইল। সমগ্র দেশে ঘৃণা ও অসন্তোষের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

তাহার পর ইংলণ্ডবাসী শুনিল যে, ফরাসী দেশস্থিত ক্যালে বন্দর, যাহা তৃতীয় এডোয়ার্ডের সময় ইংরাজগণকর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল এবং যাহা দুইশত বৎসরের অধিককাল ইংলণ্ডের অধীন ছিল, তাহা ফরাসী সেনাপতি জয় করিয়া লইয়াছেন। মেরী স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ইংলণ্ডের প্রধান মুকুটমণি ক্যালে বন্দর ইংলণ্ডের হস্ত হইতে স্খলিত হইল। প্রকৃত লাভক্ষতির দিক্ হইতে দেখিতে গেলে বলিতে হইবে, ইহাতে ইংলণ্ডের বাস্তবিকই কোন ক্ষতি হয় নাই; কিন্তু ইংলণ্ডবাসিগণ তখন তাহা বুঝিল না। পরাজয়ের অপমান তাহাদিগের বক্ষে শেলের মত বিদ্ধ হইয়া রহিল। মেরীর অন্তরেও দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। পূর্ব্বেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল। তিনি অন্তিম শয্যায় শায়িত হইয়া গভীর মর্ম্মপীড়ায় বলিলেন, 'যখন আমার মৃত্যু হইবে, ক্যালের নাম আমার হৃদয়ে ক্ষোদিত রহিবে।'

শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়।

পেঁপের উপকারিতা।

পেঁপে যদিও আমাদের দেশীয় ফল নহে, তথাপি বহুকাল হইতেই ইহা ভারতবর্ষের নানা স্থানে উৎপন্ন হয়। সর্ব্বাপেক্ষা সিংহল ও শ্রীহট্টের পেঁপেই উৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাত। শুনা যায়, পেঁপের উৎপত্তি-স্থান আমেরিকা এবং কলম্বসের আমেরিকা-আবিষ্কারের পর পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে এই ফলের প্রচার হয়।

পেঁপের উপকারিতার বিষয় সকলেই অবগত আছেন। ইহা কাঁচা অবস্থায় তরকারী ও পাকা অবস্থায় সুমিষ্ট ফলরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার বিরেচক-গুণের জন্য পরিপাক-শক্তির সহায়তায় ইহা সবিশেষ উপকারী। এই গুণের প্রত্যক্ষ পরিচয় মাংসোপজীবীমাত্রেই অবগত আছেন। মাংস সিদ্ধ না হইলে কিংবা সিদ্ধ হইতে বিলম্ব হইলে, একটী কাঁচা পেঁপে কিংবা কিছু কাঁচা পেঁপের রস মাংসের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে, মাংস শীঘ্রই সুসিদ্ধ হয়। সুপারিরও এইরূপ মাংস-সুসিদ্ধ করণের ক্ষমতা আছে।

পেঁপের মধ্যে এই হজমকারী বা পচনকারী যে পদার্থ আছে, তাহাকে রসায়ন-শাস্ত্রে পেপেন কিংবা পেপেওটিন বলে। এই পেপেনের আরক অন্যান্য দেশে ঔষধ ও নানা খাদ্যের সহিত বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার জন্য আমেরিকার নানা প্রদেশে ইহার বহুল পরিমাণে চাষ হয়। আমাদের দেশে যদিও আজকাল পেপেন-আরক ঔষধের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে, কিন্তু পেঁপের চাষ সেরূপ পরিমাণে বিস্তার লাভ করে নাই। ভারতবর্ষে,

বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে পেপের চাষ বহুল পরিমাণে হইতে পারে। এমন কি যদি প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে দুই চারিটি করিয়া পেপে গাছ লাগান হয়, তাহা হইলে পেপের ফল ভিন্ন ইহার রস সংগ্রহ করিয়া, তাহা হইতে পেপেন প্রস্তুত করিয়া বিদেশে চালানের ব্যবসায় করা যাইতে পারে।

পেঁপে গাছ পুতিবার ৫।৬ মাসের মধ্যেই ফুল হয় এবং ৪ বৎসর হইতে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত ফল দেয়। কিন্তু ফল ৪।৫ বৎসরের বেশী বড় ভাল হয় না। ইহার ফল বেশীর ভাগ বর্ষার সময় ফলে। কিন্তু প্রায় বৎসরের সকল সময়েই ইহার ফল পাওয়া যায়। পেপের মধ্যে জলীয় ভাগই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ; ইহার অন্যান্য উপাদান ও নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

জলীয় ভাগ—	৯০·৭৫
প্রোটীন ”—	·৮০
তৈলীয় ”—	·১০
নাইট্রোজেন ব্যতীত অন্যান্য	৬·৩২
ছিব্‌ড়া—	১·০৯
ভস্ম—	·৯৪
	১০০·০০

পাকা পেঁপেতে চিনির পরিমাণ দুইভাগ। কাঁচা পেপেতে চিনির সম্পূর্ণ অভাব।

পেঁপের চাষ অত্যন্ত সহজ। পেপে গাছের জলাভাব সহ্য করিবার ক্ষমতা অধিক। পাকা পেঁপের বীজ সংগ্রহ করিয়া তাহা রৌদ্রে শুকাইয়া ৭।৮ দিন রাখিয়া দিতে হয়। তৎপর একটি বাক্সে কাল্‌কা অর্থাৎ যাহাতে বালীর ভাগ অধিক ও পুরাতন সার মিশ্রিত, মাটীতে কোন ছায়াযুক্ত যায়গায় পুতিতে হইবে। গাছে ৫।৬ ইঞ্চি হইলে, তাহা বাক্স হইতে উঠাইয়া ঠাণ্ডা জমিতে কেয়ারী করিয়া পুতিতে হইবে। পরে এই সকল গাছ যখন ২।৩ ফিট হইবে তখন তাহাদিগকে উঠাইয়া খোলা জমিতে ১০´ ফিট অন্তর পুতিতে হইবে। ইহার জন্য পূর্ব্ব হইতে গর্ত্ত কুড়িয়া তাহাতে সার ও কিছু হাড়ের গুড়া দিয়া জমি প্রস্তুত রাখা উচিত। অনেক সময় গাছ ৫।৬ ফিট উচ্চ হইলে তাহার মাথার পাতা বাহির হইবার অংশ কাটিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে অনেক ডাল বাহির হয় এবং ফল বড় ও সংখ্যায় অধিক হয়।

পেপেন অথবা পেপের রস সংগ্রহ করিতে হইলে গাছে পুষ্ট কাঁচা পেপের গায়ে ছুরি দিয়া লম্বালম্বী ভাবে এক ইঞ্চি পরিমাণ গভীর করিয়া কাটিয়া দিলেই তাহা হইতে রস বাহির হইতে আরম্ভ হয়। এই রস কোন পাত্রে ধরিয়া লইয়া অল্প উত্তাপে (৩৫° হইতে ৪০° ডিগ্রির মধ্যে) শুখাইয়া পরে চূর্ণ করিলেই পেপেন প্রস্তুত হইল। রস সংগ্রহ করা মাত্রই শুষ্ক করা প্রয়োজন। রস-সংগ্রহের জন্য কোন প্রকার ধাতব অস্ত্র কিংবা পাত্র ব্যবহার না করাই ভাল; তাহাতে রসের সহিত ক্রিয়া হইবার সম্ভাবনা। প্রতিফলে এইরূপ ৮।১০ বার কাটা যায় এবং প্রতিবৃক্ষে সাড়ে ৪ ছটাক হইতে ৬ ছটাক পর্য্যন্ত শুষ্ক পেপেন পাওয়া যায়। ইহার মূল্য ২৷৷০ বা ৩৲ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। যদি প্রতিবিঘাতে ১০০। ১৫০ গাছ লাগান যায়, তাহা হইলে প্রতিবিঘায় ২৫০৲। ৩০০৲ টাকা পাওয়া যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত ঐ সকল ফলও পাওয়া যাইবে।

বিলাতি পেপসিনের ন্যায় পেঁপের রসের অনেক গুণ আছে। তাহার মধ্যে ইহার দ্বারা দুগ্ধ হইতে দধি জমান যায়। শুনা যায়, আমেরিকার আদিমনিবাসীরা পেঁপের ফল

নানারূপে ব্যবহার করে। কাচা ও পাকা ফল আহারের জন্য ব্যবহার করা ব্যতীত ইহার গাছের ছালে দড়ী প্রস্তুত হয়। পাকা ফল চিনির রসে সিদ্ধ করিয়া সুন্দর মোরব্বা প্রস্তুত হয়। কাঁচা ফলে মসলা দিয়া আচার প্রস্তুত হয়। ইহার বীজ তৃষ্ণা নিবারণ করে এবং জ্বর কিংবা অন্যান্য অসুখে পানীয়ের সহিত মিশ্রিত হইয়া ব্যবহৃত হয়। পাকা পেপে হইতে সরবত, মদ ও নির্য্যাস প্রস্তুত হয়। পাকা পেপের রসের দ্বারা ব্রণ আরোগ্য হয়। কাপড়ে দাগ লাগিলে পেপের রসে তাহা পরিষ্কৃত করা যায়। পেপের পাতা কিম্বা ফলের টুক্‌রা জলে ভিজাইয়া তাহাতে রঙ্গীন কাপড়, বিশেষতঃ কাল রঙ্গের কাপড় কাচিলে, তাহা শীঘ্র পরিষ্কৃত হয় অথচ রং খারাপ হয় না। শরীরের ত্বক্ মসৃণ ও সুন্দর দেখাইবার জন্য তাহারা পাকা পেপের টুক্‌রা লইয়া শরীর মার্জ্জিত করে। ইহাতে শরীরের রং উজ্জ্বল ও আভাযুক্ত হয়।

সোণার হার।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বাহমনী-সুলতানের পত্র যথাসময়ে বিজয়-নগর-শিবিরে পৌছাইল। যুবক সেনাপতি-গণের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, "এ সন্ধির প্রস্তাব কপট—সুলতান কিরোজকে আর বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। যত ক্ষণ আশা আছে যুদ্ধ করিতে হইবে।" আদো-নীর সামন্ত বলিলেন, "সুলতান ধর্ম্মের নামে শপথ করিয়াছেন, এ প্রস্তাব কপট হইতে পারে না। ধর্ম্ম লইয়া কপটতাচরণ মুসলমান এখনও শিখে নাই।"

সন্ধি হইল; কারণ, উপায়ান্তর ছিল না। দক্ষিণ হইতে সংবাদ আসিয়াছিল যে, মধুরাও ও তঙ্গুরাওয়ের অধীনে যে সহস্র অশ্বারোহি-সৈন্য রাজধানী-অভিমুখে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা অর্দ্ধপথ অগ্রসর হইয়াই অভিযান স্থগিত রাখিয়াছে। তাঁহাদের সসৈন্যে অগ্র-সর হইতে দেখিয়া বীরবিজয়ের পক্ষাবলম্বি-গণ প্রচার করিয়া দিয়াছিল যে, দেবরায় নিহত বা বন্দী হইয়াছেন, সেই জন্য রাজধানীতে প্রধান সৈন্য আসিতেছেন; হয় ত তাঁহার পশ্চাতে মুসলমান সৈন্য আসিবে। সত্যের জয় হয় বিলম্বে, কারণ সত্যের নয়নাভিরাম বহিরাবরণ নাই। মিথ্যার মোহিনী মায়ায় স্বয়ং দেবদেব মহেশ্বর মুগ্ধ হইয়াছিলেন, ভগবদ্‌রূপী নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র স্বর্ণ-মৃগের প্রতারণায় লুব্ধ হইয়াছিলেন। প্রতা-রিত হইতে তাঁহাদিগের নিমেষাধিক কাল বাধিত হয় নাই। কিন্তু মিথ্যার পরিণতি পতনে, সত্যের পরিণতি পাষাণরুদ্ধ উৎসের ন্যায় ঊর্দ্ধ উত্থানে। প্রতারকদলের মিথ্যা বাক্যে আস্থাস্থাপন করিয়া বিজয়নগরের অধিবাসিগণ অস্ত্র ধারণ করিয়া মধুরাওয়ের বিপক্ষে ধাবিত হইল। মধুরাও এরূপ বাধা প্রত্যাশা করেন নাই। তঙ্গুরাও আপ-নার সুশিক্ষিত অল্পসংখ্যক সেনা লইয়া সম্মুখস্থ শত্রুকে আক্রমণের পরামর্শ দিলেন;

কিন্তু মধুরাও বলিলেন, "তবু, যদি বিদ্রোহিগণ পরাজিত হয়, তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না, তাহারা বিজয়-নগরের প্রস্তর প্রাচীরের পশ্চাতে আশ্রয় লইবে। আমার প্রথমে ধারণা ছিল, প্রজাবৃন্দের হৃদয়ে রাজভক্তি অটল রহিয়াছে, কেবল সাহসের অভাবে ও আমাদের আগমন অপেক্ষায় তাহারা কিছু করিতে পারিতেছে না। এখন দেখিতেছি, আমার বিষম ভ্রান্তি হইয়াছিল।" তনুরাও বলিলেন, "শুনিয়াছি শত্রুগণ আনিগণ্ডি অধিকার করিতে পারে নাই। বিদ্রোহিদলের পার্শ্ব-ভেদ করিয়া অস্ত্রচালনা করিলে আমরা আনিগণ্ডিতে উপনীত হইতে পারিব।" মধুরাও বলিলেন, "তাহাতেই বা ফল কি হইবে? আমরা সেখানে অবরুদ্ধ হইয়া থাকিব, আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

অগ্রসর হইবার কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে তনুরাওয়ের ইচ্ছা হইতেছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, ইহাতে বিদ্রোহিগণের সাহস বৃদ্ধি পাইবে এবং দেবরায়ের সিংহাসন পুনঃ-প্রাপ্তির আশা আরও দূরে অপসৃত হইবে। হেম আনিগণ্ডিতে নিরাপদে আছে জানিয়াও তাহার জন্য তাঁহার মন অস্থির হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "তবে আমাদের পথরোধকারী সেনাদলকে বুঝাইয়া বলুন যে, সম্রাট্ জীবিত এবং সকলে যদি তাঁহার বিজয়কেতন-মূলে সমবেত হয়, মুসলমানগণের আগমন সম্ভবপর হইবে না। যদি তাহারা আপনাকে রাজধানী অভিমুখে নির্ব্বিবাদে অগ্রসর হইতে দেয়, আপনি তাহাদিগের হস্তে আমাকে প্রতিভূস্বরূপ রাখিয়া যাইবেন।" মধুরাও বলিলেন, "তাহার প্রয়োজন দেখিতেছি না। ইহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, সম্রাট্ মৃত কিংবা বন্দী হইয়াছেন, নচেৎ ইহারা এরূপ বাধা প্রদান করিতে সাহসী হইত না। যদি রাজধানীর সকলের চিত্তে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে তথায় গিয়ার কোন ফল হইবে না।"

অবশেষে পুত্রের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে মধুরাও পুত্রকে প্রতিভূস্বরূপ রাখিয়া অগ্রসর হইবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। বিদ্রোহিগণের নেতা বলিল, "প্রধান নায়কের পুত্রকে প্রতিভূস্বরূপ রাখিয়াও আমারা নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ, তাহাতে আমরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারি না। যদি তিনি আনিগণ্ডির দুর্গ-রক্ষককে আমাদিগের হস্তে দুর্গসমর্পণের আদেশলিপি প্রেরণ করিতে পারেন, তবেই তাঁহাকে রাজধানীতে গমন করিবার অনুমতি ও প্রজাবর্গের বিশ্বাস উৎপাদন করিবার সুযোগ প্রদান করা হইবে। রাজধানীতে তাঁহাকে বন্দিস্বরূপ যাইতে হইবে এবং তাঁহার পুত্র তাঁহার সৈন্য লইয়া তাঁহাদের বর্ত্তমান শিবিরে অবস্থান করিবে।" উত্তর পাঠ করিয়া মধুরাওয়ের বদনে একটি ক্রূর কঠিন ভাব প্রকাশিত হইল। তিনি যথাসাধ্য কণ্ঠস্বর সংযত রাখিয়া পত্রবাহী দূতকে বলিলেন, "তাহার পর আমাকে স্বীয় ক্ষমতার অধীনে পাইয়া আমার পুত্রের নিকট সসৈন্যে আত্মসমর্পণের আদেশ-লিপি লইয়া আসিবে।"

মধুরাও রাজধানী ও শত্রুসৈন্যের সম্বন্ধে যতদূর সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, দেবরায়ের নিকট তাহা প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে তিনি পুত্রকে কয়েকজন অনুচরের সহিত সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিলেন। সম্রাট্ আদোনীরাজ ও বাঙ্কাপুরের সামন্তের নেতৃত্বাধীনে সৈন্য রাখিয়া কয়েক সহস্র অশ্বারোহীর সহিত রজনী-যোগে যাহাতে মধুরাওয়ের সহিত মিলিত হইতে পারেন, মধুরাও এইরূপ অনুরোধ তাঁহাকে করিয়াছিলেন। তনুরাও যখন সম্রাট্-সন্নিধানে উপনীত হইলেন তখন বাহ্মনী-সুলতানের সহিত সুলতানের সন্ধি হইয়া গিয়াছে। দেবরায় তৎক্ষণাৎ আপনার বাহিনী লইয়া দক্ষিণে প্রস্থান করিলেন। আদোনীরাজও বাঙ্কাপুরের সামন্ত আপন আপন সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিলেন; কেবল বিনায়ক রাও ও তনুরাও দশ সহস্র সৈন্য লইয়া মুসলমান সেনার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। নাগরাও পূর্ব্বেই আপনার সিঙ্গুগুল্গা-দুর্গে চলিয়া গিয়াছিলেন।

দেবরায় মধুরাওয়ের সহিত যোগদান করিবার পূর্ব্বেই মারাপ্পা বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিবসে আনিগণ্ডির প্রাচীন দুর্গের প্রস্তর-কক্ষে সকলে সমবেত হইলেন। তনুরাওয়ের অনুপস্থিতি-কালে যে বৃদ্ধ সৈনিকের হস্তে আনিগণ্ডির ভার সমর্পিত ছিল, তিনি বর্ণনা করিতেছিলেন যে, দুর্গা কি প্রকারে দেবরায়ের কৈশোরে পরিহিত বর্ম্মচর্ম্ম পরিধান করিয়া ক্ষুদ্র-তরবারি হস্তে দুর্গস্থ সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিত, আর কিরূপে ভীতা কপোতীর ন্যায় হেম দুর্গার পশ্চাতে আপনাকে লুক্কায়িত রাখিত কিংবা আপনার ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া বারংবার দুর্গাকে জিজ্ঞাসা করিত, কবে সম্রাট্ আনিগণ্ডিতে পদার্পণ করিবেন। আত্মপ্রশংসা শ্রবণে দুর্গার মস্তক আপনা হইতেই নত হইয়া পড়িল, কিন্তু গগন-গাত্রে বিলীয়মান ইন্দ্রধনুর ন্যায় একটি কান্তোজ্জ্বল হাস্যের স্তিমিত আভা তাহার ক্ষীণ ওষ্ঠপ্রান্তে অনুলিপ্ত হইয়া প্রিয়জনবর্গের দর্শনজনিত অন্তর-সন্তোষের পরিচয় দিতেছিল। মধুরাও, দেবরায় ও দেবলরাজ সস্নেহে দুর্গার প্রতি চাহিয়াছিলেন কিন্তু মারাপ্পা স্থাণুর ন্যায় কক্ষের একপ্রান্তে নীরবে অবস্থান করিতেছিলেন। দুর্গার পার্শ্বে হেম দাঁড়াইয়াছিল। সহসা সে দেবরায়ের পার্শ্বে আসিয়া বলিল, "রাও, যুদ্ধ করিয়া আমার জন্য কি আনিলে? মধুরাও অসীম সহানুভূতিপূর্ণ-নেত্রে দেবরায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কন্যাকে নিরস্ত করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু দেবরায় তাহার পূর্ব্বেই উত্তর দিলেন, "আমি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি নাই।" হেম বলিল, "দেবলরাজ বা দুর্গা তোমার সঙ্গে থাকিলে তুমি জিতিতে পারিতে।" মধুরাও কন্যাকে মৃদু তিরস্কার করিলেন। হেম কুণ্ঠিত না হইয়া বলিল, "বাবা, আপনি ছিলেন, দাদারা ছিলেন, সৈনিক ছিল, —অথচ যুদ্ধে জয় হইল না কেন? দুর্গা ত' কাহাকেও আনিগণ্ডিতে আসিতে দিল না।" মধুরাও বাক্যব্যয় নিষ্ফল মনে করিয়া কন্যাকে লইয়া বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময় মারাপ্পা হেমকে আপনার সন্নিধানে আহ্বান করিলেন। মারাপ্পার রুক্ষ দীর্ঘ পিঙ্গল-জটা-শোভিত আকৃতি হেমের কোমল হৃদয়ে চিরদিনই ভীতির সঞ্চার করিত। সে বৃদ্ধের আহ্বানে সশঙ্কচিত্তে তাঁহার নিকটে গেল এবং তাহার বাক্যের নির্ভাবনাপূর্ণ স্রোত আপনা হইতে রুদ্ধ হইয়া গেল।

দেবরায়ের আদেশে আনিগণ্ডীর বৃদ্ধ সৈনিক পুনরায় দুর্গার কীর্ত্তি-বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিরূপে দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা দুর্গদ্বারের উপরিভাগে দণ্ডায়মান হইয়া সম্মুখে সমবেত শত্রু-বাহিনীকে দেশদ্রোহিতা ও রাজ-দ্রোহিতার জন্য তিরস্কার করিতেছিল, বৃদ্ধ প্রথমে তাহার বর্ণনা করিলেন। তাহার পর যখন শত্রুগণ তিরস্কার অগ্রাহ্য করিয়া দুর্গাভি-মুখে অগ্রসর হইল, দুর্গস্থ সৈন্য ভগ্নোৎসাহ হইয়া কিছুমাত্র রণোদ্যম দেখাইল না, আসন্ন-বিপদ্ বুঝিয়া পুরনারীগণ রোদন করিতে লাগিলেন, তখন কি প্রকারে দুর্গা মধুরাওয়ের ভীম শরাসন ধারণ করিয়া তাহাতে বৃদ্ধের সাহায্যে জ্যারোপণ করিল এবং তদুপরি শাণিত শর স্থাপিত করিয়া অনিপুণ অশিক্ষিত হস্তের প্রথম তীব্র-নিঃক্ষেপে বিদ্রোহী নেতার শিরস্ত্রাণ ভূতলে পাতিত করিল—তাহা সবি-স্তারে বর্ণিত হইল। তাহার পর যখন দুর্গা তীক্ষ্ণস্বরে বলিল, "যাহারা রমণীহস্তে নিহত হইবার বাসনা কর, অগ্রসর হও ; নতুবা নদীর পর-পারে রাজধানীতে আশ্রয় লইয়া পিতার আগমন-কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। আমি সন্ন্যাসী মারাপ্পার কন্যা ; পিতার আগমনের পূর্ব্বে এ দুর্গ তোমরা কাড়িয়া লইতে পারিবে না"—তখন তাহার হস্ত-বিধৃত কার্ম্মুক কিরূপ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছিল এবং রক্তপদ্মসন্নিভ চক্ষুর্দ্বয় হইতে কিরূপ ক্রুদ্ধ অনলকণা নির্গত হইতেছিল এবং দুর্গস্থ সৈন্যগণ উত্তেজিত হইয়া কি প্রচণ্ড উল্লাসে সম্রাট্-পিতৃব্যের নামে জয়নাদ করিয়া দুর্গার পার্শ্বে ও পশ্চাতে অগ্নিশীর্ষ ধূমপুঞ্জের ন্যায় সমবেত হইল, তাহা বর্ণনা করিতে করিতে বৃদ্ধের স্বর উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল। মধুরাওয়ের কল্পনা-নেত্রের সম্মুখে আর একটি ক্রুদ্ধা রমণী-মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। সে মূর্ত্তি প্রীতার। মধুরাও বলিয়া উঠিলেন, "বিদ্রোহি-গণকে সমুচিত শিক্ষা দিতে হইবে।"

মারাপ্পা এতক্ষণ নীরব ছিলেন। তিনি সহসা গাত্রোত্থান করিয়া হেমের হস্ত-ধারণ-পূর্ব্বক সমবেত ব্যক্তিগণের মধ্যে আসিয়া বলিলেন, "আমার কিছু বলিবার আছে। আমি ত্রৈলিঙ্গবাসী স্বল্পকেশ একজন প্রতারককে স্বহস্তে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছি,—বিচার-সভায় বিচারের অপেক্ষা করি নাই। আর ত্রৈলিঙ্গের সেই বিপথচালিত যুবককে অভয় দিয়াছি, সে সন্ন্যাসী ছিল—পুনরায় সন্ন্যাসী হইবে। তাহাকে ক্ষমা করিলে আমার কথা রক্ষা হয়।" দেবরায় সসম্মানে মস্তক অবনত করিয়া কহিলেন, "তাত! আপনি যাহা করিয়াছেন তাহাই বিচার, আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহাই আদেশ।" বাঙ্কাপুর ও আদোনীর বৃদ্ধ সামন্তদ্বয় এবং মধুরাও সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু অপরাপর বিদ্রোহি-গণকে শাস্তি দিতে হইবে।" কেহ বলিলেন, "শাস্তি এরূপ হওয়া আবশ্যক, যাহাতে দুর্ব্বৃত্ত-গণের মনে পুনরায় রাজদ্রোহের বাসনা কখন না জাগরিত হয়।" কেহ বলিলেন, "বিজয়-নগরের মহারাজাধিরাজ রাজ-পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে যে-সকল প্রজা অস্ত্রোত্তলন করিয়াছিল, বিচারে তাহাদের প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত।" দেবরায় বলিলেন, "সেইরূপ বিচারই হইবে।"

দুর্গা শুষ্কভাবে বৃদ্ধগণের বাক্য শ্রবণ করিতেছিল ও এক-একবার উপস্থিত ব্যক্তি-কয়জনের বদন অবলোকন করিতেছিল।

তাহার যুগলচক্ষে অসীম অনুকম্পা ও আতঙ্ক মিশ্রিত হইয়া তাহার তারুণ্যমণ্ডিত মুখমণ্ডলের উপর একটি করুণ ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল। দেবরায়ের বাক্য শেষ হইবামাত্র সে আর্ত্ত-স্বরে বলিল, "এ ত' বিচার নয়, দাদা! এ যে হত্যা! এত বড় নিষ্ঠুরতা, দাদা! তুমি সম্রাট্ হইয়া অনুমোদন করিবে?" মারাপ্পা বলিলেন, "দুর্গা! শান্ত হও। দণ্ডনীতির অনুসরণে যদি রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহার জন্য নৃপতির কুণ্ঠিত হওয়া অনুচিত।" দুর্গা বলিল, "যেখানে রক্তস্রোত প্রবাহিত করিলে স্বদেশের মুখোজ্জ্বল হইত, সেইখানে আমাদের তরবারি কোষবদ্ধ রহিল।"—মারাপ্পা ও দেবল ব্যতীত কক্ষের সকলেই মস্তক অবনত করিলেন। দুর্গা বলিতেছিল, "আজ আপনার প্রজার রক্তে কলুষিত হইবার জন্য সেই তরবারি উন্মুক্ত হইতেছে! নির্ব্বোধ তাহারা;—প্রতা-রকের প্রতারণায় বিপদ্গামী হইয়াছিল। দাদা! তাহাদের রক্তে স্নান করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিও না।"

মারাপ্পা বলিলেন, "রাজ্যসম্পর্কীয় বিষয়ে কোন কথা বলিও না, দুর্গা! বিদ্রোহীর শাস্তি কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা সম্রাট্‌কে বিচার করিতে দাও।" দুর্গা পিতার চরণে নিপতিত হইয়া বলিল, "বাবা! আপনি নিষ্ঠুর হইবেন না। আপনার একটিমাত্র অনুরোধে একজন হতভাগ্যের প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে;—আপনার আর একটি কথায় সহস্র প্রজার প্রাণ রক্ষা হইতে পারে।" মারাপ্পা পূর্ব্ববৎ দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার সন্ন্যাসীর নাই। সে ব্যক্তি সন্ন্যাসী ছিল, আবার সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবে। সন্ন্যাসীর অনুরোধে সন্ন্যাসীর অপরাধ ক্ষমা করা হইয়াছে,—ইহাতে সন্ন্যাস-ধর্ম্মের প্রতি সম্মান দেখান হইয়াছে। বিদ্রোহী প্রজাকে রাজা ইচ্ছামত দণ্ড দিতে পারেন। তুমি আনি-গণ্ডীতে থাকিয়া দুর্গরক্ষণে সহায়তা করিয়াছ শুনিতেছি, কিন্তু তাহার জন্য বিচারে বাধা প্রদান করিবার অধিকার তোমার জন্মে নাই।

অন্য সময় হইলে দুর্গা নিরস্ত হইত; কিন্তু এক্ষণে সে বেদনা-বিজড়িত-কণ্ঠে বলিল, "তাহারা বিদ্রোহী হইলেও আমাদের দুর্গে আগমনে বাধা দেয় নাই।" পরে দুর্গার পার্শ্বে আসিয়া দুর্গার বসনাঞ্চল হস্তে জড়াইয়া কহিল, "তাহারা কিছু করে নাই—তাহারা কেবল আমাদের আসিবার সময় নদীতীর পর্য্যন্ত পথের দুই ধারে দাঁড়াইয়া ছিল; তবুও আমার ভয় করিতেছিল। রাজা! তাহাদের বলিয়া দিও, তাহারা যেন আমাদের আর ভয় না দেখায়। তোমার যদি বলিতে সাহস না হয়, আমার সঙ্গে দুর্গাকে লইয়া চল, আমি বলিয়া দিব।"

দেবরায়কে নীরব দেখিয়া দুর্গা তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "তাহাদের দোষ মার্জ্জনা কর, দাদা! তাহারা যে সসম্ভ্রমে আমাদের পথ ছাড়িয়া দিয়াছিল।" দেবরায় অশ্রুমুখী ভগিনীকে ধীরে ধীরে উঠাইলেন। মারাপ্পা বলিলেন, "দুর্গা! বাহিরে যাও। যাহাদের জীবন প্রার্থনা করিতেছ, তাহারা ত' পরদিনই দুর্গ আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল। দেবল! দুর্গাকে বাহিরে লইয়া যাও।"

দুর্গা হতাশ হইয়া দেবরায়ের প্রতি চাহিল। দেবরায় পিতার স্থৈর্য্য ও ভগ্নীর সাহস দেখিয়া এতক্ষণ বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া-

ছিলেন। কক্ষমধ্যস্থ বাদানুবাদের মধ্যে তিনি একটি বাক্যও উচ্চারণ করেন নাই। তিনি ভাবিতেছিলেন, সেই বিনম্র কুসুমতুল্য দুর্গার অন্তরে এত তেজ, এত সাহস, এত মুখরতা কেমন করিয়া লুক্কায়িত ছিল, আর ভস্মাচ্ছাদিত পাবকতুল্য ক্রোধন-স্বভাব পিতা এতক্ষণ কি অপরিসীম ধৈর্য্যের বলে কন্যার বাক্যের প্রত্যুত্তর করিতেছিলেন! অবশেষে মারাপ্পা যখন কন্যাকে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দিলেন, তখনও তাঁহার কণ্ঠস্বরে রোষ বা কর্কশতা পরিলক্ষিত হইল না। কিন্তু সেই আদেশ দেবলের পক্ষে যথেষ্ট; সে-আদেশ পালন করা ব্যতীত দেবলের উপায়ান্তর ছিল না। তিনি যন্ত্রচালিতের ন্যায় দেবরায় ও দুর্গার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দুর্গার বদন হইতে রোদনারক্ত ভাব চলিয়া গিয়াছে, এখন তাহার মুখ প্রত্যূষে দৃষ্ট চন্দ্রের ন্যায় পাংশুবর্ণ। সে বিবর্ণ মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যেন তাহারই উপরে বধাজ্ঞা উচ্চারিত হইয়াছে। যখন পিতাকে পশ্চাতে রাখিয়া দেবল সম্মুখীন হইলেন, তখন তিনি একবার নির্ব্বাক্ প্রার্থনায় দেবরায়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মারাপ্পা তাহা দেখিতে পাইলেন না। দেবরায় তৎপূর্ব্বেই দুর্গার কর আপনার করে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া তাহার মস্তকে অপর হস্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি মারাপ্পাকে কহিলেন, "তাত! দুর্গাকে মার্জ্জনা করুন্।" পরে দুর্গার মস্তকে মৃদু আঘাত করিয়া বলিলেন, "দুর্গা! আজও তোমার জয় হইল। বিদ্রোহিগণের প্রাণদণ্ড করিব না, তবে তাহাদের নেতা-কয়জনকে নির্ব্বাসিত করিব। হতভাগা বীরবিজয়ের নাম ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি সিংহাসন অধিকার করিবার মানস করিয়াছিল, তাহাকে মার্জ্জনা পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে; তাহাকে সন্ন্যাস-ব্রত ধারণ করিয়া দক্ষিণে বাস করিবার আদেশ দিব।"

দুর্গার নেত্রে পুনরায় অশ্রু-প্রবাহ আসিল, পাণ্ডুর মুখশ্রী আবার রক্তোচ্ছ্বাসে রঞ্জিত হইল। দেবরায় এক হস্তে দুর্গাকে ও অপর হস্তে হেমকে ধারণ করিয়া কক্ষ ত্যাগ করিলেন; দেবল তাঁহার অনুগমন করিলেন। মারাপ্পা আদোনী-রাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সামন্তবর, স্ত্রীলোকের সম্মুখে রাজকার্য্য-সম্বন্ধীয় কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত না হইলেই ভাল হয়।" আদোনী-রাজ মলিন-হাস্য-সহকারে বলিলেন, "বালিকার সম্মুখে অস্ত্র প্রসঙ্গ উঠিয়া ভালই হইল বলিয়া বোধ হইতেছে।" বাঙ্কাপুরের সামন্ত বলিলেন, "যাহারা মুসলমান-হস্তে আমাদের পরাজয়ের কারণ, কন্যা তাহাদের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া লইল, আর আমাদিগের প্রাচীন শিরে পরাজয় ও লজ্জার গুরুভার স্থাপন করিয়া গেল।" সামন্তদ্বয় কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

কক্ষমধ্যে রহিলেন মধুরাও ও মারাপ্পা। প্রথমে মারাপ্পা কথা কহিলেন, "মধুরাও! ভগবান্ লোকাচার্য্যদেব কি রাজবংশের উপর অভিশাপ দিয়া গিয়াছেন?" মধুরাও বলিলেন, "না, তিনি নির্ব্বাসনে গমন করিবার পূর্ব্বে দেবরায়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন।" মারাপ্পা চমকিত হইয়া বলিলেন, "নির্ব্বাসন!" মধুরাও বিমর্ষভাবে বলিলেন, "হাঁ, নির্ব্বাসন। তিনি তোমাকে জানাইতে বলিয়াছেন যে, তিনি বিদ্ধাপর্ব্বতে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে

থাকিবেন্।" মারাপ্পা ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "তাঁহারই আশীর্ব্বাদে আজ আমরা এস্থানে একত্র হইতে পারিয়াছি। তাঁহার আশীর্ব্বাদে দেবরায় দীর্ঘজীবী হউক্! মধুরাও! ভবিষ্যতে রাজধানী ত্যাগ করিবার কালে তনুকে আনিগণ্ডিতেই রাখিয়া যেও। এবার সে এখানে থাকিলে দুর্গা এরূপ স্পর্দ্ধা প্রকাশের অবসর পাইত না।"

মধুরাও সহসা বলিলেন, "মারাপ্পা! তোমার নিকট একটি ভিক্ষা আছে।" মারাপ্পা দ্রুত কণ্ঠে বলিলেন, "মধুরাও! আমি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীই ভিক্ষা প্রার্থনা করে; সন্ন্যাসীর নিকট হইতে ভিক্ষা প্রার্থনা করিও না, মধুরাও!" পরক্ষণে উভয়েই মস্তক অবনত করিলেন।

পুস্তক সমালোচনা।

মতিচূর (দ্বিতীয় খণ্ড)— মিসেস্ আর এস্, হোসেন্ প্রণীত এবং স্বয়ং প্রণেত্রী-কর্ত্তৃক ৮৬এ লোয়ার সারকুলার রোড্, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৲ (দুই টাকা মাত্র)। বাঁধাই ও মুদ্রণপারিপাট্য অতিমনোহর ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গল্প, প্রবন্ধ ও রূপকাদি লইয়া এই গ্রন্থে মোটামুটি দশটী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু এই দশটি বিষয়ের মধ্যেই লেখিকা ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, স্বদেশপ্রেম, দেশমাতৃকা ও পরস্পরের প্রতি স্ত্রীপুরুষের কর্ত্তব্য, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির ক্রীড়া ও নরনারীর প্রকৃতিগত সম্বন্ধ প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। প্রত্যেকটীর মধ্যেই যথেষ্ট জ্ঞাতব্য ও চিন্তিতব্য বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে এবং ঐ সকল বিষয় কোথাও কথোপকথনের মধ্যে, কোথাও রূপকের আবরণে, কোথাও উপন্যাসাকারে, কোথাও বা কৌতুকপূর্ণ সন্দর্ভে এরূপ সুপরিস্ফুট ও সুবিন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে গ্রন্থ-পাঠকালে চিত্ত মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তন্ময় ও অভিভূত হইয়া যায়। অবলা স্ত্রীজাতির দুর্গতি দর্শনে সহানুভূতি ও অকৃত্রিম প্রেমানুরাগে চিত্ত দ্রবীভূত না থাকিলে এবং তাঁহাদের ও জন্মভূমির প্রকৃত উন্নতির জন্য জীবনের প্রত্যেক শোণিতবিন্দু উৎসর্গীকৃত না থাকিলে এরূপ গ্রন্থ প্রণয়ন করা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। ইহার ছত্রে ছত্রে স্বদেশপ্রেম, স্বজাতি-বাৎসল্য, ধর্ম্মনিষ্ঠা, জ্ঞানানুরাগ ও সত্যপ্রিয়তার উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

প্রথম প্রবন্ধ 'নূর ইস্লামে' (ইস্লাম-জ্যোতিঃতে) মুসলমান-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সাধু মহাত্মা মহম্মদের সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস, মুসলমান-ধর্ম্মের উৎপত্তি ও প্রচার, ইহার মূলসূত্র ও দার্শনিক ভিত্তি বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমতী আনি বেশান্ত মুসলমান-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন, ইহা তাহারই উর্দ্দু অনুবাদ হইতে বঙ্গভাষায় অনূদিত। লেখিকা স্বকীয় এবং আল্‌এসলাম সম্পাদকের মন্তব্যগুলি পাদটীকায় সংযোজিত করিয়া বিষয়গুলিকে

আরও স্ফুটতর ও হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন। অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন কুসংস্কার মানবের পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিয়া তাহাদিগের পরস্পরকে চিনিতে দেয় না, প্রত্যেকের মধ্যেই যে সত্যের বিকাশ হয়, তাহা স্বীকার করিতে দেয় না। এই প্রবন্ধে ইস্‌লাম ধর্ম্ম কি উদার সার্ব্বজনীন প্রেমের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অজ্ঞানতা প্রভৃতি কারণে তদ্ধর্ম্মাবলম্বী ও অপর মানবগণ নিজ নিজ দুর্ব্বলতার দ্বারা তাহার কি বিকৃত রূপ প্রকাশ করিয়াছে, তাহা দেখান হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে জগতের সমগ্র জাতির মধ্যে পরস্পরকে জানিবার জন্য যে প্রেমের স্ফুরণ হইয়াছে, বিশেষতঃ হিন্দু-মুসলমানের এই যে ঐক্যলাভের চেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে এই প্রবন্ধটী সুবর্ণসূত্রের ন্যায় তাহাদের পরস্পরকে গাঁথিয়া রাখিবে।

২। 'সৌরজগতে' বহুবিধ শিক্ষণীয় বিষয় গৃহস্বামী গাওহর আলী, পত্নী নূরজাহাঁ, সাতটী কন্যা এবং সম্বন্ধী জাফর আলীর কথোপ-কথন-ছলে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সন্তানদিগের হৃদয়ে সত্যানুরাগ, জ্ঞানস্পৃহা প্রভৃতি সদ্‌গুণ কিরূপে জাগরিত হইতে পারে, মাতাপিতা সন্তানদিগকে কিরূপে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করিবেন, স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা, জ্ঞান ও দেশ-ভ্রমণে প্রকৃতির লীলা দেখিয়া হৃদয়ের প্রসার ও ভগবৎ-উপাসনার অধিকতর মধুরতার আস্বাদন ও অধিকতর ঈশ্বরসান্নিধ্যলাভের সুযোগ, অজ্ঞানভাবে ঈশ্বরোপাসনার মন্ত্র-পাঠের ব্যর্থতা এবং অবশেষে সত্যরূপ কেন্দ্রে ধ্রুব লক্ষ্য রাখিয়া জীবন-নির্ব্বাহের কথা অতি সরলভাবে বুঝান হইয়াছে।

৩। 'সুলতানার স্বপ্ন' লেখিকার ইণ্ডিয়ান লেডিজ' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত 'Sultana's Dream' এর অনুবাদ। ইহা অতীব কৌতুকজনক ও শিক্ষাপ্রদ। পুরুষ এস্থানে রমণীর অধীন ও গৃহাবরুদ্ধ, রমণী এস্থানে প্রধানা, শাসনকর্ত্রী, যোদ্ধী, বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির আবিষ্কর্ত্রী। ইহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না।

৪র্থ প্রবন্ধ 'ডেলিশিয়া—হত্যা'। তারতের অন্তঃপুরলক্ষ্মীর মর্ম্মপীড়ার সহিত সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্ত্য জাতির গৃহলক্ষ্মী ডেলিশিয়ার মর্ম্মকাহিনীর তুলনা করা হইয়াছে। দেশ-কালের প্রভেদ থাকিলেও নারীজাতির অবস্থা সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ। ইহাতে মেরী করেলীর 'Murder of Delicia' র গল্পাংশ অতিস্বচ্ছ পরিস্ফুট ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে এবং তাহার সহিত এতদ্দেশীয় মহনীয় নারীচরিত্রের আলোচনা হইয়াছে। পতি বিশ্বাসহন্তা হইলেও এতদ্দেশীয় রমণী কিরূপ নিরুপায়া ও তদ্‌গতচিত্তা, এবং পাশ্চাত্ত্য রমণী ডেলিশিয়া স্বাধীনা ও তেজস্বিনী হইলেও কিরূপ নিরুপায়া তাহা দেখান হইয়াছে।

৫। জ্ঞানফল।—রূপকচ্ছলে দেখান হইয়াছে দেশের ললনাবৃন্দকে জ্ঞানের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া দেশের কি ঘোর দুর্গতি হইয়াছে—'নারীর কোমল হস্তের সেবা-যত্নে বঞ্চিত হওয়ায় জ্ঞানবৃক্ষ মরিয়া গিয়াছে এবং উভয়ের সমবেত চেষ্টায় দেশের কি অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। ইহাতে অবনতির কারণ দেখাইতে গিয়া লেখিকা যে-সকল বিষয়ের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা সকলেরই চিন্তার যোগ্য ও সবিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে।

৬। নারী-সৃষ্টি (পৌরাণিক উপখ্যান)।

নারী কি কি উপাদানে গঠিত, পুরুষ-রমণীর সম্পর্ক—রমণীর জন্য পুরুষের ব্যাকুলতা, আবার তাহার সহিত একত্র বাসে অস্বস্তি—সুতরাং রমণী কিরূপে পুরুষের গলগ্রহ হইল, এই বিচিত্র তথ্যটী অতিচমৎকার-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

৭। নার্শ নেলী। 'সৌরজগতে' স্ত্রীজাতিকে অজ্ঞানান্ধকারে ফেলিয়া রাখার যে বিচারশক্তি-হীনতা প্রভৃতি দোষ ঘটে বলা হইয়াছে, সত্য-ঘটনামূলক নার্শ নেলীর উপাখ্যানে তাহাই দৃষ্টান্তিত হইয়াছে। সম্ভ্রান্ত বংশের পত্নী বিদেশীর ধর্ম্মের বাহ্য কুহকে ভুলিয়া কিরূপে আপনাকে তথা আপনার স্বামি পুত্র-বিশোভিত সুখের সংসারকে জ্ঞানহীনার ন্যায় ধ্বংস-সাগরে নিক্ষেপ করিল, ইহা তাহারই করুণ চিত্র। পরের ধর্ম্ম অপেক্ষা নিজের ধর্ম্ম যে সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ, ইহাতে তাহাই চক্ষুতে অঙ্গুলি-প্রদান করিয়া দেখান হইয়াছে। ইহার পংক্তিতে পংক্তিতে স্বধর্ম্মানুরাগ ও স্বদেশ-প্রীতি ফুটিয়া রহিয়াছে।

৮। সপ্তম প্রবন্ধ 'শিশুপালন' ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল শিশু-প্রদর্শনীতে পঠিত হয়। সকলেই যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে, এজন্য ইহা অতিসহজ ও সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। অন্যান্য প্রবন্ধের ন্যায় এই প্রবন্ধটীও সারগর্ভ উপদেশে পূর্ণ। ইহা পরিশেষে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

৯। 'মুক্তিফল'। ইহাও একটী রূপক-বর্ণনা। গত ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জাতীয় মহা-সভা-ভঙ্গের পর ইহা লিখিত হইয়াছিল, এবং বর্ত্তমানে কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিতাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই বর্ণনায় লেখিকার দেশের অবস্থা-বিশ্লেষণে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও নিপুণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা অতি-মনোরম এবং ইহাতে ভাবিবার ও উপলব্ধি করিবার বিষয় যথেষ্ট আছে। নরনারীর সমবেত চেষ্টা, রমণীর দুর্ব্বল হস্তের সহায়তা ভিন্ন যে মাতৃভূমির উদ্ধার সাধন সম্ভবপর নহে, ইহাতে তাহাই দেখান হইয়াছে।

১০। অন্তিম প্রবন্ধ "সৃষ্টি-তত্ত্ব"। ইহাতে স্বপ্নদৃষ্ট অস্তিদেবের পুরুষ সৃষ্টির-কথা কৌতুকচ্ছলে বলা হইয়াছে।

যে পুস্তকে একাধারে, জ্ঞান-বিজ্ঞান, গল্প উপন্যাস, সমাজনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, নরনারীর অধিকার প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়া পাঠক-পাঠিকার চিত্তে যুগপৎ আনন্দ ও জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা, চিন্তা ও জ্ঞানোন্মেষের উদ্রেক-করে, তাহা অতিশয় উপাদেয়, সন্দেহ নাই। এরূপ গ্রন্থ অধিক দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বঙ্গদেশের প্রত্যেক নরনারী যে ইহা পাঠ করিয়া প্রভূত পরিমাণে উপকৃত ও আনন্দিত হইবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার ভাষা সর্ব্বত্রই সরল ও সুললিত। যদিও অনেক স্থলে পারসিক ও আরবি শব্দের অর্থ দেওয়া আছে, কিন্তু তাদৃশ শব্দের আরও অল্পতা থাকিলেই ভাল হইত।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য—গ্রন্থের 'মতিচূর'-নাম সার্থক হইয়াছে।

শ্রীম—।

শিশু-পালন।

চোখের উপর নিত্য যে মহামারী বিশেষতঃ শিশুহত্যা দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সে-সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা আবশ্যক মনে করি।

ভাবিবার বিষয়ঃ—গত বৎসর কেবল বাংলাদেশে ষোল লক্ষ একচল্লিশ হাজার এক শত এগার জন লোক মারা গেছে—তা'র মধ্যে দশ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়ে ছয় লক্ষ চব্বিশ হাজার সাত শ' পঞ্চান্ন জন ছিল। ঐ সোয়া ছয় লক্ষ ছেলের মধ্যে এক বছরের কম বয়সের শিশু দুই লক্ষ আটাত্তর হাজার তিন শ' সত্তর জন ছিল। ফল কথা, সাড়ে ষোল লক্ষ লোকের তিন ভাগের একভাগ ছেলে-মেয়ে ছিল। ছেলে-মেয়ে নিয়েই ত ভবিষ্যৎ।—তারা যদি এমন হুহু করে মরে, তবে আমাদের আর থাকবে কি? আর সব জায়গার বিষয় ছেড়ে শুধু কলিকাতার দেখ্‌ছি গত বৎসর ৬০০০ অর্থাৎ দৈনিক ১৬ জন ক'রে আতুড়ে শিশু মারা গেছে। যদি যত্ন করা যেত, তা হ'লে রোজ ১৪ জন করে ছেলে বাঁচান যেতে পারত। ২৫ বৎসর আগে এই সহরে যত ছেলে জন্মাত তা'র শতকরা ৫০ জন শিশু এক বৎসরের মধ্যে মারা যেত। ১৮৯৫ সনে শতকরা ৪৮ জন ছেলে মরেছে। তার পর সহরের জলবায়ুর কিছু উন্নতি হ'য়ে ১৯০০ সনে শতকরা ৪৪ জন করে মরেছে। আর গত বছর শতকরা ৩০।৪০ জন করে মরেছে। তার মধ্যে ১৪ জন করে শিশু কেবল মা ও ধাইয়ের অযত্নে বলি দেওয়া হয়েছে। অযত্নে ছেলে মারা হয়েছে, এর অর্থ এই যে পোয়াতিরা ঠিক মত যত্ন করতে জানে না। কারণ যাই হউক্, এ-রকম শিশুহত্যা ত সহজ নয়, এর প্রতিকার করতে হবে।

আমাদের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মাচ্ছে যে পুরাকালে আমাদের অতিবৃদ্ধা ঠাকুর-মা দিদি-মারা যা করেছেন, সে সব ব্যবস্থা মন্দ ছিল,—তার কিছুই ভাল নয়। সেইজন্য তার উল্টো করতে হবে। একটু পরিষ্কার করে বলি, ধরুন্, যেমন দিদিমার আমলে হিন্দু-পোয়াতিকে ৯দিন থেকে ২১ দিন আর মুসলমান পোয়াতিকে ৪০ দিন আঁতুড়-ঘরে বন্ধ থাকতে হতো, এখন তার উল্টো করতে গিয়ে, দুই দিনের পোয়াতি (প্রসূতি) মোটর গাড়ীতে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে বেরোবে বা সংসারের কাজ-কর্ম্মে হাত দিবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বোকা ছিলেন না; তাঁহারা যা ব্যবস্থা করেছিলেন, সেটা নিখুঁৎ ছিল, তাই তাঁরা নির্ব্বিবাদে ৯০।৯৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বেঁচে গেছেন্। এখন ত আমাদের "বয়স না হ'তে চুড়ি আগে পাকে কেশ!" দশ বছর বয়সেই চশ্‌মা পরতে হয়। মাঝখান থেকে আমরা সেই নিয়মের বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে হিতে বিপরীত করে ফেলেছি; আমার সু-শিক্ষিতা ভগিনীগণ! আপনারা পুরাকালের বিশেষতঃ মুসলমান নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে এখনকার ডাক্তারী ব্যবস্থার তুলনা করে দেখ্‌বেন্। এই দেখুন না আমাদের ব্যবস্থায় বলে :—

(১) প্রসূতিকে যথাসম্ভব নির্জ্জন ঘরে রাখ্‌বে।

(২) ঘরের দরজার কাছে কাঠ-কয়লার আগুন রাখ্‌বে।

(৩) বাহিরের যে লোক ঘরে আস্‌বে, সে হাত পা ও কাপড় আগুনে গরম করে আস্‌বে।

(৪) মুসলমানী মতে ৪০ দিন আর হিন্দু-মতে ২১ দিন পর্য্যন্ত পোয়াতি শুয়ে বসে থাকবে, বেশী নড়া চড়া করিবে না।

(৫) আঁতুড়-ঘরে অতিরিক্ত জিনিষ ("অশুচি" হওয়ার ভয়েই বলুন, আর যাই বলুন্) রাখ্‌বে না।

আর আধুনিক ডাক্তার কি বলেন? তিনি বলেন—(১) রোগীর কাম্‌রায় মানুষের ভিড় বা গোলমাল হওয়া উচিত নয়। (পোয়াতিও ত রোগি-বিশেষ।)

(২) কয়লার আগুন পাবক, অর্থাৎ বাতাসকে পরিষ্কার করে। (তবে সে-জিনিষটা পোয়াতির ঘরে থাকিলে দোষ কি?)

(৩) বাহিরের লোকের কাপড় চোপড়ে রোগের কীটাণু থাকা সম্ভব; আর আগুনের উত্তাপে রোগের জীবাণু মারা যায়।

(৪) ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত প্রসূতির পেটের ভিতরের অংশবিশেষ স্বভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় না; সুতরাং, সে সময় নড়-চড়া করা উচিত নয়। এমন কি, বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে নাই।

(৫) রোগীর কামরায় অতিরিক্ত জিনিস, এমন কি, বই কাগজ ইত্যাদিও রাখা উচিত নয়। কারণ, সেগুলি অশুচি হয়।

আমরা যদি এখন কাঠ-কয়লার ধোঁয়া রাখি; ঘরটা গরম রাখ্‌তে হবে বলে সব দরজা জানালা বন্ধ করে তাকে পাতকুয়া করে ফেলি; কিংবা ছাগলের ঘরে পোয়াতিকে রাখি, সে দোষ কা'র—আমাদের না ব্যবস্থার?

আমাদের দেশের পোয়াতিদের প্রধান দোষ এই যে তারা পরিষ্কার বাতাসের অর্থ বোঝে না; চারিদিকের দোর-জানালা একেবারে বন্ধ করে রাখে। পাড়াগাঁয়ে দরমার কিংবা চোচাড়ির বেড়া দেওয়া খড়ের ঘরে অমন করে দোর বন্ধ কর্‌লে তত অনিষ্ট হয় না, কারণ, বেড়ার ফাঁক দিয়ে কোন রকমে ঘরে বাতাস আস্‌তে পারে। কিন্তু কলিকাতার পাকা বাড়ীতে কিংবা মাটীর দেওয়ালের ঘরে দোর-জানালা বন্ধ কর্‌লে কিছুতেই বাইরের বাতাস আস্‌তে পারে না। এক ঘরে অনেক বেশী লোকের শোয়া উচিত নয়; তা'তে ঘরের বাতাস খারাপ হয়। শোবার ঘরে রোদের আলো যেন যেতে পারে। দিনের বেলা সব দরজা খুলে রাখা উচিত।

ধ্যাস্, কলিকাতায় এত শিশু নষ্ট হওয়ার আর একটী প্রধান কারণ এই যে প্রসূতির শরীর ভাল না থাকায় শিশু মায়ের দুধ পায় না। গাইয়ের দুধ আর নানারকম ছাই মাটী খাইয়ে শিশুকে একরকম গলা টিপে মারা হয়। কেবল শিশু-রক্ষার চেষ্টা কর্‌লে: কোন ফল হবে না—শিশুর মা'দের স্বাস্থ্যেরও যত্ন করা দরকার। একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার বলেছেন, মায়ের কর্ত্তব্য কি, তা না জেনে শুনে কেউ যেন মা না হয়। মায়ের প্রধান কর্ত্তব্য সন্তান পালন করা। এ-কথা অবশ্য কাউকে বলে দিতে হবে না। কারণ, পশু-পক্ষীও এ কর্ত্তব্য পালন করে থাকে। কিন্তু পশুতে ও মানুষে প্রভেদ আছে বলেই মানুষকে তার কর্ত্তব্য ঠিক্ করে শিখে নিতে হয়। পশুরা তাদের কাজে ভুল করে না; আমরা মানুষ কি-না, তাই আমাদের পদে পদে ভুল।

সোংরামির জন্যও অনেক আঁতুড়ে ছেলে মারা পড়ে। নাওয়া ঠিক্ মত হয় না; ঠাণ্ডা লাগ্‌বার ভয়ে নাওয়ান হয় না। যে ছেলেরা মায়ের দুধ পায় না, তাদের জন্যে যে দুধ বা

কুড় তৈরী করা হয়, তা'র বাসন-পাত্র ঠিক্ মত পরিষ্কার থাকে না। একবারে অনেক-খানি দুধ তৈরী করে ফেলে, সেই ঠাণ্ডা দুধ তিন চার বার খাওয়ান হয়। এই রকম আরো কত অত্যাচার হয়, তা আর কত বল্‌ব! "সর্ব্ব অঙ্গেই ব্যথা, ঔষধ দিবে কোথা!"

শিশুকে রোজ একবার নাওয়াতে হবে। জলটা একটু গরম, শিশুর বগলে হাত দিলে যেমন গরম লাগে কিংবা মায়ের কুনুইতে যে গরম জল গা-সওয়া বোধ হয়, অতটুকু গরম হলেই হবে। শীতকালে খোলা জায়গায় বা যেখানে ঝাপ্‌টা বাতাস লাগে, এমন জায়গায় নাওয়াবে না। নাওয়াবার আগে বেশ করে সরষের তেল মালিস করে নেবে, কিন্তু এ-সময় দুধ খাওয়াবে না। কোনরকম উগ্র সাবান ব্যবহার না করে বরং ভালের ব্যাসম মাখালে চলে। স্নান শেষ হলে তাড়াতাড়ি গরম তোয়ালে কিংবা পরিষ্কার পুরাণো কাপড়ের টুক্‌রো দিয়ে বেশ করে শিশুর গা মুছে দিতে হ'বে। শরীরের কোন অংশ, যেমন কানের পিট্, বগল, কুচ্‌কি, যেন ভিজা না থাকে। নচেৎ ঐ সব জায়গায় ঘা হবে।

নাওয়া শেষ হলে তাড়াতাড়ি শিশুকে কাপড় পরাবে। হাল্‌কা ফ্লানেল কিংবা সেই রকম কাপড় পরাণ চাই, কাপড় খুব ঢিলে ঢালা হওয়া চাই। উলেন টুপি আর মোজা কোন কালে পরাণ উচিত নয়। কাপড় খুব পরিষ্কার আর শুখ্‌নো থাকা চাই। কোন রকম ভিজে, এমন কি ঘামে ভিজা কাপড়ও গায়ে রাখ্‌তে নাই।

তারপর শিশুর খাওয়া।—এইটেই সব চেয়ে বড় কথা। একবৎসর বয়স পর্য্যন্ত মায়ের দুধ সব চেয়ে ভাল; যদি একান্তই না পাওয়া যায়, গাইয়ের দুধ অনেকটা জল মিশিয়ে মায়ের দুধের মত পাত্‌লা করে খাওয়াবে। এজন্য দুধ-খাওয়া শিশি (feeding bottle) ব্যবহার করা প্রশস্ত। ঝিনুকে কিংবা চাম্‌চে দিয়ে দুধটা একেবারে গলায় ঢেলে দিলে শিশুর পক্ষে সেটা হজম করা কষ্টকর হয়। মাই কিংবা ফীডিং বোতলের বোঁটা চুষিয়া চুষিয়া খাইলে দুধের সঙ্গে শিশুর মুখের লালা কতক পরিমাণে পেটে যায়। ঐ লালার এমন একটা গুণ আছে, যাহাতে দুধ কিংবা যে কোন খাদ্য সহজে হজম হয়। ঐরূপে জল মিশিয়ে ছাগলের কিংবা গাধার দুধও খাওয়ান যাইতে পারে। কিন্তু এ-কথা মনে রাখা উচিত যে মানুষের বাচ্চার জন্য মানুষের দুধই সব চেয়ে ভাল খাদ্য। সর্ব্বদা মনে রাখ্‌বে যে গাই কিংবা ছাগলের দুধ খাওয়াতে হলে, তাহাতে মিছ্‌রি মিশিয়ে মিষ্টি করে খাওয়াবে। কারণ, গাইয়ের দুধে মানুষের দুধের চেয়ে মিষ্টি কম থাকে। তিন মাসের ছেলেকে দেড় ছটাক খাঁটি দুধ, আধ্ ছটাক ননী, দেড় ছটাক জল আর একটু মিছরি এক সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এর সঙ্গে একটু চূণের জল মিশিয়ে দিলে আরও ভাল হয়। তা হলে ছেলের পেট কাপার ভয় থাকে না। যদি দেখা যায় এতে শিশু ভাল থাকে না, অর্থাৎ মোটা তাজা হয় না, তবে ননীর ভাগ কম করে দুধ-মিছরির ভাগ বাড়িয়ে দিবে। বিলাতি অর্থাৎ টিনের ঘন দুধ খাওয়াতে হ'লে, টাট্‌কা তৈরি করে খাওয়াতে হবে।—একসঙ্গে অনেক-খানি তৈরি করে তাই সাতবার খাওয়াবে না।

এ দুধ এই নিয়মে তৈরি হয়।—আধ ছটাক দুধ, আধ ছটাক ননী, এক পোয়া কিংবা সাড়ে চার ছটাক জল। এর চেয়ে বেশী বয়সের ছেলেকে মেলিন্স ফুড্ দেওয়া যেতে পারে। এতেও দুধ এবং ননী মিশিয়ে দিতে হবে। এইরূপে এলেনবেরী ও বেঞ্জার সাহেবের তৈরি ফুড্ এবং হরলিক্ সাহেবের মলটেড্ মিল্ক দেওয়া যেতে পারে। ক্রমে শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যের পরিমাণ বাড়াবে এবং দুধ যাতে বেশী খায় সে-দিকে নজর রাখ্‌বে। মনে রাখা দরকার, ছেলেকে কখনও ঠাণ্ডা দুধ বা ফুড্ খাওয়াতে নাই।

ঘুম। শিশুকে খাওয়াবার পরেই খাওয়াবে, তারপর ঘুম পাড়াবে। দুধ-খাওয়া আঁতুড়ে ছেলের জন্য প্রত্যেক দিন ১৬ ঘণ্টা, দুই বছরের ছেলের জন্য ১৪ ঘণ্টা এবং চার বছরের ছেলের জন্য ১২ ঘণ্টা ঘুমের দরকার। শিশুর মুখে চুষনি দিয়ে রাখার অভ্যাস ভাল নয়। কেউ কেউ আবার ছেলেকে শান্ত রাখ্‌বার জন্য আফিম খাওয়ায়; এ অভ্যাসও ভাল নয়। ছেলেদের দোলায় শোয়াবার অভ্যাস কর্‌তে নাই। দোলা দোলাতে গিয়ে মায়ের বৃথা সময় নষ্ট হয়, আবার শিশুরও শরীর মাটী হয়। ছেলের শোবার ঘরে যেন পরিষ্কার বাতাস খেল্‌তে পারে। ঘরে বাতাস আস্‌বে, কিন্তু ছেলের গায়ে যেন জোরে বাতাস না লাগে। ছেলেদের ঠাণ্ডা লাগ্‌বার ভয় খুব বেশী। প্রায়ই দেখা যায় শিশু ভিজা বিছানায় শুয়ে থাকে। বিশেষতঃ ঘুমের সময় যদি ভিজা বিছানায় থাকে কিংবা ঠাণ্ডা বাতাস আদুল গায়ে লাগে, তবে বিপদের ভয়। ফ্লানেলের টুক্‌রো দিয়ে ছেলেকে ঢেকে রাখ্‌বে। শোবার ঘরে কেরোসিনের আলো রাখ্‌তে নাই। এক কোণে সর্ষের তেলের একটা প্রদীপ রাখ্‌বে।

যদি সম্ভব হয়, ছেলেকে আলাদা বিছানায় শোয়ান ভাল। তা হ'লে সে স্বাধীনভাবে নড়্‌তে চড়্‌তে পার্‌বে। মায়ের সঙ্গে শুলে সে ততটা পরিষ্কার বাতাস পায় না, মায়ের নিঃশ্বাসের বাতাসে তার অনিষ্ট হয়। মশা-মাছির উপদ্রব থেকে শিশুকে রক্ষা কর্‌বার জন্য মশারী খুব দরকার। ঘরের মেজেতে বা কোন পাত্রে জল খোলা থাক্‌লে তা'তে মশা জন্মায়; ঘরে আবর্জ্জনা থাক্‌লে মাছি হয়। যাতে মশা ও মাছি না জন্মাতে পারে, সে-দিকেও আমাদের দৃষ্টি রাখা চাই। তার ঔষধ কেবল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। কাপড় প্রতিদিন রৌদ্রে দেওয়া চাই; রোদ না থাক্‌লে বাতাসে ছড়িয়ে দিতে হ'বে, কিংবা কাঠ-কয়লার আগুনে বিছানার কাপড় গরম করে নেবে।

শিশুর সামান্য অসুখ হ'লেও যত্ন করা চাই। ছেলেদের পরিপাক, অর্থাৎ হজম ঠিক্ হইতেছে কি-না তা দেখ্‌তে হ'বে। কাঁদ্‌লেই দুধ খাওয়াবে না, বরং অন্য কোন অসুবিধা আছে কি না তার তদন্ত কর্‌তে হ'বে। ঔষধ ব্যবহার যথাসাধ্য কম কর্‌বে। ঔষধের অভ্যাস ভাল নয়। খুব দরকার না পড়্‌লে, ডাক্তার ডাক্‌বে না। আর যখন ডাক্তার ডাক্‌বে তখন ডাক্তারের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন কর্‌বে। আমি জানি অনেক সময় গিন্নীরা ডাক্তারকে ফাঁকি দেন; অর্থাৎ ডাক্তারের উপদেশ মানেন না। পরে ডাক্তারকে মিথ্যা কথা বলেন্ যে, "হ্যাঁ ঠিক সময় মত ঔষধ দিয়েছি; ঐ পথ্য ছাড়া আর

কিছু খায় নি।" এতে অনিষ্ট কা'র, ডাক্তারের না গিন্নীদের? আপনারাই ভেবে দেখুন্। নাওয়া, খাওয়া, ঘুম ঠিক্ নিয়ম মত হ'লে শিশুদের বেশী অসুখ না হওয়াই সম্ভব। পরিষ্কার বাতাস সব চেয়ে দরকারী জিনিষ। মানুষ খেতে না পেলে ১৩ দিন, জল না পেলে ৩ দিন বাঁচ্‌তে পারে কিন্তু বাতাস না পেলে ৩ মিনিটের অধিকক্ষণ বাঁচ্‌তে পারে না। আমরা ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র সর্ব্বপ্রথমে বাতাস খেতে অর্থাৎ নিঃশ্বাস নিতে আরম্ভ করি, আর জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে নিঃশ্বাস নেওয়া ছাড়ি। তাই বলি, পরিষ্কার বাতাসটা সব চেয়ে বিশেষ দরকারী।

কেবল যে আমাদের দেশেই বেশী লোক মারা যাচ্ছে, তা নয়। মানবজাতির এই যে ভয়ানক অধঃপতন, এটা প্রথমে ইংলণ্ড ১৮৯৯ ও ১৯০২ সনে বুয়র যুদ্ধের সময় অনুভব করেন। সৈন্য সংগ্রহ করবার সময় ডাক্তারেরা পরীক্ষা ক'রে যখন একে একে অনেক লোককে সেপাই হবার উপযুক্ত নয় বলে বাদ দিতে লাগ্‌লেন তখন কর্ত্তাদের চৈতন্য হল যে শিশু-রক্ষার উপায় করতে হবে, নচেৎ সমস্ত দেশের লোক অধঃপাতে যেতে বসেছে।

এবারের যুদ্ধের সময় ফ্রান্স বুঝ্‌তে পার্‌লেন যে তাঁর লোক-বল কমে যাচ্ছে। তাই শুনেছি, তাঁরা আইন করেছেন যে গবর্ণমেণ্ট দেশের পোয়াতিদের প্রত্যেক ছেলের জন্য একটা করে বৃত্তি দিবেন, যাতে শিশুর যত্ন হয়। যে ঘরে চারিটী ছেলে-মেয়ে আছে, সে-স্থলে ছেলের বাপকেও একটা আলাদা বৃত্তি দেওয়া হয়। কল কথা, ইউরোপ মানুষ-রক্ষা সম্বন্ধে সাবধান হয়েছেন, এখন আমাদের সাবধান হবার পালা।

আমার মনে হয়, এ শিশু-মহামারীর আর একটা বিশেষ কারণ আমাদের দেশের বাল্য-বিবাহ। ডাক্তার ভারতচন্দ্র বলেছেন, "মায়ের কর্ত্তব্য না শিখে কেউ যেন মা না হয়।" যে নিজেই ১২।১৩ বছরের বালিকা, সে আর কর্ত্তব্য শিখ্‌তে সময় পেলে কখন্? উক্ত ডাক্তার-মহাশয়ের মতে কুড়ি বছর বয়সের আগে মেয়ের বিবাহ দিতে নাই।

মেয়েদের শরীর যাতে ভাল থাকে, সে-দিকেও নজর রাখা দরকার। বালিকা স্কুলে মেয়েদের শরীর ভাল রাখ্‌বার জন্য ব্যায়াম করার ব্যবস্থা আছে বটে, তা ত কাজে পরিণত করবার যো নেই। কারণ, ছাত্রীর মা-বাপ্ ড্রিল করতে বারণ করেন্। মেয়েরা

---

* কিছু দিন হইল ডাক্তার মিস্ বি, এম্- বোস্ এম্-বি, মহোদয়-প্রিয়ার পার্কে সাধারণ স্বাস্থ্য-বিষয়ে বক্তৃতা দান-কালে খাদ্য-সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "দেখ মেয়েরা, তোমরা এক তরকারী দিয়ে ভাত খাবে, সাত রকম তরকারী খেলে পেটের অসুখ হয়। মনে রেখো, একসময়ে এক তরকারীর বেশী খাবে না।" গত ১৩২৮ সালে শ্রাবণ-মাসের আল্ এস্‌লাম পত্রিকার ১৯৮ পৃষ্ঠায় "স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে মোহাম্মদ (দঃ)" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিতে পাই,—"হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এত বুদ্ধিমান ছিলেন যে তিনি বিরুদ্ধ ভোজন এবং অতিভোজন দূর করিবার জন্য এক তরকারী দিয়া আহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আর যদি মানবমণ্ডলী এক তরকারী দিয়া আহার-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে উদরাময়, আমাশয় (প্রকৃতি) বহুসংখ্যক ব্যাধি একবারে দূরীভূত হইয়া পৃথিবীকে অর্দ্ধস্বর্গে পরিণত করিতে পারে।" ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখুন :—যেচারা গরীব মানুষেরা কেবল পান্তাভাত বাঁ ডালভাত খায় বলে তাদের অসুখ বিসুখ বড় লোকদের তুলনায় অনেক কম হয়। বড় লোকেরা নানা রকম চর্ব্ব্য চোষ্য খেয়ে খেয়ে ব্যাধির আধার হয়ে পড়েন। (১৩ পৃঃ ২১ পংক্তির বাদ টীকা)

১২ বছর বয়স পর্য্যন্ত জড়ভরত হয়ে বসে থাকবে, তারপর তাদের বিয়ে হবে; ফল—ছেলে বাঁচে না, কপাল মন্দ!

আপনারা শুনে আশ্চর্য্য হবেন্, আজ আমি যা বল্‌ছি, তা এই প্রথম বলা নয়। আমি ১৪ বছর পূর্ব্বে বলেছিলাম, "যাঁরা কন্যার যাবাম করা অনাবশ্যক মনে করেন্, তাঁহারা দৌহিত্রকে হৃষ্ট পুষ্ট পাহলওয়ান দেখিতে চাহেন্ কি না? • • • যদি সেরূপ ইচ্ছা করেন্, তবে বোধ হয়, তাঁরা সুকুমারী গোলাপ-লতিকায় কাঁটাল ফলাইতে চাহেন্!" ইত্যাদি। (মতিচূর প্রথম খণ্ড—৪৯ পৃষ্ঠা)। যাহা হউক, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশ রক্ষার জন্য দুইটী বিষয় দরকারী হয়ে পড়েছে, দেখ্‌ছি। প্রথম স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার; দ্বিতীয় বাল্যবিবাহ রহিত করা। অর্থাৎ মেয়েদের বেশ করে লেখাপড়া শিখাতে হবে, যাতে তারা নিজের শরীরের যত্ন করতে শিখে; আর অল্প বয়সের ছেলে-মেয়ের বিয়ে বন্ধ করতে হবে। আপনারা ভেবে দেখেছেন, সধবা মেয়েমানুষ বেশীর ভাগে মরে কেন? কারণ, তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় বলে। এখন দেখ্‌ছি, শিশু রক্ষা করতে হ'লে আগে শিশুর মা'দের রক্ষা করা দরকার। ভাল ফসল পেতে হইলে গাছে সার দেওয়া দরকার। বুঝলেন? মেয়েদেরও খাওয়া দাওয়ার একটু যত্ন করবেন্। মেয়ের বিয়েতে অনেক টাকা খরচ করতে হয় বলে বেচারী-দের শুকিয়ে মারবেন্ না। তারাই হচ্ছে ভবিষ্যৎ গৃহের গৃহিণী। তারাই হচ্ছে ভবিষ্যৎ বংশধরের জননী।

কৃষ্ণকথা।—শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস, বি-এ বিরচিত। ইহা একটী কবিতাপুস্তক, অতি-সরল ও মধুর কবিতায় গ্রথিত। ইহাতে 'শ্রীকৃষ্ণ-জন্মোৎসব-', 'শ্রীকৃষ্ণের বনভোজন-' ও 'শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা'-শীর্ষক তিনটী সর্গে ভগবানের পূর্ণ অবতার শ্রীকৃষ্ণের উদয়, তাঁহার রাখাল বালকদিগের সহিত সখাভাব ও শ্রীমতী গোপিকাদিগের তাঁহার প্রতি নিষ্কাম অহেতুক প্রেমের বিষয় সাধারণের মনোজ্ঞভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমতী যশোদা 'না ছাড়িব কৃষ্ণধন, কাঙ্গালের নিধি মোর কৃষ্ণ। কৃষ্ণ মোর ধ্যান জ্ঞান, কৃষ্ণ যে প্রাণের প্রাণ, কৃষ্ণ মোর ইষ্ট'।—এই ভাবে বিশ্বরূপ মাতৃত্বের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করিয়াছিলেন, রাখাল-বালকগণ 'তুমি যে মোদের ছায়া, মোরা ত কেবল কায়া' এইরূপ আপনভাবে সখ্যদ্বারা কিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে বদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং শ্রীমতী গোপীগণ 'কৃষ্ণ তোমা ভালবাসি', কোরে দিব প্রাণ। এই গোপীদের শিক্ষা এই ধ্যানজ্ঞান। কৃষ্ণে ভালবাসি, কৃষ্ণে না ছাড়িব কভু। দাসী-দের এই মতি দাও ওহে প্রভু। তোমাতে তন্ময় কৃষ্ণ আমরা সদাই। ঘনশ্যাম বনমালী সদা মোরা চাই।"—এইরূপে কিরূপ তন্ময়ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসলীলায় মিলিত হইয়াছিলেন —ইহা কৃষ্ণভক্ত লেখক-মোহদয় অতি-হৃদয়-গ্রাহিণী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে; সুতরাং ইহা হিন্দুদিগের পরম উপাদেয় হইবে। শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

ব, বে, জাপন।

সীলেট চূণ।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না ;
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকালস্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

কিলবর্ণ এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানেজিং এজেন্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।

৪ নং ফেয়ারলি প্লেস্, কলিকাতা।

পাঁচ শত পৃষ্ঠা। সম্পূর্ণচিত্র

জীবন সংগ্রাম

চতুর্থ সংস্করণ। চতুর্থ সংস্করণ। চতুর্থ সংস্করণ।

উপন্যাস-জগতের মরকতমণি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের পবিত্রতার পুণ্য কাহিনী, পল্লীগ্রামের স্বচ্ছ অনাবিল ঘরের কথার সুন্দর ফটোগ্রাফ রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "জীবন-সংগ্রাম" খানি আজ কয়েক মাস একবারে নিঃশেষিত হওয়ায় চতুর্থ সংস্করণ ছাপা হইতেছিল। আজ অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি, "জীবন-সংগ্রাম" পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তক-পাঠে গৃহিণী আদর্শ গৃহিণী হইবেন, বধূ গৃহলক্ষ্মী হইবেন, পুত্র পৌত্র ভ্রাতার চরিত্র গঠিত হইবে ও সংসারে সরল পথে থাকিয়া বিঘ্নকে পরাস্ত করিয়া জীবন-সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারিবেন। মূল্য ১৸০ এক টাকা বার আনা। মাশুল /০ আনা

Amritabazar Patrika বলেন— • • • The characters are deliniated in such a manner as to make them not only attractive, but highly instructive, to the reader. • • •

Bengali বলেন—It purports to give a picture of the social life of the Bengalee Hindus and we have no hesitation in saying that he has spared no pain to avail himself of every possible • • • making the book up to the mark,

হিতবাদী বলেন—বালক, যুবা এবং তাহাদের অভিভাবক বর্গকে আমরা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। শরৎকুমারীর চরিত্র অপূর্ব্ব। • • •

"বঙ্গবাসী"—গ্রন্থ-প্রণয়নের উদ্দেশ্য সাধু। পড়িতে পড়িতে অনেকস্থলে চক্ষে জল আইসে। • • • সাদরে পড়িবার জিনিস।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন :—ঘটনাবলী মনোরম, চিত্তাকর্ষক পরন্তু শিক্ষাপ্রদ বটে। নায়িকা তুলসীবালার চরিত্র সংসারের আদর্শনীয়।

মোহাম্মদী কি লিখিয়াছেন দেখুন :—'জীবন-সংগ্রাম' জীবন-সংগ্রামেরই পথ-প্রদর্শক। • • • অহিরুদ্দিনের সরলতা ভাবিবার বিষয়।

বসুমতী :—ইহাতে এক শত বৎসরের বাঙ্গালীর সংসার, সমাজ, শিক্ষা, দীক্ষা, সাহস ও বলবীর্য্যের পরিচয় আছে। • • •

"পুরুলিয়া দর্পণ":—জীবনসংগ্রাম বাঙ্গালা ভাষার উপাদেয় পুস্তক। হিন্দুত্বের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া মনে হয়, রামপদবাবু প্রকৃত হিন্দু ও শাস্ত্রদর্শী মহাপুরুষ।

মফস্বল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান—ভ্রাম্যমান্ত্রাক্তান।

বৈদ্যনাথধাম—কুণ্ডা। (ই আই, আর)

July, 1922. Reg. No. C. 134.

৫৯ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা

ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

আষাঢ়, ১৩২৯—জুলাই, ১৯২২।

সূচী

১। স্বধার (কবিতা)—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৬৯

২। ইতিহাসে রমণী—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-টি ৬৯

৩। নব-প্রভাতে { গীতরচয়িত্রী—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ৭১
{ সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা

৪। সোণার হার (উপন্যাস)—শ্রীযুক্ত——— ৭৫

৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ দত্ত ৭৮

৬। শ্বশ্রূ ও বধূ—শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন ৮০

৭। শিমলা-শৈলে (পথে) সচিত্র—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সে ৮৪

৮। আমার (কবিতা)—শ্রীমতী চারুলতা দেবী ৮৭

৯। মীরাবাই—শ্রীযুক্ত——— ৮৮

১০। বিষে মধু (কবিতা)—শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র ৯৪

১১। সূর্য্যপূজা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মৈত্র অধিকারী ৯৪

১২। বিকুর বিবাহ (গল্প)—শ্রীযুক্ত——— ৯৯

১৩। প্রাপ্তি-স্বীকার ও মন্তব্য— ১০৩

সম্পাদকশ্রীযুক্ত আনন্দকুমার দত্ত এম্-এ কর্ত্তৃক ৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত ও ৩৯ নং এন্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৵০; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১।৵০;
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারিআনা) মাত্র।

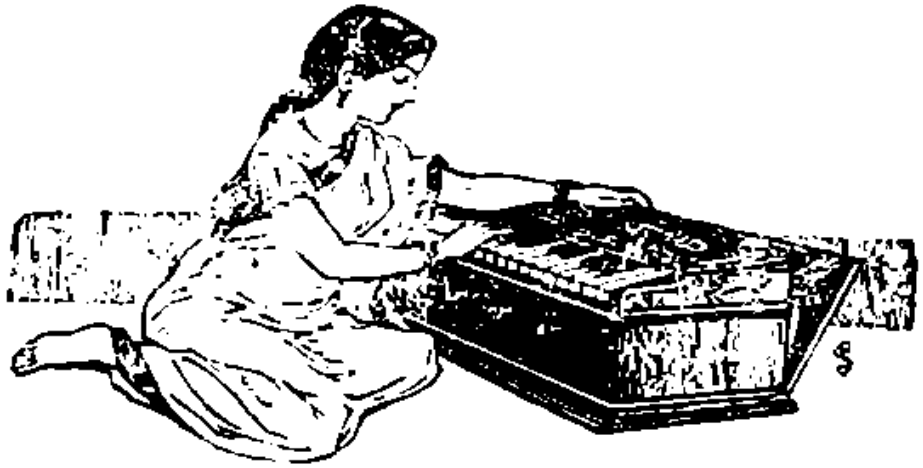

"আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে"

যেমন আজকাল চল্‌তি গানের মধ্যে, ঠিক তেমনই 'ডোয়ার্কিনে'র হারমোনিয়ম আধুনিক সঙ্গীত-প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে চল্‌তি বাজনা। দু'টী বিখ্যাত মার্কার জিনিষ এখানে দেওয়া গেল, বিস্তারিত বিবরণ আমাদের 'এইচ' লিষ্টে পাবেন।

"গ্রামোলা" : : : :

তিন অক্টেভ,	দু'সেট রীড	৪৫৲ টাকা
ঐ	'স্পেশল'	৬০৲ টাকা

"ডোয়ার্কিন ফ্লুট": : : : :

তিন অক্টেভ,	দু'সেট অর্গান রীড	৭৫৲ টাকা
ঐ	দু'সেট রীড	৯০৲ টাকা
ঐ	দু'সেট রীড—এক সেট উদারা	১০০৲ টাকা

অন্যান্য রকম ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

'এইচ' লিষ্টের জন্য চিঠি লিখুন।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্‌,

৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার,
কলিকাতা।

"গ্রামোলা"

টেলিগ্রাম "মিউজিক্যাল"

"ডোয়ার্কিন ফ্লুট"

টেলিফোন ১০৫১ কলিকাতা

মণ্ডল ফ্লুট।

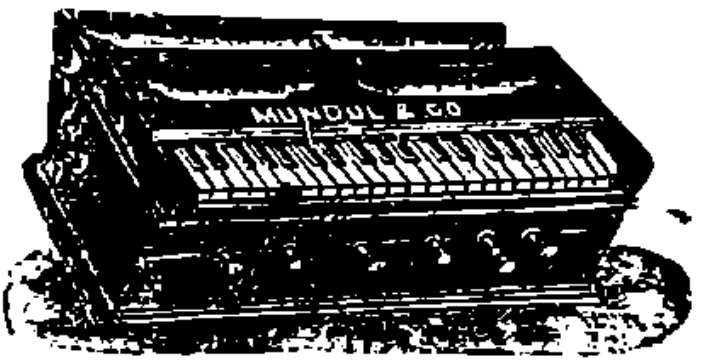

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতির দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত— দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারাণ্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অক্টেভ ৫ টপ ৩৫৲, ঐ সূক্ষ্ম কাজ করা ৪০৲ টাকা। ঐ দুই সেট রীড্ ৪ টপ ৬০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং— ৯নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গাছ! বেঙ্গল নার্শারী! বীজ

(১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত—৪২ বৎসরের পুরাতন)

গাছ ও বীজ রোপণ ও বপনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত; আপনরা অর্ডার পাঠাইতে আর দেরী করিবেন না।

নূতন আমদানী আমেরিকান সব্জী-বীজের প্রতি তোলার মূল্য :—

বাঁধাকপি ফ্লোরিডা হেডার ১৷০, রিড্‌ল্যাণ্ড ড্রামহেড ও অলপেট ১৷০, চ্যাপ্টামাথা, নারিকেলী, কাল্লিকপি ইত্যাদি প্রত্যেক ১৲, ফুলকপি আর্লি-স্নোবল ৫৲, রিলায়বল, আলজিয়ার্স, লিনরমেণ্ডস্, আর্লি-প্যারিস প্রত্যেক ১৷০, ফুলকপি ফেবারিট ১৲, ওলকপি শাদা ও বেগুনে প্রত্যেক ১৲, শালগম, গাজর বীট ও লাল, সাদা, কাল রংয়ের মূলা প্রত্যেক ।০, বাধাছালাদ টমেটো, কাঁটাশূন্য ৬/ সেরা বেগুন, চীনের মিষ্ট লঙ্কা, হরিদ্রা-বর্ণের বড় পেঁয়াজ সেলেরি প্রত্যেক ১৲, শতমুখী বাধা কপি, খোকোলি, বৃহদাকার লাউ, কুমড়া, শাদা পেঁয়াজ প্রত্যেক ৸০, আমেরিকান মটরশুঁটী ও ফ্রেঞ্চবীন ⁄০ (সের ৪৲) উল্লিখিত বীজের স্বাভাবিক বর্ণের ছবিযুক্ত প্যাকেটে আমেরিকান আদত টীন বাক্স :— ১০ রকম ৩৷০, ১৫ রকম ৪৷০, ২৫ রকম ৫৷০, পাটনাই ফুলকপি ।০, পেঁয়াজ ।০, কাঁথির মূলা ⁄০, (সের ৬৲), বোম্বাই মূলা ⁄০ (সের ১২৲), ব্যাঙ্গালোরের বৃহদাকার পেঁপে ১৲, দেড় হাতি লম্বা বেগুন ৸০, কাঁটাযুক্ত বেড়ার বীজ আউন্স ।০, (সের ৫৲)। এই সময়ে বপনোপযোগী ১৫ রকম দেশী বীজ ডাকখরচসহ ১৷০। মনোহর মরসুমী ফুলের বীজ প্রত্যেক রকম ।০ প্যাকেট, ৫ রকমের ৫ প্যাকেট ডাকখরচসহ ১৷০, তামাক বীজ ⁄০ প্যাকেট। অন্যান্য বীজের মূল্য ক্যাটালগে দ্রষ্টব্য। ১৲ টাকার কম মূল্যের বীজ ভিপিতে পাঠান হয় না।

আমাদের নিজ উদ্যানের পরীক্ষিত বৃক্ষের প্রস্তুত নানাবিধ **ফল, ফুলের চারা ও কলম** সর্ব্বজন-প্রশংসিত, অকৃত্রিম ও সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। পত্র লিখিলে গাছ ও বীজের ক্যাটালগ পাঠান হয়।

প্রোপ্রাইটার্স :—**বেঙ্গল নার্শারী**

১২৪, মাণিকতলা মেন রোড, পোঃ সিমলা, কলিকাতা।

অভাবনীয় ব্যাপার ! **রমণীরঞ্জন চুড়ী।** অলঙ্কারের যুগান্তর !

মায়াপুরী মেটেল প্রস্তুত।

মায়াপুরী মেটেল প্রস্তুত।

যাহা হইবার নয়—যাহা কেহ কল্পনায় এ পর্য্যন্ত আনিতে পারেন নাই— সেই অসম্ভব সম্ভব হইতে চলিল। রমণীরঞ্জন চুড়ি এ-যাবৎ কেবলমাত্র গিনি-স্বর্ণেরই প্রস্তুত হইত— কেমিক্যাল বা অন্য কোনও ধাতুতে ইহা এ পর্য্যন্ত কেহই প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। আমরা বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে ইহা প্রস্তুত করিয়াছি: কেমিক্যালের কিংবা অন্য ধাতুর সমস্ত চুড়িই সাধারণে ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে একবার রমণীরঞ্জন চুড়ি এক সেট ক্রয় করিতে অনুরোধ করিতেছি। এক সেট পাঁচ টাকায় ক্রয় করিলে আপনার পাঁচ শত টাকার গিনির চুড়ির অভাব মোচন করিবে।

মূল্যাদি এক সেট ৮ গাছা ৫৲ পাঁচ টাকা।

"মায়াপুরী মেটেলের" লক্ষ লক্ষ প্রশংসাপত্রের মধ্যে একান্ত স্থানাভাবে কেবল কয়েকখানিমাত্র প্রকাশিত হইল।

সংবাদ পত্রের মতামত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"মায়াপুরি মেটেল" আবিষ্কৃত হইবার পর সমস্ত সংবাদপত্রে ইহার সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল। স্থানাভাবে কয়েক খানি মাত্র উদ্ধৃত হইল।

"হিতবাদী" সংবাদপত্র। • • দেখিতে ঠিক সোনার চুড়ির মত • • বহুদিন ব্যবহারেও রং নষ্ট হইবে না। কারণ ইহা গিলটি নহে, ধাতু-বিশেষের দ্বারা নির্ম্মিত।

"বঙ্গবাসী" সংবাদপত্র। • • মায়াপুরি মেটেলের অলঙ্কারের রং চিরদিন স্বর্ণের ন্যায় থাকিবে। কখন পালিশ নষ্ট হইবে না। ইঁহাদের কারবারে প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা নাই।

"বসুমতী" সংবাদপত্র। • • আর কেহই এই পূজার সময়ে বিলাতী চুড়ী কিনিবেন না। ইঁহাদের গহনার রং চিরস্থায়ী বলিলেও হয়। ইঁহাদের সোনার জিনিষগুলিও সুন্দর হইতেছে।

দৈনিক পত্র "সন্ধ্যা"—পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইঁহাদের গহনার রং বহুকাল-স্থায়ী। ইঁহাদের কাছে ঠকিবার ভয় নাই; ইঁহাদের দোকানে মহাপূজার মহাব্যাপার।

"হাওড়া হিতৈষী" সংবাদপত্র লিখিয়াছেন—ইহা জহুরী গহনা নহে। আসল গিনি গহনা ইঁহাদের গহনার কাছে হার মানিয়াছে। গহনার রং বহুকালস্থায়ী। জিনিষগুলি সুন্দর ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে।

"নায়ক" দৈনিকপত্র। চুড়ি বড় সুন্দর হইতেছে। বিলাতী চুড়ী ও কেমিকেল গহনার পরিবর্ত্তে সকলেরই ইঁহাদের গহনা ব্যবহার করা উচিত।

এইচ, ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং, ১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক্ রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলে গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন্। এক শিশি মূল্য ১৲ এক টাকা, ভিঃপিঃতে ১৷৵০ ; তিন শিশির মূল্য ২৷৷০, ভিঃপিঃতে ২৸৵০। এক গ্রোস ১০৮৲।

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লীকষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদ-জনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

দেহে সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই সালসা সেবনমাত্রই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১৷৷০ দেড় টাকা, ভি পিতে লইলে মোট ২৷০ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আপনি অবসর-কালে কি করেন? আজকাল যে দিন পড়িয়াছে, মুহূর্ত্ত সময়ও বৃথা কাটানো উচিত নয়। দিবসের প্রত্যেক মুহূর্ত্তটীকে উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য যে মন ও যে মস্তিষ্ক আবশ্যক, তাহা সকলের ভাগ্যে হয় না, শতকরা একজনের বেশী দেখা যায় না; কিন্তু যাহাদের মন রোগ, শোক, তাপে সদা হু হু করিতেছে, যাহাদের মস্তিষ্কে ধারণাশক্তির লেশমাত্র নাই, বৈদ্যশাস্ত্রী মণিশঙ্কর গোবিন্দজীর গন্ধে দশদিক্ আমোদকারী গুণে অতুলনীয় "মণি-তৈল" ১শিশি ব্যবহারে তাহাদের মন এত সুস্থ ও শান্ত হয় এবং মস্তিষ্ক এত ধারণক্ষম হয় যে, স্বগৃহে তাহার নেতৃত্ব দেশনেতৃত্ব প্রতিভাকেও উপেক্ষা করে। এই অনুপম সুরভির মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা মাত্র। ক্লান্তি ও কুচিন্তা ইহার মর্দ্দনে পরম পুষ্ট হয়। আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—১। বড়বাজার শাখা, ২১২ বনফিল্ডস লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯৫।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা-রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্মমিটার, ডিপসকোপ, ম্রবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী-কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে;—মূল্য ৸৵০;—হোমিওপ্যাথি শিক্ষাদিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 707. July, 1922.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৯ বর্ষ। ৭০৭ সংখ্যা।	আষাঢ়, ১৩২৯। জুলাই, ১৯২২।	১২শ কল্প। ৩য় ভাগ।

বরষায়।

এস ঘন-শীতল এলায়িত-কুন্তল
শ্যাম-বরষা!
তব স্নেহ বিনা হায় বসুধা মুরছি' পায়
মরণ-দশা!
গ্রীষ্মদাহন-ভর
পীযূষে বিরাম কর,
বিহ্বল-চরাচর
কর সরসা!

স্নিগ্ধ সমীর আসি' বাজা'ল আশার বাঁশী,
কাজলে-মেঘে—
দিগন্ত এস ঢাকি' জুড়া'ক্ তাপিত আঁখি
মূরতি দেখে!
পরশি' শীকর-কণা
ফিরে যেন সুচেতনা,
ঢাল সুধা-সান্ত্বনা
প্রাণ-পরশা!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

—•—

ইতিহাসে রমণী।

মেরীর পর তাঁহার বৈমাত্র ভগিনী এলিজাবেথ সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতা অষ্টম হেন্‌রীর সময়ে ইংলণ্ডে যে সংস্কৃত খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এলিজাবেথ তাহারই পক্ষপাতিনী। তিনি রোমীয় খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রতি অত্যাচার করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু যখন রোমীয় খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিগণ ষড়যন্ত্র প্রভৃতির দ্বারা এলিজাবেথের বিরুদ্ধাচরণ

করিতে লাগিল, তখন ক্রমে ক্রমে ঘটনা-চক্রের মধ্যে পড়িয়া তাঁহাকে কঠোর হইতে হইয়াছিল।

ইউরোপে তখন স্পেনের প্রবল প্রতাপ। স্পেন রোমীয় খৃষ্ট-ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক হইয়া আপনার সাম্রাজ্যে সংস্কৃত খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বিগণের উপর অত্যাচার করিতেছিল। এলিজাবেথ শান্তির পক্ষপাতিনী ছিলেন। তাঁহারই বুদ্ধি-কৌশলে বহুদিন স্পেনের সহিত ইংলণ্ডের বিবাদ ঘটিতে পারে নাই। কিন্তু বাস্তবতঃ স্পেনের সহিত বিবাদ না বাধিলেও অধিকাংশ ইংলণ্ড-বাসীর চিত্তে স্পেনের প্রতি বিরুদ্ধভাব বদ্ধমূল হইতেছিল। স্পেনের আমেরিকাস্থ উপনিবেশ-সমূহ হইতে যে ধনরত্নপূর্ণ জাহাজগুলি আসিত, ইংরাজ নাবিকগণ মধ্যপথে তাহা লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপ লুণ্ঠনকারিগণের মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁহার উপর স্পেন-রাজ বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া এলিজাবেথকে অনুরোধ করিলেন, তিনি যেন সেই নাবিককে স্পেনের হস্তে সমর্পণ করেন। এলিজাবেথ তাঁহার অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া নাবিক-প্রধানকে সম্মানে ভূষিত করিলেন। তিনি লুণ্ঠিত ধনরত্নের মধ্য হইতে যে কয়েকটি রত্ন রাণীকে উপহার দিয়াছিলেন, রাণী তাহা মুকুটে স্থাপন করিয়া প্রকাশ্যে পরিধান করিলেন। অভিযোগ নিষ্ফল দেখিয়া স্পেনীয় রাজদূত রাণীকে ভয় প্রদর্শন করিলেন যে ইহাতে যুদ্ধ বাধিয়া যাইবে। এলিজাবেথ ক্রোধের চিহ্ন প্রকাশ না করিয়া স্বাভাবিক স্বরে দূতকে জানাইয়া দিলেন যে তিনি যদি ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে রাণী তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিবেন।

স্কট্‌লণ্ড-রাণী মেরী* বহুদিন ইংলণ্ডে বন্দিনী হইয়াছিলেন। তিনি রোমীয় খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। যখন ষড়যন্ত্রের অভিযোগে এলিজাবেথের আদেশে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হইল, অন্যান্য রোমীয় খৃষ্ট-ধর্ম্মের নেতৃগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন; ইংলণ্ডের সিংহাসনে স্কট্‌লণ্ড-রাণীর অধিকার ছিল; তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই অধিকার স্পেনরাজকে সমর্পণ করিয়া যান। স্পেনরাজ বুঝিলেন ইংলণ্ডকে শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। তিনি সেইজন্য আপনার বিশাল নৌ-বাহিনী একত্র করিয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।

ইংলণ্ড এ আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। রাণীর পরামর্শ-দাতৃগণের মধ্যে কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন যে রাজ্যের প্রধান রোমীয় খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণকে ধৃত করিয়া তাঁহাদের প্রাণনাশ করা হউক; কারণ, যুদ্ধ হইবে ঐ ধর্ম্মাবলম্বী প্রধান রাজার সহিত। এলিজাবেথ এ পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। রাজ্যের কয়েক জন প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বী প্রজা অসন্তোষের পরিচয় দিয়াছে বলিয়া তিনি সেই ধর্ম্মাচরণকারী সমুদয় প্রজাকে দেশদ্রোহী ভাবিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, মাতা যেমন আপন সন্তানগণের বিরুদ্ধে কুধারণা পোষণ করিতে পারেন না, তিনিও সেইরূপ আপন প্রজার সম্বন্ধে কোন হীন ধারণা রাখিতে পারেন না। রাণীর এই বিশ্বাস অপাত্রে স্থাপিত হয় নাই। সেই বিপৎকালে রাজ্যের অধিকাংশ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বিগণ অবিচলিত দেশ-ভক্তির পরিচয়

* ১৩২৮ সালের মাঘ সংখ্যায় স্কট্‌লণ্ড-রাণী মেরীর ইতিহাস বর্ণিত আছে। লে:

তিনি দেশের মান-রক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে আপনারাও অক্ষয় যশ অর্জ্জন করিয়াছেন।

দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইংলণ্ড-বাসিগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। উপযুক্ত নাবিকগণের অধীনে যুদ্ধ-জাহাজগুলি রক্ষিত হইল। পাছে স্পেনীয় সৈন্য রণতরী হইতে অবতরণ করিয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করে সেইজন্য দেশের নানাস্থান হইতে সৈন্যদল একত্র হইতে লাগিল। রাণী স্বয়ং যোদ্ধবেশে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজধানীর সন্নিকটে একস্থানে সমবেত সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিলেন। যুদ্ধে স্পেনের বিশাল নৌবাহিনী বিধ্বস্ত হইল। ইংরাজ-রণতরী-সমূহ শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিল না; কারণ, তাহাদিগের গোলাগুলি ফুরাইয়া গিয়াছিল। তথাপি শত্রুর পরাজিত নৌ-বহর রক্ষা পাইল না। প্রবল ঝটিকায় তাহাদিগের অধিকাংশ জলমগ্ন হইল এবং অতিশয় অল্প-সংখ্যক পোতই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়।

বর্ষা-প্রভাতে।

[রচনা—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী]

আজিকে প্রভাত আসিল কাহার
ব্যথায় বারতা বহি!
গোপন কাহার আঁখিজলধার
ঝরে' পড়ে রহি' রহি'!

নীরব নিঝুম, নিদ্রিত পুরী,
আঁধারে আলোয় চলে লুকোচুরি,
স্নিগ্ধ বাতাস মরে শুধু ঘুরি
মর্ম্ম-বেদনা-কহি'!
নীরব উষার নয়ন-আসার
ঝরে শুধু রহি' রহি'!

আজি এ প্রভাতে আকাশ, বাতাস,
জল-ভরা আলো ছায়া;
ঘুম-ভাঙা দুটি চোখের সম্মুখে
রহিয়াছে কোন্ মায়া!

আজি অকারণ কাহার লাগিয়া
বিকল সহসা আমার এ হিয়া,—
সারাটি সকাল মরে গুমরিয়া
কোন্ বেদনায় দহি'!
বাহিরে কেবল ঝর ঝর জল
ঝরিতেছে রহি' রহি'!!

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

মধুমাধবী—একতালা।

আস্থায়ী।

	•		১		২´		
II {	মরা	মপা	মরা। না	সা	-নসরা I না	রসা	নসরা }
	আ০	জি০	কে০ প্র	ভা	০০ ত্ আ	সি০	ণ০০
	৩		•		১		
	। নসা	সরা	-া। রা	মা	-পপা। মরা	মা	পা I
	কা০	হা০	র্ ব্য	থা	০ র্ বা০	র	তা
	২´		৩		•		
	I রা	-মপা	-মপা। পা	-মা	-পা। রা	মপা	পা।
	ব	০ ০	০ ০ হি	০	০ গো	প ০	ন
	১		২´		৩		
	। ণপা	পমা	-পা I মা	পমা	পনর্রা। র্রা	নর্সা	-া।
	কা০	হা০	র্ আঁ	খি০	জ০০ ল	ধা ০	র্
	•		১		২´		
	। না	পা	রমা। মা	পমা	রা I ।	নসা	-র্রা।
	ঝ	রে	প ০ ড়ে	র ০	হি ০	র ০	০
	৩						
	। সা	-না	-সা } II				
	হি	০	০				

অন্তরা।

	•		১		২´		
II {	মা	পা	মা। না	পা	-মা I মপা	নর্সা	র্রা।
	নী	র	ব নি	ব্	ম্ নির্	ঝ্রি	ত
	৩		•		১		
	। ননা	র্সা	-া। র্রা	র্সা	না। র্রা	নর্সা	-া I
	পু০	রী	০ আঁ	ধা	রে আ	লো০	র

I ২´ পা　নর্সা　নপা। ৩ মপা　মপনা　র্সর্সা। ০ র্রা　-র্সা　র্রা।
চ　লে০　লু০ কো০　ছু০০　ঝি০　দি　ক্　ত

। ১ পা　মা　-পর্পা I ২´ মর্মা　র্রা　মর্রা　। ৩ র্রা　নর্সা　র্সর্সা।
বা　তা　০ স্　ম০ রে　ত০　ধু　ধু০　রি০

। ০ রা　-গা　মা। ১ পা　ণপা　পা I ২´ মপা　-নর্সা　-র্রা।
ম　র্　ম বে　দ০　না　ক০　০০　০

। ৩ র্সা　-না　-র্সা }। ০ র্রা　মা　পা। ১ র্রমর্পা　মর্পা　-া I
হি　০　০　নী　র্　ব　উ০০　ষা০　র্

I ২´ মা　র্রা　মা। ৩ র্রর্সা　না　-র্সর্সা। ০ রা　-া　রা।
ন　র　ন　আ০　সা　০ র্　ঝ　০　রে

। ১ মা　পা　মা I ২´ পা　মপা　-নর্সা। ৩ -রা　রা　-সা } II
ত　ধু　র　ঝি　র০　০০　০　হি　০

সঞ্চারী।

II { ০ ন্সা　সা　রা। ১ সা　ন্সা　সা I ২´ ন্পা　ন্সা　সা :
আ০　জি　এ　প্র　০ ভা০　তে　আ০　কা০　শ

। ৩ রা　মপা　-নদা। ০ মা　পা　-া। ১ পা　নর্সা　। I
বা　ভা০　০স্　অ　ন　০　ভ　ব্যা০　০

I ২´ না　র্সর্রা　। ৩ নর্সা　-নর্সা　-া। ০ রা　রা　মরা :
আ　লো০　০　ছা০　০ম্যা　০　পু　ম　ভা০

১ ২ ৩
। মা রসা সা I ন্সা রা ন্সরা । পনা পা পা।
আ হ০ টি চো০ খে র০০ স০ ম খে

০ ১ ২
। মা পা ণপা । মা মরা মরপা I মা -া -রা।
র হি র্া০ ছে কো০ ন০০ মা ০ ০

৩
। ন্া -সা -া } ।
ম্া ০ ০

আভোগ।

০ ১ ২
। { মা পা না । পা নর্সা -া I ননা র্সনা র্রা।
আ জি অ কা র০ ণ কা০ হা০ র

৩ ০ ১
। নর্সা নর্সা র্সা । মা পা নপা । না র্সর্রা র্সা I
লা০ গি০ ম্া বি ক ল০ স হ০ সা

২ ৩ ০
I নপা পা নর্সা । না পপা মপা । র্সর্সা র্রা র্সর্রা।
আ০ মা র০ এ হি০ র্া০ সা০ রা টা০

১ ২ ৩
। র্মর্রা র্মপা -া I র্মর্রা র্মর্রা নর্রা । র্সা নর্সা র্সা।
স০ কা০ ল্ ম০ রে০ ও০ ম ন্বি০ ম্া

০ ১ ২
। পনা -র্মর্রা মা । মপা ণপা -া I মা -পনা -র্সা।
কো০ ০ন্ বে ধ০ না০ ছ ধ ০০ ০

৩ ০
। র্রনা -পা -মা } । র্রসর্সা র্রসর্সা র্রা । র্রা র্মপা -া I
হি০ ০ ০ বা০ হি০ রে কে ব০ ল্

২ ৩ ০ ১
I র্মর্রা .র্রা র্মর্রা । র্রা নর্সা -া । নর্সা সা র্রা।
ঝ০ ক ঝ০ ম্ ঝ০ অ০ ল্ ঝ০ ন্বি তে

১		২			৩		
। সা	পপপা মপমা I	রা	-মা	-রা ।	না	-সা	। II II
ছে	র০০ হি০০	র	০	০	হি	০	০

সোণার হার

নবম পরিচ্ছেদ।

যে সৈনিক মুদ্‌কল হইতে প্রীতার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, তিনিই শাহজাদা হাসান। কুলবর্গে আনীত হইয়া প্রীতা সুলতান ফিরোজের আদেশে তাঁহার ভগ্নীর প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিল। যুদ্ধাবসানে হাসানের সহিত তাহার বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহের পর হাসান পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নয়নের আলো! 'প্রীতা' শব্দের অর্থ কি আমাকে বলিয়া দাও।" প্রীতা অবনতমুখে নীরব রহিল দেখিয়া হাসান পুনরায় ঐ প্রশ্ন করিলেন। প্রীতা কোন উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল, "উহা ত' নামমাত্র। নামের আবার কি অর্থ থাকিবে, শাহজাদা?" উত্তর হাসানের মনঃপূত হইল না। তিনি বলিলেন, "নামের অর্থ থাকে না? তাহা হইলে তুমি আর প্রীতা নও। দিনের আলো জিনিয়া তোমার রূপ! তোমার সৌন্দর্য্যের প্রভায় দিবসের সূর্য্য ম্লান হইয়া ঐ সুদূর পর্ব্বতের অন্তরালে আপনাকে আবৃত করিতেছে। তুমি আজ হইতে নেহার উন্‌নেসা।"

বিবাহের পর ছয় বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। ঝটিকার পূর্ব্বে যেমন ঈশান কোণে মেঘরাশি সমবেত হইতে থাকে, গগনের বজ্রবিষাণ যেমন মুহুর্মুহুঃ গর্জ্জিয়া উঠে, সেইরূপ দিনের পর দিন সমগ্র বাহমনী-রাজ্যের সৈন্যদল একত্র হইতেছিল এবং রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে রণকোলাহল জাগিয়া উঠিতেছিল। সুলতান-ভ্রাতা আহমদ মালব ও গুর্জ্জর আক্রমণ করিবেন। ছয় বৎসর পূর্ব্বে বাহমনী-রাজ্যের উত্তর সীমান্ত আক্রমণ করিয়া মজঃফর শাহ ও মালব সুলতান যে স্পর্দ্ধার পরিচয় দিয়াছিলেন, আহম্মদ নানাকারণে তাহার প্রতিফল প্রদান করিতে পারেন নাই। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই সুলতানদ্বয় কাপুরুষের ন্যায় আপন আপন রাজ্যে পলায়ন করিয়াছিলেন। সে-সময় আহমদের সৈন্য-সংখ্যা অল্প হইলেও তিনি তাঁহাদিগের রাজ্য আক্রমণ করিতেন কিন্তু ভ্রাতার আদেশে সীমান্ত রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। তখন সংকল্প হইতে বিচ্যুত হইলেও আহমদের অন্তর হইতে প্রতিফল প্রদান করিবার বাসনা অন্তর্হিত হয় নাই। এতদিন পরে তাহার সুযোগ আসিয়াছে। ভ্রাতার অনুমতি লইয়া খান্ খানান্ আহমদ্ মালব ও গুর্জ্জর আক্রমণ করিবেন।

রাজধানীর সর্ব্বত্র ব্যস্ততা ও কোলাহল;

কিন্তু বিশাল প্রাসাদের অন্তঃপুরে কোলাহল-ব্যস্ততার কোন লক্ষণ ছিল না। অন্তঃপুরের দৈনন্দিন কার্য্যগুলি নদীর স্রোতের ন্যায় ধীর-অতীব চলিয়া যাইতেছিল। প্রণয়ের মধুর লীলা, তৃপ্তি, অতৃপ্তি, ঈর্ষ্যার অন্তর্দাহ, কপটতা, বিলাসের অপরূপ সজ্জা, রমণীর কলহান্ত, রুদ্ধ মর্ম্মবেদনা, সঙ্গীতের ঝঙ্কার, পুষ্পের সুগন্ধ, অলঙ্কারের শিঞ্জিত ও অলঙ্কার-বিচ্ছুরিত আলোক-কণা প্রভৃতি প্রাসাদের দৈনিক জীবনের উপাদানগুলি যথাযথ বিরাজ করিতেছিল।

প্রাসাদের একটী কক্ষে বিচিত্র পরিচ্ছদে কম তনু ভূষিত করিয়া প্রীতা বসিয়া ছিল। পত্র-পুষ্পের প্রতিকৃতি-শোভিত কোমল আসনের উপর উপবিষ্ট প্রীতাকে সজীব পুষ্পগুচ্ছের মতই বোধ হইতেছিল। মুক্তা-খচিত সুরঞ্জিত ক্ষুদ্র পাদুকাদ্বয়ের একটি চরণ-সংলগ্ন, অপরটী পদতল-ভ্রষ্ট হইয়া আসনের নিকটেই পতিত আছে। প্রীতার কেশ ও কর্ণের উপর কয়েকটি পুষ্প। কুসুমমাল্য ও পুষ্পস্তবকের গন্ধে কক্ষ ভরিয়া আছে।

শাহজাদা হাসান কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষে প্রবেশ করিয়া হাসান বলিলেন, "নেহারু! পিতা আজ আমার উপর রুষ্ট হইয়াছেন।" প্রীতা স্বামীর প্রতি একটী প্রশ্নসূচক দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিল। হাসান বলিলেন, "আমার দোষ যথেষ্ট আছে। তুমি মাথা নাড়িলেও কথাটি সত্য। আমি রাজ-সভায় যাই না, রাজকার্য্য দেখি না, সৈন্য-পরিদর্শনের সময় উপস্থিত থাকি না, কেবল প্রাসাদে ও সঙ্গীত-শ্রবণে কাল হরণ করি; পিতার কোন সহায়তা করি না।" প্রীতা বলিল, "কেন তুমি এমন কর?" হাসানের চক্ষু যে ভাষা বলিল, ওষ্ঠ তাহা বলিল না। হাসান বলিলেন, "নেহারু! আমি রাজ্যশাসনের উপযুক্ত নহি।" প্রীতা তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; সে অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কেশ-চ্যুত পুষ্পটি হর্ম্মতল হইতে কুড়াইতেছিল। সেই অবসরে তাহার অবনত মস্তক হইতে আর একটী পুষ্প পতিত হইল। হাসান প্রীতাকে বিব্রত দেখিয়া বলিলেন, "অলঙ্কার উপযুক্ত নয় বলিয়া আপনিই স্থান-চ্যুত হইতেছে। আমি ভাবিতাম আমিই বুদ্ধিমান্, এখন দেখিতেছি আমাপেক্ষা ফুল-দু'টি বেশী বুদ্ধিমান্, কারণ তাহাদের একটু লজ্জাবোধ আছে।" পুষ্পদুটি যথাস্থানে রাখিতে রাখিতে প্রীতা বলিল, "পুষ্পের বুদ্ধি থাকা না থাকা সমান; কারণ, এই দেখ, আমি ও-দুটি আবার পরিলাম। তুমি বুদ্ধিমান্ হইয়া বৃদ্ধ পিতাকে কেন অসন্তুষ্ট করিতেছ?" হাসান বলিলেন, "পিতার এখন ইচ্ছা আমি অন্যতম সেনাপতিরূপে যুদ্ধে গমন করি।" প্রীতা বলিল, "তোমার তাহাতে অনিচ্ছা কেন?" হাসান বলিলেন "যুদ্ধ পৃথিবীর অভি-শাপ। হত্যা ও লুণ্ঠন রাজার বিজয়কেতনের দুই সহচর। যদি রক্তরাগে পৃথিবীর অঙ্গ রঞ্জিত করিয়া রাখা খোদার বাসনা হইত, তাহা হইলে তিনি আকাশকে এত সুনীল ও পৃথিবীকে এত শ্যামল করিয়া গড়িতেন না। মুমূর্ষের আর্ত্তনাদ ও যুদ্ধের হুঙ্কার যদি তাঁহার প্রিয় হইত, তাহা হইলে তিনি বনবিহঙ্গের কণ্ঠ ভরিয়া এত সুধার ধারা ঢালিয়া দিতেন না। তুমি ত' যুদ্ধ দেখ নাই, নেহারু! দূরে দরিদ্রের কুটিরশীর্ষে

অগ্নির ক্রুদ্ধফণা নৃত্য করিতেছে, পুঞ্জীকৃত ধূমরাশিতে সূর্য্য ঢাকিয়া গিয়াছে, যখন এক-একবার দেখা যাইতেছে তখন তাহার মূর্ত্তি রক্তের ন্যায় লোহিত। রণক্ষেত্রে শোণিতের নদী, হতাহত যোদ্ধার বুকে রক্তের দাগ—দিগন্তের দূর রেখার উপর অস্তগামী সূর্য্য মানুষের নৃশংসতা দেখিয়া লজ্জায় লোহিত হইয়া গিয়াছে!"

একটি মর্ম্মর-বেদীর উপর দেহ-রক্ষা করিয়া প্রীতা অবস্থান করিতেছিল। তাহার মূর্ত্তি তখন এত স্থির যে তাহাকে দেখিলে মনে হয় সে যেন সেই পাষাণ-বেদীর উপর স্থাপিত একটী পাষাণ-প্রতিমা। সে ব্যথা-বিজড়িত-কণ্ঠে বলিল, "শাহজাদা! বীর তুমি, যুদ্ধে সঙ্কোচ তোমার সাজে না।" হাসান পত্নীর দক্ষিণ কর আপনার করে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "দেশ আক্রান্ত হইলে আমি দেহের শেষ শোণিত-বিন্দু বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত নহি। দেশ আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়াই তোমাকে পাইয়াছি, নেহাক্! কৃষ্ণাতীরে যুদ্ধের সময় কোন গ্রামে একটি প্রাচীন হিন্দু-মন্দির দেখিতেছিলাম। সে মন্দির কোন স্ত্রী-দেবতার। মন্দিরের এক জন উপাসক ব্যতীত গ্রামে কেহ ছিল না। সেই ব্যক্তির নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম একবার সমুদ্রের সহিত জিনদের যুদ্ধ হইয়াছিল—ফলে সমুদ্র হইতে এক পরী উঠিয়া আসিলেন। সেই পরীর মূর্ত্তি মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে। সে-দিন হিন্দু-মুসলমানে যে যুদ্ধ হইয়া গেল, তাহাতে আমি তোমাকে লাভ করিয়াছি, নেহাক্!"

হাসান দেখিতেছিলেন পত্নীর মসৃণ স্বচ্ছ গণ্ডে শোণিতের চঞ্চল লীলা। কোকনদ বেষ্টন করিয়া সরোবরের নীল বারিরাশি যেমন তালে তালে নৃত্য করে, সেইরূপ গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ প্রীতার সুন্দর বদন-মণ্ডলের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টিয়া দুলিতেছিল। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার বদনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল। সে পূর্ব্ব-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার মানসে বলিল, "তোমার এ যুদ্ধে অনিচ্ছার কারণ সুলতান শুনিলে কি বলিবেন?" হাসান বলিলেন, "পিতা আমার মনের ভাব পূর্ব্ব হইতেই জানেন, আজ পুনরায় নূতন করিয়া জানিয়াছেন। তাহাতে তিনি যত ক্রুদ্ধ না হইলেন, আমি শাসন-কার্য্য আদৌ দেখি না বলিয়া ততোধিক ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা তিনি আমাকে সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারি-স্বরূপ শাসন-কার্য্যভারের কিয়দংশ প্রদান করিয়া ফিরোজাবাদের নূতন প্রাসাদে কিয়ৎকাল বিশ্রামসুখ উপভোগ করিবেন। বিশ্রামের কথাটি একটি অছিলামাত্র,—এই-রূপে তিনি আমাকে রাজকার্য্যে লিপ্ত করিতে চাহেন। আমি তাহাতে অক্ষমতা ও অসম্মতি জানাইয়াছি।" প্রীতা নীরবে স্বামীর প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বাতায়ন-পথ ভেদ করিয়া আলোকের ধারা কক্ষ প্লাবিত করিতেছিল। কিন্তু পবনের আগমন অতি-মৃদু; তাহার অদৃশ্য পদের শব্দ এত অপরিস্ফুট যে প্রীতার অতিসূক্ষ্ম বসন-প্রান্তটি ঈষদ্যাত্র কম্পিত হইতেছিল না। হাসান বলিতে লাগিলেন, "বাহমনী-রাজ্যের ভাবী সুলতান হিসাবে পিতৃব্য আমার অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তি। এখন দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে

সুলতানের নিশ্চেষ্ট রহিবার ইচ্ছা থাকিলেও আমীরগণ তাঁহাকে নিশ্চেষ্ট থাকিতে দিবেন না। পিতা দীর্ঘজীবী হউন্! কিন্তু তিনি যখন সমাধির শীতল ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিবেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে আমীরগণের নেতা হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি আমার পিতৃব্য। তিনি রণোন্মত্ত, যুদ্ধেই তাঁহার আনন্দ। বৃদ্ধ গায়ক সানার যেমন আকাশে বাতাসে সুরের ঢেউ গুণিয়া দিন কাটাইয়া দেয়, পিতৃব্যও সেইরূপ কর্ণে অহর্নিশ অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা শুনিতে পান। সে-বৎসর আমাদের বিবাহোৎসব আরম্ভ না হইলে, তিনি মালব ও গুর্জ্জরের অর-কার্য্য সম্পূর্ণ না করিয়া ফিরিতেন না।"

প্রীতা নয়নের সম্মুখে সহসা একটী সুখের চিত্র দেখিল। সে চিত্র ছয় বৎসর পূর্ব্বে হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছিল। স্বামীর শেষের কথাগুলি ঐন্দ্রজালিকের হস্ত-চালিত মোহন দণ্ডের ন্যায় সে চিত্রের বহিরাবরণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। সে চিত্র বড় সুখের। প্রীতা চেষ্টা করিয়া কথা কহিল; বলিল, "ইহাতে লোকে তোমাকে কাপুরুষ ভাবিবে।"

বায়ুর স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে শ্বেত-পক্ষ মেঘের তরণী যখন পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন রবি-করোজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ শস্যক্ষেত্রের উপর একটী ছায়ার ঢেউ খেলিয়া যায়, নিমিষের জন্য ক্ষেত্রস্থিত শস্যের হেমশোভা ছায়ার অন্তরালে আপনাকে লুকাইত করিয়া ফেলে। পত্নীর বাক্যে হাসানের উজ্জ্বল গৌর মুখমণ্ডলের উপর মুহূর্ত্তের জন্য একটি ছায়া-পাত হইল। হাসান যদি তখন পত্নীর মুখের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেন, তিনি দেখিতে পাইতেন প্রীতার আনন অপরাধিনীর ন্যায় মলিন—কম্পস্থিত ম্লান কুসুমের ন্যায় আভাহীন।.....হাসান ধীরে ধীরে বলিলেন, "এ পৃথিবীতে তিন জনের মতামতের উপর আমার জীবনের সুখ-দুঃখ নির্ভর করে। পিতা ও পিতৃব্য আমাকে কাপুরুষ ভাবিবেন না। আমি তাঁহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিয়াছি। আমি এখন মৃগয়া ত্যাগ করিলেও এককালে তাঁহারা শিকারে আমার নৈপুণ্য ও সাহসের প্রশংসা করিয়াছেন। নেহার্! তুমি কি আমাকে কাপুরুষ জ্ঞান কর?"

প্রীতা হাসানের সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবেশন করিয়া বিহ্বলভাবে বলিল, "শাহজাদা! আমি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর।" হাসান পত্নীকে সস্নেহে তুলিয়া বলিলেন, "অপরাধ না করিলে আমার ক্ষমা করার অধিকার কি, নেহার্? পতির কণ্ঠ-লগ্না হইয়া তাঁহার বক্ষে মুখ লুকায়িত করিয়া রুদ্ধস্বরে প্রীতা বলিল, "আমি অপরাধিনী।" (ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ভগবান্ বলিলেন, "অর্জ্জুন, আরও ভাবিয়া দেখ, যাবতীয় ভূতগ্রাম অন্ন হইতে উৎপন্ন, অন্ন আবার পর্জ্জন্য হইতে, পর্জ্জন্য যজ্ঞ হইতে, যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে, কর্ম্ম ব্রহ্ম

হইতে, এবং ব্রহ্ম অনন্ত পরম পুরুষ হইতে নিঃসৃত। সুতরাং প্রাণ-যজ্ঞেতেই আত্ম-ব্রহ্ম সদা প্রতিষ্ঠিত। এই প্রবর্ত্তিত চক্র প্রাণ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান-দ্বারা যিনি আশ্রয় না করেন, তাঁহার জীবন প্রভৃতি সকলই বৃথা। এই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াই জনক ঋষি পরম সিদ্ধি-রূপ মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রাণযজ্ঞরূপ ক্রিয়াযোগ যিনি আশ্রয় করেন্ তাঁহার আর অপর কোনই কর্ত্তব্য থাকে না। ইহা হইতেই মোক্ষ লাভ হয়।

তা ছাড়া দেখ, এই ত্রিজগতে আমার কিছুই কর্ত্তব্য নাই। তথাপি আমি এই ক্রিয়াযোগ বা প্রাণযজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকি। কেন না, মহাজনেরা যাহা করিয়া থাকেন্, সাধারণ লোক তাহারই অনুসরণ করে। আমি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে আমার দৃষ্টান্তে সকলেই ঐরূপ করিবে; সুতরাং ক্রমে জগৎ উৎসন্ন হইয়া যাইবে।

আরও একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে প্রকৃতির যে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণ আছে, জগতে সকল কার্য্য তাহারাই করিতেছে। সূক্ষ্ম-বুদ্ধিহীন লোকেরা মনে করে যে তাহারা কার্য্য করিতেছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে গুণই গুণে বর্ত্তমান থাকিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। সুতরাং, জ্ঞানীরা ইহার রহস্য বুঝিয়া কর্ম্মে আসক্ত হন না। তাঁহাদের মতে অনধিকারী অবস্থায় অজ্ঞদিগকে এ রহস্য বুঝাইতে গিয়া তাহাদের বুদ্ধিভেদ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, তাহারা দৃঢ় হইয়া থাকিতে পারিবে না এবং তাহাদের যথার্থরূপ ধারণাও হইবে না।

পরন্তু সকল কার্য্যই আমাতে সমর্পণ করিবে অর্থাৎ আমিই যে তাহার মূল ইহা সদা জ্ঞান করিবে। যাঁহারা এইরূপ আচরণ করেন, তাঁহারাই মুক্ত হন; আর যাহারা তাহা না করে তাহাদিগকে নষ্ট বলিয়াই জানিবে। সকলেই প্রকৃত পক্ষে আপন আপন স্বভাবানুসারেই কার্য্য করে। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করিবার চেষ্টা করা বৃথা। ইন্দ্রিয়-সকল এবং বাহ্য জগতের যাবতীয় বস্তুনিচয় এরূপভাবে স্বভাবেই নিবদ্ধ যে কোন ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধে রাগ-দ্বেষ সদাই তাহার প্রতিপক্ষরূপে নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং সহজেই কখন ইন্দ্রিয়ের তদ্বিষয়ের প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হইতেছে এবং কখনও দ্বেষের উদয় হইতেছে।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, মনুষ্য-শরীরে ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম এবং স্বধর্ম্ম—এই দুইটী জিনিষ রহিয়াছে। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম পর-ধর্ম্ম এবং স্বধর্ম্মই নিজের ধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম সুচারুরূপে পালন করিলেও তাহা ভয়াবহ হয়। কারণ, তাহাতে বিষয়াসক্তি বর্দ্ধিত হইয়া মানুষের ভাবী জন্ম উৎপাদিত করে, মোক্ষরূপ শান্তি হয় না। আর প্রাণযজ্ঞ-রূপ ক্রিয়াযোগই আত্মধর্ম্ম। ইহার অনুষ্ঠানে বিশুদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া পরমগতিরূপ মোক্ষ লাভ হয়। সুতরাং আত্মধর্ম্মই অতিকল্যাণকর। সর্ব্বদা তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ করা উচিত।

ভগবানের এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "হে করুণানিধান শ্রীকৃষ্ণ, মানুষের ইচ্ছা না থাকিলেও দেখা যাইতেছে যে সে যেন কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া বলপূর্ব্বক পাপকার্য্য করিয়া থাকে। এ উত্তেজক কে?" ভগবান্ তদুত্তরে বলিলেন,

"অর্জ্জুন, মানব-শরীরে কাম- ও ক্রোধ-নামক দুইটি ভয়ানক জিনিস আছে। তাহারাই মানুষের জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সেইজন্য মানুষ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও পাপ কার্য্য করিয়া ফেলে। যেমন ধূম দ্বারা অগ্নি, মল দ্বারা দর্পণ এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ আচ্ছাদিত থাকে, সেইরূপ এই কাম ও ক্রোধ-দ্বারা মানুষের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে, সৎপথে ও সদ্গতির দিকে অগ্রসর হইতে পায় না। অতএব ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিয়া মনের এই কাম ও ক্রোধ দমিত করিয়া ইন্দ্রিয়-নিচয়কে সুনিয়মে রাখ, তোমার সকল কল্যাণই সাধিত হইবে। দেখ, ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে সেই চৈতন্য-রূপ পরম পুরুষই শ্রেষ্ঠ শান্তি-নিকেতন। অতএব কাম-ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ব-প্রযত্নে ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান করিয়া তদভিমুখেই অগ্রসর হইতে থাক, নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিবে।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে এই তৃতীয় অধ্যায়ে জ্ঞানপ্রাপক ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিতে বলিলেন। জ্ঞান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু ক্রিয়া-যোগ ব্যতীত মনের মল অপসারিত হইয়া তাহা সুপ্রকাশিত হয় না; সুতরাং মুক্তিও হয় না। তাই এই কর্ম্মযোগ-নামক তৃতীয় অধ্যায়ের উপদেশ প্রদান করিলেন। সাধককে অগ্রে ইহারই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্বশ্রূ ও বধূ।

আমাদের দেশের সংসার-সকল পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে অতিশয় অল্পসংখ্যক সংসারেই শ্বশ্রূবধূ-ঘটিত অশান্তি বিদ্যমান নাই। এই অশান্তির কারণ যে কেবলমাত্র বধূ বা কেবলমাত্র শ্বশ্রূ, তাহা বোধ হয় না। কারণ, উভয়েরই কিছু না কিছু দোষ পরি-লক্ষিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বিসংবাদ-স্থলে কেবল একজনের যদি দোষ থাকে, এবং অপর জন যদি ক্ষমাশীল হয়, তবে বিসংবাদ ঘটিতে পারে না। সেইজন্য উভয়েরই দোষ বুঝিতে হইবে। তবে কোন স্থলে হয় ত বধূর অধিক দোষ, শ্বশ্রূর দোষ অল্প, আবার কোন-স্থলে হয় ত শ্বশ্রূর দোষ অধিক, বধূর দোষ অল্প।

প্রথমতঃ, বধূগণের কি কি দোষে শ্বশ্রূ-গণের সহিত বিসংবাদ ঘটিয়া সংসারে অশান্তি উৎপাদন করে, তাহার পর্য্যালোচনা করিলে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত দোষগুলি প্রধানভাবে দেখা যায়।

১। বধূগণের অবিনয় বা ঔদ্ধত্য। উদ্ধত বধূগণ স্বামীর উপার্জ্জন-হেতু আপনা-দিগকে সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী মনে করিয়া বৃদ্ধা শ্বশ্রূদিগকে সংসারের গলগ্রহস্বরূপ সামান্য পরিজনরূপে দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের প্রাপ্য ন্যায্য সম্মান প্রদর্শন করিতে চাহে না; এবং এই জন্য নিজে গৃহিণীর মত বসিয়া থাকিয়া বৃদ্ধা শ্বশ্রূকে দিবারাত্র সংসারের কার্য্যে ব্যাপৃত করাইয়া থাকে।

২। বধূগণের স্বার্থপরায়ণতা। স্বার্থ-পরায়ণা বধূরা শ্বশ্রূ প্রভৃতি অন্য পরিজনবর্গকে স্বামীর উপার্জ্জনের অংশভাগী দেখিতে চাহে না। এইজন্য বৃদ্ধা শ্বশ্রূ বাঁচুন্ কি মরুন্,

ইহা না ভাবিয়া, সে তাঁহাকে বিসর্জ্জন করিয়াও নিজের স্বামী ও সন্তানগুলিকে লইয়া পৃথগ্‌-ভাবে বাস করিতে ভালবাসে।

৩। সংসারের অশান্তির কারণ-হিসাবে বধূগণের ঔদ্ধত্য ও স্বার্থপরতা প্রধানরূপে গণ্য হইলেও তাহাদের মুখরতা, নির্লজ্জতা, লোভ, কুটিলতা, আলস্য, অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি অন্যান্য দোষ-সকলও আনুষঙ্গিকভাবে শ্বশ্রূ ও বধূঘটিত মনোমালিন্যের কারণ হইয়া থাকে। কারণ, বধূগণের ঐ দোষগুলি সংসার শান্তির অনুপযোগী হওয়ায় কখনও লোকতঃ কখনও বা ধর্ম্মতঃ শ্বশ্রূগণের চিত্তে অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া থাকে। ফলে পরস্পর কলহজনিত অশান্তি অবশ্যম্ভাবিনী হইয়া পড়ে। যেমন, নির্লজ্জা বধূ অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া ছাদের উপর বেড়াইতে লাগিলেন ; তাহাতে শ্বশ্রূ তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। বধূ উদ্ধতভাবে তাঁহার কথা ত শুনিলেনই না, বরং মুখরতাবশতঃ শ্বশ্রূর তিরস্কারের প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন। ফলে উভয়ের কলহ হইল। লোভপরায়ণা বধূ সংসারের উত্তম আহার্য্য দ্রব্যের অংশ কাহাকেও না দিয়া, নিজে লুকাইয়া লুকাইয়া খাইতে লাগিলেন। শ্বশ্রূ তিরস্কার করিতে গেলে, অসহিষ্ণু বধূ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া মুখরতা অবলম্বন করিলেন। ফলে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব-দাবানল প্রজ্বলিত হইল ; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এক্ষণে দেখা যাউক্‌, শ্বশ্রূগণ কিরূপে বধূদিগের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইয়া স্বয়ং অশান্তির কারণ হইতে পারেন্‌।

১। শ্বশ্রূগণের বধূদিগের প্রতি ঈর্ষা-পরায়ণতা। অনেক শ্বশ্রূ মনে মনে আশা করেন যে, তাঁহারা যখন দশমাস দশদিন কষ্টরে ধরিয়া প্রাণপণে যত্ন করিয়া পুত্রগণকে পালন করিয়াছেন, তখন তাঁহারাই একমাত্র পুত্রদিগের সকল স্নেহের অধিকারিণী ; সেই স্নেহের অংশীদার অন্য কেহই হইতে পারে না। তাঁহাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফলে এই হয়, যে যখন পুত্রগণ নিজের অর্দ্ধাঙ্গিনীকে প্রাণসমর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হন্‌, তখন সমগ্র পুত্রস্নেহাকাঙ্ক্ষিণী জননীর মনে বধূর প্রতি একটা ঈর্ষা উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং সেই ঈর্ষাবশতঃ তাঁহারা নানা উপায়ে বধূদিগের প্রতি নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিয়া থাকেন।

২। শ্বশ্রূগণের অসহিষ্ণুতা। বধূগণ যখন শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহারা পরকন্যামাত্র। শ্বশুর-বাটীর প্রতি তখন তাহাদের কোনরূপ আকর্ষণ হয় নাই, বুঝিতে হইবে। সেই পরের কন্যাকে নিজের করিতে হইলে কতদূর সহিষ্ণুতার প্রয়োজন ! বিশেষতঃ বধূগণ যখন অপর ব্যক্তিগণের দুহিতা, এবং অপর স্থানে প্রতিপালিতা, তখন পিতৃগৃহে প্রচলিত শিক্ষা-দীক্ষানুসারেই তাহাদিগের চরিত্রসংগঠন হইয়াছে। সুতরাং, তাহাদের চরিত্রের উপাদানগুলি শ্বশুরবাটীস্থ ব্যক্তিগণের চরিত্রোপাদানগুলির সহিত একরূপ হইতে পারে না। কাজে-কাজেই, বধূগণ যে শ্বশুর-বাটীতে আসিয়াই একেবারে শ্বশুর-বাটীর অনুরূপা হইতে পারিবে, তাহা আশা করাই অনুচিত। যতদিন না বধূগণ সম্পূর্ণরূপে নিজেদের ধাতুর অনুরূপা হয়, ততদিন শ্বশ্রূদিগের সহিষ্ণুতা-অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাদিগকে স্বপথে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি শ্বশ্রূগণ সেটুকু সহিষ্ণুতা অবলম্বন না করিয়া বধূ-

দিগের প্রতি একটা অন্যায় জোর করিতে যান, তাহা হইলে বধূগণের শ্বশ্রূদিগের প্রতি বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী এবং তাহাতে পরস্পরমধ্যে বিবাদ সুনিশ্চিত। মনে করুন, কোন বধূ একজন পদস্থ ব্যক্তির কন্যা হওয়ায় পিত্রালয়ে তেমন সংসারের কাজকর্ম্ম শিক্ষা করে নাই কিন্তু সে এমন এক গৃহস্থ শ্বশুরের বাটীতে পড়িল, যেখানে সংসারের সমুদয় কাজকর্ম্ম নিজেদেরই করিতে হয়। সে অবস্থায় শ্বশ্রূর কর্ত্তব্য পরম-সহিষ্ণুতা-সহকারে তাহাকে একটু একটু করিয়া কর্ম্মপথে আনয়ন করা। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া যদি একেবারেই তাহাকে কর্ম্মনিপুণা দেখিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে বধূর চরিত্র আবাল্য কর্ম্মের বিরুদ্ধপথে চালিত হওয়ায়, তাঁহার সে অভিলাষ ব্যর্থ ত হইয়াই থাকে, এতদ্ব্যতীত তাঁহার বধূকে সত্বর কর্ম্ম-নিপুণা দেখিবার যে প্রচেষ্টা, তাহা বধূর পক্ষে নির্য্যাতনস্বরূপ হওয়ায় নির্য্যাতিত বধূর শ্বশ্রূর প্রতি একটা বিদ্রোহ-সঞ্চার ঘটিতে পারে, এবং সেই বিদ্রোহ সংসারে নানারূপ বিষময় ফল উৎপাদন করিয়া থাকে।

৩। শ্বশ্রূগণের নির্দ্দয়তা। শ্বশ্রূগণ যদি দয়াহীন হন্, তাহা হইলেও পরদুহিতা বধূ-দিগকে আপনার করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ, নির্দ্দয়া শ্বশ্রূ বধূগণের প্রতি স্বকন্যোচিত মধুর ব্যবহার না করিয়া যদি প্রতিপদেই তাহাদিগের প্রতি রূক্ষ আচরণ করিতে যান, তাহা হইলে তাহারা শ্বশ্রূর বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহে না; বরং নির্য্যাতনের ফলে বধূগণের চিত্ত এত বিকৃত হইয়া পড়ে যে তাহারা অবশেষে প্রকাশ্যভাবেই শ্বশ্রূর সহিত বিবাদ-প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইতে সঙ্কুচিতা হয় না। এতদ্ভিন্ন, শ্বশুর-শ্বশ্রূ যেরূপ নির্ম্মমতা-প্রদর্শনপূর্ব্বক কন্যার পিতাকে নষ্টসর্ব্বস্ব করিয়া বধূকে ঘরে আনয়ন করেন, তাহাতেও স্বকীয় জনকজননীর উৎপীড়কের সংসারে বধূদিগের একটা মমতাবুদ্ধি সহজে আগমন করাও কঠিন হইয়া পড়ে। তাহার উপর অনেক শ্বশ্রূ বধূদিগকে স্বগৃহে আনয়ন করিয়াও তাহা-দিগকে যে উপায়ে আপনার করিয়া লইতে হয়, তাহা করেন না। অর্থাৎ পরের কন্যা বলিয়া মমতাহীনভাবে তাহাদিগের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সকল নির্ম্মমহৃদয় শ্বশ্রূগণ নিজের পুত্রকে বা নিজের কন্যাকে যে-ভাবে দর্শন করেন, পরদুহিতা বধূকে সে-ভাবে দর্শন করেন না। অবশ্য তাই বলিয়া যে তাহাদের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করেন, তাহা নহে; কিন্তু পরের মতই ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেই কারণে দেখা যায় যে, সংসারের যত উত্তম উত্তম উপভোগ্য দ্রব্য তাহা তাঁহারা নিজ পুত্র বা কন্যাদিগকে দিয়া, বধূদিগকে ক্রীতদাসী মনে করিয়া সেই সকল হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকেন। শ্বশ্রূ-কর্ত্রীক এইরূপ নির্ম্মমভাবে দৃষ্ট হইয়া কোন বধূরই শ্বশ্রূর প্রতি মমত্বমূলক জননীজ্ঞান আসিতে পারে না। ফলে উভয়ের মধ্যে নিরন্তর একটা মনো-মালিন্য থাকায় প্রতিপদেই পরস্পর কলহ-জনিত অশান্তি ঘটিতে পারে। শ্বশ্রূদিগের এই নির্ম্মমতার সহিত যদি আবার স্বার্থপরতা যুক্ত হয়, তাহা হইলে ত কথাই নাই। স্বার্থ-পরায়ণা শ্বশ্রূ বধূ-জনকের নিকট প্রভূত পণ-গ্রহণে নিজপুত্রকে বিক্রয় করিয়া স্বকীয় স্বার্থসাধনপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হয়েন না; বধূকে আনয়ন করিবার পরও তাহার হতভাগ্য

জনকজননীর নিকট হইতে নানা প্রকারে স্বার্থসাধনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। "আজ অমুক 'তত্ত্ব' করিতে হইবে," "কাল অমুক 'তত্ত্ব' করিতে হইবে," "তোমাদের কন্যার অসুখ হইয়াছে, তোমরা চিকিৎসার ভার গ্রহণ কর," "তোমাদের জামাতার অসুখ হইয়াছে, তাহাকে বায়ু-পরিবর্ত্তনে লইয়া যাও," "তোমাদের কন্যা পূর্ণগর্ভা, অতএব তাহাকে বাটীতে লইয়া প্রসবের বন্দোবস্ত কর" ইত্যাদি প্রকার স্বকীয় স্বার্থসাধনের জন্য শ্বশ্রূ বৈবাহিক-দম্পতির উপর জুলুম করিয়াথাকেন। আর বৈবাহিক-দম্পতি যদি অবস্থার প্রতিকূলতা-হেতু তাঁহার সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে না পারেন, স্বার্থনিষ্ঠা শ্বশ্রূ তখন বধূর মা-বাপের 'খোঁটা' দিয়া অনবরতই তাহার সহিত নির্ম্মমভাবে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন ; কখনও কখনও বা নির্য্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হন। তাহার ফলে বধূ কদাচই শ্বশ্রূকে স্বকীয় জননীরূপে সম্মান করিতে চাহে না। বরং শ্বশ্রূর কদাচরণে তাহার হৃদয়ে যে একটু একটু বিদ্রোহধূম জমিতে থাকে অবসর প্রাপ্ত হইলে সেই ধূম অতিভীষণ বিবাদানলে পর্য্যবসিত হয়।

আরও দেখা যায়, এই স্বার্থপরায়ণ শ্বশ্রূগণ তিন চারি পুত্রের জননী হইলে, যে পুত্র অধিক উপার্জ্জন করে তাহারই নিকট স্বার্থসিদ্ধির অধিক সম্ভাবনা দেখিয়া তাহার ও তাহার পত্নীর প্রতি অধিক স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এমন কি, যে বধূ ধনী লোকের কন্যা, তাহার পিত্রালয় হইতে ভারে ভারে জিনিষপত্র আসে বলিয়া তাহার প্রতি তিনি অধিক স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন ; আর যে সকল পুত্র স্বল্পোপার্জ্জক বা মূর্খ, তাহাদের পত্নীদিগের প্রতি অথবা দরিদ্র-দুহিতা পুত্রবধূদিগের প্রতি অল্প স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই স্নেহ-তারতম্যে পুত্র ও পুত্রবধূদিগের মনে পরস্পর এমন একটা ঈর্ষ্যানল প্রজ্জলিত হইয়া থাকে যে, সংসারে অশান্তির সীমা থাকে না।

কখন কখন শুধু যে স্বকীয় স্বার্থ-সিদ্ধির প্রেরণায় শ্বশ্রূগণ পুত্রবধূগণের প্রতি স্নেহ-তারতম্য প্রদর্শন করেন, তাহা নহে; তাঁহাদের প্রকৃতিগত পক্ষ-পাতিত্ব দোষ থাকায় তাঁহারা পাঁচটীর মধ্যে সকলকে সমানভাবে স্নেহ করিতে পারেন না। ফলে, তাহাতেও স্নেহ-তারতম্য-বশতঃ সংসারে শান্তি থাকে না।

৪। শ্বশ্রূগণের গাম্ভীর্য্যের অভাব। অনেক শ্বশ্রূর স্বভাবতঃ গাম্ভীর্য্য না থাকায় তাঁহারা পুত্রবধূদিগের উপর কোনরূপ কর্ত্রীত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন না, এবং নিজের অক্ষমতার বিষয়ে চিন্তা না করিয়া কেবল বধূদিগের উপর সমস্ত দোষ আরোপ করিয়া থাকেন। ফলে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় সংসার অশান্তিপূর্ণ হইয়া থাকে। *

এইরূপে শ্বশ্রূ ও বধূদিগের চরিত্র সমালোচনা করিলে বুঝা যায়, যে শুধু বধূ-

---

* নারীগণ পুরুষ-কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া থাকেন, নারীগণ এই কথার সমর্থন করিয়া অনেক প্রবন্ধও লিখিয়া থাকেন। কিন্তু শ্বশ্রূ-কর্ত্তৃক বধূর নানা প্রকার উৎপীড়নের কথা হৃদয়ঙ্গম করিলে তাঁহারা বুঝিতে পারেন, যে তাঁহাদের তথাকথিত উৎপীড়নের কারণ অধিকাংশ-স্থলে তাঁহাদেরই স্বজাতি। সংসারে আরও একটা দৃশ্য দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়, যে যখন সংসারে একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে, কন্যার স্বজাতীয় নারীগণই তখন সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। অথচ পুত্র জন্মগ্রহণে তাঁহাদের আনন্দের সীমা থাকে না। লে.

দিগের নহে, শ্বশ্রূদিগের দোষেও সংসারে অশান্তি আসিতে পারে। বিশেষতঃ বধূজীবন ও শ্বশ্রূ-জীবন যখন একই নারী-জীবনের অবস্থান্তরমাত্র, তখন বধূ-অবস্থায় নারী-গণের যে দোষ থাকে, শ্বশ্রূ-অবস্থায় সেই সেই দোষগুলি অবশ্যই সংক্রমিত হইতে পারে। এই জন্য যে নারী বধূ-অবস্থায় নিন্দিতা হয়, সে কখনও শ্বশ্রূ-অবস্থায় প্রশংসিতা হইতে পারে না। এবং যে নারী বধূ অবস্থায় শ্বশ্রূর সহিত কলহদ্বারা সংসারের অশান্তিকারিণী বলিয়া নিন্দিতা হয়, সে শ্বশ্রূ-অবস্থাও যে বধূর সহিত কলহদ্বারা সংসারে অশান্তি উৎপাদন করিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? এতদ্ভিন্ন অনেকস্থলে দেখা যায় যে, বধূ-কর্ত্তৃক শ্বশ্রূনির্য্যাতন শ্বশ্রূকৃত পূর্ব্ব-নির্য্যাতনের প্রাপ্যাবদল প্রতিশোধমাত্র। অতএব সংসারের শ্বশ্রূবধূ-ঘটিত সকল অশান্তি দূরীকৃত করার একমাত্র উপায় নারীগণের চরিত্রোৎকর্ষ-সাধন। যাহাতে নারীগণের হৃদয়ে কোনওরূপ সঙ্কীর্ণতা না থাকে, যাহাতে তাহাদের চিত্ত স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি, দয়া, মমতা প্রভৃতি কোমল গুণের অধিকারী হয়, যাহাতে তাহারা লৌকিক ব্যবহারে সর্ব্বতো-ভাবে নিপুণা হয়, যাহাতে নিঃস্বার্থতা দ্বারা তাহারা অপরকে আপনার করিয়া লইতে পারে,—এইরূপ শিক্ষা-দ্বারা শৈশব হইতেই তাহাদের জীবন গঠিত করিতে পারিলেই শ্বশ্রূবধূ-ঘটিত সাংসারিক অশান্তির বিলোপ হইতে পারে।

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

শিমলা-শৈলে।

(পথে)

অনেক দিন হ'তে দাদার সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াব, এই ইচ্ছাটা বড়ই বলবতী ছিল। বিধির বিড়ম্বনায় তা'তে দু' বৎসর ধরে বাধা পড়ে আস্‌ছিল! যা'হোক্ এবার পূজার বাজনার ভেতর দিয়ে সপ্তমী-পূজার দিন বেরিয়ে পড়্‌লাম্। মনে খুব আনন্দ, খুব আশা! কারণ, ছেলেবেলা থেকে শিমলা-পাহাড়ের গল্প শুনে শুনে বোধ হ'তো, এই বাংলা-দেশ আর শিমলা এক পৃথিবীতে নয়,—সেখানকার আকাশ বাতাস সবই বুঝি নূতন রকমের!

পূজার লম্বা ছুটী পেয়ে রেলের বাবুরা সব দলে দলে এ-দিক্ ও-দিক্ যাচ্ছেন্। তবে অনেকের গন্তব্য স্থান 'মোগ্লার দৌড় মস্‌জিদ্' —বারাণসী-ধাম অবধি। ভিড় ভোগ কর্‌তে কর্‌তে সবুজ ক্ষেত, পুকুর আর মাঠের মনোরম দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা বাংলা-দেশ পেছনে রেখে ক্রমে ক্রমে সাঁওতাল-পরগনাস্থিত মিহিজাম, জামতাড়া, কার্ম্মাটার ও মধুর মধুপুরে এসে পড়্‌লাম। দিনের আলো সবেমাত্র গিয়েছে। রেললাইনের দু'ধারে বাড়ী আর বাগানগুলি ছবির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে! শরতের সুন্দর তারকা-শোভিত নীল আকাশতলে সুখস্পর্শ বাতাসের মধ্যে দিয়ে আমরা সুদূর পথের যাত্রী! কি এক অভিনব আনন্দে মনটা ভরে উঠ্‌ল!

মনে মনে গাইতে লাগলাম্ :—"প্রণমি তোমারে নাথ, চলেছি সুদূর পথে।" মনে ভাব আস্‌লেও গাড়ীর ভেতর বাবুদের মজাদারী গল্প এবং টীকা-টিপ্পনীর মধ্যে তা ডুবে যাচ্ছিল। দাদা অনেক কষ্টে হুকো-কল্‌কে নিয়ে বসেছেন্ দেখে খুব আনন্দ হলো ; কারণ, ছেলে-ছোক্‌রার দল আমোদে কাটাচ্ছি ; আর তিনি চুপ করে বসে থাক্‌বেন!

সকালবেলা যখন ঘুম ভেঙ্গে গেল, দেখি, চারিদিকে বেশ আলো ফুটে উঠেছে। অল্পক্ষণ পরেই গাড়ী মোগলসরাইতে এলো। বারাণসী-দর্শন-মানসে বহু যাত্রী এখানে নেমে গেল। কাশীর গাড়ী ধর্‌বার জন্যে যে-রকম আগ্রহ দেখ্‌লাম, জানি না, প্রাণের মাঝে প্রকৃত ধর্ম্মের জন্যে ঐরূপ আকাঙ্ক্ষা আছে কি না! পবিত্র-সলিলা বরুণা ও অসীর মধ্যবর্ত্তী পুণ্যনগরী বারাণসী যা' রোমানদের রোম, মুসলমানদের মক্কা অপেক্ষা হিন্দুদের অধিকতর পবিত্র, তা'তে আজ কালের গতিতে কত পরিবর্ত্তন হয়েছে! আছে কেবল পূর্ব্বস্মৃতির ক্ষীণ রেখামাত্র। বারাণসীর নবীন-প্রাচীন অবস্থা ভাব্‌তে ভাব্‌তে চল্‌তে লাগ্‌লাম। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চুনার এবং বিন্ধ্যপর্ব্বত শ্রেণী পশ্চাতে রেখে আমরা একেবারে —"যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনে"র উপর আসিয়া উপস্থিত হ'লাম।

দূর কেল্লার এবং গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দেখে উল্লাসে মনঃপ্রাণ নেচে উঠ্‌ল। চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসের পরে রামচন্দ্র পুষ্পকারোহণে স্বদেশে ফির্‌বার সময়ে পবিত্র-পুরী প্রয়াগে উপস্থিত হয়ে এই নদী-সঙ্গম দেখে ভাবে বিহ্বলচিত্তে রমণী-কুল-শিরোমণি সীতা-দেবীকে যা' বলেছিলেন্, অমর কবির লিপিবদ্ধ সেই কথা মনে হলো—

'কচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈর্মুক্তাময়ী-
যষ্টিরিবানুবিদ্ধা···
পশ্যানবদ্যাঙ্গি বিভাতি গঙ্গা ভিন্নপ্রবাহা
যমুনাতরঙ্গৈঃ।...অর্থাৎ

"সুনীল যমুনা-জলে মিলি কুতূহলে,
বহিছেন এই শ্বেত শুভ্র-তরঙ্গিনী—
মুক্তাহারে গাঁথা যেন ইন্দ্রনীল-মণি,
শ্বেত-পদ্মমালা কিংবা নীল-উতপলে।

মানসের হংসরাজি ধবলবরণা
নীল হংসদলে যেন হয়েছে মিলিত,
কুতলে বিচিত্র চন্দন-রচনা
শোভে যেন কৃষ্ণপরে অঙ্গদ-অঙ্কিত।

কোথাও চিহ্নিত হয়ে ধবল জ্যোৎস্নায়
শোভে যেন তারাদলে তিমির-পটল;
অথবা শরদে শুভ্র বারিদ-মালায়
ভেদি যেন দেখা যায় নীল নভস্তল!

ধবল স্বরূপ-অঙ্গ বিভূতি-ভূষিত
রহিয়াছে যেন কৃষ্ণভুজঙ্গে বেষ্টিত—
এ-রূপে কতই রূপ দেখ বরাননে,
ধরেন জাহ্নবী মিলি যমুনার সনে!

এ হেন সঙ্গমস্থলে গঙ্গা-যমুনার,
তত্ত্বজ্ঞান অভাবেও যদি কোন জন
অবগাহি দেহ, হয় সুপবিত্র-মন,
মরণে না হয় তার জন্ম পুনর্ব্বার।"

এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমরা এলাহাবাদে আসলাম। কল্‌কাতা থেকে পূর্ব্বেই আহা-রাদির জন্য পত্র দিয়েছিলাম। প্লাটফর্ম্মে নামিয়া ভ্রাতাকে দেখ্‌লাম আর যথেষ্ট খাবারও পেলাম। এলাহাবাদ-প্রবাসী আমাদের সুপরিচিত এক ব্যক্তি মাননীয় দাদাকে প্রাণ-

ভরে স্নান করাইয়া দিলেন। তিনি ঠাণ্ডা হ'লেন দেখে আমরাও ঠাণ্ডা হ'লাম। আমরা মোগল-সারাইয়ে ঐ কাজ সেরে নিয়েছিলাম। সেই জন্যে "প্রাপ্তিমাত্রেণ ভক্ষয়েৎ" করে বেশ আরাম হল। এখনও আমরা এক আফিসের অনেকগুলি মানুষ এক গাড়ীতে চলেছি। আমাদের স্ফূর্ত্তিতে গাড়ী বেশ গুল্‌জার হয়ে উঠেছে। এমন জমেছে যে কেউ কেউ ভাবে অধীর হয়ে নৃত্য আরম্ভ করে দিয়েছেন। এই দুরবস্থার দিনে এইরূপ নির্দ্দোষ আমোদ বড়ই মধুর! • • •

ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাহিরে খুব গোলমাল। গাড়ী পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের মধ্যে এক আশ্চর্য্য

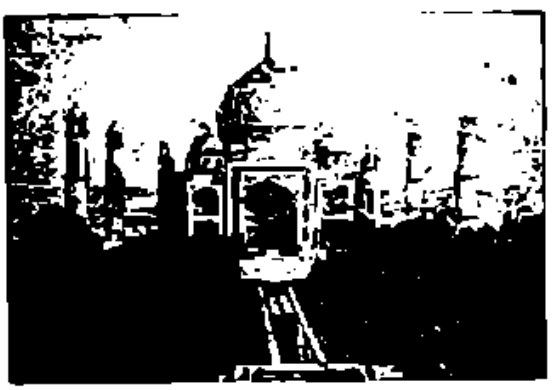

তাজমহল।

প্রেমপুরী তাজমহলের রাস্তা টুণ্ডলায় এসেছে। ঘুম আর হ'লো না। কিছুক্ষণ পরেই হাৎরাস-জংসনে আস্‌লাম। বৃন্দাবনের বহু যাত্রীদের দশা দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনটা যেন কেমন কেমন কর্‌তে লাগ্‌লো। এই নিশীথ রাত্রিতে কানে যেন আমার সেই-কালের মধুর মুরলীর মধুর ধ্বনি প্রবেশ কর্‌ল:—"ওগো শোন্ কে বাজায়! বন-ফুলের মালার গন্ধ বাঁশীর তানে মিশে যায়!" এইরূপ নানা কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে আবার ঘুমিয়ে পড়্‌লাম।

ভোরবেলা দেখি, গাড়ী স্মৃতির শ্মশান দিল্লী নগরীর মধ্যে এসে উপস্থিত হ'ল। এই

শাহ্‌জাহান্।

সেই প্রেমিক সম্রাট্ শাহজানের শাজাহান-বাদ! এই সেই যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ! দিগীপের সাধের দিল্লি! দেহ শিহরিয়া উঠিল! যেখানে কত রাজ্যের উত্থান ও পতনের লীলা হয়ে গিয়েছে, এখনও রাবণের চিতার মত সেই স্মৃতির শ্মশান ধূ ধূ করে জ্বল্‌ছে। ঐ সেই, দূরে নীল যমুনার তটে ঐ কুতব-মীনার,

রিজিয়া।

ঐ রিজিয়ার শ্রীহীন সমাধি-ভবন, ঐ হুমায়ুনের সমাধি-মন্দির, ঐ দিল্লীর ভগ্ন দুর্গ, ঐ পৃথ্বী-রাজের জীর্ণ-মলিন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, ঐ সরলা সুশীলা জাহানারার সরল সমাধি-মন্দির, ঐ চারিদিকে কত শত প্রাসাদের কঙ্কালসার মূর্ত্তি! যে দিকে দেখি সেই দিকেই, "স্মৃতি দিয়ে

ঘেরা"। ছয় বৎসর পরে আবার দিল্লি আস্‌লাম। অনেক পুরাতন দুঃখ-স্মৃতির কাহিনী মনে হওয়াতে মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল।

ক্রমশঃ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের মধ্য দিয়া পাঞ্জাবের বিখ্যাত নগরী অম্বালায় এলাম্। অনেক ক্ষণ পরে আমরা গাড়ী হইতে নেমে প্লাট্‌ফর্ম্মে বেড়াতে লাগ্‌লাম। কিছু ফল এবং নূতন রকমের পাঞ্জাবী খাবার ক্রয় করে আহার করলাম্। অম্বালা ষ্টেসনটী বেশ বড়। এখানে নানা দেশের পুরুষ এবং স্ত্রীলোক দেখ্‌লাম। সকল পুরুষেরই মাথায় এক একটা প্রকাণ্ড পাগ্‌ড়ী। পাগড়ী-ছাড়া পুরুষ নাই বল্‌লেই হয়। ঐ সকল স্ত্রী-পুরুষের এমন সুন্দর স্বাস্থ্য যে, তা আমাদের দেশে সচরাচর দেখা যায় না।

এখান থেকে কাল্‌কা আর ৪০ মাইল। এইবার আমাদের গাড়ী যেন একটু হাপাতে লাগ্‌ল, গাড়ীর গতি ক্রমশঃ মন্দ হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। ২।১টী ষ্টেশন পার হ'য়ে যাবার পর আমরা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লাম যে গাড়ী সমতল ভূমি হতে উৎরাইএ উঠ্‌ছে। আর কাল্‌কা পৌছিবার আর বেশী দেরী নেই। আমরা সব জিনিষ-পত্র গুছিয়ে নিলাম। দূরে ছোট ছোট পাহাড়গুলি গাছের ফাঁকের ভেতর দিয়ে মাথা উচু করে অচল অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাল্‌কার রাস্তা আর ফুরায় না! বড়ই অস্থির হয়ে উঠ্‌লাম। এখন এক মাইল পথ এক শত মাইল বলে বোধ হতে-লাগ্‌লো। অল্পক্ষণ পরেই ই, আই, রেলের শেষ সীমা কাল্‌কাতে এলাম।

দুই দিন পরে মাটিতে পা দিয়ে বাঁচ্‌লাম। জিনিষপত্র "ওয়েটিং রুমে" রেখে আমরা কাল্‌কা-সহর বেড়াতে বের হ'লাম। কিছুক্ষণ ভ্রমণের পর বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। আমরা এক মুদির দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করে একখানি খাটিয়া টেনে বস্‌লাম। দোকানে দু'টী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। তাঁরা আলুর ব্যবসার উপলক্ষে এখানে এসেছেন। বাঙ্গালীর এই উদ্যম দেখে মনে বড়ই আনন্দ হলো। শিম্‌লা-পাহাড়ের পাদদেশে এই স্থান। জায়গাটী ছোট হলেও সকল প্রকার দ্রব্যাদি এখানে পাওয়া যায়। একটী বিদ্যালয়ও এখানে আছে। এখান হ'তে শিমলা শৈলের আরম্ভ। চারি দিকে ছোট বড় পাহাড়ের সাজান বাগান। সন্ধ্যার পর হোটেলে ভাত খেয়ে বাঙ্গালীর প্রাণ ঠাণ্ডা করলাম। পরদিন প্রভাতে বহু-কাল-বাঞ্ছিত ছবির দেশে যাত্রা কর্ব্ব, এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুমিয়ে পড়্‌লাম্।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীচণ্ডীচরণ সে।

আমার।

ক্ষুদ্র বালুকণা আর সৌরজগতের
সৃষ্টিকর্ত্তা তুমি মূলাধার,
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডখানি তোমারি চরণ
প্রদক্ষিণ করে বার বার!

ফুল ঝরে, পাতা খসে, নদী বয়ে যায়,
হেরি তথা তোমারি স্পন্দন,
অবিচল শিখরের মরমে মরমে
চেতনা জাগাও অনুক্ষণ!

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে সাজানো কেমন
ভাবিতে বিস্ময় লাগে মম,
কেমনে করিলে আত্ম-প্রকাশ জগতে,
হে আমার চির-প্রিয়তম!

কিছু অনুভূতি নাই, কিছুই বুঝি না,
সৃষ্টিতত্ত্ব হয় নাই শেখা,
বিশ্বের দেবতা নও, হে মঙ্গলময়,
তুমি মাত্র আমারই একা!

এত বড় জগতের রচয়িতা তুমি,
সেই তুমি আমার দেবতা,—
সকল সময়ে আমি এই কথাটিরে
ভাবিতেও মনে পাই ব্যথা!

আর কিছু নাই প্রভো, তুমিই আমার,
চিরকাল তোমারই আমি,
তোমারি চরণ-পদ্ম হৃদয়-মৃণালে
যুগে যুগে ফুটাইব স্বামী!

শ্রীমতী চারুলতা দেবী।

মীরাবাই।

যিনি চিতোরের রাজপুত্রবধূ—ভবিষ্যতে চিতোরের রাজমহিষী হইবেন, রাজপুতানার মধ্যে রূপে গুণে অদ্বিতীয়া দেখিয়াই মহারাণা তদুপযুক্তা রাঠোর-কুলাঙ্গনা মীরাবাইর সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। রাজপুত্রকেও তিনি চিতোরের সিংহাসনের উপযুক্ত করিবার জন্য সকল বিদ্যায় বিশারদ করিয়াছিলেন। রাজপুত্র ও রাজপুত্রবধূ মীরা দুইজনেই কবি। যৌবনের প্রথম উন্মেষে, মনোমত জীবন-সহচর-সহচরীর মিলনে দুইজনেরই হৃদয়ের প্রেম-প্রস্রবণ উন্মুক্ত হইয়াছিল। তাঁহারা দুইজনেই হৃদয়ের আবেগ ব্যক্ত করিবার জন্য অধিকাংশ সময়ই কবিতা-রচনায় কাটাইতেন। কিন্তু ক্রমশঃই তাঁহাদের কবিতায় ভাবের পার্থক্য পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। রাজপুত্র অসামান্য-রূপলাবণ্যবতী মীরার রূপে মুগ্ধ! তাঁহার কবিতা-সকল পার্থিব রূপ ও সৌন্দর্য্যের কীর্ত্তনেই বিকাশ পাইতে লাগিল। অপরদিকে উদারহৃদয়া মীরা শ্রীভগবানের জীবনী-পাঠে ভগবৎ-প্রেমে মুগ্ধা; তাঁহার কবিতা-সকল ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক রূপ-ব্যাখ্যানে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিতে লাগিল। তিনি ক্রমশঃই অনুভব করিতে লাগিলেন, সেই বিশ্বপ্রেমিক ভগবানের ভালবাসা ব্যতীত জীবনে সুখ নাই; এবং তাঁহার সকল কবিতাই সেই হরি-প্রেমের গুণগানে পূর্ণ হইতে লাগিল।

কালে রাজপুত্র চিতোরের রাজ-সিংহাসনে মহারাণা-রূপে অধিষ্ঠিত হইলেন। মীরা মহারাজ্ঞী, রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের অর্দ্ধেক ভার তাঁহার উপর। তিনি এক্ষণে স্বাধীনা, পূর্ব্বের ন্যায় রাজবধূ নহেন। মহারাণাও তাঁহাকে সকল বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, যাহাতে মীরা স্বাধীন-ভাবে তাঁহার প্রিয় কাব্যের অনুশীলন করিতে পারেন।

ধর্ম্মে অনুরাগ, ভগবানে ভালবাসা ও তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ক্রমশঃ মীরাকে সংসার হইতে দূরে লইয়া যাইতে চাহিল।

তিনি গৃহকর্ম্ম, বেশ-পারিপাট্য, প্রভৃতি সাংসারিক ব্যাপার ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি তাঁহার সহচরীদিগের সহিত তিনি ভগবানের গুণ-কীর্ত্তনে কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহারা যেন অদৃশ্য ভগবান্‌কে দৃশ্যভাবে বেষ্টন করিয়া নিজেরা গোপিনীভাবে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে জগৎসংসার ভুলিয়া যাইতেন।

প্রগাঢ় প্রেম-প্রবুদ্ধ মীরার সরল কবিতা-সকল তাঁহার সুললিতকণ্ঠে গীত হইয়া সকলের প্রাণকে মুগ্ধ করিত। একবার যে তাঁহার সুকণ্ঠ-নিঃসৃত ভজন শুনিত, সেই বিমুগ্ধ হইত। কিন্তু কতদিন এই বিশ্বপ্রেমিকা রাজভবনের প্রাচীর-বেষ্টনে আবদ্ধ থাকিতে পারেন! তিনি শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে যাইয়া সুললিত-কণ্ঠে আপনা ভুলিয়া তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং কখন কখন ভাবে বিভোর হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িতেন। যিনিই তাঁহার গান শুনিতেন, তাঁহারই হৃদয় বিশ্বপ্রেমে দ্রবীভূত হইত। ক্রমে ক্রমে দশ, শত, সহস্র নরনারী তাঁহার হরিগুণগান শুনিবার জন্য দূরদূরান্তর হইতে সমবেত হইতে লাগিল। মীরা ক্রমশঃ রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া যেখানে তাঁহার হৃদয়ের দেবতা অধিষ্ঠিত, সেই শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরেই অধিকাংশ সময় কাটাইতে লাগিলেন। মীরার নাম ও তাঁহার কবিতার যশোমহিমা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। বালক, বৃদ্ধ, নর-নারী সকলের মুখে কেবল মীরা-রচিত গীতাবলীই গীত হইতেছে, শুনা যাইত।

দিল্লীর বাদশাহের নিকটও এই অসামান্য-রূপলাবণ্যবতী চিতোর-মহারাণীর গভীর কবিত্ব-মহিম-কাহিনী উপস্থিত হইল। বাদ্‌শাহ্‌, আপনি কবি, তাঁহার রাজসভা সর্ব্ববিধ কাব্য, বিজ্ঞান ও জ্ঞানের আকর। তিনি নিজে কবিত্বের মহিমা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সমর্থ। রমণীর এই কবিত্ব-কাহিনী শুনা পর্য্যন্ত বাদশাহ্‌ রচয়িত্রীর দর্শন-লাভ ও তাঁহার সুকণ্ঠে গীত ভগবৎ-গুণকীর্ত্তন শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন।

যদিও চিতোর তখনও পর্য্যন্ত বাদ্‌শাহের অধীনতা স্বীকার করে নাই, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে কোন শত্রুতার ভাব ছিল না। কিন্তু বাদ্‌শাহ্‌ হিন্দুর মর্য্যাদা বুঝিতেন, সেইজন্য তিনি প্রকাশ্যভাবে মীরার দর্শনাভিলাষ ব্যক্ত করিয়া আর এক রাজপুত-যুদ্ধের অবতারণা করিতে সাহস করিলেন না। মীরা যে কেবল একটী সাম্রাজ্যের মহারাণী তাহা নয়, তিনি শুদ্ধাচারিণী হিন্দু রমণী। বাদ্‌শাহ্‌ জানিতেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও বাদ্‌শাহ্‌ চিতোরের এক রাজ্ঞীর রূপদর্শন-কামনা করায় চিতোরের সকল রাজপুত সে অপমান সহ্য করার পরিবর্ত্তে, শেষ ব্যক্তি পর্য্যন্ত যুদ্ধে প্রাণদান করিয়াছিল ও রাজপ্রাসাদের সকল মহিলাই বিধর্ম্মীর স্পর্শ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য স্বেচ্ছায় অগ্নিদেবকে জীবন সমর্পণ করিয়াছিল।

অবশেষে বাদ্‌শাহ্‌ তাঁহার সঙ্গীতাচার্য্যের শরণাগত হইলেন এবং স্থিরীকৃত হইল যে দুইজনে হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশে মীরার মন্দিরে যাইয়া তাঁহার গান শুনিবেন। তাঁহারা দুইজনে কোন সহায় না লইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। বাদ্‌শাহ্‌ স্বচক্ষে সেই অসামান্য-রূপবতী মীরাকে দেখিলেন ও স্বকর্ণে তাঁহার সুললিত কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিলেন। তিনি সেই ভজন

শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ ও বিভোর হইয়া হৃদয়ের আবেগ রোধ করিতে না পারিয়া, মীরার চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন ও মুক্তির উপায় তাঁহাকে শিখাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

মীরার রূপের জ্যোতিঃ বাদ্‌শাহ্‌কে বিভোর করিয়া তুলিল, তাঁহার নয়নের সৌন্দর্য্য, সদ্যঃ প্রস্ফুটিত পুষ্পকোরকের ন্যায় তাঁহার মনোহর দৃষ্টি বাদ্‌শাহকে পাগল করিয়া তুলিল। তিনি নিজ ছিন্ন ছদ্মবেশের ভিতর হইতে একটী মহামূল্য রত্নহার বাহির করিয়া বলিলেন, "দেবি, দাসের ভক্তিচিহ্নস্বরূপ এই সামান্য উপহার আপনার মন্দিরের দেবতার জন্য গ্রহণ করুন্।"

মীরা সেই রত্নহার হস্তে লইয়া ছদ্মবেশী বাদ্‌শাহের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসী! এই রত্নহার মহামূল্য; জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, ছিন্নকন্থ সন্ন্যাসী এই মহামূল্য হার কোথায় পাইলেন?" বাদ্‌শাহ্‌ উত্তর করিলেন, "স্নান করিবার সময় যমুনায় আমি ইহা পাইয়াছি। আপনাকে ও আপনার মন্দিরের দেবতাকে এই মহামূল্য রত্নহার উপহার দেওয়া ব্যতীত ইহার কি সদ্ব্যবহার হইতে পারে, জানি না।"

মীরা তাঁহাদের উভয়কে তাঁহাদের ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার জন্য ধন্যবাদ দিলেন। বাদ্‌শাহ্‌ ও সঙ্গীতাচার্য্য দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কিন্তু এই রত্নহার স্বাধ্বী মীরার সংসার-সুখ ও তাঁহার স্বামীর ভালবাসার অন্তরায় হইল। এই মহামূল্য রত্নহারের বিবরণ চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া পড়িল। শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠমূর্ত্তির উপর শোভিত এই মহামূল্য রত্নহার দেখিবার জন্য দূরদূরান্তর হইতে সহস্র সহস্র দর্শক প্রতিদিন মন্দিরে সমবেত হইতে লাগিল। দর্শকদিগের মধ্যে একজন চিনিতে পারিলেন যে এই রত্নহার তিনি বাদ্‌শাহ্‌কে বহু লক্ষ মুদ্রায় বিক্রয় করিয়াছিলেন। ছদ্মবেশী সন্ন্যাসিবরের পরিচয় গুপ্ত রহিল না। মহারাণা শুনিলেন, মুসলমান-বাদ্‌শাহ্‌ তাঁহার পত্নীকে দেখিয়াছেন, তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিয়াছেন্ ও তাহাকে মহামূল্য রত্নহার উপহার দিয়াছেন। ইহাতে তিনি ভাবিলেন, তাঁহার সম্মানের হানি হইয়াছে, মীবারের বংশের উপর কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে এবং বিধর্ম্মীর স্পর্শে পত্নীও অস্পৃশ্যা হইয়াছেন। রাণীর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা তখনই প্রচারিত হইল, কিন্তু সে আজ্ঞা পালন করিতে কেহই স্বীকৃত হইল না। অবশেষে মহারাণা রাজ্ঞীর উপরই তাঁহার নিজ জীবন শেষ করিবার আজ্ঞা স্বাক্ষরিত করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন।

যখন মীরাবাই তাঁহার দৈনিক ঈশ্বরারাধনার পর মন্দির হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, সেই সময়ে সেই আজ্ঞাপত্র তাহার হস্তে প্রদত্ত হইল। আজ্ঞা পড়িয়া মীরা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি মহারাণার সহিত একবার সাক্ষাৎকারলাভ করিতে পারেন কি না? কিন্তু আজ্ঞাবাহক উত্তর করিলেন যে মহারাণা আর তাঁহার মুখদর্শন করিবেন না, এই তাঁহার আদেশ। মীরা, বলিলেন, "স্বামীর আজ্ঞা হিন্দুরমণীর শিরোধার্য্য।

মীরাবাই সর্ব্বদাই ঈশ্বরভক্ত-পরিবেষ্টিতা থাকিতেন। এই কঠোর রাজাজ্ঞা তাঁহার ভক্তবৃন্দের মনে কি উত্তেজনা ও বেদনার সৃষ্টি করিবে বুঝিতে পারিয়া এ-বিষয় তিনি

তাহাদের নিকট বিন্দুমাত্র ব্যক্ত করিলেন না; নিঃশব্দে মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার রাজ-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া একখানি পুরাতন গৈরিক বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া সুষুপ্ত রাত্রিতে যখন সকলে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, তখন তিনি সকলের অলক্ষ্যে গৃহত্যাগ করিলেন।

উপরে নীলাম্বর আকাশ-গাত্রে রত্ন-খচিত তারকামালা শোভা পাইতেছে। মীরা যমুনার তীরে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণনীরে প্রতিবিম্বিত সেই শোভা কিয়ৎক্ষণ দর্শন করিয়া তাঁহার হরির আরাধনায় মগ্ন হইলেন; প্রার্থনা-শেষে নদীবক্ষে ঝম্প প্রদান করিলেন। জল-স্পর্শমাত্র তিনি একটী জ্যোতিঃ তাঁহার চক্ষের সম্মুখে বিকশিত দেখিলেন। তাঁহার সংজ্ঞা-লোপ হইল। সেই জ্যোতিঃস্বরূপ যেন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার ললাট-স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "মীরা! তুমি তোমার স্বামীর আদেশ পালন করিয়াছ, তুমি রাজাজ্ঞায় নিজকে মৃত্যুপাশে নিঃক্ষেপ করিয়াছ। কিন্তু তোমার জীবনের অনেক কর্ত্তব্য যে এখনও বাকি রহিয়াছে। সেই উচ্চ কর্ত্তব্য তোমাকে আবার সংসারে ফিরিয়া আসিবার জন্ত আহ্বান করিতেছে। উঠ, জগৎকে বিশ্বপ্রেম শিক্ষা দাও।"

মীরা চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সূর্য্যদেব আকাশে উদিত এবং তিনি নদী-তীরে উন্মুক্ত সূর্য্যালোকে শায়িত। সেই জ্যোতিঃস্বরূপের বাণী স্মরণ করিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন ও পরে ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে সেই নদীতীরবর্ত্তী বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন। কয়েকটি রাখাল বালককে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসগণ, তোমরা বলিতে পার কি সেই মহাতীর্থ বৃন্দাবন কতদূরে?"

তাঁহার মধুর-বাক্য-শ্রবণে রাখাল বালকেরা আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তাহারা তাঁহাকে গোদুগ্ধ পান করাইল ও তাঁহাকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া বৃন্দাবনের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। তিনি হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তাহাদের সহিত চলিতে লাগিলেন। যে পথ দিয়া তিনি যাইতে লাগিলেন,সেই পথেই তাঁহার অসামান্ত রূপমাধুর্য্য ও সুকণ্ঠ-গীত সুললিত সঙ্গীত যেন মর্ত্ত্যে স্বর্গের অমৃতধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। গ্রামের বালক, বৃদ্ধ, যুবক, নরনারী সকলেই নিজ নিজ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার গীতে যোগদান করিতে করিতে ধাবিত হইল। গ্রামবাসীরা তাঁহাকে নানা-প্রকার ভক্তিউপহার, সযত্নে প্রস্তুত খাদ্যাদি প্রদান করিতে আসিল। তিনি কিছুই গ্রহণ করিলেন না; সকলকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না। যখন তিনি বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন, তখন বোধ হইল যেন স্বয়ং উমা কৈলাস-পরিত্যাগ করিয়া তাঁর সকল সহচরী-সমভিব্যবহারে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন।

বৃন্দাবনে তাঁহার আবির্ভাব-সংবাদ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহার রচিত গীতাবলি মুখে মুখে গীত হইতে লাগিল। চিতোরে যাহারা তাঁহাকে ভক্তি-ভালবাসায় পূজা করিত, সকলেই এবার আসিয়া তাঁহার নিকট উপনীত হইল। যাহারা তাঁহাকে পূর্ব্বে দেখে নাই, তাহারা এই সুযোগে দর্শনেচ্ছায় তথায় উপস্থিত হইল। তিনি এখন

মিবারের সমৃদ্ধিশালিনী মহারাণী ন'ন, এখন তিনি সামান্য গৈরিক-বেশধারিণী ভিক্ষু-রমণী। কিন্তু ভিক্ষাপাত্র-হস্তে তিনি এখন মেবার অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারিণী। ইহা প্রেমের সাম্রাজ্য, যাহা মানবকে মুক্তি ও শান্তিদান করিতে পারে।

সেই সময় বৃন্দাবনে এক বৃদ্ধ গোস্বামীর অধিষ্ঠান। পাণ্ডিত্য ও গভীর সাধনায় তাঁহার সমতুল কেহই ছিল না। কামিনী ও কাঞ্চন জগতে অনিষ্টের মূল ও মুক্তিপথের কণ্টক, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। 'যদি মুক্তি চাও, কামিনী ও কাঞ্চনের মুখ দর্শন করিও না'—ইহাই তাঁহার জীবনের শিক্ষা। তিনি কঠোর ব্রহ্মচারী ও রমণী-বিদ্বেষী।

মীরা এই কথা শুনিলেন ও গোস্বামীকে একখানি পত্র লিখিলেন। তাহার মর্ম্ম এই—"শ্রীবৃন্দাবনে পুরুষ একমাত্র সেই প্রেমের আধার শ্রীকৃষ্ণ; অন্য সকল নরনারী যাঁহারা আছেন, সকলেই তাঁহারই প্রেমে বাস করেন। সেইজন্য সকলেই তাঁহার প্রেমিকা, তাঁহার সহিত একাত্মা। বিশ্বপ্রেমের এই শিক্ষা ভক্ত গোস্বামীর অবিদিত নহে, তথাপি যদি তিনি পুরুষ হইয়া আমাদের প্রভু শ্রীকৃষ্ণের আমাদের স্ত্রীলোকদিগের ঘরে চৌরভাবে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার উপযুক্ত শাস্তি বিধান করিবেন। অতএব তাঁহার এ-স্থান হইতে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ।"

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের এই আধ্যাত্মিক-ব্যাখ্যা-সম্বলিত পত্র পাইয়া ভক্ত গোস্বামী যার পর নাই বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হইলেন; বুঝিলেন, লেখিকা সামান্য-রমণী নহেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মীরাকে সাদরে তাঁহার মন্দিরে নিমন্ত্রণ করিলেন। মীরা তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে আমি তোমার জন্য কি করিতে পারি, বল?" মীরা উত্তর করিলেন, 'পিতঃ আমাকে আপনার নিকট থাকিয়া আপনার কণ্ঠনিঃসৃত ভগবানের গুণগান শুনিতে আদেশ দিন।" তখন হইতে মীরা গোস্বামীর মন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। গোস্বামী বলিতেন, মীরাই তাঁহার শিক্ষা-গুরু, মীরা বলিতেন গোস্বামীই তাঁহার গুরু।

ভক্তের আগমনে কিছুদিনের জন্য বৃন্দাবনে মর্ত্তে স্বর্গের আবির্ভাব হইল। সহস্রসহস্র কণ্ঠ ভক্তি-সহকারে হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

তুষার-শুভ্র হিমাচল-শিখর হইতে আরম্ভ করিয়া, গঙ্গা-যমুনার তীরবর্ত্তী ও পঞ্চনদের আবাসভূমি, সুদূর মহারাষ্ট্র ও নীল জলধি-তীর বর্ত্তী দেশ-সমূহ পর্য্যন্ত সেই বৃন্দাবনের মন্দির-সোপানোপবিষ্টা মীরার উচ্চারিত গীত-সমূহ প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল। মেবারের গ্রাম-সমূহেও সেই গীত-প্রস্রবণ ছুটিতে লাগিল। চিতোরের পথে পথে সকলের মুখে একই গান—"ভক্ত মীরা এই বলেন ইত্যাদি।"

এ-কাহিনী মহারাণার কর্ণেও উঠিল। তিনি বুঝিলেন মীরা তাঁহার পার্থিব সাম্রাজ্যচ্যুত হইয়া এখন কত উচ্চ মহা-সাম্রাজ্যের অধিকারিণী হইয়াছেন; সে সাম্রাজ্যের তুলনায় তাঁহার সাম্রাজ্য কিছুই নয়। পাছে লোকে বিধর্ম্মি-স্পর্শে কলঙ্কিত বলিয়া তাঁহার বংশের দুর্নাম করে, সেই জন্য তিনি তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন; কিন্তু মীরা তাঁহার বংশের দুর্নাম করেন নাই, তিনি

সে বংশের মুখ আরও উজ্জ্বল করিয়াছেন। পৃথিবীর সকলেই মীরাকে ভালবাসে, মহারাণাও এখন তাঁহাকে ভালবাসেন। মহারাণা ছদ্মবেশে প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যখন মহারাণা বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন, দেখিলেন মীরা মন্দির-সোপানোপরি আসীনা, তাঁহার স্বভাবতঃ রক্তরাগরঞ্জিত গণ্ডদ্বয় শুষ্ক পদ্মদলের ন্যায় শোভা পাইতেছে, কিন্তু তাঁহার সেই সুমিষ্ট হাস্যটী পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। মহারাণা ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। মীরা কহিলেন, "আমি নিজেই ভিক্ষুক, তোমাকে কোথা হইতে ভিক্ষা দিব? তুমি কোন ধনী ব্যক্তির গৃহে যাও।" রাণা বলিলেন, "ভিক্ষুই ভিক্ষুকের সহায়।" মীরা বলিলেন, "কিন্তু আমি কি দিব, আমার যে কিছুই নাই।" মহারাণা নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিলেন,—"ক্ষমা"। মীরা লুণ্ঠিত হইয়া মহারাণার পদতলে পতিতা হইলেন। তিনি তখনও রমণী; উদ্বেলহৃদয়ে বলিলেন—"স্বামী! দেবতা! এতদিনে কি অভাগিনীকে স্মরণ হইল!"

তাঁহাদের মিলন কি সুখের! মহারাণা মহিষীকে পুনরায় সসম্মানে স্বরাজ্যে ফিরাইয়া আনিলেন। কিন্তু মীরা বৎসরের অর্দ্ধেক কাল সেই বৃন্দাবনের মন্দিরেই কাটাইতে চাহিলেন। বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুযায়ী ত্যাগই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না। তিনি সংসারে থাকিয়া পরমার্থ-চিন্তারই উপদেষ্ট্রী ছিলেন। "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ। যদ্ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥"—গৃহস্থব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন, এবং যে যে কার্য্যই করুন, তাহা পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন।—ইহাই তাঁহার জীবনের মন্ত্র ছিল।

মীরা বাইএর রচনার মাধুর্য্য রক্ষা করিয়া তাঁহার গীত-সমূহের অনুবাদ করা অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ একটী গানের অনুবাদ দেওয়া হইল—"যদি জলে ডুবিলে মুক্তি লাভ হয়, তাহা হইলে মৎস্যেরা অবশ্যই মুক্তি লাভ করিবে। যদি নিরামিষ ভোজনে মুক্তিলাভ হয়, তাহা হইলে বানর ও পক্ষীরা মুক্তিলাভ করিবে। যদি স্বচ্ছন্দোজাত তৃণাহারে মুক্তি হয়, তাহা হইলে হরিণ ও ছাগলেরা মুক্তি লাভ করিবে। কিন্তু মীরা বলেন, ভগবানের প্রেম ব্যতীত কিছুতেই মুক্তিলাভ হইতে পারে না। ভগবান্‌কে দৃঢ়রূপে আশ্রয় কর ও তাঁহাকে মহামূল্য রত্নের ন্যায় নিজ শরীরে ধারণ কর।" *

---

* উপরি উক্ত মীরাবাইএর কাহিনী এড্‌মণ্ড্ রসেল্-কর্ত্তৃক আমেরিকার একটী পত্রিকায় ইংরাজিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধ তাহারই ভাবাবলম্বনে লিখিত। উক্ত লেখক বলেন, 'মীরাবাইএর জীবনী ও শিক্ষার বিবরণ হইতে আমরা ইহাই সংগ্রহ করিতে পারি যে প্রাচ্যদিগের ধর্ম্ম তাহাদিগের নিকট যে কি উচ্চ পদার্থ, তাহা আমরা আমাদিগের দেশে তাহাদের পৌত্তলিকতার বিষয়ে যে-সকল বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে বিন্দুমাত্র অনুভব করিতে পারি না।'

আমেরিকান্ লেখক মীরাবাইকে আক্‌বর ও রূপ-গোস্বামীর সমসাময়িক করিয়াছেন। আমাদের দেশেও এইরূপ একটী জনরব আছে। কিন্তু ইতিহাস ইহা বলে না। ইতিহাসের মতে মীরা ইঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিনী।

বিষে মধু।

পায়েতে তুমি ঠেলেছ ব'লে,
সবাই মোরে মাড়িয়ে যায়।
আমায় ছেড়ে রয়েছ স'রে,
বিষম তাই অবজ্ঞা-ভরে
লাঞ্ছনা ঘৃণা সবাই করে,
ভ্রূকুটি-ভঙ্গে সদাই চায়।

বাহার-কোটি ব্যথার-পাকে,
হৃদয় চূর্ণ সংসার-চাকে,
চোখের জলে করুণ বাকে,
তোমারে ডাকি কাতরে তাই।

পাতার শনে, পাখীর-গানে,
মেঘের ডাকে, নিঝর-তানে,
স্নেহের স্বরে—কি মিষ্ট কাণে,
সান্ত্বনা তব শুনিতে পাই!

যদিও তুমি কাছে না আস,
লুকিয়ে মোরে ভাল তো বাস,
যখনি যত অভাব নাশ,
কলক্ষ্যে থেকে গভীর টানে।

হিমের ভেজা সবুজ ঘাসে,
হরিৎ পাকা ধানের রাশে,
জলে কি ফলে খাতাসে-বাসে,
পরশ তব পাই যে প্রাণে!

ভিতরে এত মধুর-মিশ,
আমারি আছ তো অহনিশ,
বাহিরে খালি চোখের বিষ,
কপট কোপে তোমায় আমি।
পায়েতে তুমি ঠেলেছ ব'লে
ঠেলো নি হৃদে হৃদয়-স্বামী!

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র।

সূর্য্যপূজা।

পূর্ব্ব-প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি যে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্তিলাভের জন্য সূর্য্যের উপাসনা অন্য কোন দেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ঋগ্‌বেদেই শরীরের আন্তর ব্যাধি ও বিবর্ণতা দূর করিবার জন্য সূর্য্যের স্তোত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা প্রস্করঋষি স্বগ্‌দোষ-শান্তির জন্য সূর্য্যের উপাসনা করিয়াছিলেন। আমরা সূর্য্যের যতগুলি প্রতিমূর্ত্তি কলিকাতার যাদুঘরে দেখিয়াছি, তাহাতে একমাত্র বুটের জায় জুতা ব্যতীত অন্য কোন বিদেশীয় চিহ্ন দেখিতে পাই নাই। পুরাণে সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি "কঞ্চুক-গুপ্তঃ," "চোলকচ্ছন্নবপুঃ" ইত্যাদি রূপ হইবে, এই ভাবে বর্ণিত আছে;—তাহাও বিদেশীয় চিহ্ন নহে। ঋগ্‌বেদে আমরা বরুণদেবের শরীর সুবর্ণময়-কবচ-দ্বারা আবৃত, এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই। "বরুণদেব সুবর্ণময় কবচ ধারণ করিয়া স্বকীয় পরিপুষ্ট শরীর আচ্ছাদিত করিয়াছেন। রশ্মিসমূহ (স্পর্শঃ) বা চরগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া

রহিয়াছে।" (১) বেদে বরুণ কখন মধ্যস্থান-দেবতা বায়ু বা ইন্দ্রের আকারভেদ, এবং কখন দ্যুস্থান-দেবতা বা সূর্য্যের আকারভেদ-রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। কোন স্থানে মিত্র ও বরুণ-দেব একত্রে মিত্রাবরুণরূপে স্তুত হইয়াছেন। বরুণ যখন মধ্যস্থান-দেবতা তখন তিনি আকাশকে মেঘজাল-দ্বারা আবৃত করেন বলিয়া বরুণ-নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মিত্র যখন মধ্যস্থান-দেবতা, তখন সমস্ত লোককে মরণ হইতে বর্ষণ-দ্বারা ত্রাণ করেন বলিয়া মিত্রনামে কথিত হইয়া থাকেন। (২) কখন সূর্য্যই মিত্রনামে দিবসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং বরুণ-নামে রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-রূপে বেদে স্তুত হইয়া থাকেন। "হে স্তোতমান রশ্মিসমূহ, এই সময়ে সূর্য্য উদিত হইলে তোমরা ইতস্ততঃ প্রসৃত হইয়া আমাদিগকে পাপ হইতে আকর্ষণ-পূর্ব্বক পালন কর। আমরা যাহা প্রার্থনা করিলাম, মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌ তাহার অনুমোদন করুন।"—এই মন্ত্রের (ক) ব্যাখ্যায় সায়ণাচার্য্য মিত্র মরণ হইতে ত্রাতা দিনের অধিষ্ঠাতা দেব ও বরুণ অনিষ্টের নিবারক রাত্রির অধিষ্ঠাতা দেব, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণে কথিত আছে—ইন্দ্র, ধাতা, পর্জ্জন্য, পূষা, ত্বষ্টা, অর্য্যমা, ভগ, বিবস্বান্, অংশু, বিষ্ণু, বরুণ, মিত্র এই দ্বাদশ মূর্ত্তিদ্বারা আদিত্য-দেব সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত আছেন বা এই দ্বাদশমূর্ত্তি-দ্বারা আদিত্য-কর্ত্তৃক জগৎ পরিব্যাপ্ত আছে। (খ) যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থে মধ্যস্থান ও দ্যুস্থানদেবতা-মধ্যে এই দ্বাদশ নামের অন্তর্গত দশটী নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই দশটী দেবতার স্তুতিবাচক এক একটী মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে প্রকাশ করিয়াছেন। (গ)

---

(১) বিস্রদ্ধুপিং হিরণ্যং বরুণো বস্ত নির্নিজম্। পরিস্পশো নিষেদিরে। ঋ, ১।২৫।১৩। সুবর্ণময়ং কবচং ধারয়ন্ বরুণো পৃষ্টং স্পশরীরম্ আচ্ছাদয়তি। রশ্ময়ঃ সর্ব্বতঃ নিষণ্ণাঃ। 'অত্রত্য স্পশঃ চরাঃ, স্পশতি স্পৃশতীতি' ইতি স্পশঃ চরা ইতি সায়ণঃ। ঋ ৭।৮৭।৩।

(২) বরুণো বৃণোতীতি সতঃ ইতি যাস্কঃ। "বরুণঃ" কস্মাৎ? "বৃণোতীতি সতঃ," স হি বিরদ্ বৃণোতি রেবত্যা-রেন্। ইতি দুর্গাচার্য্যঃ, নিরুক্ত ১০।৩১। "মিত্রঃ প্রমীতে স্রায়তে ইতি যাস্কঃ। "মিত্রঃ" কস্মাৎ? স হি "প্রমীতেঃ ত্রায়তে", প্রমীতিঃ প্রমরণাদ্, ততঃ সর্ব্বলোকং ত্রায়তে বধবারেণ ইতি দুর্গাচার্য্যঃ, নিঃ ১০।২১।২।

(ক) অস্তা রেবা উদিতা সূর্য্যস্য
নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তা
অদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ। ঋ স ১।৮৭।৬
মিত্রঃ প্রমীতেস্ত্রায়কোঽহরভিমানী দেবঃ।
বরুণোঽনিষ্টানাং নিবারয়িতা রাত্র্যভিমানী।
ইতি সায়ণঃ।

(খ) ইন্দ্রো ধাতা চ পর্জ্জন্যঃ পূষা ত্বষ্টার্য্যমা ভগঃ।
বিবস্বানংশুবিষ্ণু বরুণো মিত্র এব চ।
এতির্দ্বাদশভিস্তেন আদিত্যেন মহাত্মনা।
কৃৎস্নং জগদিদং ব্যাপ্তং মূর্ত্তিভিস্তু নরাধিপ।
ভবিষ্য পু: ১ম অংশ ৭৪ অ ৮-৯

(গ) ত্বষ্টা ৬, ভগঃ ৮, সূর্য্য ৯, পূষা ১০, বিষ্ণু ১১, বরুণ ১৩—নিরুক্তে দ্যুস্থান-দেবতা-১২ অঃ। মধ্যস্থান-দেবতা ১০ম অধ্যায়ঃ—ইন্দ্রঃ ৪, পর্জ্জন্যঃ ৭, মিত্রঃ ১৩। ১১শ অধ্যায়ঃ—ধাতা ৩, অংশুঃ অর্থে সোমঃ চন্দ্রঃ। ১১ অ ৩ চন্দ্রমাঃ।
"যদা দেবা অংশুমাপ্যায়য়ন্তি" ইতিনিগমো ভবতি—নিঃ ৪।১১।১
বিবস্বান "আদৃতো অগ্নিরন্তরগ্নিবস্বতো বৈশ্বানরং মাতরিশ্বা পরাবতঃ। ঋ ৪।৭।১০।৫।

অংশু ও বিবস্বান্ এই দুইটি নাম দেবতা-সংখ্যার মধ্যে উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু এই দুইটি নাম আদিত্য-অর্থে বেদে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল। এই বহু আদিত্যকেই লক্ষ্য করিয়া নিরুক্তে দেবতা-সংখ্যা-মধ্যে "আদিত্যাঃ" এই বহু-বচনান্ত দেবতাবাচক শব্দ প্রদর্শিত হইয়াছে ও তাহার উদাহরণ-স্বরূপ একটি ঋগ্‌মন্ত্র উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহার অর্থ এইরূপ— "ঘৃতাহুতি-প্রদান-সূচক এই সমস্ত বাক্য (মন্ত্র) উচ্চারণপূর্ব্বক চিরন্তন ও সর্ব্বলোকের রাজা আদিত্যগণকে হুতসংস্কৃত পাত্রের দ্বারা আহুতি প্রদান করিতেছি, আমাদের এই বাক্য মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বহুজাত ধাতা, বরুণ, দক্ষ ও অংশ শ্রবণ করুন। (১) উপরি উল্লিখিত নিরুক্ত ও বেদের মন্ত্র হইতে আমরা অবগত হইলাম যে ভবিষ্য-পুরাণে বর্ণিত দ্বাদশাদিত্য বেদেরই "আদিত্যাঃ"। এই আদিত্যের এক মূর্ত্তি বা আকারভেদ বরুণ এবং এই বরুণেরই শরীর সুবর্ণময় কবচ-দ্বারা আবৃত। সুতরাং মৎস্যপুরাণের "চোলকচ্ছন্ন-বপুঃ" ও ভবিষ্যপুরাণের "কঙ্কুকগুপ্ত" ইত্যাদি সূর্য্যের রূপ বেদ হইতেই পুরাণে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং ইহা বিদেশীয় চিহ্ন নহে। কেবলমাত্র যে সূর্য্যের রূপ বেদ হইতে পুরাণে গৃহীত হইয়াছে, তাহা নহে। পুরাণবর্ণিত আদিত্য-সম্বন্ধে অন্য উপাখ্যানও বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে সূর্য্যসম্বন্ধে এইরূপ একটি উপাখ্যান আছে।—বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞা সূর্য্যের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে যম ও যমী উৎপন্ন হইয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞা তাঁহার পতি সূর্য্যের তেজ সহ্য করিতে অসমর্থা হইয়া ছায়াকে নিজের প্রতিনিধিরূপে পতির সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তপস্যা করিবার জন্য অরণ্যে গমন করিলেন। সূর্য্য ছায়াকেই নিজপত্নী সংজ্ঞা মনে করিলেন ও ছায়ার গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে শনৈশ্চর ও মনু এই দুইটী পুত্র ও তপতী নামে একটী কন্যা উৎপন্ন হইল। অনন্তর একদিন সংজ্ঞারূপিণী ছায়া মনুর ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে (তোমার পা খসিয়া যাউক্) এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন।—ইহাতে যম ও সূর্য্যের মনে সন্দেহ হইল যে ইনি সংজ্ঞা নহেন, অন্য কোন স্ত্রী হইবেন; কারণ, জননী স্বীয় পুত্রের প্রতি এরূপ নির্দ্দয়ভাবে শাপ প্রদান করিতে পারেন্ না। তদনন্তর সূর্য্যের দ্বারা পৃষ্ট হইয়া ছায়া বলিলেন্ যে তিনি সংজ্ঞা নহেন, কিন্তু তাঁহার ছায়া। সূর্য্য সমাধিদৃষ্টিতে জানিতে পারিলেন যে সংজ্ঞা অশ্বারূপ ধারণ করিয়া অরণ্যে তপস্যা করিতেছেন। সূর্য্য তখন অশ্বরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। পরে অশ্বারূপধারিণী সংজ্ঞার গর্ভে দেব অশ্বিনী-কুমারদ্বয় ও রেবন্ত নামে আর একটী পুত্র উৎপন্ন হইল। পরে সূর্য্যদেব স্বীয় ভার্য্যা সংজ্ঞাকে পুনর্ব্বার স্বস্থানে আনয়ন করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যের অসহ্য তেজ-হেতু কন্যার কষ্ট দেখিয়া সূর্য্যের অনুমতি-গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে ভ্রমি-যন্ত্রের (শাণ) উপর আরোপিত

---

(১) ইমা গির আদিত্যেভ্যো ঘৃতস্নূঃ সনাদ্রাজভ্যো জুহ্বা জুহোমি।
শৃণোতু মিত্রো অর্য্যমা ভগো নস্তুবিজাতো বরুণো দক্ষো অংশঃ॥
ঋ, ২।২৭।১।

করিয়া তাঁহার তেজ শান্তিত করিলেন (তেজ চাঁচিয়া ফেলিলেন)। (১)

এই উপাখ্যান একটী মন্ত্রমূল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ মন্ত্রটীর অর্থ এইরূপ—সূর্য্যরশ্মিসমূহ অমৃতরূপা ইঁহাকে (সরণ্যূকে) মনুষ্যগণ হইতে গোপন করিয়াছিলেন ও সূর্য্যকে সমানবর্ণা একটী স্ত্রী প্রদান করিয়াছিলেন। সরণ্যূ অশ্বিনীদ্বয়কে উৎপাদিত করিয়াছিলেন ও মিথুনদ্বয় (যমজপুত্রদ্বয়কে) পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে লিখিয়াছেন যে এই মন্ত্র-সম্বন্ধে এইরূপ ইতিহাস কথিত হইয়া থাকে।—ত্বষ্টার কন্যা স্বষ্টি সরণ্যূ বিবস্বান্ আদিত্য হইতে যম ও যমী এই মিথুনদ্বয় উৎপাদিত করিয়াছিলেন। পরে তিনি তাঁহার সমানবর্ণা অন্যা স্ত্রীকে আদিত্যের নিকট রাখিয়া অশ্বরূপ-ধারণপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিলেন। পরে সেই বিবস্বান্ আদিত্যও অশ্বরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তাহার পর অশ্বিনীকুমারদ্বয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সরণ্যূর সমানবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে মনু জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। †

বেদে সূর্য্যা, বৃষাকপায়ী, সরণ্যূ ও ত্বাষ্ট্রী, সূর্য্যের পত্নী, শক্তি বা বিভূতিরূপে স্তুত হইয়া থাকেন। নিরুক্তে স্থানান-দেবতা-মধ্যে ইহাদের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই উষার অবস্থাভেদ। যাস্ক নিরুক্তে এইরূপ অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন। সূর্য্যার অর্থ-স্থানে তিনি বলিয়াছেন 'সূর্য্যা সূর্য্যস্য পত্নী' অর্থাৎ সূর্য্যা সূর্য্যের পত্নী। তাঁহার স্বরূপ কি তাহাও বলিয়াছেন—"এষৈব অভিসৃষ্ট-কালতমা ভবতি" অর্থাৎ এই সূর্য্যা প্রকৃত পক্ষে উষা। উষা যখন সূর্য্যের উদয়কালে প্রতিগততমা হয়, অর্থাৎ সূর্য্যের উদয়কালে যখন উষার অবস্থা সম্পূর্ণরূপে অপগত হইয়া থাকে, সেই প্রকাশ অবস্থাকে সূর্য্যা বলে। (১) বৃষাকপায়ীও সূর্য্যের পত্নী বা বিভূতি।, যাস্ক বৃষাকপায়ীর অর্থস্থানে বলিয়াছেন "বৃষাকপেঃ পত্নী, এষৈবাভিসৃষ্টকালতমা'। দুর্গাচার্য্য বলেন বৃষাকপি আদিত্যঃ উষাকালে সূর্য্য অবস্থায় বা তুষার বর্ষণ করেন ও সকলকে কম্পিত করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার নাম বৃষাকপি হইয়াছে। সূর্য্যা যখন গততমা হন, তখনই তাঁহাকে বৃষাকপায়ী বলে এবং এই বৃষাকপায়ী অবস্থা যখন "প্রসৃতা" বিস্তারিত হইয়া থাকে, তখন তাহাকে সরণ্যূ বলা হইয়া থাকে (সরণ্যূঃ সরণাৎ-যাস্কঃ)। রূপকভাবে এই সরণ্যূই ত্বষ্টার কন্যা। ত্বষ্টা বা সূর্য্যের কন্যা অর্থাৎ সূর্য্যা হইতেই উৎপন্না। সূর্য্যের উদয়কালে তাঁহার কিরণ-দ্বারা অন্ধকার ক্রমশঃ বিদূরিত হইয়া প্রভাতের এক একটী অবস্থা প্রকাশিত

(১) বিষ্ণুপুরাণ ৩য় অংশ ২অ, ২—৮ শ্লোকঃ। সৌর পুরাণে আছে—"সংজ্ঞা রাজ্ঞী প্রভা ছায়া তাসো ভার্য্যাঃ সুতাস্ত্রিয়াঃ। ৩০। ২৮

† অপাগূহন্নমৃতাং মর্ত্যেভ্যঃ কৃত্বী সবর্ণামদদুর্বিবস্বতে। উতাশ্বিনাবভরদ্যদীমনাসৌদহরহ্যা মিথুনা সরণ্যূঃ। ঋ ১০। ১৭। ২৩। ২

তদেতিহাসমাচক্ষতে—ত্বাষ্ট্রী সরণ্যূর্বিবস্বত আদিত্যাদ্ যমৌ মিথুনৌ জনয়াঞ্চকার, সা সবর্ণামন্যাং প্রতিনিধায়াশ্বং রূপং কৃত্বা প্রদুদ্রাব। স বিবস্বানাদিত্য আত্মনোরূপং কৃত্বা তামনুসৃত্য সমবৃণুত, ততোঽশ্বিনৌ জজ্ঞাতে সবর্ণায়াং মনুঃ। নি ১২। ১০। ২।

(১) এষৈব উষা অভিসৃষ্ট-কালতমা। যথা সূর্য্যস্য উদয়কালে প্রতিগততমা ভবতি, তথাতথা হৈষা উষাঃ সূর্য্যা সম্পদ্যতে ইতি দুর্গাচার্য্যঃ।

হয়, সেই সেই অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই বিভিন্ন অবস্থা সূর্য্যের পত্নী, বিভূতি বা শক্তি। সূর্য্যের আলোক-শক্তির পরিণাম এইরূপ বর্ণনা হইতে পুরাণে সূর্য্যের পত্নীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। "যমস্য মাতা মহতঃ বিবস্বতঃ ভায়া ননাশ"—অর্থাৎ যমের মাতা (সরণূ) মহান্ আদিত্যের ভায়া পলায়ন করিয়াছিলেন, অদৃশ্যা হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। যাস্ক এই রূপক-বর্ণনার অর্থ করিয়াছেন,—"রাত্রিরাদিত্যস্য আদিত্যোদয়েঽন্তর্ধীয়তে।" রাত্রিই আদিত্যের ভায়া অর্থাৎ পত্নী; রাত্রি আদিত্যের উদয়ে অদৃশ্যা হয় বা পলায়ন করে বলিয়াই সূর্য্যের পত্নী সূর্য্যের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, এইরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উষাকাল সূর্য্যের উদয়ে বিভূষিত হয় বলিয়া উষাও সূর্য্যের ভায়া। কারণ, পতি যাহাতে জন্মগ্রহণ করেন তাহাকেই ভায়া বলে। উষা কালে সূর্য্য জন্মগ্রহণ করেন বা উদিত হন বলিয়া উষা সূর্য্যের পত্নী। এই কারণেই উষার বিভিন্ন অবস্থাও সূর্য্যের পত্নী, সূর্য্যের বিভূতি প্রকাশ করে বলিয়াও সূর্য্যের পত্নী। কোন স্থানে সূর্য্যা সূর্য্যের কন্যা-রূপেও বর্ণিত হইয়াছেন। সে স্থানে সূর্য্যা সূর্য্যের শক্তি, বিভূতি বা দীপ্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

"প্রাজাপত্যির্বৈ সোমায় রাজ্ঞে দুহিতরং প্রাযচ্ছৎ সূর্য্যাং সাবিত্রীং"—ঐ ব্রা ৪। ২। ১। ইহার অর্থ প্রজাপতি সোম রাজাকে নিজ দুহিতা অর্থাৎ সূর্য্যা বা সাবিত্রীকে প্রদান করিলেন। এখানে প্রজাপতি সূর্য্য সূর্য্যাকে (নিজ দুহিতাকে) রাজা চন্দ্রকে প্রদান করিলেন। এই রূপকের অর্থ সূর্য্য নিজ বিভূতি বা দীপ্তি চন্দ্রকে প্রদান করিলেন। কারণ, অন্যত্র কথিত আছে আদিত্যাত্তোঽস্য দীপ্তির্ভবতি।—আদিত্য হইতেই চন্দ্র দীপ্তি পাইয়াছে, অর্থাৎ আদিত্য-দীপ্তিই চন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া চন্দ্রকে দীপ্তিমান করিয়া থাকে। যাস্ক একটী ব্রাহ্মণাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে আছে সবিতা সূর্য্যাকে রাজা সোমের বা প্রজাপতির হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। এখানেও এক অর্থে সূর্য্য নিজ দীপ্তি চন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন; অপর অর্থে সূর্য্য নিজ কন্যা প্রজাপতিকে প্রদান করিয়াছিলেন। দুর্গাচার্য্য এই অংশের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, নিরুক্তপক্ষে "জ্যোৎস্নাং সোমায় দদাতি" অর্থাৎ নিরুক্তমতে ইহার অর্থ চন্দ্রকে জ্যোৎস্না প্রদান করিয়াছিলেন; অন্য অর্থে (ঐতিহাসিক অর্থে) প্রজাপতিকে উষা প্রদান করিয়াছিলেন।

ভবিষ্যপুরাণে রাজ্ঞী ও নিকুভা-নামে সূর্য্যের দুই পত্নী আছে এইরূপ বর্ণনা আছে। পরে এই দুই পত্নীর স্বরূপ কি তাহাও অন্যত্র এইরূপে কথিত হইয়াছে।— * পূর্ব্বে সূর্য্যের দুইটী ভার্য্যার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে রাজ্ঞীকে দ্যৌ বলিয়া জানিবে ও নিকুভাকে পৃথিবী বলিয়া জানিবে। পৌষমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে সূর্য্য রাজ্ঞীর

* প্রাগুক্তেষ্বর্কস্য যে ভার্য্যে রাজ্ঞী-নিকুভ-সংজ্ঞিতে।
তত্রাহি রাজ্ঞী দ্যৌর্জ্ঞেয়া নিকুভা পৃথিবী স্মৃতা।
পৌষস্য শুক্ল-সপ্তম্যাং রাজ্যার্কঃ সহ যুজ্যতে।
মাঘ-কৃষ্ণস্য সপ্তম্যাং নিভা সহ ভবেদ্ রবিঃ।
দুরাদিত্যাচ্চ ভগবান্ গচ্ছেতে সংগমং তথা।
পতিব্রতা মহী তত্র গর্ভং গৃহ্নাতি ভাস্করাৎ।
দ্যৌর্জনং সুষুবে গর্ভং বর্ষাণ্যেক দুরুদ্বহে।
ততস্তৈলোক্য-ভূতার্থং মহী পত্যানি সুষুবে।

—ভবিষ্যপুঃ ১ম ব্রা ৪৮-৭

সহিত মিলিত হইয়া থাকেন। মাঘ-মাসের কৃষ্ণ-পক্ষের সপ্তমীতে রবি পৃথিবীর সহিত অবস্থিতি করেন। এইরূপে তাঁহার উভয় পত্নীই জগতের উপকারের জন্য ঐ সময়েই গর্ভ গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরে বর্ষাকালে পৃথিবীতে বারিপ্রসব (জল-বর্ষণ) করিয়া থাকেন। অনন্তর ত্রৈলোক্যের মঙ্গলের জন্য পৃথিবী শস্য প্রসব করিয়া থাকেন। এই বর্ণনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, পুরাণেরও অনেক বর্ণনাতে রূপকভাব রহিয়াছে। এই কারণেই পুরাণের অনেক স্থান বর্ত্তমানে গুরু-শিষ্য সম্প্রদায়ের অভাবে দুর্বোধ হইয়া উঠিয়াছে।

সূর্য্যের শরীর সুবর্ণময় কবচে আচ্ছাদিত, এই কথা বলিতে গিয়া সূর্য্যের স্ত্রীগণের প্রকৃত স্বরূপ উপলক্ষে আমাদিগকে অনেক অবান্তর কথা বলিতে হইল। অন্য প্রবন্ধে আমাদের সূর্য্য উপাসনা-সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিবার ইচ্ছা আছে।

বিষ্ণুর বিবাহ।

(গল্প)

মহেশপুর পল্লিগ্রামের একটী ক্ষুদ্র সহর। সে-দিন বিষ্ণুর বিবাহ। প্রাতঃকাল হইতে ছাত্রমহলে একটা বেশ উত্তেজনার ভাব দেখা গেল। যেখানেই ২।৩টী ছেলে একত্র হয়, সেখানেই তারা যেন কোন গুপ্ত মন্ত্রণায় নিবিষ্ট।

বিষ্ণুর বাড়ী বর্দ্ধমান-জেলায়। কিন্তু সে গরীবের ছেলে, পিতৃহীন, সংসারের মধ্যে তাহার মা, দাদা ও বৌদিদি; সে-জন্য মহেশপুর তাহাদের গ্রাম হইতে অনেক দূর হইলেও সে মামার-বাড়ীতেই বরাবর প্রতিপালিত ও সেখানে থাকিয়াই পড়াশুনা করিত। সেবার সে ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সবেমাত্র কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। তাহার মনটা বড়ই সাদা, সেইজন্য মহেশপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাহাকে ভালবাসে; বিশেষতঃ সমবয়স্ক ছাত্রমহলে তাহার বিশেষ খ্যাতি যে বিষ্ণুর মনের ভিতর কিছুই থাকে না, সকল কথাই সে বন্ধুদের কাছে বলিয়া ফেলে।

বিষ্ণুর বিবাহটা একটু নভেলি ধরণের। মহেশপুরের নিকটবর্ত্তী গোবিন্দপুরে তাহাদেরই গ্রামবাসী মুকুন্দবাবুর বাড়ীতে বিষ্ণু প্রায়ই যাতায়াত করিত। মুকুন্দবাবু সেখানকার সেরেস্তাদার। মুকুন্দবাবুর পরিবারের সকলেই বিষ্ণুকে খুব স্নেহ করিত; বিশেষতঃ মুকুন্দবাবুর দুই কন্যা কমলা ও চপলা তাহার বড়ই অনুরক্তা। কমলার বয়স ১২ বৎসর, চপলার ৯ বৎসর। মুকুন্দবাবুর স্ত্রীর যত্নে ও তাঁহার দুই কন্যার স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাহার মাতুলের কঠোর শাসনের হস্ত হইতে একটু অব্যাহতি পাইবার অবকাশ পাইলেই গোবিন্দপুরে আসিয়া উপস্থিত হইত। ক্রমশঃ তাহাদের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতা এত দূর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, যে বিষ্ণু মুকুন্দবাবুর পরিবারের মধ্যে একজন বলিয়াই সকলে জানিত। ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষা দিবার পর পরীক্ষার ফল বাহির হওয়া পর্য্যন্ত দীর্ঘ দুই মাসকাল বিষ্ণু গোবিন্দপুরে কাটাইতে মনঃস্থ করিয়াছিল;

এবং মুকুন্দবাবুর স্ত্রীর সবিশেষ অনুরোধে আমের সময়টা তাহাকে গোবিন্দপুরেই কাটাইতে হইল। এই সময় কাজের মধ্যে দুই সঙ্গিনী কমলা ও চপলার সহিতই বেশীর ভাগ গল্প করা, বাগান বেড়ানও আম পাড়া ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। কিন্তু তাহাদের এই নির্দ্দোষ ঘনিষ্ঠতার মধ্যেই বিধাতা অন্যরূপ সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতেছিলেন। তাহাদের জীবনের এই নূতন সন্ধিস্থলে তাহারা বেশ বুঝিতে পারিতেছিল যে তাহাদের বাল্যানুরাগ ক্রমে ভালবাসায় পরিণত হইতেছে। তখন যেন তাহাদের পরস্পরের অল্প সময়ের ছাড়াছাড়িও কষ্টকর বোধ হইত। তাহাদের এই অনুরাগ মুকুন্দবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর বুঝিতে বাকি রহিল না। তাঁহাদের দুজনেরই বরাবর ইচ্ছা ছিল বিফুর সহিত কমলার বিবাহ দিয়া বিফুকে তথাকার সেরেস্তার কোন কাজ করিয়া দেন। সেইজন্য তাহাদের এই অনুরাগে তাঁহারা সন্তুষ্ট ব্যতীত অসন্তুষ্ট হইলেন না। বিফুর পরীক্ষার ফল বাহির হইল। সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে শুনিয়া সকলেই সুখী। সেই শুভসংবাদ সকলকে জানাইবার জন্য বিফু একবার মহেশপুর ও দেশে যাইবে স্থির করিল। মুকুন্দবাবু এই সুযোগে বিফুর মাতুলের নিকট বিবাহের কথা উত্থাপিত করিলেন। বিফুও দেশে গিয়া তাহার মাতৃদেবীকে ধরিয়া বসিল, কমলা ব্যতীত আর কাহাকেও সে বিবাহ করিবে না। সুতরাং বিফুর দাদা কন্যা দেখিবার জন্য মহেশপুর রওনা হইল ও সেখান হইতে তাহার মাতুলকে লইয়া গোবিন্দপুরে মুকুন্দবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইল। সুন্দরী কমলাকে অপছন্দ হইবার কোনই কারণ ছিল না, বিশেষতঃ কন্যা যখন পাত্রের নিজেরই মনোনীত। কাজেই আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল ও সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের দিন স্থির হইল। বিফুর এই সকল ভালবাসার বিবরণ সে খোলা প্রাণে বন্ধুদিগের নিকট ব্যক্ত করিয়া প্রাণ হাল্‌কা করিয়াছিল এবং বন্ধুরাও বিফু-কমলার এই মিলন দেখিবার জন্য ব্যগ্র ছিল। কিন্তু বিফুর অবস্থা সেরূপ সচ্ছল নয় যে, সে সকল বন্ধুকে বরযাত্রায় নিমন্ত্রণ করে। মুকুন্দবাবু কন্যার প্রতি পাত্রের অনুরাগ দেখিয়া যত অল্পব্যয়ে কার্য্য সমাধা করিতে পারেন, তাহার চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই; অর্থাৎ বিফু এক-রকম বিনা ফর্দ্দেই বিবাহে রাজী।

বিবাহের দিন দেখা গেল মহেশপুর ষ্টেসনে বিফুর কোন বন্ধুই বাকি নাই। সকলেই বিফুর বিবাহে যাইবার জন্য ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত। বিফুর দাদার বয়স বিফু অপেক্ষা ২।৩ বৎসরের অধিক। সে এই সমস্যায় কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া নিজেদের মত খানকয়েক টিকিট ক্রয় করিয়া ট্রেনে উঠিয়া বসিল। তখন সকলেরই ধারণা হইল, বিফুর দাদা সকলেরই টিকিট ক্রয় করিয়াছে। যুবকেরা সকলেই বিফুকে ঘেরিয়া গাড়ীতে উপবিষ্ট হইল। গাড়ী ছাড়িবার শেষ ঘণ্টা পড়িল, এমন সময় হঠাৎ একটা গোলমাল শুনা গেল। ষ্টেসন-মাষ্টার আসিয়া বলিলেন যে, টিকেট চেকার বলিতেছে যে ১০০।১৫০ বর যাত্রীর মধ্যে মোটে ৮।১০ খানি টিকিট লওয়া হইয়াছে, বাকী টিকিট না লইলে তাহাদিগকে যাইতে দেওয়া হইবে না এবং গাড়ীও বিলম্ব করা হইবে না। হঠাৎ সকলে একটু স্তম্ভিত হইয়া পড়িল।

তখন তাহাদিগের মধ্যে একজন অগ্রণী হইয়া বলিলেন যে তাঁহার গোবিন্দপুরে নামিয়া টিকেটের দাম দিবেন, এ-বিষয় গার্ডকে জানান হৌক্। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ষ্টেসন-মাষ্টার ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে ব্যাপার টেলিগ্রাফ করিলেন। উত্তর আসিল, 'ভাড়া আদায় করিয়া লও।' গাড়ী তখন ছাড়িয়া দিয়াছে, কাজেই তিনি মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশনে টেলিগ্রাম করিলেন। গাড়ী সেই ষ্টেশনে পৌঁছিবামাত্রই তথাকার ষ্টেশন-মাষ্টার টেলিগ্রাম লইয়া গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন ও সকলের ভাড়া চাহিলেন। কিন্তু অত যাত্রীর ভাড়া আদায় প্রভৃতি অনেক বিলম্বের ব্যাপার। তিনি বলিলেন, অতক্ষণ গাড়ীর বিলম্ব করা যাইতে পারে না। বর ও তাহার সহিত কয়েকজন সেই গাড়ীতে যাইবে এবং বাকী সকলে ভাড়া দিয়া পরের ট্রেনে যাইবে, তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। কাজেই বিফুর দাদা বিষ্ণু ও কয়েকজন সঙ্গীকে লইয়া গাড়ীতে উঠিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। বিফুর বন্ধুরা ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া সমস্বরে বিফুকে সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল এবং বিফুও যতক্ষণ গাড়ী হইতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইল, ততক্ষণ হাত নাড়িয়া তাহাদের আসিতে ইঙ্গিত করিতে লাগিল। গাড়ী ষ্টেশনের বহির্ভূত হইলে হঠাৎ বিফুর মনে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। তাহার মনে বিশেষ অনুতাপ উপস্থিত হইল যে সে তাহার বন্ধুদের বিপদে ফেলিয়া নিজে নিশ্চিন্তমনে বিবাহ করিতে যাইতেছে। সে ধরিয়া বসিল যে বন্ধুদের ফেলিয়া সে কিছুতেই বিবাহ করিতে যাইবে না। তখনই সে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িতে উদ্যত। তাহাকে অনেক বুঝাইয়া তখন নিবৃত্ত করিয়া রাখিলেও পরের ষ্টেশনে সে নামিয়া পড়িল। তাহার কয়েকজন সঙ্গীও অগত্যা নামিল।

বিফুর দাদা অনেক বুঝাইয়াও তাহাকে ফিরাইতে না পারিয়া কন্যাকর্ত্তাকে এই সংবাদ দিবার জন্য সেই ট্রেণেই রওনা হইল। বিষ্ণু বন্ধুদের জন্য পরের ট্রেণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল।

বিফুর দাদা অত্যন্ত রগ-চটা লোক। বিফুর অবাধ্যতায় সে অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছিল। সে গোবিন্দপুরে উপস্থিত হইয়াই একেবারে মুকুন্দবাবুর নিকট যাইয়া বলিল, "মহাশয়, আমার ভাই আমার বাধ্য নয়! সে বিবাহ করিবে না, রাস্তায় নামিয়া পড়িয়াছে। আমরা যখন আপনার কন্যার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছি, ইচ্ছা হইলে, আপনি আমার সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিতে পারেন। আমার একবার বিবাহ হইলেও, আপনাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিতে আমি প্রস্তুত।" মুকুন্দ বাবু কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন না। বাড়ীতে বর আসে নাই ও বিফুর দাদা বলিতেছে, বিষ্ণু বিবাহ করিবে না। এই সব শুনিয়া তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এ-দিকে লগ্ন চলিয়া যায়। বিফুর দাদাও আপনার সহিত কমলার বিবাহ দিবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহার একটী পত্নী বর্ত্তমান। সে-জন্য মুকুন্দবাবু তাহাতে রাজী হইলেন না। নিমন্ত্রিতের মধ্যে তাঁহারই দেশস্থ একটী অবিবাহিত যুবক ছিল, তাহাকেই তিনি সে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্যাপার শুনিয়া কমলা

দুঃখে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া মাতাকে বলিল এরূপক্ষেত্রে সে আর বিবাহই করিবে না। কিন্তু হায়, সামাজিক নিয়ম ভিন্নরূপ। তাহার আপত্তি শুনিবে কে! প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইতে পারে! সেই লগ্নে কমলা পাত্রস্থা হইয়া গেল!

পরবর্ত্তী ট্রেণে বিষ্ণু আনন্দচিত্তে বন্ধুদের সহিত আমোদ করিতে করিতে রাত্রি প্রায় দুইটার সময় মুকুন্দবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইল। সে নিশ্চিন্ত ছিল যে যতই বিলম্বে সে উপস্থিত হৌক্ না কেন, এ বিবাহ তাহাদের কেহই রোধ করিতে পারে না। কিন্তু হায় একি নিদারুণ সংবাদ! তাহার চির জীবনের আশা, তাহার বাল্যসঙ্গিনী কমলা, যাহার জন্য সে সারা জীবন অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত,সে আজ সামান্য ২।৩ ঘণ্টা মাত্র অপেক্ষা করিতে পারিল না! তাই বুঝি ঔপন্যাসিক বলিয়াছেন, বাল্য-প্রণয়ে অভিসম্পাত আছে। দুঃখে শোকে বিষ্ণু হতজ্ঞান হইল। বন্ধুরাও তাহার এই বিপদে স্তম্ভিত, বিষ্ণুকে কি বুঝাইবে! বিষ্ণু মুকুন্দ-বাবুর নিকট প্রার্থনা করিল সে একবার কমলার সহিত শেষ দেখা করিতে চাহে! তাহার মুখের কথা শুনিয়া তাহারই স্মৃতি লইয়া সে সংসার-ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। মুকুন্দবাবু তাহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। দুই প্রেমিক হৃদয় অচল প্রাচীরের দুইপার্শ্বে দাঁড়াইয়া অজস্র ধারায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। দুই হৃদয়ের আজীবন সঞ্চিত আশা দুই ঘণ্টার বিলম্বে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল! অতিকষ্টে বিষ্ণু বলিল, "কমলা, তুমি এ কি করিলে!" কমলা আর স্থির থাকিতে পারিল-না, তপ্ত-চ্যুতা-লতার ন্যায় বিষ্ণুর পদতলে পতিত হইল। সকলে তাহাকে তুলিয়া লইয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

ইতোমধ্যে মুকুন্দবাবু মনে মনে অন্য সঙ্কল্প করিলেন। তিনি এই সুপাত্র হাত-ছাড়া হয় দেখিয়া বিষ্ণুকে বলিলেন,"বাবা, আমাদের সকলের আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও তোমাদের মিলন হইল না, তখন তাহা বিধাতার অভিপ্রেত নয় বুঝিতে হইবে। তাঁহার বিধান কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। সে-জন্য তুমি দুঃখিত হইও না। কিন্তু বিবাহ করিতে আসিয়া তুমি রিক্তহস্তে ফিরিয়া যাইবে, ইহা নিদারুণ হইবে। সে-জন্য আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, আমার চপলাও প্রায় বিবাহযোগ্যা এবং তাহারও তোমার প্রতি বিশেষ প্রীতি আছে। তোমার অমত না থাকিলে কল্যকার শুভলগ্নেই তোমাদের দুই হাত এক করিয়া দিই।" বিষ্ণুর মনে কমলার শোক দেদীপ্যমান। সে নিজের অবস্থা তখনও সম্যক্ ধারণা করিতে পারিতেছিল না। সে তখনও ভাবিতেছিল, কমলার স্মৃতিমাত্র হৃদয়ে লইয়াই সমুদয় জীবন অতিবাহিত করিবে। মুকুন্দবাবু বলিলেন, "তুমি এ বিষয় ভাবিয়া আমাকে উত্তর দিও; কাল পর্য্যন্ত তোমার সময় আছে।"

ইতোমধ্যে বাটীর ভিতরে বিষ্ণুর ডাক পড়িল। কমলা তখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছে, সে বিষ্ণুকে কি বলিতে চাহে। বিষ্ণু অশ্রু-ভারাক্রান্ত-নয়নে কমলার নিকট উপস্থিত হইল। কিন্তু কমলার এ-কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! সেই চিরহাস্যময়ী কমলা স্থির গম্ভীরা! এই অল্পক্ষণের মধ্যে যেন তাহার বয়সের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

কমলা অশ্রুভরে বলিল, "আজ তোমার কাছে একটী শেষ প্রার্থনা করিতেছি, তুমি কি আমার সে প্রার্থনা রাখিবে?" কমলাকে বিষ্ণুর কিছুই অদেয় ছিল না। বিষ্ণু সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সত্যবদ্ধ হইলে, কমলা বলিল "তুমি আমাকে চিরদিন ভগ্নীর মত ভালবাসিয়াছ, সেইজন্য আমার অনুরোধ, তুমি আমার ছোট ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া সেই সম্বন্ধ অটুট রাখ। ইহাতে আমার পিতা, মাতা ও আমি সুখী হইব, এবং তুমিও পরে সুখী হইবে।" বিষ্ণু কমলার এ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না।

পরদিন শুভলগ্নে বিষ্ণুর সহিত চপলার বিবাহ হইয়া গেল। সকলেই ভবিতব্যের লীলা দেখিয়া অবাক্ হইল।

মহেশপুরে বিষ্ণুকে এই উপলক্ষ্যে বন্ধুদের নিকট অনেক দিন নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল; কিন্তু চপলা বিষ্ণুর সে মনঃকষ্ট দূর করিয়া দিয়াছিল।

প্রাপ্তি-স্বীকার ও মন্তব্য।

১। পুরাণতত্ত্ব (১মভাগ)—

শ্রীমদ্‌ব্রহ্মানন্দ ভারতী কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত, "ত্রিশূল" হইতে উদ্ধৃত ও তত্ত্বপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড্, ১নং পঞ্চকোনী রোড্, নাগেশ্বরা, কাশী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।/০

এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে কথোপকথনের ছলে পুরাণের উৎপত্তি, উপযোগিতা ও প্রধান্য প্রভৃতির আলোচনা হইয়াছে। মাত্র প্রথম ভাগ হইতে গ্রন্থকারের সমগ্র মত বুঝা গেল না। এ ক্ষেত্রে সবিশেষ সমালোচনা চলে না; তথাপি দুই একটী বক্তব্য আছে। কথোপকথনের ভাবরক্ষার্থ অনেক অবান্তর কথা আসিয়াছে। দুই এক স্থলে রঙ্গরস করিবার জন্য অত্যন্ত অশোভন বিষয়ের—যথা এম্না নং ওয়ান্—উল্লেখ করা হইয়াছে। পুরাণতত্ত্বে এরূপ প্রহসনোচিত বিষয়ের সমাবেশ অসঙ্গত মনে হয়। যাহা হউক্, কয়েকটী সুন্দর সিদ্ধান্ত ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। পুরাণসমূহ যে বেদেরই ন্যায় নিত্য বস্তু, ইত্যাদি বিষয় প্রমাণ-প্রয়োগের সহিত একটু বিস্তৃতভাবে সমর্থন করা উচিত ছিল। গ্রন্থে ব্রহ্মপুরাণ ও পদ্মপুরাণের যে অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত, তাহা একনিঃশ্বাসে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। উপযুক্ত হেতু ব্যতীত শাস্ত্র গ্রন্থের প্রমাণলোপ হয় না। দ্বিতীয়াদি-ভাবে অপর পুরাণগুলির আলোচনা আরও যুক্তিযুক্ত ও দোষবর্জ্জিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুয়ানী।—

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়-বাহাদুর লিখিত।

হিন্দুয়ানীর চাপে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম লোপ পাইতে চলিল, ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু ভাল করিয়া তাহা বুঝান হয় নাই। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষার উপায়টিও বিশদভাবে আলোচিত হয় নাই। মূল্য ।০ আনা; ৪নং উইলিয়মস্ লেন হইতে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা দ্বারা, প্রকাশিত।

৩। **মিলন** (২য় সংখ্যা) নূতন সচিত্র মাসিক পত্র। ইহা-মিলন সভার মুখ-পত্র। প্রারম্ভেই সভার উদ্দেশ্য, সভ্য হইবার নিয়ম ও সভ্যের অধিকার বিবৃত হইয়াছে। জ্ঞান-রাজ্যের বিবিধ বিভাগের প্রবন্ধের একত্র সমাবেশে পত্রিকার 'মিলন' নামটি সার্থক হইয়াছে। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি। বার্ষিক মূল্য ৪৷৷০। কলিকাতায় ২৫নং হ্যারিসন্ রোড্‌স্থ 'মিলন মন্দিরে' প্রাপ্তব্য।

পাঁচ শত পৃষ্ঠা। সম্পূর্ণচিত্র

জীবন সংগ্রাম

চতুর্থ সংস্করণ! চতুর্থ সংস্করণ! চতুর্থ সংস্করণ!

উপন্যাস-জগতের মরকতমণি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের পবিত্রতার পুণ্য কাহিনী, পল্লীগ্রামের স্বচ্ছ অনাবিল ঘরের কথার সুন্দর ফটোগ্রাফ রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "জীবন-সংগ্রাম" খানি আজ কয়েক মাস একবারে নিঃশেষিত হওয়ায় চতুর্থ সংস্করণ ছাপা হইতেছিল। আজ অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি, "জীবন-সংগ্রাম" পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তক-পাঠে গৃহিণী আদর্শ গৃহিণী হইবেন, বধূ গৃহলক্ষ্মী হইবেন, পুত্র পৌত্র ভ্রাতার চরিত্র গঠিত হইবে ও সংসারে সরল পথে থাকিয়া বিঘ্নকে পরাস্ত করিয়া জীবন-সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারিবেন। মূল্য ১৸০ এক টাকা বার আনা। মাশুল /০ আনা

Amritabazar Patrika বলেন— • • • The characters are deliniated in such a manner as to make them not only attractive, but highly instructive, to the reader. • • •

Bengali বলেন—It purports to give a picture of the social life of the Bengalee Hindus and we have no hesitation in saying that he has spared no pain to avail himself of every possible • • • making the book up to the mark.

হিতবাদী বলেন—বালক, যুবা এবং তাহাদের অভিভাবক-বর্গকে আমরা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। শরৎকুমারীর চরিত্র অপূর্ব্ব। • • •

"বঙ্গবাসী"—গ্রন্থ-প্রণয়নের উদ্দেশ্য সাধু। পড়িতে পড়িতে অনেকস্থলে চক্ষে জল আইসে। • • • ভাতৃপ্রেম পড়িবার জিনিস।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন :—ঘটনাবলী মনোরম, চিত্তাকর্ষক পরন্তু শিক্ষাপ্রদ বটে। নায়িকা তুলসীবালার চরিত্র সংসারের আদর্শনীয়।

মোহাম্মদী কি লিখিয়াছেন দেখুন :—'জীবন-সংগ্রাম' জীবন-সংগ্রামেরই পথ-প্রদর্শক। • • • জহিরুদ্দিনের সরলতা ভাবিবার বিষয়।

বসুমতী :—ইহাতে এক শত বৎসরের বাঙ্গালীর সংসার, সমাজ, শিক্ষা, দীক্ষা, সাহস ও বলবীর্য্যের পরিচয় আছে। • • •

"পুরুলিয়া দর্পণ":—জীবনসংগ্রাম বাঙ্গালা ভাষার উপাদেয় পুস্তক। হিন্দুত্বের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া মনে হয়, রামপদবাবু প্রকৃত হিন্দু ও শাস্ত্রদর্শী মহাপুরুষ।

সমস্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকারের আশ্রম।

বৈদ্যনাথধাম—কুণ্ডা। (ই আই, আর)

সীলেট চূণ।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না ;
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকালস্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

কিলবরণ এণ্ড কোম্পানি।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।

৪ নং ফেয়ারলি প্লেস্, কলিকাতা।

গোল্ডেন ব্রেন পিল

ভারতবাসীর নিজস্ব।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ব্রেন পিলের অনুকরণ বিভীষিকা।

"গোল্ডেন ব্রেন পিল"

ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং।

কুণ্ডা, দেওঘর, (এস্ পি)।

BHARAT DHARMA MAHAMANDAL

The All-India Hindu-Socio-Religious Association.

General President H. H. the Maharaja of Darbhanga, *G. C. I. E.*

Fees for General Members Rs. 2 a year.

Members have the privileges of (*a*) the Mahamandal Benevolent Fund ; (*b*) the Mahamandal Magazine (in English),—a High Class Monthly *free* ; (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications at three-fourth price

PROSPECTUS & SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE

The General Secretary: Sri Bharat Dharma Mahamandal, Benares Cantt.

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

মধ্যে অধ্যাপক স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—"অম্লশূলান্তক সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটফোলা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত ও অতিশয় অভিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C. I. E. মহোদয় বলেন,

"কবিরাজ মধুসূদন মজুমদারকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের ছাত্র। ইহার চিকিৎসায় বেশ যশ আছে। ইনি বাঙ্গালার কবিরাজীসম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশ আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহোদয় বলেন,

"পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যতীর্থ [illegible] মহাশয় আমার সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ইহার বিশেষ পারদর্শিতা। আমার শিশু ও [illegible] জন্য তিনি যে সকল ঔষধ-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই সুফল পাইয়াছি। তিনি আরও উন্নতি লাভ করিলে, আমি অত্যন্ত সুখী হইব।"

কবিরাজ শ্রীমধুসূদনাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি,

৪৮ নং বোসপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

August, 1922. Reg. No. C. 134.

৫ম বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা

ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

শ্রাবণ, ১৩২৯—আগষ্ট, ১৯২২।

সূচী

১। এই ভালো (কবিতা)—শ্রীযুক্ত দরবেশ ১০৪

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ দত্ত ১০৪

৩। পরিবেদনা — গান—৺রজনীকান্ত সেন; স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা ১০৮

৪। হিন্দুর তীর্থনিচয়—শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী ১১০

৫। ক্ষণিক আলোকে (কবিতা)—শ্রীমতী চারুবালা দত্তগুপ্তা ১১১

৬। সূর্য্যপূজা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দাতকড়ি মৈত্র অধিকারী ১১২

৭। কামনা (কবিতা)—শ্রীমতী চারুলতা দেবী ১১৫

৮। সোণার হার (উপন্যাস)—শ্রীযুক্ত——— ১১৬

৯। হ্যারিয়েট্ বীচার ষ্টো—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২০

১০। প্রার্থনা (কবিতা)—শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী ১২২

১১। ভাগ্যদেবতা (গল্প)—শ্রীযুক্ত——— ১২২

১২। স্বর্ণমণ্ডিতে উমা ও কল্যাণী—শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বাগ্‌চি, বি-এ, ১২৬

১৩। ইতিহাসে রমণী—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-টি ১৩১

১৪। শিমলা-শৈলে—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সে ১৩৩

১৫। শোক-সংবাদ ১৩৭

সম্পাদক শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার দত্ত এম্-এ কর্ত্তৃক ৬১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত ও ৩৯ নং এন্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵০; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵০

প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ চারিআনা মাত্র।

"আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে"

যেমন আজকাল চল্‌তি গানের মধ্যে, ঠিক তেমনই 'ডোয়াকিনে'র হারমোনিয়ম আধুনিক সঙ্গীত-প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে চল্‌তি বাজনা। দু'টী বিখ্যাত মার্কার জিনিষ এখানে দেওয়া গেল, বিস্তারিত বিবরণ আমাদের 'এইচ' লিষ্টে পাবেন।

"গ্রামোলা" : : : :

তিন অক্টেভ,	৩'সেট রীড	৪২৲ টাকা
ঐ	'স্পেশল'	৬০৲ টাকা

"ডোয়াকিন ফ্লুট": : : : :

তিন অক্টেভ,	২'সেট অর্গান রীড	৭৫৲ টাকা
ঐ	২'সেট রীড	৯০৲ টাকা
ঐ	৩'সেট রীড—এক সেট উদারা	১০০৲ টাকা

অন্যান্য রকম ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

'এইচ' লিষ্টের জন্য চিঠি লিখুন।

ডোয়াকিন এণ্ড সন্‌,

৮নং ডালহাউসী স্কোয়ার,
কলিকাতা।

"গ্রামোলা"

"ডোয়াকিন ফ্লুট"

টেলিগ্রাম "মিউজিকাল"

ফোন ১০৫ কলিকাতা

মণ্ডল ফ্লুট।

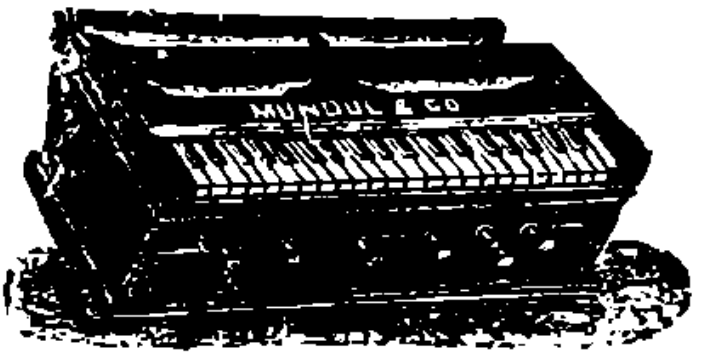

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতির দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত— দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারাণ্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অক্টেভ ৫ ষ্টপ ৩৫৲, ঐ সূক্ষ্ম কাজ করা ৪০৲ টাকা। ঐ দুই শেট বীড্ ৪ ষ্টপ ৬০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং— নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গাছ! বেঙ্গল নার্শারী! বীজ

(১৮৮৮ ইংরাজে স্থাপিত—৪৩ বৎসরের পুরাতন)

গাছ ও বীজ রোপণ ও বপনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত; আপনারা অর্ডার পাঠাইতে আর দেরী করিবেন না।

নূতন আমদানী আমেরিকান সব্জী-বীজের প্রতি তোলার মূল্য :—

বাঁধাকপি ফ্লোরিডা হেডার ১৷৷০, রিড্ল্যাণ্ড ড্রামহেড ও অল্পেট ১৷০, চ্যাপ্টামাথা, নারিকেলী, কাফ্রিকপি ইত্যাদি প্রত্যেক ১৲, ফুলকপি আর্লি প্রোভেল ৫৲, রিলায়েবল, আলজিয়ার্স, লিনরমেণ্ড্, আলি প্যারিস প্রত্যেক ১৷০, ফুলকপি ভেরাইটি ১৲, ওলকপি সাদা ও বেগুনে প্রত্যেক ১৲, শালগম, গাজর বীট ও লাল, সাদা, কাল রংয়ের মূলা প্রত্যেক ।০, বাধাছালাদ টমেটো, কাঁটাশূন্য ৬/ সেরা বেগুন, চীনের মিষ্ট লঙ্কা, হরিদ্রা-বর্ণের বড় পেঁয়াজ সেলেরি প্রত্যেক ১৲, শতমুখী বাধা কপি, থ্রোকোলি, বৃহদাকার লাউ, কুমড়া, সাদা পেঁয়াজ প্রত্যেক ৸০, আমেরিকান মটরশুঁটী ও ফ্রেঞ্চবীন ⁄০ (সের ৪৲) উল্লিখিত বীজের স্বাভাবিক বর্ণের ছবিযুক্ত প্যাকেটে আমেরিকান আদত টীন বাক্স :— ১০ রকম ৩৷০, ১৫ রকম ৪৷৷০, ২৫ রকম ৫৷৷০, পাটনাই ফুলকপি ⁄০, পেঁয়াজ ।০, কাঁথির মূলা ⁄০, (সের ৬৲), বোম্বাই মূলা ⁄০ (সের ১২৲), ব্যাঙ্গালোরের বৃহদাকার পেপে ১৲, ঝেড় হাতি লম্বা বেগুন ৸০, কাঁটাযুক্ত ঝেড়ার বীজ আউন্স ।০, (সের ৫৲)। এই সময়ে বপনোপযোগী ১৫ রকম দেশী বীজ ডাকখরচসহ ১৷০। মনোহর মরসুমী ফুলের বীজ প্রত্যেক রকম ।০ প্যাকেট, ৫ রকমের ৫ প্যাকেট ডাকখরচসহ ৷৷০, তারাফ বীজ ⁄০ প্যাকেট। অন্যান্য বীজের মূল্য ক্যাটালগে দ্রষ্টব্য। ১৲ টাকার কম মূল্যের বীজ ভিপিতে পাঠান হয় না।

আমাদের নিজ উদ্যানের পরীক্ষিত বৃক্ষের প্রস্তুত নানাবিধ **ফল, ফুলের চারা ও কলম** সর্ব্বজন-প্রশংসিত, অকৃত্রিম ও সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। পত্র লিখিলে গাছ ও বীজের ক্যাটালগ পাঠান হয়।

প্রোপ্রাইটার্স :- **বেঙ্গল নার্শারী**

১২৪, মাণিকতলা মেন রোড, পোঃ সিমলা, কলিকাতা।

পাঁচ শত পৃষ্ঠা। সম্পূর্ণচিত্র

জীবন সংগ্রাম

চতুর্থ সংস্করণ! চতুর্থ সংস্করণ! চতুর্থ সংস্করণ!

উপন্যাস-জগতের মরকতমণি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের পবিত্রতার পুণ্য কাহিনী, পল্লীগ্রামের স্বচ্ছ অনাবিল স্নেহের কথার সুন্দর ফটোগ্রাফ রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "জীবন সংগ্রাম" খানি আজ কয়েক মাস একবারে নিঃশেষিত হওয়ায় চতুর্থ সংস্করণ ছাপা হইতেছিল। আজ অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি, "জীবন-সংগ্রাম" পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তক-পাঠে গৃহিণী আদর্শ গৃহিণী হইবেন, বধূ গৃহলক্ষ্মী হইবেন, পুত্র পৌত্র ভ্রাতার চরিত্র গঠিত হইবে ও সংসারে সরল পথে থাকিয়া বিঘ্নকে পরাস্ত করিয়া জীবন-সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারিবেন। মূল্য ১৸০ এক টাকা বার আনা। মাশুল ⁄০ আনা

Amritabazar Patrika বলেন— • • • The characters are deliniated in such a manner as to make them not only attractive, but highly instructive, to the reader. • • •

Bengali বলেন—It purports to give a picture of the social life of the Bengalee Hindus and we have no hesitation in saying that he has spared no pain to avail himself of every possible • • • making the book up to the mark.

হিতবাদী বলেন—বালক, যুবা এবং তাহাদের অভিভাবক-বর্গকে আমরা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। শরৎকুমারীর চরিত্র অপূর্ব্ব। • • •

"বঙ্গবাসী"—গ্রন্থ-প্রণয়নের উদ্দেশ্য সাধু। পড়িতে পড়িতে অনেকস্থলে চক্ষে জল আইসে। • • • ভাতৃস্নেহ পড়িবার জিনিস।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন :—ঘটনাবলী মনোরম, চিত্তাকর্ষক পরন্তু শিক্ষাপ্রদ বটে। নায়িকা তুলসীবালার চরিত্র সংসারের আদর্শনীয়।

মোহাম্মদী কি লিখিয়াছেন দেখুন :—'জীবন-সংগ্রাম' জীবন-সংগ্রামেরই পথ-প্রদর্শক। • • • জহিরুদ্দিনের সরলতা ভাবিবার বিষয়।

বসুমতী :—ইহাতে এক শত বৎসরের বাঙ্গালীর সংসার, সমাজ, শিক্ষা, দীক্ষা, সাহস ও বলবীর্য্যের পরিচয় আছে। • • •

"পুরুলিয়া দর্পণ":—জীবনসংগ্রাম বাঙ্গালা ভাষার উপাদেয় পুস্তক। হিন্দুত্বের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া মনে হয়, রামপদবাবু প্রকৃত হিন্দু ও শাস্ত্রদর্শী মহাপুরুষ।

সমস্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকারের আশ্রম।

বৈদ্যনাথধাম—কুণ্ডা। (ই আই, আর)

ব. বো. বিজ্ঞাপন।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক্ রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলে গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন্। এক শিশি মূল্য ১৲ এক টাকা, ভিঃপিঃতে ১।৵০; তিন শিশির মূল্য ২॥০, ভিঃপিঃতে ২৸৵০। এক গ্রোস ১০৮৲।

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লীকষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদ-জনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

দেশীয় সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই সালসা সেবনমাত্রই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১॥০ দেড় টাকা, ভি পিতে লইলে মোট ২৵০ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না।

বিনা মূল্যে ও বিনা মাশুলে বিতরিত

"আমাদের জীবন দশা।"

ইহা স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় সদুপদেশ পূর্ণ পুস্তক। ঘরে থাকিলে ইহা সুচিকিৎসকের কার্য্য করিবে। প্রায় ফুরাইয়াছে; অদ্যই পত্র লিখুন; বিলম্বে নিরাশ হইবারই সম্ভাবনা।

"আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা"।

অগ্নিমান্দ্য এবং যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতায় অব্যর্থ এবং প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই ইহা সেবনে নীরোগ হইতে পারিবেন। ৩২ বটিকা-পূর্ণ ১ কৌটা ১৲ এক টাকা।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।
২১৪ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—

১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯৫।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা-রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, ড্রপার্স মিটার, ষ্টপসকোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে;—মূল্য ৸৵০;—হোমিওপ্যাথি শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 708. August, 1922.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৯ বর্ষ।	শ্রাবণ, ১৩২৯। আগষ্ট, ১৯২২।	১২শ কল্প।
৭০৮ সংখ্যা।		৩য় ভাগ।

এই ভাল।

এই ভালো প্রাণ-সখা, এই মোর ভালো!
নিবাইয়া দাও আজি সবখানি আলো।
গভীর হৃদয়-তলে
যত দূর আঁখি চলে,
কেবলই পলে পলে
আঁধারই ঢালো।
যেখানে যেটুকু আছে বিজলীর লেখা,
সব ঢেকে টেনে দাও তামসীর রেখা।

নিকষ তিমিরে পশি
নীরবে রহ গো বসি,
জানি আমি প্রাণ-শশী!
তুমি কালো—কালো!
এই ভালো—এই ভালো
এই মোর ভালো।

দরবেশ।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতা।

চতুর্থ অধ্যায়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে এই ক্রিয়াযোগের কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "এই যোগের কথা যে অদ্য তোমাকে প্রথম বলিতেছি তাহা নহে; পূর্ব্বে আমি এই অক্ষয় যোগের কথা সূর্য্যকে বলি, সূর্য্য আবার আপন পুত্র মনুকে বলেন এবং মনু নিজ পুত্র ইক্ষ্বাকুকে ইহার উপদেশ দেন। রাজর্ষিগণ পরম্পরের নিকট হইতে এই যোগ-সম্বন্ধীয়

উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাহার অনুষ্ঠান করিয়া আপন আপন কল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছিলেন্। তবে কালের গতিতে এক্ষণে সেই যোগজ্ঞান সাধারণে অবিদিত হওয়ায়,তাহা এখন বিনষ্টপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। তুমি অতিভক্ত ও সখা বলিয়া অদ্য আমি তোমাকে সেই যোগের কথা বলিলাম।"

কিন্তু যে সে সেই যোগানুষ্ঠান করিবে বলিলেই তাহা করিতে পারে না। শ্রদ্ধাবান্ ভক্ত ও ভগবৎ-প্রিয় শিষ্য অন্যে ইহার অধিকারী নহে। অর্জ্জুন যথার্থ ভগবান্ শিষ্য বলিয়াই এই গুহ্য যোগের বিষয় পরিজ্ঞাত হইতেছেন।

অর্জ্জুন ভগবানের কথা শুনিয়া বিস্ময়ে চমকিত হইয়া বলিলেন, 'হে ভগবন্ আপনার জন্ম অল্প দিন হইল হইয়াছে, কিন্তু সূর্য্যের জন্ম ত বহু পূর্ব্বে হইয়াছে ; তাঁহাকে আপনি এই যোগ-শিক্ষা দিয়াছেন, ইহা কিরূপে সম্ভব-পর বুঝিব ?'

ভগবান্ বলিলেন, 'অর্জ্জুন তোমার আমার অনেকবার জন্মগ্রহণ ও দেহ-ধারণ হইয়াছে। আমি সে-সকল জ্ঞাত আছি, কিন্তু তুমি অজ্ঞানে আচ্ছন্ন বলিয়া তাহা জান না। তাই এমন সন্দেহব্যঞ্জক কথা বলিতেছ।'

এইখানে মানব আত্মা যে অবিনাশী তাহা ভগবান্ অর্জ্জুনকে নানা যুক্তিপূর্ব্বক বুঝাইতে-ছেন। আবার তিনি এই চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগেরই কথা উপস্থাপিত করিতেছেন। কারণ, অশেষ-প্রকারে মায়ামুক্ত হইয়া যথার্থ জ্ঞানই লাভ করিতে হইবে এবং তবেই মুক্তি পাওয়া যাইবে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে কর্ম্ম বিনা জ্ঞান হয় না বলিয়াই কর্ম্মযোগের আবশ্যকতা প্রদর্শনার্থ ভগবান্ তাহার অনেক প্রশংসা করিলেন। কিন্তু আত্মজ্ঞান শিক্ষা দেওয়াই গীতার প্রধান উদ্দেশ্য, তাই এই চতুর্থ অধ্যায়ে সেই ব্রহ্মজ্ঞানেরই আলোচনাপূর্ব্বক ভগবান্ অর্জ্জুনকে তাহার শিক্ষা প্রদান করিতেছেন।

প্রথমতঃ আত্মার অমরত্ব ও অবিনাশিত্ব এবং তৎসঙ্গে সৃষ্টি-ক্রিয়ার কিঞ্চিৎ আভাসও ভগবান্ অর্জ্জুনকে দিতেছেন। তিনি বলিলেন, 'অর্জ্জুন দেখ, আমি আজ অনাদি, ক্ষয়রহিত সৎপদার্থ, চিরদিনই একরূপ এবং সকলের নিয়ন্তা ঈশ্বর। তবে জগতের মঙ্গলের জন্য অর্থাৎ সাধুবৃত্তির প্রবর্দ্ধন এবং দুষ্প্রবৃত্তির দমন এবং সত্য-ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য, যখনই পৃথিবীতে ধর্ম্মের ক্ষতি ও পাপের বৃদ্ধি হয়, তখনই আমি সময়ে সময়ে প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া মায়িক-ভাবে জন্মগ্রহণ করি বা আবির্ভূত হই। আমি আসক্তিপূর্ব্বক কোন কার্য্য করি না; সুতরাং আমি তাহাতে বদ্ধ হই না, আমি সদা নির্লিপ্ত থাকি। আমি ভিন্ন অন্য সকলে সানুরাগ কর্ম্ম করে এবং সেইজন্য সেই কর্ম্মের ফলভোগ করিবার নিমিত্ত বারংবার জন্ম-মরণের অধীন হয়। কিন্তু তাহারা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকে, নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হয়। তাই তাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কিংবা পর পর জন্ম-বিষয়ে জ্ঞাত হইতে পারে না এবং মুক্তও হইতে পারে না। কিন্তু আমার এই অলৌকিক জন্ম-কর্ম্ম স্বরূপতঃ পরিজ্ঞাত হইয়া দেহ ত্যাগ করিলে মানুষকে আর মায়িক জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না,তাহারা আমারই স্বরূপ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আমিই হওয়া যায়। লোকে, বিষয়ানুরাগ, ভয়, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে সম্পূর্ণ আশ্রয় করিয়া আমাগতপ্রাণ হইয়া আমার স্বরূপত্বই প্রাপ্ত হয়। আমাকে যে যেরূপে ভজনা করে, আমিও

তাহাকে তদনুরূপ ভজনা করিয়াই কৃপা করিয়া থাকি। সকল মনুষ্যই সর্ব্বপ্রকারে আমাকে পাইবার জন্যই প্রযত্ন করিয়া থাকে। তবে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম-সিদ্ধির জন্য যাহারা অন্য দেবতার আরাধনা করে তাহাদের সিদ্ধি অনিশ্চিত। কিন্তু যাহারা আমার প্রদর্শিত ক্রিয়া-যোগানুষ্ঠানকারী, তাহাদের সিদ্ধি অতিশীঘ্রই হইয়া থাকে। যিনি আমার স্বরূপ-তত্ত্ব জ্ঞাত হন তিনি বেশ বুঝিতে পারেন যে, আমার কর্ম্মে স্পৃহা নাই সুতরাং কর্ম্ম আমাকে বদ্ধ করিতে পারে না। কারণ, আত্মা সদা নির্লিপ্ত। তিনি ইহা জানিয়া নিজেও বদ্ধ হন না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালের মুমুক্ষুগণ এই ক্রিয়াযোগেরই অনুষ্ঠান করিয়া মুক্ত হইয়াছেন। অতএব হে অর্জ্জুন, তুমিও তাহাই কর, কল্যাণ পাইবে।'

'আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে মনুষ্যদিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণে বা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। অর্থাৎ সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ, সত্ত্বরজঃ-প্রধান ক্ষত্রিয় রজস্তমঃপ্রধান বৈশ্য এবং তমঃপ্রধান শূদ্র—এই চারি বর্ণ করিয়াছি ; কিন্তু তাহা আসক্তি-পূর্ব্বক না করায় তুমি আমাকে অব্যয় আসক্তি-শূন্য অকর্ত্তা বলিয়াই জানিও।'

এইখানে ভগবান্ কর্ম্ম, অকর্ম্ম এবং বিকর্ম্মের তত্ত্বও অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া দিতেছেন। তিনি বলিলেন, 'দেখ অর্জ্জুন যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখেন এবং যিনি অকর্ম্মেও কর্ম্ম দেখেন, তিনিই প্রকৃতভাবে দেখেন। অর্থাৎ আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলেই তাহা অকর্ম্ম হইল এবং ইন্দ্রিয়গ্রাম-দ্বারা কর্ম্ম না করিয়া মনে মনে সেই সকল করিলেই তাহা অকর্ম্ম হইয়াও প্রকৃত কর্ম্ম হইল। আর নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থাই বিকর্ম্মের অবস্থা অর্থাৎ তখন আর কর্ম্ম নাই,—যথার্থ নিষ্ক্রিয়াবস্থা স্থির ভাব। যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন তিনিই বুদ্ধিমান্ মনুষ্য। তিনি সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও সদা ব্রহ্মে যুক্ত। যাঁহার কর্ম্মারম্ভ সর্ব্ব-সংকল্প-বর্জ্জিত, যাঁহার কর্ম্ম-সকল জ্ঞানাগ্নি-দ্বারা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত বলিয়া গণ্য। এই সকল বিবেচনা করিয়া অর্জ্জুন, তুমি বুঝ যে কর্ম্ম-সমূহ এক মহা-গহন অরণ্য-তুল্য। কোন্ কর্ম্ম মানুষকে যে কোন্ গতি প্রদান করে, তাহার বিষয় বুঝিয়া উঠা বড়ই কঠিন।'

এই অধ্যায়েতে ভগবান্ অর্জ্জুনকে প্রধান-ভাবে জ্ঞানেরই উপদেশ দিতেছেন কিন্তু মিশ্র-ভাবে ক্রিয়াযোগেরও কথা বলিতেছেন।

তাই তিনি বলিতেছেন 'কর্ম্মের ফলাসক্তি-ত্যাগপূর্ব্বক নিজ-স্বরূপ-স্থিতিতে পরিতৃপ্ত হওয়া এবং আমা ভিন্ন অন্য কোন আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া লোক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও তিনি কিছুই করেন্ না, ইহা বুঝিতে হইবে। তিনি তখন নিরাকাঙ্ক্ষ সংযতচিত্ত ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া 'কেবল'-নামক ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিয়া পাপগ্রস্ত হন না। তাঁহার তখন এমন অবস্থা হইয়া পড়ে যে তিনি সংসারে যদৃচ্ছা লাভে সন্তুষ্ট, সুখ-দুঃখ ইত্যাদিতে দ্বন্দ্বাতীত, মৎসরশূন্য এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমজ্ঞানত্ব লাভ করিয়া কোন কর্ম্মেই আবদ্ধ হন না। তাঁহার আর কর্ম্মে আসক্তি থাকে না, তিনি তখন জীবন্মুক্ত ও চৈতন্যমাত্রে স্থিতচিত্ত, কেবল বিষ্ণু আরাধনার্থই কর্ম্ম করেন। সুতরাং, সে সকলই কার্য্যশেষে লয় প্রাপ্ত হয়, কর্ম্মফল-

প্রদানার্থে দৈব-রূপে স্থিতি করে না। ফলতঃ আর জন্মও হয় না।

তৎপরে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, 'দেখ অর্জ্জুন এই বিষ্ণু-আরাধনারূপ যজ্ঞ সাধকগণ নানাপ্রকারে করিয়া থাকেন; এবং তৎপ্রভাব তাঁহারা বিষ্ণুরূপই হইয়া যান। কোন সাধক ক্রিয়াযোগ করিয়া এই জ্ঞান উপার্জ্জন করেন যে অর্পণ ব্রহ্ম, ঘৃত ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ-অগ্নিতে ব্রহ্ম-কর্ত্তৃক হোম করেনও ব্রহ্ম। তাঁহার সমস্তই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান হয় এবং সেই ব্রহ্মকর্ম্ম-জন্য সমাধি-অবলম্বনে সেই ব্রহ্মেই তিনি প্রবিষ্ট হন। আর কেহ কেহ দৈব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, কেহ কেহ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে থাকেন এবং কেহ কেহ বিষয়-সমূহকে ইন্দ্রিয়-অগ্নিতে আহুতি দিতে থাকেন। আবার কেহ কেহ জ্ঞান-প্রজ্বলিত আত্মসংযম-রূপ অগ্নিতে ইন্দ্রিয়-সমূহকে প্রাণক্রিয়ার দ্বারা আহুতি দেন। কেহ বা দ্রব্যযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ বা তপস্যারূপ যজ্ঞ করেন এবং অন্য কেহ বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বেদাধ্যয়নদ্বারা স্বাধ্যায়ানুষ্ঠানরূপ জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। আবার কোন কোন সাধক প্রাণকে অপানবায়ুতে এবং অপানকে প্রাণ-বায়ুতে আহুতি প্রদান করিয়া প্রাণের ক্রিয়া-রোধরূপ প্রাণায়াম-যজ্ঞ করেন, আবার কেহ কেহ নিয়ত-আহার হইয়া প্রাণকে প্রাণেতেই আহুতি দেন। এইরূপে ইঁহারা সকলেই যজ্ঞরূপ ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠানাভিজ্ঞ। তাঁহারা এই প্রাণক্রিয়া-রূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া পাপমুক্ত হন এবং ক্রিয়ানুষ্ঠানোৎপন্ন স্থির-ভাব প্রাপ্ত হইয়া সনাতন ব্রহ্মেই প্রবিষ্ট হন। ব্রহ্মজ্ঞ এই প্রকার নানা প্রাণ-যজ্ঞের বিধান করিয়াছেন। এ-সকলই কর্ম্ম হইতে জাত, এইরূপ জানিয়া মানব বিমুক্ত হইতে পারিবে। এই যজ্ঞ বিনা লোকে ইহ-সংসারে কল্যাণ পায় না, পরলোকের কথাই নাই। বিবিধ ক্রিয়াযোগ করিয়া লোক মুক্ত হয়। এই সকল প্রাণযজ্ঞ দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ। আর সকল যজ্ঞই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ সকল যজ্ঞ হইতেই জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া লোকের মুক্তিসাধন করে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'অর্জ্জুন, তুমি সকল পাপী হইতেও যদি অধিক পাপী হও, তথাপি তুমি ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিয়া জ্ঞানরূপ পোত প্রাপ্ত হইবে এবং তাহাতে আরোহণ করিয়া সুখে পাপসমুদ্র পার হইয়া যাইবে। যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠসমূহকে ভস্মাবশেষ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সকল কর্ম্ম-কেই বিনাশ করে, তাহাদের আর ভাবী কর্ম্ম-ফল হয় না। সুতরাং, জ্ঞানের তুল্য পবিত্র জিনিষ আর এ সংসারে নাই। ক্রিয়াযোগ-লব্ধ এই জ্ঞান পাইয়াই সাধক আত্মায় প্রবেশ করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হন। অজ্ঞানী, অশ্রদ্ধা-বান্ এবং সংশয়যুক্ত ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহার ইহ-পরলোকে আর সুখ হয় না। কিন্তু নিষ্কাম ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠানকারী জ্ঞানেরদ্বারা ছিন্নসংশয় হইয়া কর্ম্মেতে বদ্ধ হয় না। কারণ, তিনি সদা আত্মবান্। অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি অজ্ঞানোৎপন্ন হৃদয়স্থ সংশয় জ্ঞানাদির দ্বারা ছিন্ন করিয়া এই ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিতে থাক, উদ্যোগী হও।' এইরূপে চতুর্থ অধ্যায় জ্ঞানকে প্রধান রাখিয়া কৃষ্ণ কর্ম্মযোগের উপদেশ প্রধান করিলেন। তাই এই অধ্যায়ের নাম জ্ঞানযোগ হইল।

পরিবেদনা।

[রচনা—স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেন]

তব করুণা-অমিয় করি' পান,—
যত পাপ, তাপ, দুঃখ, মোহ, বিষণ্ণতা,
নিরাশ, নিরুদ্যম, পায় অবসান।
এই পাপ-চিত্ত, সদা তাপ-লিপ্ত রহি,'
এনেছে দুরপনেয় মৃত্যুবিকার বহি,'
দিতেছে দারুণ দাহ হৃদয়-দেহ দহি,'
দেবতা গো, দয়া করি' কর পরিত্রাণ!
তব অমৃতপানে এই বিকৃত প্রাণে মম,
স্থানভেদে হয় কালকূট-সম,
হৃদয়ে বহ্নিজ্বালা, নয়নে অন্ধ-তমঃ
কোথা শান্তিনিদান, কর শান্তিবিধান!!

[স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

II{সা রা মা রা। ১ মা পা ধা ণা I ২ (ধা -া -া -া। ৩ পা -গা রা -া)}।
ক রু ণা অ মি য় ক রি পা ০ ০ ন ত ০ ব ০

২ ৩ ০ ১
Idhা -া -া -া। -া া পা পা। {ধণা -ধা পা ধণা। -ধা পা পা -াI
পা ০ ০ ০ ন্ ০ ব ত পা০ ০ প তা০ ০ প দু :

২ ৩ ০ ১
Imা -পা পা না। না র্সা -র্সর্সা র্সা। -া র্রা র্সা র্সা। ণা ধা পপা পাI
ব ০ মো হ বি ষ ণ্ণ তা ০ নি রা শ নি রু দ্য ম

২ ৩
Idhা -পা মা গা। রা -া -া -া }II
পা য় অ ব সা ০ ০ ন্

II{মা পা পাঃ পঃ।পা -পপা পঃ পাঃ I১মা ২-পা ৩পা না।-নমা সর্া সর্া -া।
এ ই পা প চি ত্ত হা তা ০ প লি প্ত র হি ০

।সর্া সর্া সর্া সর্া।রর্া রর্া রর্া রর্া।রর্রর্া রর্া রর্া রর্া।মর্া জ্ঞর্া রর্া -া}।
এ নে ছে ত্ত র প নে ম মু ক্ত্য বি কা র ব হি ০

।{সা রা মা পা।ধা ণা ধা ণা I ধা সর্া সর্া সর্া।-পা ধা পা পা}।
বি তে ছে দা রু ণ দা হ ছ দ র দে ০ ছ দ হি

।{রর্া রর্া রর্া সর্া।ণা ধা পা পা I ধা পা মা গা।রা -া -া -া}II
দে ব তা গো দ্ভা ক ন্নি ক র প ন্নি ক্ষা ০ ০ ণ ০

II{মা পা পা পা।-া পা পা পা I মা পপা পা না।-া সর্া সর্া সর্া।
অ মৃ ত পা ০ নে এ ই বি ক্ল ত প্রা ০ গে ম ম

।সর্সর্া -া সর্ঃ সর্াঃ।রর্া রর্রর্া রর্া -া I রর্া রর্া -া রর্া।(মর্ঃ জ্ঞর্াঃ রর্া রর্া)}।
স্থা ০ ন ভে দে হয় কা ০ ল কু ০ ট স ম ত ব

।মর্ঃ জ্ঞর্াঃ-রর্া -া।{সসা রা মা পা।ধধা -ণা ধধা ণা I ধা সর্া সর্া সর্া।
স ম ০ ০ ছ দ রে ব হি ০ আ লা ন য নে অ

।-ণঃ ধাঃ পা পপা}।{রর্রা র্া -া সর্া।ণা ধা -পা পা I ধা পা মা -গা।
ন্ ধ ত মঃ কোথা শা ন্ তি নি ধা ০ ন ক র শা ন্

।রঃ রা রাঃ -া }II II
তি বি ধা ন্

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

গাড়োয়াল বিভাগ।

বাগেশ্বর।

বাগেশ্বর কুমায়ুন-জেলার অন্তঃপাতী দানপুরপরগণায় পটিতলা-কতিয়ুর-নামক স্থানের একটি গ্রামবিশেষ। এই স্থানে সরযূ এবং গোমতী সম্মিলিতা হইয়াছেন। উক্ত দুই নদীর সঙ্গমস্থলে নীলাচল-পর্ব্বত অবস্থিত। এই পর্ব্বতোপরি দেব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরাগণ বাস করেন। সরযূ ও গোমতীর সঙ্গমস্থলে অগ্নিতীর্থ এবং ইহার কিঞ্চিৎ উপরে সূর্য্যকুণ্ড অবস্থিত। একদা হর-পার্ব্বতী নদীসঙ্গমে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দৈববাণী হইল যে স্থানটি বাঘেশ্বর নামে খ্যাত হইবে। মহর্ষি গালব বর দেন যে এই স্থানে স্নান করিলে লোকে বিগতকল্মষ হইবে। নীলাচলের উপর মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার তপস্যাকালে মহর্ষি বশিষ্ঠ উত্তর দিক্ হইতে সরযূকে লইয়া আসেন। সরযূ মার্কণ্ডেয়কে দর্শন করিয়া তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। তখন তিনি একটী হ্রদরূপে পরিণত হইলেন। বশিষ্ঠ দেখিলেন যে মার্কণ্ডেয়ের তপস্যা-প্রভাবে সরযূ গতিহীনা হইয়াছেন। তখন তিনি শিব-সকাশে গমনপূর্ব্বক সরযূর জন্য পথ উদ্ঘাটিত করিতে প্রার্থনা করিলেন। হর-পার্ব্বতী পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলেন যে,পার্ব্বতী গাভীর রূপপরিগ্রহ করিয়া মার্কণ্ডেয় ঋষির সন্নিধানে চরিতে থাকিবেন এবং মহাদেব ব্যাঘ্রমূর্ত্তি-ধারণ করিয়া পার্ব্বতীর উপর নিপতিত হইবেন। অবশ্য গাভীর প্রাণরক্ষা তৎপ্রতি ধাবিত হইবেন অমনি সেই অবসরে সরযূ অগ্রে বাড়িয়া আসিবেন। পরামর্শ কার্য্যে পরিণত হইল এবং আদেশানুসারে সরযূ বেগে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার কলনাদে দিঙ্মণ্ডল পূরিত হইল ; অমনি হর-পার্ব্বতী স্বীয়-মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া মার্কণ্ডেয় ঋষিকে দেখা দিলেন। হরপার্ব্বতীকে সম্মুখে দেখিয়া মার্কণ্ডেয় ঋষি তাঁহাদিগের পূজা করিয়া তাঁহার এই অভীষ্ট জ্ঞাত করাইলেন যে অদ্যাবধি মহাদেব "ব্যাঘ্রেশ্বর" নামে অভিহিত হইবেন। হরপার্ব্বতীও 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে মার্কণ্ডেয়ও ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন।

বাঘেশ্বরের লোক-সংখ্যা পাঁচ শত। এই স্থানে তিব্বতীয় বস্ত্র বিক্রীত হইয়া থাকে। ব্যবসায়টী ইংরাজী নভেম্বর মাস হইতে এপ্রিলের শেষ পর্য্যন্ত চলে। বাঘেশ্বরে তিনটি মেলা হয় ; তন্মধ্যে যেটী প্রধান তাহা "উত্তরায়ণী" নামে খ্যাত। ইহা জানুয়ারী মাসের প্রায় ১২ তারিখে হইয়া থাকে। এই মেলায় প্রায় তিন লক্ষ টাকার জিনিষ বিক্রীত হয়। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান মন্দিরটী রাজা লক্ষ্মীচাঁদ-দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

বড় বড় টাইলের কতকগুলি সমাধি বাঘেশ্বরে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সে গুলি যোশীদিগের সমাধি হইতে আকারে ভিন্ন হয়ত সেগুলি মুসলমানদিগের। সরযূ বা গোমতী পার হইতে হইলে সেতুদ্বারা পার হইতে হয়।

আলমোড়া হইতে বাগেশ্বর যাইবার দুইটী রাস্তা আছে। তন্মধ্যে একটি তাকুলা দিয়া ও অন্যটী বিনসর দিয়া। পদব্রজে যাইতে হইলে কখনও পর্ব্বতের উপর দিয়া, কখনও উপত্যকা দিয়া, কখনও প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপ সহ্য করিয়া এবং কখনও বা পাদপরাজীর সুশীতল ছায়ার মধ্য দিয়া যাইতে হয়। রাস্তার স্থানে স্থানে প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতিমনোরম। সোমেশ্বরের রাস্তা দিয়াও বাগেশ্বরে যাইতে পারা যায়।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

ক্ষণিক আলোকে।

ওগো সুন্দর, চির-সুন্দর মোর,
জীবনের লক্ষ্য স্থল,
জীবন-পাথারে তুমিই আমার
স্নেহ-প্রীতি ধন-বল!
যদি বা আসিয়া দিয়েছিলে দেখা
দীন কাঙ্গালের ঘরে,
নাহিপেতে কণা স্নেহের ধারাটী
পলকে গিয়েছ সরে!

ওগো সুন্দর, ওগো নির্ম্মল মোর
আশার প্রদীপখানি,
আঁধারে আলোক, করমের বল
অন্তরে বাহিরে জানি।
যদি বা আসিয়া দিয়াছিলে দেখা
জীবন-জীবন মোর,
ক্ষণিকের তরে বসিলে না পাশে
মুছিলে না আঁখি-লোর।

ওগো সুন্দর, ওগো প্রেমময়
ওগো বিশ্বরাজ স্বামী,
তোমারি চরণে বহুদিন হ'তে
চাহিয়া রয়েছি আমি।
অভিমানে আঁখি ঝরে অহরহঃ
বিদারি' মরমতল,
যদি বা আসিলে ক্ষণিক না র'লে
না শুকাল আঁখি-জল!

ওগো, দ্বিগুণ পিপাসা বাড়ায়ে দিয়েছ
ক্ষণতরে আলোকিয়া,
নয়নেতে ঘন আবরণ দেখে
গেলে কি গো লুকাইয়া?
যদি বা আসিয়া দিয়েছিলে দেখা
মলিন আঁধার চিতে
নিমিষের মাঝে কোথা চলে হারা
দুটী কথা না কহিতে।

এস একবার, এস এস ফিরে
ভাতিয়া এ অন্ধকার!
হে সুন্দর, পুনঃ আলোকিয়া উঠ
অন্তর-কারাগার!
অভিমান যদি করে থাক ওগো,
করিয়াছ বড় ভুল,
তোমা ছাড়া আর হৃদয় আমার
নাহি কারো এক-চুল!

শ্রীচারুবালা দত্তগুপ্তা।

সূর্য্যপূজা ।

পূর্ব্ব-প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, পুরাণে সূর্য্যের শরীর কঞ্চুক বা বর্ম্ম-দ্বারা আবৃত, এইরূপ বর্ণিত আছে। ঐ বর্ম্মাবৃত শরীর বিদেশীয় চিহ্ন নহে ; কারণ, বেদে বরুণ-দেবের (বরুণদেব সূর্য্য-দেবের আকার-ভেদ) শরীর সুবর্ণময়-কবচ-দ্বারা আচ্ছাদিত, এইরূপ বর্ণনা দেখা যায়। এই উপলক্ষে আমরা সূর্য্য ও তাঁহার স্ত্রীগণ-সম্বন্ধে বৈদিক ও পৌরাণিক উপাখ্যানের আলোচনা করিয়াছি ও নিরুক্ত-মতে সূর্য্যস্ত্রীগণের স্বরূপ কি, তাহাও বিবৃত করিয়াছি। অন্য প্রবন্ধে সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা দেখিয়াছি যে, বর্ত্তমানে যে সকল সূর্য্যমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ মূর্ত্তিতেই বুটের ন্যায় এক প্রকার পাদুকার দ্বারা হাঁটুর নিম্নদেশ হইতে পদদ্বয় পর্য্যন্ত আবৃত রহিয়াছে। এই-রূপ পাদুকা অন্য কোন দেবমূর্ত্তিতে দেখা যায় না। এজন্য মনে হয়, সূর্য্যমূর্ত্তিতে ইহা বিদেশীয় চিহ্ন। সাম্ব শাকদ্বীপ হইতে সূর্য্যের পরিচর্য্যা-কার্য্যের জন্য মগগণকে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বারাই সূর্য্য-মূর্ত্তিতে এইরূপ জুতা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

সাম্বকর্ত্তৃক যে সূর্য্য-প্রতিমা চন্দ্রভাগাতীরে সাম্বপুরে বা মূলস্থানে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছিল, তাহার কোনও বর্ণনা আমরা পুরাণে দেখিতে পাই না। আল্ বেরুণি তাঁহার ভারত-সম্বন্ধীয় গ্রন্থে মূলতানের সূর্য্য-প্রতিমার বর্ণনা এইরূপে করিয়াছেন :—হিন্দুদিগের একটী প্রসিদ্ধ প্রতিমা সূর্য্যের নামে মূলতান-নগরে উৎসর্গী-কৃত ছিল এবং সেইজন্য ইহা আদিত্য-স্থানে কথিত। ইহা কাষ্ঠ-দ্বারা নির্ম্মিত ও কর্ডোভা-দেশীয় রক্ত-বর্ণের চর্ম্ম দ্বারা আবৃত ছিল। ইহার দুই চক্ষু দুইটী পদ্মরাগ মণির দ্বারা নির্ম্মিত ছিল। কথিত আছে, ইহা অতীত কৃতযুগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। *

আল্‌বেরুণি লিখিয়াছেন যে, যখন মহম্মদ ইবন্ কাশিম মূলতান জয় করেন (৭০৭খৃ—৭১৪) তখন তিনি অনুসন্ধান করেন, কেমন করিয়া এই নগর এত সমৃদ্ধিশালী হইল ? এত ধন রত্নাদিই বা কিরূপে এই স্থানে সঞ্চিত হইয়াছিল ? পরে তিনি জানিতে পারিলেন যে এই দেবমূর্ত্তিই নগরের সমৃদ্ধি ও সঞ্চিত ধনরত্নাদির মূল কারণ ; কারণ, বহুদূর যাত্রিগণ এই মূর্ত্তি দেখিতে এ-স্থানে আগমন করিয়া থাকে। এজন্য তিনি মনে করিলেন যে এই মূর্ত্তি যেখানে আছে, সেই খানে রাখাই সঙ্গত ; কিন্তু মূর্ত্তির অবমাননা করিবার জন্য তিনি মূর্ত্তির গলদেশে একখণ্ড গোমাংস ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন।

যখন কার্ম্মাটিয়ানেরা মূলতান অধিকৃত করিয়াছিল, জালাম ইবন্ শৈবান্ এই মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ইহার পূজকগণকে হত্যা করিয়াছিল।† আল্‌বেরুণি বলেন যে এই মূর্ত্তি যদি কৃতযুগের সর্ব্বশেষ অংশেও নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহা

* A famous idol of theirs was that of Multan, dedicated to the sun, and therefore called Aditya. It was of wood and covered with red Cordovan leather ; in its two eyes were two red rubies. It is said to have been made in the last Krityugn — Alberuni's India—Vol. I, P. 116.

† Alberuni's India Vol I, P. 116.

হইলে যখন এই মূর্ত্তির ধ্বংস সাধিত হইয়াছিল, তখন হিন্দুদের গণনা অনুসারে ১১৬০০০ বৎসর অতীত হইয়াছে, তখন ভারতের আর্দ্র ভূমি ও বায়ুর প্রভাবে কেমন করিয়া প্রথম নির্ম্মিত মূর্ত্তি থাকিতে পারে?

সাম্ব-প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি যে কাষ্ঠনির্ম্মিত তাহা ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত আছে এবং প্রথম প্রবন্ধে আমরা তাহার উল্লেখও করিয়াছি। ভবিষ্য-পুরাণে এইরূপ বর্ণনা আছে যে যখন সাম্ব সূর্য্য-প্রতিমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার এই সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি কে নির্ম্মাণ করিয়াছে?" তখন তাহার উত্তরে ঐ প্রতিমূর্ত্তি বলিলেন, 'আমার পুরাতন রূপ অত্যন্ত তেজোদ্বারা আবিষ্ট (আবৃত) ছিল, তাহা সর্ব্বভূত-গণের অসহ্য হইত। পরে আমি দেবসমূহ-দ্বারা প্রার্থিত হইলাম যে আমার রূপ যেন সর্ব্বপ্রাণীই সহ্য করিতে পারে। আমি তখন মহাতপস্বী বিশ্বকর্ম্মাকে আদেশ করিলাম যে আমার তেজের শাতন (কর্ত্তন) করিয়া আমার রূপ (আকার) নির্ম্মাণ কর। তাহার পর আমার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া সে শাকদ্বীপে ভ্রমি- বা শাণ-যন্ত্রস্থাপন-পূর্ব্বক কৌশল-সহকারে আমার রূপ (আকার) নির্ম্মিত করিয়াছিল।*

সাম্বপুরাণে আছে যে পুরাকালে সূর্য্যের প্রতিমা ছিল না। সূর্য্যমণ্ডলেই সূর্য্যের পূজা হইত। সূর্য্যের মণ্ডল যেরূপ আকাশে স্থিত হয়, পূর্ব্বে ভক্তগণ ঐ মণ্ডলাকৃতি সূর্য্যেরই পূজা করিতেন। পরে সর্ব্বলোকের মঙ্গলের জন্য বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যের পুরুষাকৃতি-প্রতিমা নির্ম্মাণ করেন। তখন হইতে ভক্তগণ ঐরূপ ভাবেই তাঁহার পূজা করিতেছেন।

* ভবিষ্যপুরাণ ১খ, ১২৩ অ সাম্বপুরাণে ২৫ অধ্যায়।

ভবিষ্য ও সাম্ব-পুরাণের উপরি লিখিত বর্ণনা হইতে প্রতীতি হইতেছে যে অতি-প্রাচীনকালে সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি পূজিত হইত না, সূর্য্যমণ্ডলেই সূর্য্য পূজিত হইতেন, পরে শাকদ্বীপেই সূর্য্যের প্রথম পুরুষাকৃতি মূর্ত্তি বিশ্বকর্ম্মা-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। †

ভবিষ্য-পুরাণে আছে, বিশ্বকর্ম্মা কল্পবৃক্ষ-দ্বারা এই মূর্ত্তি নির্ম্মিত করিয়া প্রথমে সিদ্ধগণ-সেবিত হিমবান্ পর্ব্বতের পৃষ্ঠে স্থাপন করেন ও পরে সাম্বের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া চন্দ্রভাগা-নদীতে ভাসাইয়া দেন।

শঙ্কর দিগ্‌বিজয়-নামক গ্রন্থ, যাহা আনন্দ-গিরি-রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ—তাহার ত্রয়োদশ প্রকরণে বর্ণিত আছে যে, তাহার পর পরিপূর্ণ-মণ্ডল সূর্য্য-বিম্বের ন্যায় তিলক-ধারণ-ও রক্তবর্ণ-কুসুমধারণ-পূর্ব্বক দিবাকর প্রভৃতি সূর্য্য-ভক্তগণ অদ্বৈতসিদ্ধান্ত-গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ভোঃ স্বামিন্, সূর্য্যই পরমাত্মা ও জগৎ-কারণ। তিনিই আমাদের কুলদেবতা ও উপাস্য,—তাঁহার জগৎকারণত্ব শ্রুতিই বলিতেছেন। তাঁহার রক্তচন্দন-তিলকধারী ও রক্তকুসুম-মালাধারী ছয় প্রকার ভক্ত আছেন্। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উদয়কালীন সূর্য্যমণ্ডলকে ব্রহ্ম-রূপে সৃষ্টি-কারণ বলিয়া ভজনা করিয়া থাকেন। কেহ বা আকাশ-মধ্যবর্ত্তী তাঁহাকে ঈশ্বর-রূপে সর্ব্বজগতের লয়কারণ, ও যিনি

† ন পূজা প্রতিমা সাদীৎ পূজ্যতে মণ্ডলে রবিঃ।
যথেদং মণ্ডলং ব্যোম্নি স্থীয়তে সবিতুস্তথা ॥২
এবমেব পুরা ভক্তৈঃ পূজ্যতে মণ্ডলাকৃতিঃ।
ততঃ প্রভৃতি চাস্যেয়ং নির্ম্মিতা বিশ্বকর্ম্মণা ॥৩
সর্ব্বলোকহিতার্থায় পুত্রস্য পুরুষাকৃতিঃ ॥৪।
সাম্ব, পূ ২৮।২—৪

লয়কারণ তিনিই সৃষ্টির কারণ বলিয়া আরাধনা করিয়া থাকেন। কেহ বা অস্ত-কালীন সূর্য্যবিম্বকে বিষ্ণুরূপে সর্ব্বজগতের পরিপালন-কারণ এবং তাঁহাকেই সৃষ্টি ও লয়ের হেতুভূত পরতত্ত্ব বলিয়া ভজনা করিয়া থাকেন। কেহ বা ত্রিমূর্ত্তি- (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র) রূপে বর্ত্তমান ত্রিকালীন মণ্ডলের উপাসনা করিয়া থাকেন। কেহ বা সূর্য্য-মণ্ডল-দর্শন-ব্রতধারী হইয়া সূর্য্যমণ্ডলের মধ্য-বর্ত্তী পরমাত্মরূপী হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ পুরুষের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে একশ্রেণীর ভক্তগণ কেবলমাত্র সূর্য্য-মণ্ডল দর্শন রূপ ব্রতধারণ করিয়া সূর্য্যমণ্ডল-দর্শন-পূর্ব্বক তাঁহাকে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া তাঁহাতেই পূজার ফল অর্পণ করিয়া জীবন যাপন করেন; সূর্য্য-দর্শন না করিয়া আহার করেন না। কেহ কেহ তপ্তলৌহ-দ্বারা কপাল, বাহু ও বক্ষঃস্থলে মণ্ডলাকৃতি চিহ্ন (মুদ্রা) অঙ্কিত করিয়া অন্তঃকরণে সর্ব্বদা সূর্য্যদেবের ধ্যান করিয়া থাকে। এই ষড়্‌বিধ ভক্তই সূর্য্যের অষ্টাক্ষর-মাত্র জপ করিয়া থাকেন। * আমরা সাম্বপুরাণ হইতে "ন পুরা প্রতিমা হ্যাসীৎ পূজাতে মণ্ডলে রবিঃ" ইত্যাদি যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে যে উপাসনা-প্রণালী সঙ্কেতিত হইয়াছে, শঙ্কর-দিগ্‌বিজয়ে দিবাকরাদির মুখে তাহারই ব্যাখ্যাও হইয়াছে।

শঙ্কর-দিগ্বিজয়ে সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তির উপাসনার কোনই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে ছয় প্রকার ভক্তের কথা বর্ণিত আছে, তাহাদের সকলেই সূর্য্যের মণ্ডলের উপাসক, কেহই সূর্য্য-প্রতিমার উপাসক নহে।

সাম্বপুরাণে আমরা দেখিতেছি পূর্ব্বকালে সূর্য্যের প্রতিমা ছিল না,—সূর্য্যমণ্ডলে সূর্য্যের পূজা হইত। ইহাই অতিপ্রাচীনকালের সূর্য্যো-পাসনা। পরে দেবতাগণের প্রার্থনায় সূর্য্যের আদেশ-অনুসারে বিশ্বকর্ম্মা শাকদ্বীপে সূর্য্যের তেজ শাতন করিয়া সূর্য্যের পুরুষাকৃতি প্রতিমা নির্ম্মাণ করেন ও হিমবান্ পর্ব্বতের পৃষ্ঠ-দেশে তাহা স্থাপন করেন। তদবধি সূর্য্যের প্রতিমা পূজিত হইয়া আসিতেছে। এই তথ্য আমরা ভবিষ্য-পুরাণ ও সাম্ব-পুরাণ হইতে অবগত হইতেছি। শঙ্কর-দিগ্‌বিজয়ের বর্ণনা এই তথ্যেরই সমর্থন করিতেছে। এই শাক-দ্বীপে মগ, মাগধ, মানগ ও মন্দগ-নামক চারি জাতীয় মানবগণ সংযতেন্দ্রিয় হইয়া সাধুকর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সূর্য্যরূপধারী বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকেন,—বিষ্ণুপুরাণের এই উক্তি, এবং 'প্লক্ষদ্বীপে আমি ভানু ও শাকদ্বীপে আমি দিবা-কর' * ভবিষ্যপুরাণে সূর্য্যদেবের এই উক্তি,

---

* ততঃ পরিপূর্ণ-মণ্ডলতিলকাঃ রক্তকুসুমধারিণঃ সূর্য্য-ভক্তাঃ দিবাকরাদয়ঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যমবৈতমতসিদ্ধান্তগুরুং নমস্কৃত্যোদমুচুঃ, 'ভোঃ স্বামিন্, সূর্য্য এব পরমাত্মা জগৎ-কারণং বর্ত্ততে। স এবাস্মাকং কুলদৈবতমুপাস্যোঽস্তি, তত্র জগৎকারণত্বং শ্রুতয় এবাহুঃ। * * তস্মাদেতত্র মুনিঃ সূর্য্য আদিত্যমিত্যষ্টাক্ষরমন্ত্রোপাসকাঃ রক্তচন্দন-পুষ্পমালাধারিণঃ ঘটিবাদ্যভক্তা বর্ত্তন্তে। কেচিদ্বয়মণ্ডলং ব্রহ্মাত্মকত্বেন সৃষ্টিকারণমিতি ভজন্তি, কেচিত্ত্বখমধ্যবর্ত্তিনং সূর্য্যং ঈশ্বররূপেণ সর্ব্বজগৎকারণমিতি ভজন্তি, উপ সংহারবলাদুপক্রমোঽপি তেনৈব ভবতীতি নিশ্চয়-জ্ঞানেন ভজন্তি। কেচিত্ত্ব অস্তমনকালবিম্বং বিষ্ণ্বাত্মকত্বেন সর্ব্বজগৎপরিপালনকারণং তদেব সৃষ্টিলয়হেতুভূতং পর-তত্ত্বমিতি ভজন্তি। কেচিত্ত্রিমূর্ত্যাত্মকত্বেন ত্রিকাল-মণ্ডলসেবিনঃ, কেচিত্সপ্তলোকপত্রব্রতানুষ্ঠায়িনঃ তন্মধ্যবর্ত্তিনং পরমাত্মানং হিরণ্যশ্মশ্রুহিরণ্যকেশমিত্যাদি-স্বরূপং ভজন্তি। তত্রৈকদেশিনস্তু জগন্নয়নীকরণব্রতপরাঃ সমাহৃতমণ্ডলং দৃষ্ট্বা ষোড়শোপচারপূজাং সমর্প্য কর্ম্মফলং ভগবদর্পণং কৃত্বা বদন্তি ন দর্শনং বিনাঽশ্নন্তি। পুনঃ কেচিত্ত্বয়োহের ভালবাহুবক্ষঃস্থলেষু মণ্ডলচিহ্নানি কৃত্বা তমন্ত্রেণ দেব-মনুস্মরন্তঃ ধ্যায়ন্তঃ সন্তি

* শাকদ্বীপে তু বৈবিধ্যং সূর্য্যরূপধরো মুনে। যথৌকৈরিষ্যতে সম্যক্ কর্ম্মভির্নিয়তাত্মভিঃ। —বিঃ, পুঃ ২।৪।৬১। জম্বুদ্বীপে তথা বিষ্ণুঃ সেব্যতে ব্রহ্মরূপধৃক্। পুষ্করদ্বীপকে দেবো দেবী-দ্বীপে তথৈব চ। প্লক্ষদ্বীপেঽহমেবাত্র শাকদ্বীপে দিবাকরঃ। পুনরেব চ মাং ব্রহ্মা তত্রাভ্যর্চ্চতি মানবঃ। ভ, পু, ১।১৪ অ

শাকদ্বীপে পূর্ব্বকালে সূর্য্যমূর্ত্তি পূজিত হইত ও তদ্দ্বীপস্থ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণকুলিক) সকলেই সূর্য্যদেবের পরম ভক্ত ছিল ইত্যাদি বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় সূর্য্যদেবের পুরুষাকৃতি মূর্ত্তি প্রথমে শাকদ্বীপেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল; পরে তথা হইতে এই পুরুষাকৃতি মূর্ত্তির উপাসনা অন্যত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

শঙ্করদিগ্‌বিজয়ে বর্ণিত আছে যে শঙ্করাচার্য্য (১) অনন্তশয়ন-স্থান হইতে পশ্চিম দিকে পঞ্চদশ দিন গমন করিয়া সুব্রহ্মণ্য-নামক কুমার (কার্ত্তিক) বর্ণার আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।† এই স্থানেই তাঁহার দিবাকর-প্রমুখ সূর্য্য-ভক্তগণের সহিত সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। এই সূর্য্যভক্তগণের সূর্য্যোপাসনা-প্রণালী, যাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে সেই সময়ে ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগে সূর্য্যমূর্ত্তির উপাসনা প্রচলিত ছিল না। ঐ দেশে কেবল সূর্য্যমণ্ডলেরই পূজা প্রচলিত ছিল।

ভারতের উত্তর অংশে তখন সূর্য্যমূর্ত্তির উপাসনা প্রচলিত ছিল; কারণ, মূলস্থানের কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রতিমা তথায় বহুকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া (৭০৭—৭১৩ খৃ) মধ্যে মহম্মদ ইবন্ কাশীম-কর্ত্তৃক গোমাংস-দগ্ধ দ্বারা দূষিত ও পরে জালাম ইবন্ সৈবান-দ্বারা ভগ্ন হয়।

(১) তদনন্তরমনন্তশয়নাৎ পশ্চিম-মার্গেণ পঞ্চদশদিনৈঃ সুব্রহ্মণ্যং নাম কুমারাধিষ্ঠিতস্থলং সকলদেবৈকনিলয়ৈঃ সেবিতঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ পরমহংসগুরুঃ প্রাপ। তত্রাকুমার-ধারায়াং নদ্যাং শিষ্যসমন্বিতঃ। তত্র্যা সংপূজয়ামাস যত্নতঃ সেবকশিষ্যম্।—শঙ্করবিজয়ে ১১শ একরশ্ম।

† Trivendrum.

—(•)—

কামনা।

মরে গিয়ে আবার যখন ফিরে আস্‌ব আমি,
আমায় তুমি কুসুম কোরো ওগো জগৎস্বামী!
ফুটে ফুটে গন্ধ ঢেলে
লুটিয়ে পড়্‌ব ধরার কোলে,
সমীরণ যাবে আমার সুবাস চুমি চুমি,
ফিরে এসে আমায় দেব কুসুম কোরো তুমি!

আমায় তুমি প্রদীপ কোরো ওগো বিশ্বরাজ,
আঁধার ঘরে আলোক দিয়ে কর্‌ব কিছু কাজ।
ছোট একটী ঘরের কোণে
জ্বল্‌তে থাক্‌ব সঙ্গোপনে,
উষা যখন আস্‌বে নেমে পরে রাঙ্গা সাজ,
তখন ফিরে যাব ঘরে সেরে আপন কাজ।

আমায় তুমি কোরো প্রিয় সাঁঝের সমীরণ,
দিগ্‌বিদিকে বয়ে যাব হয়ে আনমন।
শিথরবালা হাসিমুখে
আমার স্মৃতি লয়ে বুকে
দেশ-বিদেশে ছুট্‌বে সুখে গেয়ে মধুর গান,
তারি সঙ্গে ছুট্‌ব আমি মিশিয়ে প্রাণে প্রাণ!

শ্রীমতী চারুলতা দেবী

সোণার হার।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিজয়নগর-রাজ্যে যখন শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল, তখনই মারাপ্পা মনে করিয়াছিলেন যে দেবলকে সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া দিবেন। কিন্তু সে অভিলাষ পূর্ণ হইবার প্রধান অন্তরায় হইলেন দেবরাজ। বোধ হয়, দেবরাজ পিতৃব্যের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি নানাচ্ছলে দেবলকে আপনার সঙ্গে রাখিয়া রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে লাগিলেন। কখন বা তিনি ভ্রাতাকে আপনার প্রতিনিধিস্বরূপ দক্ষিণের দূরতম প্রদেশে প্রেরণ করিতেন। এইরূপে ছয় বৎসরকাল অতীত হইল।

মারাপ্পা ক্রমে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। একদিন তিনি পুত্রকে নিভৃতে পাইয়া বলিলেন, 'দেবল তুমি সন্ন্যাসীর পুত্র, এ কথা স্মরণ আছে কি?' দেবল প্রথমে চমকিত হইলেও পরে সহজকণ্ঠেই বলিলেন, "আছে।" মারাপ্পা দেবলের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, "আমার ইচ্ছা যে এই মাসেই তুমি তোমার যথাসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাস্বরূপ দান করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন কর। তুমি কি ইহার জন্য প্রস্তুত আছ?" দেবল বদন উত্তোলন করিলেন না; কিন্তু তিনি বুঝিতেছিলেন যে পিতা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। তিনি অবিচলিতকণ্ঠে বলিলেন, 'আমি প্রস্তুত আছি।' তাহার পর একটু থামিয়া আবার বলিলেন, 'আপনার আদেশপালন করিবার জন্য আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত. তাহা জানিয়াও আপনি আমাকে আজ এ-কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কেন?" দেবল ইতঃপূর্ব্বে আদেশ পালন করিতেই অভ্যস্ত ছিলেন, কখন এরূপ প্রশ্ন করিতে সাহস পাইতেন না। মারাপ্পা ঈষৎ তিক্তস্বরে বলিলেন, "আমি ভাবিয়াছিলাম, রাজপ্রাসাদে এতদিন বাস করিয়া, শরীরে বহুমূল্য পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া, রাজভোগের আস্বাদ পাইয়া তুমি সন্ন্যাসধর্ম্ম-গ্রহণে অনিচ্ছা দেখাইবে। সন্ন্যাসী হইবার পূর্ব্বে এ-সমস্ত বেশভূষা তোমাকে ত্যাগ করিতে হইবে।"

দেবল ধীরে ধীরে তাঁহার পরিচ্ছদ উন্মোচন করিলেন। মারাপ্পা দেখিলেন, নিম্নে দেবলের অঙ্গে গৈরিক বেশ। তিনি বলিলেন, "এ বেশ কবে হইতে গ্রহণ করিয়াছ?" দেবল বলিলেন, "যে-দিন হইতে বুঝিলাম যে, সাম্রাজ্যের কার্য্যে লিপ্ত হইতে হইবে, সেইদিন হইতে এই বেশ পরিধান করিয়াছি।" মারাপ্পা কোনরূপ সন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "যদি গৈরিকবেশধারী সন্ন্যাসীর জীবনই শ্রেষ্ঠ জানিয়াছিলে, দেবল! তবে পার্থিব ঐশ্বর্য্যের চিহ্নে তাহা আবৃত রাখিয়া পার্থিব চিন্তায় আপনাকে মগ্ন রাখিয়াছিলে কেন?" দেবল বলিলেন, "ভ্রাতার ইচ্ছা, আমি তাঁহার নিকটে থাকি। আমি জানিতাম ইহাতে আপনার সম্মতি আছে। ভ্রাতার প্রীতিবিধানার্থে আমি এতদিন তাঁহার কার্য্য করিয়াছি; কিন্তু আপনার আদেশ পালনের জন্য আমি নিজেকে সর্ব্বদাই প্রস্তুত রাখিয়াছি।" মারাপ্পা বলিলেন,

"তোমার ভ্রাতা কি তোমার কাছে অতি প্রিয় ?" দেবল উত্তরে বলিলেন, "পৃথিবীতে আপনি, তিনি ও দুর্গা ছাড়া আর কিছুই প্রিয় থাকিতে পারে না ; কারণ, এই কয়জন ব্যতীত আমার আর কেহই নাই।" মারাপ্পা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সন্ন্যাসীর জীবন তোমার নিকট প্রিয় নহে ?" দেবল ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসীর জীবন আমার প্রিয় কি না আমি জানি না, কিন্তু ইহা ঠিক্ জানি যে আমি সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন। আপনার সন্তোষবিধান আমার ধর্ম্ম।"

অতিসরল, অতিশয় আন্তরিকভাবে দেবল কথাগুলি বলিলেন। মারাপ্পার বক্ষের অভ্যন্তরে যেন কে সহসা সবলে আঘাত করিল! ইহা কি স্নেহের সুপ্তোচ্ছ্বাস, না আশঙ্কার আভাস ? মারাপ্পা গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "আমি একবার প্রাসাদে যাইব। দেবকে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে হইবে। তুমি আমার আগমনকাল পর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা কর।"

দেবরায় পিতৃব্যের কথা শুনিয়া বলিলেন, "তাত! দেবল সন্ন্যাসী হইলে আমার অবর্ত্তমানে সিংহাসনে কে বসিবে ? দেবল যে আমার উত্তরাধিকারী। সে আপন প্রাণ অপেক্ষা আমাকে ভালবাসে। তাহার সাহায্যের অভাবে সাম্রাজ্যের বল ক্ষীণ হইবে। মারাপ্পা বলিলেন, "সেও বলিতেছে, তুমি তাহার অতি-প্রিয়। তোমারও তাই বিশ্বাস। কিন্তু আমি তাহা বিশ্বাস করি না। ভালবাসা পৃথিবীতে এত সুলভ নহে। যে ভালবাসা সচরাচর দেখিতে পাও, তাহা ভানমাত্র, তাহা মৌখিক। কণ্ঠই তাহার স্থল। পর্ব্বতের শুষ্ক গাত্র বহিয়া যেরূপ নদী নামিয়া আসে, এ ভালবাসা ঠিক্ সেইরূপ। সীতাকুণ্ডের তপ্ত সলিল যেরূপ ধরণীর হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হয়, প্রকৃত ভালবাসা সেইরূপ মানবের হৃদয় হইতে উৎসারিত হয়। বৎস! এইরূপ প্রকৃত ভালবাসা তুমি দুইবার লাভ করিয়াছ। তোমার স্বর্গগতা জননী তোমাকে হৃদয় হইতে ভালবাসিতেন। জননীর পক্ষে সন্তানকে ভালবাসা জগতে নূতন নহে। কিন্তু আমি যাহার কথা বলিতেছি, তাহা ভিন্নপ্রকারের ভালবাসা।" দেবরায় পিতৃব্যের বদনোপরি দৃষ্টি স্থাপিত করিলেন। মারাপ্পা বলিতে-লাগিলেন, "দেব! তুমি যখন শিশু, তখন তোমার জননীর বিষম জ্বর হয়—কোন চেতনা থাকে না—কেবল অসম্বদ্ধ প্রলাপবাক্য—ঘূর্ণায়মান রক্তবর্ণ চক্ষু একবার মুদ্রিত হইতেছে আবার উন্মীলিত হইতেছে,—কাহাকেও চিনিবার ক্ষমতা ছিল না। অবস্থা দেখিয়া অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণও ভীত হইয়াছিলেন। দেবলের জননী তোমাকে ক্রোড়ে করিয়া তাঁহার নিকট গেলেন। এ-কথা তাঁহারই মুখে শুনিয়াছিলাম ; তোমারও বোধ, হয় এখন সে-কথা মনে হইয়াছে ; কারণ, তুমি তখন নিতান্ত শিশু ছিলে না।"—

সূর্য্যের কিরণ-স্পর্শে ধরিত্রীর বক্ষ হইতে যেমন কুজ্ঝটিকার আবরণ ধীরে ধীরে অপসৃত হয়, ধরণীর উন্মুক্ত দেহ অস্পষ্ট আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, দেবরায়ের চিত্রপট হইতে সেইরূপ একটি বিস্মৃতির আবরণ শিথিল হইয়া বহুদিনের একটি লুপ্ত স্মৃতিকে জাগরিত করিয়া দিল। কেশহীনমস্তকে বৃদ্ধ চিকিৎ-সকের দল একটি শায়িতা রমণীর শয্যার

অনতিদূরে বসিয়া ; একজন অনুচরী বায়ুনী-সঞ্চালন করিতেছে, আর একজন মস্তকে প্রলেপ লেপিয়া দিতেছে। কৃষ্ণা জননী সহসা নয়ন উন্মীলিত করিলেন, তারপর ক্ষীণ দুইটি হস্ত প্রসারণ করিয়া কি বলিলেন! তিনি কি বলিয়াছিলেন দেবরায়ের তাহা স্মরণ হইল না।

দেবরায়কে চিন্তামগ্ন দেখিয়া মারাপ্পা বলিলেন, "তোমার সে কথা স্মরণ হইয়াছে, বৎস। তোমাকে দেখিয়া তাঁহার ঘূর্ণিত আঁখি-তারা আর ঘুরিল না—সে আঁখির আরক্তিম ভাব যেন সহসা প্রশমিত হইল। তিনি তোমাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, 'তুই আসিয়াছিস্! আয় কোলে আয়!' দেব! সেই যথার্থ ভালবাসা, যে ভালবাসা উন্মাদের উন্মাদনা লুপ্ত করে, বিকারের প্রলাপকে স্তব্ধ করিয়া দেয়। বৎস! এইরূপ ভালবাসা পাওয়া তোমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। আমার মনে হয়, যখন বিজয়নগর অন্ধকার করিয়া অগ্রজ স্বর্গারোহণ করিলেন এবং তোমার জননী পট্টমহিষী মলাম্বিকা-দেবী সপত্নীগণের সহিত মৃত পতির চিতানলে সহমৃতা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন যদি কেহ ক্ষণিকের তরে তোমাকে তাঁহার বক্ষে তুলিয়া দিত, তাহা হইলে তিনি দুইবৎসরের জন্যও তাঁহার সে অনুগমন স্থগিত রাখিতেন। আমার এখনও মনে হয়, স্বর্গ হইতে অগ্রজ তাহা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইতেন না, স্বর্গের দেবতাগণের অনুগ্রহে তাহাতে সে নারীর পুণ্যক্ষয় হইত না।"

দেবরায়ের সমস্ত চিত্তবৃত্তি অবশ অসাড় হইয়া গিয়া একটি অপূর্বানুভূত কোমলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কবণস্মৃতি মানবকে এমনই অবসাদ আনিয়া দেয়। সে স্মৃতিতে সুখদুঃখ সমভাবে থাকে। মারাপ্পার স্বর পুনরায় তাঁহাকে বাস্তব জগতে ফিরাইয়া আনিল। মারাপ্পা বলিতেছিলেন, "পুত্র! এ ভালবাসার সহিত পৃথিবীর কাহারও ভালবাসার কি তুলনা হয়?" দেবরায় ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "তাত! আপনাদের জন্য জননীর অভাব কখনও বোধ করি নাই। আপনি না স্মরণ করাইয়া দিলে জননীর স্মৃতি আমার হৃদয়ে উদিত হইত না—আমি শৈশবের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম।" মারাপ্পা ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকটে গিয়া তাঁহার মস্তকে হস্ত রাখিয়া বলিলেন, "স্মৃতি যদি জাগিয়া থাকে, সাধিকের হোমাগ্নির ন্যায় তাহা হৃদয়ে রক্ষা কর। এ স্মৃতি স্বর্গের, ইহার স্পর্শে মর্ত্যের মানব জীবন স্বর্গময় হইয়া যায়।"

দেবরায় অনেকক্ষণ নীরব থাকিলেন। মারাপ্পা ভাবিতেছিলেন, শোকের স্মৃতি উদ্রিক্ত করিয়া বোধ হয়, তিনি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। দেবরায় সহসা পিতৃব্যের চরণে প্রণত হইয়া কহিলেন, "তাত! আমি মাতৃ-হীন বলিয়া পৃথিবীর কাহারও নিকট হইতে কি স্নেহ ভালবাসার প্রত্যাশা করিতে পারিব না? এ জীবন যে তাহা হইলে বড় নীরস, বড় অভিশপ্ত! পৃথিবীরই এক নারী আমাকে স্নেহের চক্ষুতে দেখিয়াছিলেন! এ বিশাল পৃথিবীতে আর এমন কেহ কি নাই যাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল আমার জন্য কাঁদিতে পারে? তাত! এ চিন্তাও যে আমার পক্ষে দুর্ব্বহ।"

মারাপ্পা একবার ভাবিলেন দেবরায়কে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া প্রাণের সমস্ত কথা ব্যক্ত করিবেন, কিন্তু সে দুর্ব্বলতা প্রকাশ

পাইতে দিলেন না বলিলেন, "তাহা ত' বলি নাই, পুত্র! ভগবানের মধুরাও তোমাকে জননীর ন্যায়ই ভালবাসে। এ ধরাধামে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা সে তোমার জন্য স্বেচ্ছায় দান করিতে পারে না। তোমার ইষ্টের জন্য সে তাহার ইহকালের সর্ব্বসুখ ত্যাগ করিতে পারে। তাহার অন্ধ ভালবাসা দেখিলে মনে হয়, সে তোমার জন্য পরকালের আশা নষ্ট করিতেও কুণ্ঠিত নহে।" দেবরায় বলিলেন, "কিন্তু দেবল সন্ন্যাসী হইবে, সে কি আমাকে ভালবাসে না? আপনি তাহাকে সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চাহেন। আমিও সন্ন্যাসী হইব, পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য আর ভাল লাগিতেছে না।" মারাপ্পা বিচলিত হইয়া কহিলেন, "তাহা ত' হইতে পারে না, বৎস! তুমি অপুত্রক, সুতরাং প্রব্রজ্যা-গ্রহণ করিবার অধিকার তোমার নাই।" দেবরায় বলিলেন, "শঙ্করাচার্য্যদেব তাহা হইলে প্রব্রজ্যা-গ্রহণ করিয়াছিলেন কি প্রকারে?" মারাপ্পার স্থিরবুদ্ধি অন্তর্হিত হইতেছিল, তাহা তিনি নিজেই বুঝিতেছিলেন। ইহার পরে দেবরায় যাহা বলিবেন তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন; কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া বলিলেন, "তিনি ব্রাহ্মণ, পরন্তু লোকাচার্য্যদেব কতবার বলিয়াছিলেন তিনি স্বয়ং ভগবান্ শঙ্করের অবতার। তাহার কৃত কার্য্যের বিচার আমরা করিতে পারি না।" পিতৃব্যের মুখে ছয় বৎসর পরে লোকাচার্য্যের নাম শুনিয়া দেবরায়ের অন্তর একবার কম্পিত হইল। কিন্তু স্নেহের যুদ্ধে জয়লাভ করিবার আশায় তখন তাঁহার চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিলেন, "তাত! দেবলও অপুত্রক, সে কি প্রকারে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে?"

শাস্ত্রবিধি লইয়া তর্ক করার ক্ষমতা মারাপ্পার ছিল না। লোকাচার্য্যের সংসর্গে আসিয়া যে-টুকু জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়াছিল। অবশেষে তিনি বলিলেন, "দেব! তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করিব কি তোমার দুর্ব্বলতার নিন্দা করিব,—কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি দেবলকে লইয়া কি করিতে চাও?" দেবরায় বলিলেন, "আমি দেবলকে ছায়ার ন্যায় আপনার সঙ্গে রাখিব,—আমি ভাবিয়াছি হেমের সহিত তাহার বিবাহ দিব।" মারাপ্পা বলিলেন, "উত্তম! তা'র পর কি করিতে চাহ, শুনিতে ইচ্ছা করি।" দেবরায় বলিলেন, "তার পর যখন আপনার অনুগামী শিষ্যের প্রয়োজন হইবে, আমি সানন্দে সিংহাসন-ত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইব।" মারাপ্পা বলিলেন, 'অসম্ভব।'

সহসা প্রবল ঝঞ্ঝার ন্যায় মধুরাও কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বিদ্যুজ্জ্বালার ন্যায় তাঁহার বদনে উৎসাহ-দীপ্তি ক্রীড়া করিতেছিল। উত্তেজিতকণ্ঠে মধুরাও বলিলেন, "সিংহাসন-ত্যাগ ও অরণ্যবাসের প্রয়োজন নাই, তাহার সময়ও এখন নহে। ত্রৈলিঙ্গের সহিত ফিরোজ শাহের যুদ্ধ বাধিয়াছে, ত্রৈলঙ্গের রাজদূত নগরে উপনীত।" মধুরাও বাক্য শেষ করিবার পূর্ব্বেই মারাপ্পা চিন্তাকুল-চিত্তে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

—:•:—

হ্যারিয়েট্ বীচার ষ্টো ।

হ্যারিয়েট্ বীচার ষ্টো একজন আমেরিকান্ রমণী। ইনি "টম্ কাকার কুটীর"-নামক পুস্তক লিখিয়া জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া লোকের মনে দাস-প্রথার সম্বন্ধে বিরুদ্ধভাব জাগরিত হইয়াছিল। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে উইলবার ফোর্স, টমাস্ ক্লার্কসন, অ্যাকারি মেকলে প্রভৃতি যে সমস্ত মহাত্মগণ দাস-প্রথা রহিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই সদ্ভদয়া রমণীও তাঁহাদের মধ্যে একজন।

দুই এক শতাব্দীর পূর্ব্বে ধনী লোকেরা পরিচর্য্যা ও কাজকর্ম্ম করিবার নিমিত্ত ভৃত্যের পরিবর্ত্তে ক্রীতদাস রাখিত। ক্রীতদাসদিগকে বেতন দেওয়া হইত না। তাহাদিগকে পশুর ন্যায় দিবারাত্র কর্ম্ম করিতে হইত এবং তৎপরিবর্ত্তে তাহারা কেবল অন্নবস্ত্র পাইত।

আজকাল আমরা বাজারে যেমন গরু-ঘোড়া এবং টেবিল-চেয়ার ক্রয় করিয়া থাকি, পূর্ব্বে ভৃত্যের প্রয়োজন হইলে ঠিক্ সেইরূপে ভৃত্য ক্রয় করা হইত।

আমেরিকার অসহ্য উত্তাপের মধ্যে কৃষিকার্য্য অত্যন্তই কষ্টপ্রদ। এই কারণে আমেরিকা এবং ইউরোপের ব্যবসায়িগণ আফ্রিকার দরিদ্র কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের প্রলোভন দেখাইয়া বা জোর করিয়া লইয়া গিয়া ইউরোপ এবং আমেরিকায় বিক্রয় করিয়া দিত। লোকে ঐ সমস্ত নিগ্রোদের দ্বারা যাবতীয় আয়াসসাধ্য কর্ম্ম করাইয়া লইত। ক্রীতদাস কোন সময়ে অসুস্থতা বা বার্দ্ধক্যবশতঃ পরিশ্রম করিতে অসমর্থ হইলে প্রভু তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিত। সেই প্রহারে কত ক্রীতদাস প্রাণত্যাগও করিয়াছে। কিন্তু দেশ-প্রচলিত আইন-অনুসারে প্রভু ক্রীতদাসের প্রাণবধ করিলেও তাঁহাকে বিশেষ কোন দণ্ডভোগ করিতে হইত না। ইহা অপেক্ষা ভীষণতর অত্যাচার আর কি আছে?

প্রভু ক্রীতদাসকে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে নির্য্যাতিত করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন্ না; ক্রীতদাসের পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, যখন যাহাকে ইচ্ছা বিক্রয় করিয়া দিতেন। সুতরাং আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের সহিত চিরকাল একত্রে বাস করা ক্রীতদাসের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। নিষ্ঠুর প্রভু দাস-নারীর ক্রোড় হইতে শিশু-সন্তানকে স্তন্যপান করিতে না দিয়া সবলে ছিনাইয়া লইয়া বিক্রয় করিত। বাঁচিয়া থাকিলেও মাতাপিতা সন্তানকে দেখিতে পাইত না এবং সন্তান মাতাপিতার আদর হইতে চিরবঞ্চিত হইত।

নিজের সুখের জন্য অপরকে কষ্ট দেওয়া এবং তাহার স্বাধীনতা হরণ করা বিবেক-বিরুদ্ধ এবং তাহা মঙ্গলময় পরমপিতারও অভিপ্রেত নহে। কি শ্বেতাঙ্গ, কি কৃষ্ণাঙ্গ, কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেই তাঁহার সন্তান এবং সকলেই তাঁহার করুণার পাত্র। তাঁহার অভিলাষ এই যে তাঁহার সন্তানেরা পরস্পর দুঃখে দুঃখ এবং সুখে সুখ অনুভব করে। এই কথা তাঁহার মঙ্গল-রাজ্যের প্রজাদের বুঝাইবার জন্যই যেন তিনি জ্ঞানরূপিণা, প্রেমময়ী কন্যা হ্যারিয়েট্ বীচার ষ্টো-কে ইহধামে প্রেরণ করেন।

হ্যারিয়েট্ এলিজাবেথ বীচার ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সে কানেক্‌টিকাট্-প্রদেশের অন্তঃপাতী লিচ্‌ফিল্ড-নগরে জন্মগ্রহণ করেন্। ইনি লিম্যান্ এবং রোক্সেনা বীচারের সপ্তম সন্তান। ইঁহার পিতা নগরের পুরোহিত ছিলেন। পরে তিনি ৬ বৎসর কাল বোষ্টন-সহরে গীর্জ্জার পৌরোহিত্য করিয়া সিনসিনেটি-সহরের থিয়লজিকাল সেমিনারীর অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে হ্যারিয়েটের মাতার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ক্যাথারিন্ তাঁহার লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। ক্যাথারিনের অভিভাবকত্বে শৈশবে তাঁহার শিক্ষার কোন অংশে ত্রুটি হয় নাই।

হ্যারিয়েটের শৈশব-অবস্থায় এক কৌতুক-জনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাঁহার মা একবার "টিউলিপ বাল্‌ব্"-নামক এক প্রকার ফুলগাছের একগোছা মূল এক জায়গায় রাখিয়া দিয়াছিলেন। শিশু হ্যারিয়েট্ তাহার ছোট ছোট ভাইগুলির সহিত খেলা করিতে করিতে মূলগুলি দেখিতে পান। মূলগুলিকে পেঁয়াজ মনে করিয়া তিনি সানন্দচিত্তে একটী ভক্ষণ করিয়া ফেলেন। শিশুরা তখন ভগিনীর অনুকরণ করিয়া কৌতূহলের সহিত পরমানন্দে এক একটী করিয়া সমস্ত মূলগুলি খাইয়া ফেলিল। মাতা আসিবামাত্র তাহারা তাঁহার নিকট ঐ কাজের জন্য প্রশংসা পাইবার আশায় যেমনি তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল, অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা এ কি করিয়াছ? ঐ শিকড়গুলি বাগানে পুঁতিলে ইহা হইতে কেমন সুন্দর লাল হলদে ফুল হইত। সে ফুল আর হইবে না, তোমরাও আর তাহা দেখিতে পাইবে না।" তখন তাহাদের দুঃখ-লজ্জার আর সীমা রহিল না।

হ্যারিয়েট্ যখন অল্পবয়স্ক শিশু, তখনই তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। কঠিন পীড়ায় জননী শয্যাশায়িনী হইয়া আছেন, দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ এবং ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন; তাঁহার মুখে হাসির চিহ্নমাত্রও ছিল না। তাহার ব্যাকুলতার আর একটী কারণ এই যে, তাঁহাকে মায়ের কাছে তখন যাইতে দেওয়া হইত না। একদিন প্রাতঃকালে হ্যারিয়েট্ নিদ্রাভঙ্গের পর বিছানার উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার মা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, এইরূপ বলিতে বলিতে আনন্দে নৃত্য করিতেছিলেন। কি আশ্চর্য্যের বিষয়! তাঁহার মাতা তখন সত্য-সত্যই সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন; তিনি এমন একস্থানে গিয়াছিলেন, যেখানে লোককে জরা ও পীড়া ভোগ করিতে হয় না।

জননীর মৃত্যু হইলে হ্যারিয়েট্ ও তাঁহার ভ্রাতা বিষণ্ণবদনে এবং ব্যাকুল চিত্তে মায়ের জন্য কাঁদিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য একজন বলিলেন যে, তাঁহাদের মা স্বর্গে আছেন; অপর একজন বলিলেন, তিনি মাটির নিম্নে আছেন। তাহার পর একদিন তাঁহারা দুই ভাই-বোনে জানালার নিম্নে মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিলেন। এরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন, "মাটির নীচে স্বর্গে মা আছেন। আমরা তাঁহাকে দেখিব।" এরূপ সরল বিশ্বাস ও ভালবাসা শিশুর পক্ষেই সম্ভব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রার্থনা।

আঁধার হইয়া আসিবে যখন
এ-দুটি নয়ন-তারা,
ইন্দ্রিয় যতেক হইবে অবশ,
ঢেলে দিও প্রেম-ধারা!
ধরণীর কোলে বিছাব যে-দিন
শেষের শয়নখানি
সব কেড়ে নিয়ে রাখিও জাগায়ে
তোমার করুণা-বাণী!
পুত্র-পরিজন ছাড়িব যে দিন
তুমি মোরে কোলে নিও,
(আমি) রিক্ত হইয়ে যেতেছি ফিরিয়ে
তুমি পূর্ণ করিয়া দিও!

শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী।

ভাগ্য-দেবতা।

(গল্প)

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কায়ক্লেশে আপনার পরিবারের ভরণপোষণ করেন, কিন্তু কিছুতেই সংসারের সচ্ছলতা হয় না। একদিন ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "দেশের রাজা এতো গরীব-দুঃখীকে প্রতিপালন করেন, আর তুমি ব্রাহ্মণ, একমুষ্টি অন্নের সংস্থানের জন্য বিব্রত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ! একবার রাজার কাছেই নিজের দুঃখের কথা জানাও না কেন? তিনি নিশ্চয়ই তোমার কোন ব্যবস্থা করবেন।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "দেখ ভাগ্যে যা আছে, তাই ঘটবে, বিধিলিপি কেউ খণ্ডাতে পারে না; রাজার কাছে গেলেই যে দুঃখ দূর হবে, তা নয়। হয় ত বাড়্‌তেও পারে। আমার গ্রহ এখন অনুকূল নয়—রাজদর্শন অসম্ভব, হয়ত রাজদর্শনে দুঃখ বেড়ে যাবে। তা ছাড়া দেখ, রাজার দরবারে উপস্থিত হওয়া আমার মত গরীব ব্রাহ্মণের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। প্রথমতঃ, দরবারে যাইবার সাজ-পোষাক নাই, দ্বিতীয়তঃ, সেখানে পরিচয় দিবার লোক নাই, তৃতীয়তঃ রাজার নিকট কিরূপে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে হয়, তাহাও জানা নাই।" ব্রাহ্মণী কিন্তু এ-কথা শুনিলেন না; বলিলেন, "ব্রাহ্মণের সর্ব্বত্র অবারিত-দ্বার, ব্রাহ্মণত্বই ব্রাহ্মণের পরিচয়, আর শাস্ত্রে যখন ব্রাহ্মণের অধিকার তখন আত্মপ্রায় ব্যক্ত করিবার অভাব কি!" ব্রাহ্মণ অগত্যা রাজ-দরবারে যাওয়াই স্থির করিলেন।

অনেক দিন-ক্ষণ দেখিয়া, অনেক বিচার করিয়া, শরীর-মনে বলসঞ্চার করিয়া সভয়ে একদিন ব্রাহ্মণ রাজ-সভায় উপস্থিত হইলেন। রাজ-সকাশে উপস্থিত হইয়া "মহারাজের জয় হোক্‌" বলিয়া তিনি যজ্ঞোপবীত উত্তোলন-পূর্ব্বক মহারাজকে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেন। মহারাজ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সম্যক্ অভিবাদন করিলেন এবং সভায় আসন-প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মহারাজ, আমি অতিদরিদ্র ব্রাহ্মণ, সংসারে স্ত্রীপুত্রের লালন পালন করা আমার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হইয়াছে। এক্ষণে মহারাজের শরণাগত হইয়াছি। মহারাজ, গরীব ব্রাহ্মণ-পরিবারে

দুই মুষ্টি অন্নের সংস্থান করিয়া দিয়া শরণাগত-বাৎসল্যের পরিচয় প্রদান করুন্।' মহারাজ বলিলেন, 'আপনি ব্রাহ্মণ, আমাদের পূজ্য। কি ব্যবস্থা করিলে, আপনার পরিবার-প্রতিপালনের সুব্যবস্থা হইতে পারে, আদেশ করুন্। আমি সেইরূপই ব্যবস্থা করিব।' ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, উপস্থিত কিঞ্চিৎ অর্থের সংস্থান যদি তিনি করিয়া লইতে পারেন্, তাহা হইলেই তাঁহার সংসারের অনাটন দূর হইতে পারে। মনে এইরূপ স্থির করিয়া তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, "মহারাজ, যদি উপস্থিত আমাকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন, তাহা হইলে কিছু দিনের জন্য আমার অসচ্ছলতা দূর হইতে পারে।' মহারাজ বলিলেন, 'তথাস্তু, তাহাই হইবে।' এই বলিয়া তিনি তাঁহার মন্ত্রীকে বলিলেন, 'এই ব্রাহ্মণকে সহস্র মুদ্রা প্রদানের জন্য ধনাধ্যক্ষকে এখনি আদেশ লিপি দাও।' রাজাজ্ঞায় মন্ত্রী আদেশলিপি স্বাক্ষরিত করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ রাজাকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া হৃষ্ট-চিত্তে আদেশ-লিপি লইয়া ধনাগারাভিমুখে যাত্রা করিলেন; মনে মনে ভাবিলেন,—'ব্রাহ্মণীর কথা-মত কিছু-দিন পূর্ব্বে যদি রাজদরবারে উপস্থিত হইতাম, তাহা হইলে এতদিন আমাকে দুঃখভোগ করিতে হইত না।' যাহা হউক্, এক্ষণে এই সহস্র-মুদ্রা পাইয়া কিরূপে গৃহসংস্কার, ধান্য-দরিদ ইত্যাদি সংসারের ব্যবস্থা করিবেন, ভাবিতে ভাবিতে দরবারের বাহিরে উপস্থিত হইলেন।

বাহিরে আসিয়াই তিনি দেখেন, মন্ত্রি-মহাশয় সেস্থানে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মন্ত্রিমহাশয় বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ, কেবল তোমাদের আশীর্ব্বাদে আমাদের কোন লাভ হয় না। তুমি মহারাজের নিকট হইতে যে দান পাইলে, উহার অর্দ্ধেক আমার প্রাপ্য; ইহাই দরবারের নিয়ম। অতএব তুমি যখন ধনাধ্যক্ষের নিকট হইতে টাকা চাহিবে, তখন আমার প্রাপ্য অর্দ্ধেক ভাগ তিনি কাটিয়া রাখিবেন।' মন্ত্রীর উক্তি শুনিয়া ব্রাহ্মণ একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু কি করিবেন? যখন দরবারের নিয়ম, তাহা মানিতেই হইবে। তিনি মনকে প্রবোধ দিলেন, 'একেবারে কিছুই ছিল না, তবুও পাঁচশত মুদ্রায় অনেক সাহায্য হইবে। সেই অনুসারে সহস্র মুদ্রায় যে খরচের ব্যবস্থা মনে মনে আঁকিতেছিলেন, তাহাও কমাইয়া পঞ্চশত মুদ্রারই ব্যবস্থা ভাবিতে ভাবিতে ধনাধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন।

ধনাধ্যক্ষ আদেশ-লিপি পাইবামাত্রই তাহা মস্তকে স্থাপন করিলেন, পরে তাঁহার যে ভাণ্ডারী, যিনি কোষাগারের চাবি রাখেন, তাঁহাকে আদেশ দিলেন—'ব্রাহ্মণকে আড়াই-শত মুদ্রা দাও।' ব্রাহ্মণ প্রথমে ভাবিলেন, শুনিতে ভুল হইয়াছে; সেজন্য বলিলেন, 'আপনার ভুল হইয়া থাকিবে, মন্ত্রিমহাশয়ের প্রাপ্য অর্দ্ধেক কাটিয়া রাখিলে আমার প্রাপ্য পাঁচশত মুদ্রা হয়।' ধনাধ্যক্ষ কিঞ্চিত রুক্ষ হইয়া বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ, আমি শুভঙ্করের হিসাব বিলক্ষণ অবগত আছি, তাহা না হইলে ধনাধ্যক্ষের কার্য্য পাইতাম না। মন্ত্রি-মহাশয়ের প্রাপ্য বাদে যাহা থাকিবে তাহার অর্দ্ধেক আমার প্রাপ্য। তাহাই কাটিয়া লইয়া বাকি তোমাকে দিবার হুকুম দিলাম।' অগত্যা ব্রাহ্মণ কোষাগারের ভাণ্ডারীর নিকট

উপস্থিত হইলে, তিনি পোদ্দারকে আদেশ করিলেন,—'আমার ভাগের অর্দ্ধেক কাটিয়া লইয়া ব্রাহ্মণকে তাহার প্রাপ্য টাকা দাও।' তিনি আবার তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারীকে সেইরূপ আদেশ করিলেন। এইরূপে শেষে ব্রাহ্মণ সমস্ত দিন দ্বারে দ্বারে ঘুরিবার পর প্রায় সন্ধ্যার সময় অর্দ্ধেক ভাগ দিতে দিতে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া নগদ দুইটী-মাত্র মুদ্রা হস্তে লইয়া বাহির হইলেন। কিন্তু অহো দুরদৃষ্ট! তখনও তাঁহার নিষ্কৃতি হয় নাই। তিনি সিংহ-দ্বার দিয়া বাহির হইতেছেন, এমন সময় দ্বার-রক্ষক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সস্নেহবচনে বলিলেন, "কি ঠাকুর! আজ তো দেখ্‌ছি সমস্ত দিন রাজসভায় খুব দরবার কর্‌লে। কিছু প্রাপ্য তোলা কি?" দ্বার-রক্ষকের সহানুভূতিতে ব্রাহ্মণ বিগলিত হইয়া বলিলেন, "বাপু, প্রাপ্য আর কি হ'বে, এই নগদ দুইটী মুদ্রা পেয়েছি। এখন এতে কি প্রকারে সংসার-কষ্ট দূর হবে, তাই ভাব্‌ছি।' দ্বার-রক্ষক বলিলেন, 'তা ঠাকুর, ইহার অর্দ্ধেক যে আমার প্রাপ্য। আমাকে প্রথমে অর্দ্ধেক দিয়া পরে তোমার সংসার-কষ্টের কথা ভেবো।' নিরুপায় ব্রাহ্মণ অর্দ্ধেক দ্বার-রক্ষকে দিয়া বাকি একটী মুদ্রা হস্তে করিয়া সেই বিচিত্র সিংহ-দ্বার অতিক্রম করিলেন।

সমস্ত দিনের অনাহার-তৃষ্ণায় দেহ ক্লিষ্ট, অবসন্ন! তাহার উপর ব্রাহ্মণীর নিকট উপস্থিত হইয়া কিরূপে সহস্র মুদ্রার পরিবর্ত্তে একটী মুদ্রা লইয়া বাহির হইতে পারিয়াছেন জানাইবেন, এই চিন্তায় ব্রাহ্মণ বিহ্বল হইয়া সম্মুখে একটী বৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িলেন।

অনেকক্ষণ একাগ্র বৃক্ষতলে বসিয়া বসিয়া ব্রাহ্মণ মনে মনে স্থির করিলেন যে আর গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিবেন না, অদ্য তাঁহার অদৃষ্টের একটা মীমাংসা না করিয়া তিনি আর ব্রাহ্মণীর কাছে উপস্থিত হইবেন না। ভাগ্য-দেবতা কোথায় থাকেন, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। এই সংকল্প করিয়া ব্রাহ্মণ, তখনই বাহির হইলেন।

অনেক পথ, অনেক জঙ্গল অতিক্রম করিয়া, যাহাকেই দেখেন তাহাকেই ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করেন, 'ভাগ্য-দেবতা কোথায় থাকেন?' তখন একজন কিছু দূরে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখাইয়া দিয়া বলিল, উহাই ভাগ্য-দেবতার মন্দির। ব্রাহ্মণ অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া দেখিল, এক সৌম্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ, বর্ণে ও শরীরের দীপ্তিতে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত! তিনি দেবতা-পূজায় নিরত। ব্রাহ্মণ ভক্তি-গদ্‌গদচিত্তে ভাগ্যদেবতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া করযোড়ে দাঁড়াইলে, দেবতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্রাহ্মণ, তুমি কি চাও?' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'দেবতা! আপনি কি আমার ভাগ্যদেবতা? আমি ইহাই জানিতে চাই।' তেজঃপুঞ্জ-পুরুষ উত্তর করিলেন, "না না, আমি তোমার ভাগ্যদেবতা নই; আমি পৃথিবীর বড় বড় বাদ্‌শা, রাজা, মহারাজা ও তাঁহাদেরই বংশধরদিগের ভাগ্যদেবতা। তোমার ভাগ্যদেবতা এখান হইতে তিনদিনের পথে অবস্থান করেন, সেখানে যাও।" ব্রাহ্মণ তাঁহার কথা অনুসারের আবার চলিতে লাগিলেন, এবং আবার এক ভাগ্যদেবতার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল, কিন্তু তিনিও ব্রাহ্মণের ভাগ্য-দেবতা বলিয়া স্বীকার করিলেন না। তিনি বড় জমিদার, ভূস্বামিনী ইত্যাদির ভাগ্য লইয়াই

ব্যস্ত, এইরূপ জানাইলেন, এবং ব্রাহ্মণের ভাগ্য-দেবতার অন্যত্র নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

এইরূপ অন্বেষণ করিতে করিতে হাকিম, ম্যাজিষ্ট্রেট, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রভৃতি অনেকের ভাগ্যদেবতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হওয়ায় পর ব্রাহ্মণ এক ভাগ্য-দেবতার নিকট উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, এক বৃক্ষতলে একটী চতুষ্পদ খট্টার উপর ছিন্ন মন্দোদরী বিস্তৃত করিয়া এক কৃষ্ণবর্ণ স্থূলকায় বিষমাকৃতি ব্রাহ্মণ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। তাঁহার নাসিকা-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ বিকম্পিত, মক্ষিকা ও মশকের দংশন হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তাঁহার চঞ্চল-পদবিক্ষেপের শব্দে খট্টাঙ্গ বিচূর্ণিত হইবার ভয়ে নানারূপ কাতরধ্বনি করিতেছে। ব্রাহ্মণ আপনার অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিয়া মনে মনে স্থিরনিশ্চয় করিলেন যে, তাঁহার অদৃষ্টের যে ইনি ভাগ্যদেবতা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব দেবতার নিদ্রাভঙ্গ পর্য্যন্ত সেই স্থানে অপেক্ষা করাই তিনি যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলেন। তখনও দরিদ্রের হস্তে সেই টাকাটী!

আপনার অদৃষ্টের কথা বহুক্ষণ বসিয়া বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণের সবেমাত্র তন্দ্রার আবেশ আসিয়াছে, এমন সময় বজ্রনির্ঘোষে ব্রাহ্মণের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল, তন্দ্রার আবেশ কোথায় চলিয়া গেল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার পর্ব্বতাকৃতি সেই ভাগ্যদেবতা নিদ্রাভঙ্গে খট্টার উপর বসিয়া রক্ত-বর্ণ চক্ষু মার্জ্জিত করিতে করিতে মুখ-ব্যাদান করিতেছেন। সম্মুখে ব্রাহ্মণকে দেখিয়া রোষ-কষায়িত-নয়নে দেবতা বলিলেন, "কে রে বাম্না, এই সময় বিরক্ত করতে এসেছিস্? তোদের জন্য কি একটু ঘুমোবার যো নাই।' ব্রাহ্মণ সন্ত্রস্ত হইয়া বলিলেন, 'ঠাকুর আপনাকে বিরক্ত করিবার আমার সাধ্য কি? আমি প্রায় ২।৩ ঘণ্টা যাবৎ আপনার নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষায় এখানে বসিয়া আছি। আমি জানিতে আসিয়াছি, আপনি কি আমার ভাগ্যদেবতা?' কৃষ্ণকায় দেবতা মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, 'হাঁ, হাঁ, তোর ভাগ্যদেবতা নয় তো আমি কি বাদ্‌শার ভাগ্যদেবতা হ'ব? এখন কি চাই শীঘ্র শীঘ্র বল্, আমাকে জ্বালাতন করিস্ না।' ব্রাহ্মণ করযোড়ে বলিলেন, "ঠাকুর আমি তোমার সন্ধানে আজ মাসাধিককাল দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি এখন জান্‌তে চাই ঠাকুর, তুমি আমার ভাগ্যে কি লিখিয়াছিলে যে, আমি অনেক কষ্টে সহস্র মুদ্রা পেয়ে শেষে একটী মুদ্রা লইয়া বাহির হইতে পারিলাম!' ব্রাহ্মনের সেই কথা শুনিয়াই ভাগ্যদেবতা একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন, 'বিটলে বাম্না, তোমাদের জন্য আমার আহার নিদ্রা ত্যাগ করতে হবে?' সবেমাত্র একটু ঘুমিয়েছি, আর অমনি একটাকা রোজগার করে ফেলেছ?' এই বলিয়াই ব্রাহ্মণের গণ্ডে বিরাশি সিক্কা ওজনের একটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত প্রদান করিয়া সেই মুদ্রাটী কাড়িয়া লইয়া তিনি ব্রাহ্মণকে তাড়াইয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণ দুঃখিত-অন্তরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "ব্রাহ্মণি, আমাদের অদৃষ্টে ভাগ্যদেবতা যা লিখেছেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাক, বেশী আশা কোরো না।' এই বলিয়া তাঁহার সেই রাজার সহস্র মুদ্রা দান হইতে ভাগ্যদেবতার চপেটাঘাত পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন; বলিলেন, 'সন্তোষামৃততৃপ্তানাং

যৎসুখম্ শাস্ত্রচেতসাম্। কৃতস্তদ্ধনলুব্ধানাম্ ইতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্॥—

['সন্তোষ-অমৃত-পানে, সুখা-তৃষ্ণা যে না জানে,
শান্তিপূর্ণ তার মন যে আনন্দ পায়,
ধনলোভে অন্ধ যারা ঘুরে ঘুরে হয় সারা,
হায়, তারা সে আনন্দ পাইবে কোথায়?']

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী সেই অবধি নিজেদের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

---

* স্পর্শমণিতে উমা ও কল্যাণী।

উমা স্পর্শমণির একটী চরিত্র। আখ্যায়িকার প্রথম পরিচ্ছেদে তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় হয় এবং ইহার ফলে আমরা জানিতে পারি যে, বয়স তাহার অল্প, হৃদয় তাহার ভীরু ও প্রাণ তাহার বড় সরল ও স্নেহপ্রবণ। তাহার পর উমার সহিত আমাদের দেখা—নববধূবেশে। আমরা জানি, উমার স্বামী নিতান্তই বন্ধু মজুগোপালের অনুরোধে তাহাকে বিবাহ করিয়াছে; কিন্তু উমা জানে না যে স্বামীর গৃহে তাহার স্থান রহিলেও, তাঁহার হৃদয়ে কেন তাহার বিন্দুমাত্র স্থান নাই। কল্যাণী-নাম্নী কোন এক বিদুষী বয়স্থা কুমারী কখন্ যে তাহার ভাগ্যাকাশে দুষ্ট গ্রহরূপে উদিত হইয়া স্বামী সতীনাথের উপর পূর্ণ দৃষ্টি দিয়াছে এবং সে কখন যে তাহার আকর্ষণী শক্তি অব্যাহত রাখিয়া দিগন্তরালে তিরোহিত হইয়াছে, তাহা উমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। উমার জীবনে এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে জর্জ্জ ইলিয়াটের রমলার ব্যাপার মনে পড়ে। রমলা ও যখন মেলেমাকে বিবাহ করে, সেও স্বামীর পূর্ব্ব-প্রণয়িনী টেসার কথা একেবারেই জানিত না। রমলার পিতা বার্দোর ন্যায় উমার দাদামহাশয় বিশ্বনাথ পণ্ডিত ছিলেন। কথাটা উল্লেখ করিলাম, কারণ বার্দো ও বিশ্বনাথ উভয়েরই প্রভাব রমলা ও উমার উপর বড় প্রবল। † নিবিড় স্নেহ-মমতার অঙ্ক হইতে বিচ্যুতা হইয়া "নবোঢ়া লজ্জাবনতা কিশোরী" উমা শ্বশুরালয়ে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই বেশ বুঝিতে পারিল যে, এ বাড়ীর কোন হৃদয়ই তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ নাই। স্বামী ত তাহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন; সাক্ষাৎমাত্র বহুদিনান্তরে ঘটিয়া থাকে। রমলার দিনগুলি কিন্তু স্বামীর নিবিড় প্রণয়ের মধ্য দিয়াই কাটিতেছিল; পিতার মৃত্যুর পরে স্বামী শ্বশুরের সাধের লাইব্রেরী বিক্রয় করাতেই, তাহাদের প্রকাশ্য বিচ্ছেদ সূচিত হয়। রমলা সব সহিতে পারে, মিথ্যাচরণ ও বিশ্বাসঘাতকতা সহিতে পারে না। রমলার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ফ্লোরেন্স্ সে ত্যাগ

* স্পর্শমণি একখানি উপন্যাস গ্রন্থ। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী ইহার গ্রন্থকর্ত্রী

† বার্দোর সহিত গ্রন্থকর্ত্রীর 'সৌধবহ্নে' মিঃ গুল্ডেষ্টের সাদৃশ্য আরও বেশী। উভয়েই সংসারে বিশ্বনাথ অপেক্ষা অধিকতর নির্লিপ্ত ও জ্ঞানানুশীলনে সর্ব্বতোভাবে নিমগ্ন।

করিবেই ; মনকে বুঝাইল সে মেলেমাকে ভাল বাসে না। তবুও প্রত্যেক কাযে তাহাকে তাহার মনে পড়ে। স্বামিগৃহও সে ত্যাগ করিয়াছিল, কেবল ভ্রা জিরলামোর সদ্‌যুক্তিতে আবার গৃহে প্রতিগমন করে। কপট স্বামি প্রেমকে প্রশ্রয় দেওয়া অপেক্ষা গৃহ-ত্যাগই যে শ্রেয়ঃ, এই দৃষ্টান্তটুকু হিন্দু আদর্শানুযায়ী ত নহেই, পরন্তু হিন্দু স্ত্রীর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। এ-দিকে উমার স্বামী সতীনাথ ঐরূপ, অপরদিকে সতীনাথের জ্যেঠামহাশয় রুদ্রকান্ত 'টুলো' পণ্ডিতের ঘরের মেয়ের উপর একেবারে রুদ্রমূর্ত্তি।

বৈদ্যুতিক-আলোক-ভূষিত পরিজনাকীর্ণ বিশাল হর্ম্ম্যে উমার জীবন একান্তই "নিরানন্দ একঘেয়ে, অন্ধকার ও অপরিসর" বোধ হইতে লাগিল। কতখানি তাহার অধিকার সে জানে, কিন্তু কতটুকু তাহাকে বাস্তবিক দেওয়া হইয়াছে, সেইটাই সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়াছে এবং সেই হিসাবেই সে নিজেকে সংযত ও নিজের প্রয়োজনাবলী সংক্ষিপ্ত করিয়াছে। তাহার স্নেহশীল হৃদয় এ বাড়ীতে আসা পর্য্যন্ত রুদ্ধ ছিল, তাই স্নেহস্পর্শের জন্য সে হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। "জোর করিয়া দাবী করা" তাহার স্বভাব নহে, সেইজন্য সে একটী স্থানে প্রাণের সাড়ার অপেক্ষা করে।

এখন দেবর সুধীরকে পাইয়া তাহার রুদ্ধ সঞ্চিত ভালবাসা একটা নির্গমনের পথ পাইল। সুধীর উমার স্নেহে একেবারে প্লাবিত হইয়া গেল। উমার এই যে একদিকে প্রাচুর্য্য ও অন্যদিকে তীক্ষ্ণ সংযমের ভাব, ইহা সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে তাহার জীবন বাল্যকালে কোথায় গঠিত হইয়াছে। পিতামহ বিশ্বনাথের ঔদার্য্য, স্নিগ্ধ সারল্য, ও আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান এবং তাহার প্রভৃতির আত্মসংযম পিতৃহীনা উমার হৃদয়ে গভীর ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। আবার বাল-বিধবা দিদি অন্নপূর্ণার আত্মত্যাগের আদর্শ সে কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারে না ; কারণ, অন্নপূর্ণা যে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ভুলিয়া স্নেহের অজস্রধারায় উমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

রমলার গাম্ভীর্য্য উমাতে নাই, কারণ সে রমলার মত পুস্তকের রাজ্যে একাকী পিতা বার্ষের "পাণ্ডিত্য-শাসনে" গঠিত হয় নাই। সাধারণ স্ত্রীলোক হইতে রমলার ন্যায় উমার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। পারি-পার্শ্বিকের প্রভাব তাহার উপর রমলার ন্যায় বড় অল্প ; কারণ, সঙ্গিনী সহচরী তাহার বড় একটা ছিল না। উভয়েরই হৃদয়ের সৌন্দর্য্য বড় স্থির ও শান্ত। ঔদার্য্য সারল্য উমার না থাকিলেও, তাহা 'রমলার মত অতটা গাম্ভীর্য্য-মিশ্রিত নহে। উমার সারল্যে একটা সংসার-জ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামী তাহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন, ইহা সে জানে। কিন্তু ইহার কারণ জানিবার বা অনুমান করিবার স্পৃহা তাহার আদৌ ছিল না ; এবং বোধ করি, এইজন্য যে চিন্তাশক্তির প্রয়োগের প্রয়োজন, তাহাও তাহার ছিল না। তবুও বয়োবৃদ্ধির সহিত স্বামীর অবহেলা বেশী করিয়া চোখে পড়ে, এবং তখনই আমরা তাহার হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রসারে পরিচয় পাই; যখন দেখি উমা নিজের অযোগ্যতাকেই স্বামীর এই অনাদর-তাচ্ছীল্যের কারণ স্থির করিয়াছে। জ্যেঠামহাশয় রুদ্রকান্ত সতীনাথকে আন্তরিক ভালবাসিতেন, কিন্তু প্রতিদানের বড় বেশী অপেক্ষা করিতেন,—সতীনাথের সমস্ত

হৃদয়ের অর্ঘ্য তাঁহারই প্রাপ্য বলিয়া মনে করিতেন। নবাগতা অপরিচিতা দরিদ্রা উমার দিকে তাঁহার হৃদয় একবার উন্মুখ হইলেই তিনি যেন তাঁহার সর্ব্বগ্রাসী অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন! এ ব্যাপারও উমা জানিয়াছে, এবং স্বামী গুরুজনকে ব্যথিত না করিয়া তাহাকে যে অবহেলা করেন, ইহাতেও উমা সুখী। নিজেকে সুখী মনে করিবার পূর্ব্বে, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনের কত বড় বিদ্রোহ যে তাহাকে দমন করিতে হইয়াছে, তাহা আমরা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। সতীনাথের সহিত উমার অসঙ্কোচ আত্মীয়-ব্যবহারে—'দিদি'তে সুরমার মত—অসুখের হৃদয়ের স্থির সংযম ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই স্থান হইতে উমা-সতীনাথের সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। প্রাকৃতিক অলঙ্ঘ্য নিয়মে সতীনাথের বিক্ষুব্ধ মন প্রশান্ত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে। উমার প্রতি তাহার দৃষ্টি নিঃক্ষেপের অবসর মিলিল। এই সময় হইতেই আখ্যায়িকার গতি পরিবর্ত্তিত হইল। "গোধূলির আরক্ত আলোকে" উমা-সতীনাথের মিলনের প্রথম সোপান এই 'শুভ-দৃষ্টি'। সংযমী উমারও হৃদয়-তন্ত্রীতে মুহূর্ত্তের জন্য যে সুর খেলিয়া গিয়াছিল, তাহারই আবেশে সে কিয়ৎক্ষণ বিমূঢ় হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে উভয়ে উভয়ের হৃদয়ে আকর্ষণী শক্তির সঞ্চার করিল। উমার চিত্রাঙ্কনে কৌশল, 'কিশলয়ে'প্রকাশিত প্রবন্ধে 'উমার মত, নির্ম্মল রুচি, সংযত ভাষা' প্রভৃতি অদ্ভুত গুণাবলীর পরিচয়ে সতীনাথ মুগ্ধ হইতেছিল। কিন্তু উমার অক্লান্ত, অকুণ্ঠিত অথচ উদ্ভাসহীন সেবা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল; সবল আত্মাভিমানে সে ভাসিয়া গেল। উমা যখন তাহাকে চাহে না, তাহার অলক্ষিতে সেবা-দান সেই বা কেন গ্রহণ করিবে? কিন্তু মিলনের স্রোতের মুখে এই প্রতিকূলতা ক্ষণকালমাত্র স্থায়ী ছিল। উমার লিখিত এক অসম্পূর্ণ পত্রে তাহার গুপ্ত মনোভাবের কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশেই সতীনাথের মন আবার পূর্ব্ব কোমলতা প্রাপ্ত হইল। এই সময়ে কৌশলের সহিত সতীনাথদের গৃহিণী 'পিসীমাকে' তীর্থ-যাত্রার স্থানান্তরিত করা হইয়াছে এবং উমা-সতীনাথের পরস্পরের প্রতি বিশ্রব্ধ ব্যবহারের ফল আভাসে দেখান হইয়াছে। বহুকাল উপেক্ষিতা উমা স্বামীর এই ব্যবহারে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিল, কিন্তু ইহার কারণ যেন সঠাই সে নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না। পুঞ্জীভূত অভিমান তাহাকে তাহার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বুঝাইয়া দিল যে, খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়াই স্বামী এখনও চলিতেছেন, এবং এই ক্ষণস্থায়ী খেয়ালের দুয়ারে নিজেকে ভিখারিণীর বেশে সম্মুখীন করা কিছুতেই উচিত নয়। উমার এই আত্মবিসর্জ্জন ও দৃঢ় আত্মাভিমানে সতীনাথ বিস্মিত ও ব্যথিত হইল।

সতীনাথের জ্যেঠা-মহাশয় মৃত্যুশয্যায় শায়িত। যে কুলকান্ত তাহাকে চিরদিন ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন, অসংখ্য, অসহ্য কটুকথায় তাহার হৃদয় গভীরভাবে আহত করিয়াছেন, স্বামিস্ত্রীর ব্যবধান-বিস্তার-সাধনে সর্ব্বদা সতর্কতা অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন, সেই কুলকান্তের পার্শ্বে সেবা-পরায়ণা উমা উপবিষ্টা। সে সেবায় বিরতি নাই,—ত্রুটি নাই। এইবার উমার জীবনে শেষ পরীক্ষা উপস্থিত হইল। যে অভিমান

তাহাকে সতীনাথের নিকট হইতে সর্ব্বদা দূরে রাখিয়াছে, দূরসম্পর্কীয় দেবর মুরারি সেই অভিমানকে প্রদীপ্ত করিয়া দিল। যখন সে শুনিল কল্যাণীর কথা, যখন সে জানিল এই অনাদর এই অবজ্ঞার উৎপত্তি তাহারই প্রগাঢ় প্রণয়ে,তখন হইতেই তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি, কর্ত্তব্য-স্খলন আরম্ভ হইল। জ্যেঠামহাশয়ের বিরামহীন সেবায় বিরাম ও অনাস্থা দেখা গেল। যে নারীসুলভ ঈর্ষ্যায় মূক জ্যামলীকে পর্য্যন্ত অন্তঃ অধীর করিয়া তুলিয়াছিল, সেই ঈর্ষ্যায় উমা যে বিচলিত হইবে, ইহা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। বাল্যদাসাবের নিকট হইতে রমলা যখন টেসা-মেলেমার বিবাহের কথা জানিতে পারিল, তখন রমলা ও মেলেমা বিচ্ছেদের পথে। লাইব্রেরী-বিক্রয়ে যে বিচ্ছেদের সূত্রপাত হইয়াছিল, এই ঘটনা তাহাদের সেই পথে অধিক দূর অগ্রসর করিয়া দিল ও মিলনাশা অসম্ভব হইয়া উঠিল। কিন্তু উমা-সতীনাথ মিলনের পথে, এবং এই মিলনের পথে বাধা-বিপত্তিতে গ্রন্থের গতি যে সজীবতা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা নহে, এই বিদ্রোহে উমা একেবারে কাল্পনিক জগৎ হইতে জীবন্ত বাস্তবে আনীত হইয়াছে। বাহিরে মেঘ গগন বিক্ষুব্ধ করিয়া ঝড় বৃষ্টির তুমুল দ্বন্দ্ব, আর এ-দিকে রুদ্ধদ্বার-কক্ষে একাকিনী উমার মনে এই বিপ্লব। এতদিন যে শান্তিময় পিত্রালয়ে উমা নিজের প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখিয়া পত্র লিখিয়া আসিতেছে, এবং যাঁহারা উমাকে এতদিন সুখী বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছেন, সেই পিত্রালয়ের জন্য, তাঁহাদের সেই স্নেহশীতল অঙ্কের জন্য উমার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। এবার সে যথার্থ বুঝিয়াছে এ-গৃহেও তাহার স্থান নাই, তাহাকে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও এস্থান ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু কেমন করিয়া সে তাঁহাদের সুখের স্বপন ভাঙ্গিবে? কেমন করিয়া সে স্বামি-পরিত্যক্তা হইয়া সেখানে ফিরিবে? হৃদয়ের এই সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উমা মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হইল। বহুকষ্টে সতীনাথ রুদ্ধদ্বার খোলাইলেন। এই গ্লানিমা ও বিষাদের ছায়ার তিরোধানে মিলনের চিরস্রোত্র ফুটিয়া উঠিল তখনই, যখন উমার নিকটে সতীনাথের হৃদয়ের প্রত্যেক দলটি নিঃসঙ্কোচে ও অতি-সহজে স্বতঃই চির-নিহিত বেদনার আহুতিতে যুগপৎ খুলিয়া গেল। সতীনাথ একে একে পূর্ব্বজীবনের ইতিহাস খুলিয়া বলিলেন। উমা শান্ত হইল; স্বামীকে এতকাল পরে সে জানিয়াছে, স্বামীর ভালবাসা কি তাহা বুঝিয়াছে এবং কল্যাণীর চিরকৌমার্য্যের রহস্য তাহার নিকট একটী স্পষ্ট উজ্জ্বল ও চিরসুন্দর সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইল। "বাহিরের ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়া একটি প্রশান্ত নির্ম্মলতা প্রকাশ পাইতেছিল," এ দিকে উমারও অন্তর্বিপ্লব থামিয়া গিয়া অন্তরে শান্তির আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গ্রন্থের দুই তিন স্থানে বাহ্য দৃশ্য ও ঘটনার এই ঐক্য ও সমন্বয় অতি-সহজে অথচ সুকৌশলে সাধিত হইয়াছে।

কল্যাণীর মৃত্যু আসন্ন; সতীনাথ ও উমাকে সে শেষ দেখিতে চাহিয়াছে। উমার দ্বারা পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াই সতীনাথ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে; কারণ, অতি-কষ্টেই সে কল্যাণীর স্মৃতি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছে। স্বামী ও কল্যাণী উভয়েরই জন্য তাহার প্রাণ বড়ই ব্যথিত হইল। যে

চিরকুমারী কল্যাণী তাহারই স্বামীর রূপ ধ্যান করিয়া, তাঁহারই স্মৃতি বুকে ধরিয়া মন্দিরে বসিয়াছে, সেই কল্যাণীর জন্য তাহার প্রাণ শ্রদ্ধায় ও সহানুভূতিতে ভরিয়া গেল। উমা তাহার এই নবলব্ধ স্থান কল্যাণীকে স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছে, কিন্তু বড় বিলম্বে, যদিও বিলম্বের কারণ সে নয়।

উমা-সম্বন্ধে পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যে তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছে সেই সাধু হইয়াছে, —এমন কি রুদ্রকান্তের মত রুদ্র পরুষ লোকও মৃত্যু-সময়ে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন।

এইবার কল্যাণীর চরিত্র। চরিত্র মাহাত্ম্যে কল্যাণী উমা অপেক্ষা উচ্চ হইলেও উমাই আমাদের সহানুভূতি বেশী আকর্ষণ করে। কল্যাণী দেবী ও পাষাণী,—তাহার বক্ষে যেন মানুষের মত স্পন্দন নাই, অধরে যেন স্ফুরণ নাই, চক্ষে যেন পলক নাই। স্বামীর ব্রাহ্মত্বহেতু বিধবা তারাসুন্দরী সম্পূর্ণ হিন্দু থাকিলেও একমাত্র কন্যা কল্যাণীকে লইয়া আত্মীয়-স্বজন-কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইলেন। কলিকাতায় সতীনাথদের বাটীর নিকটেই তাঁহারা বাস করিতেন। কল্যাণী তখন কিশোরী ও বিদুষী, বেথুন স্কুলের ছাত্রী। কিন্তু তাহা হইলেও প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামে মা'র স্থির ধৈর্য্য, হিন্দু-ধর্ম্মে এক নিষ্ঠত্ব, সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি সতীদের উপাখ্যান তাহার উপর হিন্দু-প্রভাবই বিস্তার করিয়াছিল। মা'র চিকিৎসা-সূত্রে সতীনাথের নিকটে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ হইয়া কল্যাণী তাহাকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিয়াছে; কিন্তু শ্রদ্ধা যে ভালবাসায় রূপান্তরিত হইতে পারে, এ ধারণা তাহার ছিল না। সতীনাথের হৃদয়ে কল্যাণী-প্রেম ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল এবং সুবিধা-মত দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতার দ্বারা কল্যাণীর পাণিগ্রহণে সম্মতি জানাইয়াছে। রুদ্রকান্ত এই গুপ্ত প্রেমের আভাস পাইয়াই সতীনাথকে স্থানান্তরিত করিলেন। সতীনাথের এই আকস্মিক গমনে তারাসুন্দরী আশ্চর্য্য হইলেন এবং ঈর্ষ্যান্বিত মুন্সীর রূপ হইতে ইহার হেতু অবগত হইয়া ক্রোধে স্বাভাবিক সংযম হারাইতে বসিলেন; সতীনাথকে তাঁহার অত্যন্ত নীচ ও ঘৃণ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তবুও কল্যাণী স্থির ও অচল; মাতারও ধৈর্য্যের সীমা আছে, কিন্তু কল্যাণীর সহিষ্ণুতা অসীম, বিচলিত হইতে সে জানে না। সে একটী উৎসৃষ্ট কুসুম, বাগ্‌দত্তা কন্যা, মানসপতি সতীনাথের স্মৃতিটুকু লইয়াই চিরকৌমার্য্যের জন্য বুক বাঁধিয়াছে। এ অবস্থায় মাতা কল্যাণীকে লইয়া গুরুপদাশ্রয়ই বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন; উমার দাদা-মহাশয় বিশ্বনাথেরই শরণাপন্ন হইলেন। এই প্রসঙ্গে আমরা রচয়িত্রীর একটী ছোট গল্পের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। 'নির্ম্মাল্যে,' 'উপেক্ষিতা'র মৃন্ময়ীও মনীন্দ্রের নিকট বাগ্‌দত্তা ছিলেন। মনীন্দ্র বিলাত হইতে ফিরিয়া মৃন্ময়ীকে বিবাহ করিবে, এইরূপ স্থির ছিল। কিন্তু মনীন্দ্র বিলাত হইতে অমিয়া-নাম্নী এক রমণীকে বিবাহ করিয়া মুঙ্গেরে কর্ম্ম লইয়া আসিয়াছেন। উপেক্ষিতা মৃন্ময়ীও মনীন্দ্রের জন্য সম্পূর্ণ আত্মবলি দিয়াছিল, সেও অসামান্য সংযমের সহিত চিরকৌমার্য্য গ্রহণ করে। কিন্তু অমিয়ার মৃত্যুতে শিশু-পুত্র লইয়া বিপন্ন

মনীন্দ্র আবার যখন তাহারই জন্য তাহারই দুয়ারে উপস্থিত, অন্তঃস্থিত সুপ্ত আত্মাভিমান মাথা নাড়িয়া সন্তপ্ত, এমন কি পরলোকে মিলন-প্রত্যাশী মনীন্দ্রকে প্রত্যাখ্যান করিল; কিন্তু পরক্ষণেই তাহার অভিমান ভাসিয়া গেল —সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মৃন্ময়ীর পক্ষ হইতে এই প্রতিক্রিয়া অতিস্বাভাবিক এবং এই কারণেই সে এত সজীব হইয়া ফুটিয়াছে এবং ইহারই অভাবে কল্যাণী এত নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে।

উমার বিবাহের দিনই মাতা-কন্যা উমার পিতামহের আশ্রয় লইয়াছেন। পর দিন বরবেশে সতীনাথের শুষ্ক অন্তঃকরণের ছায়া তাহারই উদাস দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন—সতীনাথ যে কোন ভ্রমবশতঃই ঐরূপ কার্য্য করিয়াছে তাহাও কতকটা বুঝিলেন। কিন্তু সতীনাথকে তখনও কল্যাণী যথার্থভাবে বুঝিতে পারে নাই; উমার প্রতি উদাসীন ব্যবহারেই মাতা বুঝিলেন যে, কি তীব্র অথচ অপ্রকাশ্য বেদনার কশাঘাতে সতীনাথ জর্জ্জর হইতেছে। কত সন্তর্পণে, কত আত্মসংযমের সহিত তাঁহারা প্রসন্নমুখে "ছলছল-নেত্রে" উমার কল্যাণ ও স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করিয়াছেন। কল্যাণীর প্রাণ উমার জন্য অবধি সমবেদনায় কাঁদিয়াছে। সতীনাথের জন্য প্রাণ তাহার অস্থির হইলেই কল্যাণী ধরিতে চাহিত মূর্ত্তের মধ্য দিয়া অমূর্ত্তের প্রকাশ, অনুভব করিতে চাহিত রূপের মধ্যে অরূপের ব্যঞ্জনা বিশ্বনাথের প্রভাবে তাহার এই সুপ্ত শক্তি পূর্ণ জাগ্রৎ হইয়াছে।

শেষে যক্ষ্মাক্রান্তা হইয়া কল্যাণী মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল। মৃত্যু-শয্যায় তাহার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই—উমা-সতীনাথের সহিত তাহার দেখা হয় নাই, যদিও প্রথমা স্ত্রী বলিয়া বিশ্বনাথ সতীনাথের দ্বারাই তাহার প্রেত-কৃত্য সম্পন্ন করাইলেন।

ইতিহাসে রমণী।

স্পেনের নৌবল-ধ্বংস এলিজাবেথের শাসন-কালের প্রধান ঘটনা। এই সময় সারা ইংলণ্ড জুড়িয়া একটি শক্তির চাঞ্চল্য, একটি কর্ম্মের উত্তেজনা দেখা গিয়াছিল। একদিকে যেমন ধনলিপ্সা ও যশোলিপ্সায় উন্মত্ত হইয়া দেশের লোক 'পশ্চিমে চল' রব তুলিয়া আমেরিকা ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সমুদ্রে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল* সেইরূপ কাব্য ও সাহিত্য-রাজ্যেও একটি নূতন উত্তেজনার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। এলিজাবেথ স্বয়ং বিদুষী ছিলেন এবং যথাসাধ্য নাট্যকাব্য-সাহিত্য-বিষয়ে উৎসাহ দান করিতেন; আর যাঁহারা পুস্তক লিখিতেন তাঁহারাও নানাভাবে রাণীর প্রশংসা ও গুণগান করিতেন। এলিজাবেথের সভার শ্রেষ্ঠরত্ন সিড্‌নী † সুপণ্ডিত ছিলেন এবং কবিতা ও কাহিনী রচনা করিয়া সে-যুগেও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। সিড্‌নী কবি-স্পেন্সারকে সভায় পরিচিত করিয়া দেন। যখন স্পেন্সার আপনার বিখ্যাত কাব্য ফেয়ারী-কুইন্ (পরী-রাণী) রচনা করিলেন, তখন তিনি রূপকচ্ছলে

* কিংসলে রচিত 'ওয়েষ্টওয়ার্ড হো'-নামক উপন্যাসে এই বিষয়ের বিশদ বর্ণনা আছে।

† এই সিড্‌নীই যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুশয্যায় আপনার পিপাসার বারি অপরকে দান করিয়া ভাবে অমর হইয়া, সিডনের

ইংলণ্ডের তৎকালীন অবস্থা ও ইতিহাস বর্ণনা করিয়া পরোক্ষে এলিজাবেথের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। বিখ্যাত পণ্ডিত বেকনও এই যুগের। তিনি অল্পবয়সেই এলিজাবেথের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এলিজাবেথ তাঁহার সহিত বাক্যালাপে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া কত বার তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। এলিজাবেথের যুগ কাব্য-সাহিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ হইলেও, তখন নাটকেরই সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। শুনা যায় যে, বিখ্যাত কবি ও নাটককার শেক্‌স্‌পীয়ার রাণীর অনুরোধে একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অপর একখানি নাটকে তিনি কপোপকথনের মধ্যে রাণীর প্রশংসা সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

এলিজাবেথের শাসনকালের খ্যাতি ও সমৃদ্ধির একটি কারণ তিনি উপযুক্ত মন্ত্রী ও কর্ম্মচারী লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। উপযুক্ত লোক চিনিবার ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ ছিল। তিনি শাসন-কার্য্যের জন্য যে সকল মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, বিশ্বস্ততা ও কার্য্যদক্ষতা হিসাবে তাঁহাদের অপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া তখন কোন প্রকারে সম্ভবপর ছিল না, আর এখনও সব ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় না। ইতিহাসে বলে কৃতজ্ঞতা বলিয়া পদার্থ তাঁহার হৃদয়ে ছিল না। তাঁহার এক মন্ত্রী তাঁহার ইষ্ট-সাধনের জন্য সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শেষ দশায় রাণী একবার চাহিয়াও দেখিলেন না। শুনা যায়, কপর্দ্দকহীন হতভাগা মন্ত্রীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সঙ্গতি না থাকায় তাঁহাকে রাত্রিকালে কবরস্থ করা হইয়াছিল।

অকৃতজ্ঞতা মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম না হইলেও রাজার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম বটে। এলিজাবেথের পিতার এক মন্ত্রী তাই বড় দুঃখে বলিয়াছিলেন, "আমি রাজার কার্য্য যেরূপ আন্তরিকতার সহিত সাধন করিয়া আসিয়াছি, সেইরূপ যদি ভগবানের কার্য্য সাধন করিতাম তাহা হইলে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে ভগবান্ আমাকে পরিত্যাগ করিতেন না।" এই মন্ত্রী চিরজীবন অষ্টম হেনরীর মঙ্গল-চেষ্টায় অতিবাহিত করেন ; অবশেষে নৃপতি-কর্ত্তৃক পদচ্যুত ও অবমানিত হইয়া ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

পৃথিবীতে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে দোষশূন্য হইবেন, এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। এলিজাবেথের চরিত্রে গুণের সহিত যথেষ্ট দোষ মিশ্রিত ছিল। তিনি মাতৃভাষা ব্যতীত আরও কয়েকটি ভাষা জানিতেন এবং নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি কলাবিদ্যায় দক্ষ ছিলেন। তিনি স্কটলাণ্ড-রাণী* মেরীর ন্যায় রূপবতী না হইলেও তাঁহার রূপ ছিল এবং তাঁহার যত না রূপ ছিল, তাহার অনেক অধিক পরিমাণে বুদ্ধি ছিল। কিন্তু তাঁহার প্রমোদ-পরায়ণতার মাত্রা অত্যন্ত অধিক ছিল। সমারোহপূর্ণ উৎসব ও শোভাযাত্রা না হইলে, তাঁহার মনোরঞ্জন হইত না। তিনি পরিচ্ছদপ্রিয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহার অসংখ্য বেশ-ভূষা ও রত্নালঙ্কার ছিল। ইহার জন্য অর্থব্যয় করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন

* স্কটের কেনিলওয়ার্থ-নামক উপন্যাসে এলিজাবেথের আমোদপরায়ণতা এবং অপরাপর দোষগুণের বিষয় বর্ণিত আছে। গ্রন্থখানি এলিজাবেথের যুগের একটি চিত্র

না, কিন্তু অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ে তিনি ব্যয়সঙ্কোচতা প্রকাশ করিতেন। ইহার উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে,—স্পেনের সহিত নৌযুদ্ধে তাঁহার রণপোতগুলিতে যে গোলাবারুদ ফুরাইয়া গিয়াছিল, তাহার কারণ তিনি সেজন্য পূর্ব্ব হইতে যথোপযুক্ত অর্থ-ব্যয় আবশ্যক মনে করেন নাই। তথাপি ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি আমোদপরায়ণা ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বিলাসিনী হইলেও আহার-বিষয়ে সংযম রক্ষা করিতেন। কিন্তু তিনি রমণী হইলেও কথায় বা আচরণে সংযম রক্ষা করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। এইরূপ লজ্জাশীলতার অভাব বা প্রগল্‌ভতার প্রাবল্য রমণীশোভন নহে, পরন্তু ইহা অনেকাংশে পৌরুষ-ব্যঞ্জক। বস্তুতঃ তাঁহার চরিত্রে পুরুষ ও রমণী উভয় জাতির চরিত্রের উপাদান একত্র মিশ্রিত ছিল। স্ত্রীলোকের হৃদয় কোমল বলিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহের নামে শিহরিয়া উঠে। এলিজাবেথ বন্দুকের গুলির দ্বারা লক্ষ্যভেদে সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং পুরুষের ন্যায় অশ্বে আরোহণ করিতে পারিতেন। যখন স্পেনের সহিত সংগ্রাম বাধিয়া গেল, তিনি স্বয়ং অশ্বারোহণে সৈন্যগণের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাহাদের উৎসাহ-বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। যখন রোমীয় খৃষ্ট-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডবাসীর ধারণা বদ্ধমূল হইতেছিল, চারিদিকে অসন্তুষ্ট রোমীয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতেছিল, গুপ্ত হত্যাকারিগণ এলিজাবেথের প্রাণ-বধের চেষ্টা করিতেছিল, তখন তাঁহার পরামর্শদাতৃগণ উপদেশ দিলেন যে, প্রাসাদ ও সভাস্থিত প্রাচীন-ধর্ম্মাবলম্বি-ব্যক্তিগণকে অপসৃত করা হউক; কিন্তু এলিজাবেথের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ভীতি সঞ্চারিত হয় নাই, তিনি এ ভীতিমূলক পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না।

(ক্রমশঃ)

শিমলা-শৈলে।

দাদা খুব ভোর বেলা আমাদের ডেকে দিলেন। তখন চারিদিকে অন্ধকার রয়েছে। পাহাড়গুলি নীরব নীলাকাশ-তলে তখনও ঘুমায়ে রয়েছে। আমরা প্রাতঃকৃত্য সেরে সব মোট-ঘাট ঠিক্ করে নিয়ে ষ্টেশনে এসে গাড়ীতে উঠে বসলাম। নানা দেশ-বিদেশের নানারকম যাত্রী। তখন গাড়ী বেশ গুলজার। কলিকাতার রেলে মাথা-খোলা বাঙ্গালীর দল ছাড়া যেমন অন্য প্রদেশের লোক কম, পঞ্জাব-প্রদেশে শিমলার রেলে পাঞ্জাবী ভিন্ন অন্য স্থানের লোক খুব বেশী। কত রকমের স্ত্রী-পুরুষ, কত রকমের পাগ্‌ড়ী, কত রকমের বিচিত্র পোষাক এবং কত রকমের ভাষা! তবে তাদের মধ্যে অনেকেই হিন্দি ভাষা বোঝে। ভারতের সকল স্থান ভ্রমণ করতে গেলে হিন্দি ভাষা জানা বিশেষ প্রয়োজন।

সকাল ৭ টার সময় গাড়ী শিমলা-শৈলের উদ্দেশে যাত্রা করল। একটু যাইয়াই এঞ্জিন বিকট শব্দ করতে করতে পাহাড়ে একে বেঁকে উঠ্‌তে আরম্ভ করল। কালকা-শিমলা রেল পথ ২ ফিট ৬ ইঞ্চি চওড়া এবং প্রায় ৬০ মাইল্ লম্বা। ইহা ১৯০৩ সালে

৯ই নবেম্বর প্রথম খোলা হয়। এই রেলপথ ১০৩টী সুরঙ্গের (Tunnel) মধ্য দিয়া গিয়াছে। ক্ষণকাল-পরেই গাড়ী হতে কেসৌলী পাহাড়ের বিখ্যাত Pasteur Institute (পাগলা কুকুরে কামড়ান রোগীর চিকিৎসালয়)এর চূড়াগুলি দেখা যেতে লাগ্‌ল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা ধরমপুরে এসে পড়্‌লাম। ষ্টেসান থেকেই ক্ষয়-কাশ রোগের হাঁসপাতাল চোখে পড়্‌ল। হাঁসপাতালটী দেখ্‌তে বেশ সুন্দর। ইহা ১৯০৯ সালে ভারতীয় করদ রাজবৃন্দের সাহায্যে নির্ম্মিত হয়। ক্ষয়কাশ-রোগের পূর্ব্বাবস্থায় এখানে এসে ভালরূপে চিকিৎসার ব্যবস্থা কর্‌তে পার্‌লে রোগীর দিনকতক বেশী বাঁচবার সম্ভাবনা। শুন্‌লাম, কোন কোন রোগী এমন কি সেরেও যায়। যে মহাত্মা এই মহৎ কাজ করে গেছেন তাঁর কাছে আমরা কত কৃতজ্ঞ।

পাহাড়ে রেল চড়া এই প্রথম। সেইজন্য ব্যাপারটা খুব নতুন বলে বোধ হচ্ছিল। পাহাড়ীরা স্ত্রীপুরুষে ছোট ছোট ক্ষেত করেছে, আর তাতে তারা খুব আগ্রহ সহকারে মনঃপ্রাণ ঢেলে দিয়ে কাজ কর্‌ছে। তাদের দেহ এত সুন্দর ও দৃঢ়ভাবে গঠিত যে তাদের পরমেশ্বর ঐ দুর্ভেদ্য পাহাড় ভেঙ্গে চাষ করারই উপযুক্ত করে দিয়েছেন। তাদের চেহারার মধ্যে এমন একটা মাধুর্য্য, এমন একটা লালিত্য আছে যে তাদের দেখ্‌লেই মন পবিত্র আনন্দে ভরে উঠে। তাদের মুখের মধুর হাসি বড়ই সরল, বড়ই মিষ্ট।

২৬ মাইল গিয়ে বোরোগ্‌ টনেল (Borough tunnel) এর মধ্যে এসে পড়লাম। গার্ড-সাহেব অমনি বৈদ্যুতিক আলো জেলে "ঘন তমসাবৃত" গাড়ী একেবারে আলোকময় করে দিলেন। এই টনেল ৩৭৫২ ফিট লম্বা এবং ভারতবর্ষের মধ্যে ইহা দ্বিতীয় টনেল। গাড়ী বোরোগ্‌ ষ্টেসনে এল। এই স্থানটী স্বর্গের মত সুন্দর। চারিধারে পাহাড় থরে থরে সাজান রয়েছে। নূতন রকমের নানা প্রকার গাছ পাহাড়ের উপর-নীচে সাজান রয়েছে। কোথাও বা বৃক্ষাবলি গাঢ়ভাবে গভীর খাদের ভিতর দিয়ে মাথা উঁচু করে বেরিয়ে আস্‌ছে, কোথায় বা চির প্রফুল্ল প্রস্রবণ ঝর-ঝর-শব্দে ঝর্‌ছে। এই রোগ্‌ ষ্টেসনটির চারিদিকে নানা প্রকার ফুলের গাছ অতিসুন্দররূপে সাজান। প্রায় সব গাছে ফুল ফুটে সেই মনোরম স্থান আলো করে রয়েছে। বৎসরের সকল সময়েই এই সব স্থানে সুন্দর ফুল দেখতে পাওয়া যায়। ঐ সকল ফুলের রং এত গাঢ় ও ফুলগুলি এত বড় যে, আমাদের দেশে তা ক্বচিৎ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এখানে হিন্দু এবং সাহেবদের জন্য দু'টী বেশ পরিষ্কার হোটেল আছে। সেখানে সকল রকম খাবার, এমন কি ভাল-ভাত পর্য্যন্ত গাড়ীর সময় পাওয়া যায়। কাল্‌কা এবং শিমলার প্রায় মধ্যবর্ত্তী এই স্থানে সেইজন্য অনেক যাত্রী খেয়ে লন। এখানে হোটেল ছাড়া অন্যান্য খাবার এবং ফলের দোকান আছে। এখানে গাড়ী প্রায় এক ঘণ্টা থামে। সকল সাহেবরাই Break fast করলেন। আমরাও পাহাড়ীদের দোকান হতে আলু-দহির বড়া, দহি এবং নূতন রকমের খাবার ও ফল কিনে খেয়ে করণার ঠাণ্ডাজল পান করে দেহ শীতল কর্‌লাম।

তারপর দ্বিগুণ উৎসাহে গাড়ী আবার চল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। এবার আমরা উঁচু পাহাড়ে উঠ্‌ছি। আমার চোখে সবই নূতন। দাদা মাঝে মাঝে দার্জিলিং-রেলের সঙ্গে তুলনা করে আমাকে নিরাশও করে দিচ্ছেন, আবার দার্জিলিং দেখ্‌বার আশাটাও খুব প্রবল করে দিচ্ছেন। গাড়ী একবার খুব উঁচুতে উঠ্‌ছে, আবার অল্পক্ষণ-পরেই দেখি, খুব নীচে নেমে যাচ্ছে; কখনও বা যেন মনে হচ্ছে গাড়ী একই স্থানে ঘুরে ফিরে আস্‌ছে। কোথাও বা উপর-নীচে পাশা-পাশি ৩।৪টী লাইন দেখা যাচ্ছে। কখনও ভয় হচ্ছে যেন এখানে গভীর খাদের মধ্যে গাড়ী পড়ে যাবে এবং এখানেই আমাদের শিম্‌লা-ভ্রমণ শেষ হবে; মাঝে মাঝে অন্ধকার টানেলের মধ্য দিয়ে গাড়ী যাচ্ছে, অমনি বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে উঠ্‌ছে। শিম্‌লার রেলপথ স্থপতি-বিদ্যার নিপুণতার নিদর্শন-স্বরূপ। এইরূপ গাড়ীর গতি, চারিদিকের অপার্থিব সৌন্দর্য্য, মাঝে মাঝে ষ্টেশন-সমূহের নিকটস্থিত নয়নাভিরাম বাঙ্গলাগুলি ও ফল ফুলের সাজান বাগানগুলি দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা সামার-হিল (Summer Hill ষ্টেশনে এলাম। কাল্‌কা হতে শিমলা পর্য্যন্ত প্রায় সব ষ্টেশনে ষ্টেশনে ২।৪টী সৈন্য উঠ্‌ছে নাম্‌ছে কারণ, প্রায় সব ষ্টেশনগুলিই সৈন্য-নিবাস (cantonment)।

গাড়ী ছেড়ে তারাদেবী ষ্টেশনে আস্‌লে এখান থেকে শিমলার বাড়ীগুলি যেন এক এক খানি পটে আঁকা ছবির মত বোধ হচ্ছিল। এত দিন না দেখে ভাল ছিলাম। "দেখেছি গো তারে, অতিদূরে, যেমন দেখা ছবি আঁকা।" গাড়ী আর ছাড়ে না। শীত বোধ হওয়াতে ২।১ খানি গরম কাপড় বের করে পরে বসে থাক্‌লাম। গাড়ী গজেন্দ্র-গমনে শীঘ্রই শিম্‌লায় এলো। গাড়ী থেকে চারিদিকে চাইছি, এমন সময় দেখি ছোট্ট রঘু-বাবুটী পা-পর্য্যন্ত গরম জামা পরে লাট-সাহেবের দপ্তরের গায়ে লাল রঙ্গের চাপকান-পরা চাপরাশি সঙ্গে করে আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ সে

ভ্রমসংশোধন

গতসংখ্যার ৮৭ পৃষ্ঠার প্রথমস্তম্ভের ২১ পংক্তিতে 'উৎরাই' স্থলে 'চড়াই' হইবে এবং ৮৮ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ১০ম পংক্তিতে 'নীল যমুনার তটে' অংশটী হইবে না।

শোক সংবাদ।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে কয়েক মাস পূর্ব্বে শ্রীমান্ সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়-নামক যে, উদীয়মান লেখকটী বাল্য ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে উপনীত হইয়া আপনার কিশোর করে পূজার অর্ঘ্য লইয়া সাহিত্য-মন্দিরে প্রবেশ করিতেছিল, সে সেই পূত সন্ধিক্ষণ অতিক্রম করিতে না করিতেই গত ৪ঠা শ্রাবণ, দারুণ টাইফয়েড্ জ্বরে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছে। গত ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় আমরা তাহার 'অপ্রাকৃতে বিশ্বাস'-শীর্ষক লেখতত্ত্বটী প্রকাশ করিয়াছিলাম। গ্রাহকগ্রাহিকাবর্গ তাহা দেখিয়াছেন। সে লেখার মধ্যে আমরা যেমন এক দিকে বৃদ্ধের গাম্ভীর্য্য, প্রগাঢ় সত্যানুরাগ, ভ্রান্ত কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ-প্রয়াস দেখিয়াছি, অপর দিকে ভাষার পরিপুষ্টতা, লালিত্য ও বয়োধিক জ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছি। আমরা ভাবিয়াছিলাম কালে তাহার পিতৃদেব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয়ের ন্যায় সেও একদিন বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা করিয়া উচ্চাসন অধিকার করিবে। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় ভিন্নরূপ। আমরা তাহাকে সর্ব্বদাই অমায়িক ও সহাস্যবদন দেখিয়াছি, অথচ তাহারই ভিতর একটী সরল গাম্ভীর্য্যও ছিল। এ বৎসর সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় দ্বাদশ স্থান অধিকার করিয়া ২০৲ টাকার বৃত্তি পাইয়াছিল। যে বিধাতা মাতা-পিতার ক্রোড়-দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এ হেন পুত্ররত্নকে তাঁহার মঙ্গলময় ক্রোড়ে লইয়া গিয়াছেন, তিনিই তাঁহাদিগকে বিয়োগ-দুঃখ সহ্য করিবার শক্তি প্রদান করুন্ এবং সেই তরুণ আত্মার অনন্ত উন্নতি ও কল্যাণ বিধান করুন্।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না।
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।
সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকালস্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

কিলনরণ এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানেজিং এজেন্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।

২৫ নং সোয়ালো কলিকাতা

বিজ্ঞাপনের হার।

১।	অর্দ্ধ কলম বা সিকি পৃষ্ঠা	মাসিক	২৲
২।	এক কলম বা অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	”	৩৷৹
৩।	বিজ্ঞাপন এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ”	৩৲
	ঐ	পূর্ণ পৃষ্ঠা ”	৫৲
৪।	মলাট বা মলাটের সম্মুখস্থ বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠা এবং মূল পুস্তকের প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠা	”	৭৲

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কার্য্যাধ্যক্ষ।

BHARAT DHARMA MAHAMANDAL

THE ALL-INDIA HINDU-SOCIO-RELIGIOUS ASSOCIATION.

General President H. H. the Maharaja of Darbhanga, *G. C. I. E.*

Fees for General Members Rs. 2 a year.

Members have the privileges of (*a*) the Mahamandal Benevolent und ; (*b*) the Mahamandal Magazine (in English),—a High Class onthly *free* ; (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications at three-fourth price

PROSPECTUS & SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE

e General Secretary: Sri Bharat Dharma Mahamandal, Benares Cantt.

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

নবীন অধ্যাপক স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের লিখিত—"অম্লশূলান্তক-সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত ও ক্ষুধার অভিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী M. E. মহোদয় বলেন,

"শ্রীযুক্তবাবু মথুরানাথ মজুমদারকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। বৈদ্যকে ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের ছাত্র। ইহার চিকিৎসায় বেশ যশ আছে। ইনি বাঙ্গালার জিরাজী-সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, সকলগুলি আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের ৺ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহোদয় বলেন,

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মথুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি মহাশয় আমার সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। আমার নিজ ও পরিবারবর্গের জন্য তিনি যে সকল ঔষধ-ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই সুফল পাইয়াছি। তিনি জীবনে উন্নতি লাভ করিলে, আমি অত্যন্ত সুখী হইব।"

কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি,

পোঃ আঃ—খাঁড়াশাড়া, ফরিদপুর।